

সুনানু নাসাঈ
শরীফ

৪র্থ খণ্ড

ইমাম আবু আবদির রাহমান
আহমদ ইবন শু'আয়ব আন-নাসাঈ (র)

সুনানু নাসাঈ শরীফ

চতুর্থ (শেষ) খণ্ড

ইমাম আবু আবদির রাহমান আহমদ ইব্ন শু'আয়ব আন-নাসাঈ (র)

অনুবাদ

মাওলানা রিজাউল করীম ইসলামাবাদী

সম্পাদনা পরিষদ

অধ্যাপক আবদুল মালেক

ডঃ আবু বকর রফীক আহমদ

অধ্যাপক আবুল কালাম পাটোয়ারী

দ্বিতীয় সংস্করণ সম্পাদনায়

মাওলানা আ.ব.ম. সাইফুল ইসলাম



অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

সুনানু নাসায়ী শরীফ চতুর্থ (শেষ) খণ্ড

ইমাম আবু আবদির রাহমান আহমদ ইবন শু'আয়ব আন-নাসায়ী (র)

অনুবাদ : মাওলানা রিজাউল করীম ইসলামাবাদী

সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত

পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৭১২

ইফাবা অনুবাদ ও সংকলন প্রকাশনা : ২৭১/১

ইফাবা প্রকাশনা : ২২৪২/১

ইফাবা গ্রন্থাগার : ২৯৭.১২৪৫

ISBN : 984-06-1233—6

প্রকাশকাল

জুন ২০০৮

দ্বিতীয় সংস্করণ

আম্বাট ১৪১৪

জমাদিউস সানী ১৪২৯

জুন ২০০৮

প্রকাশক

মুহাম্মাদ শামসুল হক

পরিচালক, অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

ফোন : ৯১৩৩৩৯৪

মুদ্রণ ও বাঁধাই

মুহাম্মাদ আবদুর রহীম শেখ

প্রকল্প ব্যবস্থাপক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস

আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

ফোন : ৯১১২২৭১

প্রচ্ছদ অংকনে : জসিম উদ্দিন

মূল্য : ৩০৫.০০ (তিনশত পাঁচ টাকা)

SUNANU NASAYEE SHARIF (4th VOL. : Compiled by Imam Abu Abdir Rahman Ahmad Ibn Shoaib An-Nasayee (Rh) in Arabic, translated by Maulana Rezaul Karim Islamabadi into Bengla, edited by Editorial Board and published by Director, Translation & Compilation Dept, Islamic Foundation Bangladesh, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka -1207. June 2008

Price : Tk 305.00

US Dollar : 10.00

Web Site : www.islamicfoundation-bd.org

E-mail : info@islamicfoundation-bd.org

মহাপরিচালকের কথা

সিহাহু সিত্তাহুর হাদীস গ্রন্থসমূহের মধ্যে সুনানু নাসাঈ শরীফ অন্যতম। ইমাম আবু আবদির রাহমান আহমদ ইবন শু'আয়ব আন-নাসাঈ (র) (৮৩০-৯১৫ খ্রিষ্টাব্দ) এই হাদীস গ্রন্থটি সংকলন করেন। মহানবী (সা)-এর বিশুদ্ধ হাদীসসমূহ সংকলনের উদ্দেশ্যে তিনি আরব দেশসমূহের বিভিন্ন অঞ্চল সফর করেন। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রম ও সাধনার ফলশ্রুতিতে এই গ্রন্থটি সংকলিত হয়।

আল-কুরআন মানব জাতির হিদায়েত ও পথ-নির্দেশনা, আর হাদীস ও সুন্নাহ কুরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ। এজন্য ইসলামী জীবন-বিধানে কুরআনের পরেই হাদীস ও সুন্নাহর স্থান। বিদায় হজ্জের ভাষণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম উদাতকণ্ঠে আহ্বান জানিয়েছেন : “আমি তোমাদের মধ্যে দু’টো জিনিস রেখে যাচ্ছি, যতদিন তোমরা এ দু’টো আঁকড়ে থাকবে, ততদিন কখনও পথভ্রষ্ট হবে না। এ দু’টো জিনিস হচ্ছে কুরআন ও সুন্নাহ।” প্রকৃতপক্ষে হাদীস বাদ দিয়ে কুরআনের মর্মার্থ হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব নয়। কারণ পবিত্র কুরআন হলো সংক্ষিপ্ত, ইংগিতধর্মী ও ব্যঞ্জনাময় আসমানী কিতাব। হাদীস হলো পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ইসলামী প্রকাশনা কার্যক্রম প্রকল্পের আওতায় ‘সিহাহু সিত্তাহু’ অনুবাদ ও প্রকাশনা কর্মসূচির আওতায় ইতিমধ্যে সিহাহু সিত্তাহুভূক্ত বুখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ, তিরমিযী শরীফ, আবু দাউদ শরীফ, সুনানু নাসাঈ শরীফ, সুনানু ইবন মাজাহ শরীফ এবং মুয়াত্তা ইমাম মালিক ও মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদ ইত্যাদি হাদীস গ্রন্থের অনুবাদ খণ্ডাকারে প্রকাশিত হয়েছে। সুনানু নাসাঈ শরীফের চতুর্থ খণ্ডটি ২০০৪ খ্রি. প্রথম প্রকাশিত হয়। কিন্তু সমুদয় কপি নিঃশেষ হওয়ায় এক্ষণে পুনঃসম্পাদনাকৃত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হলো। এ গ্রন্থটি প্রকাশ করতে পেরে আমরা মহান আল্লাহ তা‘আলার দরবারে অশেষ শুকরিয়া আদায় করছি এবং সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর উদ্দেশ্যে দরদ ও সালাম পেশ করছি।

নাসাঈ শরীফের অনুবাদ, সম্পাদনা এবং তা প্রকাশের ক্ষেত্রে অনুবাদ ও সংকলন বিভাগসহ প্রকাশনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীকে আন্তরিক মুবারকবাদ জানাচ্ছি। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের সকলের শ্রম কবুল করুন।

মোঃ ফজলুর রহমান

মহাপরিচালক

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকের কথা

মানব সভ্যতার বিকাশ, অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির জন্য আল্লাহ্ রাক্বুল আলামীন ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ জীবন-বিধান হিসেবে মনোনীত করেছেন। ইসলামের শাস্ত ও চিরন্তন বাণী কুরআন ও হাদীসের মাধ্যমেই আমরা পেয়েছি। কুরআন শরীফ হচ্ছে তাত্ত্বিক বিধি-বিধান সম্বলিত আসমানী গ্রন্থ, হাদীস হচ্ছে তার প্রায়োগিক বিশ্লেষণ; আর সুন্নাহ্ হচ্ছে তার বাস্তবায়নের নমুনা। কুরআন শরীফে আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা দিয়েছেন : 'নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মধ্যে তোমাদের জন্য উসওয়ায়ে হাসানা বা সর্বোত্তম আদর্শ রয়েছে।' হাদীস শরীফে হযরত আয়েশা (রা) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে : 'রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চরিত্র হচ্ছে কুরআনের বাস্তব রূপ।'

কুরআন বুঝতে হলে হাদীসের অপরিহার্যতা অনস্বীকার্য। মহানবী (সা)-এর লক্ষ-লক্ষ হাদীস থেকে যাচাই-বাছাই করে হাদীস গ্রন্থসমূহ সংকলিত হয়েছে। তন্মধ্যে বিশুদ্ধতার মানদণ্ডে ছয়টি হাদীস গ্রন্থকে সর্বোচ্চ মর্যাদা দেয়া হয়েছে। এগুলোকে সিহাহ্ সিত্তাহ্ বা বিশুদ্ধতম ছয়টি হাদীস গ্রন্থ বলা হয়।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ এই ছয়টি বিশুদ্ধতম হাদীস গ্রন্থ বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে ইতিমধ্যে প্রকাশ করেছে। সুনানু নাসাঈ শরীফও উপরোক্ত মহতী কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত। সুনানু নাসাঈ শরীফের চতুর্থ খণ্ডটি ২০০৪ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। সমুদয় কপি নিঃশেষ হওয়ায় এক্ষণে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হলো। এ সংস্করণ প্রকাশের পূর্বে পুনঃসম্পাদনা করানো হয়েছে। সম্পাদনা করেছেন শায়খুল হাদীস মাওলানা আ.ব.ম. সাইফুল ইসলাম এবং প্রফ সংশোধন করেছেন জনাব কালাম আযাদ। এই অমূল্য হাদীস-গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ডটি পুনঃপ্রকাশের শুভ-মুহূর্তে আমরা আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে অশেষ শুকরিয়া আদায় করছি।

পরিশেষে গ্রন্থটির অনুবাদক (মরহুম) মাওলানা রিজাউল করীম ইসলামাবাদী, সম্পাদক ও এর প্রকাশনার বিভিন্ন পর্যায়ে যারা আন্তরিক শ্রম দিয়েছেন, তাঁদের সবাইকে অভিনন্দন জানাই। মহান আল্লাহ্ তাঁদের সবাইকে উত্তম জাযা দান করুন।

মুহাম্মাদ শামসুল হক

পরিচালক

অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

সূচিপত্র

বিষয়

পৃষ্ঠা

অধ্যায় : কসম ও মান্নত ২৯-৬০

مصرف القلوب শব্দ দ্বারা শপথ	২৯
عزّة الله শব্দ দ্বারা শপথ	২৯
আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের কসম করার উপর নিষেধাজ্ঞা	৩০
বাপ-দাদার নামে শপথ করা	৩১
মা-দাদীর নামে শপথ করা	৩২
ইসলাম ব্যতীত অন্য ধর্মের শপথ করা	৩২
ইসলাম হতে বের হয়ে যাওয়ার শপথ	৩৩
কা'বার কসম করা	৩৩
তা'গুত বা দেব-দেবীর শপথ করা	৩৪
লাতের শপথ করা	৩৪
লাত ও উয্যার শপথ	৩৪
শপথ পূর্ণ করা	৩৫
শপথ করার বিপরীত বিষয়কে উত্তম দেখলে কি করবে	৩৫
শপথ ভঙ্গের পূর্বেই কাফ্ফারা দেয়া	৩৬
কসম ভাঙ্গার পর কাফ্ফারা আদায় করা	৩৭
যার মালিক নয়, এমন কোন জিনিসের শপথ করা	৩৯
শপথ করে ইনশাআল্লাহ্ বলা	৪০
কসমের নিয়্যত করা	৪০
আল্লাহ্ যা হালাল করেছেন, তা হারাম করা	৪০
ঝুটির সাথে তরকারি না খাওয়ার কসম করে সিরকা খেলে	৪১
এমন ব্যক্তির শপথ ও মিথ্যা কখন, যে অন্তরে তাকে শপথ ও মিথ্যা কখন মনে করে না	৪১
মিথ্যা ও অপ্রয়োজনীয় কথা	৪২
মান্নত করার নিষেধাজ্ঞা	৪৩

বিষয়

পৃষ্ঠা

মান্নত কোন কিছুকে তুরান্নিত বা বিলম্বিত করতে পারে না	৪৩
মান্নত দ্বারা কৃপণ হতে কিছু মাল বের হয় মাত্র	৪৪
ইবাদত আনুগত্যের কাজে মান্নত করা	৪৪
গুনাহের মান্নত করা	৪৫
মান্নত পূর্ণ করা	৪৫
যে মান্নতে আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করা হয় না	৪৬
যে বস্তুতে মালিকানা নেই, তার মান্নত করা	৪৬
যে ব্যক্তি পায়ে হেঁটে আল্লাহর ঘরে যাওয়ার মান্নত করে	৪৭
স্ত্রীলোকের পায়ে হেঁটে মাথা না ঢেকে বায়তুল্লাহ যাওয়ার মান্নত করা	৪৭
রোযার মান্নত করার পর আদায় করার পূর্বে মৃত্যু হলে	৪৮
যে ব্যক্তি মান্নত আদায় না করে মারা যায়	৪৮
মান্নত আদায় করার পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করা	৪৯
মান্নত হিসেবে হাদিয়া দেয়া	৫০
মালের মান্নত করলে জমি তার অন্তর্ভুক্ত হবে কিনা	৫২
‘ইনশাআল্লাহ’ বলা	৫২
কেউ শপথ করলে যদি অন্য ব্যক্তি ইনশাআল্লাহ বলে	৫৩
মান্নতের কাফফারা	৫৪
মান্নত করার পর তা আদায় করতে অক্ষম হলে	৫৫
ইনশাআল্লাহ বলা	৫৬

অধ্যায় : বর্গাচাষ ৬১-৯৬

তৃতীয় প্রকার শর্তাবলী কৃষিতে বর্গা ও চুক্তি ইত্যাদি	৬১
ফসলের তৃতীয়াংশ বা চতুর্থাংশ দেওয়ার শর্তে বর্গা দেয়া সম্পর্কে	
বিভিন্ন হাদীস এবং হাদীসের বর্ণনাকারীদের বর্ণনাগত পার্থক্য	৬২
বর্গাচাষ সংক্রান্ত চুক্তিপত্র	৮৪
বর্গাচাষ সম্পর্কে বর্ণিত ভাষাগত বিভিন্ণতা	৮৬
শারীকাতুল ইনান (অসম অংশীদারি কারবার)-এর চুক্তিপত্র	৮৯
শারীকাতুল মফাওয়াযা (সম অংশীদারি কারবার)-এর চুক্তিপত্র	৯০
শারীরিকভাবে শরীক হওয়া	৯১
অংশীদারদের একজনের অংশ ত্যাগ করা	৯২
স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্ক ছিন্ন হলে কিরূপে লিখবে	৯৩
দাস-দাসীকে মুকাতাব বানানোর চুক্তিপত্র	৯৪
মুদাব্বার বানানোর চুক্তিপত্র	৯৫
মুক্তিদানের চুক্তিপত্র	৯৬

অধ্যায় : স্ত্রীর সাথে ব্যবহার ৯৭-১০৯

স্ত্রীর প্রতি ভালবাসা	৯৭
একাধিক স্ত্রীর মধ্যে কারো প্রতি বেশি ঝুঁকে পড়া	৯৭
এক স্ত্রী অপেক্ষা অপর স্ত্রীকে বেশি ভালবাসা	৯৮
আত্মাভিমান	১০৪

অধ্যায় : হত্যা বৈধ হওয়া ১১০-১৬৬

মুসলিমকে হত্যা করার অবৈধতা	১১০
হত্যা করা কঠিন অপরাধ	১১৮
কবীরা গুনাহর বর্ণনা	১২৫
সবচাইতে বড় পাপ সম্পর্কে আলোচনা	১২৬
যে কারণে মুসলমানকে হত্যা করা বৈধ	১২৭
কেউ মুসলমানদের দল থেকে বিচ্ছিন্ন হলে, তাকে হত্যা করা প্রসঙ্গে	১২৯
আয়াত- যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে.....আয়াতের ব্যাখ্যা	১৩০
হযরত আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে হুমায়দের বর্ণনায় তার ছাত্রদের মধ্যে পার্থক্য	১৩২
ইয়াহুইয়া ইবন সাদ্দ থেকে তালহা বর্ণনাগত পার্থক্য	১৩৫
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কাটার নিষেধাজ্ঞা	১৩৯
শূলে চড়ানো প্রসঙ্গে	১৩৯
মুসলমানদের দাস পালিয়ে মুশরিকদের নিকট গেলে (.... শব্দগত পার্থক্য	১৪০
আবু ইসহাক (র)-এর থেকে বর্ণনাকারীদের বর্ণনাভেদ	১৪০
মুরতাদ সম্পর্কে বিধান	১৪১
মুরতাদ-এর তাওবা	১৪৫
রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে মন্দ বলার শাস্তি	১৪৬
এই হাদীস সম্পর্কে আ'মাশ থেকে বর্ণনাকারীদের মধ্যে শাস্তির পার্থক্য	১৪৮
যাদু প্রসঙ্গ	১৫০
যাদুকর সম্পর্কে হুকুম	১৫১
কিতাবী যাদুকরের বর্ণনা	১৫১
কেউ মাল ছিনিয়ে নিতে চাইলে কি করবে	১৫২
যে ব্যক্তি স্বীয় সম্পত্তি রক্ষার্থে মারা যায়	১৫৩
যে ব্যক্তি পরিবার-পরিজনের রক্ষার্থে যুদ্ধ করে	১৫৬
যে ধর্ম রক্ষার্থে যুদ্ধ করে	১৫৬
যে ব্যক্তি অত্যাচার প্রতিরোধ করতে গিয়ে মারা যায়	১৫৬
যে ব্যক্তি তলোয়ার খাপমুক্ত করে, তারপর মুনশের মধ্যে তা চালনা করে... ..	১৫৭

বিষয়	পৃষ্ঠা
মুসলমানের সাথে যুদ্ধ করা	১৬০
যে ব্যক্তি বিভ্রান্তির পতাকাতলে যুদ্ধ করে তার সম্পর্কে কঠোর বাণী	১৬২
মুসলমানকে হত্যা করার অবৈধতা	১৬২

অধ্যায় : যুদ্ধলব্ধ মাল বন্টন ১৬৭-১৭৬

যুদ্ধলব্ধ মাল বন্টন	১৬৭
----------------------------	-----

অধ্যায় : বায়'আত ১৭৭-২০০

আদেশ পালন এবং অনুগত থাকার শপথ	১৭৭
উপযুক্ত শাসকের বিরোধিতা না করার শপথ... ..	১৭৭
সত্য কথা বলার উপর বায়'আত	১৭৮
ন্যায়ানুগ কথা বলার বায়'আত	১৭৮
অন্যদের প্রাধান্য দেয়া হলে তাতে ধৈর্যধারণের বায়'আত	১৭৯
প্রত্যেক মুসলমানের শুভাকাঙ্ক্ষী হওয়ার উপর বায়'আত	১৭৯
যুদ্ধ হতে পলায়ন না করার উপর বায়'আত	১৮০
মৃত্যুর উপর বায়'আত	১৮০
জিহাদ করার উপর বায়'আত	১৮০
হিজরতের উপর বায়'আত	১৮২
হিজরতের গুরুত্ব	১৮২
বেদুঈনের হিজরত	১৮৩
হিজরতের ব্যাখ্যা	১৮৩
হিজরতের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা	১৮৩
হিজরত শেষ হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে মতপার্থক্য	১৮৪
যা পছন্দনীয় এবং যা অপছন্দনীয় সকল বিষয়ের বায়'আত	১৮৬
মুশরিক থেকে পৃথক থাকার বায়'আত	১৮৬
মহিলাদের বায়'আত	১৮৭
রুগ্ন ব্যক্তি থেকে বায়'আত	১৮৯
অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালকদের বায়'আত	১৮৯
দাসদের বায়'আত	১৮৯
বায়'আত প্রত্যাহার করা	১৯০
হিজরতের পর পুনরায় বেদুঈন জীবনে ফিরে যাওয়া	১৯০
মানুষের শক্তি অনুযায়ী কাজে বায়'আত করা	১৯০
যে ব্যক্তি কোন ইমামের হাতে হাত দিয়ে নিষ্ঠার সাথে বায়'আত করে	১৯১

বিষয়	পৃষ্ঠা
ইমামের আনুগত্যের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা	১৯২
ইমামের আনুগত্যের প্রতি উৎসাহ প্রদান	১৯৩
উলুল আমরের ব্যাখ্যা	১৯৩
ইমামকে অমান্য করার পরিণতি	১৯৪
ইমামের দায়িত্ব ও প্রাপ্য	১৯৪
ইমামের গুণাকাজী হওয়া	১৯৪
ইমামের একান্ত পরামর্শদাতা	১৯৬
শাসকের মন্ত্রী	১৯৭
যদি কেউ কাউকে কোন অন্যায় কাজ করতে বলে এবং যে তা করে, তার বিনিময়	১৯৭
অন্যায় কাজে শাসককে সাহায্য করা	১৯৮
যে শাসকের অত্যাচারে সাহায্য করবে না	১৯৮
অত্যাচারী শাসকের সামনে যে সত্য কথা বলে তার ফযীলত	১৯৯
বায়'আত পূর্ণকারীর সওয়াব	১৯৯
শাসনকাজের লোভ করা অপছন্দনীয়	২০০

অধ্যায় : আকীকা ২০১-২০৩

আকীকা	২০১
পুত্র সন্তানের আকীকা	২০২
কন্যা সন্তানের আকীকা	২০২
কন্যা সন্তানের পক্ষ হতে কয়টি বকরী কুরবানী করতে হবে	২০২
আকীকা কখন করতে হবে	২০৩

অধ্যায় : ফারা' এবং 'আতীরা ২০৪-২১৬

ফারা' এবং 'আতীরা	২০৪
'আতীরার ব্যাখ্যা	২০৬
ফারা'-এর ব্যাখ্যা	২০৭
মৃত জন্তুর চামড়া	২০৯
মৃত জন্তুর চামড়া কি দিয়ে দাবাগত করা হবে	২১২
দাবাগতকৃত মৃত জন্তুর চামড়া ব্যবহারের অনুমতি	২১৩
হিংস্র জন্তুর চামড়া ব্যবহারের উপর নিষেধাজ্ঞা	২১৩
মৃত জন্তুর চর্বি ব্যবহার না করা প্রসঙ্গে	২১৪
হারাম বস্তু দ্বারা উপকৃত হওয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা	২১৫
ঘি-এর মধ্যে হুঁদুর পড়লে	২১৫

বিষয়

পৃষ্ঠা

পাত্রে মাছি পড়লে	২১৬
--------------------------	-----

অধ্যায় : শিকার ও যবেহকৃত জন্তু ২১৭-২৫০

শিকার করার সময় বিস্মিল্লাহ্ বলার নির্দেশ	২১৭
যার উপর আল্লাহর নাম নেয়া হয়নি তা না খাওয়ার নির্দেশ	২১৭
প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুরের শিকার	২১৮
যে কুকুর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নয় তার শিকার	২১৯
কুকুর যদি মেরে ফেলে	২১৯
যদি স্বীয় কুকুরের সাথে অন্য কুকুর থাকে, যাকে ছাড়ার সময় বিস্মিল্লাহ পড়া হয়নি	২২০
যদি স্বীয় কুকুরের সাথে অন্যের কুকুর পায়	২২০
যদি কুকুর শিকারের কিছু অংশ খায়	২২২
কুকুর হত্যার নির্দেশ	২২২
যে সব কুকুরকে হত্যার নির্দেশ দেয়া হয়েছে	২২৩
যে ঘরে কুকুর থাকে সে ঘরে ফেরেশতা প্রবেশ করে না	২২৪
গবাদি পশুর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কুকুর পালনের অনুমতি	২২৫
শিকারী কুকুর পালনের অনুমতি	২২৬
কৃষির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কুকুর পালনের অনুমতি	২২৬
কুকুরের মূল্য ভোগে নিষেধাজ্ঞা	২২৭
শিকারী কুকুরের মূল্য নেয়ার অনুমতি	২২৮
গৃহপালিত পশু পালিয়ে গেলে	২২৯
তীর নিষ্কিপ্ত শিকার পানিতে পড়লে	২২৯
তীরের আঘাত খেয়ে শিকার উধাও হলে	২৩০
যদি শিকার জন্তু হতে দুর্গন্ধ আসে	২৩১
মি'রায়-এর শিকার	২৩২
যদি তীরের পাশ লেগে মরে	২৩২
যে শিকারে ফলক বিহীন তীরের ধারাল অংশের আঘাত লাগে	২৩৩
শিকারের পেছনে ধাওয়া করা	২৩৩
খরগোশ প্রসঙ্গ	২৩৩
গোসাপ	২৩৫
হায়েনা	২৩৮
হিংস্র জন্তু খাওয়া হারাম	২৩৮
ষোড়ার গোশত খাওয়ার অনুমতি	২৩৯

বিষয়	পৃষ্ঠা
ঘোড়ার গোশত খাওয়ার অবৈধতা	২৪০
পালিত গাধার গোশত খাওয়া হারাম	২৪০
বন্য গাধার গোশত খাওয়ার বৈধতা	২৪৩
মোরগের গোশত খাওয়ার বৈধতা	২৪৪
চডুই পাখির গোশত খাওয়ার অনুমতি	২৪৫
সমুদ্রের মৃত জন্তু	২৪৫
ব্যাঙ	২৪৮
ফড়িং	২৪৯
পিপড়া হত্যা	২৪৯

অধ্যায় : কুরবানী ২৫১-২৮০

কুরবানী	২৫১
যে কুরবানীর পশু না পায়	২৫২
ইমামের ঈদগাহে কুরবানীর পশু যবেহ করা	২৫২
সাধারণ লোকের ঈদগাহে যবেহ করা	২৫৩
যে পশুর কুরবানী নিষিদ্ধ : কানা পশু	২৫৩
খোঁড়া পশু	২৫৪
দুর্বল পশু	২৫৪
মুকাবালা : যে পশুর কানের একদিক কাটা	২৫৫
মুদারাবা : যে পশুর কানের মূল থেকে কাটা	২৫৫
খারকা : যে পশুর কানে ছিদ্র আছে	২৫৬
শারকা : কান ফাটা পশু	২৫৬
আযবা : শিং ভাঙ্গা পশু	২৫৬
দুই বছর ও এক বছরের পশুর কুরবানী	২৫৭
দুগা	২৫৯
উট ও গরুর মধ্যে কয়জনের কুরবানী জায়েয	২৬০
কুরবানীর গরুতে শরীক সম্পর্কে	২৬১
ইমামের পূর্বে কুরবানী করা	২৬১
পাথর দ্বারা যবেহ করা	২৬৩
কাষ্ঠ দ্বারা যবেহ করা	২৬৪
নখ দ্বারা যবেহ করার নিষেধাজ্ঞা	২৬৪
দাঁত দ্বারা যবেহ করা	২৬৫

বিষয়

পৃষ্ঠা

ছুরি ধারাল করার আদেশ	২৬৫
যে পশু যবেহ করা হয় তাকে নহর করা এবং যে পশু নহর করা হয় তাকে যবেহ করা	২৬৬
হিংশ্র পশুর দংশিত জন্তু যবেহ করা	২৬৬
কুয়ায় পতিত জন্তু যবেহ, যার গলায় ছুরি পৌছানো যায়না	২৬৬
যে জন্তু পালায় এবং তা ধরা যায় না	২৬৭
উত্তমরূপে যবেহ করা	২৬৮
কুরবানীর জন্তুর ঘাড়ে পা রাখা	২৬৯
কুরবানী করাকালে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা	২৬৯
তাকবীর বলা	২৭০
নিজ হাতে কুরবানীর জন্তু যবেহ করা	২৭০
অন্যের কুরবানী যবেহ করা	২৭০
যা যবেহ করা হয়, তা নহর করা	২৭১
যে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নামে যবেহ করে	২৭১
তিনদিন পর কুরবানীর গোশত খাওয়া ও রেখে দেওয়ার প্রতি নিষেধাজ্ঞা	২৭২
এর অনুমতি প্রসঙ্গে	২৭৩
কুরবানীর গোশত জমা করে রাখা	২৭৫
ইয়াহুদীদের যবেহকৃত পশু	২৭৬
অজ্ঞাত লোকের যবেহকৃত পশু	২৭৬
আল্লাহর বাণী ...এর ব্যাখ্যা	২৭৭
মুজাসসামা খাওয়ার নিষেধাজ্ঞা	২৭৭
যে ব্যক্তি অযথা চড়ুই হত্যা করে	২৭৯
জাল্লালার গোশত খাওয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা	২৭৯
জাল্লালার দুধ পানে নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে	২৮০

অধ্যায় : ক্রয়-বিক্রয় ২৮১-৩৬৫

উপার্জনের প্রতি উৎসাহিত করা	২৮১
সন্দেহযুক্ত উপার্জন পরিহার করা	২৮২
ব্যবসা	২৮৩
ক্রয়-বিক্রয়ে সতর্কতা অবলম্বন	২৮৩
মিথ্যা কসম করে মাল বিক্রয়	২৮৪
বেচাকেনায় ধোঁকাবাজের জন্য কসম	২৮৫
অস্তুর দিয়ে কসমে বিশ্বাস না করলে সাদ্কার আদেশ	২৮৬

বিষয়	পৃষ্ঠা
ক্রেতা ও বিক্রেতার জন্য তাদের পৃথক হওয়ার পূর্বে ইখতিয়ার	২৮৬
রাবী নাফি' (র)-এর বর্ণনায় তার থেকে বর্ণনাকারীদের মধ্যে শব্দগত পার্থক্য	২৮৬
এই হাদীসের শব্দে আবদুল্লাহ ইব্ন দীনার থেকে বর্ণনাকারীদের মধ্যে পার্থক্য	২৮৯
শারীরিকভাবে পৃথক হওয়ার পূর্বে ক্রেতা-বিক্রেতার ইখতিয়ার থাকা প্রসঙ্গে	২৯১
ক্রয়-বিক্রয়ে ধোঁকা	২৯২
ওলানে দুধ আটকে রাখা	২৯২
বিক্রয় করাকালে ক্রেতাকে দেখানোর জন্য স্তনে দুধ দুই/তিন দিন আটকে রেখে ওলান বড় দেখানো..	২৯৩
দায়িত্ব যার উসূলও তার	২৯৪
বেদুঈনের পক্ষ হয়ে মুহাজির ব্যক্তির ক্রয়-বিক্রয়	২৯৪
নগরবাসী কর্তৃক গ্রাম্য লোকের পণ্য বিক্রি করা	২৯৪
বহিরাগত লোকের পণ্য খরিদের জন্য অগ্রসর হওয়া	২৯৬
মুসলমান ভাইয়ের দরদাম করার উপর দরদাম করা	২৯৭
মুসলমান ভাই-এর দরদামের উপর দরদাম করা	২৯৭
দালালী করা	২৯৮
অধিক মূল্যে ক্রয় করা	২৯৮
মুলামাসা বিক্রয়	২৯৯
মুলামাসার ব্যাখ্যা	২৯৯
'মুনাবাযা পদ্ধতির ক্রয়-বিক্রয়	২৯৯
মুনাবাযার ব্যাখ্যা	৩০০
পাথর নিক্ষেপের মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয়	৩০২
উপযুক্ত হওয়ার পূর্বে ফল বিক্রয়	৩০২
উপযোগী হওয়ার পূর্বে এই শর্তে ফল ক্রয় যে, সে তার কেটে নেবে, উপযুক্ত হওয়ার	
কাল পর্যন্ত গাছে রেখে দেবে না	৩০৪
দুর্যোগে বিনষ্ট ফলের মূল্য কর্তন করা	৩০৪
কয়েক বছরের জন্য ফল বিক্রয়	৩০৫
শুষ্ক খেজুরের বিনিময়ে গাছের খেজুর বিক্রয়	৩০৬
কিশমিশের পরিবর্তে আঙুর বিক্রি করা	৩০৬
খোরমার বিনিময়ে অনুমান করে আরাযা বিক্রি করা	৩০৭
তাজা খেজুরের পরিবর্তে আরাযা বিক্রি	৩০৭
তাজা খেজুরের পরিবর্তে খোরমা ক্রয় করা	৩০৯
কায়লের মাপে নির্দিষ্ট পরিমাণ খেজুরের বিনিময়ে খোরমার স্থাপ বিক্রয় করা যার পরিমাণ জানা নেই..	৩০৯
খাদ্যের স্থূপের পরিবর্তে খাদ্যের স্থূপ বিক্রি	৩১০

বিষয়

পৃষ্ঠা

খাদ্যের পরিবর্তে ক্ষেতের শস্য বিক্রয় করা	৩১০
সাদা হওয়ার পূর্বে শীষ বিক্রয় করা	৩১১
খেজুরের বিনিময়ে খেজুর কমবেশি করে বিক্রি	৩১১
খোরমার বিনিময়ে খোরমা	৩১৩
গমের বিনিময়ে গম বিক্রি করা	৩১৪
যবের বিনিময়ে যব বিক্রয়	৩১৫
দীনারের বিনিময়ে দীনার বিক্রি	৩১৮
দিরহামের বিনিময়ে দিরহাম বিক্রি	৩১৮
স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ বিক্রি	৩১৯
স্বর্ণের বিনিময়ে মুক্তা খচিত স্বর্ণের হার বিক্রয় করা	৩২০
স্বর্ণের বিনিময়ে রৌপ্য বাকিতে বিক্রি করা	৩২০
সোনার বিনিময়ে রূপা এবং রূপার বিনিময়ে সোনা বিক্রি করা	৩২২
স্বর্ণের বিনিময়ে রূপা এবং রূপার বিনিময়ে স্বর্ণ গ্রহণ করা এবং	
ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণনাকারীদের বর্ণনায় শব্দগত পার্থক্য	৩২৩
সোনার বিনিময়ে রূপা নেয়া	৩২৫
মাপে বেশি দেওয়া	৩২৫
পরিমাপে পাল্লা ঝুঁকিয়ে দেওয়া	৩২৫
নিজের অধিকারে আনার পূর্বে খাদ্য বিক্রি করা	৩২৬
খাদ্যদ্রব্য কেনার পর তা অধিকারে আনার পূর্বে বিক্রয় করা নিষেধ	৩২৮
পরিমাপ ব্যতীত যে খাদ্য খরিদ করা হয়েছে তা স্থানান্তরিত করার আগে বিক্রি করা	৩২৯
বাকিতে খাদ্যদ্রব্য কেনা এবং মূল্য বাবদ বিক্রেতার কাছে কিছু বন্ধক রাখা	৩৩০
বাড়িতে অবস্থানকালে বন্ধক রাখা	৩৩০
বিক্রেতার নিকট নেই এমন বস্তু বিক্রয় করা	৩৩০
খাদ্যশস্যে সালাম (অর্থাৎ দাদনে বেচাকেনা) বিক্রয়	৩৩১
কিশমিশে সালাম (অর্থাৎ দাদনে বেচাকেনা) করা	৩৩২
ফল-মূলে সালাম (দাদনে বেচাকেনা) করা	৩৩২
পশুতে (দাদনে বেচাকেনা) ও ঋণের কারবার	৩৩২
পশুর বিনিময়ে পশু বাকিতে বিক্রি করা	৩৩৪
পশুর বিনিময়ে পশু নগদানগদি বেশকমে বিক্রয় করা	৩৩৪
গর্ভস্থ শাবককে বিক্রয় করা	৩৩৪
এর ব্যাখ্যা	৩৩৫
কয়েক বছরের জন্য বিক্রয় করা	৩৩৫

বিষয়	পৃষ্ঠা
মূল্য পরিশোধের মেয়াদ নির্দিষ্ট করে বিক্রি করা	৩৩৬
ক্রেতা ঋণ দেবে এই শর্তে তার কাছে মাল বিক্রি	৩৩৬
এক বিক্রয়ে দুই শর্ত	৩৩৭
একই বিক্রয়ে দুই বিক্রয় করা	৩৩৮
বিক্রিত দ্রব্য হতে কিছু বাদ দেওয়া	৩৩৮
খেজুর গাছ বিক্রয় করলে ফল কার হবে	৩৩৯
দাস বিক্রয় করলে তার মালের শর্ত করা	৩৩৯
ক্রয়-বিক্রয়ে শর্ত করলে বিক্রি ও শর্ত উভয়ই বৈধ	৩৩৯
ক্রয়-বিক্রয়ে ফাসিদ শর্ত করলে বিক্রি বৈধ হয় কিন্তু শর্ত বাতিল হয়ে যায়	৩৪৩
বন্টনের পূর্বে গণীমতের মাল বিক্রয় করা	৩৪৪
এজমালি সম্পত্তি বিক্রয় করা	৩৪৪
বিক্রয়কালে সাক্ষী না রাখার অবকাশ	৩৪৫
মূল্য নিয়ে ক্রেতা-বিক্রেতার বিরোধ	৩৪৬
আহলে কিতাবের সাথে ক্রয়-বিক্রয় করা	৩৪৬
মুদাব্বার বিক্রয় করা	৩৪৭
মুকাতাব গোলাম বিক্রয় করা	৩৪৮
মুকাতাবকে বিক্রয় করা বৈধ যদি সে চুক্তির অর্থ কিছুমাত্র আদায় না করে	৩৪৯
ওয়ালা বিক্রয়	৩৫০
পানি বিক্রয়	৩৫০
প্রয়োজনানুযায়ী পানি বিক্রয় করা	৩৫১
মদ বিক্রয় করা	৩৫২
কুকুর বিক্রয় করা	৩৫২
যে কুকুর বিক্রি করা যায়	৩৫৩
শূকর বিক্রয় করা	৩৫৩
উট পাল দেওয়ার বিনিময় গ্রহণ	৩৫৪
ক্রয় করার পর ক্রেতা যদি নিঃস্ব হয়ে যায় আর বিক্রিত মাল তার কাছে পাওয়া যায়	৩৫৫
বিক্রিত দ্রব্যে কোন হকদারের হক প্রমাণিত হলে	৩৫৬
কর্জ নেওয়া	৩৫৮
দেনা সম্পর্কে কঠোর সতর্ক বাণী	৩৫৮
কর্জ নেওয়ার অবকাশ	৩৫৯
কর্জ আদায়ে সামর্থ্যবান লোকের টালবাহানা করা	৩৬০
হাওয়ালা	৩৬০

বিষয়

পৃষ্ঠা

কর্জের যামিন হওয়া	৩৬১
উত্তমরূপে কর্জ আদায়ের জন্য উৎসাহ প্রদান	৩৬১
করয উসূল করতে কোমল ব্যবহার করা	৩৬১
মাল ব্যতীত শরীক হওয়া	৩৬৩
গোলাম-বান্দীতে অংশীদার হওয়া	৩৬৩
খোজুরগাছের অংশীদার হওয়া	৩৬৩
জমিতে অংশীদারি	৩৬৪
গুফআ ও তার বিধান	৩৬৪

অধ্যায় : কাসামাহ ৩৬৬-৪৩২

জাহিলী যুগে প্রচলিত কাসামাহ	৩৬৬
শপথ	৩৬৮
নিহতের অভিভাবকদের প্রথমে শপথ করানো	৩৬৯
এই হাদীসে সাহুল হতে বর্ণনাকারীর বর্ণনা পার্থক্য	৩৭১
কিসাস	৩৭৮
আলকামা ইবন ওয়ায়লের থেকে বর্ণনাকারীদের পার্থক্য	৩৭৯
উল্লিখিত আয়াতের ব্যাখ্যা এবং এ সম্পর্কে ইকরিমা থেকে বর্ণনাকারীদের বর্ণনাগত পার্থক্য	৩৮৩
আযাদ ও দাসের মধ্যে হত্যার কিসাস	৩৮৪
দাসের জন্য মনিবের থেকে কিসাস	৩৮৫
নারীকে নারীর পরিবর্তে হত্যা করা	৩৮৬
নারীর পরিবর্তে পুরুষকে হত্যা করা	৩৮৭
মুসলমান হতে কাফিরের কিসাস রহিত হওয়া	৩৮৮
যিস্মীকে হত্যা করা গুরুতর পাপ	৩৯০
দাসদের মধ্যে যখম ও অঙ্গহানির জন্য কিসাস নেই	৩৯১
দাঁতের কিসাস	৩৯১
সামনের দাঁতের কিসাস	৩৯২
কামড় দেওয়ার কিসাস এবং এ সম্পর্কে ইমরান ইবন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণনাকারীদের মধ্যে পার্থক্য..	৩৯৩
যে ব্যক্তি আত্মরক্ষা করে	৩৯৫
আতা (র) থেকে এই হাদীসের রাবীদের বর্ণনাগত পার্থক্য...	৩৯৬
খোঁচা দেওয়ার কিসাস	৩৯৮
চড়ের কিসাস	৩৯৯
টানা-হেঁচড়া করার কিসাস	৪০০

বিষয়

পৃষ্ঠা

বাদশাহ্দের নিকট হতে কিসাস	৪০১
বাদশাহর কাজে বাঁধা প্রদান	৪০১
ধারালো অস্ত্র ছাড়া অন্য কিছু দ্বারা কিসাস নেয়া	৪০২
এ সম্পর্কিত আয়াতের ব্যাখ্যা	৪০৩
কিসাস ক্ষমা করার আদেশ	৪০৪
ইচ্ছাকৃত হত্যার পর নিহতের অভিভাবক যদি কিসাস ক্ষমা করে দেয় তবে দিয়াত গ্রহণ করা যাবে কিনা	৪০৪
কিসাস গ্রহণে নারীর প্রতিও ক্ষমা প্রদর্শন	৪০৫
প্রস্তর অথবা কোড়ার আঘাতে নিহত ব্যক্তি	৪০৫
ইচ্ছাকৃত হত্যার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হত্যার দিয়াত	৪০৬
খালিদ হাযযা থেকে বর্ণনাকারীদের পার্থক্য	৪০৭
ভুলক্রমে হত্যার দিয়াত	৪১০
রূপা দ্বারা দিয়াত আদায়	৪১১
নারীর দিয়াত	৪১১
কাফিরের দিয়াত	৪১২
মুকাতাব দাসের দিয়াত	৪১২
গর্ভস্থ সন্তানের দিয়াত	৪১৩
ইচ্ছাকৃত হত্যা সাদৃশ্য হত্যা কাকে বলে এবং এরূপ হত্যা ও গর্ভস্থ সন্তানের দিয়াত কে দেবে	৪১৭
একজনের অপরাধে অন্যজনকে দায়ী করা	৪২০
দৃষ্টিহীন চোখ উপড়ে ফেললে	৪২৩
দাঁতের দিয়াত	৪২৩
আঙ্গুলের দিয়াত	৪২৩
যে যখম হাঁড় পর্যন্ত পৌছে	৪২৫
দিয়াত বিষয়ে আমার ইব্ন হাযমের হাদীস এবং এতে বর্ণনাকারীদের পার্থক্য	৪২৫
নিজে প্রতিশোধ গ্রহণ করা	৪২৯
আল্লাহর বাণী : وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا -এর ব্যাখ্যা	৪৩০

অধ্যায় : চোরের হাত কাটা ৪৩৩-৪৬৫

চুরি কঠিন পাপ	৪৩৩
চুরি স্বীকার করানো জন্য চোরকে মারা বা বন্দী করা	৪৩৪
চোরকে উপদেশ দান	৪৩৫
চোরকে বিচারকের নিকট আনার পর ক্ষমা করলে	৪৩৬
কোন মাল রক্ষিত এবং কোন মাল অরক্ষিত	৪৩৭

বিষয়	পৃষ্ঠা
মাখযুমী নারীর হাদীসে যুহরী হতে বর্ণনাকারীদের মধ্যে বর্ণনাগত পার্থক্য ...	৪৪১
হদ বা শাস্তি বিধানের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা ...	৪৪৬
কত মূল্যের মাল চুরিতে হাত কাটা যাবে ...	৪৪৬
যুহরী হতে বর্ণনাকারীদের মতপার্থক্য ...	৪৪৮
এই হাদীসে আমর (রা) থেকে বর্ণনাকারী আবু বকর ইবন মুহাম্মদ	
ও আবদুল্লাহ ইবন আবু বকর-এর বর্ণনাগত পার্থক্য ...	৪৫১
ফল গাছ থেকে চুরি ...	৪৫৭
ফল খোলায় রাখার পর চুরি হলে ...	৪৫৭
যা চুরি করলে হাত কাটা যাবে না ...	৪৫৮
চোরের হাত কাটার পর পা কাটা ...	৪৬২
চোরের হস্তদ্বয় ও পদদ্বয় কেটে ফেলা ...	৪৬২
সফরে হাত কাটা ...	৪৬৩
বালেগ হওয়ার বয়স এবং যে বয়সে উপনীত হলে নর-নারীর ওপর হদ আরোপ করা যায় ...	৪৬৪
চোরের কর্তিত হাত ঘাড়ে ঝুলানো ...	৪৬৪

অধ্যায় : ঈমান এবং এর বিধানাবলী ৪৬৬-৪৮৭

উত্তম আমলের বর্ণনা ...	৪৬৬
ঈমানের স্বাদ ...	৪৬৬
ঈমানের মিষ্টতা ...	৪৬৭
ইসলামের স্বাদ ...	৪৬৭
ইসলামের পরিচয় ...	৪৬৮
ঈমান ও ইসলামের বিবরণ ...	৪৬৯
আল্লাহর বাণী : وَقَالَتِ الْاَعْرَابُ اَمَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا -এর ব্যাখ্যা ...	৪৭১
মু'মিনের পরিচয় ...	৪৭২
মুসলিমের পরিচয় ...	৪৭২
ব্যক্তির ইসলামের উৎকৃষ্টতা ...	৪৭৩
কোন ইসলাম শ্রেষ্ঠ ...	৪৭৩
কোন ইসলাম ভাল ...	৪৭৩
ইসলামের বুনিনাদ কয়টি ...	৪৭৪
ইসলামের উপর বায়'আত গ্রহণ ...	৪৭৪
কখন লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হবে ...	৪৭৫
ঈমানের শাখা-প্রশাখার বর্ণনা ...	৪৭৫

বিষয়	পৃষ্ঠা
ইমানদারদের মধ্যে শ্রেণী বিভাগ	৪৭৬
ইমানের বৃদ্ধি পাওয়া	৪৭৭
ইমানের আলামত	৪৭৯
মুনাফিকের আলামত	৪৮০
রমযানে রাত জাগরণ	৪৮১
শবে কদরে জাগরণ	৪৮২
যাকাত	৪৮২
জিহাদ	৪৮৩
খুন্স আদায় করা	৪৮৪
জানাযায় উপস্থিত হওয়া	৪৮৫
লজ্জা	৪৮৫
দীন সহজ	৪৮৫
আল্লাহ তা'আলার নিকট পছন্দনীয় দীন	৪৮৬
ফিতনা থেকে দীন রক্ষার্থে পলায়ন করা	৪৮৬
মুনাফিকের উদাহরণ	৪৮৬
কুরআন তিলাওয়াতকারী মু'মীন ও মুনাফিক	৪৮৭
মু'মীনের আলামত	৪৮৭

অধ্যায় : সাজসজ্জা ৪৮৮-৫৮৩

স্বভাবসিদ্ধ সুলতাসমূহ	৪৮৮
মোচ কাটা	৪৮৯
মাথা মুড়ানোর অনুমতি	৪৯০
নারীর মাথার চুল মুণ্ডন করা নিষেধ	৪৯০
মাথার কিছু অংশ মুণ্ডন করে কিছু অংশে চুল রেখে দেয়া	৪৯০
গৌফ কাটা	৪৯১
বিরতি দিয়ে চিরুণী করা	৪৯২
ডানদিক হতে চিরুণী করা	৪৯২
মাথায় লম্বা চুল রাখা	৪৯৩
চুলের ঝুঁটি	৪৯৩
চুল লম্বা করা	৪৯৪
দাড়িতে গিট লাগানো	৪৯৫
সাদা চুল উঠানো নিষেধ	৪৯৫
খিযাব লাগানোর অনুমতি	৪৯৫

বিষয়	পৃষ্ঠা
কালো থিযাব লাগানো নিষেধ	৪৯৭
মেহেদী ও কাতাম দ্বারা থিযাব লাগানো	৪৯৭
হলুদ রঙের থিযাব	৪৯৯
নারীদের জন্য থিযাব	৫০০
মেহেদীর গন্ধ অপছন্দ	৫০১
সাদা চুল উৎপাটন করা	৫০১
চুলে জোড়া লাগানো	৫০২
চুলে যোজনাকারিণী	৫০৩
যে চুল যোজনা করায়	৫০৩
দাঁতে ফাঁক করা	৫০৪
যে চুলে অন্যের চুল যোজনা করায়	৫০৫
যে নারী দাঁতে ফাঁক করায়	৫০৬
দাঁত ঘষে চিকন করার নিষিদ্ধতা	৫০৭
সুরমা লাগানো	৫০৮
তেল লাগানো	৫০৮
যা'ফরান	৫০৮
আম্বর	৫০৯
নর ও নারীর সুগন্ধির মধ্যে পার্থক্য	৫০৯
উত্তম সুগন্ধি	৫০৯
যা'ফরান ও খালুক	৫১০
নারীদের জন্য কোন সুগন্ধি ব্যবহার করা অনুচিত	৫১১
মহিলাদের সুগন্ধি ধুয়ে ফেলা	৫১২
নারী ধূপধুনায় সুবাসিত হয়ে জামাআতে আসবে না	৫১২
ধোঁয়ার সুগন্ধি	৫১৪
মহিলাদের অলঙ্কার এবং স্বর্ণ পরিধান করে প্রকাশ করা নিন্দনীয়	৫১৪
পুরুষদের জন্য স্বর্ণ ব্যবহার করা হারাম	৫১৭
যার নাক হয়েছে, সে সোনার নাক বানাতে পারে কি না	৫২২
পুরুষদের সোনার আংটির অনুমতি	৫২২
সোনার আংটি	৫২৩
ইয়াহুয়া ইবন আবু কাসীর বর্ণিত হাদীসে তার থেকে বর্ণনাকারীদের মধ্যে পার্থক্য	৫২৭
উবায়দা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীস	৫২৮
আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে কাতাদা (র)-এর বর্ণনাগত পার্থক্য	৫২৯

বিষয়

পৃষ্ঠা

আংটিতে কি পরিমাণ রূপ ব্যবহার করা যাবে	৫৩১
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর আংটির বিবরণ	৫৩১
কোন হাতে আংটি পরবে	৫৩৩
রূপা জড়ানো লোহার আংটি ব্যবহার	৫৩৩
পিতলের আংটি	৫৩৪
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নির্দেশ তোমরা আংটিতে আরবী নকশা করো না	৫৩৫
তর্জনী আঙ্গুলে আংটি পরা নিষেধ	৫৩৫
পায়খানায় প্রবেশের সময় আংটি খুলে রাখা	৫৩৬
ঘণ্টা	৫৩৮
ফিতরাত বা দীনের সার্বজনীন বিধান	৫৪০
গোঁফ কাটা, দাড়ি লম্বা করা	৫৪০
শিশুদের মাথা মুড়ান	৫৪১
মাথার কিছু অংশ এবং কিছু অংশ রেখে দেওয়া মুড়ান নিষেধ	৫৪১
বাবরি রাখা	৫৪২
চুল বিন্যস্ত রাখা	৫৪৩
চুলের সিঁথি কাটা	৫৪৩
চুল আঁচড়ানো	৫৪৩
ডানদিক থেকে চুল আঁচড়ানো	৫৪৪
খেঁচাব লাগানোর আদেশ	৫৪৪
দাড়ি সোনালী রং করা	৫৪৫
যা'ফরান এবং ওয়ারস দ্বারা দাড়ি রং করা	৫৪৫
চুলে পরচুলা লাগানো	৫৪৫
(বেশি দেখানোর উদ্দেশ্যে কালো) কাপড়ে চুল জড়ানো	৫৪৬
পরচুলা ব্যবহারকারিগীর উপর লা'নত	৫৪৬
যে পরচুলা লাগিয়ে দেয় এবং যে লাগাবে বলে তার উপর লা'নত	৫৪৭
যে উকি আঁকায় এবং যে ঐকে দেয়, তার উপর লা'নত	৫৪৭
তার উপর লা'নত যে নারী (ক্র ইত্যাদির) লোম তুলে ফেলে এবং দাঁতে ফাঁক করে... ..	৫৪৭
যা'ফরানী রং লাগানো	৫৪৮
সুগন্ধি	৫৪৯
উত্তম সুগন্ধি সম্পর্কে	৫৫০
স্বর্ণ পরিধান করা হারাম হওয়া	৫৫১
স্বর্ণের আংটি ব্যবহার করা নিষেধ	৫৫১

বিষয়	পৃষ্ঠা
নবী ﷺ -এর আংটি ও এর নকশা সম্পর্কে	৫৫৩
আংটি পরার স্থান	৫৫৫
নগীনার স্থান	৫৫৬
আংটি ফেলে দেয়া এবং এর ব্যবহার ত্যাগ করা	৫৫৬
কোন কাপড় পরিধান করা মুস্তাহাব, আর কোন্টি মাকরুহ	৫৫৮
সোনালী ডোরাবিশিষ্ট রেশমী কাপড় ব্যবহার নিষেধ	৫৫৮
ডোরাদার রেশমী কাপড় নারীদের জন্য ব্যবহারের অনুমতি	৫৫৯
ইস্তাবরাক বা রেশমী কাপড় পরিধান করা নিষেধ	৫৫৯
ইস্তাবরাকের বর্ণনা	৫৬০
দীবাজ নামক রেশমী কাপড় পরা নিষেধ	৫৬০
সোনার কারুকর্ম খচিত দীবাজ বা রেশমী বস্ত্র পরিধান	৫৬১
উক্ত হাদীস রহিত হওয়ার বর্ণনা	৫৬২
পৃথিবীতে রেশমী কাপড় পরার ব্যাপারে কঠোরতা ; যে দুনিয়াতে তা পরবে, সে আখিরাতে পরতে পারবে না	৫৬২
রেশমী কাপড় পরার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা	৫৬৪
রেশমী কাপড় পরার অনুমতি	৫৬৪
জোড়া পোশাক পরিধান করা	৫৬৫
হিবারা (ইয়ামানী চাদর) পরিধান করা	৫৬৫
কুসুম রঙের কাপড় পরিধান করা নিষেধ	৫৬৬
সবুজ কাপড় পরিধান করা	৫৬৬
বুরদা (ডোরাকাটা চাদর) পরিধান করা	৫৬৭
সাদা কাপড় পরার আদেশ	৫৬৭
কাবা পরিধান করা	৫৬৮
পায়জামা পরিধান করা	৫৬৮
লুঙ্গি ইত্যাদি পরে হেঁচড়িয়ে চলার উপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা	৫৬৯
লুঙ্গি পরিধানের স্থান	৫৬৯
লুঙ্গি, চাদর ইত্যাদির যে অংশ পায়ের গিরার নিচে থাকবে	৫৭০
ইয়ার বা লুঙ্গি টাখনুর নিচে বুলিয়ে পরা	৫৭০
নারীদের কাপড়ের নিম্নাংশে	৫৭১
এক কাপড়ে সর্বাস্ত্র জড়িয়ে তার এক পার্শ্ব কাঁধের উপর ফেলে রাখা নিষেধ... ..	৫৭৩
এক কাপড়ে ইহুতিবা (সর্ব শরীর জড়িয়ে বসা) নিষেধ	৫৭৩
ছাইরঙা পাগড়ি পরিধান করা	৫৭৩

বিষয়	পৃষ্ঠা
কালো পাগড়ি ব্যবহার করা	৫৭৪
পাগড়ির প্রান্ত দু' কাঁধের মাঝখানে লটকানো	৫৭৪
ছবি	৫৭৪
কঠিনতম শাস্তি যার হবে	৫৭৭
কিয়ামতের দিন ছবি অঙ্কনকারীদের যা করতে বলা হবে	৫৭৮
সর্বাপেক্ষা অধিক শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি	৫৭৯
গায়ে দেওয়ার চাদর	৫৮০
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর জুতার বর্ণনা	৫৮০
এক জুতা পরে চলা নিষেধ	৫৮০
চামড়ার বিছানা	৫৮১
খাদিম ও বাহন রাখা	৫৮১
তলোয়ারের অলঙ্কার সম্পর্কে	৫৮২
লাল জীনপোশের উপর বসা নিষেধ	৫৮২
চেয়ারে বসা	৫৮৩
লাল তাঁবু ব্যবহার করা	৫৮৩

অধ্যায় : বিচারকের নীতিমালা ৫৮৪-৬১০

ন্যায়পরায়ণ বিচারকের ফযীলত	৫৮৪
ন্যায়পরায়ণ শাসক	৫৮৪
সঠিক ফয়সালা দান	৫৮৫
বিচারক পদপ্রার্থীকে বিচারক নিযুক্ত না করা	৫৮৫
নেতৃত্ব প্রার্থনা না করা	৫৮৬
কবিদের শাসন কার্যে নিযুক্ত করা	৫৮৭
কোন ব্যক্তিকে বিচারক নিযুক্ত করলে এবং সে ফয়সালা করলে	৫৮৭
নারীদেরকে শাসক নিযুক্ত করা নিষেধ	৫৮৮
তুলনা ও সাদৃশ্য স্থাপন দ্বারা সমাধান; ইবন আব্বাসের হাদীসে বর্ণনা পার্থক্য	৫৮৮
ইয়াহুয়ার হাদীসে মতপার্থক্য	৫৯০
আলিমদের একমত্যে ফয়সালা করা	৫৯১
وَمَنْ لَّمْ يُحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ -এ আয়াতের তাফসীর	৫৯৩
বাহ্যিক অবস্থা দেখে মীমাংসা	৫৯৫
বিচারক কর্তৃক নিজ জ্ঞান অনুযায়ী ফয়সালা দান	৫৯৬
সত্য উদ্ঘাটনের লক্ষ্যে বিচারক যদি বলে আমি এই কাজ করব, আসলে সে তা করবে না	৫৯৬

বিষয়

পৃষ্ঠা

সমপর্যায় বা উচ্চ পর্যায়ে কাযীর মীমাংসা ভেঙ্গে দেওয়া	৫৯৭
বিচারক ভুল মীমাংসা করলে তা প্রত্যাখ্যান	৫৯৮
মীমাংসাকারীর জন্য যা পরিত্যাজ্য	৫৯৮
ন্যায়পরায়ণ বিচারকের জন্য রাগান্বিত অবস্থায় মীমাংসা করার অনুমতি	৫৯৯
নিজের বাড়িতে থেকে হাকিমের মীমাংসা করা	৬০০
সাহায্য প্রার্থনা করা	৬০০
মহিলাদেরকে বিচারালয়ে উপস্থিত হওয়া থেকে বাঁচানো	৬০১
ব্যভিচারীকে ডেকে পাঠানো	৬০২
মীমাংসার জন্য বিচারক কর্তৃক প্রজার নিকট গমন	৬০৩
হাকিম কর্তৃক বাদী-বিবাদীর মধ্যে আপসের ইঙ্গিত করা	৬০৪
বিচারক কর্তৃক বিবাদীকে ক্ষমা করার ইঙ্গিত করা	৬০৪
বিচারক কর্তৃক দয়া প্রদর্শনের ইঙ্গিত করা	৬০৫
ফয়সালা দানের পূর্বে হাকিম কর্তৃক সুপারিশ	৬০৬
শাসক কর্তৃক জনগণকে তাদের প্রয়োজনীয় সম্পদ নষ্ট করতে বাধা দেয়া	৬০৬
সম্পদ অল্প হোক বা অধিক, তাতে ফয়সালা দেয়া	৬০৬
হাকিমের চেনা-জানা ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে তার ব্যাপারে রায় প্রদান	৬০৭
এক আদেশে দু'টি মীমাংসা করা নিষেধ	৬০৭
বিচারে লব্ধ মালের পরিণাম	৬০৮
ঘোর ঝগড়াটে ব্যক্তি	৬০৮
প্রমাণহীন মোকদ্দমার মীমাংসা	৬০৮
শপথ গ্রহণে হাকিমের নসীহত	৬০৯
হাকিম কিরূপে শপথ নিবেন	৬০৯

অধ্যায় : আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করা ৬১১-৬৪৮

যে হৃদয় ভয় করে না, তা হতে আল্লাহর পানাহ চাওয়া	৬১৬
অন্তরের ফিতনা থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা	৬১৬
কান ও চোখের ফিতনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা	৬১৭
কাপুরুষতা হতে আশ্রয় প্রার্থনা করা	৬১৭
কৃপণতা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা	৬১৭
দুশ্চিন্তা হতে আশ্রয় প্রার্থনা করা	৬১৮
দুঃখ-কষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা	৬১৯
দেনা এবং পাপ হতে আশ্রয় প্রার্থনা করা	৬২০
চোখ ও কানের অপকারিতা হতে আশ্রয় প্রার্থনা করা	৬২০

বিষয়

পৃষ্ঠা

চোখের অপকারিতা হতে আশ্রয় প্রার্থনা করা	...	...	...	...	...	...	...	৬২১
অলসতা হতে আশ্রয় প্রার্থনা করা	...	...	...	...	...	...	...	৬২১
অপরাগতা হতে আশ্রয় প্রার্থনা করা	...	...	...	...	...	...	...	৬২১
অপমান ও লাঞ্ছনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা	...	...	...	...	...	...	...	৬২২
অপ্রতুলতা হতে আশ্রয় প্রার্থনা করা	...	...	...	...	...	...	...	৬২৩
অভাব-অনটন থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা	...	...	...	...	...	...	...	৬২৩
কবরের ফিতনা-অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা	...	...	...	...	...	...	...	৬২৪
অতৃপ্ত প্রবৃত্তি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা	...	...	...	...	...	...	...	৬২৪
ক্ষুধা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা	...	...	...	...	...	...	...	৬২৫
খিয়ানত হতে আশ্রয় প্রার্থনা করা	...	...	...	...	...	...	...	৬২৫
শত্রুতা, নিফাক ও মন্দ চরিত্র থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা	...	...	...	...	...	...	...	৬২৬
ঋণের বোঝা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা	...	...	...	...	...	...	...	৬২৬
ঋণের প্রাবল্য থেকে আশ্রয় চাওয়া	...	...	...	...	...	...	...	৬২৬
দেনার চাপ হতে আশ্রয় প্রার্থনা করা	...	...	...	...	...	...	...	৬২৭
ঋণের বোঝা হতে আশ্রয় প্রার্থনা করা	...	...	...	...	...	...	...	৬২৭
ঐশ্বর্যের ফিতনার অনিষ্টতা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা	...	...	...	...	...	...	...	৬২৮
দুনিয়ার ফিতনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা	...	...	...	...	...	...	...	৬২৮
পুরুষাঙ্গের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা	...	...	...	...	...	...	...	৬৩০
কুফরের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা	...	...	...	...	...	...	...	৬৩০
পথভ্রষ্টতা হতে আশ্রয় প্রার্থনা করা	...	...	...	...	...	...	...	৬৩১
শত্রুর আগ্রাসন হতে আশ্রয় প্রার্থনা করা	...	...	...	...	...	...	...	৬৩১
হাসির পাত্র হওয়া থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা	...	...	...	...	...	...	...	৬৩১
চরম বার্বক্য থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা	...	...	...	...	...	...	...	৬৩২
দুর্ভাগ্য থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা	...	...	...	...	...	...	...	৬৩২
অপমৃত্যু হতে আশ্রয় প্রার্থনা করা	...	...	...	...	...	...	...	৬৩৩
পাগলামী থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা	...	...	...	...	...	...	...	৬৩৩
জিন্মদের কুদৃষ্টি হতে আশ্রয় প্রার্থনা করা	...	...	...	...	...	...	...	৬৩৩
বার্ধক্যের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা	...	...	...	...	...	...	...	৬৩৩
অতি বার্বক্য থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা	...	...	...	...	...	...	...	৬৩৪
মন্দ জীবন থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা	...	...	...	...	...	...	...	৬৩৪
লাভের পর ক্ষতি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা	...	...	...	...	...	...	...	৬৩৫
অত্যাচারিত ব্যক্তির বদ-দুআ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা	...	...	...	...	...	...	...	৬৩৫

বিষয়

পৃষ্ঠা

দুঃখজনক প্রত্যাবর্তন থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা	৬৩৫
মন্দ পড়শী থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা	৬৩৬
লোকের আধিপত্য থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা	৬৩৬
দাজ্জালের ফিতান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা	৬৩৭
দোষখের আযাব ও দাজ্জালের ফিতনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা	৬৩৭
মানুষ শয়তানের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা	৬৩৮
জীবিতকালের ফিতনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা	৬৩৮
মৃত্যুর ফিতনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা	৬৩৯
কবরের আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা	৬৪০
কবরের ফিতনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা	৬৪০
আল্লাহর আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা	৬৪০
জাহান্নামের আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা	৬৪১
দোষখের আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা	৬৪১
জাহান্নামের আগুনের উত্তাপ থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য প্রার্থনা	৬৪১
কৃতকর্মের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা	৬৪২
আমলের অনিষ্ট হতে আশ্রয় প্রার্থনা করা	৬৪৩
যা করা হয়নি তার অনিষ্ট হতে আশ্রয় প্রার্থনা করা	৬৪৪
মাটিতে ধসে যাওয়া হতে আশ্রয় প্রার্থনা করা	৬৪৪
উঁচু স্থান হতে পড়া এবং ঘরচাপা পড়া হতে আশ্রয় প্রার্থনা করা	৬৪৫
আল্লাহর অসত্ত্বি হতে আল্লাহর সত্ত্বির আশ্রয় গ্রহণ	৬৪৬
কিয়ামতের স্থানের সংকীর্ণবস্থা হতে আশ্রয় প্রার্থনা করা	৬৪৭
যে দু'আ শ্রবণ করা হবে না, তা থেকে আশ্রয় চাওয়া	৬৪৭
যে দু'আ কবুল হয় না, তা থেকে পানাহ চাওয়া	৬৪৭

অধ্যায় : বিভিন্ন প্রকার পানীয় (ও তার বিধান) ৬৪৯-৭১১

মদ হারাম হওয়া সম্পর্কে	৬৪৯
মদ হারাম হওয়ার পর যে পানীয় ফেলে দেয়া হয় তার বর্ণনা	৬৫০
কাঁচা ও শুকনো খেজুর মিশ্রিত পানীয়ের মদ নামকরণ	৬৫১
পেকে ওঠা খেজুর ও শুকনো খেজুর যোগে তৈরি পানীয় নিষিদ্ধতা	৬৫২
অধিক পাকা ও হলদে হয়ে যাওয়া খেজুরের মিশ্রণ	৬৫২
কাঁচা ও পাকা খেজুরের মিকচার	৬৫৩
হলদে হয়ে ওঠা ও কাঁচা খেজুরের মিশ্রণ	৬৫৩

বিষয়

পৃষ্ঠা

কাঁচা ও পাকা তাজা খেজুরের মিশ্রণ	৬৫৪
কাঁচা ও পাকা শুকনো খেজুরের মিশ্রণ	৬৫৪
কাঁচা খেজুর ও কিশমিশের মিশ্রণ	৬৫৫
ভেজা খেজুর ও আঙ্গুরের মিশ্রণ	৬৫৫
কাঁচা খেজুর ও কিশমিশ মিশ্রিত করা	৬৫৬
দুই উপাদান মিশ্রিত করা নিষেধ হওয়ার কারণ	৬৫৬
নেশাকর হওয়ার আগে শুধু কাঁচা খেজুরের পানীয় পানের অনুমতি, ...	৬৫৭
মুখ বন্ধ পাত্রে নাবীয তৈরির অনুমতি	৬৫৭
শুধু খেজুর ভেজানোর অনুমতি	৬৫৭
শুধু কিশমিশ দ্বারা নাবীয তৈরি	৬৫৮
কাঁচা খেজুরকে পৃথক ভেজানো	৬৫৮
وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا এ আয়াতের তাফসীর ..	৬৫৯
মদ হারাম হওয়ার সময় যে সব বস্তু দ্বারা মদ তৈরি হতো তার বর্ণনা	৬৬০
ফল ও খাদ্য থেকে তৈরি নেশাকর পানীয়সমূহ হারাম	৬৬১
প্রত্যেক নেশাকর পানীয়ের জন্যই খামুর (মদ) নাম প্রয়োজ্য	৬৬১
প্রত্যেক মাদকদ্রব্য হারাম	৬৬২
মিয়র ও বিত'-এর ব্যাখ্যা	৬৬৬
যা অধিক পানে মাদকতা আসে, তা হারাম	৬৬৭
যবের তৈরি শরাব পান করা নিষেধ	৬৬৮
যে পাত্রে নবী ^{পানীয়} -এর নাবীয তৈরি করা হতো	৬৬৯
যে সকল পাত্রে নাবীয তৈরি নিষেধ এবং যে সব পাত্রে নিষেধ নয়	৬৬৯
মাটির পাত্রে নাবীয তৈরি করা নিষেধ	৬৬৯
সবুজ কলসি পাত্র	৬৭১
কদুর পাত্রে নাবীয তৈরি করা নিষেধ	৬৭২
কদুর খোল এবং আলকাতরা মাখানো কলসির নাবীয নিষেধ	৬৭২
কদুর খোল, মাটির পাত্র এবং কাঠের পাত্রে নাবীয তৈরি নিষেধ	৬৭৪
কদুর খোল, মাটির পাত্র ও আলকাতরা মাখানো কলসে নাবীয নিষেধ হওয়া	৬৭৪
কদুর খোল, কাঠের পাত্র আলকাতরা মাখা ও সবুজ কলসে নাবীয পানে নিষেধাজ্ঞা	৬৭৫
আলকাতরা মাখা পাত্র	৬৭৬
উপরোল্লিখিত পাত্রসমূহের নিষেধাজ্ঞা হারাম পর্যায়ের এ কথার দলীল	৬৭৬
পাত্রসমূহের ব্যাখ্যা	৬৭৭

বিষয়

পৃষ্ঠা

যে সকল পাত্রে নাবীযের অনুমতি রয়েছে	৬৭৮
মাটির পাত্রের অনুমতি প্রসঙ্গে	৬৭৯
যে যে পাত্রের অনুমতি দেয়া হয়েছে	৬৭৯
মদের প্রকৃত অবস্থা	৬৮২
মদ পান কী গুরুতর পাপ তার নির্দেশক হাদীসসমূহ	৬৮২
মদ্যপায়ীর সালাতের অবস্থা নির্দেশক হাদীস	৬৮৪
মদপান থেকে যে সকল পাপ জন্ম নেয়	৬৮৫
মদ্যপায়ীর তাওবা	৬৮৭
মাদকাসক্তদের পরিণাম	৬৮৮
মদ্যপায়ীকে নির্বাসন দেওয়া	৬৮৮
যারা মাদকদ্রব্যকে বৈধ বলেছেন তাদের দলীল	৬৮৯
মদ বৈধ হওয়ার ব্যাপারে আবদুল মালিক ইব্ন নাফি' কর্তৃক আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) বর্ণিত হাদীসের দ্বারা অজুহাত পেশ করা	৬৯৪
মদ্যপায়ীর লাঞ্ছনা ও কঠিন শাস্তি	৬৯৯
সন্দেহযুক্ত বস্তু ত্যাগের প্রতি উৎসাহ দান	৬৯৯
শরাব প্রস্তুতকারীর নিকট কিশমিশ বিক্রি করা অনুচিত	৭০০
আঙুরের রস বিক্রি করা মাকরুহ	৭০০
কোন প্রকার দ্রাক্ষারস পান করা জায়েয এবং কোন প্রকার পান করা জায়েয নয়	৭০১
কোন রস পান করা যায় এবং কোন রস পান করা যায় না	৭০৪
যে সব নাবীয পান করা জায়েয আর যে সব নাবীয পান করা নাজায়েয	৭০৫
নাবীযের ব্যাপারে ইব্রাহীমের বর্ণনাকারীদের মতপার্থক্য	৭০৯
বৈধ পানীয় সম্পর্কে	৭১০

كِتَابُ الْإِيمَانِ وَالنُّذُورِ

অধ্যায় : কসম ও মান্নত

৩৭৬২. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّهَاقِيُّ وَمُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَتْ يَمِينُ يَحْلِفُ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا وَمُقَلَّبِ الْقُلُوبِ *

৩৭৬২. আহমদ ইবন সুলায়মান রাহাবী ও মুসা ইবন আবদুর রহমান (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা বলে শপথ করতেন, তা ছিল "না, [লা] وَمُقَلَّبِ الْقُلُوبِ" [না, অন্তরসমূহকে পরিবর্তনকারীর শপথ]।

الْحَلْفُ بِمُصْرَفِ الْقُلُوبِ

[যিনি অন্তরসমূহকে ঘুরিয়ে দেন] শব্দ দ্বারা শপথ

৩৭৬৩. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ أَبُو يَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ إِسْحَقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَتْ يَمِينُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الَّتِي يَحْلِفُ بِهَا لَا وَمُصْرَفِ الْقُلُوبِ *

৩৭৬৩. মুহাম্মদ ইবন ইয়াহুইয়া ইবন আবদুল্লাহ (র) - - - - সালিম (র) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা দ্বারা শপথ করতেন তা ছিল [না, যিনি অন্তরসমূহকে ঘুরিয়ে দেন, তাঁর শপথ]।

الْحَلْفُ بِعِزَّةِ اللَّهِ تَعَالَى

[আল্লাহর পরাক্রম] শব্দ দ্বারা শপথ

৩৭৬৪. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ

عَمْرُو قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ أَرْسَلَ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَى الْجَنَّةِ فَقَالَ انْظُرْ إِلَيْهَا وَإِلَى مَا أَعَدَدْتُ لَاهْلِهَا فِيهَا فَتَنْظُرُ إِلَيْهَا فَارْجَعَ فَقَالَ وَعِزَّتِكَ لَا يَسْمَعُ بِهَا أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَهَا فَأَمَرَ بِهَا فَحُفَّتْ بِالْمَكَارِهِ فَقَالَ أَذْهَبَ إِلَيْهَا فَانْظُرْ إِلَيْهَا وَإِلَى مَا أَعَدَدْتُ لَاهْلِهَا فِيهَا فَتَنْظُرُ إِلَيْهَا فَإِذَا هِيَ قَدْ حُفَّتْ بِالْمَكَارِهِ فَقَالَ وَعِزَّتِكَ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ لَا يَدْخُلَهَا أَحَدٌ قَالَ أَذْهَبَ فَانْظُرْ إِلَى النَّارِ وَإِلَى مَا أَعَدَدْتُ لَاهْلِهَا فِيهَا فَتَنْظُرُ إِلَيْهَا فَإِذَا هِيَ يَرْكَبُ بَعْضُهَا بَعْضًا فَارْجَعَ فَقَالَ وَعِزَّتِكَ لَا يَدْخُلَهَا أَحَدٌ فَأَمَرَ بِهَا فَحُفَّتْ بِالشَّهَوَاتِ فَقَالَ ارْجِعْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَإِذَا هِيَ قَدْ حُفَّتْ بِالشَّهَوَاتِ فَارْجَعَ وَقَالَ وَعِزَّتِكَ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ لَا يَنْجُو مِنْهَا أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَهَا *

৩৭৬৪. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যখন আল্লাহ তা'আলা জান্নাত এবং জাহান্নাম সৃষ্টি করেন, তখন তিনি জিবরাঈল (আ)-কে এই বলে জান্নাতের দিকে পাঠান যে, জান্নাত এবং জান্নাতবাসীদের জন্য যা কিছু তাতে আমি প্রস্তুত করে রেখেছি, তা দেখে এসো। তিনি তা দেখে ফিরে এসে বললেন : আপনার পরাক্রমের শপথ ! এই জান্নাতের কথা শুনেতে পেলে কেউ তাতে প্রবেশ না করে ছাড়বে না। এরপর তাঁর আদেশে তা কষ্টকর ও অপছন্দনীয় বস্তু দ্বারা পরিবেষ্টন করা হলো। তারপর বললেন, সেখানে যাও এবং তা ও তার অধিবাসীদের জন্য যা প্রস্তুত করে রেখেছি তা দেখে এসো। তিনি গিয়ে লক্ষ্য করলেন যে, তা কষ্টদায়ক, মুসীবত ও অপছন্দনীয় বস্তু দ্বারা পরিবেষ্টন করে রাখা হয়েছে। তিনি বললেন : আপনার পরাক্রমের কসম ! আমার আশংকা হচ্ছে যে, তাতে কেউ-ই প্রবেশ করবে না। আল্লাহ তা'আলা বললেন : যাও জাহান্নাম এবং জাহান্নামবাসীদের জন্য আমি তাতে যা কিছু তৈরি করে রেখেছি, তা দেখে এসো। জিবরাঈল (আ) তার দিকে দৃষ্টিপাত করে দেখলেন, তার এক অংশ অপর অংশের উপর চড়াও হচ্ছে। তিনি ফিরে এসে বললেন : আপনার পরাক্রমের শপথ ! আমার আশংকা যে, এতে কেউ প্রবেশ করবে না। এরপর আল্লাহর আদেশে তাকে মুগ্ধকর বস্তু দ্বারা পরিবেষ্টন করে দেয়া হলো। আল্লাহ বললেন : তুমি এখন গিয়ে তা দেখে এসো। তিনি গিয়ে দেখলেন যে, তাকে মুগ্ধকর বস্তু দ্বারা পরিবেষ্টন করে রাখা হয়েছে। তিনি ফিরে এসে বললেন : আপনার পরাক্রমের শপথ ! এখন আমার আশংকা হচ্ছে যে, এতে প্রবেশ করা থেকে কেউ নাজাত পাবে না।

التَّشْنِيدُ فِي الْحَلْفِ بِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى

আল্লাহ ব্যতীত অন্যের কসম করার উপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা

٣٧٦٥. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ عَنْ عَنِ ابْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلَا يَحْلِفُ إِلَّا بِاللَّهِ وَكَانَتْ قُرَيْشٌ تَحْلِفُ بِأَبَائِهَا فَقَالَ لَا تَحْلِفُوا بِأَبَائِكُمْ *

٣٧٦٩. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُمَانَ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدٌ وَهُوَ ابْنُ حَرْبٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ عَنِ

الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِأَبَائِكُمْ قَالَ عُمَرُ فَوَاللَّهِ مَا حَلَفْتُ بِهَا بَعْدَ ذَاكَ إِلَّا وَلَا أَثْرًا *

৩৭৬৯. আমর ইব্ন উসমান ইব্ন সাঈদ (র) - - - - উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে তোমাদের বাপ-দাদার নামে শপথ করতে নিষেধ করেছেন। উমর (রা) বলেন : এরপর আমি আর কখনও এরূপ শপথ করিনি; নিজের থেকেও না এবং অন্যের থেকে বর্ণনাস্বরূপও না।

الْحَلْفُ بِالْأُمَّهَاتِ

মা-দাদীর নামে শপথ করা

৩৭৭০. أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا عُيَيْنَةُ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَحْلِفُوا بِأَبَائِكُمْ وَلَا بِأُمَّهَاتِكُمْ وَلَا بِالْأَنْدَادِ وَلَا تَحْلِفُوا إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْلِفُوا إِلَّا وَأَنْتُمْ صَادِقُونَ *

৩৭৭০. আবু বকর ইব্ন আলী (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : স্বীয় পিতাদের, মাতাদের এবং মূর্তির নামে কসম করো না। কেবল আল্লাহর নামেই শপথ করবে। আর তোমরা শপথ করো না, যদি না তোমরা সত্যবাদী হও।

الْحَلْفُ بِمِلَّةٍ سِوَى الْإِسْلَامِ

ইসলাম ব্যতীত অন্য ধর্মের শপথ করা

৩৭৭১. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ خَالِدِ بْنِ أَنَسٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيمٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ سِوَى الْإِسْلَامِ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ قَالَ قُتَيْبَةُ فِي حَدِيثِهِ مُتَعَمِّدًا وَقَالَ يَزِيدُ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عَذَّبَهُ اللَّهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ *

৩৭৭১. কুতায়বা ও মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ (র) - - - - সাবিত ইব্ন যাহ্বাক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য ধর্মের মিথ্যা শপথ করবে, সে ঐরূপই হবে, যেমন সে বলেছে। কুতায়বা (রা) তাঁর হাদীসে "مُتَعَمِّدًا" (ইচ্ছাকৃত) শব্দ উল্লেখ করেছেন, আর ইয়াযীদ "كَاذِبًا" (মিথ্যা) শব্দ বলেছেন। আর যে ব্যক্তি কোন বস্তু দ্বারা আত্মহত্যা করলো, আল্লাহ তা'আলা তাকে দোযখের আগুনে ঐ বস্তু দ্বারা শাস্তি দিবেন।

৩৭৭২. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوْبُ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو عَنْ يَحْيَى

أَنَّهُ حَدَّثَنِي أَبُو قِلَابَةَ قَالَ حَدَّثَنِي ثَابِتُ بْنُ الضُّحَّاكِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ حَلَفَ بِعِلَّةٍ سِوَى الْإِسْلَامِ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عَذَّبَ بِهِ فِي الْآخِرَةِ *

৩৭৭২. মাহমুদ ইবন খালিদ (র) - - - - সাবিত ইবন যাহুহাক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য ধর্মের মিথ্যা শপথ করবে, সে ব্যক্তি ঐরূপ হয়ে যাবে, যে রূপ সে বলেছে। আর যে ব্যক্তি কোন বস্তু দ্বারা আত্মহত্যা করবে, আখিরাতে তাকে ঐ বস্তু দিয়ে শাস্তি দেয়া হবে।

الْحَلْفُ بِالْبِرَاءَةِ مِنَ الْإِسْلَامِ

ইসলাম হতে বের হয়ে যাওয়ার শপথ

٣٧٧٣. أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ حُسَيْنِ بْنِ وَقْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنَ الْإِسْلَامِ فَإِنْ كَانَ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ وَإِنْ كَانَ صَادِقًا لَمْ يَعُدْ إِلَى الْإِسْلَامِ سَالِمًا *

৩৭৭৩. হুসায়ন ইবন হুরায়স (র) - - - - আবদুল্লাহ ইবন বুরায়দা (র) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি বললো : “ইসলামের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই।” সে যদি মিথ্যাবাদী হয়, তবে সে যেমন বলেছে— তেমন, আর যদি সে সত্যবাদী হয়, তবে সে নিরাপদে ইসলামে ফিরে আসবে না (অর্থাৎ গুনাহগার হবে)।

الْحَلْفُ بِالْكُفْبَةِ

কা'বার কসম করা

٣٧٧٤. أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ مَعْبُدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ قُتَيْبَةَ امْرَأَةٍ مِنْ جُهَيْنَةَ أَنَّ يَهُودِيًّا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ إِنَّكُمْ تَنْدُدُونَ وَإِنَّكُمْ تَشْرِكُونَ تَقُولُونَ مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئْتُمْ وَتَقُولُونَ وَالْكُفْبَةِ فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَرَادُوا أَنْ يَحْلِفُوا أَنْ يَقُولُوا رَبِّ الْكُفْبَةِ وَيَقُولُونَ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ شِئْتُمْ *

৩৭৭৪. ইউসুফ ইবন ঈসা (র) - - - - জুহায়না গোত্রের এক মহিলা থেকে বর্ণিত যে, এক ইয়াহুদী নবী ﷺ-এর নিকট এসে বললো : আপনারা তো আল্লাহর সাথে শরীক ও তাঁর সমকক্ষ স্থির করে থাকেন। আপনারা বলে থাকেন : যা আল্লাহ ইচ্ছা করেন আর যা তুমি ইচ্ছা কর। আর আপনারা আরো বলে থাকেন : কা'বার কসম ! তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ নির্দেশ দিলেন যে, যখন কসম করার ইচ্ছা করবে, তখন বলবে : কা'বার রবের কসম ! আরো বলবে : আল্লাহ যা চেয়েছেন। এরপর তুমি চেয়েছ।

الْحَلْفُ بِالطَّوَاغِيَتِ

তাগুত বা দেব-দেবীর শপথ

৩৭৭৫. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ أَنْبَأَنَا هِشَامٌ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تَحْلِفُوا بِأَبَائِكُمْ وَلَا بِالطَّوَاغِيَتِ *

৩৭৭৫. আহমদ ইবন সুলায়মান (র) - - - - আবদুর রহমান ইবন সামুরা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : তোমরা তোমাদের পিতাদের শপথ করো না; আর দেব-দেবীর কসমও করো না।

الْحَلْفُ بِاللَّاتِ

লাতের শপথ করা

৩৭৭৬. أَخْبَرَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ حَلَفَ مِنْكُمْ فَقَالَ بِاللَّاتِ فَلْيَقُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَعَالَ أَقَامِرِكَ فَلْيَتَصَدَّقْ *

৩৭৭৬. কাসীর ইবন উবায়দ (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি লাতের শপথ করে, সে যেন বলে : লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আর যে ব্যক্তি তার সাথীকে বলে : চল তোমার সাথে জুয়া খেলি, সে যেন কিছু সাদকা করে।

الْحَلْفُ بِاللَّاتِ وَالْعَزَى

লাত ও উয্যার শপথ

৩৭৭৭. أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ عَنْ مُصَنَّبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنَّا نَذْكُرُ بَعْضَ الْأَمْرِ وَأَنَا حَدِيثُ عَهْدٍ بِالْجَاهِلِيَّةِ فَحَلَفْتُ بِاللَّاتِ وَالْعَزَى فَقَالَ لِي أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِئْسَ مَا قُلْتَ أَتَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرْتَهُ فَأَنَّا لَا نَرَاكَ إِلَّا قَدْ كَفَرْتَ فَأَتَيْتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ لِي قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَتَعَوَّذَ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَاتَّقِلْ عَنْ يَسَارِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَلَا تَعُدْ لَهُ *

৩৭৭৭. আবু দাউদ (র) - - - - মুসআব ইবন সা'দ (রা) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : আমরা কোন ব্যাপারে আলোচনা করছিলাম, আর আমি নতুন ইসলাম গ্রহণ করেছিলাম। এক পর্যায়ে আমি লাত ও উয্যার কসম করলাম। আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কয়েকজন সাহাবী বললেন : তুমি অতি মন্দ কথা বলেছ। তুমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট চল, তাঁকে এটা জানাও। আমরা মনে করি, তুমি কুফরী করেছ।

আমি তাঁর নিকট এসে তাঁকে এ কথা জানালে তিনি আমাকে বললেন : তুমি তিনবার বল : “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহুদাহ্ লা শারীকা লাহ্”, আর শয়তান হতে আল্লাহ্ তা‘আলার নিকট তিনবার আশ্রয় চাও এবং তোমার বামদিকে তিনবার থুথু ফেল। আর কখনও এরূপ কথা বলবে না।

৩৭৭৮. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ حَدَّثَنِي مُصَنَّبُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ حَلَفْتُ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى فَقَالَ لِي أَصْحَابِي بِئْسَ مَا قُلْتَ قُلْتَ هُجْرًا فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنْفُتُ عَنْ يَسَارِكِ ثَلَاثًا وَتَعَوَّذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ثُمَّ لَا تَعُدْ *

৩৭৭৮. আবু হুমায়দ ইবন মুহাম্মদ (র) - - - - মুসআব ইবন সা‘দ (রা) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : আমি লাত ও উয্যার শপথ করলাম। তখন আমার সাথীরা আমাকে বললো : তুমি বড় মন্দ কথা বললে। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট এসে তা বললে, তিনি বললেন : তুমি বল : “আল্লাহু ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই।” আর তুমি তোমার বামদিকে তিনবার থুথু ফেল এবং আল্লাহ্র নিকট শয়তান হতে হতে আশ্রয় প্রার্থনা কর। আর কখনও এরূপ বলবে না।

إِبْرَارِ الْقَسَمِ

শপথ পূর্ণ করা

৩৭৭৯. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْأَشْعَثِ بْنِ سَلِيمٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدٍ بْنِ مَقْرَنٍ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِسَبْعِ أَمْرًا بِاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَعِيَادَةِ الْمَرِيضِ وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ وَإِجَابَةِ الدَّاعِي وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ وَرَدِّ السَّلَامِ *

৩৭৭৯. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না ও মুহাম্মদ ইবন বাশশার (র) - - - - বারা ইবন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে সাতটি কাজের আদেশ দিয়েছেন : জানাযার অনুগমন করার, রোগীকে দেখতে যাওয়ার, হাঁচির উত্তর দেয়ার, আমন্ত্রণ গ্রহণ করার, ময়লুমের সাহায্য করার, কসম পূর্ণ করার এবং সালামের উত্তর দেয়ার।

مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا

শপথ করার বিপরীত বিষয়কে উত্তম দেখলে কি করবে

৩৭৮০. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدَى عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي السَّلِيلِ عَنْ زُهْدَمٍ عَنْ

أَبَى مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا عَلَى الْأَرْضِ يَمِينٌ أَحْلَفُ عَلَيْهَا فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا
الْأَتَيْنَةُ *

৩৭৮০. কুতায়বা (র) - - - আবু মুসা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : পৃথিবীর যে কোন বিষয়েই আমি শপথ করি; আর পরে তার বিপরীত বিষয়কে উত্তম দেখতে পাই, তখন আমি সেটাই করি।

الْكُفَّارَةُ قَبْلَ الْحِنثِ

শপথ ভঙ্গের পূর্বেই কাফ্ফারা দেয়া

٣٧٨١. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ غِيلَانَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي رَهْطٍ مِنَ الْأَشْعَرِيِّينَ نَسْتَحْمِلُهُ فَقَالَ وَاللَّهِ لَا أَحْمِلُكُمْ وَمَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ ثُمَّ لَبِثْنَا مَا شَاءَ اللَّهُ فَأَتَى بِإِبِلٍ فَأَمَرَ لَنَا بِثَلَاثِ ذَوْدٍ فَلَمَّا انْطَلَقْنَا قَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ لَا يَبَارِكُ اللَّهُ لَنَا أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَسْتَحْمِلُهُ فَحَلَفَ أَنْ لَا يَحْمِلَنَا قَالَ أَبُو مُوسَى فَأَتَيْنَا النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ مَا أَنَا حَمَلْتُكُمْ بَلِ اللَّهُ حَمَلَكُمْ إِنِّي وَاللَّهِ لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا كَفَرْتُ عَنْ يَمِينِي وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ *

৩৭৮১. কুতায়বা (র) - - - আবু মুসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা আমি আশআরী সম্প্রদায়ের একদল লোকসহ রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট বাহন চাওয়ার জন্য উপস্থিত হলাম। তিনি বললেন : আল্লাহর শপথ ! আমি তোমাদেরকে বাহন দিতে পারব না এবং তোমাদেরকে দেব এমন কোন বাহনও আমার নিকট নেই। আবু মুসা (রা) বলেন : অতঃপর আমরা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম, যেমন আল্লাহর ইচ্ছা ছিল। অতঃপর তাঁর কাছে কিছু উট আসলো নবী ﷺ আমাদেরকে তিনটি উট দেয়ার নির্দেশ দিলেন। যখন আমরা সেখান থেকে রওয়ানা হলাম, তখন আমাদের লোকেরা বলাবলি করতে লাগলো, এই সওয়ারীতে আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে বরকত দান করবেন না। কেননা যখন আমরা তাঁর কাছে বাহন চাইবার জন্য উপস্থিত হই, তখন তিনি শপথ করে বলেন : আমি তোমাদেরকে সওয়ারী দেব না। আবু মুসা (রা) বলেন : আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট ফিরে এসে একথা উল্লেখ করলে তিনি বললেন : আমি তোমাদেরকে সওয়ারী দেইনি, বরং আল্লাহ তা'আলা তা তোমাদের দান করেছেন। আল্লাহর শপথ ! আমি যদি কোন বিষয়ের উপর শপথ করি, পরে অন্য বিষয়কে তার চেয়ে উত্তম দেখতে পাই, তখন আমি আমার শপথের কাফ্ফারা আদায় করি এবং যেটা উত্তম সেটাই করি।

٣٧٨٢. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَخْنَسِ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو

بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَكْفُرْ عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ *

৩৭৮২. আমর ইব্ন আলী (র) - - - - আমর ইব্ন শুআয়ব (রা) তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন কিছুর শপথ করে, এরপর অন্য কিছুকে তার চাইতে উত্তম দেখতে পায়, তখন সে যেন নিজের কসমের কাফ্ফারা দিয়ে দেয় এবং ঐ উত্তম কাজটি করে।

৩৭৮৩. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا حَلَفَ أَحَدُكُمْ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَكْفُرْ عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَنْظُرِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ فَلْيَأْتِهِ *

৩৭৮৩. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল আ'লা (র) - - - - আবদুর রহমান ইব্ন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের কেউ যখন কোন কিছুর শপথ করে, পরে সে অন্য কোন বস্তুকে তার চাইতে উত্তম দেখতে পায়, তখন সে যেন তার কসমের কাফ্ফারা দিয়ে ঐ উত্তম কাজটি করে।

৩৭৮৪. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَكَفَّرَ عَنْ يَمِينِكَ ثُمَّ أَتَيْتَ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ *

৩৭৮৪. আহমদ ইব্ন সুলায়মান (র) - - - - আবদুর রহমান ইব্ন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : যখন তুমি শপথ করবে, তখন তুমি তোমার কসমের কাফ্ফারা দিয়ে দেবে, এরপর যেটা উত্তম সেটা করবে।

৩৭৮৫. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقُطَيْمِيُّ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى وَذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَكَفَّرَ عَنْ يَمِينِكَ وَأَتَيْتَ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ *

৩৭৮৫. মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহইয়া কুতাদি (র) - - - - আবদুর রহমান ইব্ন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যখন তুমি কোন কসম করবে, আর অন্য কোন বস্তু তা থেকে উত্তম দেখতে পাবে, তখন তুমি তোমার কসমের কাফ্ফারা দিয়ে দেবে, আর যা উত্তম তা করবে।

الْكَفَّارَةُ بَعْدَ الْحَنْثِ

কসম ভঙ্গার পর কাফ্ফারা আদায় করা

৩৭৮৬. أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ

مُرَّةٌ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو مَوْلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ يُحَدِّثُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيَكْفُرْ عَنْ يَمِينِهِ *

৩৭৮৬. ইসহাক ইবন মানসূর (র) - - - - আদী ইবন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কেউ কোন বিষয়ে শপথ করে যদি অন্য কোন বিষয়কে তার চাইতে উত্তম দেখতে পায়; তবে সে যেন উত্তমকে গ্রহণ করে এবং পরে স্বীয় শপথের কাফফারা আদায় করে।

৩৭৮৭. হান্নাদ ইবন সারী (র) - - - - আদী ইবন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন বিষয়ে শপথ করে, তারপর অন্য বিষয়কে তার চাইতে উত্তম দেখতে পায়, সে যেন শপথ পরিত্যাগ করে উত্তমকে গ্রহণ করে এবং শপথের কাফফারা দিয়ে দেয়।

৩৭৮৮. আমর ইবন ইয়াযীদ (র) - - - - আদী ইবন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কেউ কোন শপথ করার পর যদি অন্য কিছুকে তার চাইতে উত্তম দেখতে পায়, তবে সে যেন উত্তমকে গ্রহণ করে এবং শপথ ভঙ্গ করে।

৩৭৮৯. মুহাম্মদ ইবন মানসূর (র) - - - - আবু যা'রা (র) তাঁর চাচা আবুল আহওয়াস হতে, তিনি তাঁর পিতা সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট বললাম : এ বিষয়ে কী বলেন যে, আমি আমার চাচাত ভাইয়ের নিকট গিয়ে কিছু চাইলে সে আমাকে তা দেয় না এবং আত্মীয়তাও ঠিক রাখে না। কিন্তু তার কিছু প্রয়োজন হলে সে আমার নিকট এসে তা চায়। এজন্য আমিও শপথ করেছি যে, তাকে কিছুই

৩৭৮৬. ইসহাক ইবন মানসূর (র) - - - - আদী ইবন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কেউ কোন বিষয়ে শপথ করে যদি অন্য কোন বিষয়কে তার চাইতে উত্তম দেখতে পায়; তবে সে যেন উত্তমকে গ্রহণ করে এবং পরে স্বীয় শপথের কাফফারা আদায় করে।

৩৭৮৭. হান্নাদ ইবন সারী (র) - - - - আদী ইবন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন বিষয়ে শপথ করে, তারপর অন্য বিষয়কে তার চাইতে উত্তম দেখতে পায়, সে যেন শপথ পরিত্যাগ করে উত্তমকে গ্রহণ করে এবং শপথের কাফফারা দিয়ে দেয়।

৩৭৮৮. আমর ইবন ইয়াযীদ (র) - - - - আদী ইবন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কেউ কোন শপথ করার পর যদি অন্য কিছুকে তার চাইতে উত্তম দেখতে পায়, তবে সে যেন উত্তমকে গ্রহণ করে এবং শপথ ভঙ্গ করে।

দেব না এবং তার সাথে আত্মীয়তাও রক্ষা করবো না। তিনি আমাকে আদেশ করলেন : এখন তুমি যেটা উত্তম সেটা কর এবং তোমার কসমের কাফ্ফারা দিয়ে দাও।

৩৭৭৯. أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَنْبَأَنَا مَنْصُورٌ وَيُونُسُ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ لِيَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَلْبَسْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَاتَّ الذِّي هُوَ خَيْرٌ وَكَفَّرَ عَنْ يَمِينِكَ *

৩৭৯০. যিয়াদ ইব্ন আইয়ূব (র) - - - - আবদুর রহমান ইব্ন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছেন : যখন তুমি কোন শপথ করে অন্য বস্তুকে তা অপেক্ষা উত্তম দেখতে পাবে, তখন উত্তমটা করে ফেলবে এবং তোমার কসমের কাফ্ফারা দিয়ে দেবে।

৩৭৭৯. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ يَغْنَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَاتَّ الذِّي هُوَ خَيْرٌ مِنْهَا وَكَفَّرَ عَنْ يَمِينِكَ *

৩৭৯১. আমর ইব্ন আলী (র) - - - - আবদুর রহমান ইব্ন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তুমি যখন কোন শপথ করার পর অন্য কিছুকে তার চাইতে উত্তম দেখতে পাবে, তখন উত্তমটা করবে এবং নিজ শপথের কাফ্ফারা দিয়ে দেবে।

৩৭৭৯. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ فِي حَدِيثِهِ عَنْ جَرِيرٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ قَالَ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ لِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَاتَّ الذِّي هُوَ خَيْرٌ وَكَفَّرَ عَنْ يَمِينِكَ *

৩৭৯২. মুহাম্মদ ইব্ন কুদামা (র) - - - - আবদুর রহমান ইব্ন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তুমি যখন কোন কিছুর শপথ করার পর অন্য কিছুকে তার চাইতে উত্তম দেখতে পাবে, তখন ঐ উত্তমটা করবে এবং তোমার শপথের কাফ্ফারা আদায় করবে।

الْيَمِينُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ

যার মালিক নয়, এমন কোন জিনিসের শপথ করা

৩৭৭৯. أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَخْنَسِ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَذَرُ وَلَا يَمِينُ فِيمَا لَا تَمْلِكُ وَلَا فِي مَفْصِيَةٍ وَلَا قَطِيعَةٍ رَحِمَ *

৩৭৯৩. ইবরাহীম ইব্ন মুহাম্মদ (র) - - - - আমর ইব্ন শুআয়ব (র) তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা থেকে

বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন কিছুর মালিক নয়, ঐ বস্তুর মান্ত ও শপথ করতে পারবে না। আর শুনাহের কাজে এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার ব্যাপারে শপথ হতে পারে না।

مَنْ حَلَفَ فَاسْتَتْنَى

শপথ করে ইনশাআল্লাহ বলা

৩৭৭৬. أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ تَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ حَلَفَ فَاسْتَتْنَى فَإِنْ شَاءَ مَضَى وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ غَيْرَ حَبْثٍ *

৩৭৯৪. আহমদ ইবন সাঈদ (র) - - - - ইবন উমর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যে ব্যক্তি শপথ করে ইনশাআল্লাহ বলে, সে তা পূর্ণ করুক অথবা না করুক তার কাফ্যারা দিতে হবে না।

النِّيَّةُ فِي الْيَمِينِ

কসমের নিয়্যত করা

৩৭৭৫. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا سُلَيْمُ بْنُ حَيَّانٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَانُؤَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ *

৩৭৯৫. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র) - - - - উমর ইবন খাত্তাব (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নিয়্যতের উপর কাজের ফলাফল নির্ভর করে, যে যা নিয়্যত করে, সে তা-ই পাবে। যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টির জন্য হিজরত করে, তার হিজরত আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের জন্যই হবে। আর যে ব্যক্তি পার্থিব উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য হিজরত করে, অথবা কোন মহিলাকে বিবাহ করার নিয়্যতে হিজরত করে; সে যে নিয়্যতে হিজরত করে, তার হিজরত সে জন্যই হবে।

تَحْرِيمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

আল্লাহ যা হালাল করেছেন, তা হারাম করা

৩৭৭৬. أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّعْفَرَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ زَعَمَ عَطَاءٌ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَزْعُمُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَمْكُثُ عِنْدَ

زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ فَيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلًا فَتَوَاصَيْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ أَنْ أُيْتِنَا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ ﷺ فَلْتَقُلْ إِنِّي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ مَغَافِيرٍ أَكَلْتُ مَغَافِيرَ فَدَخَلَ عَلَى إِحْدَاهُمَا فَقَالَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لِأَبْلِ شَرِبْتُ عَسَلًا عِنْدَ زَيْنَبُ بِنْتِ جَحْشٍ وَلَنْ أُعَوِّدَ لَهُ فَتَزَلَتْ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ إِلَى أَنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ وَإِذَا أَسْرَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا لِقَوْلِهِ بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا *

৩৭৯৬. হাসান ইবন মুহাম্মদ যা'ফরানী (র) - - - - আয়েশা (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ যয়নব বিন্ত জাহশের নিকট কিছুক্ষণ থাকতেন এবং সেখানে তিনি মধু পান করতেন। আমি এবং হাফসা পরামর্শ করলাম যে, আমাদের মধ্যে যার নিকটই রাসূলুল্লাহ ﷺ তাশরীফ আনেন, সে যেন বলে : আপনার মুখ হতে মাগাফিরের গন্ধ আসছে। আপনি কি মাগাফির খেয়েছেন? এরপর তিনি আমাদের একজনের গৃহে আসলে তিনি তাঁকে তা বললেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : না, বরং আমি যয়নব বিনতে জাহশের নিকট মধু পান করেছি। আমি আর কখনো তা পান করবো না; তখন অবতীর্ণ হয় : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ... অর্থ : হে নবী ! আল্লাহ আপনার জন্য যা হালাল করেছেন, আপনি তা হারাম করছেন কেন? (৬৬ : ১)। اِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ... অর্থ : যদি তোমরা উভয়ে (আয়েশা ও হাফসা) অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর দিকে ফিরে এসো। (৬৬ : ২) وَإِذَا أَسْرَ... অর্থ : (৬৬ : ৩), এটা নবী ﷺ-এর উক্তি : “বরং আমি মধু পান করেছি” — সে সম্পর্কিত।

إِذَا حَلَفَ أَنْ لَا يَأْتِدِمَ فَآكُلَ خُبْرًا بِخُلْ

রুটির সাথে তরকারি না খাওয়ার কসম করে সিরকা দিয়ে খেলে

৩৭৭৭. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بَيْتَهُ فَإِذَا فُلُقٌ وَخَلٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلْ فَنِعِمَّ الْإِدَامُ الْخُلُ *

৩৭৯৭. আমার ইবন আলী (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে তাঁর ঘরে ঢুকে দেখলাম, রুটির টুকরা এবং সিরকা রাখা হয়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : খাও, সিরকা উত্তম তরকারি।

فِي الْحَلْفِ وَالْكَذِبِ لِمَنْ لَمْ يَعْتَقِدِ الْيَمِينَ بِقَلْبِهِ

এমন ব্যক্তির শপথ ও মিথ্যাকথন, যে অন্তরে তাকে শপথ ও মিথ্যাকথন মনে করে না

৩৭৭৮. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ

أَبِي وَائِلٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي غَرْزَةَ قَالَ كُنَّا نُسَمِّي السَّمَّاسِرَةَ فَأَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ نَبِيعُ فَسَمَّانَا بِاسْمِهِ هُوَ خَيْرٌ مِنْ إِسْمِنَا فَقَالَ يَامَعْشَرَ الثُّجَّارِ إِنَّ هَذَا الْبَيْعَ يَخْضُرُهُ الْحَلْفُ وَالْكَذِبُ فَشُوبُوا بِبَيْعِكُمُ بِالصَّدَقَةِ *

৩৭৯৮. আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ ইবন আবদুর রহমান (র) - - - - কায়স ইবন আবু গারাযা (রা) বলেন : লোক আমাদেরকে দালাল বলতো। একদিন আমরা বেচাকেনা করছিলাম। এমন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট এসে আগের নামের চাইতে উত্তম নামে আমাদেরকে ডেকে বললেন : হে ব্যবসায়ীর দল ! ক্রয়-বিক্রয়ে অনেক সময় শপথ এবং মিথ্যা কথনও হয়ে যায়, (যদিও তোমরা অন্তরের সাথে তা বলো না)। অতএব তোমরা ক্রয়-বিক্রয়ে কিছু সাদকা মিলিয়ে নেবে।

৩৭৭৭. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ وَعَاصِمٍ وَجَامِعٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي غَرْزَةَ قَالَ كُنَّا نَبِيعُ بِالْبَيْعِ فَأَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَكُنَّا نَسَمِّي السَّمَّاسِرَةَ فَقَالَ يَامَعْشَرَ الثُّجَّارِ فَسَمَّانَا بِاسْمِهِ هُوَ خَيْرٌ مِنْ إِسْمِنَا ثُمَّ قَالَ إِنَّ هَذَا الْبَيْعَ يَخْضُرُهُ الْحَلْفُ وَالْكَذِبُ فَشُوبُوا بِالصَّدَقَةِ *

৩৭৯৯. মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন ইয়াযীদ (র) - - - - কায়স ইবন আবু গারাযা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা বাকী নামক স্থানে ক্রয়-বিক্রয় করতাম। আমাদেরকে বলা হতো দালাল। এক সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট এসে বললেন : হে ব্যবসায়ীর দল ! তিনি আমাদেরকে আমাদের পূর্ব নাম অপেক্ষা উত্তম নামে ডাকলেন। তিনি বললেন : এই ক্রয়-বিক্রয়ে শপথ ও মিথ্যা এসে যায়। অতএব তোমরা তাতে সাদকা মিলিয়ে নেবে।

فِي اللَّغْوِ وَالْكَذِبِ

মিথ্যা ও অপ্রয়োজনীয় কথা

৩৮০০. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي غَرْزَةَ قَالَ أَتَانَا النَّبِيُّ ﷺ وَنَحْنُ فِي السُّوقِ فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ السُّوقَ يَخَالِطُهَا اللَّغْوُ وَالْكَذِبُ فَشُوبُوهَا بِالصَّدَقَةِ *

৩৮০০. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) - - - - কায়স ইবন আবু গারাযা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট আসেন, তখন আমরা ছিলাম বাজারে। তিনি আমাদেরকে বললেন : এটা বাজার, এখানে মিথ্যা ও অপ্রয়োজনীয় কথাও হয়ে থাকে। অতএব তোমরা এতে কিছু সাদকা মিলিয়ে নাও।

৩৮০১. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ قُدَّامَةَ قَالَا حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ

عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي غَرْزَةَ قَالَ كُنَّا بِالْمَدِينَةِ نَبِيعُ الْأَوْسَاقَ وَنَبْتَاعُهَا وَكُنَّا نُسَمِّي أَنْفُسَنَا السَّمَّاسِرَةَ وَيُسَمِّيْنَا النَّاسُ فَخَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ فَسَمَّانَا بِاسْمِهِ هُوَ خَيْرٌ مِنَ الَّذِي سَمَّيْنَا أَنْفُسَنَا وَسَمَّانَا النَّاسُ فَقَالَ يَامَعْشَرَ التُّجَّارِ إِنَّهُ يَشْهَدُ بَيْنَكُمْ الْحَلْفَ وَالْكَذِبُ فَشَوْبُوهُ بِالصَّدَقَةِ *

৩৮০১. আলী ইবন হুজর ও মুহাম্মদ ইবন কুদামা (র) - - - - কায়স ইবন আবু গারাযা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা মদীনায ক্রয়-বিক্রয় করছিলাম। আমরা আমাদেরকে দালাল বলতাম এবং লোকেরাও আমাদেরকে দালাল বলতো। একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট এসে আমাদের এমন নামে ডাকলেন, যা ছিল আমরা আমাদেরকে এবং লোকেরা আমাদেরকে যে নামে ডাকতো, তা থেকে উত্তম। তিনি বললেন : হে ব্যবসায়ীর দল ! তোমাদের ব্যবসায়ে মিথ্যা এবং শপথ মিশ্রিত হয়ে থাকে। অতএব তোমরা এতে সাদকা মিশিয়ে নাও।

النَّهْيُ عَنِ النَّذْرِ

মান্নত করার নিষেধাজ্ঞা

৩৮.২. أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي مَنصُورٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ مَرْثَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ النَّذْرِ وَقَالَ إِنَّهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ إِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ *

৩৮০২. ইসমাইল ইবন মাসউদ (র) - - - - আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মান্নত করতে নিষেধ করেছেন। আর তিনি বলেছেন : তাতে মানুষের কোন লাভ হয় না। এর দ্বারা কৃপণের থেকে কিছু বের করা হয় মাত্র।

৩৮.৩. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنصُورٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَرْثَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ النَّذْرِ وَقَالَ إِنَّهُ لَا يَرُدُّ شَيْئًا إِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الشَّحِيحِ *

৩৮০৩. আমর ইবন মানসুর (র) - - - - আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মান্নত করতে নিষেধ করেছেন এবং তিনি বলেছেন : মান্নত কোন কিছুকে ঠেকিয়ে রাখতে পারে না। এর দ্বারা কেবল কৃপণ হতে কিছু মাল বের করা হয়।

النَّذْرُ لَا يَقْدَمُ شَيْئًا وَلَا يُؤَخَّرُهُ

মান্নত কোন কিছুকে ত্বরান্বিত বা বিলম্বিত করতে পারে না।

৩৮.৪. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنصُورٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

بْنِ مَرْثَةَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ النَّذْرُ لَا يَقْدَمُ شَيْئًا وَلَا يُؤْخَرُهُ إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الشَّحِيحِ *

৩৮০৪. আমর ইব্ন আলী (র) - - - - ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মান্নত কোন কিছুকে আগে বা পরে করতে পারে না। তা এমন বিষয়, যদ্বারা কৃপণ হতে কিছু মাল বের করা হয় মাত্র।

৩৮০৫. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَأْتِي النَّذْرُ عَلَى ابْنِ آدَمَ شَيْئًا لَمْ أَقْدَرَهُ عَلَيْهِ وَلَكِنَّهُ شَيْءٌ اسْتَخْرَجَ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ *

৩৮০৫. আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আবদুর রহমান (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মান্নত লোকের জন্য এমন কিছু আনতে পারে না, যা তার তাকদীরে নেই। তা এমন বিষয়, যা দ্বারা কৃপণের হাত হতে কিছু মাল বের করা হয় মাত্র।

النَّذْرُ يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ

মান্নত দ্বারা কৃপণ হতে কিছু মাল বের হয় মাত্র

৩৮০৬. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا تَنْذَرُوا فَإِنَّ النَّذْرَ لَا يُغْنِي مِنَ الْقَدَرِ شَيْئًا وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ *

৩৮০৬. কুতায়বা (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা মান্নত করো না। কেননা তা তাকদীরের বিপরীতে কোন কাজে আসে না। কিন্তু এর দ্বারা কৃপণ থেকে কিছু মাল বের হয়।

النَّذْرُ فِي الطَّاعَةِ

ইবাদত-আনুগত্যের কাজে মান্নত করা

৩৮০৭. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِيعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِهِ *

৩৮০৭. কুতায়বা (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যদি কেউ মান্নত করে যে, সে আল্লাহর আনুগত্য করবে, তবে সে যেন তাঁর আনুগত্য করে। আর যদি কেউ আল্লাহর নাফরমানী করার মান্নত করে, তবে সে যেন তাঁর নাফরমানী না করে।

النَّذْرُ فِي الْمَعْصِيَةِ

শুনাহের মান্নত করা

২৪.৮. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ قَالَ حَدَّثَنِي طَلْحَةُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِهِ *

৩৮০৮. আমর ইব্ন আলী (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি : যদি কেউ আল্লাহর আনুগত্য করার মান্নত করে, তবে সে যেন তাঁর আনুগত্য করে। আর যদি কেউ আল্লাহর নাফরমানী করার মান্নত করে, তবে সে যেন তাঁর নাফরমানী না করে।

২৪.৯. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أُدْرِيسَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِهِ *

৩৮০৯. মুহাম্মদ ইব্ন আলী (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যে কেউ আল্লাহর আনুগত্যের মান্নত করে, সে যেন তাঁর আনুগত্য করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর নাফরমানী করার মান্নত করে, সে যেন তাঁর নাফরমানী না করে।

الْوَفَاءُ بِالنَّذْرِ

মান্নত পূর্ণ করা

২৪.১০. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ عَنْ زُهْدٍ قَالَ سَمِعْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ يَذْكُرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ خَيْرُكُمْ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ فَلَا أَدْرِي أَذْكُرُ مَرَّتَيْنِ بَعْدَهُ أَوْ ثَلَاثًا ثُمَّ ذَكَرَ قَوْمًا يَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمِنُونَ وَيَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهِدُونَ وَيَنْذِرُونَ وَلَا يُؤْفُونَ وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمْنُ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا نَصْرُ بْنُ عِمْرَانَ أَبُو جَمْرَةَ *

৩৮১০. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল আলী (র) - - - - ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের মধ্যে আমার সময়ের লোকই উত্তম, এরপর তারা, যারা তাদের নিকটবর্তী। এরপর যারা তাদের পরবর্তী, তারপর তাদের পরবর্তী। বর্ণনাকারী বলেন : আমার স্মরণ নেই, তিনি তা দু'বার বলেছেন, না তিনবার। এরপর তিনি এসকল লোকের কথা বললেন : যারা খিয়ানত করে, আমান্নতদারী রক্ষা করে না। তারা

সাক্ষ্য দেয়, অথচ তাদেরকে সাক্ষ্য দেয়ার জন্য ডাকা হয় না; মান্নত করে অথচ মান্নত পূর্ণ করে না। আর তারা মোটা-তাজা হবে।

النَّذْرُ فِيمَا لَا يَرَادُ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ

যে মান্নতে আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করা হয় না

৩৮১১. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ الْأَخْوَلُ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِرَجُلٍ يَقُودُ رَجُلًا فِي قَرْنٍ فَتَنَّاوَلَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَطَعَهُ قَالَ إِنَّهُ نَذَرُ *

৩৮১১. মুহাম্মদ ইবন আবদুল আ'লা (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ এমন একজন লোকের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন; যে অন্য একটি লোককে রশি দ্বারা বেঁধে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। তিনি তা ধরে কেটে ফেললেন। তখন সে ব্যক্তি বললো : সে এরূপ করার মান্নত করেছে।

৩৮১২. أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ الْأَخْوَلُ أَنَّ طَاوُسًا أَخْبَرَهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ بِرَجُلٍ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ يَقُودُهُ إِنْسَانٌ بِخِزَامَةٍ فِي أَنْفِهِ فَقَطَعَهُ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهِ ثُمَّ أَمَرَهُ أَنْ يَقُودَهُ بِيَدِهِ *

৩৮১২. ইউসুফ ইবন সাঈদ (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ একজন লোকের নিকট দিয়ে গেলেন, তখন ঐ ব্যক্তি কা'বার তওয়াফ করছিল। তখন তাকে অন্য একটি লোক তার নাকে উটের লাগাম লাগিয়ে টানছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তার নিকট গিয়ে তা নিজ হাতে কেটে ফেললেন এবং আদেশ করলেন : তাকে তার হাত ধরে টেনে নাও।

৩৮১৩. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ وَأَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ أَنَّ طَاوُسًا أَخْبَرَهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ بِهِ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ وَإِنْسَانٌ قَدْ رَبَطَ يَدَهُ بِإِنْسَانٍ آخَرَ بِسَيْرٍ أَوْ خَيْطٍ أَوْ بِشَيْءٍ غَيْرِ ذَلِكَ فَقَطَعَهُ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ قُدِّهِ بِيَدِكَ *

৩৮১৩. ইবন জুরায়জ বলেন, সুলায়মান আমাকে জানান যে, তাউস তাকে হযরত ইবন আব্বাস (রা) থেকে জানিয়েছেন যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তার নিকট দিয়ে গেলেন, তখন তিনি কা'বা তওয়াফ করছিলেন। আর এক ব্যক্তি নিজের হাত চামড়ার রশি, সুতলি বা অন্য কিছু দ্বারা অন্য ব্যক্তির সাথে বেঁধে রেখেছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজ হাতে তা কেটে দিলেন এবং বললেন : তুমি তোমার হাত দিয়ে তাকে টেনে নাও।

النَّذْرُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ

যে বস্তুতে মালিকানা নেই, তার মান্নত করা

৩৮১৪. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي أَيُّوبُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو

قِلَابَةَ عَنْ عَمِّهِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَانْذَرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ *

৩৮১৪. মুহাম্মদ ইবন মানসূর (র) - - - ইমরান ইবন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল্লাহর নাক্ষরমানীর কাজে মান্নত নেই। আর মানুষ যে বস্তুর মালিক নয়, তারও মান্নত করা যাবে না।

৩৮১৫. أَخْبَرَنَا اسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ سِوَى مِلَّةِ الْإِسْلَامِ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ فِي الدُّنْيَا عَذَّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيْسَ عَلَى رَجُلٍ نَذْرٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ *

৩৮১৫. ইসহাক ইবন মানসূর (র) - - - - সাবিত ইবন যাহ্বাক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ধর্মের শপথ করবে অথচ সে এ ব্যাপারে মিথ্যাবাদী, তখন সে ঐরূপই হয়ে যাবে, যেমন সে বলবে। আর যে ব্যক্তি পৃথিবীতে কোন বস্তু দ্বারা আত্মহত্যা করবে, কিয়ামতের দিন তা দিয়েই তাকে আযাব দেয়া হবে। মানুষ যার মালিক নয়, তাতে তার মান্নত হয় না।

مَنْ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ تَعَالَى

যে ব্যক্তি পায়ে হেঁটে আল্লাহর ঘরে যাওয়ার মান্নত করে

৩৮১৬. أَخْبَرَنِي يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا الْخَيْرِ حَدَّثَهُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ نَذَرْتُ أُخْتِي أَنْ تَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ فَأَمَرْتَنِي أَنْ أَسْتَفْتِيَ لَهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَاسْتَفْتَيْتُ لَهَا النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ لَتَمْشِيَ وَلَتَرْكَبَ *

৩৮১৬. ইউসুফ ইবন সাঈদ (র) - - - - উকবা ইবন আমির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমার বোন পায়ে হেঁটে আল্লাহর ঘরে যাওয়ার মান্নত করে। এ ব্যাপারে সে আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কাছে ফাতওয়া জিজ্ঞাসা করতে বলে। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন : সে যতদূর পায়ে হেঁটে যেতে পারে যাবে, তারপর বাহনে আরোহণ করবে।

إِذَا حَلَفَتِ الْمَرْأَةُ لَتَمْشِيَ حَافِيَةً غَيْرَ مُخْتَمِرَةٍ

স্ত্রীলোকের পায়ে হেঁটে মাথা না ঢেকে বায়তুল্লাহ যাওয়ার মান্নত করা

৩৮১৭. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ يَحْيَى

بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زَحْرٍ وَقَالَ عَمْرُو بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زَحْرٍ أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ أُخْتٍ لَهُ نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِيَ حَافِيَةً غَيْرَ مُحْتَمِرَةٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ مَرَّهَا فَلْتَحْتَمِرْ وَلْتَرْكَبْ وَلْتَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ *

৩৮১৭. আমর ইবন আলী (র) - - - - উকবা ইবন আমির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমার বোন মান্নত করলো যে, সে পায়ে হেঁটে বায়তুল্লাহ্ গমন করবে, খালি মাথায়; আমি একথা রাসূলুল্লাহ্ -কে বললে তিনি বললেন : তোমার বোনকে বলে দাও, সে যেন ওড়না মাথায় দিয়ে সওয়ার হয়ে যায় এবং তিনদিন রোযা রাখে।

مَنْ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَصُومَ

রোযার মান্নত করার পর আদায় করার পূর্বে মৃত্যু হলে

৩৮১৮. أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ الْعَسْكَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ يُحَدِّثُ عَنْ مُسْلِمِ الْبَطْنِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَكِبَتْ امْرَأَةٌ الْبَحْرَ فَنَذَرَتْ أَنْ تَصُومَ شَهْرًا فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَصُومَ فَأَتَتْ أُخْتُهَا النَّبِيَّ ﷺ وَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَأَمَرَهَا أَنْ تَصُومَ عَنْهَا *

৩৮১৮. বিশ্বর ইবন খালিদ আসকারী (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : এক নারী নদী ভ্রমণে বের হলো। সে এক মাস রোযা রাখার মান্নত করলো। তারপর সে মান্নত আদায় করার পূর্বেই ইনতিকাল করলো। তার বোন রাসূলুল্লাহ্ -এর নিকট এসে এই ঘটনা বর্ণনা করলে, তিনি তাকে তার পক্ষ হতে রোযা রাখতে বললেন।

مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ

যে ব্যক্তি মান্নত আদায় না করে মারা যায়

৩৮১৯. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ اسْتَفْتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي نَذْرِكَانَ عَلَى أُمِّهِ تَوَفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ فَقَالَ اقْضِهِ عَنْهَا *

৩৮১৯. আলী ইবন হুজর ও হারিস ইবন মিসকীন (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, সা'দ ইবন উবাদা (রা) তাঁর মাতার মান্নত সম্পর্কে নবী -কে জিজ্ঞাসা করলেন যে, তিনি তা আদায় করার পূর্বেই ইনতিকাল করেছেন। তিনি বললেন : তুমি তার পক্ষ হতে তা আদায় কর।

৩৮২০. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ اسْتَفْتَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ تَوَفَّيْتُ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اقْضِهِ عَنْهَا *

৩৮২০. কুতায়বা (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : সা'দ ইবন উবাদা (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট তাঁর মাতার মান্নত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন যে, তিনি তা আদায় করার পূর্বেই ইনতিকাল করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন : তুমি তার পক্ষ হতে তা আদায় কর।

৩৮২১. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَدَمَ وَهَرُونَ ابْنُ إِسْحَقَ التَّمِيمِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ هِشَامٍ وَهُوَ ابْنُ عُرْوَةَ عَنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرٌ فَلَمْ تَقْضِهِ قَالَ اقْضِهِ عَنْهَا *

৩৮২১. মুহাম্মদ ইবন আদম ও হারুন ইবন ইসহাক হামাদানী (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : সা'দ ইবন উবাদা (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বললেন : আমার মা ইনতিকাল করেছেন। তার উপর মান্নত রয়েছে, যা তিনি আদায় করে যাননি। তিনি বললেন : তুমি তার পক্ষ হতে তা আদায় কর।

إِذَا نَذَرَ ثُمَّ إِسْلَمَ قَبْلَ أَنْ يَفِي

মান্নত আদায় করার পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করা

৩৮২২. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ عَلَيْهِ لَيْلَةٌ نَذَرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَغْتَكِفُهَا فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَمَرَهُ أَنْ يَغْتَكِفَ *

৩৮২২. ইসহাক ইবন মুসা (র) - - - - ইবন উমর উমর (রা) হতে বর্ণনা করেন, তিনি জাহিলী যুগে একরাত ই'তিকাফ করার মান্নত করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করলে, তিনি তাকে ই'তিকাফ করার নির্দেশ দেন।

৩৮২৩. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ عَلَى عُمَرَ نَذْرٌ فِي اعْتِكَافِ لَيْلَةٍ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَأَمَرَهُ أَنْ يَغْتَكِفَ *

৩৮২৩. মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন ইয়াযীদ (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : জাহিলী যুগে উমর (রা) একরাত মসজিদে হারামে ই'তিকাফ করার মান্নত করেন। তিনি এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি তাঁকে ই'তিকাফ করতে বললেন।

৩৮২৪. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ كَانَ جَعَلَ عَلَيْهِ يَوْمًا يَغْتَكِفُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَأَمَرَهُ أَنْ يَغْتَكِفَهُ *

৩৮২৪. আহমদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন হাকাম (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : জাহিলী যুগে উমর (রা) একদিন ই'তিকাফ করার মান্নত করলেন। তিনি এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি তাঁকে ই'তিকাফ করার আদেশ করলেন।

৩৮২৫. حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَعْبٍ بْنُ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ حِينَ تَبَيَّ عَلَيْهِ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَنْخَلِعُ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُشْبِهُهُ أَنْ يَكُونَ الزُّهْرِيُّ سَمِعَ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ وَمِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ الطَّوِيلِ تَوْبَةُ كَعْبٍ *

৩৮২৫. ইউনুস ইবন আবদুল আ'লা (র) - - - - আবদুল্লাহ ইবন কা'ব ইবন মালিক (রা) বলেন : তাঁর পিতার তওবা কবুল হলে তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমি আমার সমস্ত মাল থেকে মুক্ত হতে চাই যা আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের পথে সাদকা হবে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বললেন : তুমি তোমার কিছু মাল রেখে দাও, এটা তোমার জন্য উত্তম।

إِذَا أَهْدَى مَالَهُ عَلَى وَجْهِ النَّذْرِ

মান্নত হিসেবে হাদিয়া দেয়া

৩৮২৬. أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ قَالَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ كَعْبٍ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَعْبٍ قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ حَدِيثَهُ حِينَ تَخَلَّفَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ قَالَ فَلَمَّا جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ قُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنْ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ فَقُلْتُ فَإِنِّي أَمْسِكُ سَهْمِي الَّذِي
بِخَيْرٍ مُخْتَصَرٌ *

৩৮২৬. সুলায়মান ইবন দাউদ (র) - - - আবদুল্লাহ ইবন কা'ব (রা) বলেন, আমি কা'ব ইবন মালিক (রা)-কে তিনি যে তাবুক যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাথে না গিয়ে পেছনে থেকে গিয়েছিলেন, সে সম্পর্কে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেন : আমি যখন তাঁর সামনে বসে বললাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমার তওবার মধ্যে এটাও যে, আমি আমার মাল হতে পৃথক হয়ে যাব এবং যা আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের পথে সাদকা হয়ে যাবে। তিনি বললেন : তুমি তোমার মালের কিছু অংশ রেখে দাও; তা তোমার জন্য উত্তম হবে। তিনি বললেন : আমি বললাম : তা হলে আমার খায়বরের সম্পত্তি রেখে দিচ্ছি।

٢٨٢٧. أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَعْبٍ بْنَ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ حَدِيثَهُ حِينَ تَخَلَّفَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللَّهِ وَالْإِلَى رَسُولِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمْسِكْ عَلَيْكَ مَالَكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ قُلْتُ فَإِنِّي أَمْسِكُ عَلَى سَهْمِي الَّذِي بِخَيْرٍ *

৩৮২৭. ইউসুফ ইবন সাঈদ (র) - - - আবদুল্লাহ ইবন কা'ব ইবন মালিক (র) বলেন, আমি কা'ব ইবন মালিক (রা)-কে তিনি যে তাবুকের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সঙ্গে না গিয়ে পেছনে থেকে গিয়েছিলেন, সে সম্পর্কে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমার তওবার একটা অংশ এই যে, আমি আমার অর্থ-সম্পদ হতে মুক্ত হয়ে যাব, যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পথে সাদকা হয়ে যাবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমার কিছু সম্পদ রেখে দাও, সেটা তোমার পক্ষে শ্রেয়। আমি বললাম : তা হলে আমি আমার খায়বরের অংশ রেখে দিচ্ছি।

٢٨٢٨. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْدَانَ بْنِ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعِينٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ عَمِّهِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّمَا نَجَّأَنِي بِالصَّدَقِ وَإِنْ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللَّهِ وَالْإِلَى رَسُولِهِ فَقَالَ أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ قُلْتُ فَإِنِّي أَمْسِكُ سَهْمِي الَّذِي بِخَيْرٍ *

৩৮২৮. মুহাম্মদ ইবন মা'দান ইবন ঈসা (র) - - - উবায়দুল্লাহ ইবন কা'ব ইবন মালিক (রা) বলেন : আমি আমার পিতা কা'ব ইবন মালিক (রা)-কে বলতে শুনেছি, আমি বললাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আল্লাহ তা'আলা

আমাকে আমার সত্যবাদিতার জন্য পরিত্রাণ দিয়েছেন। আর আমার তাওবায় এ-ও রয়েছে যে, আমি আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্র রাসূলকে আমার মাল দান করে তা হতে মুক্ত হয়ে যাই। তিনি বললেন : তোমার কিছু মাল তুমি রেখে দাও, এটা তোমার জন্য উত্তম। তিনি বললেন : আমি আমার খায়বরের সম্পত্তি রাখলাম।

هَلْ تَدْخُلُ الْأَرْضُونَ فِي الْمَالِ إِذَا نَذَرَ

মালের মান্নত করলে জমি তার অন্তর্ভুক্ত হবে কি না

২৪২৯. قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي الْقَيْثِ مَوْلَى ابْنِ مُطِيعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ خَيْبَرَ فَلَمْ نَغْنَمْ إِلَّا الْأَمْوَالَ وَالْمَتَاعَ وَالثِّيَابَ فَأَهْدَى رَجُلٌ مِنْ بَنِي الضَّبْيِ يَقَالُ لَهُ رِفَاعَةُ ابْنُ زَيْدٍ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ غُلَامًا اسْوَدَّ يَقَالُ لَهُ مِدْعَمٌ فَوَجَّهَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى وَادِي الْقُرَى حَتَّى إِذَا كُنَّا بِوَادِي الْقُرَى بَيْنَا مِدْعَمٌ يَحُطُّ رَحْلَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَجَاءَهُ سَهْمٌ فَأَصَابَهُ فَتَقَلَّبَ فَقَالَ النَّاسُ هَنِيئًا لَكَ الْجَنَّةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَلَّا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ الشُّمْلَةَ الَّتِي أَخَذَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ مِنَ الْمَغَانِمِ لَتَشْتَغِلَ عَلَيْهِ نَادَا فَلَمَّا سَمِعَ النَّاسُ بِذَلِكَ جَاءَ رَجُلٌ بِشِرَاكِ أَوْ بِشِرَاكَيْنِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شِرَاكِ أَوْ شِرَاكَيْنِ مِنْ نَارٍ *

৩৮২৯. হারিস ইবন মিসকীন (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : খায়বরের বছর আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। সেখানে আমরা গনীরত হিসাবে কেবল মাল (ভূ-সম্পদ) আসবাবপত্র ও বস্ত্রাদি পেলাম। যুবায়র গোত্রের রিফা'আ ইবন যায়দ নামক এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে একটি হাবশী গোলাম দান করলো, যাকে লোকে মিদ'আম বলে ডাকতো। রাসূলুল্লাহ ﷺ সেখান হতে ওয়াদীল কুরার দিকে রওয়ানা হলেন। আমরা যখন ওয়াদীল কুরায় পৌছলাম তখন হঠাৎ একটি তীর এসে তার গায়ে লাগলো এবং তাকে হত্যা করলো। তার গায়ে এমন সময় তীর লাগলো, যখন সে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামান নামাছিল। তখন লোক বলতে লাগলো : তোমার জন্য জান্নাত মুবারক হোক। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : কখনও নয়। আল্লাহ্র কাসম ! যে মাল সে খায়বরের দিন গনীরতের মাল হতে বন্টনের পূর্বে নিয়েছিল, তা আগুন হয়ে তাকে গ্রাস করবে। লোকে যখন একথা শুনলো, তখন এক ব্যক্তি জুতার একটি অথবা দু'টি ফিতা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট নিয়ে আসলো। তিনি বললেন : একটি বা দু'টি আগুনের ফিতা।

الْأَشْيَاءُ

ইনশাআল্লাহ্ বলা

২৪৩. أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ

أَنَّ كَثِيرَ بْنَ فَرْقَدٍ حَدَّثَهُ أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُمْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ حَلَفَ فَقَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَقَدْ اسْتَنْتَنِي *

৩৮৩০. ইউনুস ইবন আবদুল আ'লা (র) - - - আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি শপথ করে ইনশাআল্লাহ বললো, সে তা বাদ করে দিল (অর্থাৎ শপথ সংঘটিত হল না)।

৩৮৩১. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ حَلَفَ فَقَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَقَدْ اسْتَنْتَنِي *

৩৮৩১. মুহাম্মদ ইবন মানসুর (র) - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি শপথ করে ইনশাআল্লাহ বললো, সে তাকে বাদ করে দিল।

৩৮৩২. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَمْضَى وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ *

৩৮৩২. আহমদ ইবন সুলায়মান (র) - - - ইবন উমর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যে ব্যক্তি কসম করার পর ইনশাআল্লাহ বললো, তার অবকাশ রয়েছে, সে ইচ্ছা করলে তা পূর্ণ করবে, নতুবা ছেড়ে দেবে।

إِذَا حَلَفَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ هَلْ لَهُ اسْتِغْنَاءُ

কেউ শপথ করলে যদি অন্য ব্যক্তি ইনশাআল্লাহ বলে

৩৮৩৩. أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عِيَّاشٍ قَالَ أَنْبَأَنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الزُّنَادِ مِمَّا حَدَّثَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجُ مِمَّا ذَكَرَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ بِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى تِسْعِينَ امْرَأَةً كُلُّهُنَّ يَأْتِي بِفَارِسٍ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَلَمْ يَقُلْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَطَافَ عَلَيْهِنَّ جَمِيعًا فَلَمْ تَحْمِلْ مِنْهُنَّ إِلَّا امْرَأَةً وَاحِدَةً جَاءَتْ بِشِقِّ رَجُلٍ وَأَيُّمَ الَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فُرْسَانًا أَجْمَعِينَ *

৩৮৩৩. ইমরান ইবন বাকার (র) - - - আবদুর রহমান আ'রাজ হতে বর্ণিত। আবু হুরায়রা (রা) বলেন :

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সুলায়মান ইবন দাউদ (আ) বললেন : অবশ্যই আমি আজ আমার নব্বইজন স্ত্রীর নিকট গমন করবো তাদের প্রত্যেকেই এক-একজন মুজাহিদ প্রসব করবে, যারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করবে। তার সাথে তার জন্য ইনশাআল্লাহ বললেন কিন্তু তিনি ইনশাআল্লাহ বললেন না। পরে তিনি তাদের নিকট গমন করলেন কিন্তু তাদের একজন স্ত্রী ব্যতীত কেউ-ই গর্ভধারণ করলেন না; আর তাও এমন গর্ভ, যাতে অর্ধ বাচ্চা জন্ম নিল। আল্লাহর শপথ ! যাঁর হাতে মুহাম্মদের প্রাণ, যদি তিনি ইনশাআল্লাহ বলতেন, তবে তারা সকলেই এমন সন্তান প্রসব করতেন, যারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করতো।

كَفَّارَةُ النَّذْرِ

মান্নতের কাফ্ফারা

৩৮৩৪. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الْوَزَيْرِ بْنِ سُلَيْمَانَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينَ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ كَعْبِ بْنِ عُلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ *

৩৮৩৪. আহমদ ইবন ইয়াহুয়া ইবনুল-ওয়াযীর ইবন সুলায়মান ও হারিস ইবন মিসকীন (র) - - - - উক্বা ইবন আমির (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কসমের কাফ্ফারাই মান্নতের কাফ্ফারা।

৩৮৩৫. أَخْبَرَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ *

৩৮৩৫. কাসীর ইবন উবায়দ (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : গুনাহর কাজে কোন মান্নত নেই।

৩৮৩৬. أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ *

৩৮৩৬. ইউনুস ইবন আবদুল আ'লা (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : পাপের কাজে মান্নত নেই। আর কসমের কাফ্ফারাই এর কাফ্ফারা।

৩৮৩৭. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْمُخَرَّمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ *

৩৮৩৭. মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন মুবারক মুখাররামী (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন :
 রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : পাপের কাজে কোন মান্নত নেই। আর কসমের কাফ্ফারাই এর কাফ্ফারা।

২৪২৮. أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَبْسُورٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ
 عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَكَفَّارَتِهِ كَفَّارَةٌ
 يَمِينٍ *

৩৮৩৮. ইসহাক ইবন মানসুর (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ
 বলেছেন : পাপের কাজে কোন মান্নত নেই। আর এর কাফ্ফারা হলো কসমের কাফ্ফারা।

২৪২৯. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو صَفْوَانَ عَنْ يُونُسَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ
 عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَكَفَّارَتِهِ كَفَّارَةٌ يَمِينٍ قَالَ أَبُو عَبْدِ
 الرَّحْمَنِ وَقَدْ قِيلَ أَنَّ الزُّهْرِيَّ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا مِنْ أَبِي سَلَمَةَ *

৩৮৩৯. কুতায়বা (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : পাপের
 কাজে মান্নত নেই। কসমের কাফ্ফারাই এর কাফ্ফারা।

২৪৪০. أَخْبَرَنَا هُرُؤُ بْنُ مُوسَى الْفَرَوِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ
 حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَكَفَّارَتِهِ كَفَّارَةٌ
 يَمِينٍ *

৩৮৪০. হারুন ইবন মুসা ফারাবী (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : গুনাহর
 কাজে মান্নত নেই। আর কসমের কাফ্ফারাই এর কাফ্ফারা।

২৪৪১. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو
 بَكْرِ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ وَمُوسَى بْنُ عُقْبَةَ
 عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَرْقَمَ أَنَّ يَحْيَى بْنَ أَبِي كَثِيرٍ الَّذِي كَانَ يَسْكُنُ الْيَمَامَةَ حَدَّثَهُ
 أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَمَةَ يُخْبِرُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَكَفَّارَتِهَا
 كَفَّارَةٌ يَمِينٍ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ سُلَيْمَانُ بْنُ أَرْقَمَ مَثْرُوكُ الْحَدِيثِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ خَالَفَهُ غَيْرُ
 وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ يَحْيَى ابْنِ أَبِي كَثِيرٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ *

৩৮৪১. মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল তিরমিযী (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ
 বলেছেন : গুনাহর কাজে কোন মান্নত নেই। আর কসমের কাফ্ফারাই এর কাফ্ফারা।

৩৮৪২. أَخْبَرَنَا هُثَّاءُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ وَكِيعٍ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ وَهُوَ عَلَى عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ الزُّبَيْرِ الْحَنْظَلِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا نَذَرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَكَفَّارَتُهَا كَفَّارَةٌ يَمِينٍ *

৩৮৪২. হান্নাদ ইবন সারী (র) - - - - ইমরান ইবন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ বলেছেন : গুনাহর কাজে কোন মান্নত নেই। আর কসমের কাফ্ফারাই এর কাফ্ফারা।

৩৮৪৩. أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةٌ عَنْ أَبِي عَمْرٍو وَهُوَ الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ الزُّبَيْرِ الْحَنْظَلِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا نَذَرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَكَفَّارَتُهَا كَفَّارَةٌ يَمِينٍ *

৩৮৪৩. আমর ইবন উসমান (র) - - - - ইমরান ইবন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ বলেছেন : গুনাহর কাজে কোন মান্নত নেই। আর কসমের কাফ্ফারাই এর কাফ্ফারা।

৩৮৪৪. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَشْرِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَنْظَلِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا نَذَرَ فِي غَضَبٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةٌ يَمِينٍ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الزُّبَيْرِ ضَعِيفٌ لَا يَقُومُ بِمِثْلِهِ حُجَّةٌ وَقَدْ اخْتَلَفَ عَلَيْهِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ *

৩৮৪৪. আলী ইবন মায়মুন (র) - - - - ইমরান ইবন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ বলেছেন : গযব (গুনাহ)-এর কাজে মান্নত নেই। আর কসমের কাফ্ফারাই এর কাফ্ফারা।

৩৮৪৫. أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَقُوبَ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عِمْرَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا نَذَرَ فِي غَضَبٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةٌ يَمِينٍ *

৩৮৪৫. ইবরাহীম ইবন ইয়াকুব (র) - - - - ইমরান ইবন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ বলেছেন : গযবের কাজে কোন মান্নত নেই। আর কসমের কাফ্ফারাই এর কাফ্ফারা।

৩৮৪৬. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ أَنْبَأَنَا حَمَّادٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عِمْرَانَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا نَذَرَ فِي غَضَبٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةٌ يَمِينٍ وَقِيلَ إِنَّ الزُّبَيْرَ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ *

৩৮৪৬. কুতায়বা (র) - - - - ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী ﷺ বলেছেন : গযবের কাজে কোন মান্নত নেই। আর কসমের কাফ্ফারাই এর কাফ্ফারা।

৩৮৪৭. أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ قَالَ صَحِبْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ النَّذْرُ نَذْرَانِ فَمَا كَانَ مِنْ نَذْرٍ فِي طَاعَةِ اللَّهِ فَذَلِكَ لِلَّهِ وَفِيهِ الْوَفَاءُ وَمَا كَانَ مِنْ نَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ فَذَلِكَ لِلشَّيْطَانِ وَلَا وَفَاءَ فِيهِ وَيُكْفَرُهُ مَا يُكْفَرُ الْيَمِينِ *

৩৮৪৭. মুহাম্মদ ইব্ন ওহাব (র) - - - - ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মান্নত দুই প্রকার। যেই মান্নত আল্লাহর আনুগত্যের জন্য করা হয়, তা আল্লাহর জন্য। আর তা পূর্ণ করতে হবে। আর আল্লাহর নাফরমানীতে যে মান্নত করা হয়, তা শয়তানের জন্য, আর তা পূর্ণ করার প্রয়োজন নেই। আর মান্নতের কাফ্ফারা তা-ই, যা কসমের কাফ্ফারা হয়ে থাকে।

৩৮৪৮. أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي أَنَّ رَجُلًا حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَأَلَ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ نَذْرًا لَا يَشْهَدُ الصَّلَاةَ فِي مَسْجِدِ قَوْمِهِ فَقَالَ عِمْرَانُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا نَذْرَ فِي غَضَبٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ *

৩৮৪৮. ইব্বারাহীম ইব্ন ইয়াকুব (র) - - - - ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা) বলেন : এক ব্যক্তি মান্নত করলো যে, সে তার কাওমের মসজিদে নামায পড়তে উপস্থিত হবে না। ইমরান (রা) বললেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি : আল্লাহর অসন্তুষ্টিতে মান্নত করা বৈধ নয়। আর এর কাফ্ফারা হলো কসমের কাফ্ফারা।

৩৮৪৯. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَلَا غَضَبٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ *

৩৮৪৯. আহমদ ইব্ন হারব (র) - - - - ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : গুনাহের কাজে এবং আল্লাহর গযবের কাজে কোন মান্নত নেই। আর কসমের কাফ্ফারাই এর কাফ্ফারা।

৩৮৫০. أَخْبَرَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سُلَيْمٍ وَهُوَ عُبَيْدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو

بَكَرِ النَّهْشَلِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا نَذْرَ فِي الْمَعْصِيَةِ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ خَالَفَهُ مَنْصُورُ بْنُ زَادَانَ فِي لَفْظِهِ * •

৩৮৫০. হিলাল ইবন 'আলা (র) - - - - ইমরান ইবন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : পাপের কাজে মান্নত নেই। আর এর কাফ্যারা হলো কসমের কাফ্যারা।

৩৮৫১. أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَنْبَأَنَا مَنْصُورُ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ يَغْنَى النَّبِيُّ ﷺ لَا نَذْرَ لِابْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَلَا فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ خَالَفَهُ عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ فَرَوَاهُ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ *

৩৮৫১. ইয়াকুব ইবন ইবরাহীম (র) - - - - ইমরান ইবন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মানুষ যার মালিক নয় তাতে এবং আল্লাহর অবাধ্যতায় মান্নত করা বৈধ নয়।

৩৮৫২. أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا خَلْفُ بْنُ تَمِيمٍ قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ بْنُ جَدْعَانَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ ضَعِيفٌ وَهَذَا الْحَدِيثُ خَطَأٌ وَالصَّوَابُ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ مِنْ وَجْهِ آخَرَ *

৩৮৫২. আলী ইবন মুহাম্মদ ইবন আলী (র) - - - - আবদুর রহমান ইবন সামুরা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আল্লাহর অবাধ্যতায় এবং মানুষ যার মালিক নয় তাতে মান্নত করা বৈধ নয়।

৩৮৫৩. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي أَيُّوبُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ عَنْ عَمِّهِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ *

৩৮৫৩. মুহাম্মদ ইবন মানসূর (র) - - - - ইমরান ইবন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহর নাফরমানীতে কোন মান্নত নেই। আর মানুষ যার মালিক নয় তাতেও কোন মান্নত নেই।

مَا الْوَاجِبُ عَلَى مَنْ أَوْجِبَ عَلَى نَفْسِهِ نَذْرًا فَعَجَزَ عَنْهُ

মান্নত করার পর তা আদায় করতে অক্ষম হলে

৩৮৫৪. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا حَطَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ

قَالَ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلًا يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَقَالَ مَا هَذَا قَالُوا نَذَرُ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ قَالَ إِنْ اللَّهُ غَنَى عَنْ تَعْذِيبِ هَذَا نَفْسَهُ مُرَهُ فَلْيَرْكَبْ *

৩৮৫৪. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী ﷺ এক ব্যক্তিকে দেখলেন যে, সে দুই ব্যক্তির কাঁধে ভর দিয়ে যাচ্ছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন : তার কী হয়েছে ? লোকেরা বললেন : সে মান্নত করেছে যে, সে হেঁটে বায়তুল্লাহ্ গমন করবে। তিনি বললেন : তার প্রাণকে এভাবে কষ্ট দেওয়াতে আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই। তাকে বল : সে যেন সওয়ার হয়ে গমন করে।

৩৮৫৫. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِشَيْخٍ يُهَادَى بَيْنَ اثْنَيْنِ فَقَالَ مَا بَالُ هَذَا قَالُوا نَذَرُ أَنْ يَمْشِيَ قَالَ إِنْ اللَّهُ غَنَى عَنْ تَعْذِيبِ هَذَا نَفْسَهُ مُرَهُ فَلْيَرْكَبْ فَأَمَرَهُ أَنْ يَرْكَبْ *

৩৮৫৫. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক বৃদ্ধকে দেখলেন যে, সে দুই ব্যক্তির কাঁধে ভর করে যাচ্ছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন : এই ব্যক্তির কী হয়েছে ? লোকেরা বললেন : সে এভাবে চলার মান্নত করেছে। তিনি বললেন : তার প্রাণকে এভাবে শাস্তি দেওয়াতে আল্লাহ তা'আলার কোন দরকার নেই। তাকে সওয়ার হয়ে যেতে বল। তিনি তাকে সওয়ার হয়ে যেতে বললেন।

৩৮৫৬. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ قَالَ أَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى رَجُلٍ يُهَادَى بَيْنَ ابْنَيْهِ فَقَالَ مَا شَأْنُ هَذَا فَقِيلَ نَذَرُ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى الْكَعْبَةِ فَقَالَ إِنْ اللَّهُ لَا يَصْنَعُ بِتَعْذِيبِ هَذَا نَفْسَهُ شَيْئًا فَأَمَرَهُ أَنْ يَرْكَبْ *

৩৮৫৬. আহমদ ইব্ন হাফস (র) - - - - আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক ব্যক্তির নিকট দিয়ে যাওয়ার সময় দেখলেন, সে তার দুই ছেলের উপর ভর করে চলছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন : তার কী হয়েছে ? বলা হলো : সে মান্নত করেছে যে, এভাবে হেঁটে কা'বায় উপস্থিত হবে। তিনি বললেন : তার এ আত্মপীড়ন দ্বারা আল্লাহ কিছুই করবেন না। পরে তিনি তাকে সওয়ার হয়ে যাওয়ার আদেশ দিলেন।

الْإِسْتِثْنَاءُ

ইনশাআল্লাহ্ বলা

৩৮৫৭. أَخْبَرَنَا نُوحُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ

أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَقَدْ اسْتَتْنَى *

৩৮৫৭. নূহ ইবন হাবীব (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন বিষয়ের উপর কসম খাওয়ার পর ইনশাআল্লাহ বললো, সে যেন তা বাদ দিল।

٣٨٥٨. أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ سَلِمَانُ لَطُوفُنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى تِسْعِينَ امْرَأَةً تَلِدُ كُلُّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ غُلَامًا يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقِيلَ لَهُ قُلْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَلَمْ يَقُلْ فَطَافَ بِهِمْ فَلَمْ تَلِدْ مِنْهُنَّ إِلَّا امْرَأَةً وَاحِدَةً نِصْفَ إِنْسَانٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمْ يَحْنَثْ وَكَانَ دَرْكًا لِحَاجَتِهِ *

৩৮৫৮. আব্বাস ইবন আবদুল আযীম (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) হতে মারফু' রূপে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : সুলায়মান (আ) বললেন : আজ রাতে আমি আমার নব্বইজন স্ত্রীর নিকট গমন করবো, তাদের প্রত্যেকে এক-একজন এমন সন্তান প্রসব করবে যারা আল্লাহুর রাস্তায় জিহাদ করবে। তাকে বলা হলো : ইনশাআল্লাহ বলুন, তিনি বললেন না। তারপর তিনি প্রত্যেক স্ত্রীর নিকট গমন করলেন, কিন্তু একজন ব্যতীত কেউই সন্তান প্রসব করলো না। ঐ একজনও অর্ধ অঙ্গবিশিষ্ট সন্তান প্রসব করলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : যদি তিনি ইনশাআল্লাহ বলতেন, তবে কসম ভঙ্গ হতো না এবং তিনি কৃতকার্য হতেন।

كِتَابُ الْمَزَارَعَةِ

অধ্যায় : বর্গাচাষ

الثَّالِثُ مِنَ الشَّرُوطِ فِيهِ الْمَزَارَعَةُ وَالْوَثَائِقُ

তৃতীয় প্রকার শর্তাবলী কৃষিতে বর্গা ও চুক্তি ইত্যাদি

৩৮৫৭. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ أَنْبَأَنَا حَبَّانُ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ إِذَا اسْتَأْجَرْتَ أَجِيرًا فَأَعْلِمَهُ أَجْرَهُ *

৩৮৫৯. মুহাম্মদ ইবন হাতিম (র) - - - আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যখন তুমি কোন শ্রমিকের দ্বারা পরিশ্রম করাতে ইচ্ছা কর, তখন তার পারিশ্রমিক ঠিক করে নিও।

৩৮৬. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ قَالَ أَنْبَأَنَا حَبَّانُ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ حَمَّادٍ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَسْتَأْجِرَ الرَّجُلُ حَتَّى يُعْلِمَهُ أَجْرَهُ *

৩৮৬০. মুহাম্মদ (র) - - - হাসান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি কোন শ্রমিকের মজুরী নির্ধারণ না করে, তাকে মজুর হিসেবে নিয়োগ করাকে অপছন্দ করতেন।

৩৮৬১. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ أَنْبَأَنَا حَبَّانُ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ حَمَّادٍ هُوَ ابْنُ أَبِي سَلَيْمَانَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا عَلَى طَعَامِهِ قَالَ لَا حَتَّى تُعْلِمَهُ *

৩৮৬১. মুহাম্মদ ইবন হাতিম (র) - - - হান্নাদ ইবন আবু সুলায়মান (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদা তাকে এমন ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল, যে খাদ্যের বিনিময়ে শ্রমিক নিয়োগ করে। তিনি বললেন : তার মজুরীর পরিমাণ তাকে না জানিয়ে এরূপ করবে না।

১. الثالث - গ্রন্থকার বর্গাচাষ বিষয়ক হাদীসসমূহকে 'তৃতীয় প্রকার শর্তাবলী'-এ শিরোনামের অধীনে উল্লেখ করেছেন এই দৃষ্টিতে যে এর পূর্বে 'মান্নত' ও 'কসম' সংক্রান্ত হাদীস বর্ণিত হয়েছে এবং মান্নত ও কসমও শর্তযুক্ত হয়ে থাকে। সে দুটির পর বর্গাচাষ যেন তৃতীয় শর্তযুক্ত বিষয়। বর্গাচাষেও নানারকমের শর্ত থাকে, যা হাদীস দ্বারা জানা যাবে।

٣٨٦٢. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَبَّانُ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ حَمَّادٍ وَقَتَادَةَ فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ اسْتَكَرَى مِنْكَ إِلَى مَكَّةَ بِكَذَا وَكَذَا فَإِنْ سِرْتُ شَهْرًا أَوْ كَذَا وَكَذَا شَيْئًا سَمَاءُ فَلَكَ زِيَادَةٌ كَذَا وَكَذَا فَلَمْ يَرِيَا بِهِ بَأْسًا وَكَرِهَهَا أَنْ يَقُولَ اسْتَكَرَى مِنْكَ بِكَذَا وَكَذَا فَإِنْ سِرْتُ أَكْثَرَ مِنْ شَهْرٍ نَقَمْتُ مِنْ كِرَائِكَ كَذَا وَكَذَا *

৩৮৬২. মুহাম্মদ (র) - - - - হাম্মাদ এবং কাতাদা (র) ঐ দুই ব্যক্তি সম্বন্ধে বলেন, যাদের একজন অপরজনকে বললো, আমি তোমার জন্য মক্কা পর্যন্ত পথের ভাড়া এত ঠিক করলাম। যদি আমি একমাস কিংবা এর কম ও বেশি চলি, তা হলে তোমাকে আরও এত এত ভাড়া বেশি দিব— অর্থাৎ সে ভাড়া এবং সময় নির্ধারিত করে নিল। তাঁরা বলেন : এতে কোন ক্ষতি নেই। কিন্তু এরূপ বলা যে, আমি তোমার জন্য এত টাকা ভাড়া নির্ধারণ করলাম। যদি আমি এক মাসের বেশি সফর করি, তাহলে তোমার ভাড়া কম দেবো, তাঁরা এরূপ বলাকে অপছন্দ করেছেন।

٣٨٦٣. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ أَنْبَأَنَا حَبَّانُ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قِرَاءَةً قَالَ قُلْتُ لِعَطَاءٍ عَبْدٌ أَوْ أَجْرُهُ سَنَةٌ بِطَعَامِهِ وَسَنَةٌ أُخْرَى بِكَذَا وَكَذَا قَالَ لَأَبَأْسَ بِهِ وَيُجْزِيهِ أَشْتَرَاطُكَ حِينَ تُؤَاجِرُهُ أَيَّامًا أَوْ أَجْرَتَهُ وَقَدْ مَضَى السَّنَةُ قَالَ إِنَّكَ لَأَتَحَاسِبُنِي لِمَا مَضَى *

৩৮৬৩. মুহাম্মদ ইবন হাতিম (র) - - - - ইবন জুরায়জ (র) বলেন, আমি আতা (র)-কে জিজ্ঞেস করলাম : যদি আমি এক শ্রমিককে এক বছর পর্যন্ত শুধু খোরাকীর বিনিময়ে কাজে নিয়োগ করি এবং পরবর্তী বছর এত এত মজুরীর বিনিময়ে ? তিনি বললেন : এতে কোন দোষ নেই। আর তোমার এই শর্ত করাই যথেষ্ট যে, আমি তাকে এতদিন পর্যন্ত মজুর হিসেবে রাখবো। (ইবন জুরায়জ বলেন) যদি বছরের কয়েকদিন অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পর তাকে কাজে নিযুক্ত কর, তবে বলবে : যতদিন চলে গেছে আমার সঙ্গে তা হিসাব করবে না।

ذِكْرُ الْأَحَادِيثِ الْمُخْتَلَفَةِ فِي النَّهْرِ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبْعِ
وَاخْتِلَافُ الْفَاطِ النَّاقِلِينَ لِلْخَبَرِ

ফসলের তৃতীয়াংশ বা চতুর্থাংশ দেয়ার শর্তে বর্গা দেয়া সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীস এবং হাদীসের বর্ণনাকারীদের বর্ণনাগত পার্থক্য

٣٨٦٤. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا خَالِدٌ هُوَ ابْنُ الْحَارِثِ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ رَافِعِ بْنِ أُسَيْدٍ بْنِ ظَهَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ أُسَيْدِ بْنِ ظَهَيْرٍ أَنَّهُ خَرَجَ إِلَى قَوْمِهِ إِلَى بَنِي حَارِثَةَ فَقَالَ يَا بَنِي حَارِثَةَ لَقَدْ دَخَلْتُ عَلَيْكُمْ مُصِيبَةً قَالُوا مَا هِيَ

قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا نُكْرِيهَا بِشَيْءٍ مِنَ الْحَبِّ قَالَ لَا قَالَ وَكُنَّا نُكْرِيهَا بِالتِّينِ فَقَالَ لَا وَكُنَّا نُكْرِيهَا بِمَا عَلَى الرَّبِيعِ السَّاقِ قَالَ لَا اِزْرَعْنَهَا أَوْ امْنَحْهَا أَخَاكَ خَالَفَهُ مُجَاهِدٌ *

৩৮৬৪. মুহাম্মদ ইবন ইবরাহীম (র) - - - - - উসায়দ ইবন যুহায়র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি তাঁর কাওম বনু হারিসার নিকট এসে বললেন : হে বনু হারিসা ! তোমাদের উপর এক বিপদ আপতিত হয়েছে। তারা বললো : সেই বিপদ কী ? তিনি বললেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ জমি বর্গা দিতে নিষেধ করেছেন। আমরা বললাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! যদি আমরা শস্যাদানার পরিবর্তে জমি বর্গা দেই তবে ? তিনি বললেন : না। আমরা বললাম : আমরা আনুজিরের বিনিময়ে জমি বর্গা দিতাম। তিনি বললেন : এটাও না। আমরা আবার বললাম : আমরা ঐ ফসলের বিনিময়ে দিতাম, যা নালার পাশে উৎপন্ন হতো। তিনি বললেন : তাও না। তোমরা জমি নিজেরা চাষ কর অথবা আপন ভাইদের দান কর।

৩৮৬৫. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ أَدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُقَضِّلٌ وَهُوَ ابْنُ مَهْلَهْلٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أُسَيْدِ بْنِ ظَهِيرٍ قَالَ جَاءَنَا رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَاكُمْ عَنِ الْحَقْلِ وَالْحَقْلُ الثُّلُثُ وَالرُّبْعُ وَعَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُزَابَنَةُ شِرَاءٌ مَا فِي رُؤُسِ النَّخْلِ بِكَذَا وَكَذَا وَسَقًا مِنْ تَمْرٍ *

৩৮৬৫. মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন মুবারক (র) - - - - - উসায়দ ইবন যুহায়র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাফে' ইবন খাদীজ (রা) আমাদের নিকট এসে বললেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ তোমাদেরকে হাকল অর্থাৎ এক-তৃতীয়াংশ অথবা এক-চতুর্থাংশ অংশ শস্যের বিনিময়ে জমি বর্গা দিতে নিষেধ করেছেন এবং ফল গাছে থাকাবস্থায় নির্দিষ্ট পরিমাণ খেজুরের বিনিময়ে তা বিক্রয় করতে, যাকে মুযাবানা বলা হয়, নিষেধ করেছেন।

৩৮৬৬. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يُحَدِّثُ عَنْ أُسَيْدِ بْنِ ظَهِيرٍ قَالَ أَتَانَا رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ فَقَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَمْرِ كَانَ لَنَا نَافِعًا وَطَاعَةً رَسُولِ اللَّهِ ﷺ خَيْرٌ لَكُمْ نَهَاكُمْ عَنِ الْحَقْلِ وَقَالَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَمْنَحْهَا أَوْ لِيَدْعَهَا وَنَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُزَابَنَةُ الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الْمَالُ الْعَظِيمُ مِنَ النَّخْلِ فَيَجِيءُ الرَّجُلُ فَيَأْخُذُهَا بِكَذَا وَكَذَا وَسَقًا مِنْ تَمْرٍ *

৩৮৬৬. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র) - - - - - উসায়দ ইবন যুহায়র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাফে' ইবন খাদীজ (রা) আমাদের নিকট এসে বললেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে এমন এক কাজ করতে নিষেধ করেছেন, যা আমাদের জন্য লাভজনক ছিল। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কথা মেনে নেয়া তোমাদের জন্য উত্তম। তিনি তোমাদেরকে হাকল হতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন : যার জমি আছে, তার উচিত তা দান

করে দেয়া, অথবা ছেড়ে দেয়া। আর তিনি মুযাবানা হতে নিষেধ করেছেন। আর মুযাবানা বলা হয়, কোন ব্যক্তির হয়ত খেজুর বাগানের বিপুল সম্পত্তি আছে, আর অন্য কোন ব্যক্তি এসে নির্দিষ্ট পরিমাণ খেজুরের বিনিময়ে তা (তার গাছের খেজুর) গ্রহণ করল।

২৪৬৭. أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ قُدَّامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أُسَيْدِ بْنِ ظَهْرٍ قَالَ أَتَى عَلَيْنَا رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ فَقَالَ وَلَمْ أَفْهَمْ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَاكُمْ عَنْ أَمْرِ كَانَ يَنْفَعُكُمْ وَطَاعَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ خَيْرٌ لَكُمْ مِمَّا يَنْفَعُكُمْ نَهَاكُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْحَقْلِ وَالْحَقْلُ الْمَزَارَعَةُ بِالثَّلَاثِ وَالرُّبْعِ فَمَنْ كَانَ لَهُ أَرْضٌ فَاسْتَفْنَى عَنْهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ أَوْ لِيَدْعُ وَنَهَاكُمْ عَنِ الْمَزَابِنَةِ وَالْمَزَابِنَةُ الرَّجُلُ يَجِيءُ إِلَى النَّخْلِ الْكَثِيرِ بِالْمَالِ الْعَظِيمِ فَيَقُولُ خُذْهُ بِكَذِّ وَكَذَا وَسَقَا مِنْ تَمْرٍ ذَلِكَ الْعَامَ *

৩৮৬৭. মুহাম্মদ ইবন কুদামা (র) - - - - - উসায়দ ইবন যুহায়র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাফে' ইবন খাদীজ (রা) আমাদের নিকট এসে বললেন, কিছু আমি কিছু বুঝতে পারিনি। তিনি বললেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ তোমাদেরকে একটি কাজ করতে নিষেধ করেছেন, যা তোমাদের জন্য উপকারী ছিল। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কথা মেনে নেয়া তোমাদের জন্য অধিকতর উপকারী। তিনি তোমাদেরকে হাকল হতে নিষেধ করেছেন। আর 'হাকল' হলো, ক্ষেত বা বাগানকে তৃতীয়াংশ বা চতুর্থাংশের বিনিময়ে বর্গা দেয়া। রাবী বলেন, যার নিকট তার প্রয়োজনের অধিক জমি থাকে, তার কোন মুসলমান ভাইকে তা দান করা অথবা ফেলে রাখা উচিত। আর তিনি তোমাদেরকে মুযাবানা হতে নিষেধ করেছেন। আর মুযাবানা হলো, কোন মালদারের নিকট অনেক খেজুর গাছ রয়েছে, সে অন্য ব্যক্তিকে বললো : তুমি এই বাগান (-এর খেজুর) এ বছরের এ পরিমাণ খেজুরের বিনিময়ে গ্রহণ কর।

২৪৬৮. أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ حَدَّثَنِي أُسَيْدُ بْنُ رَافِعٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قَالَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ نَهَاكُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَمْرِ كَانَ لَنَا نَافِعًا وَطَاعَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنْفَعُ لَنَا قَالَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيُزْرِعْهَا فَإِنْ عَجَزَ عَنْهَا فَلْيُزْرِعْهَا أَخَاهُ خَالَفَهُ عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ مَالِكٍ *

৩৮৬৮. ইবরাহীম ইবন ইয়াকুব ইবন ইসহাক (র) - - - - - রাফে' ইবন খাদীজ (রা) বলেন : তোমাদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ এমন কাজ হতে নিষেধ করেছেন, যা আমাদের জন্য লাভজনক ছিল। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কথা মেনে চলা আমাদের জন্য তা অপেক্ষা লাভজনক। তিনি বলেছেন : যার নিকট কৃষির জমি রয়েছে, সে নিজে তাতে চাষাবাদ করবে। আর যদি সে চাষাবাদ করতে না পারে, তবে মুসলমান ভাইকে দিয়ে দেবে, আর সে তাতে চাষাবাদ করবে।

৩৮৬৯. أَخْبَرَنَا عَلَى بْنُ حُجْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ يَغْنَى ابْنُ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ أَخَذْتُ بِيَدِ طَاوُسٍ حَتَّى أَدْخَلْتُهُ عَلَى ابْنِ رَافِعٍ بْنِ خَدِيجٍ فَحَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ فَأَبَى طَاوُسٌ فَقَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا وَرَوَاهُ أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ قَالَ عَنْ رَافِعٍ مُرْسَلًا *

৩৮৬৯. আলী ইবন হুজর (র) - - - - রাফে' ইবন খাদীজ (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি জমি বর্গা দিতে নিষেধ করেছেন। তাউস (র) তা অস্বীকার করে বলেন, আমি ইবন আব্বাস (রা)-কে বলতে শুনেছি। তিনি বলতেন : তাতে কোন ক্ষতি নেই।

৩৮৭০. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ قَالَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَمْرِ كَانَ لَنَا نَافِعًا وَأَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى الرَّأْسِ وَالْعَيْنِ نَهَانَا أَنْ نَتَقَبَّلَ الْأَرْضَ بِبَعْضِ خَرْجِهَا تَابِعَهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُهَاجِرٍ *

৩৮৭০. কুতায়বা (র) - - - - মুজাহিদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাফে' ইবন খাদীজ (রা) বলেছেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে এমন এক কাজ হতে নিষেধ করেছেন, যা ছিল আমাদের জন্য লাভজনক। আর তাঁর আদেশ আমাদের জন্য শিরোধার্য। তিনি আমাদেরকে উৎপন্ন শস্যের কিয়দংশের বিনিময়ে জমি গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন।

৩৮৭১. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى أَرْضٍ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ قَدْ عَرَفَ أَنَّهُ مُحْتَاجٌ فَقَالَ لِمَنْ هَذِهِ الْأَرْضُ قَالَ لِغُلَانٍ أُعْطَانِيهَا بِالْأَجْرِ فَقَالَ لَوْ مَنَحَهَا أَخَاهُ فَأَتَى رَافِعُ الْأَنْصَارَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَاكُمْ عَنْ أَمْرِ كَانَ لَكُمْ نَافِعًا وَطَاعَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنْفَعُ لَكُمْ *

৩৮৭১. আহমদ ইবন সুলায়মান (র) - - - - রাফে' ইবন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক আনসারীর জমির উপর দিয়ে যাওয়ার সময় জানতে পারলেন যে, এ ব্যক্তি একজন গরীব লোক। তিনি জিজ্ঞেস করলেন : এই জমি কার ? সে ব্যক্তি বললো : এ জমি আমাকে অমুক ব্যক্তি বর্গা চুক্তিতে দিয়েছে। একথা শুনে তিনি বললেন : যদি সে তা তার কোন মুসলমান ভাইকে এমনই দান করতো তবে তার জন্য উত্তম হতো। একথা শুনে রাফে' (রা) আনসারী ভাইয়ের নিকট এসে বললেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ তোমাদেরকে এক কাজ হতে নিষেধ করেছেন, তা তোমাদের জন্য লাভজনক ছিল। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আদেশ পালন করা তোমাদের জন্য তার চাইতে অধিক লাভজনক।

৩৮৭২. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْحَقْلِ *

৩৮৭২. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না এবং মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) - - - - রাফে' ইবন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ হাকল হতে তোমাদেরকে নিষেধ করেছেন।

৩৮৭৩. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ عَنْ خَالِدٍ وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ حَدَّثَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ قَالَ خَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَتَنَاهَا عَنْ أَمْرِ كَانَ لَنَا نَافِعًا فَقَالَ مَنْ كَانَ لَهُ أَرْضٌ فَلْيُزْرِعْهَا أَوْ يَمْنَحْهَا أَوْ يَذَرْهَا *

৩৮৭৩. আমর ইবন আলী (র) - - - - রাফে' ইবন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিকট এসে আমাদেরকে এমন এক কাজ হতে নিষেধ করলেন, যা ছিল আমাদের জন্য লাভজনক। তিনি বললেন : যার জমি আছে, তার তা চাষ করা উচিত; না হয় তা কাউকে দান করা বা ফেলে রাখা উচিত।

৩৮৭৪. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنِي شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُسٍ وَمُجَاهِدٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ خَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَتَنَاهَا عَنْ أَمْرِ كَانَ لَنَا نَافِعًا وَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْرٌ لَنَا قَالَ مَنْ كَانَ لَهُ أَرْضٌ فَلْيُزْرِعْهَا أَوْ لِيَذَرْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ طَاوُسًا لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْحَدِيثَ *

৩৮৭৪. আবদুর রহমান ইবন খালিদ (র) - - - - রাফে' ইবন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিকট এসে আমাদেরকে এমন এক কাজ হতে নিষেধ করলেন, যা আমাদের জন্য লাভজনক ছিল। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আদেশ আমাদের জন্য অতি উত্তম। তিনি বললেন : যার জমি আছে, সে যেন তা চাষ করে, অথবা ফেলে রাখে বা দান করে।

৩৮৭৫. أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرٍو بْنِ دِينَارٍ قَالَ كَانَ طَاوُسٌ يَكْرَهُ أَنْ يُؤَاجِرَ أَرْضَهُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَا يَرَى بِالثَّلْثِ وَالرُّبْعِ بَأْسًا فَقَالَ لَهُ مُجَاهِدٌ أَذْهَبَ إِلَى ابْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ فَاسْمَعُ مِنْهُ حَدِيثَهُ فَقَالَ إِنِّي وَاللَّهِ لَوْ أَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْهُ مَا فَعَلْتُهُ وَلَكِنْ حَدَّثَنِي مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُ ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا قَالَ لَأَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ أَرْضَهُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرَجًا مَعْلُومًا وَقَدْ اخْتَلَفَ عَلَى عَطَاءٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ

مَيْسِرَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ رَافِعٍ وَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُ وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ
عَنْ جَابِرٍ *

৩৮৭৫. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন মুবারক (র) - - - - আমর ইব্ন দীনার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাউস (রা) সোনা-রূপার বিনিময়ে জমি কেয়া দেয়াকে অপছন্দ করতেন। কিন্তু তিনি তৃতীয়াংশ কিংবা চতুর্থাংশ শস্যের বিনিময়ে তা বর্গা দেয়াকে দৃশ্যীয় মনে করতেন না। মুজাহিদ (র) তাউসকে বললেন : তুমি রাফে' ইব্ন খাদীজের ছেলের নিকট যাও এবং তার নিকট হতে ঐ হাদীস শ্রবণ কর। তাউস (র) বললেন : আল্লাহর কাসম ! যদি আমি জানতে পারতাম যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এ কাজ করতে নিষেধ করেছেন, তাহলে আমি সে কাজ করতাম না। আর আমার কাছে অধিকতর জ্ঞানীজন, অর্থাৎ আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ তো কেবল এটাই বলেছেন যে, তোমরা কোন বিনিময় ব্যতীত জমি তোমার ভাইকে দিয়ে দাও। যেন সে তাতে ফসল জন্মাতে পারে। কেননা এই দান তোমার জন্য বিনিময়ে দেয়া হতে উত্তম।

৩৮৭৬. حَدَّثَنَا اسْمَعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَرْثِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَ لَهُ أَرْضٌ فَلْيُزْرِعْهَا فَإِنْ عَجَزَ أَنْ يَزْرِعَهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ الْمُسْلِمَ وَلَا يَزْرِعْهَا إِيَّاهُ *

৩৮৭৬. ইসমাইল ইব্ন মাসউদ (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যার জমি আছে, সে যেন তা চাষ করে। আর যদি সে অপারগ হয়, তবে সে যেন তার মুসলমান ভাইকে দান করে এবং সে যেন তাতে তা বর্গা না দেয়।

৩৮৭৭. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيُزْرِعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ وَلَا يَكْرِهْهَا تَابِعَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرِو الْأَوْزَاعِيِّ *

৩৮৭৭. আমর ইব্ন আলী (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যার জমি আছে, সে যেন তা চাষ করে। অথবা কোন মুসলমান ভাইকে দান করে কোন বিনিময় না নিয়ে।

৩৮৭৮. أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ لِلنَّاسِ فُضُولُ أَرْضِينَ يَكْرَهُنَّ بِالنِّصْفِ وَالثُّلُثِ وَالرُّبْعِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيُزْرِعْهَا أَوْ يَمْنَحْهَا وَأَفْقَهُ مَطَرُ بْنُ طَهْمَانَ *

৩৮৭৮. হিশাম ইব্ন আম্মার (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : কতিপয় লোকের নিকট প্রয়োজনের অধিক জমি ছিল, তারা তা অর্ধেক, তৃতীয়াংশ বা চতুর্থাংশের উপর বর্গা দিত। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : যার নিকট জমি আছে, সে তা নিজে চাষ করবে অথবা তা অন্যের দ্বারা চাষ করাবে বা তা রেখে দেবে।

৩৮৭৭. أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ مُحَمَّدٍ وَهُوَ أَبُو عُمَيْرٍ بْنُ النَّحَّاسِ وَعِيسَى بْنُ يُونُسَ هُوَ الْفَاخُورِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ عَنْ ابْنِ شَوْذَبٍ عَنْ مَطَرٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرِعْهَا أَوْ لِيَزْرِعْهَا وَلَا يُؤَاجِرْهَا *

৩৮৭৯. ইসা ইবন মুহাম্মদ (র) - - - - জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিকট খুতবা দিতে গিয়ে বললেন : যার নিকট জমি আছে, তার উচিত তা নিজে অথবা অন্যের দ্বারা চাষ করানো এবং তা কেরায়া না দেয়া।

৩৮৮০. أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ مَطَرٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ رَفَعَهُ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ وَافَقَهُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنُ جُرَيْجٍ عَلَى النَّهْيِ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ *

৩৮৮০. মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল ইবন ইবরাহীম (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ জমি কেরায়া দিতে নিষেধ করেছেন।

৩৮৮১. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ وَأَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَبَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يُطْعَمَ إِلَّا الْعَرَايَا تَابَعَهُ يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ *

৩৮৮১. কুতায়বা (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বর্গা দিতে এবং মুযাবানা ও মুহাকলা করতে আর খাওয়ার উপযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত ফল বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন, যে সকল খেজুর বৃক্ষ 'আরায়া' দেয়া হয়েছে তা ব্যতীত।

৩৮৮২. أَخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ قَالَ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَبَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يُطْعَمَ إِلَّا الْعَرَايَا تَابَعَهُ يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ * وَفِي رِوَايَةٍ هَعَامُ بْنُ يَحْيَى كَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ عَطَاءً لَمْ يَسْمَعْ مِنْ جَابِرٍ حَدِيثَهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مَنْ كَانَ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرِعْهَا *

৩৮৮২. যিয়াদ ইবন আইউব (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মুহাকলা, মুযাবানা

এবং মুখাবারা করতে নিষেধ করেছেন। আর তিনি ছুনয়া^১ করতে নিষেধ করেছেন, কিন্তু যদি জানা থাকে।

৩৮৮৩. أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَامُ بْنُ يَحْيَى قَالَ سَأَلَ عَطَاءُ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ حَدَّثَ جَابِرٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرِعْهَا أَوْ لِيَزْرِعْهَا أَخَاهُ وَلَا يَكْرِهْهَا أَخَاهُ وَقَدْ رَوَى النَّهْثِيُّ عَنِ الْمُحَاقِلَةِ يَزِيدُ بْنُ نُعَيْمٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ *

৩৮৮৩. আহমদ ইবন ইয়াহুইয়া (র) - - - - জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যার জমি আছে, তার উচিত তা নিজে চাষ করা, অথবা তার ভাইকে চাষ করতে দেয়া। কিন্তু সে যেন তার ভাইকে জমি কেয়া না দেয়।

৩৮৮৪. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَامٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ نُعَيْمٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْحَقْلِ وَهِيَ الْمُزَابِنَةُ خَالَفَهُ هِشَامٌ وَرَوَاهُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ *

৩৮৮৪. মুহাম্মাদ ইবন ইদরীস (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ হাকাল অর্থাৎ মুযাবানা থেকে নিষেধ করেছেন।

৩৮৮৫. أَخْبَرَنَا الثَّقَفُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُزَابِنَةِ وَالْمُخَاضِرَةِ وَقَالَ الْمُخَاضِرَةُ بَيْعُ الثَّمَرِ قَبْلَ أَنْ يَزْهُوَ وَالْمُخَابِرَةُ بَيْعُ الْكَرَمِ بَكْذَا وَكَذَا صَاعٌ خَالَفَهُ عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ فَقَالَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ *

৩৮৮৫. সিকা (র) - - - - জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মুযাবানা, মুখাদারা হতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন : মুখাদারা হলো, খাওয়ার উপযুক্ত হওয়ার পূর্বে ফল বিক্রি করা। আর মুখাবারা হলো, (অনুমান করে) গাছের আঙুরকে, পাড়া আঙুরের সুনির্দিষ্ট পরিমাণের বিনিময়ে বিক্রি করা।

৩৮৮৬. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ

১. ছুনয়া অর্থ ব্যতিক্রম করা, বাদ রাখা। এ স্থলে ছুনয়া দ্বারা এমন বেচাকেনাকে বোঝানো হয়েছে যাতে সর্বমোট পরিমাণ থেকে অংশবিশেষ বাদ রাখা হয়। যেমন বলল, আমি তোমার কাছে খাদ্যের এই স্থূপ বিক্রি করলাম, তবে এর কিয়দংশ বাদ বা এই কাপড়গুলো বিক্রি করলাম তবে কিছু কাপড় বাদ। হ্যাঁ, যদি সর্বমোট পরিমাণ ও বাদ পরিমাণ জানা থাকে, তবে জায়েয হবে। যেমন বললাম, তোমার কাছে এই দশমণ চাল বিক্রি করলাম, তবে এর থেকে দু'মণ বাদ বা এই পঞ্চাশটি কাপড় বিক্রি করলাম, তবে এই পাঁচটি বাদ।

إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ
الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ خَالَفَهُمَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو فَقَالَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ *

৩৮৮৬. আমর ইবন আলী (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মুহাকলা এবং মুযাবানা হতে নিষেধ করেছেন।

٣٨٨٧. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ أَدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا
عَبْدُ الرَّحِيمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ نَهَى رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ خَالَفَهُمُ الْأَسْوَدُ بْنُ الْعَلَاءِ فَقَالَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ رَافِعِ
بْنِ خَدِيجٍ *

৩৮৮৭. মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন মুবারক (র) - - - - আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মুহাকলা এবং মুযাবানা হতে নিষেধ করেছেন।

٣٨٨٨. أَخْبَرَنَا زَكْرِيَّا بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ
اللَّهِ بْنُ حُمْرَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ
رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ رَوَاهُ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ
رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ *

৩৮৮৮. যাকারিয়া ইবন ইয়াহুয়া (র) - - - - রাফে' ইবন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মুহাকলা এবং মুযাবানা হতে নিষেধ করেছেন।

٣٨٨٩. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَرْثَةَ قَالَ سَأَلْتُ
الْقَاسِمَ عَنِ الْمُزَارَعَةِ فَحَدَّثَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَا عَنِ الْمُحَاقَلَةِ
وَالْمُزَابَنَةِ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَرَّةً أُخْرَى *

৩৮৮৯. আমর ইবন আলী (র) - - - - রাফে' ইবন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মুহাকলা এবং মুযাবানা হতে নিষেধ করেছেন।

٣٨٩٠. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ أَبُو عَاصِمٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَرْثَةَ قَالَ سَأَلْتُ الْقَاسِمَ عَنْ
كِرَاءِ الْأَرْضِ فَقَالَ قَالَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ كِرَاءِ الْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ
عَلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فِيهِ *

৩৮৯০. আমর ইব্ন আলী (র) - - - - উসমান ইব্ন মুররা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কেয়ায়া দেয়ার ব্যাপারে কাসেমের নিকট জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন : রাফে' ইব্ন খাদীজ (রা) বলেছেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ জমি কেয়ায়া দিতে নিষেধ করেছেন।

৩৮৯১. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْخَطْمِيِّ وَأَسْمُهُ عُمَيْرُ بْنُ يَزِيدٍ قَالَ أُرْسِلَنِي عَمِّي وَغُلَامًا لَهُ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَسْأَلُهُ عَنِ الْمَزَارَعَةِ فَقَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَرَى بِهَا بَأْسًا حَتَّى بَلَغَهُ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ حَدِيثُ فَلَقِيَهُ فَقَالَ رَافِعٌ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ بَنَى حَارِثَةً فَرَأَى زَرْعًا فَقَالَ مَا أَحْسَنَ زَرْعَ ظَهِيرٍ فَقَالُوا لَيْسَ لَظْهِيرٍ فَقَالَ لَيْسَ أَرْضُ ظَهِيرٍ قَالُوا بَلَى وَلَكِنَّهُ أَزْرَعَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَذُوا زَرْعَكُمْ وَرُدُّوا إِلَيْهِ نَفَقَتُهُ قَالَ فَأَخَذْنَا زَرْعَنَا وَرَدَدْنَا إِلَيْهِ نَفَقَتَهُ وَرَوَاهُ طَارِقُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سَعِيدٍ وَاخْتَلَفَ عَلَيْهِ فِيهِ *

৩৮৯১. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র) - - - - ইয়াহুইয়া ইব্ন আবু জা'ফর খাতমী তাঁর নাম উমায়র ইব্ন ইয়াযীদ (রা) বলেন, আমাকে আমার চাচা একটি গোলাম সঙ্গে দিয়ে সাঈদ ইব্ন মুসাইয়্যাব (র)-এর নিকট মুযায়াআ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করার জন্য পাঠালে তিনি বললেন : ইব্ন উমর (রা) এটাকে দৃশ্যীয় মনে করতেন না। পরে তিনি রাফে' ইব্ন খাদীজ (রা)-এর হাদীস জানতে পারলে তিনি তাঁর সাথে সাক্ষাত করলেন। রাফে' (রা) বললেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ হারিসা গোত্রে আগমন করলে একটি কৃষি জমি দেখতে পেলেন। তিনি বললেন : যুহায়র-এর ক্ষেত কত সুন্দর ! লোকসকল বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! এই জমি যুহায়র-এর নয়। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : এটা কি যুহায়র-এর জমি নয় ? তারা বললেন : হ্যাঁ, তবে, সে তা অন্যকে চাষ করতে দিয়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমরা নিজের জমি নিয়ে নাও এবং তাতে যে খরচ হয়েছে, তা তাকে দিয়ে দাও। রাবী বলেন : আমরা জমি নিয়ে নিলাম, আর যা খরচ হয়েছিল, তা তাকে ফিরিয়ে দিলাম।

৩৮৯২. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ طَارِقٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمَزَابِنَةِ وَقَالَ إِنَّمَا يَزْرَعُ ثَلَاثَةُ رَجُلٍ لَهُ أَرْضٌ فَهُوَ يَزْرَعُهَا أَوْ رَجُلٌ مُنِحَ أَرْضًا فَهُوَ يَزْرَعُ مِمَّنْ مَنَحَ أَوْ رَجُلٌ اسْتَكْرَى أَرْضًا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ مِيزَهُ اسْرَائِيلُ عَنْ طَارِقٍ فَأَرْسَلَ الْكَلَامَ الْأَوَّلَ وَجَعَلَ الْآخِرَ مِنْ قَوْلِ سَعِيدٍ *

৩৮৯২. কুতায়বা (র) - - - - রাফে' ইব্ন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মুহাকাল্লা এবং মুযাবানা হতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন : তিন ব্যক্তি কৃষি করতে পারে। প্রথমত যার জমি, সে তা চাষাবাদ করবে। দ্বিতীয়ত ঐ ব্যক্তি যাকে জমি দান করা হয়েছে। তৃতীয়ত ঐ ব্যক্তি, যে জমি সোনা ও রূপার বিনিময়ে কেয়ায়া নিয়েছে। ইসরাঈল এ বর্ণনাটি তারিক হতে শুনে পৃথক করেছেন। প্রথম কথাটিকে মুরসাল বলেছেন : শেষের কথা সম্বন্ধে তিনি বলেছেন : এটি সা'ঈদ ইব্ন মুসাইয়াবের নিজের উক্তি (হাদীস নয়)।

৩৮৯৩. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ طَارِقٍ عَنْ سَعِيدٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ قَالَ سَعِيدٌ فَذَكَرَهُ نَحْوَهُ رَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ طَارِقٍ *

৩৮৯৩. আহমদ ইবন সুলায়মান (র) - - - - সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মুহাকলা হতে নিষেধ করেছেন।

৩৮৯৪. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ وَهُوَ ابْنُ مَيْمُونٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ طَارِقٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ لَا يُصْلِحُ الزَّرْعُ غَيْرَ ثَلَاثٍ أَرْضٍ يَمْلِكُ رَقَبَتَهَا أَوْ مِنْحَةٍ أَوْ أَرْضٍ بَيْضَاءَ يَسْتَأْجِرُهَا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ وَرَوَى الزُّهْرِيُّ الْكَلَامَ الْأَوَّلَ عَنْ سَعِيدٍ فَأَرْسَلَهُ قَالَ الْحَرِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ لَيْبَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فَقَالَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ *

৩৮৯৪. মুহাম্মদ ইবন আলী (র) - - - - তারিক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সাঈদ ইবন মুসাইয়াব (র)-কে বলতে শুনেছি : তিন ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কেউ চাষাবাদ করবে না। প্রথম ঐ ব্যক্তি যে মালিক হয়; দ্বিতীয় ঐ ব্যক্তি যাকে জমি দান করা হয়েছে এবং তৃতীয় ঐ ব্যক্তি যে টাকা-পয়সার বিনিময়ে তা ইজারা নিয়েছে।

৩৮৯৫. أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنِي عَمِّي قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِكْرَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ لَيْبَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ كَانَ أَصْحَابُ الْمَزَارِعِ يُكْرُونَ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَزَارِعَهُمْ بِمَا يَكُونُ عَلَى السَّاقِ مِنَ الزَّرْعِ فَجَاءُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَاخْتَصَمُوا فِي بَعْضِ ذَلِكَ فَتَنَاهُمُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَكْرُوا بِذَلِكَ وَقَالَ أَكْرُوا بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثُ سُلَيْمَانُ عَنْ رَافِعٍ فَقَالَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ عُمُومَتِهِ *

৩৮৯৫. উবায়দুল্লাহ ইবন সাঈদ ইবন ইবরাহীম (র) - - - - সাঈদ ইবন মুসাইয়াব (র) সাদ ইবন আবু ওয়াক্কাস (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সময়ে জমির মালিকেরা ইজারায় জমি চাষ করতে দিত ঐ শস্যের বিনিময়ে, যা নালাব আশে পাশে জনা়াত। এরপর তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমতে উপস্থিত

হয়ে কোন কোন জমির ব্যাপারে বিচারার্থী হয়। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে এভাবে জমি কেরায়ায় দিতে নিষেধ করেন এবং বলেন : তোমরা স্বর্ণ ও রৌপ্যের বিনিময়ে জমি কেরায়া দাও।

২৪৯৬. أَخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُثَيْمٍ قَالَ أَنْبَأَنَا أَيُّوبُ عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ كُنَّا نَحَاقِلُ بِالْأَرْضِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَتُكْرِمُهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبْعِ وَالطَّعَامِ الْمُسَمَّى فَجَاءَ ذَاتَ يَوْمٍ رَجُلٌ مِنْ عُمُومَتِي فَقَالَ نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَمْرِ كَانَ لَنَا نَافِعًا وَطَوَاعِيَّةُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ أَنْفَعُ لَنَا نَهَانَا أَنْ نَحَاقِلَ بِالْأَرْضِ وَتُكْرِمُهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبْعِ وَالطَّعَامِ الْمُسَمَّى وَأَمَرَّ رَبُّ الْأَرْضِ أَنْ يَزْرَعَهَا أَوْ يَزْرِعَهَا وَكَرِهَ كِرَاءَهَا وَمَا سِوَى ذَلِكَ أَيُّوبُ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ يَعْلَى *

৩৮৯৬. যিয়াদ ইব্ন আইযুব (র) - - - - রাফে' ইব্ন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সময়ে আমরা তৃতীয়াংশ বা চতুর্থাংশ শস্যের বিনিময়ে জমি বর্গা দিতাম অথবা নির্দিষ্ট খাদ্যের বিনিময়ে। আমার চাচাদের এক ব্যক্তি একদিন উপস্থিত হয়ে বললেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে এমন কাজ হতে নিষেধ করেছেন; যাতে আমাদের লাভ ছিল। আর আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের আদেশ মান্য করা আমাদের জন্য আরও লাভজনক। তিনি আমাদেরকে হাকল করতে এবং তৃতীয়াংশ বা চতুর্থাংশ শস্য অথবা নির্দিষ্ট পরিমাণ খাদ্যের বিনিময়ে জমি বর্গা দিতে নিষেধ করেছেন। তিনি জমির মালিকদের আদেশ করেছেন : সে যেন নিজে চাষ করে, অথবা অন্যকে চাষ করতে দেয়। আর তিনি ইজারা দিতে এবং অন্য কোন প্রকারকে অপছন্দ করেন।

২৪৯৭. أَخْبَرَنِي زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ قَالَ كَتَبَ إِلَيَّ حَكِيمٌ أَنِّي سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ يُحَدِّثُ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ كُنَّا نَحَاقِلُ الْأَرْضَ نُكْرِمُهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبْعِ وَالطَّعَامِ الْمُسَمَّى رَوَاهُ سَعِيدٌ عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ *

৩৮৯৭. যাকারিয়া ইব্ন ইয়াহুয়া (র) - - - - রাফে' ইব্ন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা জমিতে মুহাকলা করতাম। তৃতীয়াংশ অথবা চতুর্থাংশের বিনিময়ে কিংবা নির্দিষ্ট খাদ্যের বিনিময়ে কেরায়া দিতাম।

২৪৯৮. أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ قَالَ كُنَّا نَحَاقِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَزَعَمَ أَنْ بَعْضَ عُمُومَتِهِ أَتَاهُ فَقَالَ نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَمْرِ كَانَ لَنَا نَافِعًا وَطَوَاعِيَّةُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ أَنْفَعُ لَنَا قُلْنَا وَمَا ذَلِكَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا

أَوْ لِيُزْرِعَهَا أَخَاهُ وَلَا يُكَارِيهَا بِثُلْثٍ وَلَا رُبْعٍ وَلَا طَعَامٍ مُسَمًّى رَوَاهُ حَنْظَلَةُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ رَافِعٍ فَاخْتَلَفَ عَلَى رَبِيعَةَ فِي رِوَايَتِهِ *

৩৮৯৮. ইসমাঈল ইবন মাসউদ (র) - - - - সুলায়মান ইবন ইয়াসার (র) থেকে বর্ণিত যে, রাফে' ইবন খাদীজ (রা) বলেছেন : আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সময়ে হাকল করতাম। তখন আমাদের চাচাদের একজন এসে বললেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে একটি লাভজনক কাজ হতে নিষেধ করেছেন। আর আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের কথা মেনে চলা আমাদের জন্য আরও অধিক লাভজনক। আমরা জিজ্ঞাসা করলাম : তা কোন্ বস্তু ? তিনি বললেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যার জমি আছে, সে যেন তা নিজে চাষ করে, অথবা তার অন্য ভাইকে চাষ করতে দেয়, কিন্তু সে যেন তা তৃতীয়াংশ বা চতুর্থাংশ বা নির্দিষ্ট খাদ্যের বিনিময়ে কেরায়া না দেয়।

২৮৯৯. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَمِّي أَنَّهُمْ كَانُوا يُكْرُونَ الْأَرْضَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِمَا يَنْبُتُ عَلَى الْأَرْبَعَاءِ وَشَيْءٍ مِنَ الزَّرْعِ يَسْتَتْنِي صَاحِبُ الْأَرْضِ فَتَنَاهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَقُلْتُ لِرَافِعٍ فَكَيْفَ كِرَاؤُهَا بِالْدِّينَارِ وَالْدَّرْهَمِ فَقَالَ رَافِعٌ لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ بِالْدِّينَارِ وَالْدَّرْهَمِ خَالَفَهُ الْأَوْزَاعِيُّ *

৩৮৯৯. মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন মুবারক (র) - - - - রাফে' ইবন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার চাচা আমার নিকট বর্ণনা করলেন যে, তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সময়ে যা নালার ধারে উৎপন্ন হতো এবং জমির মালিক যা বাদ দিত তার বিনিময়ে জমি কেরায়া দিতাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে তা করতে নিষেধ করেন। আমি রাফে' (রা)-কে বললাম, দীনারা ও দিরহামের বিনিময়ে কেরায়া দেয়া কিরূপ ? তিনি বললেন : দীনার ও দিরহামের বিনিময়ে দেওয়ায় কোন দোষ নেই।

২৯০০. أَخْبَرَنِي الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا عَيْسَى هُوَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالْدِّينَارِ وَالْوَرِقِ فَقَالَ لَبَّاسٌ بِذَلِكَ إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يُؤَاجِرُونَ عَلَى الْمَادْيَانَاتِ وَأَقْبَالِ الْجَدَاوِلِ فَيَسْلَمُ هَذَا وَيَهْلِكُ هَذَا وَيَسْلَمُ هَذَا وَيَهْلِكُ هَذَا فَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إِلَّا هَذَا فَلِذَلِكَ زُجِرَ عَنْهُ فَأَمَّا شَيْءٌ مَعْلُومٌ مَضْمُونٌ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَافَقَهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَلَى إِسْنَادِهِ وَخَالَفَهُ فِي لَفْظِهِ *

৩৯০০. মুগীরা ইবন আবদুর রহমান (র) - - - - হানযালা ইবন কায়স আল-আনসারী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাফে' ইবন খাদীজ (রা)-কে স্বর্ণ ও রৌপ্যের বিনিময়ে ভূমি বর্ণা দেয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি। তিনি বললেন, এতে কোন দোষ নেই। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগে লোকেরা বড়-ছোট নালার পাশে উৎপন্ন

ফসলের বিনিময়ে ভূমি বর্গা দিতেন। কোন সময়ে এটায় ফসল ফলতো, ওটায় ফসল ফলতো না। আবার কোন সময়ে ওটায় ফসল ফলতো, এটাতে ফলতো না (এতে লোকের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি হত)। তখন বর্গা বলতে এই ছিল। এ জন্য তা থেকে নিষেধ করা হয়েছে। তবে যদি নির্দিষ্ট কিছু বিনিময়ে বর্গা দেওয়া হয় যা কেবলমাত্র এহীতার দায়িত্বে থাকবে তবে কোন অসুবিধা নেই।

৩৯০১. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ رَبِيعَةَ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ فَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ قُلْتُ بِالذَّهَبِ وَالْوَرَقِ قَالَ لَا إِنَّمَا نَهَى عَنْهَا بِمَا يَخْرُجُ مِنْهَا فَأَمَّا الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ فَلَا بَأْسَ رَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَبِيعَةَ وَلَمْ يَرْفَعَهُ *

৩৯০১. আমরা ইবন আলী (র) - - - - হানযালা ইবন কায়স (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাফে' ইবন খাদীজকে (রা) জমি বর্গা দেওয়া সম্পর্কে প্রশ্ন করলে উত্তরে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ জমি বর্গা দিতে নিষেধ করেছেন। আমি বললাম, স্বর্ণ ও রৌপ্যের বিনিময়েও কি? তিনি বললেন, না। রাসূলুল্লাহ ﷺ উৎপন্ন নির্দিষ্ট ফসলের বিনিময়ে বর্গা দিতে নিষেধ করেছেন। স্বর্ণ-রৌপ্যের বিনিময়ে বর্গা দেওয়াতে কোন দোষ নেই।

৩৯০২. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ وَكِيعٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فَقَالَ حَلَالٌ لِأَبَاسٍ بِهِ ذَلِكَ فَرَضُ الْأَرْضِ رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ وَرَفَعَهُ كَمَا رَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ رَبِيعَةَ *

৩৯০২. মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক (র) - - - - হানযালা ইবন কায়স (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাফে' ইবন খাদীজকে (রা) স্বর্ণ-রৌপ্যের বিনিময়ে অনাবাদী ভূমি বর্গা দেওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, এটা বৈধ। এতে কোন দোষ নেই। এটা জমির অধিকার।

৩৯০৩. أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ عَنْ عَرَبِيِّ فِي حَدِيثِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ كِرَاءِ أَرْضِنَا وَلَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ ذَهَبٌ وَلَا فِضَّةٌ فَكَانَ الرَّجُلُ يُكْرِئُ أَرْضَهُ بِمَا عَلَى الْبَرِّيْعِ وَالْأَقْبَالِ وَأَشْيَاءَ مَعْلُومَةٍ وَسَاقَهُ رَوَاهُ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ وَاخْتَلَفَ عَلَى الزُّهْرِيِّ فِيهِ *

৩৯০৩. ইয়াহুয়া ইবন হাবীব ইবন আরাবী (র) - - - - রাফি' ইবন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ভূমি বর্গা দিতে আমাদেরকে নিষেধ করেছেন। তখন স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদার প্রচলন ছিল না। লোকে নির্দিষ্ট বস্তুর বিনিময়ে এবং নালার কাছে ও সম্মুখভাগে উৎপন্ন ফসলের বিনিময়ে ভূমি বর্গা দিত।

৩৯০৪. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ أَسْمَاءَ عَنْ جُوَيْرِيَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَذَكَرَ نَحْوَهُ تَابِعَهُ عَقِيلُ بْنُ خَالِدٍ *

৩৯০৪. মুহাম্মদ ইবন ইয়াহুইয়া ইবন আবদুল্লাহ (র) - - - - সালিম ইবন আবদুল্লাহ (র) থেকে এবং উকায়েল ইবন খালিদও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৩৯০৫. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ بْنُ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ أَخْبَرَنِي عَقِيلُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَكْرِئُ أَرْضَهُ حَتَّى بَلَغَهُ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ كَانَ يَنْهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ فَلَقِيَهُ عَبْدُ اللَّهِ فَقَالَ يَا ابْنَ خَدِيجٍ مَاذَا تَحَدَّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي كِرَاءِ الْأَرْضِ فَقَالَ رَافِعٌ لِعَبْدِ اللَّهِ سَمِعْتُ عُمَى وَكَأَنَّا قَدْ شَهِدْنَا بَدْرًا يُحَدِّثَانِ أَهْلَ الدَّارِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَلَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّ الْأَرْضَ تُكْرَى ثُمَّ خَشِيَ عَبْدُ اللَّهِ أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَحَدَتْ فِي ذَلِكَ شَيْئًا لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُهُ فَتَرَكَ كِرَاءَ الْأَرْضِ أَرْسَلَهُ شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ *

৩৯০৫. আবদুল মালিক ইবন শুআয়ব ইবন লায়ম (র) - - - - সালিম ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) জমি কেরায়া দিতেন। যখন তিনি শুনে পেলেন, রাফে' ইবন খাদীজ (রা) জমি কেরায়া দিতে নিষেধ করেছেন, তখন আবদুল্লাহ (রা) তাঁর সাথে সাক্ষাত করে বললেন : হে রাফে' ইবন খাদীজ! আপনি জমি কেরায়া দেয়ার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে কী হাদীস বর্ণনা করেন? তিনি আবদুল্লাহ (রা)-কে বললেন : আমি আমার দুই চাচার নিকট শুনেছি, তারা উভয়ে ছিলেন বদরের যোদ্ধা, তাঁরা লোকদেরকে হাদীস শোনাতে : রাসূলুল্লাহ ﷺ জমি কেরায়া দিতে নিষেধ করেছেন। আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) বললেন : আমার জানা আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সময়ে জমি কেরায়া দেয়া হতো। তখন আবদুল্লাহ (রা) শংকিত হলেন যে, হয়তো রাসূলুল্লাহ ﷺ এ ব্যাপারে হাদীস বর্ণনা করেছেন, আর তিনি তা জানতে পারেন নি। তখন তিনি জমি কেরায়া দেয়া পরিত্যাগ করেন।

৩৯০৬. أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ بْنُ خَلْفٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ بَلَغَنَا أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ كَانَ يَحَدِّثُ أَنَّ عُمَى وَكَأَنَّا يَزْعُمُ شَهِدًا بَدْرًا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ رَوَاهُ عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعَيْبٍ وَلَمْ يَذْكُرْ عُمَى *

৩৯০৬. মুহাম্মদ ইবন খালিদ ইবন খালী (র) - - - - যুহরী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমাদের নিকট রাফে' ইবন খাদীজ (রা) হতে এ মর্মে এ খবর পৌছেছে যে, তিনি তাঁর চাচাদের থেকে যারা ছিলেন বদরী— বর্ণনা করেন যে, তাঁরা বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ জমি কেরায়া দিতে নিষেধ করেছেন।

৩৭.৭. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعَيْبٍ قَالَ الزُّهْرِيُّ كَانَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ لَيْسَ بِاسْتِكْرَاءِ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرَقِ بَأْسٌ وَكَانَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ ذَلِكَ وَافَقَهُ عَلَى إِرْسَالِهِ عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ الْحَارِثِ ৩৯০৭. আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন মুগীরা (র) - - - - শুআয়ব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যুহরী (র) বলেছেন, সাঈদ ইবন মুসায়াব (রা) বলতেন : সোনা ও রূপার বিনিময়ে জমি কেরায়া দেয়ায় কোন ক্ষতি নেই। আর রাফে' ইবন খাদীজ (র) বর্ণনা করেছেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ তা থেকে নিষেধ করেছেন।

৩৭.৮. قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةُ عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو خَزِيمَةَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَرِيفٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فُسِّلَ رَافِعٌ بَعْدَ ذَلِكَ كَيْفَ كَانُوا يَكْرُونَ الْأَرْضَ قَالَ بِشَىءٍ مِنَ الطَّعَامِ مُسَمًّى وَيُشْتَرَطُ أَنْ لَنَا مَا تَنْتَبِهُتُ مَا بَيَّنَّاتُ الْأَرْضَ وَأَقْبَالَ الْجَدَاوِلَ رَوَاهُ نَافِعٌ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ وَاخْتَلَفَ عَلَيْهِ فِيهِ *

৩৯০৮. হারিস ইবন মিসকীন (র) - - - - ইবন শিহাব (র) থেকে বর্ণিত যে, রাফে' ইবন খাদীজ (রা) বলেছেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ জমি কেরায়া দিতে নিষেধ করেছেন। ইবন শিহাব (র) বলেন : পরবর্তীতে রাফে' ইবন খাদীজ (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেছিল যে, তখন লোকে কিরূপে জমি কেরায়া দিত ? তিনি বললেন : লোক কিছু উৎপন্ন দ্রব্য নির্দিষ্ট করতো এবং শর্ত করে নিত, যা নালা বা নহরের কিনারায় উৎপন্ন হবে তা আমাদের থাকবে।

৩৭.৯. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا فَضِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ أَخْبَرَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَنَّ عُمُومَتَهُ جَاؤَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ رَجَعُوا فَأَخْبَرُوا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَدْ عَلِمْنَا أَنَّهُ كَانَ صَاحِبَ مَزْرَعَةٍ يُكْرِيهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى أَنْ لَهُ مَا عَلَى الرَّبِيعِ السَّاقِي الَّذِي يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْمَاءُ وَطَائِفَةٌ مِنَ التَّنِّينِ لَا أَذْرَى كَمْ هِيَ رَوَاهُ ابْنُ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ فَقَالَ عَنْ بَعْضِ عُمُومَتِهِ *

৩৯০৯. মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন বাযী' (র) - - - - নাফে' (র) থেকে বর্ণিত যে, রাফে' ইবন খাদীজ (রা) আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা)-কে সংবাদ দিয়েছেন যে, তাঁর চাচাগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খিদমতে উপস্থিত হন এবং সেখান থেকে ফিরে এসে সংবাদ দেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কৃষি জমি কেরায়া দিতে নিষেধ করেছেন। আবদুল্লাহ (রা) বলেন : আমাদের পরিষ্কার জানা আছে যে, জমির মালিক রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সময় জমি কেরায়া দিত এই শর্তে যে, জমির মালিকের অংশ ঐ শস্যে হবে, যা নহরের নিকটবর্তী অংশে উৎপন্ন হবে যেই নহর হতে ঐ জমিতে পানি দেয়া হয় এবং কিছু ঘাসের পরিবর্তে কেরায়া দেয়া হতো, যে ঘাসের পরিমাণ আমার জানা নেই।

৩৯১০. أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَأْخُذُ كِرَاءَ الْأَرْضِ فَلَمَّا عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ شَيْءٌ فَأَخَذَ بِيَدِي فَمَشَى إِلَيَّ رَافِعٍ وَأَنَا مَعَهُ فَحَدَّثَهُ رَافِعٌ عَنْ بَعْضِ عُمُومَتِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ فَتَرَكَ عَبْدُ اللَّهِ بَعْدُ *

৩৯১০. মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল ইবন ইবরাহীম (র) - - - - নাফে' (রা) থেকে বর্ণিত যে, ইবন উমর (রা) জমির কেরায়া গ্রহণ করতেন। এরপর তাঁর নিকট রাফে' ইবন খাদীজ (রা) হতে কিছু সংবাদ পৌছায়। তিনি আমার হাত ধরে রাফে' ইবন খাদীজ (রা)-এর নিকট নিয়ে যান। রাফে' ইবন খাদীজ (রা) তাঁর চাচা হতে হাদীস বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ জমি কেরায়া দিতে নিষেধ করেছেন। এরপর থেকে আবদুল্লাহ (রা) জমির কেরায়া দেয়া পরিত্যাগ করেন।

৩৯১১. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ الْأَزْرَقُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُ كِرَاءَ الْأَرْضِ حَتَّى حَدَّثَهُ رَافِعٌ عَنْ بَعْضِ عُمُومَتِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ فَتَرَكَهَا بَعْدُ رَوَاهُ أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ رَافِعٍ وَلَمْ يَذْكُرْ عُمُومَتَهُ *

৩৯১১. মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন মুবারক (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি কেরায়া গ্রহণ করতেন, এরপর যখন রাফে' ইবন খাদীজ (রা) তাঁর চাচা থেকে তাঁকে হাদীস শুনান যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ জমির কেরায়া দিতে নিষেধ করেছেন; তখন হতে তিনি তা পরিত্যাগ করেন।

৩৯১২. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزْرِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَكْرِى مَزَارِعَهُ حَتَّى بَلَغَهُ فِي آخِرِ خِلَافَةِ مُعَاوِيَةَ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يُخْبِرُ فِيهَا بِنَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَتَاهُ وَأَنَا مَعَهُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ فَتَرَكَهَا ابْنُ عُمَرَ بَعْدُ فَكَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْهَا قَالَ زَعَمَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْهَا وَافَقَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَكَثِيرُ بْنُ فَرْقَدٍ وَجُوَيْرِيَةُ ابْنُ أَسْمَاءَ *

৩৯১২. মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন বাযী' (র) - - - - নাফে' (র) থেকে বর্ণিত যে, ইবন উমর (রা) তাঁর কৃষি জমি কেরায়া দিতেন। মুআবিয়া (রা)-এর খিলাফতের শেষভাগে তিনি সংবাদ পান যে, রাফে' ইবন খাদীজ (রা) এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে নিষেধাজ্ঞামূলক হাদীস বর্ণনা করেন। তখন তিনি তাঁর নিকট এসে জিজ্ঞাসা করলেন, আমিও তাঁর সঙ্গে ছিলাম। তিনি বললেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ জমি কেরায়া দিতে নিষেধ করেছেন। তখন ইবন উমর (রা) তা ত্যাগ করেন। এরপর ইবন উমর (রা)-এর নিকট কেউ এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলতেন : রাফে' ইবন খাদীজ (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ জমির কেরায়া দিতে নিষেধ করেছেন।

৩৭১৩. أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ
الْلَيْثِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ كَثِيرِ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُكْرِى الْمَزَارِعَ
فَحَدَّثَ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يَأْتُرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنْ ذَلِكَ قَالَ نَافِعٌ فَخَرَجَ إِلَيْهِ
عَلَى الْبَلَاطِ وَأَنَا مَعَهُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ نَعَمْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ فَتَرَكَ عَبْدُ
اللَّهِ كِرَاءَهَا *

৩৯১৩. আবদুর রহমান ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন আবদুল হাকাম (র) - - - - নাফে' (র) থেকে বর্ণিত যে, আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) জমি কেরায়া দিতেন। তাঁকে বলা হলো : রাফে' ইব্ন খাদীজ (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কেরায়া দিতে নিষেধ করেছেন। তখন ইব্ন উমর (রা) বালাত নামক স্থানে তাঁর সাথে দেখা করতে যান, আর আমিও তখন তাঁর সাথে ছিলাম। ইব্ন উমর (রা) রাফে' (রা)-কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন : হ্যাঁ, রাসূলুল্লাহ ﷺ জমি কেরায়া দিতে নিষেধ করেছেন। তখন হতে আবদুল্লাহ (রা) কেরায়া দেয়া পরিত্যাগ করেন।

৩৭১৪. أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ
اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ رَجُلًا أَخْبَرَ ابْنَ عُمَرَ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يَأْتُرُ فِي كِرَاءِ الْأَرْضِ
حَدِيثًا فَاَنْطَلَقْتُ مَعَهُ أَنَا وَالرَّجُلُ الَّذِي أَخْبَرَهُ حَتَّى أَتَى رَافِعًا فَأَخْبَرَهُ رَافِعٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
ﷺ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ فَتَرَكَ عَبْدُ اللَّهِ كِرَاءَ الْأَرْضِ *

৩৯১৪. ইসমাইল ইব্ন মাসউদ (র) - - - - নাফে' (র) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি ইব্ন উমর (রা)-কে সংবাদ দিল যে, রাফে' ইব্ন খাদীজ (রা) জমি কেরায়া দেয়ার ব্যাপারে একটি হাদীস বর্ণনা করেন। নাফে' বলেন : আমি এবং সংবাদদাতা আবদুল্লাহ (রা)-এর সাথে রাফে' (রা)-এর নিকট যাই। তখন রাফে' (রা) তাঁকে বললেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ জমি কেরায়া দিতে নিষেধ করেছেন। সেদিন হতে তিনি তা পরিত্যাগ করেন।

৩৭১৫. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْمُقَرِّيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ
نَافِعٍ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ حَدَّثَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ *

৩৯১৫. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন ইয়াযীদ মুকরী (র) - - - - নাফে' (র) থেকে বর্ণিত যে, রাফে' ইব্ন খাদীজ (রা) আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা)-কে এ মর্মে হাদীস শোনান যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ জমি কেরায়া দিতে নিষেধ করেছেন।

৩৭১৬. أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي
حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّهُ حَدَّثَهُ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُكْرِى أَرْضَهُ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا
فَبَلَغَهُ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يَزْجُرُ عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ قَالَ كُنَّا نَكْرِى

الْأَرْضَ قَبْلَ أَنْ نَعْرِفَ رَافِعًا ثُمَّ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى مَنْكِبِي حَتَّى دُفِعْنَا إِلَى رَافِعٍ
فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ أَسَمِعْتَ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ فَقَالَ رَافِعٌ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ
يَقُولُ لَا تَكْرُوا الْأَرْضَ بِشَيْءٍ *

৩৯১৬. হিশাম ইব্ন আম্মার (র) - - - - নাফে' (রা) বলেন : ইব্ন উমর (রা) জমি কেরায়া দিতেন জমির
উৎপন্ন দ্রব্যের কিয়দংশের বিনিময়ে। এরপর তিনি জানতে পারেন যে, রাফে' ইব্ন খাদীজ (রা) জমি কেরায়া
দিতে নিষেধ করেছেন এবং তিনি বলেছেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ তা থেকে নিষেধ করেছেন। আমরা রাফে' ইব্ন
খাদীজ (রা) থেকে জানার আগে কৃষি জমি কেরায়া দিতাম। এরপর তার (ইব্ন 'উমরের) মনে কিছু আসলে
তিনি আমার কাঁধে হাত রাখলেন। অবশেষে আমরা রাফে' পর্যন্ত পৌছলাম। আবদুল্লাহ (রা) রাফে' ইব্ন খাদীজ
(রা)-কে জিজ্ঞাসা করলেন : আপনি কি শুনেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ জমি কেরায়া দিতে নিষেধ করেছেন? রাফে'
(রা) বললেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি : তোমরা কোন কিছুর বিনিময়ে জমি কেরায়া দিও না।

৩৯১৭. أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعُودَةَ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ وَنَافِعٍ أَخْبَرَهُ
عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ رَوَاهُ ابْنُ عُمَرَ عَنْ رَافِعِ بْنِ
خَدِيجٍ وَاخْتَلَفَ عَلَى عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ *

৩৯১৭. হুমায়দ ইব্ন মাস'আদা (র) - - - - রাফে' ইব্ন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ জমি
কেরায়া দিতে নিষেধ করেছেন।

৩৯১৮. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ أَنْبَأَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ
عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ كُنَّا نُخَابِرُ وَلَا نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا حَتَّى زَعَمَ رَافِعُ
بْنُ خَدِيجٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ *

৩৯১৮. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন মুবারক (র) - - - - আমরা ইব্ন দীনার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন :
আমি ইব্ন উমর (রা)-কে বলতে শুনেছি : আমরা মুখাবারা করতাম এবং তাকে দুষণীয় মনে করতাম না। পরে
রাফে' ইব্ন খাদীজ (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ মুখাবারা করতে নিষেধ করেছেন।

৩৯১৯. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ سَمِعْتُ عَمْرًا بْنَ
دِينَارٍ يَقُولُ أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ وَهُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْخَبْرِ فَيَقُولُ مَا كُنَّا نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا
حَتَّى أَخْبَرَنَا عَامُ الْأَوَّلِ ابْنُ خَدِيجٍ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْخَبْرِ وَافْقَهُمَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ

৩৯১৯. আবদুর রহমান ইব্ন খালিদ (র) - - - - ইব্ন জুরায়জ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি আমার
ইব্ন দীনার (র)-কে বলতে শুনেছি, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, যখন ইব্ন উমর (রা)-কে মুখাবারা সম্বন্ধে প্রশ্ন করা
হতো, তখন তিনি বলতেন : আমাদের মতে মুখাবারা করায় কোন ক্ষতি নেই। কিন্তু [মুআবিয়া (রা)-এর
খিলাফতের] প্রথম বছর রাফে' ইব্ন খাদীজ (রা) আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি নবী ﷺ -কে বলতে
শুনেছেন, তিনি মুখাবারা হতে নিষেধ করেছেন।

৩৯২০. أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ عَنْ عَرَبِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ كُنَّا لَا نَرَى بِالْخَبَرِ بَأْسًا حَتَّى كَانَ عَامَ الْأَوَّلِ فَزَعَمَ رَافِعٌ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْهُ خَالَفَهُ عَامِرٌ فَقَالَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَمْرِو عَنْ جَابِرٍ *

৩৯২০. ইয়াহুইয়া ইবন হাবীব ইবন আরাবী (র) - - - - আমর ইবন দীনার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবন উমর (রা)-কে বলতে শুনেছি : আমরা মুখাবারা করায় কোন ক্ষতি মনে করতাম না। [মুআবিয়া (রা)-এর খিলাফতের] প্রথম বছর রাফে' ইবন খাদীজ (রা) বললেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা থেকে নিষেধ করেছেন।

৩৯২১. قَالَ حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا عَامِرٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ تَابِعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الطَّائِفِيُّ *

৩৯২১. হারামি ইবন ইউনুস (র) - - - - আমর ইবন দীনার (র) সূত্রে জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জমি কেরায়া দিতে নিষেধ করেছেন।

৩৯২২. أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيحٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ جَمَعَ سَفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ الْحَدِيثَيْنِ فَقَالَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَجَابِرٍ *

৩৯২২. মুহাম্মদ ইবন আমির (র) - - - - আমর ইবন দীনার (র) সূত্রে জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে মুখাবারা, মুহাক্বালা এবং মুযাবানা হতে নিষেধ করেছেন।

৩৯২৩. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمَسْنُورِ قَالَ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَجَابِرٍ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ وَنَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالثَّلَاثِ وَالرُّبْعِ رَوَاهُ أَبُو النَّجَّاشِيِّ عَطَاءُ بْنُ صُهَيْبٍ وَاخْتَلَفَ عَلَيْهِ فِيهِ *

৩৯২৩. আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ ইবন আবদুর রহমান (র) - - - - আমর ইবন দীনার (র) সূত্রে ইবন উমর এবং জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপযোগিতা প্রকাশের আগে ফল বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। আর তিনি মুখাবারা হতে অর্থাৎ জমিতে উৎপাদিত শস্যের তৃতীয়াংশ বা চতুর্থাংশের বিনিময়ে জমি কেরায়া দিতে নিষেধ করেছেন।

৩৯২৪. أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الطَّبْرَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَحْيَى

قَالَ حَدَّثَنَا مُبَارَكُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو النَّجَاشِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِرَافِعٍ أَتَوَاجِرُونَ مَحَاقِلَكُمْ قُلْتُ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَوَاجَرُهَا عَلَى الرَّبْعِ وَعَلَى الْأَوْسَاقِ مِنَ الشَّعِيرِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَفْعَلُوا ازْرَعُوهَا أَوْ أَعِيرُوهَا أَوْ أَمْسِكُوهَا خَالَفَهُ الْأَوْزَاعِيُّ فَقَالَ عَنْ رَافِعٍ عَنْ ظَهْرِ بْنِ رَافِعٍ *

৩৯২৪. আবু বকর মুহাম্মদ ইবন ইসমাদিল তাবারানী (র) - - - - আবু নাজ্জাশী (র) সূত্রে রাফে' ইবন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : হে রাফে'! তুমি তোমার জমি কেরায়া দিয়ে থাক? রাফে' ইবন খাদীজ (রা) বলেন : হ্যাঁ, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা এক-চতুর্থাংশের বিনিময়ে অথবা কয়েক অসাক যবের বিনিময়ে কেরায়া দিয়ে থাকি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : এরূপ করো না। হয় নিজে চাষ কর অথবা কাউকে ধার হিসেবে দান কর। যদি তা-ও না কর, তবে জমি এমনই পড়ে থাকতে দাও।

৩৯২৫. أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنِي الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ أَبِي النَّجَاشِيِّ عَنْ رَافِعٍ قَالَ أَتَانَا ظَهَيْرُ بْنُ رَافِعٍ فَقَالَ نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا رَافِعًا قُلْتُ وَمَا ذَاكَ قَالَ أَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ حَقٌّ سَأَلَنِي كَيْفَ تَصْنَعُونَ فِي مَحَاقِلِكُمْ قُلْتُ تَوَاجَرُهَا عَلَى الرَّبْعِ وَالْأَوْسَاقِ مِنَ التَّمْرِ أَوْ الشَّعِيرِ قَالَ فَلَا تَفْعَلُوا ازْرَعُوهَا أَوْ ازْرَعُوهَا أَوْ أَمْسِكُوهَا رَوَاهُ بَكِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ أُسَيْدِ بْنِ رَافِعٍ فَجَعَلَ الرَّوَايَةَ لِأَخِي رَافِعٍ *

৩৯২৫. হিশাম ইবন আম্মার (র) - - - - আবু নাজ্জাশী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যুহায়র ইবন রাফে' (রা) এসে বললেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে এমন এক কাজ হতে নিষেধ করেছেন, যা আমাদের জন্য লাভজনক ছিল। আমি বললাম : তা কি? তিনি বললেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আদেশ আর তাঁর আদেশ যথার্থ। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন : তোমরা ক্ষেতের ব্যাপারে কিরূপ কর? আমি বললাম : আমরা ফসলের চতুর্থাংশের উপর, আবার কোন সময় কয়েক অসাক খেজুর অথবা যবের বিনিময়ে ইজারা দিয়ে থাকি। তিনি বললেন : এরূপ করো না; বরং নিজে চাষ কর অথবা অন্যকে চাষ করতে দাও অথবা জমি ফেলে রাখ।

৩৯২৬. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَبَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ لَيْثٍ قَالَ حَدَّثَنِي بَكِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ أُسَيْدِ بْنِ رَافِعٍ ابْنِ رَافِعٍ خَدِيجٍ أَنَّ أَخَا رَافِعٍ قَالَ لِقَوْمِهِ قَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْيَوْمَ عَنْ شَيْءٍ كَانَ لَكُمْ رَافِعًا وَأَمْرُهُ طَاعَةٌ وَخَيْرٌ نَهَى عَنْ الْحَقْلِ *

৩৯২৬. মুহাম্মদ ইবন হাতিম (র) - - - - উসায়দ ইবন রাফে' ইবন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাফে' (রা) -এর ভাই স্বীয় গোত্রকে বললো : রাসূলুল্লাহ ﷺ আজ এমন বস্তু হতে নিষেধ করলেন, যা বাহ্যত

তোমাদের জন্য লাভজনক ছিল আর রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আদেশ শিরোধার্য ও সর্বোত্তম। তিনি হাকুল (বর্গাচাষ) নিষেধ করেছেন।

৩৭২৭. أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ حَفْصِ بْنِ رِبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ هُرْمُزٍ قَالَ سَمِعْتُ أُسَيْدَ بْنَ رَافِعٍ بْنِ خَدِيجٍ الْأَنْصَارِيَّ يَذْكُرُ أَنَّهُمْ مَنَعُوا الْمُحَاقَلَةَ وَهِيَ أَرْضٌ تُزْرَعُ عَلَى بَعْضِ مَا فِيهَا رَوَاهُ عَيْسَى بْنُ سَهْلٍ بْنُ رَافِعٍ *

৩৯২৭. রবী' ইবন সুলায়মান (র) - - - - আবদুর রহমান ইবন হুরমুয (র) থেকে বর্ণিত যে, আমি উসায়দ ইবন রাফে' ইবন খাদীজ (রা) হতে শ্রবণ করেছি, তিনি বলেন, তাদেরকে মুহাকাল্লা হতে নিষেধ করা হয়েছে। মুহাকালার অর্থ হলো উৎপন্ন শস্যের কিয়দংশের বিনিময়ে জমি চাষ করতে দেওয়া।

৩৭২৮. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ أَنْبَأَنَا حَبَّانُ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدٍ أَبِي شُجَاعٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَيْسَى بْنُ سَهْلٍ بْنُ رَافِعٍ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ إِنِّي لَيَتِيمٌ فِي حَجْرٍ جَدِّي رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ وَبَلَغْتُ رَجُلًا وَحَجَجْتُ مَعَهُ فَجَاءَ أَخِي عِمْرَانُ بْنُ سَهْلٍ بْنُ رَافِعٍ بْنِ خَدِيجٍ فَقَالَ يَا أَبَتَاهُ إِنَّهُ قَدْ أَكْرَيْنَا أَرْضَنَا فَلَانَةَ بِمَائَتِي دِرْهَمٍ فَقَالَ يَا بُنَى دَعْ ذَاكَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ سَيَجْعَلُ لَكُمْ رِزْقًا غَيْرَهُ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ *

৩৯২৮. মুহাম্মদ ইবন হাতিম (র) - - - - ঈসা ইবন সাহল ইবন রাফে' ইবন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি আমার দাদা রাফে' ইবন খাদীজ (রা)-এর কাছে ইয়াতীম হিসেবে ছিলাম। পরে আমি বালগ হয়ে তাঁর সাথে হজ্জ করতে গেলাম। এরপর আমার ভাই ইমরান ইবন সাহল ইবন রাফে' এসে বলতে লাগলো : দাদা ! আমরা আমাদের অমুক জমি দুইশত দিরহামের বিনিময়ে কেরায়া দিয়েছি। তখন তিনি বললেন : বৎস ! এটা ত্যাগ কর। আল্লাহ তা'আলা অন্য পথে তোমাদের রিয়কের ব্যবস্থা করবেন। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ কেরায়া দিতে নিষেধ করেছেন।

৩৭২৯. أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَقَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي الْوَلِيدِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَغْفِرُ اللَّهُ لِرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالْحَدِيثِ مِنْهُ إِنَّمَا كَانَ رَجُلَيْنِ اقْتَتَلَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنْ كَانَ هَذَا شَأْنُكُمْ فَلَا تُكْرُوا الْمَزَارِعَ فَسَمِعَ قَوْلَهُ لَا تُكْرُوا الْمَزَارِعَ *

৩৯২৯. হুসায়ন ইবন মুহাম্মদ (র) - - - - উরওয়া ইবন যুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যায়দ ইবন সাবিত (রা) বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা রাফে' ইবন খাদীজ (রা)-কে ক্ষমা করুন। আল্লাহর কসম ! আমি এই হাদীস তাঁর চাইতে অধিক জ্ঞাত। তা এই যে, দুই ব্যক্তির পরস্পর ঝগড়াকালে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন :

তোমাদের অবস্থা যদি এই হয়, তাহলে তোমরা তোমাদের জমি কেরায়া দিও না। আর তিনি শুধু “কৃষি ভূমি কেরায়া দিও না” এতটুকুই শুনেছেন।

বর্গাচাষ সংক্রান্ত চুক্তিপত্র

قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: كِتَابَةُ مَزَارَعَةٍ عَلَى أَنَّ الْبَذْرَ وَالنَّفَقَةَ عَلَى صَاحِبِ الْأَرْضِ وَلِلْمُزَارِعِ رُبْعُ مَا يُخْرِجُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهَا: هَذَا كِتَابُ كُتِبَ فَلَانُ بْنُ فَلَانٍ فِي صِحَّةٍ مِنْهُ وَجَوَّازٍ أَمْرٍ لِفَلَانِ ابْنِ فَلَانٍ إِنَّكَ دَفَعْتَ إِلَيَّ جَمِيعَ أَرْضِكَ الَّتِي بِمَوْضِعِ كَذَا فِي مَدِينَةِ كَذَا مَزَارَعَةً وَهِيَ الْأَرْضُ الَّتِي تُعْرَفُ بِكَذَا وَتَجْمَعُهَا حُدُودُ أَرْبَعَةٍ يُحِيطُ بِهَا كُلُّهَا وَأَحَدُ تِلْكَ الْحُدُودِ بِأَسْرِهِ لَزَيْقٍ كَذَا وَالثَّانِي وَالثَّلَاثُ وَالرَّابِعُ دَفَعْتَ إِلَيَّ جَمِيعَ أَرْضِكَ هَذِهِ الْمَحْدُودَةُ فِي هَذَا الْكِتَابِ بِحُدُودِهَا الْمُحِيطَةِ بِهَا وَجَمِيعِ حُقُوقِهَا وَشَرِيبِهَا وَأَنْهَارِهَا وَسَوَاقِينِهَا أَرْضًا بَيْضَاءَ فَارِغَةً لَا شَيْءَ فِيهَا مِنْ غَرْسٍ وَلَا زَرْعٍ سَنَةً تَامَةً أَوَّلُهَا مُسْتَهْلٌ شَهْرٌ كَذَا مِنْ سَنَةٍ كَذَا وَآخِرُهَا انْسِلَاخٌ شَهْرٌ كَذَا مِنْ سَنَةٍ كَذَا عَلَى أَنْ أَزْرَعَ جَمِيعَ هَذِهِ الْأَرْضِ الْمَحْدُودَةِ فِي هَذَا الْكِتَابِ الْمَوْصُوفُ مَوْضِعُهَا فِيهِ هَذِهِ السَّنَةُ الْمُؤَقَّتَةُ فِيهَا مِنْ أَوَّلِهَا إِلَى آخِرِهَا كُلِّ مَا أَرَدْتُ وَبَدَأْتُ أَنْ أَزْرَعَ فِيهَا مِنْ حِنْطَةٍ وَشَعِيرٍ وَسَمَاسٍ وَأَرْزٍ وَأَقْطَانٍ وَرِطَابٍ وَبَاقِلًا وَحِمَصٍ وَلُوبِيَا وَعَدَسٍ وَمَقَائِي وَمَبَاطِيخٍ وَجَزَرٍ وَشَلْجَمٍ وَفِجْلٍ وَبَصْلٍ وَثُومٍ وَبُقُولٍ وَرِيَّاحِينَ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ جَمِيعِ الْغُلَاتِ شِتَاءً وَصَيْفًا بِبِزُورِكَ وَبَذْرِكَ وَجَمِيعُهُ عَلَيْكَ دُونِي عَلَى أَنْ أَتَوَلَّى ذَلِكَ بِيَدِي وَبِمَنْ أَرَدْتُ مِنْ أَعْوَانِي وَأَجْرَانِي وَبِقَرِي وَأَدْوَاتِي وَإِلَى زِرَاعَةِ ذَلِكَ وَعِمَارَتِهِ وَالْعَمَلِ بِمَا فِيهِ نَمَاؤُهُ وَمَصْلَحَتُهُ وَكِرَابِ أَرْضِهِ وَتَنْقِيَةِ حَشِيشِهَا وَسَقْيِ مَايُحْتَاجُ إِلَى سَقْيِهِ مِمَّا زَرَعْتُ وَتَسْمِيدِ مَايُحْتَاجُ إِلَى تَسْمِيدِهِ وَحَفْرِ سَوَاقِينِهَا وَأَنْهَارِهِ وَاجْتِنَاءِ مَايُجْتَنَى مِنْهُ وَالْقِيَامِ بِحَصَادِ مَايُحْصَدُ مِنْهُ وَجَمْعِهِ دِيَّاسَةً مَايُدَاسُ مِنْهُ وَتَذْرِيبَتِهِ بِنَفَقَتِكَ عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ دُونِي وَأَعْمَلُ فِيهِ كُلِّهِ بِيَدِي وَأَعْوَانِي دُونَكَ عَلَى أَنْ لَكَ مِنْ جَمِيعِ مَايُخْرِجُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ الْمَوْصُوفَةِ فِي هَذَا الْكِتَابِ مِنْ أَوَّلِهَا إِلَى آخِرِهَا فَلكَ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعٍ بِحِطِّ أَرْضِكَ وَشَرِيبِكَ وَبَذْرِكَ وَنَفَقَاتِكَ وَلِيَ الرُّبْعُ الْبَاقِي مِنْ جَمِيعِ ذَلِكَ بِزِرَاعَتِي وَعَمَلِي وَقِيَامِي عَلَى ذَلِكَ بِيَدِي وَأَعْوَانِي وَدَفَعْتُ إِلَيَّ جَمِيعَ أَرْضِكَ هَذِهِ الْمَحْدُودَةِ فِي هَذَا الْكِتَابِ بِجَمِيعِ حُقُوقِهَا وَمَرَافِقِهَا وَقَبَضْتُ ذَلِكَ كُلَّهُ مِنْكَ يَوْمَ كَذَا

مِنْ شَهْرٍ كَذَا مِنْ سَنَةٍ كَذَا فَصَارَ جَمِيعُ ذَلِكَ فِي يَدِي لَكَ لَأَمْلِكُ لِي فِي شَيْءٍ مِنْهُ وَلَا دَعْوَى وَلَا طَلِبَةَ إِلَّا هَذِهِ الْمُزَارَعَةُ الْمَوْصُوفَةُ فِي هَذَا الْكِتَابِ فِي هَذِهِ السَّنَةِ الْمُسَمَّاةِ فِيهِ فَاذَا انْقَضَتْ فَذَلِكَ كُلُّهُ مَرْدُودٌ إِلَيْكَ وَإِلَى يَدِكَ وَلَكَ أَنْ تُخْرِجَنِي بَعْدَ انْقِضَائِهَا مِنْهَا وَتُخْرِجَهَا مِنْ يَدِي وَبَدَلَ كُلِّ مَنْ صَارَتْ لَهُ فِيهَا يَدٌ بِسَبَبِي أَقْرَأُ فُلَانٌ وَفُلَانٌ وَكُتِبَ هَذَا الْكِتَابُ نُسَخَتَيْنِ *

আবু আবদুর রহমান ইমাম নাসাই (র) বলেন : বর্গাচাষে বীজ এবং খরচ বহন করবে জমির মালিক আর যে চাষ করবে সে জমির উৎপন্ন দ্রব্যের এক-চতুর্থাংশ পাবে। এ মর্মে একটা চুক্তিপত্র থাকা চাই যা নিম্নরূপ হবে :

এটি একটি চুক্তিপত্র যা অমুকের পুত্র অমুকের নাতি অমুখ লিখেছেন। তিনি তা স্বজ্ঞানে ও সুস্থ অবস্থায় লিখেছেন। তিনি তা এমন অবস্থায় লিখেছেন, যে অবস্থায় তার সকল কারবার লেনদেন করা বৈধ ছিল। এতে রয়েছে, তুমি অর্থাৎ জমির মালিক, তোমার সমস্ত ভূমি যা অমুক পরগণার অমুক স্থানে অবস্থিত, তা আমাকে চাষ করার জন্য দিয়েছে। এই জমির নাম চিহ্ন এবং চতুর্সীমা, যার একদিক ঐ জমির সাথে এবং দ্বিতীয় এবং তৃতীয় এবং চতুর্থ সীমা এভাবে অমুক স্থানের সাথে মিলিত। তুমি এই তপসিলের জমি, এর সমস্ত হক, পানির অংশ নালা এবং নহরসহ আমাকে দিয়েছ। এই জমি এখন খালি, পরিষ্কার, এতে গাছ এবং শস্য নেই। পূর্ণ এক বছরের জন্য এটা দিয়েছ যা অমুক মাসের চাঁদ দেখার সাথে সাথে শুরু হয়ে অমুক বছরের অমুক মাসের শেষ দিন পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। এই শর্তে যে, আমি উপরোক্ত তপসিলের জমিতে যখনই ইচ্ছা করবো এবং যা ইচ্ছা চাষ করতে পারবো। যেমন গম ও যব অথবা ধান-তুলা, তরিতরকারির বাগান বা বুট, মসুর, খিরাই, তরমুজ, গাজর, শালগম, মূলা, পিঁয়াজ, রসুন, শাক, যে কোন প্রকার ফুল গাছ বা চারা ইত্যাদি। যে ফসলই হোক, তা শীতকালে হোক অথবা গ্রীষ্মকালে বপন করতে পারবো। কিন্তু বীজ ও চারা তোমার দায়িত্বে থাকবে। আমার কাজ শুধু চাষাবাদ করা, তাতে আমি আমার ইচ্ছামত সহযোগী শ্রমিক, গরু-লাঙ্গল ইত্যাদি ব্যবহার করে জমি চাষ করা, আবাদ করা, জমিকে ঠিক করা, হাল চালান, আগাছা পরিষ্কার করা, যেখানে পানি দেয়া আবশ্যিক হয় তাতে পানি দেওয়া; যেখানে সারের প্রয়োজন তথায় সার দেওয়া, দরকার হলে নালা খনন করা, ফল সংগ্রহ করা, যে ফল কাটার মত হয়, তা কাটা, পরিষ্কার করা সবই আমার দায়িত্বে থাকবে। কিন্তু যা খরচ হবে, তা তোমাকে বহন করতে হবে। হ্যাঁ, কাজ, শ্রম আমার পক্ষ হতে এবং আমার লোকদের পক্ষ হতে, তোমার পক্ষ হতে নয়, এই শর্তে যে, আল্লাহ্ তা'আলা এই কাজের পর ঐ মুদতের মধ্যে যা দান করবেন, তা হতে চার ভাগের তিন ভাগ জমি, পানি, বীজ এবং খরচের বিনিময়ে তোমার থাকবে। অবশিষ্ট চার ভাগের এক ভাগ চাষ, কাজ, মেহনত-এর বদলে আমার থাকবে। উপরিউক্ত তপসিলভুক্ত এই জমি এর যাবতীয় অধিকার ও সংশ্লিষ্ট বিষয়াদিসহ তুমি আমাকে দিলে, আর আমি তা অমুক দিন, অমুক মাস এবং অমুক বছর হতে গ্রহণ করলাম। এখন এই জমি আমার অধিকারে এলো। তবুও এতে আমার কোন মালিকানা স্বত্ত্ব নেই, আর এতে আমার কোন দাবিও নেই। শুধু কৃষি করার জন্য তুমি আমাকে দিলে, যা এই কাগজে উল্লেখ রয়েছে। আর আমি অমুক বছরের অমুক মাসের অমুক দিন হতে কর্তৃত্ব গ্রহণ করলাম। এ সময় শেষ হলে, আমি এ জমি তোমাকে ফিরিয়ে দিতে বাধ্য থাকব। আর মেয়াদ শেষ হওয়ামাত্র এ জমি আমার ও আমার লোকদের থেকে মুক্ত করে নেওয়ার এখতিয়ার তোমার থাকবে।

এতে উভয় পক্ষের তসদীক ও দস্তখত থাকবে এবং এর দুটি কপি করা হবে।

ذَكَرُ اخْتِلَافِ الْأَلْفَاظِ الْمَأْثُورَةِ فِي الْمَزَارَعَةِ

বর্গাচাষ সম্পর্কে বর্ণিত ভাষাগত বিভিন্নতা

৩৯৩০. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَّارَةَ قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ قَالَ كَانَ مُحَمَّدٌ يَقُولُ الْأَرْضُ عِنْدِي مِثْلُ مَالِ الْمُضَارَبَةِ فَمَا صَلَحَ فِي مَالِ الْمُضَارَبَةِ صَلَحَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَمْ يَصْلَحْ فِي مَالِ الْمُضَارَبَةِ لَمْ يَصْلَحْ فِي الْأَرْضِ قَالَ وَكَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَدْفَعَ أَرْضَهُ إِلَى الْأَكْثَارِ عَلَى أَنْ يَفْعَلَ فِيهَا بِنَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَأَعْوَانِهِ وَبَقَرِهِ وَلَا يُنْفِقُ شَيْئًا وَتَكُونَ النِّفْقَةُ كُلُّهَا مِنْ رَبِّ الْأَرْضِ *

৩৯৩০. আমার ইবন যুরারা (র) - - - - ইবন আওন (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : মুহাম্মদ (রা) বলতেন : আমার নিকট জমির বিষয়টা মুযারাবার মূলধনের মত, মুযারাবার মূলধনে যা বৈধ, তা জমিতে বৈধ। যা মুযারাবার মালে অবৈধ, তা জমিতেও অবৈধ। তিনি বলতেন : আমার নিকট এতে কোন ক্ষতি নেই। তিনি তাঁর সমস্ত জমিই কৃষকের হাওলা করেন, এ শর্তে যে, সে নিজে এবং তার সন্তানগণ অন্যদের সহযোগিতা নিয়ে নিজ গরু দ্বারা তাতে চাষ করবে কিন্তু খরচ তার ঘিষ্মায় থাকবে না। সমস্ত খরচ জমির মালিকের দিতে হবে।

৩৯৩১. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَفْعَلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَأَنْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا *

৩৯৩১. কুতায়বা (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ খায়বরের ইয়াহুদীদেরকে সেখানকার খেজুরগাছ দান করলেন এবং জমিও দান করলেন; যেন তারা নিজ খরচে সেখানে চাষাবাদ করে। যা সেখানে উৎপন্ন হবে, তাতে আমাদেরও অর্ধাংশ থাকবে।

৩৯৩২. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَفْعَلُوهَا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ شَطْرُ ثَمَرَتِهَا *

৩৯৩২. আবদুর রহমান ইবন আবদুল্লাহ ইবন আবদুল হাকাম (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ খায়বরের ইয়াহুদীদেরকে সেখানকার খেজুরগাছ এবং জমি দান করেন এ শর্তে যে, তারা সেখানে নিজেদের খরচে পরিশ্রম করে যা উৎপন্ন করবে, তার অর্ধেক রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে দিতে হবে।

৩৯৩৩. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ عَنْ

أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ كَانَتْ الْمَزَارِعُ تُكْرَى عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى أَنْ لِرَبِّ الْأَرْضِ مَا عَلَى رَبِيعِ السَّاقِي مِنَ الزَّرْعِ وَطَائِفَةٌ مِنَ الثَّنْبِ لَا أَدْرِي كَمْ هُوَ *

৩৯৩৩. আবদুর রহমান ইবন আবদুল্লাহ ইবন আবদুল হাকাম. (র) - - - - নাকে (রা) থেকে বর্ণিত যে, আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) বলতেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সময়ে আমরা জমি কেরায়া দিতাম এই শর্তে যে, তাতে যা উৎপন্ন হবে এবং কিছু ঘাস যার পরিমাণ আমার জানা নেই, মালিক পাবে।

৩৯৩৪. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ قَالَ كَانَ عَمَّا يَزْرَعَانِ بِالثَّلْثِ وَالرُّبْعِ وَأَبَى شَرِيكَهُمَا وَعَلَقَمَةُ وَالْأَسْوَدُ يَعْلَمَانِ فَلَا يَغِيرَانِ

৩৯৩৪. আলী ইবন হুজর (র) - - - - আবদুর রহমান ইবন আসওয়াদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমার দুই চাচা উৎপন্ন দ্রব্যের এক-তৃতীয়াংশ ও এক-চতুর্থাংশের বিনিময়ে চাষ করতেন। আমি তাদের উভয়ের সাথে শরীক ছিলাম, আর আলকামা এবং আসওয়াদ (রা)-ও একথা জানতেন, তবুও তাঁরা কিছু বলতেন না।

৩৯৩৫. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا الْمُفْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ مَعْمَرًا عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ قَالَ قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنْ خَيْرَ مَا أَنْتُمْ صَانِعُونَ أَنْ يُؤْجَرَ أَحَدُكُمْ أَرْضَهُ بِالذَّهَبِ وَالْوَرَقِ *

৩৯৩৫. মুহাম্মদ ইবন আবদুল আ'লা (র) - - - - সাঈদ ইবন জুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত। ইবন আব্বাস (রা) বলেন : তোমরা যে স্বর্ণ-রৌপ্যের বিনিময়ে জমি কেরায়া দাও, তা বড় উত্তম কাজ।

৩৯৩৬. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُمَا كَانَ لَا يَرِيَانِ بِأَسَا بِاسْتِجَارِ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ *

৩৯৩৬. কুতায়বা (র) - - - - ইবরাহীম এবং সাঈদ ইবন জুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত যে, তাঁরা জমি কেরায়া দেওয়াকে মন্দ মনে করতেন না।

৩৯৩৭. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَّارَةَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ لَمْ أَعْلَمْ شَرِيحًا كَانَ يَقْضِي فِي الْمَضَارِبِ إِلَّا بِقَضَائَيْنِ كَانَ رَبُّمَا قَالَ لِلْمَضَارِبِ بَيْنَتِكَ عَلَى مُصِيبَةٍ تُغْذَرُ بِهَا وَرَبُّمَا قَالَ لِصَاحِبِ الْمَالِ بَيْنَتِكَ أَنْ أَمِينِكَ خَائِنٌ وَإِلَّا فَيَمِينُهُ بِاللَّهِ مَا خَائِنَكَ *

৩৯৩৭. আমর ইবন যুরারা (র) - - - - মুহাম্মদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : কুফার কাষী গুরায়হ মুযারাবা চুক্তির ব্যবসায় দুই ধরনের আদেশ করতেন। কখনও তিনি মূলধন গ্রহীতাকে বলতেন : তুমি এমন কোন

বিষয়ের সপক্ষে তুমি সাক্ষী পেশ কর যাতে তোমাকে নিষ্কৃতি দেওয়া যায় এবং তোমাকে ক্ষতিপূরণ দিতে না হয়। আর কোন সময় তিনি মূলধনের মালিককে বলতেন : তুমি এই কথার সাক্ষী দান কর যে, মূলধন গ্রহীতা খেয়ানত করেছে, অথবা তুমি তার থেকে আল্লাহর শপথ নাও যে, সে তোমার খেয়ানত করেনি।

৩৭৩৮. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ طَارِقٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ لَا بَأْسَ بِاجَارَةِ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَقَالَ إِذَا دَفَعَ رَجُلٌ إِلَى رَجُلٍ مَالًا قِرَاضًا فَأَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ كِتَابًا كَتَبَ هَذَا كِتَابٌ كَتَبَهُ فُلَانٌ بْنُ فُلَانٍ طَوْعًا مِنْهُ فِي صِحَّةٍ مِنْهُ وَجَوَازٍ أَمْرِهِ لِفُلَانٍ بْنِ فُلَانٍ أَنْكَ دَفَعْتَ إِلَيَّ مُسْتَهْلَ شَهْرٍ كَذَا مِنْ سَنَةٍ كَذَا عَشْرَةَ أَلْفٍ دِرْهَمٍ وَضَحًا جَيَادًا وَزَنَ سَبْعَةَ قِرَاضًا عَلَى تَقْوَى اللَّهِ فِي السَّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ عَلَى أَنْ أَشْتَرِيَ بِهَا مَا شِئْتُ مِنْهَا كُلَّ مَا أَرَى أَنْ أَشْتَرِيَهُ وَأَنْ أَصْرِفَهَا وَمَا شِئْتُ مِنْهَا فِيمَا أَرَى أَنْ أَصْرِفَهَا فِيهِ مِنْ صُنُوفِ التَّجَارَاتِ وَأَخْرَجَ بِمَا شِئْتُ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُ وَأَبَيْعَ مَا أَرَى أَنْ أَبَيْعَهُ مِمَّا أَشْتَرِيَهُ بِنَقْدٍ رَأَيْتُ أَمْ بِنَسِيئَةٍ وَبَعِينٍ رَأَيْتُ أَمْ بِعَرَضٍ عَلَى أَنْ أَعْمَلَ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ كُلِّهِ بِرَأْيِي وَأَوْكُلُ فِي ذَلِكَ مَنْ رَأَيْتُ وَكُلُّ مَا رَزَقَ اللَّهُ فِي ذَلِكَ مِنْ فَضْلٍ وَرَبْحٍ بَعْدَ رَأْسِ الْمَالِ الَّذِي دَفَعْتَهُ الْمَذْكُورِ إِلَى الْمُسَمَّى مَبْلَغُهُ فِي هَذَا الْكِتَابِ فَهُوَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ نِصْفَيْنِ لَكَ مِنْهُ النِّصْفُ بِحَظِّ رَأْسِ مَالِكَ وَلِيَ فِيهِ النِّصْفُ تَامًا بِعَمَلِي فِيهِ وَمَا كَانَ فِيهِ مِنْ وَضِيعَةٍ فَعَلَى رَأْسِ الْمَالِ فَقَبِضْتُ مِنْكَ هَذِهِ الْعَشْرَةَ أَلْفَ دِرْهَمٍ الْوَضِيعُ الْجَيَادُ مُسْتَهْلَ شَهْرٍ كَذَا فِي سَنَةٍ كَذَا وَصَارَتْ لَكَ فِي يَدِي قِرَاضًا عَلَى الشَّرْطِ الْمُسْتَرْطَةِ فِي هَذَا الْكِتَابِ أَقْرَ فُلَانٌ وَفُلَانٌ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُطْلَقَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ وَيَبَيْعَ بِالنَّسِيئَةِ كَتَبَ وَقَدْ نَهَيْتَنِي أَنْ أَشْتَرِيَ وَأَبَيْعَ بِالنَّسِيئَةِ *

৩৯৩৮. আলী ইব্ন হজর (র) - - - - সাঈদ ইব্ন মুসাইয়্যাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : খালি জমি সোনা-রূপার বিনিময়ে কেরায়া দেয়াতে কোন দোষ নেই। যে ব্যক্তি কাউকে মুযারাবা হিসেবে কিছু দেবে, তখন তার উচিত হবে কিছু লিখে রাখা এবং তা এভাবে লিখবে : ইহা ঐ লিখিত স্বীকারোক্তি যা অমুকের পুত্র অমুক স্বেচ্ছায়, সজ্ঞানে লিখেছে এবং অমুকের পুত্র অমুককে প্রদান করেছে। এই মর্মে যে, অমুক সালের অমুক মাস আরম্ভ হলে তুমি আমাকে ষাঁটি দশ হাজার দিরহাম প্রদান করেছ এই শর্তে যে, আমি প্রকাশ্যে এবং অপ্রকাশ্যে আল্লাহকে ভয় করবো এবং আমানত রক্ষা করবো। আর এই শর্তে যে, এই দিরহাম দ্বারা যা ইচ্ছা তা ক্রয় করবো, যেখানে ইচ্ছা ব্যয় করবো এবং যেখান থেকে ইচ্ছা উঠিয়ে নেব, খরিদকৃত মাল হতে যা ইচ্ছা তা নগদ বা বাকী বিক্রি করবো, আর নিজের ইচ্ছায় টাকা বা অন্য মাল নেব। আর যাকে ইচ্ছা আমি উকিল নির্বাচন করবো। তুমি যেমন দিয়েছ, যা লিখিত আছে, তাতে আল্লাহ যে মুনাফা দেবেন, তা আমাদের উভয়ের মধ্যে আধাআধি হারে বণ্টিত হবে। তুমি তোমার মালের বিনিময়ে এবং আমি আমার মেহনত ও শ্রমের বিনিময়ে

আধাআধি পাব। আর যদি ব্যবসায়ে ক্ষতি হয়, তবে তা তোমার মূলধন থেকে যাবে। এই শর্তে আমি এই দশ হাজার দিরহাম তোমার থেকে গ্রহণ করলাম। অমুক সালের অমুক তারিখ হতে এই মাল মুযারাবাত হিসেবে আমার দায়িত্বে এলো। অমুক অমুক ব্যক্তি এ কথার অস্বীকার করলো। যদি সম্পদের মালিক এই ইচ্ছা করে যে, সে ব্যক্তি বাকীতে মাল বেচাকেনা করবে না, তবে এভাবে লিখবে যে, তুমি আমাকে বাকীতে বেচাকেনা করতে নিষেধ করলে।

شَرَكَةُ عِنَانٍ بَيْنَ ثَلَاثَةٍ

শারিকাতুল 'ইনান' (অসম অংশীদারি কারবার) --এর চুক্তিপত্র

هَذَا مَا اشْتَرَكَ عَلَيْهِ فُلَانٌ وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ فِي صِحَّةِ عُقُولِهِمْ وَجَوَازِ أَمْرِهِمْ اشْتَرَكُوا شَرَكَةَ عِنَانٍ لَا شَرَكَةَ مَفَاوِضَةٍ بَيْنَهُمْ فِي ثَلَاثِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَضَحًا جَيَادًا وَزَنَ سَبْعَةَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَشْرَةَ أَلْفٍ دِرْهَمٍ خَلَطُوهَا جَمِيعًا فَصَارَتْ هَذِهِ الثَّلَاثِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ فِي أَيْدِيهِمْ مَخْلُوطَةً بِشَرَكَةِ بَيْنَهُمْ أَثْلَاثًا عَلَى أَنْ يَفْعَلُوا فِيهِ بِتَقْوَى اللَّهِ وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ إِلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ وَيَشْتَرَوْنَ جَمِيعًا بِذَلِكَ وَبِمَا رَأَوْا مِنْهُ اشْتِرَاءَهُ بِالنَّقْدِ وَيَشْتَرَوْنَ بِالنَّسِئَةِ عَلَيْهِ مَا رَأَوْا أَنْ يَشْتَرَوْا مِنْ أَنْوَاعِ التَّجَارَاتِ وَأَنْ يَشْتَرِيَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَلَى حَدِّهِ دُونَ صَاحِبِهِ بِذَلِكَ وَبِمَا رَأَى مِنْهُ مَا رَأَى اشْتِرَاءَهُ بِالنَّقْدِ وَبِمَا رَأَى اشْتِرَاءَهُ عَلَيْهِ بِالنَّسِئَةِ يَفْعَلُونَ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ مُجْتَمِعِينَ بِمَا رَأَوْا وَيَعْمَلُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مُنْفَرِدًا بِهِ دُونَ صَاحِبِهِ بِمَا رَأَى جَائِزًا لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ عَلَى نَفْسِهِ وَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ صَاحِبِيهِ فِيمَا اجْتَمَعُوا عَلَيْهِ وَفِيمَا انْفَرَدُوا بِهِ مِنْ ذَلِكَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ دُونَ الْآخَرِينَ فَمَا لَزِمَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فِي ذَلِكَ مِنْ قَلِيلٍ وَمِنْ كَثِيرٍ فَهُوَ لَازِمٌ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ صَاحِبِيهِ وَهُوَ وَاجِبٌ عَلَيْهِمْ جَمِيعًا وَمَا رَزَقَ اللَّهُ فِي ذَلِكَ مِنْ فَضْلٍ وَرَبِحٍ عَلَى رَأْسِ مَالِهِمُ الْمَسْمُومِ مَبْلَغُهُ فِي هَذَا الْكِتَابِ فَهُوَ بَيْنَهُمْ أَثْلَاثًا وَمَا كَانَ فِي ذَلِكَ مِنْ وَضِيعَةٍ وَتَبِعَةٍ فَهُوَ عَلَيْهِمْ أَثْلَاثًا عَلَى قَدَرِ رَأْسِ مَالِهِمْ وَقَدْ كُتِبَ هَذَا الْكِتَابُ ثَلَاثَ نُسَخٍ مُتَسَاوِيَاتٍ بِالْأَفَاطِ وَأَحَدَةٌ فِي يَدِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ فُلَانٍ وَفُلَانٍ وَفُلَانَةٍ وَثَبَتَتْ لَهُ أَقْرَ فُلَانٌ وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ *

১. শারিকাতুল 'ইনান' এমন যৌথ কারবারকে বলে, যাতে সকল শরীকের মূলধন বা দায়িত্ব-কর্তব্য, কিংবা মুনাফার অংশ সমান হয় না এবং অংশীদারগণ একে অপরের প্রতিনিধি হয়, যামিনদার হয় না।

এটি ঐ চুক্তিনামা, যাতে অমুক, অমুক ও অমুকের শরীকী কারবারের বিবরণ রয়েছে। যা তারা স্বজ্ঞানে, স্বেচ্ছায় ত্রিশ হাজার খাঁটি দিরহামের শরীকী কারবারের ব্যাপারে লিখেছে। তাদের এ যৌথ কারবার 'ই'নান' জাতীয়, মুফাওয়াযা জাতীয় নয়। তাদের প্রত্যেকে দশ হাজার দিরহাম করে দিয়েছে। তাতে মোট ত্রিশ হাজার হয়েছে। তার প্রতি দশ দিরহাম সাত মিসকাল ওজনের। এখন প্রত্যেকের হাতে ঐ মিশ্রিত দিরহামের তৃতীয়াংশ রয়েছে। এরা প্রত্যেকে আল্লাহকে ভয় করে, প্রত্যেকে অন্যের আমানত আদায় করার ব্যাপারে যত্নবান থেকে পরিশ্রম করবে এবং মিলেমিশে মাল ক্রয় করবে এবং যে মালের ব্যবসা করার ইচ্ছা করবে, সেই মাল নগদ বা বাকীতে ক্রয় করতে পারবে। আর যদি পৃথক পৃথকভাবে অথবা একত্রে ক্রয় করে, তবুও তা সকলের উপর প্রযোজ্য হবে। এক্ষেত্রে তাদের কোন একজনের উপর কোন দায় বর্তালে তা অপর দুই শরীকের উপরেও বর্তাবে। পরে আল্লাহ যা লাভ দেবেন, তা এ দলীলে বর্ণিত মূলধন অনুযায়ী সমহারে অংশীদারদের মধ্যে বণ্টন হবে। আর যদি ক্ষতি হয়, তবে তা-ও মূলধনের ন্যায় সবার উপর বর্তাবে। এই চুক্তিপত্রের তিন কপি একই রকম একই শব্দের সাথে লিখে প্রত্যেক অংশীদারকে দলীল স্বরূপ দেয়া হবে এবং এতে প্রত্যেকের স্বাক্ষর নিতে হবে।

شَرَكَةُ مُفَاوَضَةٍ بَيْنَ أَرْبَعَةٍ عَلَى مَذْهَبٍ مِنْ يُجِيزُهَا

শারিকাতুল- মুফাওয়াযা (সমঅংশীদারি কারবার)^১-এর চুক্তিপত্র

قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ هَذَا مَا اشْتَرَكِ عَلَيْهِ فُلَانٌ وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ بَيْنَهُمْ شَرَكَةُ مُفَاوَضَةٍ فِي رَأْسِ مَالٍ جَمْعُوهُ بَيْنَهُمْ مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ وَتَقْدِيرٍ وَاحِدٍ وَخَلَطُوهُ وَصَارَ فِي أَيْدِيهِمْ مُمْتَزَجًا لَا يَعْرِفُ بَعْضُهُ مِنْ بَعْضٍ وَمَالٌ كُلٌّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فِي ذَلِكَ وَحَقُّهُ سَوَاءٌ عَلَى أَنْ يَفْعَلُوا فِي ذَلِكَ كُلِّهِ وَفِي قَلِيلٍ وَكَثِيرٍ سَوَاءٌ مِنَ الْمُبَايَعَاتِ وَالْمُتَاجَرَاتِ نَقْدًا وَنَسِينَةً بَيْنًا وَشِرَاءً فِي جَمِيعِ الْمَعَامَلَاتِ وَفِي كُلِّ مَا يَتَعَاطَاهُ النَّاسُ بَيْنَهُمْ مُجْتَمِعِينَ بِمَا رَأَوْا وَيَعْمَلُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَلَى انْفِرَادِهِ بِكُلِّ مَا رَأَى وَكُلٌّ مَابَدَا لَهُ جَائِزٌ أَمْرُهُ فِي ذَلِكَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ وَعَلَى أَنَّهُ كُلٌّ مَالِزِمٌ كُلٌّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَلَى هَذِهِ الشَّرَكَةِ الْمَوْصُوفَةِ فِي هَذَا الْكِتَابِ مِنْ حَقٍّ وَمِنْ دَيْنٍ فَهُوَ لَزِمٌ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مِنْ أَصْحَابِهِ الْمُسَمَّيْنَ مَعَهُ فِي هَذَا الْكِتَابِ وَعَلَى أَنْ جَمِيعُ مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ فِي هَذِهِ الشَّرَكَةِ الْمُسَمَّاةِ فِيهِ وَمَا رَزَقَ اللَّهُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فِيهَا عَلَى حِدَتِهِ مِنْ فَضْلٍ وَرَبْحٍ فَهُوَ بَيْنَهُمْ جَمِيعًا بِالسَّوِيَّةِ وَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ نَقِصَةٍ فَهُوَ عَلَيْهِمْ جَمِيعًا بِالسَّوِيَّةِ بَيْنَهُمْ وَقَدْ جَعَلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ فُلَانٍ وَفُلَانٍ وَفُلَانٍ كُلٌّ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ الْمُسَمَّيْنَ فِي هَذَا الْكِتَابِ مَعَهُ وَكَيْلُهُ فِي

১. শারিকাতুল-মুফাওয়াযা (সমঅংশীদারি কারবার) বলে এমন যৌথ ব্যবসাকে, যাতে সকল অংশীদারের মূলধন, লাভ-লোকসান ও দায়-দায়িত্ব সমান হয় এবং তাদের প্রত্যেকে একে অন্যের প্রতিনিধি ও যামিনদার হয়।

الْمُطَالَبَةُ بِكُلِّ حَقٍّ هُوَ لَهُ وَالْمُخَاصَمَةُ فِيهِ وَقَبْضُهُ وَفِي خُصُومَةٍ كُلِّ مَنْ اعْتَرَضَهُ بِخُصُومَةٍ
وَكُلِّ مَنْ يُطَالِبُهُ بِحَقٍّ وَجَعَلَهُ وَصِيَّهُ فِي شَرِكَتِهِ مِنْ بَعْدِ وَفَاتِهِ وَفِي قَضَاءِ دِيُونِهِ وَإِنْفَازِ
وَصَايَاهُ وَقَبْلِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ مَا جَعَلَ إِلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ أَقْرَ فُلَانٌ
وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ *

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ অর্থ : হে ঈমানদারগণ ! তোমরা
অঙ্গীকার পূর্ণ করবে। ইহা ঐ চুক্তিনামা, যার মাধ্যমে অমুক, অমুক, অমুক এবং অমুক ব্যক্তি অংশীদার হবে ঐ
মূলধনে যা তারা একই শ্রেণীর মুদ্রায় জমা করার পর, মিলিয়ে ফেলেছে এবং তা তাদের নিকট মিশ্রিতাকারে
আছে। ফলে তা পৃথকভাবে চেনা যায় না; এতে সকলের অংশ ও অধিকার সমান। অল্প বিস্তর যাই হোক, এতে
তারা সকলে সমভাবে কাজ করবে তা বেচাকেনা, ব্যবসা-বাণিজ্য ও যে কোন কারবারই হোক না কেন।
এমননিও তা নগদ হোক বা বাকী, সকলে মিলে হোক বা একাকী ক্রয়-বিক্রয় করবে। আর এই অংশীদারিত্বের
পরিপ্রেক্ষিতে প্রত্যেক শরীকের হক বা দেনা প্রত্যেকের উপর বর্তাবে, যাদের নাম ঐ চুক্তিপত্রে উল্লেখ রয়েছে।
যদি আল্লাহ্ তা'আলা সকলকে অথবা একজনকে লাভ দেন, তবে তা সকলের মধ্যে সমানভাবে বণ্টিত হবে।
আর ক্ষতিও সকলের উপর বর্তাবে। আর ঐ বর্ণিত ব্যক্তিগণ প্রত্যেকেই একে অন্যকে উকিল নিযুক্ত করলো।
প্রত্যেকের পাওনা আদায় করা, ফরয আদায় করা বা মামলা ও আদায়ের উত্তর দেয়ার জন্য এবং প্রত্যেকে
অন্যকে নিজের মৃত্যুর পর করয আদায়, ওসীয়াত পূর্ণ করা ইত্যাদির ব্যাপারে স্বীয় উকিল নিযুক্ত করলো।
প্রত্যেকেই অন্যের কাজ স্বীকার করলো, অমুক, অমুক, অমুক এবং অমুক ব্যক্তি এ সকল কথার অঙ্গীকার
করলো। অতঃপর তারা সকলে এতে দস্তখত করবে।

بَابُ شَرِكَةِ الْأَبْدَانِ

পরিচ্ছেদ : শারীরিকভাবে শরীক হওয়া

৩৯৩৯. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَقَ
عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ اشْتَرَكْتُ أَنَا وَعَمَّارٌ وَسَعْدٌ يَوْمَ بَدْرٍ فَجَاءَ سَعْدٌ بِأَسِيرَيْنِ
وَلَمْ أَجِئْ أَنَا وَلَا عَمَّارٌ بِشَيْءٍ *

৩৯৩৯. আমার ইব্ন আলী (র) - - - - আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : বদর যুদ্ধের দিন আমি,
আম্মার এবং সা'দ এ কথায় শরীক হলাম যে, আমরা যা পাব তা নিজেদের মধ্যে বণ্টন করে নেব। সা'দ (রা)
দু'জন করেদী পেলেন, আর আমি এবং আম্মার কিছুই পেলাম না।

৩৯৪০. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي عَبْدَيْنِ
مُتَّفَاوِضَيْنِ كَاتَبَ أَحَدُهُمَا قَالَ جَائِزٌ إِذَا كَانَ مُتَّفَاوِضَيْنِ يَقْضَى أَحَدُهُمَا عَنِ الْآخَرِ *

৩৯৪০. আলী ইবন হুজর (র) - - - - যুহরী (র) বলেন : যখন দুই গোলাম শিরকতে মুফাওয়া^১ করে, পরে একজন মুকাতাব হয়ে যায়। তিনি বলেন : ইহা বৈধ হবে যখন একজন অন্যজনের পক্ষ হতে আদায় করবে।

تَفَرُّقُ الشُّرَكَاءِ عَنْ شَرِيكِهِمْ

অংশীদারদের একজনের অংশ ত্যাগ করা

هَذَا كِتَابٌ كَتَبَهُ فُلَانٌ وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ بَيْنَهُمْ وَأَقْرَأَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ الْمُسْمَيْنِ مَعَهُ فِي هَذَا الْكِتَابِ بِجَمِيعِ مَا فِيهِ فِي صِحَّةٍ مِنْهُ وَجَوَازٍ أَمْرٍ أَنَّهُ جَرَتْ بَيْنَنَا مَعَامَلَاتٌ وَمُتَاجِرَاتٌ وَأَشْرِيَةٌ وَبَيْعٌ وَخُلْطَةٌ وَشَرِكَةٌ فِي أَمْوَالٍ وَفِي أَنْوَاعٍ مِنَ الْمَعَامَلَاتِ وَقُرُوضٍ وَمُصَارَفَاتٍ وَوَدَائِعٍ وَأَمَانَاتٍ وَسَفَاتِحٍ وَمُضَارَبَاتٍ وَعَوَارِيٍّ وَدَيُونٍ وَمُؤَاجِرَاتٍ وَمُزَارَعَاتٍ وَمُؤَاكَرَاتٍ وَإِنَّا تَنَاقَضْنَا عَلَى التَّرَاضِي مِمَّا جَمِعْنَا بِمَا فَعَلْنَا جَمِيعَ مَا كَانَ بَيْنَنَا مِنْ كُلِّ شَرِكَةٍ وَمِنْ كُلِّ مُخَالَطَةٍ كَانَتْ جَرَتْ بَيْنَنَا فِي نَوْعٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْمَعَامَلَاتِ وَفَسَخْنَا ذَلِكَ كُلَّهُ فِي جَمِيعِ مَا جَرَى بَيْنَنَا فِي جَمِيعِ الْأَنْوَاعِ وَالْأَصْنَافِ وَبَيَّنَّا ذَلِكَ كُلَّهُ نَوْعًا نَوْعًا وَعَلِمْنَا مَبْلَغَهُ وَمُنْتَهَاهُ وَعَرَفْنَاهُ عَلَى حَقِّهِ وَصَدَّقَهُ فَاسْتَوْفَى كُلُّ وَاحِدٍ مِمَّا جَمِيعَ حَقِّهِ مِنْ ذَلِكَ أَجْمَعَ وَصَارَ فِي يَدِهِ فَلَمْ يَبْقَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِمَّا قَبْلَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ الْمُسْمَيْنِ مَعَهُ فِي هَذَا الْكِتَابِ وَلَا قَبْلَ أَحَدٍ بِسَبَبِهِ وَلَا بِاسْمِهِ حَقٌّ وَلَا دَعْوَى وَلَا طَلِبَةٌ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِمَّا قَدْ اسْتَوْفَى جَمِيعَ حَقِّهِ وَجَمِيعَ مَا كَانَ لَهُ مِنْ جَمِيعِ ذَلِكَ كُلِّهِ وَصَارَ فِي يَدِهِ مُؤَفَّرًا أَقْرَأَ فُلَانٌ وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ *

এই চুক্তিনামা অমুক, অমুক, অমুক এবং অমুক ব্যক্তি লিখেছে, এরা সকলে অঙ্গীকার করলো, আপন অন্য সাথীদের জন্য যাদের নাম এই চুক্তিনামায় লেখা রয়েছে। স্বজ্ঞানে, স্বেচ্ছায় যে, আমরা সকলে যে ব্যবসা, ক্রয়-বিক্রয়, শরীকী লেনদেন, করয, আমানত, মুযারাবাত ধার, কৃষি এবং কেরায়া ইত্যাদি শরীকীভাবে আরম্ভ করেছি, এ সকল নিজের ইচ্ছায় ত্যাগ করলাম। আর যে শরীকী কারবারে এখন পর্যন্ত জড়িত আছি, তা পরিত্যাগ করলাম। মাল ও ব্যবসায়ের প্রত্যেক ব্যাপার ভিন্ন ভিন্নভাবে বর্ণনা করলাম। আর এর সীমা ও পরিমাণ পৃথক পৃথক ঠিক করলাম। আমরা প্রত্যেকে নিজেদের পূর্ণ অংশ নিজের আয়ত্তে নিলাম। এখন আমাদের কারো অন্যের উপর কোন দাবি-দাওয়া নেই। কেননা প্রত্যেকেই নিজের প্রাপ্য বুঝে পেয়েছে। এখন অমুক, অমুক, অমুক এবং অমুক ব্যক্তি এর তসদীক ও দস্তখত করল।

১. শিরকাতে মুফাওয়া হলো- যাতে শরীকগণ সম্পদ-এর ব্যবহার এবং দেনার ব্যাপারে সমান।

تَفْرِيقُ الزَّوْجَيْنِ عَنْ مَزَاوَجَتِهِمَا

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্ক ছিন্ন হলে কিরূপে লিখবে

قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْنًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ هَذَا كِتَابٌ كَتَبْتُهُ فَلَانَةُ بِنْتُ فَلَانَ فِي صِحَّةٍ مِنْهَا وَجَوَّازٍ أَمْرٍ لِفُلَانِ بْنِ فَلَانَ بْنِ فَلَانَ إِنِّي كُنْتُ زَوْجَةً لَكَ وَكُنْتُ دَخَلْتُ بِي فَأَفْضَيْتُ إِلَى ثُمَّ إِنِّي كَرِهْتُ صُحْبَتَكَ وَأَحْبَبْتُ مَفَارَقَتَكَ عَنْ غَيْرِ اضْطِرَارٍ مِنْكَ بِي وَلَا مَنَعِي لِحَقٍّ وَأَجِبْ لِي عَلَيْكَ وَإِنِّي سَأَلْتُكَ عِنْدَ مَاخِفْنَا أَنْ لَا تُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ أَنْ تَخْلَعَنِي فَتُبَيِّنَنِي مِنْكَ بِتَطْلِيقَةٍ بِجَمِيعِ مَالِي عَلَيْكَ مِنْ صَدَاقٍ وَهُوَ كَذَا وَكَذَا دِينَارًا جِيادًا مَثَاقِيلَ وَكَذَا وَكَذَا دِينَارًا جِيادًا مَثَاقِيلَ أُعْطَيْتُكَهَا عَلَى ذَلِكَ سِوَى مَا فِي صَدَاقِي فَفَعَلْتَ الَّذِي سَأَلْتُكَ مِنْهُ فَطَلَّقْتَنِي تَطْلِيقَةً بَائِنَةً بِجَمِيعِ مَا كَانَ بَقِيَ لِي عَلَيْكَ مِنْ صَدَاقِي الْمُسَمَّى مَبْلَغُهُ فِي هَذَا الْكِتَابِ وَبِالدَّانِيَرِ الْمُسَمَّاةِ فِيهِ سِوَى ذَلِكَ فَقَبِلْتُ ذَلِكَ مِنْكَ مُشَافَهَةً لَكَ عِنْدَ مُخَاطَبَتِكَ إِيَّايَ بِهِ وَمُجَابَبَةً عَلَى قَوْلِكَ مِنْ قَبْلِ تَصَادُرِنَا عَنْ مَنْطِقِنَا ذَلِكَ وَدَفَعْتُ إِلَيْكَ جَمِيعَ هَذِهِ الدَّانِيَرِ الْمُسَمَّى مَبْلَغُهَا فِي هَذَا الْكِتَابِ الَّذِي خَالَعْتَنِي عَلَيْهَا وَأَفِيءَ سِوَى مَا فِي صَدَاقِي فَصِرْتُ بَائِنَةً مِنْكَ مَالِكَةً لِأَمْرِي بِهَذَا الْخَلْعِ الْمَوْصُوفِ أَمْرُهُ فِي هَذَا الْكِتَابِ فَلَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيَّ وَلَا مُطَالَبَةَ وَلَا رَجْعَةَ وَقَدْ قَبَضْتُ مِنْكَ جَمِيعَ مَا يَجِبُ لِمِثْلِي مَا دُمْتُ فِي عِدَّةٍ مِنْكَ وَجَمِيعَ مَا أَسْتَحْجُ إِلَيْهِ بِتِمَامِ مَا يَجِبُ لِلْمُطَلَّاقَةِ الَّتِي تَكُونُ فِي مِثْلِ حَالِي عَلَى زَوْجِهَا الَّذِي يَكُونُ فِي مِثْلِ حَالِكَ فَلَمْ يَبْقَ لِوَاحِدٍ مِمَّا قَبْلَ صَاحِبِهِ حَقٌّ وَلَا دَعْوَى وَلَا طَلِبَةٌ فَكُلُّ مَا دَعَى وَاحِدٌ مِمَّا قَبْلَ صَاحِبِهِ مِنْ حَقٍّ وَمِنْ دَعْوَى وَمِنْ طَلِبَةٍ بِوَجْهِهِ مِنَ الْوُجُوهِ فَهُوَ فِي جَمِيعِ دَعْوَاهُ مُبْطَلٌ وَصَاحِبُهُ مِنْ ذَلِكَ أَجْمَعُ بَرِيءٌ وَقَدْ قَبِلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِمَّا كُلُّ مَا أَقْرَأَ لَهُ بِهِ صَاحِبُهُ وَكُلُّ مَا أَبْرَأَهُ مِنْهُ مِمَّا وَصَفَ فِي هَذَا الْكِتَابِ مُشَافَهَةً عِنْدَ مُخَاطَبَتِهِ إِيَّاهُ قَبْلَ تَصَادُرِنَا عَنْ مَنْطِقِنَا وَافْتِرَاقِنَا عَنْ مَجْلِسِنَا الَّذِي جَرَى بَيْنَنَا فِيهِ أَقْرَأْتُ فَلَانَةَ وَفُلَانَ *

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন : স্ত্রীদেরকে তোমরা যা দিয়েছ, তার থেকে কোন কিছু গ্রহণ করা তোমাদের জন্য বৈধ নয়; অবশ্য যদি তাদের উভয়ের এই ভয় হয় যে, তারা আল্লাহর সীমারেখা ঠিক রাখতে পারবে না। আর

তোমরা যদি আশংকা কর যে, তারা আল্লাহর সীমারেখা রক্ষা করে চলতে পারবে না; তবে স্ত্রী যদি কোন কিছুর বিনিময়ে নিজেকে মুক্ত করে নিতে চায়, তাতে তাদের কারো কোন অপরাধ নেই। (২ : ২২৯) লিখিত চুক্তিনামা। যা অমুকের কন্যা অমুক অমুকের পুত্র অমুককে স্বজ্ঞানে, স্বৈচ্ছায় লিখে দিয়েছে যে, আমি তোমার স্ত্রী ছিলাম, তুমি আমার সাথে সহবাস করেছ এবং মিলিত হয়েছ। এখন তোমার সাথে আমার থাকা আমি পছন্দ করি না, বরং আমি তোমার থেকে পৃথক হওয়া কামনা করি। তুমি আমার কোন ক্ষতি করনি এবং তোমার উপর আমার যে হক ছিল তা হতে আমাকে বঞ্চিত করনি। যখন আমি আল্লাহর সীমালঙ্ঘনের ভয় করেছি, তখন তোমাকে অনুরোধ করেছি যে, তুমি আমার সাথে খোলা' কর এবং আমাকে এক তালাক বায়েন দিয়ে দাও, আমার ঐ মাহরের বিনিময়ে যা তোমার নিকট রয়েছে। আর তা এত দীনার অথবা মিসকাল হবে। আর তা ব্যতীত আমি তোমাকে যে এত দীনার দান করেছি, তারও বিনিময়ে। সুতরাং তুমি আমার যে অনুরোধ রক্ষা করেছ ঐ মাহরের বিনিময়ে যা উপরে লিখিত হয়েছে, তা ব্যতীত সেই দীনারের বিনিময়ে, যা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে; আর তুমি আমাকে এক তালাক বায়েন দিয়েছ, আর তোমার সামনে আমি তা গ্রহণ করেছি, যখন তুমি আমার সাথে কথা বলেছো আর আমি তোমার কথার উত্তর দিয়েছি আমাদের কথা শেষ হওয়ার পূর্বে। যে টাকার বিনিময়ে তুমি আমাকে খোলা' করলে, ঐ সকল টাকা আমি তোমাকে দিয়ে দিলাম। এখন আমি তোমার থেকে পৃথক হলাম। আমি এখন নিজের ইচ্ছায় কাজ করতে পারবো, ঐ খোলা'র কারণে, যা উপরে বর্ণিত হলো। এখন আমার উপর তোমার কোন ক্ষমতা চলবে না, আর কোন দাবিও না এবং তোমার পুনরায় আমাকে গ্রহণ করার ক্ষমতাও নেই। আর আমার মত স্ত্রীর যা পাওনা থাকে, আমি সবই তোমার থেকে পেয়েছি। অর্থাৎ খোরপোষ এবং ইন্দত ইত্যাদি। এখন হতে আমাদের মধ্যে কারো অন্যের উপর কোন হক নেই, দাবিও নেই। যদি কেউ কোন দাবি করে, তবে তা বাতিল বলে গণ্য হবে এবং অপরপক্ষ তার সে দাবি-দাওয়া থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকবে। আমরা প্রত্যেকে গ্রহণ করে নিলাম যা অপরপক্ষ স্বীকার করেছে এবং যার দায় থেকে অপরপক্ষ মুক্তিদান করেছে। যা চুক্তিপত্রে লেখা হয়েছে সামনা-সামনি আলাপ-আলোচনার সময়, এই মজলিস হতে উঠে যাওয়ার পূর্বেই, যে মজলিসে আমাদের উভয়ের অঙ্গীকার হলো। তারপর উভয় পক্ষ এতে দস্তখত করবে।

الْكِتَابَةُ

দাস-দাসীকে মুকাতাব বানানোর চুক্তিপত্র

قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَالَّذِينَ يَبْتَفُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا هَذَا كِتَابٌ كُتِبَ فُلَانٌ بِنُ فُلَانٍ فِي صِحَّةٍ مِنْهُ وَجَوَازٍ أَمْرٍ لِفَتَاهُ الثَّوْبِيُّ الَّذِي يُسَمَّى فُلَانًا وَهُوَ يَوْمَنْدٍ فِي مِلْكِهِ وَيَدِهِ إِنِّي كَاتِبْتُكَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَلْفٍ دِرْهَمٍ وَضَعِ جِيَادٍ وَزَنَ سَبْعَةَ مَنَجمَةٍ عَلَيْكَ سِتُّ سِنِينَ مُتَوَالِيَاتٍ أَوَّلُهَا مُسْتَهْلُ شَهْرِ كَذَا مِنْ سَنَةِ كَذَا عَلَى أَنْ تَدْفَعَ إِلَى هَذَا الْمَالِ الْمُسَمَّى مَبْلَغُهُ فِي هَذَا الْكِتَابِ فِي نُجُومِهَا فَأَنْتَ حُرٌّ لَكَ مَا لِلْأَحْرَارِ وَعَلَيْكَ مَا عَلَيْهِمْ فَإِنْ أَخْلَلْتُ شَيْئًا مِنْهُ عَنْ مَحَلِّهِ بَطُلَتِ الْكِتَابَةُ وَكُنْتُ رَقِيقًا لَكِ الْكِتَابَةُ لَكَ وَقَدْ قَبِلْتُ مَكَاتِبَتَكَ عَلَيْهِ عَلَى الشَّرْوَطِ الْمَوْصُوفَةِ فِي هَذَا الْكِتَابِ قَبْلَ تَصَادُرِنَا عَنْ مَنْطِقِنَا وَافْتِرَاقِنَا عَنْ مَجْلِسِنَا الَّذِي جَرَى بَيْنَنَا ذَلِكَ فِيهِ أَقْرُ فُلَانٌ وَفُلَانٌ *

আল্লাহ তা'আলা বলেন : আর তোমাদের মালিকানাধীন দাস-দাসীদের মধ্যে কেউ তার মুক্তির জন্য লিখিত চুক্তি করতে চাইলে, তাদের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হও, যদি তোমরা তাদের মধ্যে মঙ্গলের সন্ধান পাও। (২৪ : ৩৩) ইহা ঐ অঙ্গীকারনামা, যা অমুকের পুত্র অমুক স্বজ্ঞানে, স্বেচ্ছায় তার অমুক গোত্রীয় অমুক নামের গোলামের জন্য লিপিবদ্ধ করেছে, যে আজ পর্যন্ত তার মালিকানাধীন ছিল। আমি তোমাকে পূর্ণ তিন হাজার খাঁটি দিরহাম-এর বিনিময়ে মুকাতাব করলাম, যার প্রতি দশ দিরহামের ওজন সাত মিসকালের সমান; আর তা ছয় বছরে কিস্তিতে আদায় করা হবে। প্রথম কিস্তি অমুক বছরের অমুক মাসের চাঁদ দেখার সাথে সাথে দেয়া হবে। যদি উল্লেখিত টাকা বরাবর কিস্তিতে আদায় করা হয়, তবে তুমি মুক্ত। আর তখন তোমার জন্য ঐ সকল কথা বৈধ, যা একজন আযাদ ব্যক্তির জন্য বৈধ হয়ে থাকে। আর তোমার উপর তা বর্তাবে, যা তাদের উপর বর্তায়। যদি তুমি তা সময়মত আদায় করতে না পার, তবে এই চুক্তিনামা বাতিল হয়ে যাবে এবং তুমি পুনরায় দাস হিসেবে গণ্য হবে। আর আমি এই পত্রে ঐ সকল শর্তে তোমার কিতাবাত গ্রহণ করলাম, আমার কথা শেষ হওয়ার পূর্বে এবং মজলিস শেষ হওয়ার পূর্বে এই চুক্তিনামায় লেখা হয়েছে। তারপর উভয়ে তাতে দস্তখত করবে।

تَذْكِير

মুদাঈয়ার বানানোর চুক্তিপত্র

هَذَا كِتَابٌ كَتَبَهُ فُلَانٌ بَنُ فُلَانٍ بِنِ فُلَانٍ لِفَتَاهُ الصَّقْلَى الْخَبَّازِ الطَّبَّاحِ الَّذِي يُسَمَّى فُلَانًا وَهُوَ يَوْمَنْدٌ فِي مَلِكِهِ وَيَدِهِ إِنِّي دَبَّرْتُكَ لَوَجْهِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَرَجَاءِ ثَوَابِهِ فَأَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي لِأَسْبِيلٍ لِأَحَدٍ عَلَيْكَ بَعْدَ وَفَاتِي الْأَسْبِيلِ الْوَلَاءِ فَإِنَّهُ لِي وَلِعَقِيبِي مِنْ بَعْدِي أَقْرُ فُلَانُ ابْنُ فُلَانٍ بِجَمِيعِ مَا فِي هَذَا الْكِتَابِ طَوْعًا فِي صِحَّةٍ مِنْهُ وَجَوَازٍ أَمْرٍ مِنْهُ بَعْدَ أَنْ قُرِئَ ذَلِكَ كُلُّهُ عَلَيْهِ بِمَحْضَرٍ مِنَ الشُّهُودِ الْمُسَمَّيْنَ فِيهِ فَأَقْرَأَهُمْ أَنَّهُ قَدْ سَمِعَهُ وَفَهِمَهُ وَعَرَفَهُ وَأَشْهَدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ثُمَّ مَنْ حَضَرَهُ مِنَ الشُّهُودِ عَلَيْهِ أَقْرَأَ فُلَانُ الصَّقْلَى الطَّبَّاحُ فِي صِحَّةٍ مِنْ عَقْلِهِ وَبَدَنِهِ أَنْ جَمِيعَ مَا فِي هَذَا الْكِتَابِ حَقٌّ عَلَى مَا سُمِّيَ وَوَصِفَ فِيهِ *

এই অঙ্গীকার পত্র অমুকের পুত্র অমুক নিজের অমুক নামের দাস সম্পর্কে লিখছে, যে রুটি বানাতো এবং রান্নার কাজ করতো এবং চুক্তিকালে সে তার স্বত্ত্বাধীনে ছিল। আমি সওয়াবের নিয়্যতে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তোমাকে মুদাঈয়ার করলাম, এখন আমার মৃত্যুর পর তুমি মুক্ত হবে। তোমার উপর কারো কোন কর্তৃত্ব থাকবে না, কিন্তু মীরাস আমার এবং আমার ওয়ারিসদের জন্য থাকবে। অমুকের পুত্র অমুক এই চুক্তিপত্রে যা লেখা থাকে তা চুক্তিপত্রে বর্ণিত সাক্ষীদের উপস্থিতিতে তার সামনে পঠিত হওয়ার পর স্বেচ্ছায়-সজ্ঞানে এবং তারপক্ষ হতে এর অনুমোদন স্বরূপ তা স্বীকার করে নিয়েছে। সে তাদের সামনে স্বীকার করল যে, আমি এই পত্র শুনলাম, বুঝলাম, আর আমি এর উপর আল্লাহকে সাক্ষী রাখছি। আর আল্লাহ তা'আলাই সাক্ষী হিসেবে যথেষ্ট। আর তারপর ঐ সকল সাক্ষী যারা এখানে উপস্থিত রয়েছে। অমুক বাবুর্চি গোলাম সুস্থ শরীরে স্বজ্ঞানে এই অঙ্গীকার করেছে যে, যা এই চুক্তিনামায় উল্লেখ করা হয়েছে, তা সবই সঠিক।

عِتْقُ

মুক্তিদানের চুক্তিপত্র

هَذَا كِتَابٌ كَتَبَهُ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ طَوْعًا فِي صِحَّةٍ مِنْهُ وَجَوَّازٍ أَمْرٍ وَذَلِكَ فِي شَهْرِ كَذَا مِنْ سَنَةِ كَذَا لِفَتَاهُ الرُّومِيِّ الَّذِي يُسَمَّى فُلَانًا وَهُوَ يَوْمَئِذٍ فِي مِلْكِهِ وَيَدِهِ إِنِّي أُعْتَقْتُكَ تَقَرُّبًا إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَابْتِغَاءً لِحَزِيلِ ثَوَابِهِ عِتْقًا بَنًا لَأَمْتَنَوِيَّةٍ فِيهِ وَلَا رَجْعَةَ لِي عَلَيْكَ فَأَنْتَ حُرٌّ لِرُؤُوسِهِ اللَّهِ وَالِدَارِ الْآخِرَةِ لَأَسْبِيْلَ لِي وَلَا لِأَحَدٍ عَلَيْكَ إِلَّا الْوَلَاءَ فَإِنَّهُ لِي وَلِعَصَبَتِي مِنْ بَعْدِي *

ইহা ঐ চুক্তিপত্র যা অমুকের পুত্র অমুক নিজের সুস্থাবস্থায় স্বজ্ঞানে অমুক বছরের, অমুক মাসে নিজের রুমী দাসের জন্য লিখছে। যার নাম অমুক, আজ পর্যন্ত সে তার কর্তৃত্ব ও মালিকানাধীন রয়েছে। আমি আল্লাহুর নৈকট্য লাভের জন্য এবং সওয়াব লাভের নিয়্যতে তোমাকে বিনাশর্তে পূর্ণভাবে মুক্তি দান করলাম। যা হতে পুনরায় প্রত্যাবর্তন করার কোন সুযোগ নেই এবং তোমাকে আবার প্রত্যাহার করে নেওয়ারও কোন অধিকার আমার নেই। এখন হতে তুমি আল্লাহুর জন্য এবং আখিরাতের সওয়াবের জন্য মুক্ত স্বাধীন। তোমার উপর আমার কোন কর্তৃত্ব নেই এবং আর কারো নয়। কিন্তু মীরাস আমার জন্য এবং আমার মৃত্যুর পর আমার ওয়ারিসদের জন্য থাকবে।

كِتَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ

অধ্যায় : স্ত্রীর সাথে ব্যবহার

بَابُ حُبِّ النِّسَاءِ

অনুচ্ছেদ : স্ত্রীর প্রতি ভালবাসা

৩৯৪১. حَدَّثَنِي الشَّيْخُ الْإِمَامُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عِيْسَى الْقَوْمِسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَلَامٌ أَبُو الْمُنْذِرِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حُبُّ الْإِلَى مِنَ الدُّنْيَا النِّسَاءُ وَالطَّيِّبُ وَجُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ *

৩৯৪১. ইমাম আবদুর রহমান আন-নাসাঈ (র) - - - - আনাস (রা)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : পার্থিব বস্তুর মধ্যে স্ত্রী ও সুগন্ধী আমার নিকট পছন্দনীয় করা হয়েছে এবং নামাযে রাখা হয়েছে আমার নয়নের প্রশান্তি।

৩৯৪২. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ الطُّوسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سَيَّارٌ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حُبُّ الْإِلَى النِّسَاءُ وَالطَّيِّبُ وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ -

৩৯৪২. আলী ইব্ন মুসলিম আত-তুসী (র) - - - - আনাস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : স্ত্রী ও সুগন্ধী আমার জন্য পছন্দনীয় করা হয়েছে এবং নামাযে নিহিত রাখা হয়েছে আমার নয়ন স্রীতি।

৩৯৪৩. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ النِّسَاءِ مِنَ الْخَيْلِ *

৩৯৪৩. আহমদ ইব্ন হাফস ইব্ন আবদুল্লাহ (র) - - - - আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে স্ত্রীদের পরে ঘোড়া অপেক্ষা বেশি প্রিয় আর কিছু ছিল না।

مَيْلُ الرَّجُلِ إِلَى بَعْضِ نِسَائِهِ دُونَ بَعْضٍ

একাধিক স্ত্রীর মধ্যে কারো প্রতি বেশি ঝুঁকে পড়া

৩৯৪৪. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ النَّضْرِ

ابْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهْيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ يَمِيلُ لِأَحَدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَدُ شَقِيئِهِ مَائِلٌ *

৩৯৪৪. আমর ইবন আলী (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তির দুই স্ত্রী থাকবে এবং একজনের প্রতি বেশি ঝুঁকে পড়বে, সে কিয়ামত দিবসে এই অবস্থায় উঠবে যে, তার শরীরের একাংশ একদিকে ঝুঁকে থাকবে।

৩৯৪৫. أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ ابْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ أَنْبَأَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْسِمُ بَيْنَ نِسَائِهِ ثُمَّ يَعْدِلُ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ هَذَا فِعْلِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تَلْمَنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ أَرْسَلَهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ *

৩৯৪৫. মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল ইবন ইবরাহীম (র) - - - - হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ সকল স্ত্রীদের মাঝে সমভাবে বণ্টন করতেন। এরপরে বলতেন : হে আল্লাহ্ ! এটা আমার কাজ যতটুকু আমি পারি, যা তুমি পার আমি পারি না, সে বিষয়ে আমাকে পাকড়াও করো না। হান্নাদ ইবন যায়দ হাদীসটি মুরসাল হিসেবেও বর্ণনা করেন।

حُبُّ الرَّجُلِ بَعْضَ نِسَائِهِ أَكْثَرُ مِنْ بَعْضِ

এক স্ত্রী অপেক্ষা অপর স্ত্রীকে বেশি ভালবাসা

৩৯৪৬. أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمِّي قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ أَرْسَلَ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ فَاطِمَةَ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَاسْتَأْذَنَتْ عَلَيْهِ وَهُوَ مُضْطَجِعٌ مَعِيَ فِي مِرْطِي فَأَذِنَ لَهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَزْوَاجَكَ أَرْسَلْتَنِي إِلَيْكَ يَسْأَلْنَكَ الْعَدْلَ فِي ابْنَةِ أَبِي قُحَافَةَ وَأَنَا سَأَكْتَنُ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَيْ بِنِيَّةُ أَلَسْتَ تُحِبِّينَ مَنْ أَحَبُّ قَالَتْ بَلَى قَالَ فَأَحْبَبِي هَذِهِ فَقَامَتْ فَاطِمَةُ حِينَ سَمِعَتْ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَارْجَعَتْ إِلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ فَأَخْبَرْتَهُنَّ بِالدَّيِّ قَالَتْ وَالَّذِي قَالَ لَهَا فَقُلْنَا لَهَا مَا تَرَاكِ أَغْنَيْتِ عَنَّا مِنْ شَيْءٍ فَارْجِعِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقُولِي لَهُ إِنْ أَزْوَاجَكَ يَنْشُدُنَكَ الْعَدْلَ فِي ابْنَةِ أَبِي قُحَافَةَ قَالَتْ فَاطِمَةُ لَا وَاللَّهِ لَا أَكْلُمُهُ فِيهَا أَبَدًا قَالَتْ عَائِشَةُ فَأَرْسَلَ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهِيَ الَّتِي كَانَتْ تُسَامِينِي

مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْمَنْزِلَةِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَمْ أَرِ امْرَأَةً قَطُّ خَيْرًا فِي الدِّينِ مِنْ زَيْنَبَ وَأَتَقَى لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَأَصْدَقَ حَدِيثًا وَأَوْصَلَ لِلرَّحِمِ وَأَعْظَمَ صَدَقَةً وَأَشَدَّ ابْتِذَالًا لِنَفْسِهَا فِي الْعَمَلِ الَّذِي تَصَدَّقُ بِهِ وَتَقَرَّبُ بِهِ مَاعِدًا سَوْرَةً مِنْ حِدَةٍ كَانَتْ فِيهَا تَسْرِعُ مِنْهَا الْفَيْئَةُ فَاسْتَأْذَنْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَعَ عَائِشَةَ فِي مِرْطِهَا عَلَى الْحَالِ الَّتِي كَانَتْ دَخَلَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا فَأَذِنَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَزْوَاجَكَ أَرْسَلْتَنِي يَسْأَلُنَكَ الْعَدَلَ فِي ابْنَةِ أَبِي قُحَافَةَ وَوَقَعْتَ بِي فَاسْتَطَالَتْ وَأَنَا أَرْقُبُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَأَرْقُبُ طَرَفَهُ هَلْ أَذِنَ لِي فِيهَا فَلَمْ تَبْرَحْ زَيْنَبَ حَتَّى عَرَفْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَا يَكْرَهُ أَنْ أَنْتَصِرَ فَلَمَّا وَقَعْتَ بِهَا لَمْ أَنْشِبْهَا بِشَيْءٍ حَتَّى أَنْحَيْتُ عَلَيْهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّهَا ابْنَةُ أَبِي بَكْرٍ *

৩৯৪৬. উবায়দুল্লাহ্ ইবন সা'দ ইবন ইবরাহীম (র) - - - - - হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর স্ত্রীগণ একদা হযরত ফাতেমা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নিকট পাঠালেন। তিনি এসে অনুমতি চাইলেন, সে সময় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাদর গায়ে আমার সাথে শোয়া ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাতিমা (রা)-কে অনুমতি দিলেন। তখন হযরত ফাতিমা (রা) বললেন : হে আল্লাহর রাসূল ! আপনার স্ত্রীগণ আমাকে আপনার নিকট পাঠিয়েছেন। তারা আবু কুহাফার মেয়ের (হযরত আয়েশা) বিষয়ে তাদের সাথে ইনসাফ করার অনুরোধ করছেন। হযরত আয়েশা (রা) বললেন : আমি চুপ ছিলাম। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাতিমা (রা)-কে বললেন, যাকে আমি ভালবাসি তাকে কি তুমি ভালবাস না ? ফাতিমা (রা) বললেন, কেন ভালবাসব না ? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাহলে একে ভালবাস। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কথা শোনার পর হযরত ফাতিমা (রা) উঠে গেলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর স্ত্রীদের কাছে ফিরে গিয়ে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা বলেছিলেন তার বর্ণনা দিলেন। তাঁরা বললেন, তোমার দ্বারা আমাদের কোন কাজ হল না। তুমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কাছে পুনরায় যাও এবং তাঁকে বল, আপনার স্ত্রীগণ আবু কুহাফার মেয়ে [আয়েশা (রা)]-এর বিষয়ে ইনসাফের অনুরোধ করছে। ফাতিমা (রা) বললেন, এই বিষয়ে আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সাথে আর কখনো কোন কথা বলব না। আয়েশা (রা) বললেন, এরপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর স্ত্রীগণ যয়নাব বিন্ত জাহাশকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কাছে পাঠালেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর স্ত্রীগণের মধ্যে তিনিই একমাত্র রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কাছে মর্যাদার বিষয়ে আমার সমপর্যায়ের ছিলেন। আমি যয়নাব (রা) অপেক্ষা বেশি দীনদার, আল্লাহর ভয়, আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষাকারী, সত্যবাদী-দানশীলা যেই কাজে দান-সাদ্কার সওয়াব হয় ও নৈকট্য লাভ করা যায়, সেই কাজে অধিকতর সাধনাকারিণী আর কাউকে দেখিনি। শুধু এতটুকু কথা যে, তিনি হঠাৎ রেগে যেতেন। আবার তার রাগ পড়েও যেত খুব তাড়াতাড়ি। তিনি আসলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনুমতি চাইলেন। এ সময় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ফাতিমা (রা) প্রবেশ করার সময় যেই রকম হযরত আয়েশা (রা)-এর সাথে চাদর আবৃত অবস্থায় ছিলেন, সেই অবস্থায় ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে অনুমতি দিলেন। তিনি বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! আমাকে আপনার স্ত্রীগণ পাঠিয়েছেন। তারা আবু কুহাফার মেয়ের (আয়েশা-এর) ব্যাপারে তাদের সাথে ইনসাফ করার অনুরোধ করছেন। এই বলে তিনি আমার সাথে লেগেই গেলেন এবং ভাল-মন্দ বহু কিছু বললেন।

দেন কিংবা দেখেন তিনি কী বলেন। যখন তার (উম্মে সালামার) পালা আসল, তিনি উপরোক্ত বিষয় নিয়ে পুনরায় আলাপ করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আয়েশার ব্যাপারে আমাকে কষ্ট দিও না। কেননা আল্লাহর শপথ ! আয়েশা ছাড়া তোমাদের মধ্যে আর কারো লেপে অবস্থান করা অবস্থায় ওহী নাযিল হয়নি।

৩৯৫৩. حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّاسُ يَتَحَرَّوْنَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمَ عَائِشَةَ يَبْتَغُونَ بِذَلِكَ مَرْضَاةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ *

৩৯৫৩. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে লোকেরা হাদিয়া পেশ করার জন্য হযরত আয়েশা (রা)-এর পালায় দিনটি খুঁজতেন।

৩৯৫৪. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَدَمَ عَنْ عَبْدِ عَنْ هَاشِمٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ هُدَيْرٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَوْحَى اللَّهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَأَنَا مَعَهُ فَقُمْتُ فَأَجَفْتُ الْبَابَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فَلَمَّا رَفَعَهُ عَنْهُ قَالَ لِي يَا عَائِشَةُ إِنَّ جِبْرِيلَ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ *

৩৯৫৪. মুহাম্মদ ইবন আদম (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে ছিলাম এমনতাবস্থায় নবী ﷺ -এর উপর আল্লাহপাক ওহী নাযিল করলেন। আমি উঠে গেলাম এবং তাঁর আমার মাঝখানে দরজা ভেজিয়ে দিলাম। যখন ওহী নাযিল শেষ হল ও তাঁর কষ্ট লাঘব হল, তখন তিনি আমাকে বললেন : হে আয়েশা ! জিবরাঈল (আ) তোমাকে সালাম পেশ করেছেন।

৩৯৫৫. أَخْبَرَنَا نُوحُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهَا إِنَّ جِبْرِيلَ يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ قَالَتْ وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ تَرَى مَا لَا تَرَى *

৩৯৫৫. নূহ ইবন হাবীব (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে (আয়েশাকে) বলেছেন, জিবরাঈল (আ) তোমাকে সালাম পেশ করেছেন। উত্তরে হযরত আয়েশা (রা) বললেন, তাঁর উপরও আল্লাহর শান্তি, রহমত, বরকত বর্ষিত হোক। আপনি দেখেন, যা আমরা দেখি না।

৩৯৫৬. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ أَنْبَأَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا عَائِشَةُ هَذَا جِبْرِيلُ وَهُوَ يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ مِثْلَهُ سَوَاءٌ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا الصُّوَابُ وَالَّذِي قَبْلَهُ خَطَأٌ *

৩৯৫৬. আমর ইবন মানসুর (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : হে আয়েশা ইনি হচ্ছেন জিবরাঈল, তিনি তোমাকে সালাম পেশ করেছেন।

৩৯০৭. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ قُلَيْبٍ عَنْ جَسْرَةَ بِنْتِ دُجَاجَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا رَأَيْتُ صَانِعَةَ طَعَامٍ مِثْلَ صَفِيَّةَ أَهْدَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ إِنَاءً فِيهِ طَعَامٌ فَمَا مَلَكْتُ نَفْسِي أَنْ كَسَرْتُهُ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ كِفَارَتِهِ فَقَالَ إِنَاءٌ كَانَاءٌ وَطَعَامٌ كَطَعَامٍ *

৩৯০৯. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি সফিয়্যার মত ভাল খানা তৈরি করতে পারে এরকম কাউকে দেখি নি। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এক থালা খাবার হাদিয়া পাঠালেন। তখন আমি নিজেকে আর আয়ত্বে রাখতে পারিনি; এমনকি থালাটি ভেঙ্গে দিলাম। এরপর আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে তার কাফ্ফারার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, থালার পরিবর্তে থালা, খানার পরিবর্তে খানা।

৩৯১০. أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّعْفَرَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَزْعُمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَمْكُثُ عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ فَيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلًا فَتَوَاصَيْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ أَنْ آيْتَنَا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ ﷺ فَلْتَقُلْ إِنِّي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ مَغَافِيرٍ أَكَلْتُ مَغَافِيرَ فَدْخَلَ عَلَى إِحْدَاهُمَا فَقَالَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَا بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ وَلَنْ أَعُودَ لَهُ فَزَلْتُ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ لِعَائِشَةَ وَحَفْصَةَ وَإِذَا أَسْرَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا لِقَوْلِهِ بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا *

৩৯১০. হাসান ইব্ন মুহাম্মদ জা'ফরানী (র) - - - - উবায়দ ইব্ন উমায়র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি হযরত আয়েশা (রা) থেকে শুনেছি। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ কিছুক্ষণ যয়নব বিন্ত জাহাশ (রা)-এর কাছে অবস্থান করতেন এবং তাঁর কাছে মধু পান করতেন, আমি এবং হাফসা পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিলাম যে, তিনি আমাদের যার কাছেই আসবেন, সেই বলবে : আপনি 'মাগাফীর' পান করেছেন। (মাগাফীর এক প্রকার বিশেষ দুর্গন্ধযুক্ত আঠাকে বলা হয়)। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের একজনের কাছে প্রবেশ করলে যা বলার সিদ্ধান্ত ছিল তা বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমি যয়নব বিন্ত জাহাশ-এর কাছে মধুই তো পান করলাম এবং বললেন, আর কোন দিন তা করব না। অর্থাৎ মধু পান করব না। এ কারণে নাযিল হল : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ "হে নবী আল্লাহ আপনার জন্য যা হালাল করেছেন তা আপনি নিজের জন্য হারাম করেছেন কেন?" "তুমরা উভয়ে যদি তওবা কর" এটা হযরত আয়েশা (রা) এবং হাফসা (রা)-এর উদ্দেশ্যে নাযিল করেছেন : "وَإِذَا أَسْرَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا" "যখন নবী তাঁর একজন স্ত্রীর কাছে একটি কথা গোপন করলেন" এটা তাঁর উক্তি "আমি মধু পান করেছি এবং আর করব না।"-এর পরিশ্রেফিতে নাযিল হয়েছে।

৩৯১১. أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدٍ حَرَمِيٍّ هُوَ لَقَبُهُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ يَطْوُهَا فَلَمْ تَزَلْ بِهِ عَائِشَةُ

ذَهَبَ إِلَى بَعْضِ نِسَائِهِ فَتَجَسَّسَتْ ثُمَّ رَجَعَتْ فَإِذَا هُوَ رَاكِعٌ أَوْ سَاجِدٌ يَقُولُ سُبْحَانَكَ
وَبِحَمْدِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ فَقُلْتُ يَا بِي وَأُمِّي إِنَّكَ لَفِي شَأْنٍ وَإِنِّي لَفِي آخَرَ *

৩৯৬৪. ইসহাক ইবন মানসূর (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : এক রাতে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে (বিছানায়) পেলাম না। মনে করলাম, তিনি তাঁর অন্য কোন স্ত্রীর কাছে গমন করেছেন। অতঃপর আমি তালাশ করে পেলাম যে, তিনি রুকু ও সিজদায় রত আছেন এবং বলছেন : হে আল্লাহ! তোমার সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছি। তুমি ব্যতীত কোন মাবুদ নেই। এতে আমি বললাম, আমার পিতামাতা আপনার জন্য উৎসর্গ হোক। আপনি এক অবস্থায় আছেন আর আমি অন্য এক অবস্থায় আছি।

৩৯৬৫. أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ أَنَّهُ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ قَيْسٍ يَقُولُ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ أَلَا أُحَدِّثُكُمْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَعَنِّي قُلْنَا بَلَى قَالَتْ لَمَّا كَانَتْ لَيْلَتِي انْقَلَبَ فَوَضَعَ نَعْلَيْهِ عِنْدَ رِجْلَيْهِ وَوَضَعَ رِدَاءَهُ وَبَسَطَ إِزَارَهُ عَلَى فِرَاشِهِ وَلَمْ يَلْبَسْ إِلَّا رِيثَمًا ظَنُّوا أَنِّي قَدْ رَقَدْتُ ثُمَّ انْتَعَلَ رُوَيْدًا وَأَخَذَ رِدَاءَهُ رُوَيْدًا ثُمَّ فَتَحَ الْبَابَ رُوَيْدًا وَخَرَجَ وَأَجَافَهُ رُوَيْدًا وَجَعَلْتُ بِرُغْيٍ فِي رَأْسِي فَأَخْتَمَرْتُ وَتَقَنَّنْتُ إِزَارِي وَأَنْطَلَقْتُ فِي إِثَرِهِ حَتَّى جَاءَ الْبَقِيعَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَأَطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ انْحَرَفَ وَأَنْحَرَفْتُ فَأَسْرَعُ فَأَسْرَعْتُ فَهَرَوَلْ فَهَرَوَلْتُ فَأَخْضَرْتُ فَأَخْضَرْتُ وَسَبَقْتُه فَدَخَلْتُ وَلَيْسَ إِلَّا أَنْ اضْطَجَعْتُ فَدَخَلَ فَقَالَ مَالِكُ يَا عَائِشَةُ رَأَيْتُ قَالَ سُلَيْمَانُ حَسِبْتُهُ قَالَ حَشِيًّا قَالَ لَتُخْبِرَنِي أَوْ لِيُخْبِرَنِي اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا بِي أَنْتَ وَأُمِّي فَأَخْبَرْتُهُ الْخَبَرَ قَالَ أَنْتِ السَّوَادُ الَّذِي رَأَيْتُ أَمَامِي قُلْتُ نَعَمْ قَالَتْ فَلَهْدَنِي لَهْدَةً فِي صَدْرِي أَوْجَعْتَنِي قَالَ أَظَنَنْتِ قَالَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَرَسُولُهُ قَالَتْ مَهْمَا يَكْتُمُ النَّاسُ فَقَدْ عَلِمَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَإِنَّ جَبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَتَانِي حِينَ رَأَيْتُ وَلَمْ يَكُنْ يَدْخُلُ عَلَيْكَ وَقَدْ وَضَعْتَ ثِيَابَكَ فَنَادَانِي فَأَخْفَى مِنْكَ فَأَجَبْتُهُ وَأَخْفَيْتُهُ مِنْكَ وَظَنَنْتُ أَنَّكَ قَدْ رَقَدْتَ فَكْرِهْتُ أَنْ أَوْقِظَكَ وَخَشِيتُ أَنْ تَسْتَوْحِشِي فَأَمَرَنِي أَنْ أَتِيَ أَهْلَ الْبَقِيعِ فَأَسْتَغْفِرَ لَهُمْ خَالَفَهُ حُجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ فَقَالَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ *

৩৯৬৫. সুলায়মান ইবন দাউদ (র) - - - - মুহাম্মদ ইবন কায়স (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি হযরত আয়েশা (রা) থেকে শুনেছি, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং আমার ব্যাপারে কি তোমাদেরকে বর্ণনা করব না ? আমরা বললাম, কেন করবেন না ? তিনি বলেন : একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার পালার রাতে (ইশার সালাত আদায়ের পর) ফিরে আসলেন। তারপর তাঁর জুতা পায়ের দিকে রাখলেন, তাঁর চাদর রেখে দিলেন এবং তাঁর একটি লুঙ্গি বিছানার উপর বিছালেন। তারপর তিনি মাত্র এতটুকু সময় অবস্থান করলেন যতক্ষণে তাঁর

اللَّهُ عَلَيْكَ وَرَسُولُهُ قَالَتْ مَهْمَا يَكْتُمُ النَّاسُ فَقَدْ عَلِمَهُ اللَّهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَإِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ
السَّلَامَ أَتَانِي حِينَ رَأَيْتِ وَلَمْ يَكُنْ يَدْخُلُ عَلَيْكَ وَقَدْ وَضَعْتَ ثِيَابَكَ فَنَادَانِي فَأَخْفَى مِنْكَ
فَأَجَبْتُهُ فَأَخْفَيْتُ مِنْكَ فَظَنَنْتُ أَنْ قَدْ رَقَدْتَ وَخَشَيْتُ أَنْ تَسْتَوْحِشِي فَأَمَرَنِي أَنْ أَتِيَ أَهْلَ
الْبَقِيعِ فَأَسْتَغْفِرَ لَهُمْ رَوَاهُ عَاصِمٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَائِشَةَ عَلَى غَيْرِ هَذَا اللَّفْظِ *

৩৯৬৬. ইউসুফ ইবন সাঈদ (র) - - - মুহাম্মদ ইবন কায়স ইবন মাখরামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন :
হযরত আয়েশা (রা) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং আমার ব্যাপারে কি তোমাদের কাছে বর্ণনা করব না ?
আমরা বললাম, করবেন না কেন ? তিনি বললেন : যে রাতে তাঁর অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আমার কাছে
থাকার কথা, সেই রাত যখন আসল, তিনি (ইশার সালাত আদায়ের পর) ফিরে আসলেন। তারপর তাঁর
জুতাগুলো পায়ের দিকে রাখলেন। চাদর খুলে রাখলেন। ইযারের এক পার্শ্ব বিছানার উপর বিছালেন। তারপর
মাত্র এতটুকু সময় অবস্থান করলেন, যতক্ষণে তাঁর ধারণা হল আমি ঘুমিয়ে পড়েছি। তারপর আস্তে করে জুতা
পরলেন, আস্তে চাদর নিলেন, তারপর আস্তে করে দরজা খুললেন এবং আস্তে করে বের হলেন এবং আস্তে করে
দরজা বন্ধ করলেন। আর আমি মাথার দিক থেকে আমার কামিজটি পরিধান করলাম, ওড়না পরলাম, চাদরটি
গায়ে দিয়ে আবৃত হলাম, তারপর তাঁর পিছনে চলতে লাগলাম। তিনি জান্নাতুল বাকী পর্যন্ত আসলেন এবং
তিনবার হাত উঠালেন, বহুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন, তারপর ফিরে আসছিলেন। আমিও ফিরে আসছিলাম, তিনি
তীব্রগতিতে হাঁটলে আমিও তীব্র গতিতে চললাম। তিনি একটু দৌড়ে চললেন, আমিও একটু দৌড়ে চললাম।
পরিশেষে তিনি বাড়িতে পৌঁছে গেলেন। তবে আমি তাঁর একটু আগে পৌঁছলাম। ঘরে প্রবেশ করেই শুয়ে
গেলাম। তিনিও প্রবেশ করলেন এবং বললেন : হে আয়েশা ! তোমার কি হয়েছে, পেট ফোলা দেখা যাচ্ছে ও
হাঁপাচ্ছে যে ? আয়েশা (রা) বললেন, না তো। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হয় তুমি আমাকে বলবে, নয়ত আমাকে
সূক্ষ্মদর্শী ও সম্যক পরিজ্ঞাত সত্তা জানিয়ে দিবেনই। আমি বললাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমার পিতামাতা আপনার
উপর উৎসর্গ হোক এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে ঘটনাটি খুলে বললাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তাহলে তুমিই
সেই ছায়ামূর্তি যা আমি আমার আগে আগে দেখছিলাম। হযরত আয়েশা (রা) বললেন : হ্যাঁ। তিনি বলেন,
তখন তিনি আমার বুকের উপর এমন এক মুঠাঘাত করলেন, যা আমাকে ব্যথা দিল। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ
বললেন : তুমি কি মনে করেছ যে, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল তোমার উপর যুলুম করবেন ? হযরত আয়েশা (রা)
বললেন, লোক যতই গোপন করুক না কেন, আল্লাহ তা নিশ্চিত জানেন। তিনি বললেন, হ্যাঁ। তারপর বললেন,
তুমি যখন আমাকে দেখছিলে তখন জিবরাঈল (আ) আমার কাছে এসেছিলেন, তখন তুমি পোশাক রেখে
দিয়েছিলে বলে জিবরাঈল (আ) প্রবেশ করেনি। তিনি তোমার থেকে গোপন করে আমাকে ডাকলেন, আমিও
তোমাকে না শুনিয়ে উত্তর দিলাম। আমি ধারণা করলাম, তুমি ঘুমিয়ে পড়েছ এবং শংকিত ছিলাম যে,
(তোমাকে জাগিয়ে দিলে একাকীত্ব অনুভব করার কারণে) তুমি ভয় পাবে। জিবরাঈল (আ) আমাকে বাকীতে
অবস্থানকারীদের (মৃত ব্যক্তিদের) কাছে যাওয়ার নির্দেশ দেন, যেন তাদের জন্য ক্ষমা চাই।

৩৯৬৭. আলী ইবন হুজর (র) - - - আবদুল্লাহ ইবন আমির ইবন রবীয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আয়েশা
(রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত আয়েশা (রা) বলেন, এক রাত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বিছানায় পেলাম না।
তারপর তিনি পূর্ণ হাদীসটির বর্ণনা দেন।

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ فَقَدْتُهُ مِنَ اللَّيْلِ وَسَاقِ الْحَدِيثِ *

كِتَابُ تَحْرِيمِ الدَّمِ

অধ্যায় : হত্যা অবৈধ হওয়া

الْقَتْلُ الْحَرَامُ فِي الْمُسْلِمِ

মুসলিমকে হত্যা করার অবৈধতা

৩৯৬৮. أَخْبَرَنَا هُرُونُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ بَكَّارٍ بْنِ بِلَالٍ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَيْسَى وَهُوَ ابْنُ سُمَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ الطَّوِيلُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَمَرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فَإِذَا شَهِدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَصَلُّوا صَلَاتَنَا وَاسْتَقْبَلُوا قِبَلَتَنَا وَآكَلُوا ذَبَائِحَنَا فَقَدْ حُرِّمَتْ عَلَيْنَا دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا *

৩৯৬৮. হারুন ইবন মুহাম্মদ (র) - - - - আনাস ইবন মালিক (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমাকে মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আদেশ দেয়া হয়েছে, যে পর্যন্ত না তারা এই কথার সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, আর মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর বান্দা এবং তাঁর রাসূল। আর যখন তারা সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ তাঁর বান্দা ও রাসূল এবং আমাদের ন্যায় নামায পড়বে, আমাদের কিবলার দিকে মুখ করবে, আমাদের যবেহকৃত পশু আহার করবে; তখন আমাদের জন্য তাদের রক্ত ও সম্পদ হারাম হবে, তবে এই কালেমার কোন হক (শরী'আতসম্মত কারণ) পাওয়া গেলে ভিন্ন কথা।

৩৯৬৯. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ بْنِ نَعِيمٍ قَالَ أَنْبَأَنَا حَبَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَمَرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَإِذَا شَهِدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَصَلُّوا صَلَاتَنَا وَاسْتَقْبَلُوا قِبَلَتَنَا وَآكَلُوا ذَبَائِحَنَا فَقَدْ حُرِّمَتْ عَلَيْنَا دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا لَهُمْ مَا لِلْمُسْلِمِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَيْهِمْ *

৩৯৬৯. মুহাম্মদ ইবন হাতিম ইবন নু'আয়ম (র) - - - - আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ

বলেছেন : আমাকে মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার আদেশ করা হয়েছে, যে পর্যন্ত না তারা এই কথার সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল আল্লাহর রাসূল। যখন তারা একথা সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল আল্লাহর রাসূল এবং আমাদের কিবলার দিকে মুখ করে এবং আমাদের যবেহকৃত পশু ভক্ষণ করে, আমাদের ন্যায় নামায পড়ে, তখন তাদের রক্ত এবং মাল আমাদের জন্য হারাম হবে, তবে এ কালেমার হক ব্যতীত। মুসলমানদের যে অধিকার রয়েছে, তাদের জন্যও তা থাকবে। আর মুসলমানদের উপর যে দায়িত্ব বর্তায়, তা তাদের উপরও বর্তাবে।

৩৯৭. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا حُمَيْدٌ قَالَ سَأَلَ مَيْمُونُ بْنُ سِيَاهٍ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ يَا أَبَا حَمْزَةَ مَا يَحْرُمُ دَمَ الْمُسْلِمِ وَمَالَهُ فَقَالَ مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَاسْتَقْبَلُوا قِبَلَتَنَا وَصَلَّى صَلَاتَنَا وَآكَلَ ذَبِيحَتَنَا فَهُوَ مُسْلِمٌ لَهُ مَالُ الْمُسْلِمِينَ وَعَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ *

৩৯৭০. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র) - - - - মায়মুন ইব্ন সিয়াহ হুমায়দ (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি আনাস ইব্ন মালিক (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেন : হে আবু হামযা ! কোন্ বস্তু মুসলমানের রক্ত হারাম করে ? তিনি বলেন : যে ব্যক্তি এ কথার সাক্ষ্য দান করে যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল আল্লাহর রাসূল এবং আমাদের কিবলার দিকে মুখ করে, আর আমাদের ন্যায় নামায পড়ে, আমাদের যবেহকৃত পশু ভক্ষণ করে, সে মুসলমান। মুসলমানদের যে হক তারও সেই হক, আর তার উপর ঐ সকল দায়িত্ব বর্তাবে যা মুসলমানদের উপর বর্তায়।

৩৯৭১. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ أَبُو الْعَوَّامِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا تَوَفَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ارْتَدَّتِ الْعَرَبُ فَقَالَ عُمَرُ يَا أَبَا بَكْرٍ كَيْفَ تَقَاتِلُ الْعَرَبَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَيَقْبِلُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَاللَّهُ لَوْ مَنَعُونِي عَنَّا مِمَّا كَانُوا يُعْطُونَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَيْهِ قَالَ عُمَرُ فَلَمَّا رَأَيْتُ رَأَى أَبِي بَكْرٍ قَدْ شَرَحَ عَلِمْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ *

৩৯৭১. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) - - - - আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ আল্লাহর রাসূল -এর ইনতিকালের পর আরবের কোন কোন গোত্র মুরতাদ হয়ে গেল। তখন উমর ফারুক (রা) বললেন : হে আবু বকর ! আপনি আরবের সাথে কিরূপে যুদ্ধ করবেন ? তখন আবু বকর (রা) বললেন : রাসূলুল্লাহ আল্লাহর রাসূল বলেছেন : আমাকে কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যতক্ষণ না তারা এ কথার সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই এবং আমি আল্লাহর রাসূল এবং নামায প্রতিষ্ঠা করে ও যাকাত দান করে। আল্লাহর শপথ ! তারা যদি একটি বকরির বাচ্চাও দিতে অস্বীকার করে, যা তারা রাসূলুল্লাহ আল্লাহর রাসূল -এর সময় দিত, তবে অবশ্যই আমি তাদের বিরুদ্ধে এজন্য যুদ্ধ করবো। উমর (রা) বলেন : যখন আমি দেখলাম, আবু বকরের মত পরিষ্কার, তখন আমি মনে করলাম, এটাই হক।

৩৯৭৮. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ح وَانْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَإِذَا قَالُوهَا مَنَعُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ *

৩৯৭৮. মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন মুবারক ও মুহাম্মাদ ইবন হারব (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু’ না বলা পর্যন্ত লোকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আমাদের আদেশ করা হয়েছে। যখন তারা একপ বলবে, তখন তারা তাদের জানমাল আমার থেকে রক্ষা করবে, তবে এ কালেমার হক ব্যতীত। আর তাদের হিসাব আল্লাহর যিম্মায়।

৩৯৭৭. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سَفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ وَعَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَإِذَا قَالُوهَا مَنَعُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ *

৩৯৭৯. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু’ না বলা পর্যন্ত আমি লোকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আদিষ্ট হয়েছি। যদি তারা ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু’ বলে, তবে আমার পক্ষ হতে তাদের জানমাল রক্ষা করে নেবে কিন্তু এর হক ব্যতীত। আর তাদের হিসাব আল্লাহর যিম্মায়।

৩৯৮০. أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ دِينَارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ عَاسِمٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ نَقَاتِلُ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَإِذَا قَالُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ حَرَمَتْ عَلَيْنَا دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ *

৩৯৮০. কাসিম ইবন যাকারিয়া ইবন দীনার (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমরা মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব, যাবৎ না তারা বলে, “আল্লাহু ছাড়া কোন ইলাহ নেই।” যখন তারা বলবে, আল্লাহু ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তখন আমাদের জন্য তাদের জানমাল হারাম হয়ে যাবে, তবে এ কালেমার হক ব্যতীত। আর তাদের হিসাব আল্লাহর যিম্মায়।

৩৯৮১. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ سِمَاكِ عَنِ الثُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَجَاءَ رَجُلٌ فَسَارَهُ فَقَالَ اقْتُلُوهُ ثُمَّ قَالَ أَيْشَهِدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ نَعَمْ وَلَكِنَّمَا يَقُولُهَا تَعَوُّذًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

فَقُلْتُ لِسُفْبَةِ الْيَسِّ فِي الْحَدِيثِ الْيَسِّ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَظْنُهَا مَعَهَا وَلَا أَذْرِي *

৩৯৮৪. মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার - - - - নুমান ইবন সালিম (রা) বলেন : আমি আওস (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, আমি সাকীফ গোত্রের একটি প্রতিনিধি দলের সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আগমন করলাম। আমি তাঁর সঙ্গে একটি তাঁবুতে ছিলাম। আমি এবং তিনি ব্যতীত তাঁবুর সকলেই ঘুমিয়ে পড়লো। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে তার সঙ্গে গোপনে কিছু বললে, তিনি বললেন : যাও, তাকে হত্যা কর। এরপর তিনি বললেন : সেকি একথার সাক্ষ্য দান করে না যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই এবং আমি আল্লাহর রাসূল ? সে ব্যক্তি বললো : সে এরূপ বলে। তখন তিনি বললেন : তাকে ছেড়ে দাও। এরপর তিনি বললেন : আমাকে লোকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আদেশ দান করা হয়েছে, যতক্ষণ না তারা ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলে। যখন তারা এরূপ বলবে, তখন তাদের জানমাল আমার থেকে নিরাপদ হবে, তবে এর হক ব্যতীত। রাবী মুহাম্মদ (র) বলেন, আমি শু’বা (র)-কে বললাম : তারা কি এই সাক্ষ্য দেয় না যে, “আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই এবং আমি আল্লাহর রাসূল” — এই কথাটি কি এই হাদীসের অংশ নয় ? তিনি বললেন : আমি মনে করি এটিও এই হাদীসের অংশ, কিন্তু আমার জানা নেই।

٣٩٨٥. أَخْبَرَنَا هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ أَبِي صَغِيرَةَ عَنِ الثُّعْمَانِ بْنِ سَالِمٍ أَنَّ عَمْرُو بْنَ أَوْسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ أَوْسًا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ثُمَّ تَحَرَّمُ دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا *

৩৯৮৫. হারুন ইবন আবদুল্লাহ (র) - - - - উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমাকে লোকের সাথে যুদ্ধ করতে আদেশ করা হয়েছে, যে পর্যন্ত না তারা সাক্ষ্য দেয় — “আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই।” এরপর তাদের জানমাল আমাদের জন্য হারাম হয়ে যাবে, তবে এর হক ব্যতীত।

٣٩٨٦. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عَيْسَى عَنْ ثَوْرٍ عَنْ أَبِي عَوْنٍ عَنْ أَبِي إِدْرِيسٍ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ يَخْطُبُ وَكَانَ قَلِيلَ الْحَدِيثِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ سَمِعْتُهُ يَخْطُبُ يَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَغْفِرَهُ إِلَّا الرَّجُلُ يَقْتُلُ الْمُؤْمِنَ مُتَعَمِّدًا أَوْ الرَّجُلَ يَمُوتُ كَافِرًا *

৩৯৮৬. মুহাম্মাদ ইবন মুসান্না (র) - - - - আবু ইদরীস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি মু‘আবিয়া (রা)-কে খুতবা দিতে শুনেছি, আর তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে অতি অল্পই হাদীস বর্ণনা করেছেন। খুতবায় তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, প্রত্যেক গুনাহ আশা করা যায় আল্লাহ তা ক্ষমা করবেন, তবে ঐ ব্যক্তির গুনাহ ব্যতীত, যে ইচ্ছা করে কোন মুসলমানকে হত্যা করে অথবা কাফির হয়ে মৃত্যুবরণ করে।

৩৯৯৬. আহমদ ইবন হাফস (র) - - - - আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : কিয়ামতের দিন লোকের মধ্যে সর্বাত্মে খুনের বিচার করা হবে।

৩৯৯৭. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شَرْحِبِيلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَوَّلُ مَا يُقْضَى فِيهِ بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ *

৩৯৯৭. আহমদ ইবন হারব (র) - - - - আমর ইবন শুরাহবীল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কিয়ামতের দিন লোকের মাঝে সর্বপ্রথম খুনের বিচার করা হবে।

৩৯৯৮. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ فِي الدِّمَاءِ *

৩৯৯৮. মুহাম্মদ ইবন আলা (র) - - - - আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : কিয়ামতের দিন সর্বাত্মে লোকের মাঝে খুনের বিচার করা হবে।

৩৯৯৯. أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُسْتَمِرِّ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شَرْحِبِيلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَجِيءُ الرَّجُلُ أَخِذًا بِيَدِ الرَّجُلِ فَيَقُولُ يَا رَبِّ هَذَا قَتَلَنِي فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ لِمَ قَتَلْتَهُ فَيَقُولُ قَتَلْتَهُ لِنُكُونِ الْعِزَّةَ لَكَ فَيَقُولُ فَإِنَّا لِي وَيَجِيءُ الرَّجُلُ أَخِذًا بِيَدِ الرَّجُلِ فَيَقُولُ إِنَّ هَذَا قَتَلَنِي فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ لِمَ قَتَلْتَهُ فَيَقُولُ لِنُكُونِ الْعِزَّةَ لِفُلَانٍ فَيَقُولُ إِنَّهَا لِنِسْتِ لِفُلَانٍ فَيَبُوءُ بِإِثْمِهِ *

৩৯৯৯. ইব্রাহীম ইবন মুস্তামির (র) - - - - আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তির হাত ধরে নিয়ে এসে বলবে : হে আমার রব ! এই ব্যক্তি আমাকে হত্যা করেছিল। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন : তুমি কেন এই ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলে ? সে ব্যক্তি বলবে : আমি তাকে হত্যা করেছিলাম আপনার গৌরব ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে। আল্লাহ তা'আলা বলবেন : নিশ্চয় গৌরব আমারই। এরপর অন্য ব্যক্তি আর এক ব্যক্তির হাত ধরে নিয়ে এসে বলবে : ইয়া আল্লাহ ! এই ব্যক্তি আমাকে হত্যা করেছিল। আল্লাহ তা'আলা বলবেন : তুমি এই ব্যক্তিকে কেন হত্যা করেছিলে ? সে ব্যক্তি বলবে : অমুক ব্যক্তির কর্তৃত্ব ও গৌরব প্রতিষ্ঠার জন্য। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন : ঐ ব্যক্তির কোন গৌরব নেই। এরপর সে ব্যক্তি তার হত্যার গুনাহ বহন করবে।

৪০০০. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ تَعِيمٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ أَخْبَرَنِي شُعْبَةُ عَنْ أَبِي

তিনি বললেন : না। আমি তার নিকট সূরা ফুরকানের আয়াত - وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا تِلَاوَاةً করলাম। অর্থ : আর তারা আল্লাহর সাথে কোন ইলাহকে ডাকে না এবং আল্লাহ্ যার হত্যা নিষেধ করেছেন, যথার্থ কারণ ব্যতীরেকে তাকে হত্যা করে না। (২৫ : ৬৮) এর পরে আছে, “তবে যারা তওবা করে, ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, আল্লাহ্ তাদের পাপ পুণ্যের দ্বারা পরিবর্তন করে দেবেন” - (২৫ : ৭০) তিনি বলেন, এটি মক্কী আয়াত আর এ আয়াতকে মাদানী আয়াত وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ রহিত করেছে।

৪০০৩. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ أَمَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى أَنْ أَسْأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ لَمْ يَنْسَخْهَا شَيْءٌ وَعَنْ هَذِهِ الْآيَةِ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ قَالَ نَزَلَتْ فِي أَهْلِ الشَّرْكِ *

৪০০৩. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র) - - - - সাঈদ ইবন জুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুর রহমান ইবন আবু লায়লা আমাকে আদেশ করলেন, ইবন আব্বাস (রা)-কে এই দুই আয়াত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করতে প্রথম আয়াত وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ কেউ ইচ্ছাকৃত কোন মু'মিনকে হত্যা করলে তার শাস্তি জাহান্নাম। আর দ্বিতীয় আয়াত وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ যারা আল্লাহর সাথে অন্য কোন ইলাহকে ডাকে না এবং আল্লাহ্ যার হত্যা নিষেধ করেছেন, যথার্থ কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করে না তবে যারা তওবা করে . . .। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম। প্রথম আয়াত সম্পর্কে তিনি বললেন, এটাকে কোন আয়াত রহিত করেনি। আর দ্বিতীয় আয়াত সম্পর্কে বললেন, এটি মুশরিকদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে।

৪০০৪. أَخْبَرَنَا حَاجِبُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَنْبِجِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي رَوَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى الثَّعْلَبِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ قَوْمًا كَانُوا قَتَلُوا فَأَكْثَرُوا وَزَنَوْا فَأَكْثَرُوا وَانْتَهَكُوا فَاتَّوَا النَّبِيُّ ﷺ قَالُوا يَا مُحَمَّدُ إِنَّ الَّذِي تَقُولُ وَتَدْعُوا إِلَيْهِ الْحَسَنَ لَوْ تَخْبِرُنَا أَنَّ لِمَا عَمِلْنَا كَفَّارَةً فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ إِلَى فَأُولَئِكَ يَبْدَلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ قَالَ يُبَدِّلُ اللَّهُ شَرِّكَهُمْ إِيْمَانًا وَزَنَاهُمْ إِحْصَانًا وَنَزَلَتْ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمُ الْآيَةَ *

৪০০৪. হাজিব ইবন সুলায়মান মানবিজী (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, আরবের এক দল লোক বহু নরহত্যা করে, ব্যাপকভাবে ঘিনা করে এবং নানা রকম অন্যায় অপরাধ করে, তারা নবী -এর

নিকট উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলো : হে মুহাম্মদ ! আপনি যা বলেন এবং যেকিকে আমাদের আহ্বান করেন, তা অতি উত্তম। তবুও বলুন, আমরা যা করেছি তার কি কোন প্রায়শ্চিত্ত আছে ? তখন আল্লাহপাক নাযিল করলেন :
 - وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ - إِلَى - فَأُولَٰئِكَ يَبْدُلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ -
 আল্লাহর সাথে অন্য কোন মা'বুদকে না ডাকে, তবে তাদের গুনাহসমূহকে আল্লাহ নেকীতে রূপান্তরিত করবেন, আর যিনাকে পবিত্রতায় রূপান্তরিত করবেন (২৫ : ৬৮-৭০)। এবং আরও নাযিল করেন :
 يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ -
 خ أَسْرَفُوا عَلَى الْخ অর্থ : তোমরা যারা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছ, তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ে না (৪০ : ৫৩)।

৪০০৫. أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّعْفَرَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي يَعْلَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الشَّرْكِ اتَّوَا مُحَمَّدًا فَقَالُوا إِنَّ الَّذِي تَقُولُ وَتَدْعُو إِلَيْهِ لَحَسَنٌ لَوْ تَخْبِرُنَا أَنَّ لِمَا عَمَلْنَا كَفَّارَةً فَنَزَلَتْ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَنَزَلَتْ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ *

৪০০৫. হাসান ইব্ন মুহাম্মদ জা'ফরানী (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, কয়েকজন মুশরিক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খিদমতে এসে বললেন : আপনি যা বলেন এবং যেকিকে আহ্বান করেন তা অতি উত্তম। আচ্ছা বলুন তো, আমরা যা করেছি তার কাফ্যারা আছে কি ? তখন আল্লাহপাক নাযিল করেন :
 وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ (ফুরকান : ৬৮-৭০) এবং
 يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ (৩৯ : ৫৩)।

৪০০৬. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ قَالَ حَدَّثَنِي وَرْقَاءُ عَنْ عَمْرِو عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَجِيءُ الْمُقْتُولُ بِالْقَاتِلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَاصِيَتُهُ وَرَأْسُهُ فِي يَدِهِ وَأَوْدَاجُهُ تَشْخَبُ دَمًا يَقُولُ يَا رَبِّ قَتَلَنِي حَتَّى يُدْنِيَهُ مِنَ الْعَرْشِ قَالَ فَذَكِّرُوا لِابْنِ عَبَّاسٍ التَّوْبَةُ فَتَلَا هَذِهِ الْآيَةَ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا قَالَ مَا نَسِخْتُ مِنْذُ نَزَلَتْ وَأَنَّى لَهُ التَّوْبَةُ *

৪০০৬. মুহাম্মদ ইব্ন রাফে' (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : কিয়ামতের দিন নিহত ব্যক্তি হত্যাকারীকে নিয়ে উপস্থিত হবে, তার ললাট ও মাথা হত্যাকারীর হাতে থাকবে, আর তার শিরা হতে রক্ত প্রবাহিত হতে থাকবে। সে বলবে : হে আমার রব ! এই ব্যক্তি আমাকে হত্যা করেছে। সে তাকে আল্লাহর আরশের নিকট নিয়ে যাবে। রাবী বলেন : তখন লোক ইব্ন আব্বাস (রা)-এর নিকট তাওবার উল্লেখ করলে তিনি তিলাওয়াত করলেন : . . . وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا . . . তিনি আরও বললেন : এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর রহিত হয়নি; কাজেই তার তাওবার সুযোগ কোথায় ?

৪...৭. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا الْآيَةُ كُلُّهَا بَعْدَ الْآيَةِ الَّتِي نَزَلَتْ فِي الْفُرْقَانِ بِسِتَّةِ أَشْهُرٍ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ أَبِي الزِّنَادِ *

৪০০৭. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র) - - - - যায়দ ইব্ন সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : وَمَنْ يَقْتُلْ ... আয়াতটি সূরা ফুরকানের আয়াত নাযিল হওয়ার ছয় মাস পর নাযিল হয়।

৪...৮. أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ زَيْدٍ فِي قَوْلِهِ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا قَالَ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ بَعْدَ الَّتِي فِي تَبَارَكَ الْفُرْقَانِ بِثَمَانِيَةِ أَشْهُرٍ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَدْخَلَ أَبُو الزِّنَادِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَارِجَةَ مُجَالِدِ بْنِ عَوْفٍ *

৪০০৮. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) - - - - যায়দ (রা) এ আয়াত সম্পর্কে বলেন : وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا ... আয়াতটি সূরা ফুরকানের আয়াত নাযিল হওয়ার আট মাস পর নাযিল হয়।

৪...৯. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ مُجَالِدِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ سَمِعْتُ خَارِجَةَ بْنَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ نَزَلَتْ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا أَشْفَقْنَا مِنْهَا فَنَزَلَتْ الْآيَةُ الَّتِي فِي الْفُرْقَانِ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ *

৪০০৯. আমর ইব্ন আলী (র) - - - - যায়দ ইব্ন সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। যখন আয়াত وَمَنْ يَقْتُلْ ... নাযিল হলো, অর্থাৎ যারা ইচ্ছাকৃত কোন মু'মিনকে হত্যা করে তার শাস্তি জাহান্নাম, যেখানে সে স্থায়ীভাবে থাকবে। তখন আমরা ভীত-সন্ত্রস্ত হলাম। ফলে সূরা ফুরকানের এ আয়াত : وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ - নাযিল হয়। অর্থ : যারা আল্লাহর সাথে অন্য কোন ইলাহকে ডাকে না এবং আল্লাহ্ যার হত্যা নিষেধ করেছেন যথার্থ কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করে না ... তবে যারা তওবা করে, ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ্ তাদের পাপ পুণ্যের দ্বারা পরিবর্তন করে দেবেন (২৫ : ৭০)।

ذِكْرُ الْكَبَائِرِ

কবীরা গুনাহর বর্ণনা

৪.১০. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا بَقِيَّةُ قَالَ حَدَّثَنِي بَجِيرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ أَنَّ أَبَاهُمْ السَّمْعَى حَدَّثَهُمْ أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ جَاءَ يَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ وَيَجْتَنِبُ الْكَبَائِرَ كَانَ لَهُ الْجَنَّةُ فَسَأَلُوهُ عَنِ الْكَبَائِرِ فَقَالَ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَقَتْلُ النَّفْسِ الْمُسْلِمَةِ وَالْفِرَارُ يَوْمَ الزَّحْفِ *

৪০১০. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (রা) - - - - আবু আইয়ূব আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর ইবাদত করে, আল্লাহর সঙ্গে অন্য কিছুকে শরীক করে না, নামায পড়ে, যাকাত আদায় করে এবং কবীরা গুনাহ হতে নিজকে রক্ষা করে, তার জন্য জান্নাত রয়েছে। তখন লোকেরা জিজ্ঞাসা করলেন : কবীরা গুনাহ কি কি ? তিনি বললেন : আল্লাহর সাথে শরীক করা, মুসলমানদেরকে হত্যা করা, আর কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় যুদ্ধ ক্ষেত্র হতে পলায়ন করা।

৪.১১. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ح وَأَنْبَأَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا النَّضْرُ بْنُ شَمِيلٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْكَبَائِرُ الشُّرْكُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَقَوْلُ الزُّوْرِ *

৪০১১. মুহাম্মদ ইবন আবদুল আ'লা (রা) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কবীরা গুনাহ হলো আল্লাহর সাথে শরীক করা, মাতাপিতার অবাধ্য হওয়া, মুসলমানকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা এবং মিথ্যা বলা।

৪.১২. أَخْبَرَنِي عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ شَمِيلٍ قَالَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا فِرَاسٌ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْكَبَائِرُ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ *

৪০১২. আবদা ইবন আবদুর রহীম (রা) - - - - আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : কবীরা গুনাহ হলো : আল্লাহর সাথে শরীক করা, পিতামাতার নাফরমানী করা, অন্যায়ভাবে হত্যা করা এবং মিথ্যা কসম করা।

৪.১৩. أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هَانِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ

شَدَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ حَدِيثِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَبُوهُ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْكَبَائِرُ قَالَ هُنَّ سَبْعٌ أَعْظَمُهُنَّ إِشْرَاكَ بِاللَّهِ وَقَتْلُ النَّفْسِ بِغَيْرِ حَقٍّ وَفِرَارُ يَوْمِ الرَّخْفِ مُخْتَصَرٌ *

৪০১৩. আব্বাস ইব্ন আবদুল আযীম (র) - - - - উমায়র (রা) থেকে বর্ণিত। আর তিনি ছিলেন নবী ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} -এর একজন সাহাবী। তিনি বলেছেন : এক ব্যক্তি বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! কবীরা গুনাহ কি কি ? তিনি বললেন : তা সাত প্রকারের পাপ। এর মধ্যে সবচাইতে নিকৃষ্ট হলো— আল্লাহর সাথে শরীক করা, অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা এবং কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করার সময় পলায়ন করা। (সংক্ষিপ্ত)

ذِكْرُ أَعْظَمِ الذُّنُوبِ وَاخْتِلَافِ يَحْيَى وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ عَلَى سَفِيَّانَ فِي حَدِيثِ وَاصِلٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ فِيهِ

সবচাইতে বড় পাপ সম্পর্কে আলোচনা

৪.১৪. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سَفِيَّانُ عَنْ وَاصِلٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شَرْحَبِيلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الذُّنُوبِ أَعْظَمُ قَالَ أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدَاءً وَهُوَ خَلَقَكَ قُلْتُ ثُمَّ مَاذَا قَالَ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةً أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ قُلْتُ ثُمَّ مَاذَا قَالَ أَنْ تُزَانِيَ بِحَلِيلَةِ جَارِكَ *

৪০১৪. মুহাম্মদ ইব্ন বাশশার (র) - - - - আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! সবচাইতে বড় পাপ কোন্টি ? তিনি বললেন : তোমার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহপাকের সাথে কাউকে শরীক সাব্যস্ত করা। আমি বললাম : এরপর কোন্টি ? তিনি বললেন : তোমার সন্তানকে এই ভয়ে হত্যা করা যে, সে তোমার সাথে খাদ্যে শরীক হবে। আমি বললাম : তারপর কোন্টি ? তিনি বললেন : তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে তোমার ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া।

৪.১৫. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا سَفِيَّانُ قَالَ حَدَّثَنِي وَاصِلٌ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الذُّنُوبِ أَعْظَمُ قَالَ أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدَاءً وَهُوَ خَلَقَكَ قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ قَالَ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ مِنْ أَجْلِ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ قَالَ ثُمَّ أَنْ تُزَانِيَ بِحَلِيلَةِ جَارِكَ *

৪০১৫. আমর ইব্ন আলী (র) - - - - আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! কোন পাপ অধিক গুরুতর ? তিনি বললেন : আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা, অথচ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। আমি বললাম : এরপর কোন্টি ? তিনি বললেন : তোমার সন্তানকে এই ভয়ে হত্যা

৪০১৮. আমর ইব্ন আলী (র) - - - - আমর ইব্ন গালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়েশা (রা) বলেছেন : তুমি কি জান না যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোন মুসলমানকে হত্যা করা বৈধ নয়। তবে যে বিবাহের পরেও যিনা করে, অথবা মুসলমান হওয়ার পর যে কাফির হয়ে যায় কিংবা প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ।

৪. ১৭. أَخْبَرَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو اسْحَقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ غَالِبٍ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ يَا عَمَّارُ أَمَا إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ إِلَّا ثَلَاثَةَ النَّفْسِ بِالنَّفْسِ أَوْ رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ مَا أُخْصِنَ وَسَاقَ الْحَدِيثُ *

৪০১৯. হিলাল ইব্ন আ'লা (র) - - - - আমর ইব্ন গালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আয়েশা (রা) বলেন : হে আম্মার ! তুমি কি জান না যে, কোন মানুষকে হত্যা করা বৈধ নয়, তবে তিন ব্যক্তি ব্যতীত : (১.) প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ ; (২.) বিবাহ করার পরও যে ব্যাভিচারে লিপ্ত হয় ; এভাবে পূর্ণ হাদীস বর্ণনা করেন।

৪. ২০. أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسَى قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ بْنُ رَبِيعَةَ قَالَا كُنَّا مَعَ عُثْمَانَ وَهُوَ مَحْصُورٌ وَكُنَّا إِذَا دَخَلْنَا مَدْخَلًا نَسْمَعُ كَلَامَ مَنْ بِالْبَلَاطِ فَدَخَلَ عُثْمَانُ يَوْمًا ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ إِنَّهُمْ لَيَتَوَاعَدُونِي بِالْقَتْلِ قُلْنَا يَكْفِيكَهُمْ اللَّهُ قَالَ فَلِمَ يَفْتُلُونِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِأَحَدٍ ثَلَاثٍ رَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ أَوْ زَنَى بَعْدَ إِخْصَانِهِ أَوْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ فَوَاللَّهِ مَا زَنَيْتُ فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلَا إِسْلَامٍ وَلَا تَمَنَيْتُ أَنْ لِي بِدِينِي بَدَلًا مُنْذُ هَدَانِي اللَّهُ وَلَا قَتَلْتُ نَفْسًا فَلِمَ يَفْتُلُونَنِي *

৪০২০. ইবরাহীম ইব্ন ইয়াকুব (র) - - - - আবু উমামা ইব্ন সাহুল এবং আবদুল্লাহ ইব্ন আমর ইব্ন রবীআ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা উসমান (রা)-এর সাথে ছিলাম, তখন তিনি অবরুদ্ধ অবস্থায় ছিলেন, আমরা যখন কোন স্থানে প্রবেশ করতাম, তখন (মদীনার) বলাত নামক স্থানের লোকের কথা শুনতাম। একদিন উসমান (রা) ভিতরে প্রবেশ করলেন, এরপর তিনি বের হলেন এবং বললেন : তারা আমাকে হত্যা করার হুমকি দিচ্ছে। আমরা বললাম : আল্লাহ তা'আলাই আপনার জন্য যথেষ্ট। তিনি বললেন : তারা আমাকে কেন হত্যা করতে চায় ? আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, কোন মুসলমান ব্যক্তিকে তিন কারণ ব্যতীত হত্যা করা বৈধ নয় : ১. কোন ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করার পর কাফির হলে, অথবা ২. বিবাহ করার পর ব্যাভিচার করলে, অথবা ৩. কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করলে। আর আল্লাহর কসম ! না আমি জাহিলী যুগে ব্যাভিচার করেছি, না ইসলাম গ্রহণের পর। আর যেদিন আল্লাহ আমাকে হিদায়ত দান করেছেন তখন হতে আমি কোন সময় ধর্ম ত্যাগের ইচ্ছাও করিনি। আর আমি কাউকেও অন্যায়ভাবে হত্যাও করিনি, তবুও তারা কেন আমাকে হত্যা করবে ?

قَتْلُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ وَذِكْرُ الْاِخْتِلَافِ عَلَى زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ عَنْ عَرْفَجَةَ فِيهِ

কেউ মুসলমানদের দল থেকে বিচ্ছিন্ন হলে, তাকে হত্যা করা প্রসঙ্গে

৪.২১. أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الصُّوفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَرْثَانَةَ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ عَنْ عَرْفَجَةَ بْنِ شَرِيحٍ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَلَى الْمَنْبَرِ يَخْطُبُ النَّاسَ فَقَالَ إِنَّهُ سَيَكُونُ بَعْدِي هُنَا وَهَنَاتٌ فَمَنْ رَأَيْتُمُوهُ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ أَوْ يُرِيدُ يَفْرُقَ أَمْرَ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ ﷺ كَانِنًا مَنْ كَانَ فَاقْتُلُوهُ فَإِنَّ يَدَ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ يَرْكُضُ *

৪০২১. আহমদ ইবন ইয়াহুইয়া সূফী (র) - - - - আরফাযা ইবন শুরায়হু আশুজাঈ (রা) বলেন : আমি নবী ﷺ কে মিন্বরের উপর লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে দেখেছি। তিনি বলছিলেন : আমার পরে অনেক ফিতনা দেখা দেবে, এসময় তোমরা যাকে দেখবে মুসলমানদের দল হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, অথবা উন্মত্তে মুহাম্মদ (সা)-এর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে চাইছে ; সে যে-ই হোক না কেন, তাকে হত্যা করবে। কেননা আল্লাহ তা'আলার রহমতের হাত মুসলমানদের দলের উপর থাকবে। আর যে ব্যক্তি জামা'আত হতে পৃথক হয়ে যায়, শয়তান তার সাথী হয় এবং তাকে লাথি মেরে আড়িয়ে নেয়।

৪.২২. أَخْبَرَنَا أَبُو عَلَى مُحَمَّدُ بْنُ عَلَى الْمَرْوَزِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ عَنْ عَرْفَجَةَ بْنِ شَرِيحٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّهَا سَتَكُونُ بَعْدِي هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ وَرَفَعَ يَدَيْهِ فَمَنْ رَأَيْتُمُوهُ يُفْرِقُ أَمْرَ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ ﷺ وَهُمْ جَمِيعٌ فَاقْتُلُوهُ كَانِنًا مَنْ كَانَ مِنَ النَّاسِ *

৪০২২. আবু আলী মুহাম্মদ ইবন আলী মারওয়াযী (র) - - - - আরফাযা ইবন শুরায়হু (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : আমার পরে নিশ্চয়ই অনেক ফিতনা-ফাসাদ হবে। এরপর তিনি তাঁর হাত উঠিয়ে বললেন : তখন তোমরা যাকে দেখবে, উন্মত্তে মুহাম্মদীর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির ইচ্ছা করছে, অথচ তারা একতাবদ্ধ; তখন তোমরা তাকে হত্যা করবে, সে যে-ই হোক না কেন।

৪.২৩. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلَى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عِلَاقَةَ عَنْ عَرْفَجَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ سَتَكُونُ بَعْدِي هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَفْرُقَ أَمْرَ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ ﷺ وَهُمْ جَمْعٌ فَأَضْرِبُوهُ بِالسَّيْفِ *

৪০২৩. আমর ইবন আলী (র) - - - - আরফাযা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি : আমার পরে অনেক ফিতনা দেখা দেবে। এ সময় যে কেউ মুহাম্মদের উন্মত্তের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করবে, অথচ তারা একতাবদ্ধ, তখন তোমরা তাকে তরবারি দিয়ে হত্যা করবে।

পেছনে লোক পাঠালেন। তারা তাদের ধরে আনলো। তিনি তাদের হাত-পা কেটে ফেললেন এবং গরম শলাকা দিয়ে তাদের চোখ অন্ধ করে দিলেন। এরপর তাদেরকে রৌদ্রে ফেলে রাখলেন। ফলে এভাবে তারা মারা গেল।

৪.২৬. أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرٍ بْنِ دِينَارٍ عَنِ الْوَلِيدِ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ نَفْرًا مِنْ عُكْلٍ قَدِمُوا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَاجْتَوُوا الْمَدِينَةَ فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَأْتُوا إِبِلَ الصَّدَقَةِ فَيَشْرَبُوا مِنْ آبِوَالِهَا وَالْبَانِهَا فَفَعَلُوا فَقَتَلُوا رَاعِيَهَا وَاسْتَأْقَوْهَا فَبَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ فِي طَلِبِهِمْ قَالَ فَاتَى بِهِمْ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَّرَ أَعْيُنَهُمْ وَلَمْ يَحْسِمَهُمْ وَتَرَكَهُمْ حَتَّى مَاتُوا فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ الْأَيَةُ *

৪০২৬. আমর ইবন উসমান ইবন সাঈদ (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, উক্ল গোত্রের কয়েকজন লোক রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করে। কিন্তু মদীনার আবহাওয়া তাদের অনুকূল না হওয়ায় রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে সাদকার উটের কাছে যাওয়ার জন্য এবং উটের দুধ এবং পেশাব পান করার আদেশ দিলেন। তারা ঐরূপ করলো। পরে তারা রাখালকে হত্যা করে উট নিয়ে চলে গেল। নবী ﷺ তাদের ধরে আনার জন্য লোক পাঠালেন। রাবী বলেন : তাদের আনার পর তাদের হাত-পা কেটে দিলেন, তাদের চোখে গরম শলাকা দিয়ে অন্ধ করে দিলেন। তাদের যখমের রক্ত বন্ধ করার জন্য ছেঁকা দিলেন না। বরং তাদের এভাবে ফেলে রাখলেন। ফলে তারা এভাবে মারা গেল। এরই শ্রেফিতে আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেন : إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

৪.২৭. أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثَمَانِيَةُ نَفَرٍ مِنْ عُكْلٍ فَذَكَرَ نَحْوَهُ إِلَى قَوْلِهِ لَمْ يَحْسِمَهُمْ وَقَالَ قَتَلُوا الرَّاعِيَ *

৪০২৭. ইসহাক ইবন মানসূর (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উক্ল গোত্রের আট ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমতে আগমন করলো। এরপর আগের হাদীসের মত বর্ণনার পর রাবী বলেন : তারা রাখালকে হত্যা করলো।

৪.২৮. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ أَتَى النَّبِيُّ ﷺ نَفْرًا مِنْ عُكْلٍ أَوْ عُرَيْنَةَ فَأَمَرَهُمْ وَاجْتَوُوا الْمَدِينَةَ بِزُودٍ أَوْ لِقَاحٍ يَشْرَبُونَ الْبَانِهَا وَأَبْوَالَهَا فَقَتَلُوا الرَّاعِيَ وَاسْتَأْقَوْا الْإِبِلَ فَبَعَثَ فِي طَلِبِهِمْ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَّلَ أَعْيُنَهُمْ *

তাই করল। তারা যখন আরোগ্য লাভ করল, তখন তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রাখালের কাছে গিয়ে হত্যা করল এবং নবী ﷺ-এর উটগুলো নিয়ে গেল। নবী ﷺ তাদের ধরে আনার জন্য লোক পাঠালেন। ধরে আনার পর তিনি তাদের হাত-পা কেটে দিলেন এবং গরম শলাকার ছেঁকা দিয়ে চোখ অন্ধ করে দিলেন।

৪.৩১. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ قَدِمَ نَاسٌ مِنْ عُرَيْنَةَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَاجْتَوُوا الْمَدِينَةَ فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ لَوْ خَرَجْتُمْ إِلَى ذُوْدِنَا فَشَرِبْتُمْ مِنَ الْبَانِهَا قَالَ وَقَالَ قَتَادَةُ وَأَبْوَالِهَا فَخَرَجُوا إِلَى ذُوْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا صَحُّوا كَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَقَتَّلُوا رَاعِيَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُؤْمِنًا وَاسْتَأَقُوا ذُوْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَنْطَلَقُوا مُحَارِبِينَ فَأَرْسَلَ فِي طَلِبِهِمْ فَأَخَذُوا فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ *

৪০৩১. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র) - - - খালিদ (র) থেকে, তিনি হুমায়দ (র) থেকে এবং তিনি আনাস (রা) থেকে। তিনি বলেন, উরায়না গোত্রের কিছু লোক রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আসলো। মদীনার আবহাওয়া তাদের অনুকূল না হওয়ায় নবী ﷺ তাদের বললেন : তোমরা যদি আমাদের উটের কাছে গিয়ে সেগুলোর দুধ ও পেশাব পান করতে, তবে ভাল হতো। তারা সেখানে গেল এবং সুস্থ হওয়ার পর মুরতাদ হয়ে গেল। আর তারা নবী ﷺ-এর মু'মিন রাখালকে হত্যা করে তাঁর উট নিয়ে গেল এবং তারা বিদ্রোহীরূপে ফিরে গেল। তখন নবী ﷺ তাদের ধরে আনার জন্য লোক পাঠান। তাদের ধরে আনার পর তিনি তাদের হাত-পা কেটে দিলেন এবং তপ্ত শলাকার ছেঁকা দিয়ে চোখ অন্ধ করে দিলেন। তিনি তাদের হারুরা নামক স্থানে ফেলে রাখলেন এবং সেখানে এভাবেই তারা মারা গেল।

৪.৩২. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ أَنَسٌ مِنْ عُرَيْنَةَ فَاجْتَوُوا الْمَدِينَةَ فَقَالَ لَهُمُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْ خَرَجْتُمْ إِلَى ذُوْدِنَا فَشَرِبْتُمْ مِنَ الْبَانِهَا قَالَ حُمَيْدٌ وَقَالَ قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ وَأَبْوَالِهَا فَفَعَلُوا فَلَمَّا صَحُّوا كَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَقَتَّلُوا رَاعِيَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُؤْمِنًا وَاسْتَأَقُوا ذُوْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهَرَبُوا مُحَارِبِينَ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَتَى بِهِمْ فَأَخَذُوا فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ وَتَرَكَهُمْ فِي الْحَرَّةِ حَتَّى مَاتُوا *

৪০৩২. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র) - - - মুহাম্মাদ ইবন 'আদী থেকে তিনি হুমায়দ থেকে এবং তিনি আনাস (রা) থেকে। তিনি বলেন, উরায়না গোত্রের কিছু লোক রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আসলো। মদীনার আবহাওয়া তাদের অনুকূল না হওয়ায় নবী ﷺ তাদের বললেন : তোমরা যদি আমাদের উটের কাছে গিয়ে সেগুলোর দুধ, হুমায়দ বলেন, আনাস (রা) থেকে কাতাদা বলেছেন, 'এবং তার পেশাব', পান করতে। তারা তাই করলো। কিছু সুস্থ হওয়ার পর তারা ইসলাম ত্যাগ করে কাফির হয়ে গেল। আর তারা নবী ﷺ-এর মু'মিন রাখালকে হত্যা করে তাঁর উট নিয়ে গেল এবং তারা বিদ্রোহীরূপে পলায়ন করল। তখন নবী ﷺ তাদের ধরে আনার

বলেন, কিছু লোক রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উটনী লুট করে নিয়ে গেল। তাদেরকে নবী ﷺ -এর নিকট ধরে আনা হল। তিনি তাদের হাত-পা কেটে দেন এবং গরম শলাকার ছেঁকা দিয়ে তাদের চোখ অন্ধ করে দেন।

৪.৪০. أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ أَنْ قَوْمًا أَغَارُوا عَلَى إِبْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَطَّعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ *

৪০৪০. ইসা ইব্ন হান্নাদ (র) - - - - হিশাম (র) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, কয়েকজন লোক রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উট লুট করে নিয়ে গেল। তিনি তাদের হাত-পা কেটে ফেলেন এবং গরম শলাকার ছেঁকা দিয়ে তাদের চোখ অন্ধ করে দেন।

৪.৪১. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ وَأَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِمٍ وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَذَكَرَ آخَرَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ قَالَ أَغَارَ نَاسٌ مِنْ عُرَيْنَةَ عَلَى لِقَاحِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَاسْتَأْقَوْهَا وَقَتَلُوا غُلَامًا لَهُ فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي أَثَارِهِمْ فَأَخَذُوا فَقَطَّعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ *

৪০৪১. আহমদ ইব্ন আমর ইব্ন সারহ (র) - - - - উরওয়া ইব্ন যুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উরায়নার কিছু লোক রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উটনী লুট করে নিয়ে যায় এবং তার গোলামকে হত্যা করে। তিনি তাদেরকে ধরে আনার জন্য লোক পাঠান। তারা ধৃত হলে তিনি তাদের হাত-পা কেটে ফেলেন এবং গরম শলাকার ছেঁকা দিয়ে অন্ধ করে দেন।

৪.৪২. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِي الزُّنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَنَزَلَتْ فِيهِمْ آيَةُ الْمُحَارَبَةِ *

৪০৪২. আহমদ ইব্ন আমর ইব্ন সারহ (র) - - - - আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে এরূপই বর্ণনা করেন এবং বলেন : -يَا أَيُّهَا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ الْخ -যারা আল্লাহ ও রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাদের শাস্তি (৫ : ৩৩)-এ আয়াত ঐ সকল লোকদের ব্যাপারে নাযিল হয়।

৪.৪৩. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ أَبِي الزُّنَادِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا قَطَّعَ الَّذِينَ سَرَقُوا الْقَاحَ وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ بِالنَّارِ عَاتَبَهُ اللَّهُ فِي ذَلِكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ الْآيَةُ كُلُّهَا *

৪০৪৩. আহমদ ইব্ন আমর ইব্ন সারহ (র) - - - - আবু যিনাদ (রা) বর্ণনা করেন। যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের অর্থাৎ চোরদের হাত-পা কাটেন এবং আগুন দ্বারা চক্ষু অন্ধ করে দেন। তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁকে যুদু ভরসনা করে এই আয়াত নাযিল করেন : إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ الْخ

৪০৪৪. أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ الْأَعْرَجُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ غِيلَانَ ثِقَةً مَأْمُونٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ سُلَيْمَانَ الثَّمِيمِيِّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ إِنَّمَا سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ أَعْيُنَ أَوْلَيْكَ لِأَنَّهُمْ سَمَلُوا أَعْيُنَ الرُّعَاةِ *

৪০৪৪. ফযল ইব্ন সাহল আ'রাজ (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এই সকল লোকের চোখ গরম শলাকার ছেঁকা দিয়ে অন্ধ করে দেন। কেননা তারা রাখালদের চোখ গরম শলাকার ছেঁকা দিয়ে অন্ধ করে দিয়েছিল।

৪০৪৫. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ قَتَلَ جَارِيَةً مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى حُلِيٍّ لَهَا وَأَلْقَاهَا فِي قَلْبٍ وَرَضَخَ رَأْسَهَا بِالْحِجَارَةِ فَأَخَذَ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُرْجَمَ حَتَّى يَمُوتَ *

৪০৪৫. আহমদ ইব্ন আমর ইব্ন সারহ (র) ও হারিস ইব্ন মিসকীন (র) - - - - আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ইয়াহুদী এক আনসারীর কন্যাকে অলঙ্কারের লোভে হত্যা করে তাকে কূপে নিক্ষেপ করে এবং পাথর মেরে তার মাথা চূর্ণ করে দেয়। এরপর সে ধৃত হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত পাথর মারার নির্দেশ দেন।

৪০৪৬. أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلًا قَتَلَ جَارِيَةً مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى حُلِيٍّ لَهَا ثُمَّ أَلْقَاهَا فِي قَلْبٍ وَرَضَخَ رَأْسَهَا بِالْحِجَارَةِ فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُرْجَمَ حَتَّى يَمُوتَ *

৪০৪৬. ইউসুফ ইব্ন সাঈদ (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি এক আনসারীর কন্যাকে তার অলঙ্কারের লোভে হত্যা করে। তারপর সে তাকে একটি কূপে নিক্ষেপ করে এবং তার মাথা চূর্ণ করে দেয়। পরে সে ধরা পড়লে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত পাথর মারার নির্দেশ দেন।

৪০৪৭. أَخْبَرَنَا رَكْرَبُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنِي عَلَى بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَقْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ النُّحْوِيُّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ الْآيَةَ قَالَ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي الْمُشْرِكِينَ فَمَنْ تَابَ مِنْهُمْ قَبْلَ أَنْ يُقَدَرَ عَلَيْهِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ سَبِيلٌ وَلَيْسَتْ هَذِهِ الْآيَةُ لِلرَّجُلِ الْمُسْلِمِ فَمَنْ قَتَلَ وَأَفْسَدَ فِي الْأَرْضِ وَحَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ثُمَّ لَحِقَ بِالْكَفَّارِ قَبْلَ أَنْ يُقَدَرَ عَلَيْهِ لَمْ يَمْنَعْ ذَلِكَ أَنْ يُقَامَ فِيهِ الْحَدُّ الَّذِي أَصَابَ *

৪০৫৮. আবু আযহার আহমদ ইবন আযহার নিশাপুরী (র) - - - - ইবন উমর (রা) উসমান (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি : তিন কারণ ব্যতীত কোন মুসলমানকে হত্যা করা বৈধ নয় : (১) যে ব্যক্তি বিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও ব্যভিচার করে, তাকে রজম করা হবে; (২) যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় অন্যকে হত্যা করে, তার কিসাস নেয়া হবে; (৩) যে ইসলাম গ্রহণ করার পর মুরতাদ হয়, তাকে হত্যা করা হবে।

৪.৫৭. أَخْبَرَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَثْمَانَ بْنِ عَفَّانٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِثَلَاثٍ أَنْ يَزْنِيَ بَعْدَ مَا أَحْصَيْنَ أَوْ يَقْتُلَ إِنْسَانًا فَيُقْتَلَ أَوْ يَكْفُرُ بَعْدَ إِسْلَامِهِ فَيُقْتَلَ *

৪০৫৯. মুয়াম্মাল ইবন ইহাব (র) - - - - উসমান ইবন আফ্ফান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি : তিনটি কারণ ব্যতীত কোন মুসলমানের রক্ত বৈধ হয় না : যদি সে বিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, বা যদি কোন লোককে হত্যা করে তবে তাকে হত্যা করা হবে, অথবা যদি ইসলাম গ্রহণের পর মুরতাদ হয়ে যায়, তখন তাকে হত্যা করা হবে।

৪.৬. أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ *

৪০৬০. ইমরান ইবন মুসা (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে তার দীন (ইসলাম) পরিবর্তন করে, তাকে হত্যা কর।

৪.৬১. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ نَاسًا ارْتَدَّوْا عَنِ الْإِسْلَامِ فَحَرَّقَهُمْ عَلَى النَّارِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أَحْرِقْهُمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَعَذِّبُوا بَعْدَ اللَّهِ أَحَدًا وَلَوْ كُنْتُ أَنَا لَقَتَلْتُهُمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ *

৪০৬১. মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন মুবারক (র) - - - - ইকরিমা (রা) থেকে বর্ণিত যে, কিছু লোক ইসলাম থেকে মুরতাদ হয়ে যায়, তখন আলী (রা) তাদের আগুনে জ্বালিয়ে দেন। ইবন আব্বাস (রা) বলেন : যদি আমি তাঁর স্থলে হতাম, তবে তাদেরকে কখনও জ্বালাতাম না। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কাউকে আল্লাহ তা'আলার আযাব দ্বারা আযাব দিও না। আমি হলে তাদেরকে হত্যা করতাম। কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি স্বীয় দীন পরিবর্তন করে, তাকে হত্যা কর।

৪.৬২. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا بْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ *

৪০৬২. মাহমুদ ইবন গায়লান (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ পালাতাই
আমারই
উম্মা সাল্লা বলেছেন : যে ব্যক্তি তার দীন পরিবর্তন করে, তাকে হত্যা কর।

৪.৬২. أَخْبَرَنِي هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَّارَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ
بْنُ الْعَوَّامِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ *

৪০৬৩. হিলাল ইবন 'আলা (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ পালাতাই
আমারই
উম্মা সাল্লা বলেছেন : যে ব্যক্তি তার দীন পরিবর্তন করে, তাকে হত্যা কর।

৪.৬৬. أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ
قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ
وَهَذَا أَوْلَى بِالصَّوَابِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ *

৪০৬৪. মূসা ইবন আবদুর রহমান (র) - - - - হাসান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ পালাতাই
আমারই
উম্মা সাল্লা বলেছেন : যে ব্যক্তি তার দীন পরিবর্তন করে, তাকে হত্যা কর।

৪.৬৫. أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عِيْسَى عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ
ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ *

৪০৬৫. হুসায়ন ইবন ঈসা (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ পালাতাই
আমারই
উম্মা সাল্লা বলেছেন : যে ব্যক্তি তার দীন পরিবর্তন করে, তাকে হত্যা কর।

৪.৬৬. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ
أَنَسٍ أَنَّ عَلِيًّا أْتَى بِنَاسٍ مِنَ الرُّطَّا يَعْبُدُونَ وَنَحْنُ فَأَحْرَقَهُمْ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ *

৪০৬৬. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আলী (রা)-এর নিকট 'যুত'
পাহাড়ের কিছু লোক আনা হলো, যারা মূর্তিপূজা করতো। তিনি তাদেরকে আগুনে জ্বালিয়ে দিলেন। ইবন
আব্বাস (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ পালাতাই
আমারই
উম্মা সাল্লা বলেছেন : যে ব্যক্তি দীন পরিবর্তন করে, তাকে হত্যা করে ফেল।

৪.৬৭. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَحَدَّثَنِي حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَا حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ حُمَيْدِ
بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ ثُمَّ
أَرْسَلَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَيْكُمْ

৪০৮৩. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ الْهَادِ عَنْ عَمْرِو بْنِ قُهَيْدٍ الْغِفَارِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ عُدِيَّ عَلَى مَالِي قَالَ فَاَنْشُدْ بِاللَّهِ قَالَ فَإِنْ أَبَوْا عَلَيَّ قَالَ فَاَنْشُدْ بِاللَّهِ قَالَ فَإِنْ أَبَوْا عَلَيَّ قَالَ فَقَاتِلْ فَإِنْ قُتِلْتَ فَفِي الْجَنَّةِ وَإِنْ قُتِلْتَ فَفِي النَّارِ *

৪০৮৩. কুতায়বা (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বললো : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! যদি কোন ব্যক্তি জোরপূর্বক আমার মাল ছিনিয়ে নিতে আসে, তখন আমি কি করবো ? তিনি বললেন : তুমি তাকে আল্লাহর কসম দেবে। সে বললো : যদি সে তা না মানে ? তিনি বললেন : আবারও আল্লাহর কসম দেবে। সে বললো, যদি তাও না মানে ? তিনি বললেন, আবারও আল্লাহর কসম দেবে। সে বললো, যদি তারপরও না মানে ? তিনি বললেন : তা হলে তুমি তার সাথে যুদ্ধ করবে। যদি তুমি নিহত হও, তবে তুমি বেহেশতে যাবে, আর যদি সে মারা যায়, তবে সে দোযখে যাবে।

৪০৮৪. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ قَالَ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ الْهَادِ عَنْ قُهَيْدِ بْنِ مَطْرَفٍ الْغِفَارِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ عُدِيَّ عَلَى مَالِي قَالَ فَاَنْشُدْ بِاللَّهِ قَالَ فَإِنْ أَبَوْا عَلَيَّ قَالَ فَاَنْشُدْ بِاللَّهِ قَالَ فَإِنْ أَبَوْا عَلَيَّ قَالَ فَقَاتِلْ فَإِنْ قُتِلْتَ فَفِي الْجَنَّةِ وَإِنْ قُتِلْتَ فَفِي النَّارِ *

৪০৮৪. মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন হাকাম (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বললো : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! যদি কোন ব্যক্তি বলপূর্বক আমার মাল ছিনিয়ে নিতে আসে, তখন আমি কি করবো ? তিনি বললেন : তুমি তাকে আল্লাহর কসম দিবে। সে বললো : যদি সে তা না মানে ? তিনি বললেন : তুমি তাকে আল্লাহর কসম দিবে। সে বললো : যদি সে না মানে ? তিনি বললেন, তুমি তাকে আল্লাহর কসম দেবে। সে বললো, যদি সে তা না মানে ? তিনি বললেন : তখন তুমি তার সাথে যুদ্ধ করবে। যদি তুমি নিহত হও, তবে তুমি জান্নাতে যাবে, আর যদি ঐ ব্যক্তি মারা যায়, তবে সে জাহান্নামে যাবে।

مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ

যে ব্যক্তি স্বীয় সম্পদ রক্ষার্থে মারা যায়

৪০৮৫. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ قَاتَلَ دُونَ مَالِهِ فَقُتِلَ فَهُوَ شَهِيدٌ *

৪০৮৫. মুহাম্মদ ইবন আবদুল আ'লা (র) - - - - আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি তার মাল রক্ষার্থে যুদ্ধ করে নিহত হয়, সে শহীদ।

৪.৮৬. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ أَبِي يُونُسَ الْقَشِيرِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ قَاتَلَ دُونَ مَالِهِ فَقَتِلَ فَهُوَ شَهِيدٌ *

৪০৮৬. মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন বাযী' (র) - - - - আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি তার মাল রক্ষার্থে যুদ্ধ করে নিহত হয়, সে শহীদ।

৪.৮৭. أَخْبَرَنِي عُبيدُ اللَّهِ ابْنُ فَضَالَةَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو الْأَسْوَدِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ قَتَلَ دُونَ مَالِهِ مَظْلُومًا فَلَهُ الْجَنَّةُ *

৪০৮৭. উবায়দুল্লাহ ইবন ফাযালা ইবন ইবরাহীম নিশাপুরী (র) - - - - আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবন আস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি তার মাল রক্ষার্থে অন্যায়ভাবে নিহত হয়, তার জন্য জান্নাত রয়েছে।

৪.৮৮. أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ الْهَذِيلِ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْخَمْسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ قَتَلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ *

৪০৮৮. জা'ফর ইবন মুহাম্মদ ইবন হুযায়ল (র) - - - - আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি তার মাল-সম্পদ রক্ষার্থে মারা যায়, সে শহীদ।

৪.৮৯. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَسَنِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ أُرِيدَ مَالُهُ بِغَيْرِ حَقٍّ فَقَاتَلَ فَقَتِلَ فَهُوَ شَهِيدٌ هَذَا خَطَأٌ وَالصَّوَابُ حَدِيثُ سَعِيدِ بْنِ الْخَمْسِ *

৪০৮৯. আমর ইবন আলী (র) - - - - আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যার মাল কোন ব্যক্তি অন্যায়ভাবে নিতে চায়, আর সে যুদ্ধ করে নিহত হয়, সে শহীদ।

৪.৯০. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ قَتَلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ *

৪০৯০. আহমদ ইবন সুলায়মান (র) - - - - আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি নিজের মাল রক্ষার্থে মারা যায়, সে শহীদ।

৪.৯১. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَقُتَيْبَةُ وَالْأَفْطُ لَاسْحَقُ قَالَ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ طَلْحَةَ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ قَتَلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ *

৪০৯১. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) ও কুতায়বা (র) - - - - সাঈদ ইবন যায়দ (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যে ব্যক্তি তার মাল রক্ষার্থে নিহত হয়, সে শহীদ।

৪.৯২. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدَةُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ طَلْحَةَ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ قَاتَلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ *

৪০৯২. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) - - - - সাঈদ ইবন যায়দ (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যে ব্যক্তি নিজ মাল রক্ষার্থে যুদ্ধ করে, সে শহীদ।

৪.৯৩. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَصْرِ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُؤَمَّلُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عُلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ قَتَلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ *

৪০৯৩. আহমদ ইবন নাসর (র) - - - - বুয়ায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি তার মাল রক্ষার্থে মারা যায়, সে শহীদ।

৪.৯৪. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُلْقَمَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ قَتَلَ دُونَ مَظْلَمَتِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدِيثُ الْمُؤَمَّلِ خَطَأٌ وَالصَّوَابُ حَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ *

৪০৯৪. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র) - - - - আবু জা'ফর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি যুলুমের কারণে মারা যায়, সে শহীদ।

مَنْ قَاتَلَ دُونَ أَهْلِهِ

যে ব্যক্তি পরিবার-পরিজনের রক্ষার্থে যুদ্ধ করে

৪০৯৫. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ قَتَلَ دُونَ مَالِهِ فَقَتَلَ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قَاتَلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قَاتَلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ *

৪০৯৫. আমর ইবন আলী (র) - - - - সাঈদ ইবন যায়দ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যে ব্যক্তি নিজের মাল রক্ষার্থে যুদ্ধ করে মারা যায়, সে শহীদ। এমনভাবে যে ব্যক্তি নিজের প্রাণ রক্ষার্থে যুদ্ধ করে মারা যায়, সে শহীদ এবং যে নিজ পরিবারের লোকের জন্য যুদ্ধ করে মারা যায়, সে শহীদ।

مَنْ قَاتَلَ دُونَ دِينِهِ

যে ধর্ম রক্ষার্থে যুদ্ধ করে

৪০৯৬. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَغْنِي ابْنَ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ عَنْ طَلْحَةَ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ قَتَلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قَتَلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قَتَلَ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قَتَلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ *

৪০৯৬. মুহাম্মাদ ইবন রাফে' (র) ও মুহাম্মাদ ইবন ইসমাইল ইবন ইবরাহীম (র) - - - - সাঈদ ইবন যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি নিজ মাল রক্ষার্থে যুদ্ধ করে মারা যায়, সে শহীদ। আর যে ব্যক্তি তার পরিবারের লোকদের রক্ষা করতে গিয়ে মারা যায়, সেও শহীদ, আর যে ব্যক্তি তার দীন রক্ষা করার জন্য নিহত হয়, সেও শহীদ। এবং যে নিজ প্রাণ রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হয়, সেও শহীদ।

مَنْ قَاتَلَ دُونَ مَظْلَمَتِهِ

যে ব্যক্তি অত্যাচার প্রতিরোধ করতে গিয়ে মারা যায়

৪০৯৭. أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ دِينَارٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الْأَشْعَثِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ مَطْرَفٍ عَنْ سَوَادَةَ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ سُؤَيْدِ ابْنِ مَقْرَنٍ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ قَتَلَ دُونَ مَظْلَمَتِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ *

৪১৩৭. আবদুর রহমান ইবন আবদুল্লাহ ইবন আবদুল হাকাম (র) - - - - জুবায়র ইবন মুত'ইম (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি এবং উসমান (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট গিয়ে হুনায়নের মালের ব্যাপারে বললেন, যা তিনি বনু হাশিম এবং বনু মুত্তালিবের মধ্যে বণ্টন করেছিলেন। তারা দু'জন বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আপনি আমাদের ভাই বনু আবদুল মুত্তালিবকে দান করলেন এবং আমাদেরকে কিছুই দিলেন না। অথচ আমরাও আপনার ঐরূপ আত্মীয় ? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে বললেন : আমি তো বনু হাশিম ও বনু আবদুল মুত্তালিবকে একই মনে করি। জুবায়র ইবন মুত'ইম (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বনু আবদ শামস ও বনু নওফলকে তা থেকে কিছুই দিলেন না, যেমন তিনি বনু হাশিম এবং আবদুল মুত্তালিবকে দিলেন।

৪১৩৮. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ قَالَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ لَمَّا قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَهْمَ ذِي الْقُرْبَى بَيْنَ بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ أَتَيْتُهُ أَنَا وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانٍ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَؤُلَاءِ بَنُو هَاشِمٍ لَا تَنْكُرُ فَضْلَهُمْ لِمَكَانِكَ الَّذِي جَعَلَكَ اللَّهُ بِهِ مِنْهُمْ أَرَأَيْتَ بَنِي الْمُطَّلِبِ أَعْطَيْتَهُمْ وَمَنْعْتَنَا فَإِنَّمَا نَحْنُ وَهُمْ مِنْكَ بِمَنْزِلَةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّهُمْ لَمْ يَفَارِقُونِي فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلَا إِسْلَامٍ إِنَّمَا بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ شَيْءٌ وَاحِدٌ وَشَبَكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ *

৪১৩৮. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র) - - - - জুবায়র ইবন মুত'ইম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন আত্মীয়দের অংশ বনু হাশিম এবং বনু মুত্তালিবের মধ্যে বণ্টন করলেন তখন আমি ও উসমান ইবন আফফান তাঁর কাছে এসে বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! ওই যে বনু হাশিম, আল্লাহ তা'আলা তাদের সাথে আপনার যে সম্পর্ক রেখেছেন, তজ্জনিত তাদের শ্রেষ্ঠত্বকে আমরা অস্বীকার করি না। কিন্তু আপনি আমাদের ভাই বনু আবদুল মুত্তালিবকে দান করলেন এবং আমাদেরকে কিছুই দিলেন না। অথচ আমরা ও তারা সমপর্যায়ের আত্মীয় ? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তারা জাহেলিয়াতে এবং ইসলামে আমাকে ছেড়ে যায়নি।^১ আমি তো বনু হাশিম ও বনু আবদুল মুত্তালিবকে একই মনে করি। এই বলে তিনি নিজ আঙ্গুলসমূহ পরস্পর গেঁথে দিলেন।

৪১৩৯. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا مَحْبُوبٌ يَعْنِي ابْنَ مُوسَى قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو إِسْحَقَ وَهُوَ الْفَزَارِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عِيَّاشٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ أَبِي سَلَامٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ حُنَيْنٍ وَبَرَّةٍ مِنْ جَنْبٍ بَعِيرٍ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَا يَحِلُّ لِي مِمَّا آفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ

১. অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (সা) মক্কার জীবনে বনু আবদুল-মুত্তালিব ইসলাম গ্রহণ না করলেও কখনও তারা তাঁর বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করেনি; বরং বনু হাশিমের মত তারাও তাঁর পাশে থেকেছে। এমনকি আবু তালিব উপত্যকার অন্তরীণ জীবনেও তারা কুরায়শের বিরুদ্ধে এসে স্বেচ্ছায় তাঁর সংগে অন্তরীণ জীবন যাপন করেছে। পক্ষান্তরে বনু আদ শামস ও বনু নাওফালের আচরণ ছিল এর বিপরীত, যদিও তারাও বনু হাশিম ও বনু আবদুল মুত্তালিবের মত আদ মানাফের বংশধর এবং মহানবী (সা)-এর সমপর্যায়ের আত্মীয়। মহানবী (সা) তাদের এই অবস্থানগত পার্থক্যের দিকেই ইশারা করেছেন।

قَدَرُ هَذِهِ إِلَّا الْخُمْسُ وَالْخُمْسُ مَرْدُودٌ عَلَيْكُمْ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ اسْمُ أَبِي سَلَامٍ مَطْطُورٌ وَهُوَ حَبَشِيٌّ وَاسْمُ أَبِي أُمَامَةَ صُدِيُّ بْنُ عَجْلَانَ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ *

৪১৩৯. আমর ইব্ন ইয়াহুইয়া (র) - - - - - উবাদা ইব্ন সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ হুনায়েনের দিন একটি উটের পার্শ্বদেশ থেকে কিছু পশম নিলেন। তারপর বললেন, হে লোক সকল ! আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে যে গনীমত দিয়েছেন, তা থেকে খুমুস ব্যতীত এটুকু নেয়াও আমার জন্য হালাল নয়, আর খুমুসও তোমাদের মধ্যেই ফিরিয়ে দেয়া হয়। আল্লাহ সম্যক অবগত।

٤١٤. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتَى بَعْضًا فَاخَذَ مِنْ سَنَامِهِ وَبَرَّةً بَيْنَ إصْبَعَيْنِ ثُمَّ قَالَ إِنَّهُ لَيْسَ لِي مِنَ الْفَيْءِ شَيْءٌ وَلَا هَذِهِ إِلَّا الْخُمْسُ وَالْخُمْسُ مَرْدُودٌ فِيكُمْ *

৪১৪০. আমর ইব্ন ইয়াযীদ (র) - - - - - আমর ইব্ন শুআযব (রা) তাঁর পিতা হতে তিনি তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ একটি উটের নিকট গিয়ে তার কুঁজ হতে একটি পশম তাঁর দুই আঙ্গুলের মধ্যে নিয়ে বললেন : যুদ্ধলব্ধ মালের পঞ্চমাংশ ব্যতীত আমার জন্য এতটুকুও নেই। আর আমার পঞ্চমাংশও তোমাদের মধ্যে ফিরিয়ে দেওয়া হয়।

٤١٤١. أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَعْنَى ابْنِ دِينَارٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ ابْنِ الْحَدَّثَانِ عَنْ عُمَرَ قَالَ كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِمَّا لَمْ يُوجِفِ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ فَكَانَ يَنْفِقُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْهَا قُوَّةَ سَنَةٍ وَمَا بَقِيَ جَعَلَهُ فِي الْكُرَاعِ وَالسَّلَاحِ عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ *

৪১৪১. উবায়দুল্লাহ ইব্ন সাঈদ (র) - - - - - উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা বনু নযীরের সম্পদ তাঁর রাসূল-কে ফায়^১ হিসেবে দান করেছেন। মুসলমানগণ তা পেতে ঘোড়াও দৌড়ায়নি এবং উটও না। তিনি তা থেকে এক বছরের খরচ নিজের জন্য নিতেন এবং অবশিষ্ট মাল যুদ্ধের জন্য ঘোড়া, হাতিয়ার এবং জিহাদের উপকরণ ক্রয়ের জন্য ব্যয় করতেন।

٤١٤٢. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا مَحْبُوبٌ يَعْنِي ابْنَ مُوسَى قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو إِسْحَقَ هُوَ الْفَزَارِيُّ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ فَاطِمَةَ أَرْسَلَتْ إِلَى أَبِي بَكْرٍ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا مِنَ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ صَدَقَتِهِ وَمِمَّا تَرَكَ مِنْ خُمُسٍ خَيْبَرَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تَوْرَثُ *

১. অমুসলিমদের যে সম্পদ বিনাযুদ্ধে মুসলিমদের হাতে আসে তাকে 'ফায়' বলে।

عَلِمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَأَنْتَوْرَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةً قَالَ فَقَالَ الزُّهْرِيُّ وَلِيَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَخَذَ مِنْهَا قُوْتَ أَهْلِهِ وَجَعَلَ سَائِرَهُ سَبِيلَ سَبِيلِ الْمَالِ ثُمَّ وَلِيَهَا أَبُو بَكْرٍ بَعْدَهُ ثُمَّ وَلِيْتُهَا بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ فَصَنَعْتُ فِيهَا الَّذِي كَانَ يَصْنَعُ ثُمَّ أَتَيْانِي فَسَأَلَانِي أَنْ أَدْفَعَهَا إِلَيْهِمَا عَلَى أَنْ يَلِيَاَهَا بِالَّذِي وَلِيَهَا بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالَّذِي وَلِيَهَا بِهِ أَبُو بَكْرٍ وَالَّذِي وَلِيْتُهَا بِهِ فَدَفَعْتُهَا إِلَيْهِمَا وَأَخَذْتُ عَلَى ذَلِكَ عَنْهُمَا ثُمَّ أَتَيْانِي يَقُولُ هَذَا أَقْسَمُ لِي بِنَصِيْبِي مِنْ ابْنِ أَخِي وَيَقُولُ هَذَا أَقْسَمُ لِي بِنَصِيْبِي مِنْ امْرَأَتِي وَإِنْ شَاءَ أَنْ أَدْفَعَهَا إِلَيْهِمَا عَلَى أَنْ يَلِيَاَهَا بِالَّذِي وَلِيَهَا بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالَّذِي وَلِيَهَا بِهِ أَبُو بَكْرٍ وَالَّذِي وَلِيْتُهَا بِهِ فَدَفَعْتُهَا إِلَيْهِمَا وَإِنْ أَبَيَا كُفِيََا ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ هَذَا لَهُوْلَاءُ إِنَّمَّا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَافَةَ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرُّقَابِ وَالْفَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ هَذِهِ لَهُوْلَاءُ وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ قَالَ الزُّهْرِيُّ هَذِهِ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ خَاصَّةٌ قُرَىٰ عَرَبِيَّةٌ فَذَكَ كَذَا وَكَذَا فَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَلِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ فَاسْتَوْعِبْتَ هَذِهِ الْآيَةَ النَّاسَ فَلَمْ يَبْقَ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا لَهُ فِي هَذَا الْمَالِ حَقٌّ أَوْ قَالَ حَقٌّ إِلَّا بَعْضَ مَنْ تَمْلِكُونَ مِنْ أَرْقَائِكُمْ وَلَنْ عِشْتَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لِيَأْتِيَنَّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ حَقُّهُ أَوْ قَالَ حَقُّهُ *

৪১৪৯. আলী ইব্ন হুজর (রা) - - - - মালিক ইব্ন আউস ইব্ন হাদাসান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আব্বাস এবং আলী (রা) বিবদমান অবস্থায় উমর (রা)-এর কাছে আসেন। এরপর আব্বাস (রা) বলেন : আমার এবং এর মধ্যে ফয়সালা করে দিন। লোকেরাও বললেন : এদের মধ্যে বণ্টন করে দিন। তখন উমর (রা) বললেন : আমি তাদের মধ্যে বণ্টন করবো না। তারা নিশ্চয় অবগত আছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কেউ আমাদের ওয়ারিস হয় না। আমরা যা রেখে যাই, তা সাদকা। রাবী বলেন : এরপর যুহরী বলেন : যে, উমর (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সে সম্পদের মুতাওয়ালী ছিলেন। তিনি তা হতে তার পরিবারের খরচ পরিমাণমত গ্রহণ করতেন এবং অবশিষ্ট যা থাকতো তা আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করতেন। তাঁর পরে এই মালের মুতাওয়ালী ছিলেন আবু বকর (রা)। আবু বকরের পর আমি এর মুতাওয়ালী হয়েছি। আমিও ঐরূপই করেছি, যে রূপ তিনি করতেন। এখন এঁরা দু'জন আমার নিকট এসে এই মাল তাঁদেরকে দেয়ার জন্য বললেন, যেন তাঁরা এর মুতাওয়ালী হতে পারেন, যে রূপ রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং আবু বকর (রা) মুতাওয়ালী ছিলেন এবং আমি এর

كِتَابُ الْبَيْعَةِ

অধ্যায় : বায়'আত

بَابُ الْبَيْعَةِ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ

পরিচ্ছেদ : আদেশ পালন এবং অনুগত থাকার শপথ

১১০. أَخْبَرَنَا الْأَمَامُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيُّ مِنْ لُغْطِهِ قَالَ أَنْبَأَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ مُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ مُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ بَايَعَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْيُسْرِ وَالْعُسْرِ وَالْمَنْحَطِ وَالْمَكْرِهِ وَأَنْ لَا تَنْتَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ وَأَنْ تَقُومَ بِالْحَقِّ حَيْثُ كُنَّا لَأَنْخَافَ لَوْمَةً لِأَبِي *.

৪১৫০. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) - - - - - উবাদা ইবন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট শপথ করলাম, তাঁর কথা শ্রবণ করা এবং আনুগত্য করার উপর প্রত্যেক অনুকূল এবং প্রতিকূল অবস্থায় এবং সুখে-দুঃখে সর্বাবস্থায়। আর কমতার ব্যাপারে যথোপযুক্ত লোকের সংগে বিরোধে লিপ্ত হবো না। আর যেখানেই থাকি না কেন, আমরা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবো এবং আমরা কোন নিষ্পত্তির নিষ্পত্তি পরওয়া করবো না।

১১১. أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ حُمَادٍ قَالَ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ مُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِيهِ أَنْ مُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ بَايَعَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْيُسْرِ وَالْعُسْرِ وَذَكَرَ مِثْلَهُ *.

৪১৫১. ইসা ইবন হামাদ (র) - - - - - উবাদা ইবন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর হাতে আনুগত্যের শপথ করলাম প্রত্যেক অনুকূল ও প্রতিকূল অবস্থায়। অতঃপর পূর্বের অনুরূপ।

بَابُ الْبَيْعَةِ عَلَى أَنْ لَا تَنْتَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ

পরিচ্ছেদ : উপযুক্ত শাসকের বিরোধিতা না করার শপথ

১১২. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مُبَادَةُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مُبَادَةَ قَالَ

حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عُبَادَةَ قَالَ بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْيُسْرِ وَالْعُسْرِ وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرِهِ وَأَنْ لَا تَنْتَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ وَأَنْ نَقُولَ أَوْ نَقُومَ بِالْحَقِّ حَيْثُمَا كُنَّا لَأَنْخَافُ لَوْمَةً لَأَنَّمِ *

৪১৫২. মুহাম্মদ ইবন সালামা ও হারিস ইবন মিসকীন (র) - - - - উবাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট শপথ গ্রহণ করলাম অনুকূল-প্রতিকূল সুখে-দুঃখে সর্বাবস্থায় অনুগত থাকার, উপযুক্ত নেতার বিরোধিতা না করার এবং এই বিষয়ের উপর যে, আমরা যেখানেই থাকি না কেন সত্য বলব কিংবা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবো। আর আমরা কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারকে ভয় করবো না।

بَابُ الْبَيْعَةِ عَلَى الْقَوْلِ بِالْحَقِّ

পরিচ্ছেদ : সত্য কথা বলার উপর বায়'আত

٤١٥٣. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْيُسْرِ وَالْعُسْرِ وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرِهِ وَأَنْ لَا تَنْتَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ وَأَنْ نَقُولَ بِالْحَقِّ حَيْثُ كُنَّا *

৪১৫৩. মুহাম্মদ ইবন ইয়াহুইয়া (র) - - - - উবাদা ইবন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট বায়'আত করলাম অনুকূল-প্রতিকূল এবং সুখে-দুঃখে সর্বাবস্থায় আনুগত্য প্রদর্শনের আর যিনি আমাদের মধ্যে শাসক নিযুক্ত হবেন তার সাথে বিরোধ না করার এবং আমরা যেখানেই থাকি না কেন, সদা সত্য কথা বলার।

الْبَيْعَةُ عَلَى الْقَوْلِ بِالْعَدْلِ

ন্যায়ানুগ কথা বলার বায়'আত

٤١٥٤. أَخْبَرَنِي هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُبَادَةُ بْنُ الْوَلِيدِ أَنَّ أَبَاهُ الْوَلِيدَ حَدَّثَهُ عَنْ جَدِّهِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي عُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَمَنْشَطِنَا وَمَكَارِهِنَا وَعَلَى أَنْ لَا تَنْتَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ وَعَلَى أَنْ نَقُولَ بِالْعَدْلِ أَيْنَ كُنَّا لَأَنْخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةً لَأَنَّمِ *

৪১৫৪. হারুন ইবন আবদুল্লাহ (র) - - - - উবাদা ইবন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট অনুকূল-প্রতিকূল এবং সুখ-দুঃখ সর্বাবস্থায় শ্রবণ ও আনুগত্য প্রদর্শনের বায়'আত করলাম, আর একথার যে, আমরা আমাদের শাসকের সাথে বিরোধ করবো না, এবং আমরা যেখানেই থাকি না কেন, ন্যায়ানুগ কথা বলবো। আর আল্লাহ তা'আলার ব্যাপারে কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারে ভয় করবো না।

الْبَيْعَةُ عَلَى الْآثَرَةِ

অন্যদের প্রাধান্য দেয়া হলে তাতে ধৈর্যধারণের বায়'আত

১১০০. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَيَّارٍ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ أَنَّهُمَا سَمِعَا عُبَادَةَ بْنَ الْوَلِيدِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ أَمَّا سَيَّارٌ فَقَالَ عَنْ أَبِيهِ وَأَمَّا يَحْيَى فَقَالَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي عُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَمَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا وَآثَرَةٍ عَلَيْنَا وَأَنْ لَا تَنْتَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ وَأَنْ نَقُومَ بِالْحَقِّ حَيْثُمَا كَانَ لَأَنْخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةً لَأَنَّمْ قَالَ شُعْبَةُ سَيَّارٌ لَمْ يَذْكُرْ هَذَا الْحَرْفَ حَيْثُمَا كَانَ وَذَكَرَهُ يَحْيَى قَالَ شُعْبَةُ إِنْ كُنْتُ زِدْتُ فِيهِ شَيْئًا فَهُوَ عَنْ سَيَّارٍ أَوْ عَنْ يَحْيَى *

৪১৫৫. মুহাম্মদ ইবন ওলীদ (র) - - - - - উবাদা ইবন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট বায়'আত করলাম অনুকূল-প্রতিকূল এবং দুঃখ-সুখ সর্বাবস্থায় এবং আমাদের উপর অন্যদের প্রাধান্য দানের ক্ষেত্রে শ্রবণ ও আনুগত্য বজায় রাখার, উপযুক্ত শাসকের সংগে বিরোধে লিপ্ত না হওয়ার আর এ বিষয়ের যে, আমরা যেখানেই থাকি না কেন, ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকব এবং আমরা আল্লাহর ব্যাপারে কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারে ভয় করবো না।

১১০৬. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا يَفْقُوبُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ عَلَيْكَ بِالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِكَ وَمَكْرَهِكَ وَعُسْرِكَ وَيُسْرِكَ وَآثَرَةٍ عَلَيْكَ *

৪১৫৬. কুতায়বা (র) - - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : শাসকের প্রতি আনুগত্য বজায় রাখা তোমার উপর অত্যাৱশ্যক, তোমার সুখে-দুঃখে এবং অনুকূল-প্রতিকূল সর্বাবস্থায় তোমার উপর কাউকে প্রাধান্য দিলেও।

الْبَيْعَةُ عَلَى النُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ

প্রত্যেক মুসলমানের শুভাকাঙ্ক্ষী হওয়ার উপর বায়'আত

১১০৭. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى النُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ *

৪১৫৭. মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন ইয়াযীদ (র) - - - - জারীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট প্রত্যেক মুসলমানের গুণ্ড কামনার বায়'আত গ্রহণ করি।

৪১৫৮. أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُثَيْمٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ قَالَ جَرِيرٌ بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَأَنْ أَتَمَّحَ لِكُلِّ مُسْلِمٍ *
৪১৫৮. ইয়াকুব ইবন ইব্রাহীম (র) - - - - জারীর (রা) বলেছেন যে, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট তাঁর কথা মান্য করার এবং তাঁর আনুগত্য করার এবং প্রত্যেক মুসলমানের গুণ্ডাকাজী থাকার উপর বায়'আত গ্রহণ করি।

الْبَيْعَةُ عَلَى أَنْ لَا نَفِرَ

যুদ্ধ হতে পলায়ন না করার উপর বায়'আত

৪১৫৯. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ لَمْ تَبَايِعْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمَوْتِ إِنَّمَا بَايَعْنَاهُ عَلَى أَنْ لَا نَفِرَ *
৪১৫৯. কুতায়বা (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট মৃত্যুর উপর বায়'আত গ্রহণ করিনি, বরং আমরা যুদ্ধ হতে পলায়ন না করার উপর বায়'আত গ্রহণ করেছি।

الْبَيْعَةُ عَلَى الْمَوْتِ

মৃত্যুর উপর বায়'আত

৪১৬০. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ قُلْتُ لِسَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ عَلَى أَيِّ شَيْءٍ بَايَعْتُمُ النَّبِيَّ ﷺ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَّةِ قَالَ عَلَى الْمَوْتِ *
৪১৬০. কুতায়বা (র) - - - - ইয়াযীদ ইবন আবু উবায়দ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সালামা ইবন আকওয়া (রা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করলাম, আপনারা হুদায়বিয়ার দিনে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট কোন কথার উপর বায়'আত গ্রহণ করেছিলেন? তিনি বলেন : মৃত্যুর উপর।

الْبَيْعَةُ عَلَى الْجِهَادِ

জিহাদ করার উপর বায়'আত

৪১৬১. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرِو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عَمْرُو بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنَ أُمَيَّةَ بْنَ أَخِي يَعْلَى بْنَ أُمَيَّةَ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ يَعْلَى بْنَ أُمَيَّةَ قَالَ جِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِأَبِي أُمَيَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَقُلْتُ

يَا رَسُولَ اللَّهِ بَايَعَ أَبِي عَلَى الْهَجْرَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَبَايَعُهُ عَلَى الْجِهَادِ وَقَدْ انْقَطَعَتِ الْهَجْرَةُ *

৪১৬১. আহমদ ইবন আমর ইবন সারহ (র) - - - - ইয়ালা ইবন উমাইয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : মক্কা বিজয়ের দিন আমি আমার পিতা উমাইয়াকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট নিয়ে আসলাম এবং বললাম ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার পিতা থেকে হিজরত করার উপর বার'আত গ্রহণ করুন। তিনি বললেন : আমি তার থেকে জিহাদ করার বার'আত নেব। কারণ হিজরত শেষ হয়ে গেছে।

٤١٦٢. أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَمِّي قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيُّ أَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ تَبَايَعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا تَسْرِقُوا وَلَا تَزْنُوا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ وَلَا تَأْتُوا بِبَهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ وَلَا تَعْمُسُونِي فِي مَعْرُوفٍ فَمَنْ وَقَى فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ أَصَابَ مِنْكُمْ شَيْئًا فَعُقُوبٌ بِهِ فَهُوَ لَهْ كَفَّارَةٌ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَتَرَهُ اللَّهُ فَأَمَرَهُ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ خَالِفَهُ أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ *

৪১৬২. উবায়দুল্লাহ ইবন সাঈদ ইবন ইবরাহীম ইবন সা'দ (র) - - - - উবাদা ইবন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবা বেষ্টিত অবস্থায় বললেন : তোমরা আমার নিকট এ কথার উপর বার'আত কর যে, তোমরা আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবে না, চুরি করবে না, ব্যতিচার করবে না, বীর সন্তানদের হত্যা করবে না। আর তোমরা কারো প্রতি মিথ্যা অপবাদ দেবে না এবং ন্যায় কাজে আমার অব্যাহতা প্রকাশ করবে না; যে ব্যক্তি এরূপ বার'আত পূর্ণ করবে, তার সম্ভাব আল্লাহর বিমার, আর যে ব্যক্তি এ ব্যাপারে কোন অপরাধ করবে, তারপর শাস্তি ভোগ করবে, তা তার জন্য কাঙ্ক্ষার হয়ে যাবে। আর কেউ যদি কোন অপরাধ করে এবং আল্লাহ তা'আলা তা ঢেকে রাখেন, তার ব্যাপার আল্লাহর ইচ্ছাধীন। যদি তিনি ইচ্ছে করেন, তবে তাকে কমাও করতে পারেন, আর ইচ্ছা করলে শাস্তিও দিতে পারেন।

٤١٦٣. أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ الْحَارِثِ بْنِ قُضَيْلٍ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ حَدَّثَهُ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تَبَايَعُونِي عَلَى مَا بَايَعَ عَلَيْهِ النَّسَاءُ أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا تَسْرِقُوا وَلَا تَزْنُوا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ وَلَا تَأْتُوا بِبَهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ وَلَا تَعْمُسُونِي فِي مَعْرُوفٍ قُلْنَا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ فَبَايَعْنَاهُ عَلَى ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَمَنْ أَصَابَ بَعْدَ

ذَلِكَ شَيْنًا فَنَالَتْهُ عُقُوبَةٌ فَهُوَ كَفَّارَةٌ وَمَنْ لَمْ تَنْلَهُ عُقُوبَةٌ فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ غَفَرْلَهُ وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ *

৪১৬৩. আহমদ ইবন সাঈদ (র) - - - - উবাদা ইবন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তোমরা কি আমার নিকট এ কথার উপর বায়'আত গ্রহণ করবে না, যে কথার উপর নারীরা বায়'আত গ্রহণ করেছে ? অর্থাৎ তোমরা আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরীক করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, স্বীয় সন্তানদের হত্যা করবে না, আর কারো প্রতি মিথ্যা অপবাদ দেবে না, এবং ন্যায় কাজে আমার অবাধ্যতা করবে না। আমরা বললাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ! কেন নয়, অবশ্যই বায়'আত করবো। এরপর আমরা উপরোক্ত বিষয়ে তাঁর হাতে বায়'আত করলাম। তিনি বললেন : এখন যে ব্যক্তি ঐ সকল পাপ হতে কোনটি করবে এবং পৃথিবীতে এর জন্য শাস্তি ভোগ করবে, সে শাস্তি তার গুনাহর কাফ্ফারা হয়ে যাবে। আর যে শাস্তি পাবে না, তার ব্যাপার আল্লাহর ইচ্ছাধীন, তিনি ইচ্ছা করলে তাকে শাস্তিও দিতে পারেন এবং ক্ষমাও করতে পারেন।

الْبَيْعَةُ عَلَى الْهِجْرَةِ

হিজরতের উপর বায়'আত

৪১৬৪. أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ بْنُ عَرَبِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ إِنِّي جِئْتُ أَبَايَعُكَ عَلَى الْهِجْرَةِ وَلَقَدْ تَرَكْتُ أَبَوَى بَيْكِيَانٍ قَالَ أَرْجِعْ إِلَيْهِمَا فَأَضْحِكُهُمَا كَمَا أَبْكَيْتَهُمَا *

৪১৬৪. ইয়াহুইয়া ইবন হাবীব আরাবী (র) - - - - আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি আপনার নিকট হিজরতের উপর বায়'আত গ্রহণ করছি আর আমি আমার মাতাপিতাকে ক্রন্দনরত অবস্থায় রেখে এসেছি। তিনি বললেন : তুমি তাদের কাছে ফিরে যাও এবং তাদেরকে হাসাও যেমন তুমি তাদেরকে কাঁদিয়েছ।

شَأْنُ الْهِجْرَةِ

হিজরতের গুরুত্ব

৪১৬৫. أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ أَعْرَابِيًّا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ الْهِجْرَةِ فَقَالَ وَيْحَكَ إِنْ شَأْنَ الْهِجْرَةِ شَدِيدٌ فَهَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَهَلْ تُؤَدِّي صَدَقَتَهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَعْمَلْ مِنْ وِرَاءِ الْبَحَارِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَنْ يَتْرَكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيْئًا *

৪১৬৫. হুসায়ন ইবন হুরায়স (র) - - - - আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে হিজরত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন : হিজরত বড় কঠিন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : আচ্ছা, তোমার কি উট আছে ? সে বললো : হ্যাঁ। তিনি বললেন : তুমি কি তার যাকাত আদায় কর ? সে বললো : হ্যাঁ। তিনি

বললেন : যাও তুমি সাগরের ওপারে থেকে কাজ করতে থাক। কেননা আল্লাহ তা'আলা তোমার কোন কাজ বৃথা যেতে দেবেন না।

هِجْرَةُ الْبَادِي

বেদুঈনের হিজরত

٤١٦٦. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَيُّ الْهَجْرَةِ أَفْضَلُ قَالَ أَنْ تَهْجُرَ مَا كَرِهَ رَبُّكَ عَزَّ وَجَلَّ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْهَجْرَةُ هِجْرَتَانِ هِجْرَةُ الْحَاضِرِ وَهِجْرَةُ الْبَادِي فَأَمَّا الْبَادِي فَيُجِيبُ إِذَا دُعِيَ وَيُطِيعُ إِذَا أُمِرَ وَأَمَّا الْحَاضِرُ فَهُوَ أَعْظَمُهُمَا بَلِيَّةً وَأَعْظَمُهُمَا أَجْرًا *

৪১৬৬. আহমদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন হাকাম (র) - - - - আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : এক ব্যক্তি বললো : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! কোন্ হিজরত সর্বোত্তম ? তিনি বললেন : তোমার ঐ বস্তু ত্যাগ করা, যা আল্লাহর নিকট অপছন্দনীয়। তিনি আরও বললেন : হিজরত দুই প্রকার : এক, নগরবাসীর হিজরত; দ্বিতীয়, বেদুঈনের হিজরত। যখন তাকে প্রয়োজনবশত ডাকা হয়, তখন সে চলে আসবে; আর কোন আদেশ দিলে তা পালন করবে, নগরবাসীর উপর বিপদ অনেক এবং সর্বাধিক সওয়াব তারই।

تَفْسِيرُ الْهَجْرَةِ

হিজরতের ব্যাখ্যা

٤١٦٧. أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُبَشَّرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرُ كَانُوا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ لِأَنَّهُمْ هَجَرُوا الْمُشْرِكِينَ وَكَانَ مِنَ الْأَنْصَارِ مُهَاجِرُونَ لِأَنَّ الْمَدِينَةَ كَانَتْ دَارَ شِرْكٍ فَجَاؤُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ *

৪১৬৭. হুসায়ন ইবন মানসুর (র) - - - - জাবির ইবন যায়দ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবন আব্বাস (রা) বলেছেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু বকর এবং উমর (রা)-ও মুহাজির ছিলেন। কেননা তাঁরা মুশরিকদেরকে পরিত্যাগ করেছিলেন। আর কোন কোন আনসারও মুহাজির ছিলেন, কেননা মদীনা ছিল মুশরিকদের আবাসস্থল, পরে তাঁরা আকাবার রাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হন।

الْحَثُّ عَلَى الْهَجْرَةِ

হিজরতের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা

٤١٦٨. أَخْبَرَنِي هُرُونُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ بَكَّارٍ عَنْ بِلَالٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَهُوَ ابْنُ عِيْسَى بْنِ سُمَيْعٍ

قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ وَائِلٍ عَنْ كَثِيرِ بْنِ مَرْثَةَ أَنَّ أَبَا هَاشِمَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
حَدَّثَنِي بِعَمَلٍ اسْتَقْبَلْتُمُ عَلَيْهِ وَأَمَلُهُ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيْكَ بِالْهَجْرَةِ فَإِنَّهُ لَا مِثْلَ لَهَا *

৪১৬৮. হাফস ইবন মুহাম্মদ ইবন বাককার ইবন বিলাল - - - আবু ফাতিমা (রা) থেকে। তিনি বলেন : আমি বললাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে এমন একটি কাজের কথা বলুন, যা আমি সदा সর্বদা করতে পারি। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন : তুমি হিজরত করাকে অবধারিত করে নাও। কেননা কোন কাজই এর মত নেই।

دُخِرَ الْإِخْتِلَافُ فِي الْقِطَاعِ الْهَجْرَةِ

হিজরত শেষ হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে মতপার্থক্য

৪১৬৯. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ بْنُ اللَّيْثِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ حَدَّثَنِي قَعِيلٌ عَنْ ابْنِ
شِهَابٍ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أُمَيَّةَ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ يَعْقُبَ قَالَ جَلَسْتُ إِلَى رَسُولِ
اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الْفَتْحِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَايِعْ أَبِي عَلَى الْهَجْرَةِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
أَبَايَعُ عَلَى الْجِهَادِ وَلَقَدْ انْقَطَعَتِ الْهَجْرَةُ *

৪১৬৯. আবদুল মালিক ইবন শুআইব (র) - - - ইমামা (রা) বলেন : যুদ্ধা বিজয়ের দিন আমি আমার পিতাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বললাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার পিতা হতে হিজরতের বায়'আত গ্রহণ করুন। তিনি বললেন : আমি তার থেকে জিহাদের উপর বায়'আত গ্রহণ করবো। কেননা হিজরত শেষ হয়ে গেছে।

৪১৭০. أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَلَوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّ
الْجَنَّةَ لَا يَدْخُلُهَا إِلَّا مُهَاجِرٌ قَالَ لَا هِجْرَةَ بَعْدَ فَتْحِ مَكَّةَ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَبَيْعٌ فَإِذَا اسْتَغْفِرْتُمْ
فَانْفِرُوا *

৪১৭০. মুহাম্মদ ইবন দাউদ (র) - - - সাবওয়ান ইবন উমাইরা (রা) থেকে বর্ণিত যে, আমি বললাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ! লোকেরা বলে, বেহেশতে শুধু ঐ সকল লোক প্রবেশ করবে, যারা হিজরত করেছে। তিনি বললেন : যুদ্ধা বিজিত হওয়ার সাথে সাথে হিজরত শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু জিহাদ ও বিতর্ক নির্যাত এখনও অবশিষ্ট আছে। অতএব তোমাদেরকে যখন জিহাদের জন্য বের হতে বলা হবে, তখন তোমরা জিহাদের জন্য বের হবে।

৪১৭১. أَخْبَرَنَا اسْحَقُ بْنُ مَلِصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي
مَلِصُورٌ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا هِجْرَةَ
وَلَكِنْ جِهَادٌ وَبَيْعٌ فَإِذَا اسْتَغْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا *

بَيْعَةُ مَنْ بِهِ عَاهَةٌ

কৃষ্ণ ব্যক্তি থেকে বায়'আত

৪১৮৩. أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ آلِ الشَّرِيدِ يُقَالُ لَهُ عَمْرُو عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ فِي وَفْدٍ ثَقِيفٍ رَجُلٌ مَجْدُومٌ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ أَرْجِعْ فَقَدْ بَايَعْتكَ *

৪১৮৩. যিয়াদ ইবন আয়্যুব (র) - - - - আমর নামক এক ব্যক্তি তার পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, বনু সকীফ গোত্রের প্রতিনিধি দলে এক ব্যক্তি কুষ্ঠ রোগী ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বলেন : তুমি চলে যাও, আমি তোমার বায়'আত গ্রহণ করেছি।

بَيْعَةُ الْغُلَامِ

অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালকদের বায়'আত

৪১৮৪. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ سَلَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يُونُسَ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ الْهَرْمَاسِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ مَدَدْتُ يَدِي إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَأَنَا غُلَامٌ لِيُبَايِعَنِي فَلَمْ يُبَايِعْنِي *

৪১৮৪. আবদুর রহমান ইবন মুহাম্মাদ ইবন সাল্লাম (র) - - - - হিরমাস ইবনে যিয়াদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বায়'আত করার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দিকে আমার হাত বাড়িয়ে দেই, আর আমি ছিলাম তখন অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক। কিন্তু তিনি আমাকে বায়'আত করান নি।

بَيْعَةُ الْعَمَالِكِ

দাসদের বায়'আত

৪১৮৫. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ جَاءَ عَبْدٌ فَبَايَعَ النَّبِيَّ ﷺ عَلَى الْهَجْرَةِ وَلَا يَشْعُرُ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّهُ عَبْدٌ فَجَاءَ سَيِّدُهُ يُرِيدُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ بَغْنِيهِ فَأَشْتَرَاهُ بِعَبْدَيْنِ أَسْوَدَيْنِ ثُمَّ لَمْ يُبَايِعْ أَحَدًا حَتَّى يَسْأَلَهُ أَعْبَدٌ هُوَ *

৪১৮৫. কুতায়বা (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একজন দাস রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে হিজরতের উপর বায়'আত গ্রহণ করল। নবী ﷺ জানতেন না যে, সে একজন দাস। পরে যখন তার মালিক তাকে নিতে আসলো, তখন নবী ﷺ বললেন : তুমি একে আমার নিকট বিক্রি কর। এরপর তিনি তাকে দু'টি কালো দাসের বিনিময়ে ক্রয় করেন। তারপর তিনি দাস কিনা তা জিজ্ঞাসা না করে কাউকে বায়'আত করতেন না।

৪১৮৮. কুতায়বা ও আলী ইব্ন হুজর (র) - - - - ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট শ্রবণ ও আনুগত্যের বায়'আত করতাম। এরপর তিনি বলতেন : যতটুকু তোমার শক্তিতে কুলায়। অন্য বর্ণনায় আলী (রা) বলেন : তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী।

৪১৮৯. أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا حِينَ نُبَايِعُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ يَقُولُ لَنَا فِيمَا اسْتَطَعْتُمْ *

৪১৮৯. হাসান ইব্ন মুহাম্মদ (র) - - - - ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট শ্রবণ ও আনুগত্যের বায়'আত করতাম, তখন তিনি আমাদেরকে বলতেন : তোমাদের যতটুকু ক্ষমতা আছে।

৪১৯০. أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ حَدَّثَنَا سَيَّارٌ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ بَايَعْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فَلَقَّنَنِي فِيمَا اسْتَطَعْتُ وَالنَّصِيحَ لِكُلِّ مُسْلِمٍ *

৪১৯০. ইয়াকুব ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - জারীর ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট শ্রবণ ও আনুগত্যের বায়'আত করলাম। তিনি আমাকে বলে দিলেন— যতটুকু তোমার শক্তি আছে। এবং প্রত্যেক মুসলমানের কল্যাণকামিতার শপথ নিলাম।

৪১৯১. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ أُمَيْمَةَ بِنْتِ رُقَيْقَةَ قَالَتْ بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي نِسْوَةٍ فَقَالَ لَنَا فِيمَا اسْتَطَعْتُنَّ وَأَطَقْتُنَّ *

৪১৯১. কুতায়বা (র) - - - - উমায়মা বিন্ত রুকাইকা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা কতিপয় মহিলার সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট বায়'আত গ্রহণ করি। এরপর তিনি আমাদেরকে বলেন : তোমাদের দ্বারা যতটুকু সম্ভব এবং তোমাদের যতটুকু শক্তি আছে।

ذَكَرُ مَا عَلَى مَنْ بَايَعَ الْإِمَامَ وَأَعْطَاهُ صَفْقَةً يَدِهِ وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ

যে ব্যক্তি কোন ইমামের হাতে হাত দিয়ে নিষ্ঠার সাথে বায়'আত করে

৪১৯২. أَخْبَرَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ رَبِّ الْكَعْبَةِ قَالَ انْتَهَيْتُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَهُوَ جَالِسٌ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ وَالنَّاسُ عَلَيْهِ مُجْتَمِعُونَ قَالَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ بَيْنَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ إِذْ نَزَلْنَا مَنْزِلًا فَمِنَّا مَنْ يَضْرِبُ خِيَابَهُ وَمِنَّا مَنْ يَنْتَضِلُ وَمِنَّا مَنْ هُوَ فِي

حُصَيْنٍ قَالَ سَمِعْتُ جَدَّتِي تَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَلَوْ اسْتَعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ يَفْؤُوكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا *

৪১৯৩. মুহাম্মদ ইবন আবদুল আ'লা (র) - - - - ইয়াহুইয়া ইবন হুসায়ন (রা) বলেন, আমি আমার দাদীকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বিদায় হজ্জের সময় বলতে শুনেছি : যদি তোমাদের উপর কোন হাবশী দাসকেও শাসক নিযুক্ত করা হয়, যিনি তোমাদেরকে আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী পরিচালনা করেন, তখন তোমরা তার কথা শুনবে; তার আনুগত্য করবে।

الْتَرْغِيبُ فِي طَاعَةِ الْإِمَامِ

ইমামের আনুগত্যের প্রতি উৎসাহ প্রদান

٤١٩٤. أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّ زِيَادَ بْنَ سَعْدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ عَصَى أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي *

৪১৯৪. ইউসুফ ইবন সা'ঈদ (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করলো, সে আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য করলো; আর যে আমার আনুগত্য করলো না, সে আল্লাহরও আনুগত্য করলো না। আর যে আমার নির্বাচিত শাসকের আনুগত্য করলো, সে আমার আনুগত্য করলো; আর যে আমার নির্বাচিত শাসককে অমান্য করলো, সে আমাকে অমান্য করলো।

قَوْلُهُ تَعَالَى وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ

উলুল আমরের ব্যাখ্যা

٤١٩٥. أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي يَعْلَى بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ قَالَ نَزَلَتْ فِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَذَافَةَ بْنِ قَيْسٍ بْنِ عَدِيٍّ بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي سَرِيَّةٍ *

৪১৯৫. হাসান ইবন মুহাম্মদ (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) বলেন : **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ** : আয়াতটি আবদুল্লাহ ইবন হুযাফা ইবন কায়স ইবন আদীর সম্পর্কে নাযিল হয়েছিল।^১ যাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন যুদ্ধের অধিনায়ক করে পাঠিয়েছিলেন।

১. অর্থ : হে মু'মিনগণ ! তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর, আনুগত্য কর রাসূলের এবং তাদের, যারা তোমাদের মধ্যে ক্ষমতার অধিকারী (৪: ৫৯)।

حَدَّثَنَا عَمْرُو عَنْ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِيكَ قَالَ أَنَا سَمِعْتُهُ مِنَ الَّذِي حَدَّثَ أَبِي حَدَّثَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ يُقَالُ لَهُ عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا الدِّينُ النَّصِيحَةُ قَالُوا لِمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَنْتُمْ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ *

৪১৯৮. মুহাম্মদ ইবন মানসুর (র) - - - - তামীম দারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : শুভ কামনা করার নামই দীন। লোকগণ জিজ্ঞাসা করলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! কার জন্য ? তিনি বললেন : আল্লাহর জন্য, তাঁর কিতাবের, তাঁর রাসূলের, আর মুসলমানদের নেতাদের এবং মুসলিম সাধারণের জন্য।

৪১৯৯. حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا الدِّينُ النَّصِيحَةُ قَالُوا لِمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَنْتُمْ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ *

৪১৯৯. ইয়াকুব ইবন ইব্রাহীম (র) - - - - তামীম দারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : শুভ কামনার নামই দীন। লোকেরা জিজ্ঞাসা করলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! কার জন্য ? তিনি বললেন : আল্লাহর জন্য, তাঁর কিতাবের, তাঁর রাসূলের, আর মুসলমানদের ইমামদের এবং মুসলিম সাধারণের জন্য।

৪২০০. أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ إِنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ إِنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ قَالُوا لِمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَنْتُمْ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ *

৪২০০. রবী' ইবন সুলায়মান (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : কল্যাণকামিতাই দীন, কল্যাণকামিতাই দীন, দীন হলো কল্যাণকামিতাই। লোকগণ জিজ্ঞাসা করলেন : কার জন্য, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! তিনি বললেন : আল্লাহর জন্য, তাঁর কিতাবের এবং তাঁর রাসূলের ও মুসলমানের ইমামদের এবং মুসলিম সাধারণের জন্য।

৪২০১. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ عَبْدِ الْكَبِيرِ بْنِ شُعَيْبِ بْنِ الْحَبَابِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ وَعَنْ سُمَى وَعَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مِقْسَمٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ

ﷺ قَالَ الدِّينُ النُّصِيْحَةُ قَالُوا لِمَنْ يَارَسُوْلَ اللهِ قَالَ لِلّٰهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُوْلِهِ وَلَا تَمْتِعِ الْمُسْلِمِيْنَ وَعَامَّتِهِمْ *

৪২০১. আবদুল কুদ্দুস ইবন মুহাম্মাদ ইবন আবদুল কাবীর ইবন শু'আয়ব (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কল্যাণকামিতাই দীন। লোকগণ জিজ্ঞাসা করলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! কার জন্য ? তিনি বললেন : আল্লাহর, তাঁর কিতাবের, তাঁর রাসূলের ও মুসলমানদের ইমামদের এবং মুসলিম সাধারণের জন্য।

بِطَانَةِ الْإِمَامِ

ইমামের একান্ত পরামর্শদাতা

৪২.২. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَمَّرُ بْنُ يَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا مِنْ وَآلٍ إِلَّا وَلَهُ بِطَانَتَانِ بِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَاهُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَبِطَانَةٌ لَا تَأْلُوهُ خَبَالًا فَمَنْ وَقِيَ شَرَّهَا فَقَدْ وَقِيَ وَهُوَ مِنَ الَّتِي تَغْلِبُ عَلَيْهِ مِنْهُمَا *

৪২০২. মুহাম্মদ ইবন ইয়াহুইয়া ইবন আবদুল্লাহ (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : প্রত্যেক ইমামের দু'জন পরামর্শদাতা থাকে। এক. পরামর্শদাতা হলো, যে তাকে নেকী ও উত্তম কাজের আদেশ করে এবং তাকে মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে। আর এক পরামর্শদাতা হলো, যে তার কাজে ফাসাদ সৃষ্টিতে ক্রটি করে না। অতএব, যে ব্যক্তি এর মন্দ থেকে রক্ষা পায়, সে সকল অনিষ্ট থেকে রক্ষা পেল। আর সে এমন দলের একজন হয়ে যায়, যারা মন্দ পরামর্শদাতার উপর জয়যুক্ত হয়।

৪২.৩. أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَا بَعَثَ اللَّهُ مِنْ نَبِيٍّ وَلَا اسْتَخْلَفَ مِنْ خَلِيفَةٍ إِلَّا كَانَتْ لَهُ بِطَانَتَانِ بِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالْخَيْرِ وَبِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالْشَّرِّ وَتَحْضُهُ عَلَيْهِ وَالْمَعْصُومُ مَنْ عَصَمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ *

৪২০৩. ইউনুস ইবন আবদুল আ'লা (র) - - - - আবু সাঈদ (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : আল্লাহ তা'আলা কোন নবী বা কোন প্রতিনিধি প্রেরণ করেননি, তার সাথে দুটি পরামর্শদাতা ব্যতীত। এক. পরামর্শদাতা হলো, যে ভাল কাজের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। আর এক পরামর্শ দাতা হলো, যা মন্দ কাজের প্রেরণা যোগায়। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা যাকে রক্ষা করেন তিনিই রক্ষা পান।

৪২.৪. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ شُعَيْبٍ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ

مَا بَعِثَ مِنْ نَبِيٍّ وَلَا كَانَ بَعْدَهُ مِنْ خَلِيفَةٍ إِلَّا وَلَهُ بِطَانَتَانِ بِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَاهُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَبِطَانَةٌ لَا تَأْلُوهُ خَبَالًا فَمَنْ وَفَى بِطَانَةَ السُّوءِ فَقَدْ وَفَى *

৪২০৪. মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন আবদুল হাকাম (র) - - - - আবু আইয়্যুব (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি : দুনিয়াতে কোন নবী প্রেরিত হননি আর না তাঁর কোন খলীফা, যাকে দুটি অলক্ষ্য পরামর্শদাতা দেয়া হয়নি। এক. পরামর্শদাতা হলো, যে ভাল কাজের প্রতি নির্দেশ করে এবং মন্দ কাজ হতে নিষেধ করে। আর এক পরামর্শদাতা হলো, যে মন্দ কাজের প্রেরণা দেয়। অতএব যে ব্যক্তি মন্দ পরামর্শদাতা হতে রক্ষা পেল, সেই সকল অনিষ্ট হতে রক্ষা পেল।

وَزِيرُ الْإِمَامِ

শাসকের মন্ত্রী

৪২০৫. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ ابْنِ أَبِي حُسَيْنٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ عَمَّتِي تَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ وَلِيَ مِنْكُمْ عَمَلًا فَأَرَادَ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا جَعَلَ لَهُ وَزِيرًا صَالِحًا إِنْ نَسِيَ ذِكْرَهُ وَإِنْ ذَكَرَ أَعَانَهُ *

৪২০৫. আমার ইবন উসমান (র) - - - - কাসিম ইবন মুহাম্মদ (রা) বলেন, আমি আমার ফুফুকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি শাসক নিযুক্ত হন এবং আল্লাহ তা'আলা তার কল্যাণের ইচ্ছা করেন, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য একজন পুণ্যবান মন্ত্রী নিযুক্ত করেন, যদি ভুলে যান তবে তাঁকে স্মরণ করিয়ে দেন। আর যদি তাঁর স্মরণ থাকে, তবে তাঁকে সাহায্য করেন।

جَزَاءُ مَنْ أَمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَأَطَاعَ

যদি কেউ কাউকে কোন অন্যায় কাজ করতে বলে এবং সে তা করে, তার বিনিময়

৪২০৬. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زُبَيْدِ الْأَيْمِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ جَيْشًا وَأَمَرَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا فَأَوْقَدَ نَارًا فَقَالَ ادْخُلُوهَا فَأَرَادَ نَاسٌ أَنْ يَدْخُلُوهَا وَقَالَ الْآخَرُونَ إِنَّمَا قَرَرْنَا مِنْهَا فَذَكِّرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لِلَّذِينَ أَرَادُوا أَنْ يَدْخُلُوهَا لَوْ دَخَلْتُمُوهَا لَمْ تَزَالُوا فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَقَالَ لِلْآخَرِينَ خَيْرًا وَقَالَ أَبُو مُوسَى فِي حَدِيثِهِ قَوْلًا حَسَنًا وَقَالَ لَأَطَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ *

৪২০৬. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র) ও মুহাম্মদ ইবন বাশশার (র) - - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক সেনাদল প্রেরণ করেন এবং তাদের জন্য এক ব্যক্তিকে অধিনায়ক নিযুক্ত করেন। তিনি আগুন জ্বালিয়ে লোকদেরকে তাতে প্রবেশ করতে বললেন। কেউ কেউ তো তাতে প্রবেশের ইচ্ছা করে; আর অন্যরা বলে :

كِتَابُ الْعَقِيقَةِ

অধ্যায় : আকীকা

الْعَقِيقَةُ
আকীকা

৪২১৩. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلِيمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْعَقِيقَةِ فَقَالَ لَا يُحِبُّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْعُقُوقَ وَكَأَنَّهُ كَرِهَ الْأِسْمَ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا نَسَأُكَ أَحَدُنَا يُولَدُ لَهُ قَالَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْسُبَكَ عَنْ وَلَدِهِ فَلْيَنْسُبْكَ عَنْهُ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافَأَتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ قَالَ دَاوُدُ سَأَلْتُ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنِ الْمُكَافَأَتَانِ قَالَ الشَّاتَانِ الْمُسْتَبْهَتَانِ تُذْبَحَانِ جَمِيعًا *

৪২১৩. আহমদ ইবন সুলায়মান (র)- - - আমর ইবন শুআয়ব (র) তাঁর পিতার মাধ্যমে, তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে আকীকা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন : আল্লাহ তা'আলা মাতাপিতার অবাধ্যতাকে পছন্দ করেন না, যেন তিনি এই (আকীকা^১) নামকে অপছন্দ করলেন ঐ ব্যক্তি আরয করলো : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমি আপনার নিকট জিজ্ঞাসা করছি, কারো সন্তান হলে সন্তানের পক্ষ হতে যা যবেহ করা হয় সেই বিষয়ে। তিনি বললেন : যে ব্যক্তি স্বীয় সন্তানের পক্ষ হতে যবেহ করতে ইচ্ছে করে, সে যেন ছেলে সন্তানের পক্ষ হতে দু'টি বকরী যবেহ করে একই ধরনের এবং কন্যা সন্তানের পক্ষ হতে একটি বকরী যবেহ করে। রাবী দাউদ (র) বলেন : আমি যায়দ ইবন আসলাম (র)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করলাম, এক প্রকার অর্থ কী ? তিনি বললেন : দেখতে যেন একই প্রকার হয়, একত্রে যবেহ করা হয়।

৪২১৪. أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ عَنْ الْحُسَيْنِ بْنِ وَقْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَرِيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ *

৪২১৪. হুসায়ন ইবন হুরায়স (র) - - - বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত হাসান এবং হুসায়নের পক্ষে আকীকা করেন।

১. কেননা এরই যমখাতু হতে উৎপন্ন 'উক্ক'-এর অর্থ পিতামাতার অবাধ্যতা করা। কিন্তু বহু হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) কর্তৃক এ নামের ব্যবহার পাওয়া যায়। কাজেই বলতে হবে, এ অপছন্দ করার বিষয়টি রাবীর ধারণা। খুব সম্ভবত মহানবী (সা) এ স্থলে পিতামাতার অবাধ্যতার কথাটি তুলেছেন প্রসঙ্গক্রমে, যেহেতু উভয় শব্দ একই ধাতু হতে উৎপন্ন এবং বিশেষত এ কারণে যে, 'আকীকা সাধারণত পিতামাতাই দিয়ে থাকে।

৪২১৮. কুতায়বা (র) - - - - উম্মে কুরয (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি হুদায়বিয়ায় রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট কুরবানীর জন্তুর গোশত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করার জন্য উপস্থিত হই। তখন আমি তাঁকে বলতে শুনি : পুত্র সন্তানের পক্ষ হতে আকীকার জন্য দু'টি বকরী, আর কন্যা সন্তানের জন্য একটি বকরী তা নর হোক বা মাদী, যবেহ করতে হবে।

৪২১৭. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ عَنْ سِبَاعِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أُمِّ كُرْزٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ لَا يَضُرُّكُمْ ذُكْرَانَا كُنْ أَمْ إِنَانَا * .

৪২১৯. আমর ইবন আলী (র) - - - - উম্মে কুরয (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : পুত্র সন্তানের জন্য দু'টি বকরী এবং কন্যা সন্তানের জন্য একটি বকরী যবেহ করতে হবে, তা নর হোক বা মাদী।

৪২২০. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ هُوَ ابْنُ طَهْمَانَ عَنِ الْجَجَّاجِ بْنِ الْجَجَّاجِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بِكَبْشَيْنِ كَبْشَيْنِ * .

৪২২০. আহমদ ইবন হাফস ইবন আবদুল্লাহ (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ হাসান এবং হুসায়নের আকীকায় দু'টি করে বকরী যবেহ করেন।

مَتَى يُعَقُّ

আকীকা কখন করতে হবে

৪২২১. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَا حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ كُلُّ غُلَامٍ رَهْنٌ بِعَقِيقَتِهِ تَذْبِجُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِغِهِ وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُسَمَّى * .

৪২২১. আমর ইবন আলী ও মুহাম্মাদ ইবন আবদুল-আ'লা (র) - - - - সামুরা ইবন জুনদুব (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন : প্রত্যেক সন্তান স্বীয় আকীকার সাথে আবদ্ধ। তার পক্ষ হতে তা তার জন্মের সপ্তম দিনে যবেহ করতে হবে। সেদিন তার মাথা মুগুন করতে হবে এবং তার নাম রাখতে হবে।

৪২২২. أَخْبَرَنَا هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا قُرَيْشُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ قَالَ لِي مُحَمَّدُ بْنُ سَيْرِينَ سَلَ الْحَسَنَ مِمَّنْ سَمِعَ حَدِيثَهُ فِي الْعَقِيقَةِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ سَمِعْتُهُ مِنْ سَمُرَةَ * .

৪২২২. হারুন ইবন আবদুল্লাহ (র) - - - - হাবীব ইবন শাহীদ (র) বলেন, আমাকে মুহাম্মদ ইবন সীরীন (র) বললেন, তুমি হাসান (রা)-এর নিকট আকীকার হাদীস সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা কর যে, তিনি তা কার নিকট শুনেছেন? আমি তাঁকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন : আমি তা সামুরা (রা) থেকে শুনেছি।

كِتَابُ الْفَرَعِ وَالْعَتِيرَةِ

অধ্যায় : ফারা' এবং 'আতীরা

৪২২৩. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيرَةَ *

৪২২৩. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : এখন ফারা'¹ এবং 'আতীরা নেই।

৪২২৪. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثْتُ أَبَا إِسْحَقَ عَنْ مَعْمَرٍ وَسَفْيَانَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَحَدَهُمَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْفَرَعِ وَالْعَتِيرَةِ وَقَالَ الْآخَرُ لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيرَةَ *

৪২২৪. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র) - - - - মা'মার (র) ও সুফয়ান (র) যুহরী থেকে, তিনি সাঈদ ইবনুল-মুসায়্যিব (র) থেকে এবং তিনি আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তাদের একজন বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ফারা' এবং 'আতীরা করতে নিষেধ করেছেন। অন্যজন বললেন : এখন আর ফারা' ও 'আতীরা² নেই।

৪২২৫. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَّارَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذٌ وَهُوَ ابْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو رَمْلَةَ قَالَ أَنْبَأَنَا مِخْنَفُ بْنُ سُلَيْمٍ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ وَقُوفٌ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِعَرَفَةَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ عَلَى أَهْلِ بَيْتِي فِي كُلِّ عَامٍ أَضْحَاءَ وَعَتِيرَةَ قَالَ مُعَاذُ كَانَ ابْنُ عَوْنٍ يَغْتَرُّ أَبْصَرَتْهُ عَيْنِي فِي رَجَبٍ *

৪২২৫. আমর ইবন যুরারা (র) - - - - মিখনাফ ইবন সুলায়ম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা আরাফায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে অবস্থানরত ছিলাম। তখন তিনি বললেন : হে লোক সকল ! প্রতি বছর প্রত্যেক পরিবারে একটি কুরবানী করা ওয়াজিব এবং একটি 'আতীরা।³ মু'আয (রা) বলেন : ইবন আউন রজবে 'আতীরা করতেন, আমি স্বচক্ষে তা দেখেছি।

১. উম্মী প্রথমবার যেই বাচ্চা প্রসব করে তা মূর্তির নামে যবেহ করা হতো, একে ফারা' বলা হয়।
২. রজব মাসে যে বকরী যবেহ করা হয়। তাকে 'আতীরা বলা হতো।
৩. প্রথমদিকে 'আতীরা ওয়াজিব ছিল। পরে তা রহিত হয়ে গেছে। এখন চাইলে কেউ আল্লাহর উদ্দেশ্যে এরূপ যবেহ করতে পারে কিন্তু করা অপরিহার্য নয়।

৪২৩০. আমর ইব্ন আলী (র) - - - - - নুবাযশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : এক ব্যক্তি মিনায় উচ্চস্বরে বললো : ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমরা জাহিলী যুগে রজব মাসে 'আতীরা করতাম, এখন আপনি আমাদেরকে কী আদেশ করেন? তিনি বললেন : যে কোন মাসেই আল্লাহর নামে যবেহ করতে পার, আল্লাহর জন্য নেককাজ কর এবং খাদ্য দান কর। সে ব্যক্তি বললো : আমরা তো ফারা'ও করতাম : এখন আপনি আমাদেরকে কী আদেশ করেন? তিনি বললেন : প্রত্যেক জন্তুতে, যারা চরে বেড়ায়, ফারা' (শাবক) রয়েছে। তার মা তাকে খাওয়াতে থাকুক। যখন তা বড় হবে, তখন তাকে যবেহ করে গোশত সাদকা করে দিও।

৪২৩১. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي قَلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمَلِيعِ وَأَحْسِبُنِي قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي الْمَلِيعِ عَنْ ثُبَيْشَةَ رَجُلٍ مِنْ هَذِيلٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثِ كَيْمًا تَسْعَكُمْ فَقَدْ جَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِالْخَيْرِ فَكُلُوا وَتَصَدَّقُوا وَادْخِرُوا وَإِنَّ هَذِهِ الْأَيَّامَ أَيَّامُ أَكْلِ وَشُرْبٍ وَذَكَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ رَجُلٌ إِنَّا كُنَّا نَعْتَرُ عَتِيرَةً فِي الْجَاهِلِيَّةِ فِي رَجَبٍ فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ اذْبَحُوا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي أَيِّ شَهْرٍ مَا كَانَ وَبَرُّوا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَأَطِيعُوا فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا نَفْرَعُ فَرَعًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي كُلِّ سَائِمَةٍ مِنَ الْغَنَمِ فَرَعٌ تَغْذُوهُ غَنَمُكَ حَتَّى إِذَا اسْتَحْمَلَ ذَبَحْتَهُ وَتَصَدَّقْتَ بِلَحْمِهِ عَلَى ابْنِ السَّبِيلِ فَإِنَّ ذَلِكَ هُوَ خَيْرٌ *

৪২৩১. আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আবদুর রহমান (র)- - - - - হুযায়ল গোত্রের এক ব্যক্তি নুবাযশা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : আমি তিনদিনের বেশি কুরবানীর গোশত রাখতে নিষেধ করেছিলাম যাতে তোমাদের সকলে তা খেতে পায়। কিন্তু এখন আল্লাহ সচ্ছলতা দান করেছেন। অতএব এখন তোমরা খাও, দান কর এবং জমা করে রাখতে পার। আর এ সকল দিন হলো খাওয়া, পান করা এবং আল্লাহকে স্মরণ করার দিন। এক ব্যক্তি বললো : আমরা জাহিলী যুগে রজব মাসে 'আতীরা করতাম। এখন আপনি কি আদেশ করেন? তিনি বললেন : আল্লাহর জন্য যবেহ কর, তা যে মাসেই হোক। আল্লাহর জন্য নেকী কর এবং অভাবগ্রস্তদেরকে খাদ্য দান কর। আর এক ব্যক্তি বললো : ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমরা জাহিলী যুগে ফারা' করতাম। এখন আপনি আমাদেরকে কী বলেন? তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : বকরীতে ফারা' রয়েছে। কিন্তু তোমরা তার মাকে খাওয়াতে দাও। যখন তা উপযুক্ত হয়, তখন তাকে যবেহ করবে এবং পথিকজনকে তার গোশত দান করবে। তা-ই উত্তম।

تَفْسِيرُ الْفَرَعِ

ফারা'-এর ব্যাখ্যা

৪২৩২. أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَشْعَثِ أَحْمَدُ بْنُ الْمُقْدَامِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ قَالَ أَنْبَأَنَا

خَالِدٌ عَنْ أَبِي الْمَلِيعِ عَنْ نُبَيْشَةَ قَالَ نَادَى النَّبِيُّ ﷺ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّا كُنَّا نَعْتَرُ عَتِيرَةَ يَعْنِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ فِي رَجَبٍ فَمَا تَأْمَرُنَا قَالَ اذْبَحُوهَا فِي أَيِّ شَهْرٍ كَانَ وَبَرُّوا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَأَطِيعُوا قَالَ إِنَّا كُنَّا نَفْرِغُ فَرْعًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَالَ فِي كُلِّ سَائِمَةٍ فَرَعٌ حَتَّى إِذَا اسْتَحْمَلَ ذَبَحَتْهُ وَتَصَدَّقَتْ بِلَحْمِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ هُوَ خَيْرٌ *

৪২৩২. আবুল আশআস আহমদ ইবন মিকদাম (র) - - - - - নুবাযশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে উচ্চস্বরে ডেকে বললো : আমরা জাহিলী যুগে 'আতীরা' করতাম। এখন আপনি আমাদের কী আদেশ করেন? তিনি বললেন : তা যবেহ কর, যে মাসেই হোক না কেন। আর আল্লাহর জন্য নেককাজ কর, লোকদেরকে খাওয়াও। সে বললো : আমরা জাহিলী যুগে ফারা' করতাম। তিনি বললেন : প্রত্যেক জন্তু যা চরে বেড়ায় তাতে ফারা' (শাবক) রয়েছে। যখন তা উপযুক্ত হয়, তখন তাকে যবেহ করবে এবং গোশত সাদকা করবে, এটাই উত্তম।

৪২৩৩. أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ ابْنِ عُليَّةَ عَنْ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمَلِيعِ فَلَقِيتُ أَبَا الْمَلِيعِ فَسَأَلْتُهُ فَحَدَّثَنِي عَنْ نُبَيْشَةَ الْهُذَلِيِّ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا نَعْتَرُ عَتِيرَةَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَمَا تَأْمَرُنَا قَالَ اذْبَحُوا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي أَيِّ شَهْرٍ مَا كَانَ وَبَرُّوا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَأَطِيعُوا *

৪২৩৩. ইয়াকুব ইবন ইবরাহীম (র) - - - - - নুবাযশা হযালী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : এক ব্যক্তি বললো : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা জাহিলী যুগে 'আতীরা' করতাম, এখন আপনি আমাদেরকে কী আদেশ করেন? তিনি বললেন : যে মাসেই হোক, আল্লাহর জন্য যবেহ কর এবং আল্লাহর জন্য নেককাজ কর এবং লোকদেরকে খাদ্য দান কর।

৪২৩৪. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ وَكِيعٍ بْنِ عَدُسٍ عَنْ عَمِّهِ أَبِي رَزِينٍ لَقِيتُ بِنِ عَامِرٍ الْعُقَيْلِيِّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا نَذْبَحُ ذَبَائِحَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فِي رَجَبٍ فَنَأْكُلُ وَنُطْعِمُ مَنْ جَاءَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا بَأْسَ بِهِ قَالَ وَكِيعُ بْنُ عَدُسٍ فَلَا أَدْعُهُ *

৪২৩৪. আমর ইবন আলী (র) - - - - - আবু রাযীন লাকীত ইবন আমির উকায়লী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা জাহিলী যুগে রজব মাসে পশু যবেহ করতাম এবং আমরা খেতাম এবং যে আমাদের নিকট আসতো তাকে খাওয়াতাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : এতে কোন ক্ষতি নেই। ওকী ইবন উদুস বলেন : আমি তা পরিত্যাগ করবো না।

جُلُودِ الْمَيْتَةِ

মৃত জন্তুর চামড়া

৪২৩৫. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ عَلَى شَاةٍ مَيْتَةٍ مَلَقَاةٍ فَقَالَ لِمَنْ هَذِهِ فَقَالُوا لِمَيْمُونَةَ فَقَالَ مَا عَلَيْهَا لَوْ انْتَفَعَتْ بِهَا بِهَا قَالُوا إِنَّهَا مَيْتَةٌ فَقَالَ إِنَّمَا حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَكْلَهَا *

৪২৩৫. কুতায়বা (র) - - - - মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ একটি মৃত পড়ে থাকা বকরীর নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি বললেন : এটি কার ? লোকেরা বললো : এটি মায়মূনা (রা)-এর বকরী। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : যদি সে এর চামড়া কাজে লাগাত তবে কোন পাপ ছিল না। লোকেরা বললো, এটি তো মৃত। তিনি বললেন : আল্লাহ তা'আলা একে খাওয়া হারাম করেছেন।

৪২৩৬. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِشَاةٍ مَيْتَةٍ كَانَ أَعْطَاهَا مَوْلَاةٌ لِمَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ هَلَّا انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا مَيْتَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا حَرَّمَ أَكْلَهَا *

৪২৩৬. মুহাম্মদ ইবন সালামা ও হারিস ইবন মিসকীন (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি মৃত বকরীর নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন, যা তিনি মায়মূনা (রা)-এর আযাদকৃত দাসীকে দান করেছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করেন : এর চামড়া দ্বারা উপকৃত হলে না কেন ? উপস্থিত লোকেরা বললো : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! এটি তো মৃত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : এর কেবল খাওয়াকেই হারাম করা হয়েছে।

৪২৩৭. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ بْنُ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي عَنْ ابْنِ أَبِي حَبِيبٍ يَعْنِي يَزِيدَ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَهُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ حَدَّثَهُ قَالَ أَبْصَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَاةً مَيْتَةً لِمَوْلَاةٍ لِمَيْمُونَةَ وَكَانَتْ مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ لَوْ نَزَعُوا جِلْدَهَا فَاَنْتَفَعُوا بِهَا قَالُوا إِنَّهَا مَيْتَةٌ قَالَ إِنَّمَا حَرَّمَ أَكْلَهَا *

৪২৩৭. আবদুল মালিক ইবন শুআয়ব ইবন লায়ব ইবন সা'দ (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মায়মূনা (রা)-এর আযাদকৃত দাসীর একটি মৃত বকরী দেখতে পান আর তা ছিল সাদকার বকরী। তিনি বললেন : যদি সে এর চামড়া খুলে নিয়ে তা কাজে লাগাতো তবে ভাল হতো। লোকজন বললো : এটি তো মৃত। তিনি বললেন : হারাম করা হয়েছে তো কেবল এর গোশত খাওয়া।

৪২৩৮. أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ الْقَطَّانُ الرَّمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ

إِنَّا نَغْزُوا هَذَا الْمَغْرِبَ وَإِنَّهُمْ أَهْلُ وَثْنٍ وَلَهُمْ قَرَبٌ يَكُونُ فِيهَا اللَّبَنُ وَالْمَاءُ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ
الدَّبَاغُ طَهُورٌ قَالَ ابْنُ وَعَلَّةٍ عَنْ رَأْيِكَ أَوْ شَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ بَلَى عَنْ
رَسُولِ اللَّهِ ﷺ *

৪২৪৩. রবী ইব্ন সুলায়মান ইব্ন দাউদ (র) - - - - ইব্ন ওয়া'লা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি ইব্ন আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেন : আমরা পশ্চিম আফ্রিকায় জিহাদে গমন করি এবং সেখানকার লোক প্রতিমাপূজক। তাদের নিকট পানি এবং দুধের মশক থাকে। ইব্ন আব্বাস বললেন : কোন চামড়া দাবাগত করলে তা পাক হয়ে যায়। ইব্ন ওয়া'লা বললেন : এটি কি আপনি নিজের পক্ষ থেকে বলেছেন, না রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে শুনেছেন? তিনি বললেন : বরং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট শুনেছি।

٤٢٤٤. أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ
الْحَسَنِ عَنْ جَوْنِ بْنِ قَتَادَةَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ دَعَا بِمَاءٍ
مِنْ عِنْدِ امْرَأَةٍ قَالَتْ مَا عِنْدِي إِلَّا فِي قَرِيْبَةٍ لِي مَيْتَةٌ قَالَ أَلَيْسَ قَدْ دَبَغْتَهَا قَالَتْ بَلَى قَالَ
فَإِنْ دَبَاغَهَا ذَكَاتَهَا *

৪২৪৪. উবায়দুল্লাহ ইব্ন সাঈদ (র) - - - - সালামা ইব্ন মুহাব্বিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাবুক যুদ্ধে এক মহিলার নিকট পানি চেয়ে পাঠান। সেই মহিলা বলে পাঠালো যে, আমার নিকট পানি তো আছে, কিন্তু তা মৃত জন্তুর মশকে ভরা রয়েছে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : তুমি কি তা দাবাগত করেছিলে? সেই মহিলা বললো : হ্যাঁ! তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : দাবাগতকরণই তার পবিত্রকরণ।

٤٢٤٥. أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ بْنُ جَعْفَرٍ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ
قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيْكَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَأَلَ النَّبِيَّ
ﷺ عَنْ جُلُودِ الْمَيْتَةِ فَقَالَ دَبَاغُهَا طَهُورُهَا *

৪২৪৫. হুসায়ন ইব্ন মানসূর ইব্ন জা'ফর নিশাপুরী (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট মৃত জন্তুর চামড়া সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন : দাবাগতকরণই তার পবিত্রতা সাধক।

٤٢٤٦. أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمِّي قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيْكَ
عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ جُلُودِ الْمَيْتَةِ
فَقَالَ دَبَاغُهَا ذَكَاتُهَا *

৪২৪৬. উবায়দুল্লাহ ইব্ন সা'দ ইব্ন ইব্রাহীম (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী -কে মৃত জন্তুর চামড়া সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন : দাবাগতকরণই তার পবিত্রকরণ।

الْنَهْيُ عَنِ الْإِنْتِفَاعِ بِمَا حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

হারাম বস্তু দ্বারা উপকৃত হওয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা

৪২০৪. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أُبْلِغُ عُمَرَ أَنَّ سَمُرَةَ بَاعَ خُمْرًا قَالَ قَاتَلَ اللَّهُ سَمُرَةَ أَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَجَمَلُوهَا قَالَ سُفْيَانُ يَعْنِي أَذَابُوهَا *

৪২০৪. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর (রা)-এর নিকট সংবাদ পৌছলো যে, সামুরা (রা) মদ বিক্রি করেন। তিনি বললেন : সামুরার জন্য সর্বনাশ! সে কি জানে না যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা ইয়াহুদীদেরকে ধ্বংস করুন; যখন তাদের উপর চর্বি হারাম করা হলো, তখন তারা তা গলিয়ে নিল।

الْفَارَةُ تَقَعُ فِي السَّمَنِ

ঘি-এর মধ্যে ইঁদুর পড়লে

৪২০৭. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ فَارَةً وَقَعَتْ فِي سَمَنِ فَمَاتَتْ فَسُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ الْقَوْهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُّوه *

৪২০৭. কুতায়বা (র) - - - - মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত যে, একটি ইঁদুর ঘি-এর মধ্যে পড়ে মারা যায়। এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন : ইঁদুরটি বের করে এর চারপাশের ঘি-ও ফেলে দাও, এরপর তা খাও।

৪২১০. أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدُّورِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ النَّيْسَابُورِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عَنْ فَارَةٍ وَقَعَتْ فِي سَمَنِ جَامِدٍ فَقَالَ خَذُوهَا وَمَا حَوْلَهَا فَالْقَوْهَا *

৪২১০. ইয়াকুব ইবন ইব্রাহীম দাওরাকী ও মুহাম্মদ ইবন ইয়াহুইয়া ইবন আবদুল্লাহ নিশাপুরী (র) - - - - মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ -এর নিকট ঐ ইঁদুরের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলো যা জমাট ঘিয়ের মধ্যে পড়েছে। তখন তিনি বললেন : ইঁদুরটা তা থেকে বের করে ফেল এবং এর চারপাশের ঘি-ও ফেলে দাও।

৪২১১. أَخْبَرَنَا خُشَيْشُ بْنُ أَمْرَمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ

بُذُوِيَّةٌ أَنَّ مَعْمَرًا ذَكَرَهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ
مَيْمُونَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْفَارَةِ تَقَعُ فِي السَّمَنِ فَقَالَ إِنْ كَانَ جَامِدًا
فَالْقُوَهَا وَمَا حَوْلَهَا وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلَا تَقْرَبُوهُ *

৪২৬১. খুশায়শ ইবন আসরাম (র) - - - - মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ -কে যি-তে যে ইউদুর পড়ে
সে সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন : যদি যি জমাট হয়, তবে ঐ ইউদুর এবং এর চতুর্দিকের যি ফেলে
দাও। আর যদি যি তরল হয়, তবে এর কাছেও যাবে না।

৪২৬২. أَخْبَرَنَا سَلَمَةُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سُلَيْمٍ بْنِ عُثْمَانَ الْفَوْزِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا جَدِّي الْخَطَّابُ قَالَ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَمِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ عَجْلَانَ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ
سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ إِنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ بِعَنْزٍ مَيْتَةٍ فَقَالَ مَا كَانَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ
الشَّاةِ لَوْ أَنْتَفَعُوا بِهَا بِهَا *

৪২৬২. সালামা ইবন আহমদ ইবন সুলায়ম ইবন উসমান ফাওযী (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) বলেন,
রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি মৃত বকরীর নিকট দিয়ে যাওয়ার সময় বললেন : এই বকরীর মালিক যদি এর চামড়া
ছাড়িয়ে তা কাজে লাগাতো তবে তা কত উত্তম হতো !

الذَّبَابُ يَقَعُ فِي الْإِنَاءِ

পাত্রে মাছি পড়লে

৪২৬৩. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ
بْنُ خَالِدٍ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا وَقَعَ الذَّبَابُ فِي إِنَاءٍ
أَحَدِكُمْ فَلْيَمْسُكْهُ *

৪২৬৩. আমর ইবন আলী (র) - - - - আবু সাঈদ খুদরী (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন :
তোমাদের কারো পাত্রে মাছি পড়লে সে যেন তাকে ডুবিয়ে দেয়।

كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ

অধ্যায় : শিকার ও যবেহকৃত জন্তু

الْأَمْرُ بِالتَّسْمِيَةِ عِنْدَ الصَّيْدِ

শিকার করার সময় বিস্মিল্লাহ বলার নির্দেশ

٤٢٦٤. أَخْبَرَنَا الْإِمَامُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيُّ بِمِصْرَ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ سُؤَيْدِ بْنِ نَضْرٍ قَالَ أَتَيْنَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْمُبَارَكِ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الصَّيْدِ فَقَالَ إِذَا أُرْسِلَتْ كَلْبُكَ فَأَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَإِنْ أَدْرَكَتَهُ لَمْ يَقْتُلْ فَادْبَعْ وَأَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنْ أَدْرَكَتَهُ قَدْ قَتَلَ وَلَمْ يَأْكُلْ فَكُلْ فَقَدْ أَمْسَكَهُ عَلَيْكَ فَإِنْ وَجَدْتَهُ قَدْ أَكَلَ مِنْهُ فَلَا تَطْعَمْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ وَإِنْ خَالَطَ كَلْبُكَ كِلَابًا فَقَتَلَنَ فَلَمْ يَأْكُلْ فَلَا تَأْكُلْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَيُّهَا قَتَلَ *

৪২৬৪. ইমাম আবু আবদুর রহমান নাসাঈ (র) - - - - আদী ইবন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট শিকার সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি বললেন : যখন তুমি শিকারের জন্য তোমার কুকুরকে ছাড়বে, তখন বিস্মিল্লাহ পড়ে ছাড়বে। তারপর যদি তুমি শিকারকে জীবিত পাও, তবে তাকে বিস্মিল্লাহ পড়ে যবেহ করবে, আর যদি ঐ শিকারকে কুকুর মেরে ফেলে এবং তা থেকে না খায়, তবে তুমি তা খাবে। কেননা সে তা তোমার জন্যই ধরেছে। আর যদি কুকুর তা থেকে খায়, তা হলে তুমি তা খাবে না, কেননা তাকে সে নিজের জন্য ধরেছে। আর যদি তোমার কুকুর অন্য কুকুরের সাথে মেশে এবং সকলে শিকার মেরে আনে, আর তারা তা না খায়, তবে তুমি তা থেকে কিছু খাবে না। কেননা তুমি জানো না, ওদের মধ্যের কোন কুকুরটি শিকার মেরেছে।

النَّهْيُ عَنْ أَكْلِ مَا لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ

যার উপর আল্লাহর নাম নেয়া হয়নি তা না খাওয়ার নির্দেশ

٤٢٦٥. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَضْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ زَكْرِيَّا عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ

صَيْدُ الْكَلْبِ الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلِّمٍ

যে কুকুর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নয় তার শিকার

৪২৬৭. أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكُوفِيُّ الْمُحَارِبِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ حَيَّوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ قَالَ سَمِعْتُ رَبِيعَةَ بْنَ يَزِيدٍ يَقُولُ أَنْبَأَنَا أَبُو إِدْرِيسَ عَائِدُ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا ثَعْلَبَةَ الْخُثَنِيَّ يَقُولُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا بِأَرْضِ صَيْدٍ أَصِيدُ بِقَوْسِي وَأَصِيدُ بِكَلْبِي الْمُعَلِّمِ وَبِكَلْبِي الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلِّمٍ فَقَالَ مَا أَصَبْتَ بِقَوْسِكَ فَادْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَكُلْ وَمَا أَصَبْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلِّمِ فَادْكُرْ اسْمَ اللَّهِ وَكُلْ وَمَا أَصَبْتَ بِكَلْبِكَ الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلِّمٍ فَادْكُرْ ذَكَاتَهُ فَكُلْ *

৪২৬৭. মুহাম্মদ ইবন উবায়দ ইবন মুহাম্মাদ কুফী মুহারিবী (র) - - - আবু সা'লাবা খুশানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি বললাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি এমন স্থানে থাকি, যেখানে অনেক শিকার পাওয়া যায়। আমি আমার তীর দ্বারা শিকার করি এবং শিকারী এবং অশিকারী উভয় কুকুর দ্বারা শিকার করি। তিনি বললেন : যে তীর নিক্ষেপের সময় তুমি আল্লাহর নাম নেবে, ঐ তীরের শিকার তুমি খাবে। আর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর আল্লাহর নামে ছাড়বে, তার শিকারও খাবে। আর অশিকারী কুকুর কোন শিকার ধরে আনলে যদি তা যবেহ করতে পার, তবে তা খাবে।

إِذَا قَتَلَ الْكَلْبُ

কুকুর যদি শিকার মেরে ফেলে

৪২৬৮. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زُنْبُورٍ أَبُو صَالِحٍ الْمَكِّيُّ قَالَ حَدَّثَنَا فَضِيلُ بْنُ عِيَّاضٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُرْسِلُ كِلَابِي الْمُعَلِّمَةَ فَيُمْسِكُنْ عَلَيَّ فَأَكُلُ قَالَ إِذَا أُرْسِلَتْ كِلَابُكَ الْمُعَلِّمَةُ فَأَمْسَكُنْ عَلَيْكَ فَكُلْ قُلْتُ وَإِنْ قَتَلَنُ قَالَ وَإِنْ قَتَلَنُ قَالَ مَا لَمْ يَشْرِكْهُنَّ كَلْبٌ مِنْ سِوَاهُنَّ قُلْتُ أُرْمِي بِالْمَعْرَاضِ فَيَخْزِقُ قَالَ إِنْ خَزَقَ فَكُلْ وَإِنْ أَصَابَ بِعَرَضِهِ فَلَا تَأْكُلْ *

৪২৬৮. মুহাম্মদ ইবন যানবুর আবু সালিহ মক্কী (র) - - - আদী ইবন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি আমার শিকারী কুকুর ছাড়ি, আর সে আমার জন্য শিকার ধরে আনে, আর আমি তা খাই। তিনি বললেন : যখন তুমি তোমার শিকারী কুকুর ছাড়, আর তা তোমার জন্য শিকার ধরে আনে, তখন তুমি তা খাবে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম : যদি সে কুকুর শিকার মেরে ফেলে, তবুও ? তিনি বললেন : যদিও সে মেরে ফেলে ; কিন্তু শর্ত হলো তোমার কুকুরের সাথে অন্য কুকুর যেন না থাকে। আমি আরয

৪২৭১. আহমদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন হাকাম (র) - - - - আদী ইবন হাতিম (রা) বলেন, নাহরায়নে আমাদের একজন পড়শী ছিলেন যিনি অন্য গোত্র থেকে আমাদের গোত্রে এসে নিবাস গ্রহণ করেছিলেন এবং ইবাদতের জন্য নির্জনতা অবলম্বন করেছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করেন : আমি আমার কুকুরকে শিকারের জন্য ছেড়ে দেই; পরে ঐ কুকুরের সাথে অন্য কুকুর দেখতে পাই, আমি বুঝতে পারি না কোন্ কুকুর শিকার করেছে ? তিনি বললেন : তা খাবে না। কেননা তুমি তো তোমার কুকুরের উপর বিস্মিল্লাহ পড়েছ, অন্যের কুকুরের উপর বিস্মিল্লাহ পড়নি।

৪২৭২. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ قَالَ حَدَّثَنَا عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ ذَلِكَ *

৪২৭২. আহমদ ইবন আবদুল্লাহ (র)- - - - আদী ইবন হাতিম (রা) নবী ﷺ হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৪২৭৩. أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو الْغَلَانِيُّ الْبَصْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا بِهِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي السَّفَرِ عَنْ عَامِرِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قُلْتُ أُرْسِلُ كَلْبِي قَالَ إِذَا أُرْسَلَتْ كَلْبُكَ فَسَمِئْتَ فَكُلْ وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ وَإِذَا أُرْسَلَتْ كَلْبُكَ فَوَجَدَتْ مَعَهُ غَيْرَهُ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّكَ إِنَّمَا سَمِئْتَ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى غَيْرِهِ *

৪২৭৩. সুলায়মান ইবন উবায়দুল্লাহ ইবন 'আমর গালানী বসরী (র) - - - - আদী ইবন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট বললাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমি আমার কুকুর ছেড়ে দেই। তিনি বললেন : যদি তুমি বিস্মিল্লাহ বলে তোমার কুকুর ছাড়, তবে ঐ শিকার খাবে। যদি কুকুর তার কিছু অংশ খায়, তবে তুমি তা খাবে না। কেননা সে তা নিজের জন্য ধরেছে। আর যদি তোমার কুকুর ছাড়ার পর তার সাথে অন্য কুকুর পাও, তবে তা খাবে না। কেননা তুমি তোমার কুকুর ছাড়ার সময় তার উপর তো বিস্মিল্লাহ পড়েছ, অন্য কুকুরের উপর পড়নি।

৪২৭৪. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي السَّفَرِ عَنِ الشَّعْبِيِّ وَعَنِ الْحَكَمِ عَنِ الشَّعْبِيِّ وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قُلْتُ أُرْسِلُ كَلْبِي فَاجِدْ مَعَ كَلْبِي كَلْبًا آخَرَ لَا أَدْرِي أَيُّهُمَا أَخَذَ قَالَ لَا تَأْكُلْ فَإِنَّمَا سَمِئْتَ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى غَيْرِهِ *

৪২৭৪. আমর ইবন আলী (র) - - - - আদী ইবন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলাম : আমি আমার কুকুর ছাড়ার পর, আমার কুকুরের সাথে অন্য কুকুর দেখতে পাই, ফলে আমি বুঝতে পারি না, কোন্ কুকুর শিকার করেছে ? তিনি বললেন : তুমি ঐ শিকার খাবে না। কেননা তুমি তো তোমার কুকুরের উপর বিস্মিল্লাহ পড়েছ; অন্য কুকুরের উপর পড়নি।

৪২৮৪. মুহাম্মদ ইবন খালিদ ইবন খালী (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর সহধর্মিণী মায়মূনা (রা) বলেন, একদা ভোরে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে চিন্তিত দেখে জিজ্ঞাসা করলাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আজ ভোর হতে আপনাকে চিন্তিত দেখছি ? তিনি বললেন : জিবরাঈল (আ) আজ রাতে আমার সাথে সাক্ষাতের ওয়াদা করেন কিন্তু তিনি আসেন নি। আল্লাহর শপথ ! তিনি কখনও আমার সাথে ওয়াদা খেলাফ করেন নি। তিনি সারা দিন এভাবেই অতিবাহিত করলেন। এরপর তাঁর স্বরণ হলো যে, একটা কুকুর ছানা আমাদের খাটের নিচে রয়েছে। তিনি আদেশ করলে, সেটি বের করা হয়। পরে তিনি নিজ হাতে পানি নিয়ে ঐ স্থানে ছিটিয়ে দেন। সন্ধ্যায় জিবরাঈল (আ) আসলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বলেন : আপনি তো গত রাতে আমার সাথে দেখা করার ওয়াদা করেছিলেন ? তিনি বললেন : হ্যাঁ, কিন্তু আমরা ঐ ঘরে প্রবেশ করি না, যে ঘরে কুকুর অথবা ছবি থাকে। সেই দিনের সকাল হতে রাসূলুল্লাহ ﷺ কুকুর হত্যা করার নির্দেশ দেন।

الرُّخْصَةُ فِي امْسَاكِ الْكَلْبِ لِلْمَاشِيَةِ

গবাদি পশুর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কুকুর পালনের অনুমতি

৪২৮৫. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ بْنُ سُؤَيْدٍ قَالَ أَتَيْنَا عَبْدَ اللَّهِ وَهُوَ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ حَنْظَلَةَ قَالَ سَمِعْتُ سَالِمًا يُحَدِّثُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلِّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ إِلَّا ضَارِيًا أَوْ صَاحِبَ مَاشِيَةٍ *

৪২৮৫. সুওয়ায়দ ইবন নাসর ইবন সুওয়ায়দ (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি কুকুর পালন করে, প্রতিদিন তার আমল হতে দুই কীরাত সওয়াব কম করা হয়, তবে শিকারী কুকুর অথবা গবাদি পশুর রক্ষণাবেক্ষণের কুকুর ব্যতীত।

৪২৮৬. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ بْنُ إِيَّاسِ بْنِ مُقَاتِلِ بْنِ مُشْعَرٍ عَنْ خَالِدِ السَّعْدِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنْ يَزِيدَ وَهُوَ ابْنُ حُصَيْفَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ أَنَّهُ وَقَدْ عَلَيْهِمْ سُفْيَانُ بْنُ أَبِي زُهَيْرٍ الشَّنَانِيُّ وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا لَا يُفْنِي عَنْهُ زَرْعًا وَلَا ضَرْعًا نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلِّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ قُلْتُ يَا سُفْيَانُ أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ نَعَمْ وَرَبُّ هَذَا الْمَسْجِدِ *

৪২৮৬. আলী ইবন হুজর (র) - - - - সুফিয়ান ইবন আবু যুহায়র শানানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি কৃষিকাজের হিফায়ত এবং গৃহপালিত পশুর হিফায়তের কুকুর ব্যতীত অন্য কুকুর পালন করে, তার আমল হতে প্রতিদিন এক কীরাত সওয়াব কমে যাবে। রাবী সাঈব ইবন ইয়াযীদ (রা) সুফিয়ান (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলেন : আপনি কি এটা রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে শুনেছেন ? তিনি বললেন : হ্যাঁ, এই মসজিদের রবের কসম।

الْأَنْسِيَّةُ تَسْتَوْحِشُ

গৃহপালিত পশু পালিয়ে গেলে

৪২৭৮. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلِيمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبَّادَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي ذِي الْحُلَيْفَةِ مِنْ تِهَامَةَ فَأَصَابُوا إِبِلًا وَغَنَمًا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي أَخْرِيَاتِ الْقَوْمِ فَعَجَلُوا وَلَهُمْ فَذَبَحُوا وَنَصَبُوا الْقُدُورَ فَدَفَعَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَمَرَ بِالْقُدُورِ فَأُكْفِفَتْ ثُمَّ قَسَمَ بَيْنَهُمْ فَعَدَلَ عَشْرًا مِنَ الشَّاءِ بِبَعِيرٍ فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ نَدَّ بَعِيرٌ وَلَيْسَ فِي الْقَوْمِ إِلَّا خَيْلٌ يَسِيرَةٌ فَطَلَبُوهُ فَأَعْيَاهُمْ فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ اللَّهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ لِهَذِهِ الْبَهَائِمِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا فَأَصْنَعُوا بِهِنَّ هَكَذَا *

৪২৯৮. আহমদ ইবন সুলায়মান (র) - - - - রাফে' ইবন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : এক সময় আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে যুল-হলায়ফায় ছিলাম, যা তিহামায় অবস্থিত। লোক (গনীমতের) উট এবং বকরী প্রাপ্ত হলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন সকলের পেছনে, সামনের লোকেরা গনীমতের মাল বন্টনের পূর্বেই পশু যবেহ করলেন এবং উনুনে হাঁড়ি চড়ালেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ সেখানে দ্রুত পৌছে গেলেন। তিনি তা দেখে তাদের হাঁড়ির গোশত ফেলে দিতে বললেন। সুতরাং হাঁড়ি উপুড় করে তা ফেলে দেওয়া হলো। তারপর তিনি পশুগুলো বন্টন করলেন। তিনি এক উটের সমান দশটি বকরী ধরলেন। এমন সময় একটা উট পালিয়ে গেল আর লোকের নিকট ঘোড়াও ছিল অল্প। লোকেরা তাকে ধরবার জন্য দৌড়ালো কিন্তু তাকে ধরতে সক্ষম হলো না, বরং সে সকলকেই ব্যর্থ করে দিল। শেষ পর্যন্ত এক ব্যক্তি তার দিকে তীর নিক্ষেপ করলে আল্লাহ তা'আলা তাকে খামিয়ে দিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : এ সকল জন্তু অনেক সময় বন্য জন্তুর ন্যায় পালাতে চায়। অতএব এর কোনওটি তোমাদের ব্যর্থ করে দিলে তার সাথে এরূপই করবে।

فِي الَّذِي يَرْمِي الصَّيْدَ فَيَقَعُ فِي الْمَاءِ

তীর নিক্ষেপ্ত শিকার পানিতে পড়লে

৪২৭৭. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ أَخْبَرَنِي عَاصِمُ الْأَحْوَلُ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الصَّيْدِ فَقَالَ إِذَا رَمَيْتَ سَهْمَكَ فَاذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنْ وَجَدْتَهُ قَدْ قُتِلَ فَكُلْ إِلَّا أَنْ تَجِدَهُ قَدْ وَقَعَ فِي مَاءٍ وَلَا تَذَرِي الْمَاءَ قَتَلَهُ أَوْ سَهْمَكَ *

৪২৯৯. আহমদ ইবন মানী (র) - - - - আদী ইবন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ

مَا أَصَابَ بِحَدٍّ مِّنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ

যে শিকারে ফলকবিহীন তীরের ধারাল অংশের আঘাত লাগে

৪৩০৮. أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَرَاغُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ إِذَا أَصَابَ بِحَدِّهِ فَكُلْ وَإِذَا أَصَابَ بِعَرَضِهِ فَلَا تَأْكُلْ *

৪৩০৮. হুসায়ন ইবন মুহাম্মদ যাররা' (র) - - - - 'আদী ইবন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে মি'রায দ্বারা শিকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন : যদি তুমি তা তোমার তীরের ধারাল অংশ দ্বারা শিকার কর, তবে তা খাবে। আর যদি তুমি তাকে তীরের পার্শ্বদেশের আঘাতে শিকার করে থাক, তবে তা খাবে না।

৪৩০৯. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ وَغَيْرُهُ عَنْ زَكَرِيَّا عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ مَا أَصَابَتْ بِحَدِّهِ فَكُلْ وَمَا أَصَابَ بِعَرَضِهِ فَهُوَ وَقِيدٌ *

৪৩০৯. আলী ইবন হুজর (র) - - - - আদী ইবন হাতিম (রা) এসে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে মি'রাযের শিকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে, তিনি বললেন : যদি তার ধারাল অংশ লাগে, তবে তা খাবে, আর যদি তীরের পাশ লাগে থাকে, তবে তা মাওক্কা।

اتِّبَاعُ الصَّيْدِ

শিকারের পেছনে ধাওয়া করা

৪৩১০. أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي مُوسَى ح وَأَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنْبَهٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ سَكَنَ الْبَادِيَةَ جَفَاً وَمَنِ اتَّبَعَ الصَّيْدَ غَفَلَ وَمَنِ اتَّبَعَ السُّلْطَانَ افْتَتَنَ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى *

৪৩১০. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র) ও মুহাম্মদ ইবন মুসান্না - - - - ইবন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি মুরুভূমিতে বাস করে, সে কঠিন হয়ে যায় আর যে ব্যক্তি শিকারের পেছনে লেগে থাকে, সে অন্য সব কিছু ভুলে যায়, আর যে ব্যক্তি বাদশাহর সন্ত্রবে থাকে, সে (দীনীভাবে) ফিতনায় পতিত হয়।

الْأَرْنَبُ

খরগোশ প্রসঙ্গ

৪৩১১. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ الْبَحْرَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَبَّانُ وَهُوَ ابْنُ هِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو

৪৩১৪. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ عَنْ عَاصِمٍ وَدَاوُدَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ ابْنِ صَفْوَانَ قَالَ أَصَبْتُ أَرْنَبَيْنِ فَلَمْ أَجِدْ مَا أَذْكِيهِمَا بِهِ فَذَكَّيْتُهُمَا بِمَرْوَةٍ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَأَمَرَنِي بِأَكْلِهِمَا *

৪৩১৪. কুতায়বা (র) - - - ইব্ন সাফওয়ান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি দু'টি খরগোশ ধরলাম। কিন্তু তা যবেহ করার মত কিছুই পেলাম না। পরে আমি পাথর দিয়ে তাদের যবেহ করি। এরপর আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে তিনি আমাকে তা খাওয়ার আদেশ দেন।

الضَّبُّ

গোসাপ

৪৩১৫. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ سئلَ عَنِ الضَّبِّ فَقَالَ لَا أَكُلُهُ وَلَا أُحْرِمُهُ *

৪৩১৫. কুতায়বা (র) - - - ইব্ন উমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মিম্বরের উপর থাকাবস্থায় তাঁর নিকট গোসাপ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন : আমি তো তা খাই না, আর তা হারামও বলি না।

৪৩১৬. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا تَرَى فِي الضَّبِّ قَالَ لَسْتُ بِأَكِلِهِ وَلَا مُحَرَّمِهِ *

৪৩১৬. কুতায়বা (র) - - - ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি গোসাপ সম্বন্ধে কী বলেন? তিনি বললেন : আমি তা খাইও না এবং তা হারামও বলি না।

৪৩১৭. أَخْبَرَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَرْبٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتَى بِضَبٍّ مَشْوًى فَقَرَّبَ إِلَيْهِ فَاهْوًى إِلَيْهِ بِيَدِهِ لِيَأْكُلَ مِنْهُ قَالَ لَهُ مَنْ حَضَرَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَّهُ لَحْمُ ضَبٍّ فَرَفَعَ يَدَهُ عَنْهُ فَقَالَ لَهُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحْرَامُ الضَّبِّ قَالَ لَا وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ بَارِضٍ قَوْمِي فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ فَاهْوًى خَالِدٌ إِلَى الضَّبِّ فَأَكَلَ مِنْهُ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْظُرُ *

৪৩১৭. কাসীর ইব্ন উবায়দ (র) - - - খালিদ ইব্ন ওলীদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট ভাজা একটি গোসাপ আনা হলে তিনি তা খাওয়ার জন্য হাত বাড়ান, এমন সময় এক ব্যক্তি বলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! এটা গোসাপের গোশত। তখন তিনি তা আর খেলেন না এবং হাত উঠিয়ে নিলেন। খালিদ ইব্ন

ওলীদ (রা) জিজ্ঞাসা করলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ্! গোসাপ কি হারাম ? তিনি বললেন : না, কিন্তু তা আমার গোত্রের এলাকায় পাওয়া যায় না বলে এর প্রতি আমার অরুচি রয়েছে। পরে খালিদ ইব্ন ওলীদ (রা) হাত বাড়িয়ে তা খেতে লাগলেন। আর তা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দেখছিলেন।

৪৩১৮. أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ وَهِيَ خَالَتُهُ فَقَدِمَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَحْمٌ ضَبٌّ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَأْكُلُ شَيْئًا حَتَّى يَعْلَمَ مَا هُوَ فَقَالَ بَعْضُ النَّسْوَةِ أَلَا تُخْبِرُنَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَا يَأْكُلُ فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهُ لَحْمٌ ضَبٌّ فَتَرَكَهُ قَالَ خَالِدٌ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَحْرَامٌ هُوَ قَالَ لَا وَلَكِنَّهُ طَعَامٌ لَيْسَ فِي أَرْضِ قَوْمِي فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ قَالَ خَالِدٌ فَاجْتَرَرَتْهُ إِلَيَّ فَأَكَلْتُهُ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْظُرُ وَحَدَّثَهُ ابْنُ الْأَصَمِّ عَنْ مَيْمُونَةَ وَكَانَ فِي حَجْرِهَا *

৪৩১৮. আবু দাউদ (র) - - - - খালিদ ইব্ন ওলীদ (রা) বর্ণনা করেন, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে তাঁর খালা মায়মূনা বিন্ত হারিস (রা)-এর গৃহে প্রবেশ করলেন। সেখানে সামনে গোসাপের গোশত পেশ করা হল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর অভ্যাস ছিল যে, কোন খাবার ততক্ষণ পর্যন্ত খেতেন না, যতক্ষণ না জেনে নিতেন তা কী ? তাই কোন মহিলা বললেন : তোমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে জানাচ্ছ না কেন, তিনি কী খাচ্ছেন ? সুতরাং আমি তাঁকে বললাম : এটা গোসাপের গোশত। তখন তিনি তা পরিহার করলেন। খালিদ (রা) বলেন : তখন আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলাম, তা কি হারাম ? তিনি বললেন : না, তবে তা এমন জন্তু, যা আমার কণ্ডমের এলাকায় পাওয়া যায় না; তাই তা আমার খেতে রুচি হয় না। খালিদ (রা) বলেন : আমি তা আমার দিকে টেনে নিয়ে খাওয়া শুরু করলাম আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দেখছিলেন।

৪৩১৯. أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَهْدَتْ خَالَتِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَقِطًا وَسَعْنًا وَأَضْبًا فَأَكَلَ مِنَ الْأَقِطِ وَالسَّعْنِ وَتَرَكَ الْأَضْبَ تَقْذُرًا وَأَكَلَ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَوْ كَانَ حَرَامًا مَا أَكَلَ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ *

৪৩১৯. ইসমাইল ইব্ন মাসউদ (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার খালা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট পনির, ঘি এবং গোসাপের গোশত পেশ করলে তিনি পনির, ঘি তো খেলেন কিন্তু অরুচি হওয়ায় গোসাপের গোশত খেলেন না। তবে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দস্তরখানে তা খাওয়া হয়েছে। যদি তা হারাম হতো তবে দস্তরখানে তা খাওয়া হতো না।

৪৩২৬. أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي
إِدْرِيسَ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُسَنِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ *

৪৩২৬. ইসহাক ইবন মানসুর ও মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র) - - - আবু সা'লাবা খুশানী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক দাঁতাল হিংস্র জন্তু খেতে নিষেধ করেছেন।

৪৩২৭. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةٌ عَنْ بَحِيرٍ عَنْ يَحْيَى عَنْ خَالِدٍ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ
ثَفِيرٍ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَحِلُّ النَّهْيُ وَلَا يَحِلُّ مِنَ السَّبَاعِ كُلِّ ذِي نَابٍ
وَلَا تَحِلُّ الْمُجْتَمَةُ *

৪৩২৭. আমর ইবন উসমান (র) - - - আবু সা'লাবা খুশানী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :
লুপ্তিত মাল হালাল নয় এবং দাঁতাল হিংস্র জন্তু হালাল নয়, আর মুজহামা, অর্থাৎ গুলি, তীর ইত্যাদির আঘাতে যে
জন্তু মারা যায়, তা-ও হালাল নয়।

الْإِذْنُ فِي أَكْلِ لُحُومِ الْخَيْلِ

ঘোড়ার গোশত খাওয়ার অনুমতি

৪৩২৮. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمْرٍو وَهُوَ ابْنُ دِينَارٍ عَنْ
مُحَمَّدِ ابْنِ عَلِيٍّ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى وَذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمْرِ وَآذِنَ
فِي الْخَيْلِ *

৪৩২৮. কুতায়বা ও আহমদ ইবন আবদা (র) - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন :
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বর যুদ্ধের দিন গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেন। আর ঘোড়ার গোশত খাওয়ার
অনুমতি দেন।

৪৩২৯. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ جَابِرٍ قَالَ أَطْعَمَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
لُحُومَ الْخَيْلِ وَنَهَانَا عَنْ لُحُومِ الْحُمْرِ *

৪৩২৯. কুতায়বা (র) - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে ঘোড়ার
গোশত খাওয়ান এবং গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেন।

৪৩৩০. أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ الْحُسَيْنِ وَهُوَ ابْنُ
وَاقِدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ وَعَمْرٍو ابْنُ دِينَارٍ عَنْ جَابِرٍ وَعَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَطَاءٍ
عَنْ جَابِرٍ قَالَ أَطْعَمَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ لُحُومَ الْخَيْلِ وَنَهَانَا عَنْ لُحُومِ الْحُمْرِ *

৪৩৩০. হুসায়ন ইবন হুরায়স (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে খায়বর যুদ্ধের দিন ঘোড়ার গোশত খাওয়ান এবং গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেন।

৪৩৩১. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ وَهُوَ ابْنُ عَمْرِو قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نَأْكُلُ لَحُومَ الْخَيْلِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ *

৪৩৩১. আলী ইবন হুজর (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সময়ে ঘোড়ার গোশত খেতাম।

تَحْرِيمُ أَكْلِ لَحْمِ الْخَيْلِ

ঘোড়ার গোশত খাওয়ার অবৈধতা

৪৩৩২. أَخْبَرَنَا اسْتِطْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنِي ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ يَحْيَى بْنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا يَحِلُّ أَكْلُ لَحْمِ الْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ *

৪৩৩২. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র) - - - - খালিদ ইবন ওলীদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছেন যে, ঘোড়া, খচ্চর এবং গাধার গোশত খাওয়া বৈধ নয়।

৪৩৩৩. أَخْبَرَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ يَحْيَى بْنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ أَكْلِ لَحْمِ الْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ وَكُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ *

৪৩৩৩. কাসীর ইবন উবায়দ (র) - - - - খালিদ ইবন ওলীদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘোড়া, খচ্চর, গাধা এবং দাঁতাল হিংস্র জন্তুর গোশত খেতে নিষেধ করেছেন।

৪৩৩৪. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نَأْكُلُ لَحْمَ الْخَيْلِ قُلْتُ الْبِغَالُ قَالَ لَا *

৪৩৩৪. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা ঘোড়ার গোশত খেতাম। আতা (র) বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম : খচ্চরের গোশত ? তিনি বললেন : না।

تَحْرِيمُ أَكْلِ لَحْمِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ

পালিত গাধার গোশত খাওয়া হারাম

৪৩৩৫. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ

عَنْ سَفْيَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِمَا قَالَ قَالَ عَلِيُّ
لِابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتَعَةِ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ
الْأَهْلِيَّةِ يَوْمَ خَيْبَرَ *

৪৩৩৫. মুহাম্মদ ইবন মানসূর ও হারিস ইবন মিসকীন (র) - - - - মুহাম্মদ (র) বলেন, আলী (রা) ইবন আব্বাস (রা)-কে বললেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ খায়বরের দিন মুত'আ বিবাহ^১ এবং গৃহপালিত গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেন।

٤٣٣٦. أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ وَمَالِكٌ
وَأَسَامَةُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ الْحَسَنِ وَعَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي
طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ مُتَعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ لُحُومِ
الْحُمُرِ الْأَنْسِيَّةِ *

৪৩৩৬. সুলায়মান ইবন দাউদ (র) - - - - আলী ইবন আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ খায়বরের দিন নারীদেরকে মুত'আ বিবাহ করতে এবং গৃহপালিত গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেন।

٤٣٣٧. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ح
وَأَنْبَأَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
نَهَى عَنِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ يَوْمَ خَيْبَرَ *

৪৩৩৭. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম ও আমর ইবন আলী (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ খায়বর বিজয়ের দিন গৃহপালিত গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেন।

٤٣٣٨. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ
نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مِثْلَهُ وَلَمْ يَقُلْ خَيْبَرَ *

৪৩৩৮. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে নবী ﷺ হতে অনুরূপ বর্ণিত আছে, কিন্তু এই বর্ণনায় খায়বরের উল্লেখ নেই।

٤٣٣٩. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَاصِمٍ
عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَنْسِيَّةِ
نَضِيجًا وَنَيْئًا *

১. নিকাহ- মুত'আ হলো - কোন স্ত্রীলোককে সাময়িকভাবে কিছু বিনিময় দিয়ে বিয়ে করা।

৪৩৩৯. মুহাম্মদ ইবন আবদুল আলা (র) - - - - বারা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ খায়বর বিজয়ের দিন গৃহপালিত গাধার গোশত রান্না করা বা রান্না ব্যতীত খেতে নিষেধ করেন। -

৪৩৪০. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْمُقَرِّيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي اسْحَقَ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ أَصَبْنَا يَوْمَ خَيْبَرَ حُمْرًا خَارِجًا مِنَ الْقَرْيَةِ فَطَبَخْنَاهَا فَنَادَى مُنَادِي النَّبِيِّ ﷺ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ حَرَّمَ لَحُومَ الْحُمْرِ فَانْكَفُوا الْقُدُورَ بِمَا فِيهَا فَانْكَفَانَاهَا *

৪৩৪০. মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন ইয়াযীদ মুকরি' (র) - - - - আবদুল্লাহ ইবন আবু আওফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা খায়বর বিজয়ের দিন ঐ সকল গাধা ধরেছিলাম, যা গ্রাম থেকে বের হয়েছিল। আমরা তা রান্না করলাম। এ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পক্ষ হতে ঘোষক ঘোষণা দিলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ গাধার গোশত হারাম করেছেন, তোমরা গোশতসহ পাত্র উলটিয়ে দাও। তখন আমরা পাত্র উলটিয়ে গোশত ফেলে দেই।

৪৩৪১. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ صَبَّحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْبَرَ فَخَرَجُوا إِلَيْنَا وَمَعَهُمُ الْمَسَاحِيُّ فَلَمَّا رَأَوْنَا قَالُوا مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسُ وَرَجِعُوا إِلَى الْحِصْنِ يَسْعَوْنَ فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُتَذَرِّينَ فَاصْبِنَا فِيهَا حُمْرًا فَطَبَخْنَاهَا فَنَادَى مُنَادِي النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولُهُ يَنْهَاكُمْ عَنْ لَحُومِ الْحُمْرِ فَإِنَّهَا رَجَسٌ *

৪৩৪১. মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন ইয়াযীদ (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ খায়বর বিজয়ের দিন অতি প্রত্যুষে সেখানে পৌঁছেন। তখন খায়বরের ইয়াহুদীরা কোদাল নিয়ে বের হয়েছিল। যখন তারা আমাদেরকে দেখলো তখন বলে উঠলো : মুহাম্মদ ﷺ এবং তাঁর সেনাবাহিনী ! এই বলে তারা দৌড়িয়ে দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বীয় হস্তদ্বয় উত্তোলন করে বললেন : আল্লাহ আকবর! আল্লাহ আকবর! খায়বর ধ্বংস হলো। যখন আমরা কোন সম্প্রদায়ের চতুরে অবতরণ করি, তখন সতর্ককৃত সে সম্প্রদায়ের ভোর কতই না দুঃখজনক হয়! আনাস (রা) বলেন : আমরা সেখানে গাধা ধরে তা রান্না করলাম। এমন সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ঘোষক ঘোষণা দিলেন যে, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল তোমাদেরকে গাধার গোশত খেতে নিষেধ করছেন। কেননা তা অপবিত্র।

৪৩৪২. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُلْمَانَ أَنْبَأَنَا بَقِيَّةٌ عَنْ بَحِيرٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُسَنِيِّ أَنَّهُ حَاتَمَهُمْ أَنَّهُمْ غَزَوْا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى خَيْبَرَ وَالنَّاسُ

جِيَاعٌ فَوَجَدُوا فِيهَا حُمْرًا مِنْ حُمْرِ الْأَنْسِ فَذَبَحَ النَّاسُ مِنْهَا فَحَدَّثَ بِذَلِكَ النَّبِيُّ ﷺ فَأَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ فَأَذَّنَ فِي النَّاسِ إِلَّا أَنْ لَحُومَ الْحُمْرِ الْأَنْسِ لَا تَحِلُّ لِمَنْ يَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ *

৪৩৪২. আমর ইব্ন উসমান (র) - - - - আবু সালাবা খুশানী (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, লোক রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে খায়বরের যুদ্ধের জন্য বের হলো। তখন তারা ছিল ক্ষুধার্ত, তারা সেখানে কিছু পালিত গাধা পেয়ে গেল এবং তা যবেহ করলো। এ সংবাদ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট পৌঁছলে তিনি আবদুর রহমান ইব্ন আউফকে ঘোষণার আদেশ দিলেন। তিনি লোকের মধ্যে ঘোষণা দিলেন যে, পালিত গাধার গোশত এমন কারও জন্য হালাল নয়, যে সাক্ষ্য দেয় যে, আমি আল্লাহর রাসূল।

৪৩৪৩. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ عَنْ بَقِيَّةَ قَالَ حَدَّثَنِي الزُّبَيْدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُسَنِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ وَعَنْ لَحُومِ الْحُمْرِ الْأَهْلِيَّةِ *

৪৩৪৩. আমর ইব্ন উসমান (র) - - - - আবু সালাবা খুশানী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ হিংস্র দাঁতাল জন্তু খেতে নিষেধ করেছেন এবং গৃহপালিত গাধার গোশতও খেতে নিষেধ করেছেন।

بَابُ إِبَاحَةِ أَكْلِ لَحُومِ حُمْرِ الْوَحْشِ

পরিচ্ছেদ : বন্য গাধার গোশত খাওয়ার বৈধতা

৪৩৪৪. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ هُوَ ابْنُ فَضَالَةَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ أَكَلْنَا يَوْمَ خَيْبَرَ لَحُومَ الْخَيْلِ وَالْوَحْشِ وَنَهَانَا النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْحِمَارِ *

৪৩৪৪. কুতায়বা (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা খায়বরের দিন ঘোড়া ও বন্য জন্তুর গোশত খেয়েছি। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন।

৪৩৪৫. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرٌ هُوَ ابْنُ مُضَرَ عَنْ ابْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَيْسَى ابْنِ طَلْحَةَ عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَلَمَةَ الضَّمَرِيِّ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ نَسِيرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِبَعْضِ أَثَايَا الرُّوحَاءِ وَهُمْ حُرْمٌ إِذَا حِمَارٌ وَحْشٍ مَفْقُورٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دَعُوهُ فَيُوشِكُ صَاحِبُهُ أَنْ يَأْتِيَهُ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَهْزٍ هُوَ الَّذِي عَقَرَ الْحِمَارِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ شَأْنُكُمْ هَذَا الْحِمَارُ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَبَا بَكْرٍ يَقْسُمَهُ بَيْنَ النَّاسِ *

৪৩৪৫. কুতায়বা (র) - - - - উমায়র ইব্ন সালামা যামরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ

৬৩৪৫. -এর সঙ্গে মদীনার রাওহা নামক স্থান অতিক্রম করছিলাম, আর তাঁরা সকলেই ছিলেন হজ্জের ইহরাম অবস্থায়। এমন সময় একটি আহত বন্য গাধা আমাদের দৃষ্টিগোচর হলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : একে ছেড়ে দাও, হয়তো এর শিকারী মালিক আসছে। এমন সময় বাহায গোত্রের এক ব্যক্তি, যে গাধাটিকে আঘাত করেছিল, সে এসে বললো : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! এই গাধা আপনি নিয়ে নিন। তখন তিনি আবু বকর (রা)-কে আদেশ দিলেন যেন সকলের মধ্যে এর গোশত বন্টন করে দেন।

৬৩৪৬. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَبِي أَنَسٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ أَصَابَ جِمَارًا وَخَشِيًا فَاتَى بِهِ أَصْحَابَهُ وَهُمْ مُحْرِمُونَ وَهُوَ حَلَالٌ فَأَكَلْنَا مِنْهُ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ لَوْ سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْهُ فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ قَدْ أَحْسَنْتُمْ فَقَالَ لَنَا هَلْ مَعَكُمْ مِنْهُ شَيْءٌ قُلْنَا نَعَمْ قَالَ فَاهْدُوا لَنَا فَاتَيْنَاهُ مِنْهُ فَأَكَلَ مِنْهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ *

৬৩৪৬. মুহাম্মদ ইবন ওহাব (র) - - - - আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি একটি বন্য গাধা শিকার করে তাঁর সাথীদের নিকট নিয়ে আসেন তখন তারা সকলে ছিল ইহরাম অবস্থায়, কিন্তু তিনি ইহরাম অবস্থায় ছিলেন না। আমরা তা খেয়ে পরে একে অপরকে বললাম : এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন ছিল। পরে আমরা তাঁর নিকট জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন : তোমরা ভালই করেছ। তিনি আমাদেরকে আরো বললেন : তোমাদের নিকট এর অবশিষ্ট কিছু আছে কি? আমরা বললাম : জি হ্যাঁ। তিনি বললেন : তা আমাকে হাদিয়া দাও। আমরা তা তাঁর নিকট নিয়ে আসলে তিনি তা থেকে খান, আর তখন তিনি ইহরাম অবস্থায় ছিলেন।

بَابُ إِبَاحَةِ أَكْلِ لَحُومِ الدُّجَاجِ

পরিচ্ছেদ : মোরগের গোশত খাওয়ার বৈধতা

৬৩৪৭. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ زُهَيْرٍ أَنَّ أَبَا مُوسَى أَتَى بِدُجَاجَةٍ فَتَنَحَّى رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَقَالَ مَا شَأْنُكَ قَالَ إِنِّي رَأَيْتُهَا تَأْكُلُ شَيْئًا قَدَرْتُهُ فَحَلَفْتُ أَنْ لَا أَكُلَهُ فَقَالَ أَبُو مُوسَى ادْنُ فَاكُلْ فَأَنَّى رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَأْكُلُهُ وَأَمَرَهُ أَنْ يَكْفُرَ عَنْ يَمِينِهِ *

৬৩৪৭. মুহাম্মদ ইবন মানসূর (র) - - - - যাহুদাম (র) বর্ণনা করেন, আবু মূসা (রা)-এর নিকট একটি রান্নাকরা মুরগী আনা হলে উপস্থিত লোকদের একজন সরে পড়লো। আবু মূসা (রা) বললেন : তোমার কি হলো? সে বললো : আমি একে একটা বস্তু খেতে দেখেছি। তাই আমার ঘেন্না হয় এবং আমি কসম করেছি যে, আমি তা খাব না। আবু মূসা (রা) বললেন : তুমি নিকটে এসো এবং খাও। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তা খেতে দেখেছি। আর তিনি ঐ ব্যক্তিকে বললেন : তুমি তোমার কসমের কাফফারা দাও।

৪২৪৮. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ الْقَاسِمِ التَّمِيمِيِّ عَنْ زُهْدِمِ الْجَرَمِيِّ قَالَ كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى فَقَدَّمْ طَعَامُهُ وَقَدَّمْ فِي طَعَامِهِ لَحْمٌ دَجَاجٍ وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَيْمٍ اللَّهُ أَحْمَرُ كَانَتْهُ مَوْلَى فَلَمْ يَدْنُ فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى أَذْنُ فَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَأْكُلُ مِنْهُ *

৪৩৪৮. আলী ইবন হুজর (র) - - - - - যাহুদাম জারমী (র) বলেন : আমরা আবু মূসা (রা)-এর নিকট ছিলাম, এমন সময় তাঁর খানা আনা হলো আর তাতে মুরগীর গোশত ছিল। উপস্থিত লোকদের মধ্যে তায়মুল্লাহ গোত্রের রজ্জিম বর্ণের এক ব্যক্তি যে ক্রীতদাস ছিল, সে নিকটে আসলো না। তখন আবু মূসা (রা) তাকে বললেন : নিকটে এসো, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে এটা খেতে দেখেছি।

৪২৪৯. أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ عَنْ بَشْرِ بْنِ هُوَ ابْنِ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ بَنِي الْحَكَمِ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ وَعَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ *

৪৩৪৯. ইসমাইল ইবন মাসউদ (র) - - - - - ইবন আব্বাস (রা) বলেন, নবী ﷺ খায়বরের দিন প্রত্যেক পাবাবিশিষ্ট পাখি এবং দাঁতাল হিংস্র জন্তু খেতে নিষেধ করেন।

إِبَاحَةُ أَكْلِ الْعَصَافِيرِ

চড়ুই পাখির গোশত খাওয়ার অনুমতি

৪২৫০. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْمُقَرِّيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ صُهَيْبِ مَوْلَى ابْنِ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَا مِنْ إِنْسَانٍ قَتَلَ عُصْفُورًا فَمَا فَوْقَهَا بِغَيْرِ حَقِّهَا إِلَّا سَأَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهَا قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا حَقُّهَا قَالَ يَذْبَحُهَا فَيَأْكُلُهَا وَلَا يَقْطَعُ رَأْسَهَا يَرْمِي بِهَا *

৪৩৫০. মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন ইয়াযীদ মুকরী (র) - - - - - আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি চড়ুই অথবা তা থেকে ছোট কোন জন্তু অন্যায়ভাবে হত্যা করে, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করবেন। লোকেরা জিজ্ঞাসা করলো : ইয়া রাসূলুল্লাহ! এর ন্যায্যতা কি ? তিনি বললেন : এর ন্যায্যতা এই যে, একে আল্লাহর নামে যবেহ করে খাবে। এর মাথা কেটে ফেলে দেবে না।

بَابُ مَيْتَةِ الْبَحْرِ

পরিচ্ছেদ : সমুদ্রের মৃত জন্তু

৪২৫১. أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ صَفْوَانَ ابْنِ

৪৩৫৩. মুহাম্মদ ইবন মানসুর (র) - - - - আমর (রা) বলেন, আমি জাবির (রা)-কে বলতে শুনেছি : রাসূলুল্লাহ ﷺ তিনশত ব্যক্তিকে আবু উবায়দা ইবন জাররাহ (রা)-এর অধীনে কুরায়শের বাণিজ্যদলের গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্য পাঠান। আমরা ঐ কাফেলার অপেক্ষায় সমুদ্র তীরে অবস্থান করি। আমরা এমন খাদ্য সংকটে পড়লাম যে, শেষ পর্যন্ত আমরা গাছের পাতা খেতে লাগলাম। অবস্থায় একদিন সমুদ্র একটি মাছ তীরে নিক্ষেপ করল যাকে আমরা বলা হয়ে থাকে। আমরা তা অর্ধ মাস পর্যন্ত খেতে থাকি, আর এর চর্বি তেল হিসেবে ব্যবহার করি। এমনকি আমাদের হৃত স্বাস্থ্য ফিরে আসল। আবু উবায়দা (রা)-এর পাঁজরের একটি হাঁড় তুলে নেন। তিনি একটি লম্বা উটের প্রতি লক্ষ্য করেন, আর বাহিনীর সর্বাপেক্ষা লম্বা ব্যক্তিকে এর উপর সওয়ার করালেন। লোকটি এর নিচ দিয়ে চলে গেল। আবার বাহিনীর খাদ্যাভাব দেখা দিলে এক ব্যক্তি তিনটি উট যবেহ করল। আবার খাদ্যাভাব দেখা দিলে এক ব্যক্তি আরও তিনটি উট যবেহ করল। তারপর আবার খাদ্যাভাব দেখা দিলে আবারও এক ব্যক্তি তিনটি উট যবেহ করল। আবু উবায়দা (রা) পরে তা নিষেধ করেন।

সুফিয়ান^১ (র) বলেন : আবু যুবায়র (রা) জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, আমরা এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট জিজ্ঞাসা করলে, তিনি বলেন : তোমাদের নিকট কি এর অবশিষ্ট আছে? জাবির (রা) বলেন, আমরা এর চক্ষুদ্বয় হতে এত-এত মটকা চর্বি বের করলাম। আর এর চক্ষের কোটরে চার ব্যক্তি নেমে পড়েছিল। আবু উবায়দা (রা)-এর নিকট একটি খেজুর ভর্তি থলি ছিল। তিনি আমাদেরকে একা-এক মুষ্টি দান করতেন। পরে একটি করে খেজুর দিতেন, তা ফুরিয়ে যাওয়ার পর আমরা এর ফুরিয়ে যাওয়ার মূল্য বুঝতে পারি।

৪৩৫৪. أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ بَعَثَنَا النَّبِيُّ ﷺ مَعَ أَبِي عُبَيْدَةَ فِي سَرِيَّةٍ فَتَنَفَّذَ زَادُنَا فَمَرَرْنَا بِحَوْتٍ قَدْ قَذَفَ بِهِ الْبَحْرُ فَأَرَدْنَا أَنْ نَأْكُلَ مِنْهُ فَتَنَهَانَا أَبُو عُبَيْدَةَ ثُمَّ قَالَ نَحْنُ رُسُلُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ كُلُّوْا فَأَكَلْنَا مِنْهُ أَيَّامًا فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَخْبَرْنَاهُ فَقَالَ إِنْ كَانَ بَقِيَ مَعَكُمْ شَيْءٌ فَابْعَثُوْا بِهِ إِلَيْنَا *

৪৩৫৪. যিয়াদ ইবন আইয়ুব (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ আবু উবায়দার নেতৃত্বে আমাদেরকে এক যুদ্ধে প্রেরণ করেন। আমাদের পাথেয় ফুরিয়ে যাওয়ার পর আমরা এমন একটি মাছ পেলাম যা সমুদ্র তীরে নিক্ষেপ করেছিল। আমরা তা থেকে খাওয়ার ইচ্ছা করলে আবু উবায়দা (রা) নিষেধ করলেন। পরে তিনি বললেন : আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রেরিত এবং আমরা আল্লাহর রাস্তায় রয়েছি, অতএব খাও। আমরা বেশ কিছু দিন তা থেকে খেয়েছিলাম। আমরা পরে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে ঘটনা বর্ণনা করলাম। তিনি বললেন : যদি তোমাদের কাছে কিছু অবশিষ্ট থেকে থাকে, তবে তা আমাদের কাছে পাঠিয়ে দাও।

৪৩৫৫. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ مُقَدِّمِ الْمُقَدِّمِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَعَ أَبِي عُبَيْدَةَ وَنَحْنُ ثَلَاثُمِائَةٍ

سَعِيدُ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ أَنَّ طَبِيبًا ذَكَرَ ضِفْدَعًا فِي دَوَاءٍ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَتَنَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ قَتْلِهِ *

৪৩৫৬. কুতায়বা (র) - - - - আবদুর রহমান ইবন উসমান (রা) থেকে বর্ণিত যে, একজন চিকিৎসক রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট ঔষধ হিসাবে ব্যাঙ-এর উল্লেখ করলে, তিনি একে হত্যা করতে নিষেধ করেন।

الْجَرَادُ

ফড়িং

٤٣٥٧. أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ سُفْيَانَ وَهُوَ ابْنُ حَبِيبٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي يَعْفُورَ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى قَالَ غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سَبْعَ غَزَوَاتٍ فَكُنَّا نَأْكُلُ الْجَرَادَ *

৪৩৫৭. হুমায়দ ইবন মাস'আদা (র) - - - - আবদুল্লাহ ইবন আবু আওফা (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নেতৃত্বে সাতটি জিহাদে শরীক ছিলাম। তখন আমরা ফড়িং খেতাম।

٤٣٥٨. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ سُفْيَانَ وَهُوَ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي يَعْفُورَ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى عَنْ قَتْلِ الْجَرَادِ فَقَالَ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سِتْ غَزَوَاتٍ نَأْكُلُ الْجَرَادَ *

৪৩৫৮. কুতায়বা (র) - - - - আবু ইয়া'ফুর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবন আবু আওফা (রা)-কে ফড়িং হত্যা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ছয়টি জিহাদে শরীক হয়ে ছিলাম। আর সে সময় আমরা ফড়িং খেতাম।

قَتْلُ النَّمْلِ

পিঁপড়া হত্যা

٤٣٥٩. أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ بَيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّ نَمْلَةً قَرَصَتْ نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ فَأَمَرَ بِقَرْيَةِ النَّمْلِ فَأَحْرِقَتْ فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِ أَنْ قَدْ قَرَصَتْكَ نَمْلَةٌ أَهْلَكَتْ أُمَّةً مِنَ الْأُمَمِ تُسَبِّحُ *

৪৩৫৯. ওহাব ইবন বয়ান (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোন এক নবীকে একটি পিঁপড়া দংশন করলে তিনি সে পিঁপড়ের বন্তি জ্বালিয়ে দেয়ার আদেশ দেন এবং তা জ্বালিয়ে দেয়া হয়। তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রতি ওহী প্রেরণ করে বলেন : তোমাকে তো একটা পিঁপড়া দংশন করেছে। আর তুমি এমন এক জাতিকে ধ্বংস করলে যারা আল্লাহর মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করত।

৪৩৬০. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا النَّضْرُ وَهُوَ ابْنُ شُمَيْلٍ قَالَ أَنْبَأَنَا أَشْعَثُ عَنْ الْحَسَنِ نَزَلَ نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ تَحْتَ شَجَرَةٍ فَلَدَغَتْهُ نَمْلَةٌ فَأَمَرَ بِبَيْتَيْهِنِ فَحُرِّقَ عَلَى مَا فِيهَا فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ فَهَلَأَ نَمْلَةٌ وَاحِدَةً وَقَالَ الْأَشْعَثُ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ وَزَادَ فَاتَهُنَّ يُسَبِّحْنَ *

৪৩৬০. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র) - - - - হযরত হাসান (রা) বলেন : একজন নবী গাছের নীচে অবতরণ করলে তাঁকে একটি পিঁপড়া দংশন করে। ফলে তাঁর আদেশে তাদের পূর্ণ বস্তি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। আল্লাহ তা'আলা উক্ত নবীর উপর ওহী অবতীর্ণ করেন যে, তুমি ঐ পিঁপড়াকে কেন মারলে না, যে তোমাকে দংশন করেছিল? আবু হুরায়রা (রা) নবী ﷺ হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন, সেই বর্ণনায় এটুকু বর্ধিত আছে যে, কেননা তারা তাসবীহ পাঠ করত।

৪৩৬১. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَحْوَهُ وَلَمْ يَرْفَعَهُ *

৪৩৬১. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র) - - - - হাসান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তিনি এটাকে মারফু'রূপে অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামে বর্ণনা করেননি।

كِتَابُ الضَّحَايَا

অধ্যায় : কুরবানী

৪৩৬২. أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَلَمٍ الْبَلْخِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا النُّضْرُ وَهُوَ ابْنُ شُمَيْلٍ قَالَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ رَأَى هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ فَرَادَ أَنْ يُضْحِيَ فَلَا يَأْخُذْ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ حَتَّى يُضْحِيَ *

৪৩৬২. সুলায়মান ইব্ন সালম বলখী (র) - - - - উম্মে সালামা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যে ব্যক্তি যিলহজ্জ মাসের নতুন চাঁদ দেখার পর কুরবানী করার ইচ্ছা করে, সে যেন কুরবানী করার পূর্বে চুল ও নখ না কাটে।

৪৩৬৩. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ شُعَيْبٍ قَالَ أَنْبَأَنَا الْلَيْثُ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ ابْنِ أَبِي هِلَالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُضْحِيَ فَلَا يَقْلِمَ مِنْ أَظْفَارِهِ وَلَا يَحْلِقَ شَيْئًا مِنْ شَعْرِهِ فِي عَشْرِ الْأَوَّلِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ *

৪৩৬৩. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন আবদুল হাকাম (র) - - - - ইব্ন মুসায্যাব (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সহধর্মিণী উম্মে সালামা (রা) তাঁকে অবহিত করেছেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি কুরবানী করার ইচ্ছা করে, সে যেন যিলহজ্জের প্রথম দশ দিনে তার নখ ও কোন চুল না কাটে।

৪৩৬৪. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا شَرِيكَ عَنْ عُثْمَانَ الْأَخْلَافِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُضْحِيَ فَدَخَلَتْ أَيَّامُ الْعَشْرِ فَلَا يَأْخُذْ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا أَظْفَارِهِ فَذَكَرَتْهُ لِعَكْرِمَةَ فَقَالَ لَا يَغْتَزِلُ النِّسَاءَ وَالطُّيْبَ *

৪৩৬৪. আলী ইব্ন হুজর (র) - - - - সাঈদ ইব্ন মুসায্যাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যে ব্যক্তি কুরবানী করার ইচ্ছা করে আর দশ দিন আরম্ভ হয়ে যায়, সে যেন তখন আর চুল ও নখ না কাটে। রাবী বলেন : এ বিষয়টি ইকরামার নিকট উল্লেখ করলে তিনি বললেন, তাহলে কি স্ত্রী এবং সুগন্ধিও ত্যাগ করতে হবে ?

৪৩৬৫. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حُمَيْدٍ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا دَخَلْتَ الْعَشْرُ فَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَضْحَى فَلَا يَمَسُّ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ بَشَرِهِ شَيْئًا *

৪৩৬৫. আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ ইবন আবদুর রহমান (র) - - - - সাঈদ ইবন মুসায়াব সূত্রে উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন যিলহজ্জ মাসের দশ দিন আরম্ভ হয় এবং তোমাদের কেউ কুরবানী করার ইচ্ছা করে, সে যেন তার চুল ও নখ থেকে কিছুই না কাটে।

بَابُ مَنْ لَمْ يَجِدِ الْأَضْحِيَّةَ

পরিচ্ছেদ : যে কুরবানীর পশু না পায়

৪৩৬৬. أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ وَذَكَرَ آخَرِينَ عَنْ عِيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ الْقِتْبَانِيِّ عَنْ عِيسَى بْنِ هِلَالٍ الصَّدْفِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ النَّعَّاسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ أَمِرْتُ بِيَوْمِ الْأَضْحَى عِيْدًا جَعَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ فَقَالَ الرَّجُلُ أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ أَجِدْ إِلَّا مَنِيحَةً أَنْتَنِي أَفَأَضْحَى بِهَا قَالَ لَا وَلَكِنْ تَأْخُذْ مِنْ شَعْرِكَ وَتَقْلُمُ أَظْفَارَكَ وَتَقْصُ شَارِبَكَ وَتَحْلِقُ عَانَتَكَ فَذَلِكَ تَمَامُ أَضْحِيَّتِكَ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ *

৪৩৬৬. ইউনুস ইবন আবদুল আ'লা (র) - - - - আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবন আস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তিকে বললেন : কুরবানীর দিনকে ঈদের দিন করার জন্য আমাকে আদেশ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা এই উম্মতের জন্য একে সাব্যস্ত করেছেন। তখন ঐ ব্যক্তি বললো : যদি আমি দুধপান করার জন্য অন্যের দান করা পশু ব্যতীত অন্য কিছু না পাই, তা হলে কি আমি তা-ই কুরবানী করবো? তিনি বললেন : না, কিন্তু তুমি তোমার চুল, নখ কেটে ফেলবে এবং গোঁফ ছোট করবে এবং তোমার নাভির নিচের পশম কামাবে; এটাই হবে আল্লাহর নিকট তোমার কুরবানীর পূর্ণতা।

ذَبْحُ الْأِمَامِ أَضْحِيَّتِهِ بِالْمُصَلَّى

ইমামের ঈদগাহে কুরবানীর পশু যবেহ করা

৪৩৬৭. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ عَنْ كَثِيرِ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَذْبَحُ أَوْ يَنْحَرُ بِالْمُصَلَّى *

৪৩৬৭. মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন আবদুল হাকাম (র) - - - - নাফি' (র) থেকে বর্ণিত যে, আবদুল্লাহ (রা) তাঁর নিকট বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ঈদগাহে যবেহ বা নাহর করতেন।

৪৩৬৮. অখবরনা علی بن عثمان الثقفلی قال حدثنا سعید بن عيسى قال حدثنا المفضل بن فضالة قال حدثني عبد الله بن سليمان قال حدثني نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ﷺ نحر يوم الأضحى بالمدينة قال وقد كان إذا لم ينحر يذبح بالمصلی *

৪৩৬৮. আলী ইবন উসমান নুফায়লী (র) - - - - আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কুরবানীর দিন মদীনায় নাহর করেছেন। তিনি বলেন, মদীনায় নাহর না করলে ঈদগাহে যবেহ করতেন।

ذَبْحُ النَّاسِ بِالْمُصَلَّى

সাধারণ লোকের ঈদগাহে যবেহ করা

৪৩৬৯. অখবরنا هناد بن السري عن أبي الأخوص عن الأسود بن قيس عن جندب بن سفيان قال شهدت أضحى مع رسول الله ﷺ فصلى بالناس فلما قضى الصلاة رأى غنماً قد ذبحت فقال من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاء مكانها ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله عز وجل *

৪৩৬৯. হান্নাদ ইবন সারী (র) - - - - জুনদুব ইবন সুফয়ান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে ঈদগাহে উপস্থিত ছিলাম। তিনি লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করলেন, সালাত শেষে দেখলেন একটি বকরী যবেহ করা হয়েছে। তখন তিনি বললেন : সালাতের পূর্বে কে যবেহ করলো? সে যেন এর পরিবর্তে অন্য একটি বকরী যবেহ করে। আর যে এখনও যবেহ করেনি, সে যেন আল্লাহর নামে যবেহ করে।

مَا نَهَى عَنْهُ مِنَ الْأَضْحَى : الْعَوْرَاءُ

যে পশুর কুরবানী নিষিদ্ধ : কানা পশু

৪৩৭০. অখবরنا اسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن شعبة عن سليمان بن عبد الرحمن مولى بنى أسد عن أبي الضحاك عبيد بن فيروز مولى بنى شيبان قال قلت للبراء حدثني عما نهى عنه رسول الله ﷺ من الأضحى قال قام رسول الله ﷺ ويدي أقصر من يده فقال أربع لايجزئ العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ظلعها والكسيرة التي لا تنقي قلت إني أكره أن يكون في القرن نقص وأن يكون في السن نقص قال ماكرهته فدعه ولا تحرمه على أحد *

بْنِ عَازِبٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ وَأَصَابِعِي أَقْصَرُ مِنْ أَصَابِعِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يُشِيرُ بِأَصْبَعِهِ يَقُولُ لَا يَجُوزُ مِنَ الضَّحَايَا الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوْرُهَا وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ عَرْجُهَا وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا وَالْعَجْفَاءُ الَّتِي لَا تَنْقَى *

৪৩৭২. সুলায়মান ইবন দাউদ (র) - - - - উবায়দ ইবন ফায়রুয (র) সূত্রে বারা ইবন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তখন তিনি তাঁর আঙ্গুল দ্বারা ইঙ্গিত করছিলেন। আর আমার অঙ্গুলি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আঙ্গুল অপেক্ষা ছোট। তিনি তাঁর আঙ্গুল দ্বারা ইঙ্গিত করে বললেন : কুরবানীতে জায়েয নয় কানা পশু, যার কানা হওয়া প্রকাশ্য; খোঁড়া পশু, যার খোঁড়া হওয়া প্রকাশ্য; রুগ্ন পশু, যার রোগ প্রকাশ্য; আর দুর্বল পশু, যার হাঁড়ে মজ্জা নেই।

الْمُقَابَلَةُ وَهِيَ مَاقِطِعَ طَرْفٍ أُذُنِهَا

মুকাবালা : যে পশুর কানের একদিক কাটা

৪৩৭৩. أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَدَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ وَهُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ شُرَيْبِ بْنِ الثُّعْمَانِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْأَذْنَ وَأَنْ لَا نَضْحَى بِمُقَابَلَةٍ وَلَا مَدَابِرَةٍ وَلَا بَتْرَاءٍ وَلَا خَرْقَاءَ *

৪৩৭৩. মুহাম্মদ ইবন আদম (র) - - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের আদেশ করেছেন, আমরা যেন কুরবানীর পশুর চোখ ও কান উত্তমরূপে দেখে নিই। আর আমরা যেন কানের অগ্রভাগ কাটা, কানের পেছন দিক কাটা, লেজ কাটা এবং কানের গোড়া থেকে কাটা পশু কুরবানী না করি।

الْمَدَابِرَةُ وَهِيَ مَاقِطِعَ مِنْ مُؤَخَّرِ أُذُنِهَا

মুদাবারা : যে পশুর কানের মূল থেকে কাটা

৪৩৭৪. أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ عَنْ شُرَيْبِ بْنِ الثُّعْمَانِ قَالَ أَبُو إِسْحَقَ وَكَانَ رَجُلٌ صِدْقٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْأَذْنَ وَأَنْ لَا نَضْحَى بِعَوْرَاءٍ وَلَا مُقَابَلَةٍ وَلَا مَدَابِرَةٍ وَلَا شَرْقَاءَ وَلَا خَرْقَاءَ *

৪৩৭৪. আবু দাউদ (র) - - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের আদেশ করেছেন, আমরা যেন (কুরবানী পশুর) চোখ ও কান ভালরূপে দেখে নিই। আর আমরা যেন এমন পশু দ্বারা কুরবানী না করি যা কানা, যার কানের একদিক কাটা, যার কানের গোড়া কাটা এবং যার কান ফাঁড়া এবং যার কানে ছিদ্র আছে।

بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذَكَرَ اسْمُ اللَّهِ فَكُلُ الْأَبْسَنِ أَوْ ظَفَرٍ *

৪৪০৪. মুহাম্মদ ইব্ন মানসূর (র) - - - - রাফে' ইব্ন খাদীজ (রা) বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যা রক্ত প্রবাহিত করে এবং আল্লাহর নামে যবেহ করা হয়, তা খাও; দাঁত এবং নখ দ্বারা যবেহকৃত পশু ব্যতীত ।

بَابُ فِي الْأَذْيَعِ بِالسِّنِّ

পরিচ্ছেদ : দাঁত দ্বারা যবেহ করা

٤٤٠٥. أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ أَبِي الْأَخْوَصِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَلْقَى الْعَدُوَّ غَدًا وَلَيْسَ مَعَنَا مَدَى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذَكَرَ اسْمُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَكُلُوا مَا لَمْ يَكُنْ سِنًا أَوْ ظَفَرًا وَسَاحَدْتُكُمْ عَنْ ذَلِكَ أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ وَأَمَّا الظَّفَرُ فَمَدَى الْحَبِشَةِ *

৪৪০৫. হান্নাদ ইবনে সারী (র) - - - - রাফে' ইব্ন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত । তিন বলেন আমি বললাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমরা আগামীকাল শত্রুর মোকাবেলা করবো । আমাদের সাথে ছুরি নেই । একথা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : যা রক্ত প্রবাহিত করে দেয় এবং যার উপর আল্লাহ তা'আলার নাম উচ্চারণ করা হয়, তা তোমরা খাও; যতক্ষণ পর্যন্ত তা দাঁত এবং নখের দ্বারা যবেহ করা না হয় । এ ব্যাপারে আমি বলছি যে, দাঁত তো এক প্রকার হাড় আর নখ হলো হাবশীদের ছুরি ।

الْأَمْرُ بِإِحْدَادِ الشَّفَرَةِ

ছুরি ধারাল করার আদেশ

٤٤٠٦. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ أَتَيْنَانِ حَفِظَتُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَاحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَةَ وَلْيُجِدْ أَحَدُكُمْ شَفَرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ *

৪৪০৬. আলী ইব্ন হুজর (র) - - - - শাদ্দাদ ইব্ন আউস (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে দু'টি বিষয় স্মরণ রেখেছি । তিনি বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক বস্তুর প্রতি সদয় আচরণ (ইহসান করা) ফরয করেছেন । অতএব তোমরা যখন কাউকে হত্যা করবে, তখন উত্তমরূপে হত্যা করবে, আর যখন কোন জন্তু যবেহ করবে, তখন উত্তম পন্থায় যবেহ করবে এবং তোমাদের প্রত্যেকে যেন ছুরি ধার দিয়ে নেয় । আর যবেহকৃত পশুকে ঠাণ্ডা হতে দেয় ।

بَابُ الرُّخْصَةِ فِي نَحْرِ مَا يُذْبَعُ وَذَبْعِ مَا يُنْحَرُ

পরিচ্ছেদ : যে পশু যবেহ করা হয় তাকে নহর করা এবং যে পশু নহর করা হয় তাকে যবেহ করার অনুমতি

৪৪০৭. أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ أَحْمَدَ الْعَسْقَلَانِيُّ عَنْ سَقْلَانَ بَلْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ حَدَّثَهُ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ نَحَرْنَا فَرَسًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَكَلْنَاهُ *

৪৪০৭. ঈসা ইব্ন আহমদ 'আসকালানী (র) - - - - আসমা বিন্ত আবু বকর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সময়ে আমরা একটি ঘোড়া নহর করেছি। তারপর তা খেয়েছি।

بَابُ ذِكَاةِ التِّيْ قَدْ نَيْبَ فِيهَا السَّبْعُ

পরিচ্ছেদ : হিংস্র পশুর দংশিত জন্তু যবেহ করা

৪৪০৮. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ حَاضِرَ بْنَ الْمُهَاجِرِ الْبَاهِلِيَّ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَّارٍ يُحَدِّثُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ ذَنْبًا نَيْبَ فِي شَاةٍ فَذَبَحُوهَا بِمِرْوَةٍ فَرَخَّصَ النَّبِيُّ ﷺ فِي أَكْلِهَا *

৪৪০৮. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) - - - - যায়দ ইব্ন সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত যে, একটি ব্যাঘ্র একটি বকরী দংশন করলে লোকেরা একটি ধারাল পাথর দ্বারা তা যবেহ করল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তা খাওয়ার অনুমতি দিলেন।

ذِكْرُ الْمُتَرَدِّيَةِ فِي الْبَيْتِ الَّتِي لَا يُوصَلُ إِلَى حَلْقِهَا

কুয়ায় পতিত জন্তুর যবেহ, যার গলায় ছুরি পৌছানো যায় না

৪৪০৯. أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي الْعُشْرَاءِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَا تَكُونُ الذِّكَاةُ إِلَّا فِي الْحَلْقِ وَاللِّبَةِ قَالَ لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخْذِهَا لَأَجْزَأَكَ *

৪৪০৯. ইয়াকুব ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - আবুল উশারা (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, আমি বললাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! গলা এবং লাব্বার^১ মধ্য ব্যতীত কি যবেহ হয় না ? তিনি বললেন : যদি তুমি তার উরুতেও আঘাত কর, তবে তা-ই তোমার জন্য যথেষ্ট।

১. 'লাব্বা' বলা হয় বুকের উপরের অংশকে।

ذِكْرُ الْمُتَفَلِّتَةِ الَّتِي لَا يُقْدَرُ عَلَى اخْتِذَاهَا

যে জন্তু পালায় এবং তা ধরা যায় না

৪৪১. أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ رَافِعٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَأَقْتُو الْعَدُوَّ غَدًا وَلَيْسَ مَعَنَا مَدَى مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذَكَرَ اسْمُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَكُلَّ مَا خَلَا السِّنُّ وَالظُّفْرُ قَالَ فَاصْأَبْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَهْبًا فَتَدَّ بَعِيرٌ فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ فَقَالَ إِنَّ لِهَذِهِ النَّعَمِ الْإِبِلَ أَوْ أَيْدٍ كَأَوَايِدِ الْوَحْشِ فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا فَافْعَلُوا بِهِ هَكَذَا *

৪৪১০. ইসমাঈল ইব্ন মাসউদ (র) - - - - রাফি' (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! আমরা কাল শত্রুর সম্মুখীন হবো। তখন আমাদের সাথে ছুরি ইত্যাদি থাকবে না। তিনি বললেন : যা রক্ত প্রবাহিত করে দেয় এবং যাকে আল্লাহর নাম নিয়ে যবেহ করা হয়, তা আহার করতে পার; দাঁত ও নখ দ্বারা যা যবেহ করা হয় তা ব্যতীত। সেই যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ গণীমতের মাল হিসাবে একপাল উট ও বকরী পেলেন। তা থেকে একটি উট পালিয়ে যেতে লাগল। এক ব্যক্তি তীর মেরে তাকে আটকে ফেলল। তখন তিনি বললেন : এ সকল জন্তু অথবা তিনি বলেছেন, এ সকল উটের জংলী জন্তুর ন্যায় পলায়নের অভ্যাস রয়েছে। অতএব যদি কোন উট পালিয়ে যায় এবং তোমরা ধরতে না পার, তবে তোমরা তার প্রতি এরূপ করবে।

৪৪১১. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ أَنْبَأَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَبَّاسِ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَأَقْتُو الْعَدُوَّ غَدًا وَلَيْسَتْ مَعَنَا مَدَى قَالَ مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذَكَرَ اسْمُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَكُلَّ لَيْسَ السِّنُّ وَالظُّفْرُ وَسَأَحْدَثُكُمْ أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ وَأَمَّا الظُّفْرُ فَمَدَى الْحَبَشَةِ وَأَصْبَنًا نَهْبَةً إِبِلٍ أَوْ غَنَمٍ فَتَدَّ مِنْهَا بَعِيرٌ فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ لِهَذِهِ الْإِبِلِ أَوْ أَيْدٍ كَأَوَايِدِ الْوَحْشِ فَإِذَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا شَيْءٌ فَافْعَلُوا بِهِ هَكَذَا *

৪৪১১. 'আমর ইব্ন আলী (র) - - - - রাফি ইব্ন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি বললাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! আমরা আগামীকাল শত্রুর সম্মুখীন হব, আর তখন আমাদের সাথে ছুরি থাকবে না। তিনি বললেন : যা রক্ত প্রবাহিত করে এবং যবেহ করার সময় আল্লাহর নাম উল্লেখ করা হয়, তা খাও ; তবে দাঁত ও নখ দ্বারা নয়। আর আমি তোমাদের নিকট এর কারণ বলছি যে, দাঁত তো এক প্রকার হাঁড়, আর নখ হাবশী লোকদের ছুরি। আমরা গণীমতরূপে একপাল উট বা ছাগল পেলাম। তা থেকে একটি উট পালাতে

থাকলে এক ব্যক্তি তীর ছুঁড়ে তাকে বাধা দিল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : এই সকল উটের মধ্যে জংলী জন্তুর ন্যায় পলায়ন করার অভ্যাস রয়েছে। অতএব যদি কোন জন্তু তোমরা ধরতে না পার, তবে তার সাথে এরূপ করবে।

৪৪১২. أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ خَالِدِ الْحَذَاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ الرَّحْبِيِّ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ وَلِيُحْدِ أَحَدَكُمْ إِذَا ذَبَحَ شَفَرَتَهُ وَلِيُرْجَ ذَبِيحَتَهُ *

৪৪১২. ইব্রাহীম ইব্ন ইয়াকুব (র) - - - - শাদ্দাদ ইব্ন আউস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : আল্লাহ তা'আলা সকলের উপর সদয় আচরণের নির্দেশ দিয়েছেন। তোমরা যখন হত্যা করবে, তখন উত্তমরূপে হত্যা করবে; আর যখন তোমরা যবেহ করবে, তখন উত্তমরূপে যবেহ করবে তোমাদের ছুরি ধারাল করবে এবং যবেহকৃত জন্তুকে ঠাণ্ডা হতে দেবে।

بَابُ حُسْنِ الذَّبْحِ

পরিচ্ছেদ : উত্তমরূপে যবেহ করা

৪৪১৩. أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ حُرَيْثٍ أَبُو عَمَّارٍ قَالَ أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ خَالِدِ الْحَذَاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ وَلِيُحْدِ أَحَدَكُمْ شَفَرَتَهُ وَلِيُرْجَ ذَبِيحَتَهُ *

৪৪১৩. হাসান ইব্ন হুরায়স আবু আম্মার (র) - - - - শাদ্দাদ ইব্ন আউস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : আল্লাহ তা'আলা সকল বস্তুর উপর সদয় আচরণের নির্দেশ দিয়েছেন। অতএব যখন তোমরা হত্যা করবে, তখন উত্তম পন্থায় হত্যা করবে, আর যখন যবেহ করবে, তখনও উত্তম পন্থায় যবেহ করবে। আর তোমাদের প্রত্যেকেরই ছুরিতে ধার দিয়ে নেওয়া উচিত এবং যবেহকৃত জন্তুকে ঠাণ্ডা হতে দেওয়া উচিত।

৪৪১৪. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ سَمِعْتُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ اثْنَتَيْنِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ وَلِيُحْدِ أَحَدَكُمْ شَفَرَتَهُ ثُمَّ لِيُرْجَ ذَبِيحَتَهُ *

الْأَذْنُ فِي ذَلِكَ

এর অনুমতি প্রসঙ্গে

৪৪২৭. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ أَكْلِ لَحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ ثُمَّ قَالَ كُلُوا وَتَزَوَّدُوا وَأَخْبِرُوا *

৪৪২৭. মুহাম্মদ ইব্ন সালামা ও হারিস ইব্ন মিসকীন (র) - - - - জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন দিন পরেও কুরবানীর গোশত খেতে নিষেধ করেছিলেন। পরে তিনি বলেন : তোমরা খাও অথবা তা দ্বারা উপকৃত হও অথবা জমা করে রাখ।

৪৪২৮. أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ زُغَبَاءُ قَالَ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ ابْنِ خُبَّابٍ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خُبَّابٍ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فَقَدِمَ إِلَيْهِ أَهْلُهُ لَحْمًا مِنْ لَحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَقَالَ مَا أَنَا بِأَكْلِهِ حَتَّى أَسْأَلَ فَاَنْطَلِقَ إِلَى أَخِيهِ لِأُمِّهِ قَتَادَةَ بْنِ النُّعْمَانَ وَكَانَ بَذْرِيًّا فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ حَدَّثَ بِغَدَاكَ أَمْرٌ نَفَضًا لِمَا كَانُوا نُهُوا عَنْهُ مِنْ أَكْلِ لَحُومِ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ *

৪৪২৮. ঈসা ইব্ন হাম্মাদ যুগবা (র) - - - - ইব্ন খাব্বাব অর্থাৎ আবদুল্লাহ ইব্ন খাব্বাব (রা) থেকে বর্ণিত যে, আবু সাঈদ খুদরী (রা) সফর থেকে আসলেন। তখন তাঁর পরিবারের লোক তাঁর সামনে কুরবানীর গোশত উপস্থিত করলে তিনি বললেন, আমি জিজ্ঞাসা না করে এটা খাব না। তিনি তাঁর বৈপিদ্রেয় ভাই কাতাদা ইব্ন নু'মানের নিকট গেলেন, আর তিনি ছিলেন বদরী সাহাবী। তিনি তাঁর নিকট এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি বললেন, আপনার পর নতুন ব্যাপার ঘটেছে, যা তিন দিন পর কুরবানীর গোশত খাওয়ার নিষেধাজ্ঞাকে রহিত করেছে।

৪৪২৯. أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَقَ قَالَ حَدَّثَنِي زَيْنَبُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ لَحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَقَدِمَ قَتَادَةُ بْنُ النُّعْمَانَ وَكَانَ أَخَا أَبِي سَعِيدٍ لِأُمِّهِ وَكَانَ بَذْرِيًّا فَقَدِمُوا إِلَيْهِ فَقَالَ لَيْسَ قَدْ نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ إِنَّهُ قَدْ حَدَّثَ فِيهِ أَمْرٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَانَا أَنْ نَأْكُلَهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا أَنْ نَأْكُلَهُ وَنَدَّخِرَهُ *

যিয়ারত করতে ইচ্ছা করে, সে যিয়ারত করবে। কেননা তা পরকালকে স্মরণ করিয়ে দেয়। আর তোমরা (যে কোন পাত্রে) পান করবে, কিন্তু শত্ৰুকে নেশা জাতীয় দ্রব্য থেকে বেঁচে থাকবে।

الْأَذْخَارُ مِنَ الْأَضَاحِي

কুরবানীর গোশত জমা করে রাখা

৪৪৩২. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَفَنْتُ دَافَّةً مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ حَضْرَةَ الْأَضْحَى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلُّوْا وَادْخِرُوْا ثَلَاثًا فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنْ النَّاسَ كَانُوا يَنْتَفِعُونَ مِنْ أَضَاحِهِمْ يَجْمِلُونَ مِنْهَا الْوَدَّ وَيَتَّخِذُونَ مِنْهَا الْأَسْقِيَةَ قَالَ وَمَا ذَاكَ قَالَ الَّذِي نَهَيْتُ مِنْ إِمْسَاكِ لَحُومِ الْأَضَاحِي قَالَ إِنَّمَا نَهَيْتُ لِلدَّافَةِ الَّتِي دَفَنْتُ كُلُّوْا وَادْخِرُوْا وَتَصَدَّقُوْا *

৪৪৩২. 'উবায়দুল্লাহ ইবন সাঈদ (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : বেদুঈনদের একটি দল কুরবানীর সময়ে উপস্থিত হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমরা খাও এবং তিন দিন পর্যন্ত জমা করে রাখতে পার। পরের বছর লোকজন বললো : ইয়া রাসূলুল্লাহ! মানুষ তাদের কুরবানী দ্বারা উপকৃত হয়। তার চর্বি গলাত এবং তা দ্বারা মশক তৈরি করত। তিনি বললেন : তা কী হলো? লোকটি বললো : আপনি তো কুরবানীর গোশত জমা রাখতে নিষেধ করেছেন। তিনি বললেন, আমি তো নিষেধ করেছিলাম ঐ লোকদের জন্য, যারা আগমন করেছিল। এখন তোমরা খাও, জমা করে রাখ এবং সাদকা কর।

৪৪৩৩. أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْتُ أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْهَى عَنْ لَحُومِ الْأَضَاحِي بَعْدَ ثَلَاثٍ قَالَتْ نَعَمْ أَصَابَ النَّاسَ شِدَّةٌ فَأَحَبَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُطْعِمَ الْفَقِيرَ ثُمَّ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ أَلْ مُحَمَّدٍ ﷺ يَأْكُلُونَ الْكَرَاعَ بَعْدَ خَمْسِ عَشْرَةَ قُلْتُ مِمَّ ذَاكَ فَضَحِكَتْ فَقَالَتْ مَا شِيعَ أَلْ مُحَمَّدٍ ﷺ مِنْ خُبْزٍ مَا دَوْمَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ حَتَّى لَحِقَ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ *

৪৪৩৩. ইয়া'কুব ইবন ইব্রাহীম (র) - - - - আবিস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি আয়েশা (রা)-এর নিকট গিয়ে বললাম : রাসূলুল্লাহ ﷺ কি তিন দিনের পর কুরবানীর গোশত খেতে নিষেধ করেছেন? তিনি বললেন : হ্যাঁ। লোকের মধ্যে অভাব দেখা দেওয়ায় রাসূলুল্লাহ ﷺ পছন্দ করলেন যেন ধনী লোকেরা দরিদ্রদেরকে খাওয়ায়। এরপর তিনি বললেন : আমি মুহাম্মদ ﷺ-এর পরিবারবর্গকে পনের দিন পরেও গরু-ছাগলের পা-এর গোশত খেতে দেখেছি। আমি বললাম : তা কেন করতেন? তখন তিনি হেসে বললেন : মুহাম্মদ ﷺ-এর পরিবারের লোক উপর্যুপরি তিন দিন তৃপ্তি সহকারে রুটি খেতে পাননি, যাবৎ না তিনি মহান আল্লাহর সাথে মিলিত হয়েছেন।

৪৪৩৪. أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ بْنُ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ لَحْوِمِ الْأَضَاحِيِّ قَالَتْ كُنَّا نَخْبَأُ الْكُرَاعَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ شَهْرًا ثُمَّ يَأْكُلُهُ *

৪৪৩৪. ইউসুফ ইবন 'ঈসা (র) - - - - আবিস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি আয়েশা (রা)-কে কুরবানীর গোশত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন : আমরা এক মাস পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য কুরবানীর পশুর পা তুলে রাখতাম। এরপর তিনি তা খেতেন।

৪৪৩৫. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ امْسَاكِ الْأَضْحِيَةِ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ثُمَّ قَالَ كُلُّوا وَاطْعَمُوا *

৪৪৩৫. সুওয়ায়দ ইবন নাসর (র) - - - - আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রথম প্রথম তিন দিনের পরে কুরবানীর গোশত রেখে দিতে নিষেধ করেছিলেন, এরপর তিনি বললেন : তোমরা তা খাও এবং লোকদেরকে খাওয়াও।

بَابُ ذَبَائِحِ الْيَهُودِ

পরিচ্ছেদ : ইয়াহুদীদের যবেহকৃত পশু

৪৪৩৬. أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُغِيرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُغْفَلٍ قَالَ دُلِّيَ جِرَابٌ مِنْ شَحْمِ يَوْمِ خَيْبَرَ فَالْتَزَمْتُهُ قُلْتُ لَا أُعْطَى أَحَدًا مِنْهُ شَيْئًا فَالْتَفَتْتُ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَبَسَّمُ *

৪৪৩৬. ইয়া'কুব ইবন ইবরাহীম (র) - - - - আবদুল্লাহ ইবন মুগাফফাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : খায়বরের দিন চর্বি ভর্তি একটি থলি পাওয়া গেল। আমি তা নিয়ে বললাম, আমি এর থেকে কাউকে কিছু দিব না। তারপর আমি ফিরে তাকলাম, দেখি রাসূলুল্লাহ ﷺ স্মিত হাসছেন।

ذَبِيحَةٌ مَنْ لَمْ يُعْرِفْ

অজ্ঞাত লোকের যবেহকৃত পশু

৪৪৩৭. أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا الثَّضَرُ بْنُ شُعْمِيلٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ نَاسًا مِنَ الْأَعْرَابِ كَانُوا يَأْتُونَنَا بِلَحْمٍ وَلَا نَدْرِي أَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ أَمْ لَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذْ كُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ وَكُلُوا *

৪৪৩৭. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। বেদুঈনদের কেউ কেউ আমাদের নিকট গোশত নিয়ে আসত। আর আমরা জানতাম না এর উপর যবেহ করার সময় আল্লাহর নাম নেওয়া হয়েছে কি না। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমরা এর উপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ কর এবং খাও।

تَأْوِيلُ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ

আল্লাহর বাণী- ‘যাতে আল্লাহর নাম নেওয়া হয়নি তার কিছুই খেও না’ (৬:১২১)-এর ব্যাখ্যা

৪৪৩৮. আমর ইবন আলী (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) আয়াত : **وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ** প্রঙ্গে বলেন, মুশরিকরা মুমিনদের সাথে ঝগড়া করে বলতো, আল্লাহ তা‘আলা যা যবেহ করেছেন, তোমরা তা খাও না; অথচ তোমরা নিজেরা যা যবেহ করে থাক, তা খাও।

৪৪৩৮. আমর ইবন আলী (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) আয়াত : **وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ** প্রঙ্গে বলেন, মুশরিকরা মুমিনদের সাথে ঝগড়া করে বলতো, আল্লাহ তা‘আলা যা যবেহ করেছেন, তোমরা তা খাও না; অথচ তোমরা নিজেরা যা যবেহ করে থাক, তা খাও।

النَّهْيُ عَنِ الْمُجْتَمَةِ

মুজাস্সামা^১ খাওয়ার নিষেধাজ্ঞা

৪৪৩৯. আমর ইবন উসমান (র) - - - - আবু সা‘লাবা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মুজাস্সামা হালাল নয়।

৪৪৪০. ইসমাঈল ইবন মাসউদ (র) - - - - হিশাম ইবন যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি আনাস (রা)-এর সাথে হাকাম অর্থাত্ ইবন আইয়্যুবের নিকট পৌঁছলাম এবং দেখলাম যে, কয়েকজন লোক আমীর (শাসনকর্তা)-এর বাড়িতে একটি মুরগীর প্রতি তীর নিক্ষেপ করছে। তখন তিনি বললেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন জন্তুকে বেঁধে লক্ষ্যস্থল বানাতে নিষেধ করেছেন।

৪৪৪০. ইসমাঈল ইবন মাসউদ (র) - - - - হিশাম ইবন যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি আনাস (রা)-এর সাথে হাকাম অর্থাত্ ইবন আইয়্যুবের নিকট পৌঁছলাম এবং দেখলাম যে, কয়েকজন লোক আমীর (শাসনকর্তা)-এর বাড়িতে একটি মুরগীর প্রতি তীর নিক্ষেপ করছে। তখন তিনি বললেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন জন্তুকে বেঁধে লক্ষ্যস্থল বানাতে নিষেধ করেছেন।

مَنْ قَتَلَ عَصْفُورًا بِغَيْرِ حَقِّهَا

যে ব্যক্তি অযথা চড়ুই হত্যা করে

৪৪৪৬. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو يَرْفَعُهُ قَالَ مَنْ قَتَلَ عَصْفُورًا فَمَا فَوْقَهَا بِغَيْرِ حَقِّهَا سَأَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا حَقُّهَا قَالَ حَقُّهَا أَنْ تَذْبَحَهَا فَتَأْكُلَهَا وَلَا تَقْطَعَ رَأْسَهَا فَيُرْمَى بِهَا *

৪৪৪৬. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) - - - - আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন : যে ব্যক্তি চড়ুই বা তার চাইতে ছোট কোন প্রাণীকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে, তাকে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন। তখন জিজ্ঞাসা করা হলো : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! তার ন্যায্যতা কী ? তিনি বললেন : তার ন্যায্যতা হলো তাকে যবেহ করে খাওয়া এবং তার মাথা কেটে নিক্ষেপ না করা।

৪৪৪৭. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ الْمَصْنِصِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ وَاصِلٍ عَنْ خَلْفِ يَغْنَى ابْنِ مِهْرَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَامِرُ الْأَحْوَلُ عَنْ صَالِحِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ قَالَ سَمِعْتُ الشَّرِيدَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ قَتَلَ عَصْفُورًا عَبَثًا عَجَّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ يَا رَبِّ إِنَّا قَاتَلْنَا قَتَلْنِي عَبَثًا وَلَمْ يَقْتُلْنِي لِمَنْفَعَةٍ *

৪৪৪৭. মুহাম্মদ ইবন দাউদ মাস্সীসী (র) - - - - আমর ইবন শারীদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি কোন চড়ুইকে অযথা হত্যা করলো, তা কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার নিকট উঁচুস্বরে ফরিয়াদ করে বলবে : ইয়া আল্লাহ! অমুক ব্যক্তি আমাকে অযথা হত্যা করেছিল, সে কোন লাভের জন্য আমাকে হত্যা করেনি।

النَّهْيُ عَنْ أَكْلِ لَحُومِ الْجَلَالَةِ

জাল্লালার^১ গোশত খাওয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা

৪৪৪৮. أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سُهَيْلُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ مَرَّةً عَنْ

১. 'জাল্লালা' হলো ঐ প্রাণী, যা ময়লা খায়।

كِتَابُ الْبَيُوعِ

অধ্যায় : ক্রয়-বিক্রয়

بَابُ الْحَثِّ عَلَى الْكَسْبِ

পরিচ্ছেদ : উপার্জনের প্রতি উৎসাহিত করা

৪৪৫০. أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ أَبُو قُدَامَةَ السَّرْحَسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَمَّتِهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ وَإِنْ وَلَدَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ *

৪৪৫০. উবায়দুল্লাহ ইবন সাঈদ (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মানুষ যা খায়, তন্মধ্যে সর্বোত্তম হলো তার হাতের উপার্জন। আর লোকের সন্তানও তার উপার্জনের অন্তর্ভুক্ত।

৪৪৫১. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَمَّةٍ لَهُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ فَكُلُوا مِنْ كَسْبِ أَوْلَادِكُمْ *

৪৪৫১. মুহাম্মদ ইবন মানসুর (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের সন্তান তোমাদের শ্রেষ্ঠ উপার্জন। অতএব তোমরা তোমাদের সন্তানদের উপার্জন থেকে খাও।

৪৪৫২. أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عِيسَى قَالَ أَنْبَأَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَنْبَأَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ وَوَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ *

৪৪৫২. ইউসুফ ইবন ইসা (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মানুষের নিজ হাতের উপার্জন হচ্ছে তার জন্য শ্রেষ্ঠ আহার, আর তার সন্তানও তার উপার্জনের অন্তর্ভুক্ত।

৪৪৫৩. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كِسْبِهِ وَإِنْ وَلَدَهُ مِنْ كِسْبِهِ *

৪৪৫৩. আহমদ ইব্ন হাফস ইব্ন আবদুল্লাহ নিশাপুরী (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মানুষের নিজ হাতের উপার্জন হচ্ছে তার উত্তম আহাৰ্য। আর তার সন্তানও তার উপার্জন।

بَابُ اجْتِنَابِ الشُّبُهَاتِ فِي الْكَسْبِ

পরিচ্ছেদ : সন্দেহযুক্ত উপার্জন পরিহার করা

৪৪৫৪. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ الثَّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَوْلَ اللَّهِ لَا أَسْمَعَ بَعْدَهُ أَحَدًا يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ الْحَلَالَ بَيْنَ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيْنَ وَإِنَّ بَيْنَ ذَلِكَ أُمُورًا مُشْتَبِهَاتٍ وَرُبَّمَا قَالَ وَإِنْ بَيْنَ ذَلِكَ أُمُورًا مُشْتَبِهَةً قَالَ وَسَاءَ ضَرْبٌ لَكُمْ فِي ذَلِكَ مَثَلًا إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَمَى حِمًى وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَا حَرَّمَ وَإِنَّهُ مَنْ يَرْتَعِ حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُخَالِطَ الْحِمَى وَرُبَّمَا قَالَ إِنَّهُ مَنْ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعِ فِيهِ وَإِنْ مَنْ يُخَالِطُ الرِّيبَةَ يُوشِكُ أَنْ يَجْسُرَ *

৪৪৫৪. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল আলা সানআনী (র) - - - - নুমান ইব্ন বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহর কসম! তাঁর পর আর কাউকে বলতে শুনব না যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন। তিনি বলেছেন : হালাল সুস্পষ্ট এবং হারামও সুস্পষ্ট, আর উভয়ের মধ্যে অনেক সন্দেহজনক বিষয় রয়েছে। তিনি ﷺ বলেন : এ ব্যাপারে আমি তোমাদের সামনে একটি উদাহরণ পেশ করছি : নিশ্চয় আল্লাহ এক চারণভূমি সংরক্ষণ করেছেন। আল্লাহর চারণ ভূমি হলো, যা তিনি হারাম করেছেন। আর যে ব্যক্তি সেই চারণভূমির আশে-পাশে পশু চরায়, হয়তো তার পশু তাতে ঢুকে পড়বে। আর যে ব্যক্তি সন্দেহযুক্ত কাজে লিপ্ত হবে, অচিরেই তার (হারাম কাজে লিপ্ত হওয়ার) দুঃসাহস দেখা দেবে।

৪৪৫৫. حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ دِينَارٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْمُقْبَرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ مَا يَبَالِي الرَّجُلُ مِنْ أَيْنَ أَصَابَ الْمَالَ مِنْ حَلَالٍ أَوْ حَرَامٍ *

كَثِيرٍ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ
إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلْفِ فِي الْبَيْعِ فَإِنَّهُ يَنْفَقُ ثُمَّ يَمْحَقُ *

৪৪৬১. হারুন ইবন আবদুল্লাহ্ (র) - - - - আবু কাতাদা আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন : তোমরা বিক্রয়কালে অত্যধিক কসম খাওয়া থেকে বিরত থাকবে। কেননা তা দ্বারা মাল তো খুব কাটতি হয়, কিন্তু (বরকত না থাকায়) আয় কমিয়ে দেয়।

٤٤٦٢. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ
سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْحَلْفُ مَنَفَقَةٌ لِلْسَّلْعَةِ مَحْقَةٌ
لِلْكَسْبِ *

৪৪৬২. আহমদ ইবন আমর ইবন সারহ (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) সূত্র থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : কসম মালের কাটতি বাড়িয়ে দেয়, কিন্তু আয় কমিয়ে দেয়।

الْحَلْفُ الْوَاجِبُ لِلْخُدَيْعَةِ فِي الْبَيْعِ

বেচাকেনায় ধোঁকাবাজের জন্য কসম

٤٤٦٣. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِالطَّرِيقِ يَمْنَعُ ابْنَ السَّبِيلِ مِنْهُ وَرَجُلٌ
بَايَعَ إِمَامًا لِدُنْيَا إِنْ أَعْطَاهُ مَا يُرِيدُ وَفَى لَهُ وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ لَمْ يَفِ لَهُ وَرَجُلٌ سَاوَمَ رَجُلًا عَلَى
سِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ فَحَلَفَ لَهُ بِاللَّهِ لَقَدْ أُعْطِيَ بِهَا كَذَا وَكَذَا فَصَدَّقَهُ الْآخَرُ *

৪৪৬৩. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন :
তিন প্রকারের লোক রয়েছে যাদের সাথে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন কথা বলবেন না, তাদের দিকে
তাকাবেন না এবং তাদেরকে পবিত্রও করবেন না, আর তাদের জন্য রয়েছে মর্মভুদ শাস্তি। তারা হলো : ঐ
ব্যক্তি যে পথের ধারে প্রয়োজনাতিরিক্ত পানির উপর কর্তৃত্ব করে এবং পথিকদেরকে ঐ পানি দেয় না; আর ঐ
ব্যক্তি যে কোন ইমামের হাতে বায়'আত গ্রহণ করে পার্থিব সম্পদ লাভের জন্য, তারপর সে যা চায় তাকে
তা দান করলে সে তার আনুগত্যে বহাল থাকে আর যদি তাকে তা না দেওয়া হয়, তবে সে তার আনুগত্য
রক্ষা করে না। আর ঐ ব্যক্তি যে আসরের পর অন্য ব্যক্তির সাথে মালের ক্রয়-বিক্রয় নিয়ে দরদাম করে। এক
পর্যায়ে সে তাকে আল্লাহ্‌র নামে কসম করে বলে যে, তাকে এই এই দাম বলা হয়েছে, ফলে অন্য ব্যক্তি তাকে
বিশ্বাস করে।

الْأَمْرُ بِالصَّدَقَةِ لِمَنْ لَمْ يَتَقَدَّرِ الْيَمِينَ بِقَلْبِهِ فِي حَالِ بَيْعِهِ

অন্তর দিয়ে কসমে বিশ্বাস না করলে সাদ্কার আদেশ

৪৬৬৪. أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ قُدَّامَةَ عَنْ جَرِيرٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَأَثْلٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي غَرْزَةَ قَالَ كُنَّا بِالْمَدِينَةِ نَبِيعُ الْأَوْسَاقَ وَنَبْتَاعُهَا وَنُسَمَّى أَنْفُسَنَا السَّمَّاسِرَةَ وَيُسَمِّيْنَا النَّاسُ فَخَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَسَمَّانَا بِاسْمِهِ هُوَ خَيْرٌ لَنَا مِنَ الَّذِي سَمَّيْنَا بِهِ أَنْفُسَنَا فَقَالَ يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ إِنَّهُ يَشْهَدُ بَيْعَكُمْ الْحَلْفُ وَاللَّفْوُ فَشَوُّبُهُ بِالصَّدَقَةِ *

৪৪৬৪. মুহাম্মদ ইবন কুদামা (র) - - - - কায়স ইবন আবু গারাযা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা মদীনায়ে ক্রয়-বিক্রয় করতাম। আমরা নিজেদেরকে ‘সামাসেরাহ’ (দালাল) বলতাম, আর অন্য লোকও আমাদেরকে তাই বলত। একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিকট দিয়ে যাবার সময় উক্ত নাম অপেক্ষা সুন্দর নামে আমাদেরকে আখ্যায়িত করলেন। তিনি বললেন : হে ব্যবসায়ীগণ ! তোমাদের এ ব্যবসা কাজে অপ্রয়োজনীয় কথা এবং কসম সংযোজিত হয়, অতএব তোমরা ব্যবসা করার সঙ্গে দান-খয়রাতও করবে।

وَجُوبُ الْخِيَارِ لِلْمُتَبَايِعِينَ قَبْلَ افْتِرَاقِهِمَا

ক্রোতা ও বিক্রোতার জন্য তাদের পৃথক হওয়ার পূর্বে ইখতিয়ার

৪৬৬৫. أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَشْعَثِ عَنْ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ وَهُوَ ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ صَالِحِ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرَقَا فَإِنْ بَيَّنَّا وَصَدَقًا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكُتِمَا مُحِقَ بَرَكَتُهُمَا *

৪৪৬৫. আবুল আশআস (র) - - - - হাকীম ইবন হিয়াম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ক্রোতা ও বিক্রোতা উভয়ের জন্য অবকাশ থাকবে যতক্ষণ না তাদের একজন অপরজন থেকে পৃথক হয়ে যায়। তারা যদি সততা অবলম্বন করে এবং উভয়ে নিজ নিজ বস্তুর দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করে দেয়, তবে তাদের ক্রয়-বিক্রয়ে বরকত দান করা হবে। আর যদি তারা মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে এবং দোষ-ত্রুটি গোপন রাখে, তবে উক্ত ক্রয়-বিক্রয়ে বরকত মুছে দেয়া হবে।

ذَكَرُ الْإِخْتِلَافِ عَلَى نَافِعٍ فِي لَفْظِ حَدِيثِهِ

রাবী নাকি (র)-এর বর্ণনায় তার থেকে বর্ণনাকারীদের মধ্যে শব্দগত পার্থক্য

৪৬৬৬. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ

ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ
الْمُتَبَايعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ *

৪৪৬৬. মুহাম্মদ ইবন সালামা এবং হারিস ইবন মিসকীন (র) - - - - মালিক (র) নাকি' (র.) হতে এবং তিনি আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ক্রেতা এবং বিক্রেতা উভয়ের জন্য তার সাথীর বিপরীতে ইখতিয়ার (ইচ্ছাধিকার) থাকবে, যাবত না তারা পৃথক হয়ে যায়। তবে ইখতিয়ারের শর্তে ক্রয়-বিক্রয় ব্যতীত (অর্থাৎ সেক্ষেত্রে পৃথক হওয়ার পরও ইখতিয়ার থাকবে)।

٤٤٦٧. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا أَوْ يَكُونَ خِيَارًا *

৪৪৬৭. 'আমর ইবন আলী (র) - - - - উবায়দুল্লাহ (র) নাকি' (র) থেকে এবং তিনি হযরত ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের জন্য অবকাশ থাকবে যতক্ষণ না তারা পৃথক হয়ে যায়। কিংবা ইখতিয়ারের শর্তে কেনাবেচা হয়।

٤٤٦٨. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَرِّزُ الْوَضَّاحِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُتَبَايعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْبَيْعُ كَانَ عَنْ خِيَارٍ فَإِنْ كَانَ الْبَيْعُ عَنْ خِيَارٍ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ *

৪৪৬৮. মুহাম্মদ ইবন আলী (র) - - - - ইসমাইল নাকি' (র) হতে এবং তিনি হযরত ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের জন্য অবকাশ থাকবে, তাদের উভয়ের পৃথক না হওয়া পর্যন্ত। কিন্তু যদি ইখতিয়ারের শর্তে বেচাকেনা হয়, তবে পৃথক হওয়ার পরও ইখতিয়ার অবশিষ্ট থাকবে।

٤٤٦٩. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَمْلَى عَلِيٌّ نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا تَبَايَعَ الْبَيْعَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مِنْ بَيْعِهِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا أَوْ يَكُونَ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ فَإِنْ كَانَ عَنْ خِيَارٍ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ *

৪৪৬৯. 'আলী ইবন মায়মুন (র) - - - - ইবন জুরায়জ নাকি' থেকে এবং তিনি হযরত ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ক্রেতা-বিক্রেতা যখন বেচাকেনা করে, তখন তারা পৃথক না হওয়া পর্যন্ত তাদের জন্য অবকাশ থাকবে, আর যদি তাদের ক্রয়-বিক্রয় গ্রহণ করার কথা চুক্তি সম্পন্ন করে, তা হলে ক্রয়-বিক্রয় বাধ্যতামূলক হবে।

٤٤٧٠. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ

ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا أَوْ يَقُولَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ اخْتَرْ *

৪৪৭০. আমর ইবন আলী (র) - - - - আইয়ুব নাসি' থেকে এবং তিনি হযরত ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের জন্যই অবকাশ রয়েছে; যতক্ষণ না তারা পরস্পর পৃথক হয়ে যায়। অথবা বলে : গ্রহণ কর এবং অন্যজন গ্রহণ করে নেয়।

٤٤٧١. أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُثَيْمٍ قَالَ أَنْبَأَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَفْتَرِقَا أَوْ يَكُونَ بَيْعَ خِيَارٍ وَرُبَّمَا قَالَ نَافِعٌ أَوْ يَقُولَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ اخْتَرْ *

৪৪৭১. যিয়াদ ইবন আইয়ুব (র) - - - - আয়্যুব নাসি' থেকে এবং তিনি হযরত ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ক্রেতা এবং বিক্রেতা উভয়েরই ইখতিয়ার রয়েছে যতক্ষণ না তারা পৃথক হয়ে যায়, অথবা যদি অবকাশের শর্তে ক্রয়-বিক্রয় হয়ে থাকে। রাবী নাসি' (র) কখনও বলেছেন অথবা একে অন্যকে বলবে, গ্রহণ কর।

٤٤٧٢. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَفْتَرِقَا أَوْ يَكُونَ بَيْعَ خِيَارٍ وَرُبَّمَا قَالَ نَافِعٌ أَوْ يَقُولَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ اخْتَرْ *

৪৪৭২. কুতায়বা (র) - - - - লায়স নাসি' হতে এবং তিনি হযরত ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ক্রেতা এবং বিক্রেতা উভয়ের জন্য ইখতিয়ার রয়েছে যতক্ষণ না তারা উভয়ে পৃথক হয়ে যায়, অথবা ঐ বিক্রয় হবে ইখতিয়ারের উপর। রাবী নাসি' (র) কখনও বলেছেন, অথবা একজন অন্যজনকে বলবে, গ্রহণ কর।

٤٤٧٣. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فِكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ حَتَّى يَفْتَرِقَا وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى مَا لَمْ يَفْتَرِقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فِتْبَايَعًا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ فَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ *

৪৪৭৩. কুতায়বা (র) - - - - লায়স নাসি' হতে এবং তিনি হযরত ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যখন দুই ব্যক্তি ক্রয়-বিক্রয় করে, তখন তাদের উভয়েরই ইখতিয়ার থাকে যতক্ষণ না তারা একে অপার থেকে পৃথক হয়ে যাবে। অন্য সময় তিনি বলেছেন : তারা পরস্পর পৃথক হওয়া পর্যন্ত, অথবা একে অন্যকে ইখতিয়ার দেয়, যদি একে অন্যকে ইখতিয়ার দেয় এবং এর উপরই ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন করে,

তবে সে ক্রয়-বিক্রয় ওয়াজিব হয়ে যাবে। আর যদি তারা পৃথক হয়ে যায় বিক্রয় করার পর এবং তাদের মধ্যে কেউই ক্রয়-বিক্রয় রহিত না করে, তবে ক্রয়-বিক্রয় ওয়াজিব হবে।

৪৪৭৬. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ سَمِعْتُ نَافِعًا يُحَدِّثُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّ الْمُتَبَايِعِينَ بِالْخِيَارِ فِي بَيْعِهِمَا مَا لَمْ يَفْتَرِقَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْبَيْعُ خِيَارًا قَالَ نَافِعٌ فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ إِذَا اشْتَرَى شَيْئًا يُغِيبُهُ فَارَقَ صَاحِبَهُ *

৪৪৭৪. ‘আমর ইব্ন আলী (র) - - - - ইয়াহুইয়া ইব্ন সাঈদ বলেন, আমি নাফি’কে হযরত ইব্ন উমর (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করতে শুনেছি যে, তিনি বলেন : ক্রেতা এবং বিক্রেতা পরস্পর পৃথক না হওয়া পর্যন্ত তাদের জন্য ইখতিয়ার থাকবে। হ্যাঁ, যদি ক্রয়-বিক্রয়ে ইখতিয়ার থাকে তবে ভিন্ন কথা। রাবী নাফি’ (র) বলেন : ‘আবদুল্লাহ (রা) যখন কোন দ্রব্য খরিদ করতেন যা তাঁর পছন্দনীয়, তখন তিনি তাঁর সাথী থেকে পৃথক হয়ে যেতেন।

৪৪৭৫. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُتَبَايِعَانِ لَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا إِلَّا بِالْبَيْعِ الْخِيَارِ *

৪৪৭৫. আলী ইব্ন হুজর (র) - - - - ইয়াহুইয়া ইব্ন সাঈদ (র) নাফি’ (র) থেকে এবং তিনি হযরত ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ক্রেতা এবং বিক্রেতার মধ্যে ক্রয়-বিক্রয় শেষ হয় না, যতক্ষণ না তারা পরস্পর পৃথক হয়ে যায়, তবে ইখতিয়ারের শর্তে ক্রয়-বিক্রয় ব্যতীত।

ذِكْرُ الْإِخْتِلَافِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ فِي لَفْظِ هَذَا الْحَدِيثِ

এই হাদীসের শব্দে আবদুল্লাহ ইব্ন দীনার থেকে বর্ণনাকারীদের মধ্যে পার্থক্য

৪৪৭৬. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلُّ بَيْعَيْنِ لَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا إِلَّا بِالْبَيْعِ الْخِيَارِ *

৪৪৭৬. আলী ইব্ন হুজর (র) - - - - ইসমাইল থেকে, তিনি আবদুল্লাহ ইব্ন দীনার থেকে এবং তিনি হযরত ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোন ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে ক্রয়-বিক্রয় সাব্যস্ত হয় না, যতক্ষণ না তারা পৃথক হয়ে যায়, তবে ইখতিয়ারের ক্রয়-বিক্রয় ব্যতীত।

৪৪৭৭. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ شُعَيْبٍ عَنِ اللَّيْثِ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ

عَبْدُ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ كُلُّ بَيْعَيْنِ فَلَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعُ الْخِيَارِ *

৪৪৭৭. মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন হাকাম (র) - - - - ইবনুল-হাদ (র) আবদুল্লাহ ইবন দীনার (র) থেকে এবং তিনি হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছেন : কোন ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে ক্রয়-বিক্রয় সাব্যস্ত হয় না, যতক্ষণ না তারা পৃথক হয়ে যায়। তবে ইখতিয়ারে ক্রয়-বিক্রয় ব্যতীত।

٤٤٧٨. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلُّ بَيْعَيْنِ لَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعُ الْخِيَارِ *

৪৪৭৮. আবদুল হামীদ ইবন মুহাম্মদ (র) - - - - সুফয়ান 'আমর ইবন দীনার থেকে এবং তিনি হযরত ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোন ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে ক্রয়-বিক্রয় সাব্যস্ত হয় না, যতক্ষণ না তারা পৃথক হয়ে যায়। তবে ইখতিয়ারের ক্রয়-বিক্রয় ব্যতীত।

٤٤٧٩. أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ بَكْرِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ كُلُّ بَيْعَيْنِ فَلَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعُ الْخِيَارِ *

৪৪৭৯. রবী' ইবন সুলায়মান (র) - - - - ইয়াযীদ ইবন 'আবদুল্লাহ ইবন দীনার থেকে এবং তিনি হযরত ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছেন : কোন ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যকার ক্রয়-বিক্রয় সম্পূর্ণ হয় না, যতক্ষণ না তারা পৃথক হয়ে যায়, তবে ইখতিয়ারের ক্রয়-বিক্রয় ব্যতীত।

٤٤٨٠. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَزِيدَ عَنْ بَهْزِ بْنِ أَاسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلُّ بَيْعَيْنِ فَلَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعُ الْخِيَارِ *

৪৪৮০. আমর ইবন ইয়াযীদ (র) - - - - শু'বা (র) আবদুল্লাহ ইবন দীনার থেকে এবং তিনি হযরত ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোন ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যকার ক্রয়-বিক্রয় সম্পূর্ণ হয় না, যতক্ষণ না তারা পৃথক হয়ে যায়। তবে ইখতিয়ারের ক্রয়-বিক্রয় ব্যতীত।

٤٤٨١. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا عَنْ خِيَارِ *

৪৪৮১. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) - - - সুফয়ান আবদুল্লাহ ইবন দীনার থেকে, তিনি হযরত ইবন উমর (রা) থেকে এবং তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন : ক্রেতা বিক্রেতার ইখতিয়ার থাকবে যাবত না তারা পৃথক হয়। অথবা তাদের ক্রয়-বিক্রয় হয় ইখতিয়ারের উপর।

৪৪৮২. আমর ইবন আলী (র) - - - - সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : ক্রেতা বিক্রেতার ইখতিয়ার থাকবে যতক্ষণ না তারা পৃথক হয় এবং বিক্রি দ্বারা তাদের প্রত্যেকের ইচ্ছিত বস্তু তারা গ্রহণ করে নেয় আর তারা ইখতিয়ার পাবে তিনবার।^১

৪৪৮৩. মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল ইবন ইবরাহীম (র) - - - - সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ক্রেতা-বিক্রেতার ইখতিয়ার থাকবে, যতক্ষণ না তারা পৃথক হয়ে যায় অথবা তারা গ্রহণ করে নেয়— যা ইচ্ছা করে তার সাথী থেকে।

৪৪৮৪. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) - - - - 'আমর ইবন শুয়ায়ব (র) তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের জন্য ইখতিয়ার থাকবে, যতক্ষণ না তারা একে অপর হতে পৃথক হয়ে যাবে। অবশ্য যদি ইখতিয়ারের শর্তে চুক্তি হয়ে থাকে। এমতাবস্থায় ক্রেতা ও বিক্রেতা কারো জন্য সঙ্গত নয় যে, সে অপরজন হতে দ্রুত পৃথক হয়ে যাবে এই ভয়ে যে, হয়তো সে ক্রয়-বিক্রয় প্রত্যাখ্যান করবে।

وَجُوبُ الْخِيَارِ لِلْمُتَبَايعِينَ قَبْلَ افْتِرَاقِهِمَا بِأَبْدَانِهِمَا

শারীরিকভাবে পৃথক হওয়ার পূর্বে ক্রেতা-বিক্রেতার ইখতিয়ার থাকা প্রসঙ্গ

৪৪৮৫. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) - - - - 'আমর ইবন শুয়ায়ব (র) তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের জন্য ইখতিয়ার থাকবে, যতক্ষণ না তারা একে অপর হতে পৃথক হয়ে যাবে। অবশ্য যদি ইখতিয়ারের শর্তে চুক্তি হয়ে থাকে। এমতাবস্থায় ক্রেতা ও বিক্রেতা কারো জন্য সঙ্গত নয় যে, সে অপরজন হতে দ্রুত পৃথক হয়ে যাবে এই ভয়ে যে, হয়তো সে ক্রয়-বিক্রয় প্রত্যাখ্যান করবে।

৪৪৮৬. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) - - - - 'আমর ইবন শুয়ায়ব (র) তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের জন্য ইখতিয়ার থাকবে, যতক্ষণ না তারা একে অপর হতে পৃথক হয়ে যাবে। অবশ্য যদি ইখতিয়ারের শর্তে চুক্তি হয়ে থাকে। এমতাবস্থায় ক্রেতা ও বিক্রেতা কারো জন্য সঙ্গত নয় যে, সে অপরজন হতে দ্রুত পৃথক হয়ে যাবে এই ভয়ে যে, হয়তো সে ক্রয়-বিক্রয় প্রত্যাখ্যান করবে।

১. ইজাব-কবুল হয়ে গেলে এবং ক্রেতা-বিক্রেতা কোন শর্ত সংযোজন না করলে ক্রয়-বিক্রয় সম্পূর্ণ হয়ে যায়। আব্দুল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন : “হে মুমিনগণ ! তোমরা পরস্পর একে অপরের মাল বাতিল পন্থায় খাবে না, তিজারত ব্যতীত।” এতে পৃথক হওয়ার কোন শর্ত নেই। একবার রাসূলুল্লাহ (সা) একটি পশু উমর (রা) থেকে ক্রয় করেন এবং ক্রয়ের পর তিনি সেই মজলিসেই তা ইবন উমর (রা)-কে দান করেন।

الْخَدِيعَةُ فِي الْبَيْعِ

ক্রয়-বিক্রয়ে ধোঁকা

৪৪৮৫. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي الْبَيْعِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا بَعْتَ فَقُلْ لَخِلَابَةٌ فَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا بَاعَ يَقُولُ لَخِلَابَةٌ *

৪৪৮৫. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বললো : আমি ক্রয়-বিক্রয় করলে ঠকে যাই। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বলেন : তুমি ক্রয়-বিক্রয়কালে বলবে : ধোঁকা দিবেন না। সে মতে ঐ ব্যক্তি ক্রয়-বিক্রয় করাকালে এরূপ বলতো।

৪৪৮৬. أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلًا كَانَ فِي عُقْدَتِهِ ضَعْفٌ كَانَ يَبَايِعُ وَأَنَّ أَهْلَهُ أَتَوْا النَّبِيَّ ﷺ فَقَالُوا يَا نَبِيَّ اللَّهِ احْجُرْ عَلَيْهِ فَدَعَاهُ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ فَتَهَاها فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنِّي لَا أَصْبِرُ عَنِ الْبَيْعِ قَالَ إِذَا بَعْتَ فَقُلْ لَخِلَابَةٌ *

৪৪৮৬. ইউসুফ ইবন হাম্মাদ (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তির বিচার-বুদ্ধিতে দুর্বলতা ছিল, আর সে বেচাকেনাও করতো। তার পরিবারস্থ লোকজন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বললো : ইয়া রাসূলুল্লাহ! তার প্রতি বেচাকেনার নিষেধাজ্ঞা আরোপ করুন। সেমতে আল্লাহর নবী ﷺ তাকে ডেকে নিষেধ করলেন। সে বললো : ইয়া নবী-আল্লাহ, আমি বেচাকেনা না করে থাকতে পারি না। তিনি বললেন : তুমি যখন বেচাকেনা করবে, তখন বলবে : ধোঁকা দিবেন না।

الْمَحْفَلَةُ

ওলানে দুধ আটকে রাখা

৪৪৮৭. أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو كَثِيرٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا بَاعَ أَحَدُكُمْ الشَّاةَ أَوْ اللَّفْحَةَ فَلَا يَحْفَلُهَا *

৪৪৮৭. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন তোমাদের কেউ ছাগল, উট বিক্রয় করতে মনস্থ করে, তখন সে যেন তার ওলানে দুধ আটকে না রাখে।

النَّهْيُ عَنِ الْمَصْرَاةِ وَهُوَ أَنْ يَرْبُطَ أَخْلَافَ النَّاقَةِ أَوْ الشَّاةِ وَتُتْرَكَ مِنْ

الْحَلْبِ يَوْمَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ حَتَّى يَجْتَمِعَ لَهَا لَبَنٌ فَيَزِيدُ مُشْتَرِيهَا فِي قِيَمَتِهَا لِمَا يَرَى مِنْ كَثْرَةِ لَبْنِهَا

বিক্রয় করাকালে ক্রেতাকে দেখানোর জন্য ওলানে দুধ দুই/তিন দিন আটকে রেখে ওলান বড় দেখানো, যাতে ক্রেতা বেশি দাম দেয়

৪৪৮৮. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تَلْقُوا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ وَلَا تَصْرُوا الْأَيْلَ وَالْفَنَمَ مَنِ ابْتِاعَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ فَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرُدَّهَا رَدَّهَا وَمَعَهَا صَاعٌ تَمْرٍ *

৪৪৮৮. মুহাম্মদ ইবন মানসূর (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : তোমরা বিক্রয় স্থানে পৌছার পূর্বে মাল খরিদ করার জন্য কাফেলার নিকট যাবে না, আর উট এবং বকরী ইত্যাদির ওলানে দুধ আটকে রাখবে না। যে ব্যক্তি ঐরূপ কোন জন্তু খরিদ করবে, তখন তার দুই-এর একটা গ্রহণের ইখতিয়ার থাকবে। ইচ্ছা করলে তা রেখে দিতে পারে; আর যদি ফেরত দেওয়ার ইচ্ছা করে, তবে তা ফেরতও দিতে পারে। তবে ফেরত দিলে তার সাথে এক সা' খেজুর দিবে।

৪৪৮৯. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ ابْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ اشْتَرَى مُصْرَأَةً فَإِنْ رَضِيَهَا إِذَا حَلَبَهَا فَلْيُمْسِكْهَا وَإِنْ كَرِهَهَا فَلْيَرُدَّهَا وَمَعَهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ *

৪৪৮৯. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : যে ব্যক্তি ওলানে দুধ আটকিয়ে রাখা হয়েছে এমন জন্তু খরিদ করে, এরপর যখন সে দুধ দোহন করে, তখন তার ইচ্ছা হলে তা রাখতে পারে; আর যদি সে তা পছন্দ না করে, তবে তা ফেরত দিতে পারে। তবে ফেরত দিলে তার সাথে এক সা' খেজুর দিয়ে দিবে।

৪৪৯০. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ مَنِ ابْتِاعَ مُحَفَّلَةً أَوْ مُصْرَأَةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِنْ شَاءَ أَنْ يُمْسِكَهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرُدَّهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ لَا سَمْرَاءَ *

৪৪৯০. মুহাম্মদ ইবন মানসূর (র) - - - - মুহাম্মদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু হুরায়রা (রা)-কে বলতে শুনেছি, আবুল কাসিম ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি এমন পশু খরিদ করে যার ওলানে দুধ আটকিয়ে রাখা হয়েছে, তবে তিনদিন পর্যন্ত তার ইখতিয়ার থাকবে, যদি সে রাখতে চায় রেখে দিবে, আর যদি ফেরত দিতে চায় ফেরত দিবে। তবে ফেরত দিলে তার সাথে এক সা' খেজুর দিয়ে দিবে, গম নয়।

الْخَرَجُ بِالضَّمَانِ

দায়িত্ব যার, উসূলও তার

৪৪৯১. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ وَوَكَيْعٌ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ عَنْ مَخْلَدِ بْنِ خُفَّافٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّ الْخَرَجَ بِالضَّمَانِ *

৪৪৯১. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফয়সালা দিয়েছেন যে, দায়িত্ব যার উসূলও তার।

بَابُ بَيْعِ الْمُهَاجِرِ لِلْأَعْرَابِيِّ

বেদুঈনের পক্ষ হয়ে মুহাজির ব্যক্তির ক্রয়-বিক্রয়

৪৪৯২. أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ تَمِيمٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنِي شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ التَّلْقَى وَأَنْ يَبِيعَ مُهَاجِرٌ لِلْأَعْرَابِيِّ وَعَنِ التَّصْرِيَةِ وَالنَّجْشِ وَأَنْ يَسْتَأْمَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ وَأَنْ تَسْأَلَ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا *

৪৪৯২. আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ ইবন তামীম (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করেছেন বাজারে বিক্রি করার জন্য যারা বাইরে থেকে খাদদ্রব্য নিয়ে আসে, বাজারে পৌছবার পূর্বে তাদের খাদদ্রব্য ক্রয় করে নেয়ার জন্য অগ্রসর হতে, মুহাজির কর্তৃক গ্রাম্য লোকের পক্ষ হতে বিক্রি করতে, গরু-ছাগলের ওলানে দুধ জমা করে ফুলিয়ে রাখতে, দালালী করতে, কোন মুসলমান ভ্রাতার দরদামের উপর দরদাম করতে। আর কোন স্ত্রীলোক কর্তৃক তার বোনের তালাক চাইতে।

بَيْعُ الْحَاضِرِ لِلْبَادِي

নগরবাসী কর্তৃক গ্রাম্য লোকের পণ্য বিক্রি করা

৪৪৯৩. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الزُّبَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَإِنْ كَانَ أَبَاهُ أَوْ أَخَاهُ *

৪৪৯৩. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) - - - - আনাস (রা) বলেন, নবী ﷺ নগরবাসী কর্তৃক কোন গ্রাম্য লোকের পণ্য বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন, যদিও সে তার পিতা অথবা ভাই হয়।

৪৪৯৪. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ نُوحٍ قَالَ أَنْبَأَنَا يُونُسُ عَنْ

مُحَمَّدُ بْنُ سَيْرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ نَهَيْنَا أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ
أَوْ أَبَاهُ *

৪৪৯৪. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নগরবাসী কর্তৃক কোন গ্রাম্য লোকের মাল বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন, যদিও সে তার পিতা বা ভাই হয়।

٤٤٩٥. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ
أَنَسٍ قَالَ نَهَيْنَا أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ *

৪৪৯৫. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল আ'লা (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন গ্রাম্য লোকের মাল বিক্রয় করতে আমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে।

٤٤٩٦. أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو
الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ دَعَا النَّاسَ يَرْزُقُ اللَّهُ
بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ *

৪৪৯৬. ইবরাহীম ইব্ন হাসান (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : শহরের লোক গ্রাম্য লোকদের পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করে দিবে না। লোকজনকে ছেড়ে দাও, আল্লাহ তা'আলা তাদের কারো দ্বারা কারো রিযিক পৌঁছিয়ে থাকেন।

٤٤٩٧. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
ﷺ قَالَ لَا تَلْقُوا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ وَلَا يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا يَبِيعُ
حَاضِرٌ لِبَادٍ *

৪৪৯৭. কুতায়বা (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : বহিরাগত আমদানী-কারকের সাথে শহরের বাইরে গিয়ে সাক্ষাত করবে না বা অগ্রসর হবে না। একজনের ক্রয়-বিক্রয়ের প্রস্তাবের উপর অন্য কেউ বিক্রির প্রস্তাব করবে না, দালালী করবে না, শহরের লোক গ্রাম্য লোকের পণ্য বিক্রয় করে দেবে না।

٤٤٩٨. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ بْنِ أَعِينٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ
اللَيْثِ عَنِ أَبِيهِ عَنْ كَثِيرِ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنِ
النَّجَشِ والتَّلَقُّيِ وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ *

৪৪৯৮. আবদুর রহমান ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন আবদুল হাকাম ইব্ন আয়ান (র) - - - - আবদুল্লাহ (রা) সূত্রে

রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত যে, তিনি দালালী করতে এবং গ্রামের পণ্য বিক্রেতাকে শহরে পৌছার পূর্বে সামনে গিয়ে সাক্ষাত করতে এবং শহরের লোক কর্তৃক গ্রাম্য ব্যক্তির পক্ষ হতে বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।

التَّلْقَى

বহিরাগত লোকের পণ্য খরিদের জন্য অগ্রসর হওয়া

৪৪৭৭. أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ التَّلْقَى *

৪৪৯৯. উবায়দুল্লাহ ইবন সাঈদ (র) - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বহিরাগত আমদানীকারকের সাথে শহরের বাইরে গিয়ে সাক্ষাত করতে নিষেধ করেছেন।

৪৫০০. أَخْبَرَنَا اسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي أُسَامَةَ أَحَدَكُمْ عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ التَّلْقَى الْجَلْبِ حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا السُّوقَ فَأَقْرَبَ أَبُو أُسَامَةَ وَقَالَ نَعَمْ *

৪৫০০. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যারা পণ্যদ্রব্য বাজারে বিক্রি করার জন্য বাইরে থেকে নিয়ে আসে, তারা বাজারে প্রবেশ না করা পর্যন্ত বাইরে গিয়ে তাদের সাথে সাক্ষাত করতে রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করছেন।

৪৫০১. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَنْبَأَنَا مَعْمَرُ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُتْلَقَى الرُّكْبَانُ وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ مَا قَوْلُهُ حَاضِرٌ لِبَادٍ قَالَ لَا يَكُونُ لَهُ سِمَسَارًا *

৪৫০১. মুহাম্মদ ইবন রাফি' (র) - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করেছেন বাইরে থেকে যারা পণ্যদ্রব্য শহরে নিয়ে আসে, বাজারে পৌছার পূর্বে তাদের সাথে সাক্ষাত করতে এবং গ্রাম্য লোকের পণ্যদ্রব্য শহরের লোকদের বিক্রি করে দিতে। আমি ইবন আব্বাস (রা)-কে গ্রাম্য লোকের পণ্য শহরের লোক কর্তৃক বিক্রয় করার অর্থ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন : তার জন্য দালাল হবে না।

৪৫০২. أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَنْبَأَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ الْقُرْدُوسِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ سِيرِينَ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَلْقُوا الْجَلْبَ فَمَنْ تَلَقَّاهُ فَاشْتَرَى مِنْهُ فَإِذَا أَتَى سَيِّدَهُ السُّوقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ *

৪৫০২. ইবরাহীম ইব্ন হাসান (র) - - - - ইব্ন সীরীন (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু হুরায়রা (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যারা বাজারে বিক্রি করার জন্য পণ্যদ্রব্য নিয়ে আসে, এগিয়ে গিয়ে তাদের সাথে মিলিত হবে না। যদি কেউ এরাপ করে এবং কোন বস্তু ক্রয় করে, তবে ঐ বিক্রেতা মালিক বাজারে পৌঁছার পর তার ইখতিয়ার থাকবে।

سَوْمُ الرَّجُلِ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ

মুসলমান ভাইয়ের দরদাম করার উপর দরদাম করা

৪৫০৩. حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَبِيعُ عَنْ حَاضِرٍ لِبَادٍ وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا يُسَاوِمُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلَا تَسَالُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتُكَفِّيَ مَا فِي إِيَّانِهَا وَلِتُنْكَحَ فَإِنَّمَا لَهَا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهَا *

৪৫০৩. মুজাহিদ ইব্ন মুসা (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : গ্রাম্য লোকের পণ্যদ্রব্য শহরের লোক বিক্রয় করে দেবে না, দালালী করবে না, কোন ব্যক্তি তার মুসলমান ভ্রাতার দরদামের উপর দরদাম করবে না। মুসলমান ভাইয়ের বিবাহের প্রস্তাবের উপর নিজে বিবাহের প্রস্তাব দেবে না, আর কোন নারী তার মুসলমান বোনের তালাক চাইবে না, যাতে তার পাত্র শূন্য করে নিজ পাত্র পূর্ণ করতে পারে এবং তাকে (তালাকপ্রাপ্তার স্থানে) বিবাহ করা হয়। তার জন্য তা-ই রয়েছে যা আল্লাহ তার জন্য নির্ধারণ করে রেখেছেন।

بَيْعُ الرَّجُلِ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ

মুসলমান ভাই-এর দরদামের উপর দরদাম করা

৪৫০৪. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ وَاللَيْثِ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لَا يَبِيعُ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ *

৪৫০৪. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) - - - - ইব্ন উমর (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : কোন ব্যক্তি তার মুসলমান ভাইয়ের বেচাকেনার প্রস্তাবের উপর নিজে বেচাকেনার প্রস্তাব দিবে না।

৪৫০৫. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ حَتَّى يَبْتَاعَ أَوْ يَذَرَ *

৪৫০৫. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - ইব্ন উমর (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : কোন ব্যক্তি তার মুসলমান ভাইয়ের বেচাকেনার প্রস্তাবের উপর নিজে বেচাকেনার প্রস্তাব দেবে না, যতক্ষণ না সে খরিদ করে, অথবা ছেড়ে যায়।

النَّجَشُ

দালালী করা

৪৫০৬. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ النَّجَشِ *

৪৫০৬. কুতায়বা (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ (দাম বাড়ানোর উদ্দেশ্যে) দালালী করতে নিষেধ করেছেন।

৪৫০৭. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا يَزِيدُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ الْأُخْرَى لِتُكْتَفِيَ مَا فِي إِنْثَاهَا *

৪৫০৭. মুহাম্মদ ইবন ইয়াহুইয়া (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি : কোন ব্যক্তি তার মুসলমান ভাইয়ের ক্রয়-বিক্রয়ের প্রস্তাবের উপর নিজে ক্রয়-বিক্রয়ের প্রস্তাব দেবে না। গ্রাম্য লোকের পণ্যদ্রব্য শহরের লোকগণ বিক্রয় করে দিবে না, দালালী করবে না, আর কেউ কোন মুসলমান ভাইয়ের বিক্রয়ের উপর মূল্য বৃদ্ধি করবে না; আর কোন নারী অপর নারীর পাত্র শূন্য করে নিজ পাত্র পূর্ণ করার লক্ষ্যে তার তালাক চাইবে না।

৪৫০৮. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا يَزِيدُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَكْفِيَ بِهِ مَا فِي صَحْفَتِهَا *

৪৫০৮. মুহাম্মদ ইবন আবদুল আ'লা (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : শহরের লোকগণ গ্রাম্য লোকের পণ্য বিক্রয় করবে না। আর তোমরা দালালী করবে না। আর কোন ব্যক্তি তার মুসলমান ভাইয়ের ক্রয়ের উপর মূল্য বৃদ্ধি করবে না; আর কোন মহিলা অন্য কোন মুসলমান বোনের তালাক কামনা করবে না- তার ভাণ্ডে যা আছে তা নিজে ভোগ করার জন্য।

الْبَيْعُ فِيمَنْ يَزِيدُ

অধিক মূল্যে ক্রয় করা

৪৫০৯. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ وَعِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالَا حَدَّثَنَا الْأَخْضَرُ بْنُ عَجْلَانَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَنْفِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَاعَ قَدْحًا وَجَلَسَا فِيمَنْ يَزِيدُ *

৪৫০৯. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) - - - - আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ নিলামে একটি পাত্র এবং একটি কাপড় বিক্রি করেন।

بَيْعُ الْمَلَامَسَةِ

মুলামাসা বিক্রয়

৪৫১০. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ وَأَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمَلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ *

৪৫১০. মুহাম্মদ ইবন সালাম ও হারিস ইবন মিসকীন (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করেছেন ‘মুলামাসা’ এবং ‘মুনাবাযা’ প্রণালীতে ক্রয়-বিক্রয় করতে।

تَفْسِيرُ ذَلِكَ

মুলামাসার ব্যাখ্যা

৪৫১১. أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَقَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَقِيلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمَلَامَسَةِ لِمَسِّ الثَّوْبِ لَا يَنْتَظِرُ إِلَيْهِ وَعَنِ الْمُنَابَذَةِ وَهِيَ طَرَحُ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ إِلَى الرَّجُلِ بِالْبَيْعِ قَبْلَ أَنْ يَقْلِبَهُ أَوْ يَنْتَظِرَ إِلَيْهِ *

৪৫১১. ইবরাহীম ইবন ইয়াকুব ইবন ইসহাক (র) - - - - আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করেছেন : ‘মুলামাসা’ ধরনের ক্রয়-বিক্রয় করতে অর্থাৎ কাপড় না দেখে কেবল স্পর্শ করবে, আর তাতেই বেচাকেনা সাব্যস্ত হয়ে যাবে। এরূপ বেচাকেনা, আর তিনি নিষেধ করেছেন ‘মুনাবাযা’ প্রণালীতে ক্রয়-বিক্রয় করতে। আর তা হলো কোন কাপড় নাড়াচাড়া করা বা দেখার আগে কোন ব্যক্তির দিকে ছুঁড়ে মারা আর তাতে ক্রয়-বিক্রয় সাব্যস্ত হয়ে যাওয়া।

بَيْعُ الْمُنَابَذَةِ

‘মুনাবাযা’ পদ্ধতির ক্রয়-বিক্রয়

৪৫১২. أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمَلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ فِي الْبَيْعِ *

৪৫১২. ইউনুস ইবন আবদুল আ'লা ও হারিস ইবন মিসকীন (র) - - - আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ক্রয় বিক্রয়ে 'মুনাবাযা' ও 'মুলামাসা' নিষেধ করেছেন।

৪৫১৩. أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعَتَيْنِ مِنَ الْمَلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ *

৪৫১৩. হুসায়ন ইবন হুরায়স মারওয়াযী (র) - - - আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ক্রয়-বিক্রয়ের দুটি ধরন 'মুনাবাযা' ও 'মুলামাসা' থেকে নিষেধ করেছেন।

تَفْسِيرُ ذَلِكَ

মুনাবাযার ব্যাখ্যা

৪৫১৪. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى بْنِ بَهْلُولٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَرْبٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدًا يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمَلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ وَالْمَلَامَسَةُ أَنْ يَتَّبَاعِ الرَّجُلَانِ بِالثُّوبَيْنِ تَحْتَ اللَّيْلِ يَلْمَسُ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمَا ثَوْبَ صَاحِبِهِ بِيَدِهِ وَالْمُنَابَذَةُ أَنْ يَنْبِذَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ الثَّوْبَ وَيَنْبِذَ الْآخَرُ إِلَيْهِ الثَّوْبَ فَيَتَّبَعَا عَلَى ذَلِكَ *

৪৫১৪. মুহাম্মদ ইবন মুসাফফা ইবন বাহলুল (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ 'মুনাবাযা' ও 'মুলামাসা' থেকে নিষেধ করেছেন। মুলামাসা এই যে, দুই ব্যক্তি রাতে দুটি কাপড় ক্রয়-বিক্রয় করবে প্রত্যেকে তার সাথীর কাপড় হাতে স্পর্শ করবে। মুনাবাযা এই যে, এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির প্রতি কাপড় ছুঁড়ে মারবে, অন্য ব্যক্তিও ঐ ব্যক্তির দিকে কাপড় ছুঁড়বে— এই পন্থায় তাদের ক্রয়-বিক্রয় সাব্যস্ত হবে।

৪৫১৫. أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عَامِرَ بْنَ سَعْدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمَلَامَسَةِ وَالْمَلَامَسَةُ لَمَسُ الثَّوْبِ لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ وَعَنِ الْمُنَابَذَةِ وَالْمُنَابَذَةُ طَرْحُ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ إِلَى الرَّجُلِ قَبْلَ أَنْ يُقْلَبَهُ *

৪৫১৫. আবু দাউদ (র) - - - আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ 'মুলামাসা' থেকে নিষেধ করেছেন। আর 'মুলামাসা' হলো কাপড় না দেখে কেবল স্পর্শের মাধ্যমে বিক্রি সাব্যস্ত করা।

[এইরূপে বিক্রয় করলে আর ক্রেতা-বিক্রেতার কোন ইখতিয়ার থাকবে না।] আর তিনি নিষেধ করেছেন ‘মুনাবাযা’ পদ্ধতির ক্রয়-বিক্রয় থেকে। আর ‘মুনাবাযা’ হলো, এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির দিকে স্বীয় কাপড় নিক্ষেপ করবে তা নাড়াচাড়া করার পূর্বে।

৪৫১৬. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ لِبَسَتَيْنِ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ أَمَّا الْبَيْعَتَانِ فَالْمَلَامَسَةُ وَالْمُنَابَذَةُ وَالْمُنَابَذَةُ أَنْ يَقُولَ إِذَا نَبَذْتَ هَذَا الثُّوبَ فَقَدْ وَجَبَ يَغْنَى الْبَيْعِ وَالْمَلَامَسَةُ أَنْ يَمْسَهُ بِيَدِهِ وَلَا يَنْشُرَهُ وَلَا يَقْلِبَهُ إِذَا مَسَّهُ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ *

৪৫১৬. মুহাম্মদ ইবন রাফি‘ (র) - - - - আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ দুই পদ্ধতির বস্ত্র পরিধান নিষেধ করেছেন, এবং ক্রয়-বিক্রয়ের দুই প্রণালীও নিষেধ করেছেন। নিষিদ্ধ ক্রয়-বিক্রয় প্রণালীদ্বয় হলো ‘মুলামাসা’ এবং ‘মুনাবাযা’। মুনাবাযা পদ্ধতি হলো একরূপ বলা যে, যখন আমি এই কাপড়খানা নিক্ষেপ করবো, তখন বিক্রি সাব্যস্ত হয়ে যাবে। আর ‘মুলামাসা’ পদ্ধতি হলো কাপড় স্পর্শ করলেই ক্রয়-বিক্রয় সাব্যস্ত হয়ে যাবে, তা খুলবেও না এবং উল্টিয়ে দেখবেও না, যখন স্পর্শ করবে তখনই ক্রয়-বিক্রয় সাব্যস্ত হবে।

৪৫১৭. أَخْبَرَنَا هُرُونُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ أَبِي الزُّرْقَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ قَالَ بَلَغَنِي عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ لِبَسَتَيْنِ وَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعَتَيْنِ عَنِ الْمُنَابَذَةِ وَالْمَلَامَسَةِ وَهِيَ بَيُوعٌ كَانُوا يَتَّبَاعُونَ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ *

৪৫১৭. হারুন ইবন ইয়াযীদ (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ দুই পদ্ধতির কাপড় পরিধান নিষেধ করেছেন। আর তিনি আমাদেরকে দুই পদ্ধতির ক্রয়-বিক্রয় থেকে নিষেধ করেছেন, তা হলো ‘মুনাবাযা’ ও ‘মুলামাসা’। ক্রয়-বিক্রয়ের ঐ সকল পদ্ধতি জাহিলী যুগের লোকেরা অবলম্বন করতো।

৪৫১৮. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ أَمَّا الْبَيْعَتَانِ فَالْمُنَابَذَةُ وَالْمَلَامَسَةُ وَزَعَمَ أَنَّ الْمَلَامَسَةَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ أَيْبِعْكَ ثَوْبِي بِثَوْبِكَ وَلَا يَنْظُرُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا إِلَى ثَوْبِ الْآخَرِ وَلَكِنْ يَلْمِسُهُ لَمَسًا وَأَمَّا الْمُنَابَذَةُ أَنْ يَقُولَ أَنْبِذْ مَا مَعِيَ وَتَنْبِذْ مَا مَعَكَ لِيَشْتَرِيَ أَحَدُهُمَا مِنَ الْآخَرِ وَلَا يَذَرِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَمَ الْآخَرِ وَنَحْوًا مِنْ هَذَا الْوَصْفِ *

৪৫১৮. মুহাম্মদ ইবন আবদুল আ'লা (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ দুই পদ্ধতির ক্রয়-বিক্রয় থেকে নিষেধ করেছেন। সেই দুই পদ্ধতি হলো 'মুনাবাযা' এবং 'মুলামাসা'। তিনি বলেন, 'মুলামাসা' পদ্ধতি এরূপ : কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে বলবে, আমি তোমার কাপড়ের পরিবর্তে আমার কাপড় বিক্রয় করবো; কিন্তু তাদের কেউ অন্যের কাপড়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করবে না, শুধু হাতে স্পর্শ করবে। আর 'মুনাবাযা' পদ্ধতি এরূপ যে, একজন বলবে : আমার নিকট যা আছে আমি তা নিষ্ক্ষেপ করবো আর তুমি তোমার নিকট যা আছে তা নিষ্ক্ষেপ করবে, একে অন্যের নিকট হতে ক্রয় করার জন্য। তাদের কেউই অবগত নয় যে, অন্যের নিকট কী পরিমাণ মাল রয়েছে এবং কোন প্রকারের রয়েছে।

بَيْعُ الْحَصَاةِ

পাথর নিষ্ক্ষেপের মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয়

৪৫১৯. أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْفَرَرِ *

৪৫১৯. উবায়দুল্লাহ ইবন সাঈদ (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করেছেন, পাথর নিষ্ক্ষেপ করে ক্রয়-বিক্রয় করতে এবং অনিশ্চিত বস্তু ক্রয়-বিক্রয় করতে।

بَيْعُ الثَّمَرِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاَحُهُ

উপযুক্ত হওয়ার পূর্বে ফল বিক্রয়

৪৫২০. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُسْتَرِي *

৪৫২০. কুতায়বা (র) - - - - ইবন উমর (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : তোমরা ফল বিক্রি করবে না তা উপযুক্ত হওয়ার পূর্বে। তিনি ক্রেতা এবং বিক্রেতা উভয়কে নিষেধ করেছেন।

৪৫২১. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ بْنُ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ *

৪৫২১. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ফলের উপযুক্ততা প্রকাশের পূর্বে তা বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।

৪৫২২. أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدٌ وَأَبُو سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ وَلَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ بِالثَّمَرِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ مِثْلِهِ سَوَاءٌ *

৪৫২২. ইউনুস ইবন আবদুল আ'লা ও হারিস ইবন মিসকীন (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ফলের উপযুক্ততা প্রকাশ পাওয়ার পূর্বে তোমরা তা ক্রয়-বিক্রয় করবে না এবং শুষ্ক খেজুরের পরিবর্তে গাছের ফল বিক্রি করবে না। সালিম ইবন আবদুল্লাহ তাঁর পিতার মাধ্যমে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করেছেন, পূর্বের অনুরূপ।

٤٥٢٣. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ قَالَ سَمِعْتُ طَاوُسًا يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ يَقُولُ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ *

৪৫২৩. আবদুল হামীদ ইবন মুহাম্মদ (র) - - - - আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের মধ্যে দাঁড়িয়ে বলেন : ফল উপযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত তোমরা বিক্রি করবে না।

٤٥٢٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَأَنْ يَبَاعَ الثَّمَرُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ وَأَنْ لَا يَبَاعَ إِلَّا بِالدَّنَانِيرِ وَالْدِّرَاهِمِ وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا *

৪৫২৪. মুহাম্মদ ইবন মানসুর (র) - - - - জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ 'মুখাবারা'¹, এবং 'মুযাবানা'² এবং 'মুহাকাল্লা'³ নিষেধ করেছেন এবং তিনি ফল বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন তা উপযুক্ত হওয়ায় পূর্বে, দীনার ও দিরহাম দ্বারা বিক্রি করলে আলাদা কথা। কিন্তু তিনি 'আরায়া'⁴ জায়েয রেখেছেন।

٤٥٢٥. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ وَأَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَبَيَعَ الثَّمَرَ حَتَّى يُطْعَمَ إِلَّا الْعَرَايَا *

৪৫২৫. কুতায়বা (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ 'মুখাবারা', 'মুযাবানা', 'মুহাকাল্লা' এবং খাওয়ার উপযুক্ত হওয়ার পূর্বে ফল বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন, আরায়া ব্যতীত।

১. নির্দিষ্ট পরিমাণ ফসলের বিনিময়ে ভূমি বর্গা দেওয়া।
২. গাছের তাজা ফল শুষ্ক ফলের বিনিময়ে বিক্রয় করা।
৩. ক্ষেতের গমকে শুষ্ক গমের বিনিময়ে বিক্রয় করা।
৪. দান বা হেবা করা।

৪৫২৬. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يُطْعَمَ *

৪৫২৬. মুহাম্মদ ইবন আবদুল আ'লা (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন গাছের ফল ক্রয়-বিক্রয় করতে, যতক্ষণ না খাবার উপযোগী হয়।

شِرَاءِ الثَّمَارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صِلَاحُهَا عَلَى أَنْ يَقْطَعَهَا وَلَا يَتْرُكَهَا إِلَى أَوْانٍ إِذْ رَاكِهَا

উপযোগী হওয়ার পূর্বে এই শর্তে ফল ক্রয় যে, সে তা কেটে নেবে, উপযুক্ত হওয়ার কাল পর্যন্ত গাছে রেখে দেবে না

৪৫২৭. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَارِ حَتَّى تَزْهِيَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَمَا تَزْهِي قَالَ حَتَّى تَحْمَرَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَرَأَيْتَ إِنْ مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ فَبِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ *

৪৫২৭. মুহাম্মদ ইবন সালামা এবং হারিস ইবন মিসকীন (র) - - - - আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খেজুর ফল লাল হওয়ার পূর্বে বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল্লাহর সৃষ্ট কোন দুর্যোগে যদি ফল বিনষ্ট হয়ে যায়, তবে মুসলমান ভাই থেকে কিসের বিনিময়ে মূল্য আদায় করবে ?

وَنَحْنُ الْجَوَانِعِ

দুর্যোগে বিনষ্ট ফলের মূল্য কর্তন করা

৪৫২৮. أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنْ بَغَتْ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا بِمِ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ *

৪৫২৮. ইবরাহীম ইবন হাসান (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যদি তুমি তোমার কোন মুসলমান ভাইয়ের নিকট ফল বিক্রি কর, পরে যদি তা দুর্যোগ কবলিত হয়, তবে তোমার জন্য বৈধ হবে না যে, তুমি তার নিকট হতে মূল্য আদায় করবে। তার প্রাপ্য তাকে না দিয়ে কিসের বিনিময়ে তুমি মূল্য গ্রহণ করবে ?

৪৫২৭. أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ جُرَيْجٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ بَاعَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَانِحَةٌ فَلَا يَأْخُذُ مِنْ أَخِيهِ وَذَكَرَ شَيْئًا عَلَى مَا يَأْكُلُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ *

৪৫২৯. হিশাম ইবন আম্মার (র) - - - - জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি ফল বিক্রয় করে, এরপর দুর্যোগ কবলিত হয়, তাহলে সে তার মুসলমান ভাই হতে এর মূল্য গ্রহণ করবে না। তারপর তিনি বললেন : কিসের বিনিময়ে তোমাদের কেউ তার মুসলমান ভাই হতে তার মাল গ্রহণ করবে ?

৪৫৩. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حُمَيْدٍ وَهُوَ الْأَعْرَجُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيقٍ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَضَعَ الْجَوَانِحَ *

৪৫৩০. মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন ইয়াযীদ (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ দুর্যোগে বিনষ্ট মালের মূল্য কর্তন করতে আদেশ করেছেন।

৪৫৩১. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ عِيَّاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ أُصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي ثَمَارٍ ابْتِاعَهَا فَكَثُرَ دَيْنُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ *

৪৫৩১. কুতায়রা ইবন সাঈদ (র) - - - - আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সময় এক ব্যক্তি যে ফল ক্রয় করেছিল, তা নষ্ট হয়ে গেল। ফলে সে অধিক করযদার হয়ে গেল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমরা তাকে দান কর। তখন লোক তাকে দান করলো কিন্তু এতেও তার করয পরিশোধ হলো না। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ পাওনাদারদের বললেন : যা পেয়েছ, তাই নিয়ে নাও। এর অধিক আর পাবে না।

بَيْعُ الثَّمَرِ سِنِينَ

কয়েক বছরের জন্য ফল বিক্রয়

৪৫৩২. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيقٍ قَالَ قُتَيْبَةُ عَنْ عَتِيقٍ بِالْكَافِ وَالْمُؤَابَّاتِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ سِنِينَ *

৪৫৩২. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ কয়েক বছরের জন্য ফল বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।

بَيْعُ الثَّمَرِ بِالثَّمَرِ

শুষ্ক খেজুরের বিনিময়ে গাছের খেজুর বিক্রয়

৪৫৩৩. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ بْنُ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالثَّمَرِ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا *

৪৫৩৩. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) - - - - সালিম (র) তাঁর পিতার মাধ্যমে বর্ণনা করেন, নবী ﷺ নিষেধ করেছেন শুষ্ক খেজুরের বিনিময়ে (গাছের) খেজুর ফল বিক্রি করতে। ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, যায়দ ইবন সাবিত (রা) বলেছেন : নবী ﷺ আরাযার ব্যাপারে অনুমতি দিয়েছেন।

৪৫৩৪. أَخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُثَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُزَابَنَةِ أَنْ يُبَاعَ مَا فِي رُؤُسِ النَّخْلِ بِثَمَرٍ بِكَيْلٍ مُسْمًى إِنْ زَادَ لِي وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَى *

৪৫৩৪. যিয়াদ ইবন আইয়্যাব (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করেছেন 'মুযাবানা' ধরনের ক্রয়-বিক্রয় হতে। তা এইরূপ : গাছের মাথার খেজুর অনুমান করে নির্দিষ্ট পরিমাণ এই কথার উপর বিক্রয় করা যে, ফল পাড়ার পর বেশি হলে তা আমার প্রাপ্য, আর কম হলে তা আমার প্রদেয়।

بَيْعُ الْكَرْمِ بِالزَّبِيبِ

কিশমিশের পরিবর্তে আড়ুর বিক্রি করা

৪৫৩৫. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُزَابَنَةِ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالثَّمَرِ كَيْلًا وَبَيْعِ الْكَرْمِ بِالزَّبِيبِ كَيْلًا *

৪৫৩৫. কুতায়বা (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করেছেন, 'মুযাবানা' ধরনের ক্রয়-বিক্রয় হতে। আর 'মুযাবানা' হলো শুষ্ক খেজুরের পরিবর্তে গাছের খেজুর অনুমান করে কায়ল (পরিমাপের পাত্র বিশেষ) হিসেবে বিক্রি করা এবং কিশমিশের পরিবর্তে গাছের আড়ুর অনুমান করে কায়ল হিসেবে বিক্রি করা।

৪৫৩৬. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ عَنْ طَارِقٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ *

৪৫৩৬. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) - - - - রাফি' ইবন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করেছেন, 'মুহাকাল' এবং 'মুযাবানা' ধরনের ক্রয়-বিক্রয় হতে।

৪৫৩৭. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ بْنُ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا. قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا بِالتَّمْرِ وَالرُّطَبِ *

৪৫৩৭. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) - - - - যায়দ ইবন সাবিত (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ অনুমতি দান করেছেন 'আরায়া'-এর ব্যাপারে।^১

হারিস ইবন মিসকীন - - - - যায়দ ইবন সাবিত (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ আরাযার ব্যাপারে অনুমতি দিয়েছেন খোরমা ও তাজা খেজুরের বিনিময়ে।

بَيْعُ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا تَمْرًا

খোরমার বিনিময়ে অনুমান করে 'আরায়া' বিক্রি করা

৪৫৩৮. أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا تَبَاعُ بِخَرْصِهَا *

৪৫৩৮. উবায়দুল্লাহ ইবন সাঈদ (র) - - - - যায়দ ইবন সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ আরাযার ক্ষেত্রে অনুমতি দান করেছেন যে, তা অনুমান করে বিক্রি করা যাবে।

৪৫৩৯. حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حُمَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا *

৪৫৩৯. ঈসা ইবন হাম্মাদ (র) - - - - যায়দ ইবন সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ আরাযার ক্ষেত্রে অনুমতি দিয়েছেন যে, তা অনুমান করে খোরমার বিনিময়ে বিক্রি করা যাবে।

بَيْعُ الْعَرَايَا بِالرُّطَبِ

তাজা খেজুরের পরিবর্তে আরায়া বিক্রি

৪৫৪. أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَالِمًا أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ إِنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِالرُّطَبِ وَبِالتَّمْرِ وَلَمْ يُرَخَّصْ فِي غَيْرِ ذَلِكَ *

১! অর্থাৎ গাছের ফল দান করার পর পাড়া ফল দ্বারা তা বদল করা।

৪৫৪০. আবু দাউদ (র) - - - - যায়দ ইবন সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ খোরমা ও তাজা খেজুরের বেলায় আরায়া বিক্রির অনুমতি দিয়েছেন, এছাড়া অন্য কিছুতে অনুমতি দেননি।

৪৫৪১. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي سَفْيَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا أَنْ تَبَاعَ بِخَرْصِهَا فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ أَوْ مَادُونِ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ *

৪৫৪১. ইসহাক ইবন মানসূর (র) ও ইয়াকুব ইবন ইবরাহীম (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ আরায়ার ক্ষেত্রে অনুমতি দিয়েছেন যে, তা পাঁচ ওসাক বা পাঁচ ওসাকের কম পরিমাণে বিক্রি করা যাবে (ষাট সা'তে এক ওসাক)।

৪৫৪২. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا أَنْ تَبَاعَ بِخَرْصِهَا يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رُطْبًا *

৪৫৪২. আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ ইবন আবদুর রাহমান (র) - - - - সাহল ইবন আবু হাসমা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ উপযুক্ততা প্রকাশের আগে ফল বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। আর তিনি আরায়ার ক্ষেত্রে অনুমতি দিয়েছেন যে, তা খোরমার বিনিময়ে অনুমান করে বিক্রি করা যাবে, ক্রেতা তা তাজা অবস্থায় থাকবে।^১

৪৫৪৩. أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ وَسَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ حَدَّثَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمَزَابَنَةِ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالثَّمَرِ إِلَّا لِأَصْحَابِ الْعَرَايَا فَإِنَّهُ أَذِنَ لَهُمْ *

৪৫৪৩. হুসায়ন ইবন ইসা (র) - - - - রাফি' ইবনে খাদীজ (রা) এবং সাহল ইবন আবু হাসমা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করেছেন মুযাবানা ধরনের ক্রয়-বিক্রয় হতে আর তা হলো, গুচ্ছ খেজুরের পরিবর্তে তাজা খেজুর বিক্রি করা। কিন্তু তিনি আরায়া'ওয়ালাদের জন্য অনুমতি দিয়েছেন।

৪৫৪৪. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُمْ قَالُوا رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا *

৪৫৪৪. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) - - - - রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কয়েকজন সাহাবী থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ 'আরায়া' অনুমান করে বিক্রি করার অনুমতি দিয়েছেন।

اِشْتِرَاءُ التَّمْرِ بِالرُّطْبِ

তাজা খেজুরের পরিবর্তে খোরমা ক্রয় করা

৪৫৪৫. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي عِيَّاشٍ عَنْ سَعْدٍ قَالَ سُنِّلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ التَّمْرِ بِالرُّطْبِ فَقَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَيْنَقُصُ الرُّطْبُ إِذَا بَيْسَ قَالُوا نَعَمْ فَنَهَى عَنْهُ *

৪৫৪৫. আমার ইবন আলী (র) - - - - সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত, তাজা খেজুরের পরিবর্তে খোরমা খরিদ করার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে প্রশ্ন করা হলে তিনি তাঁর আশেপাশের লোকদের বলেন : তাজা খেজুর শুকালে কি কমে যায়? তারা বলেন : হ্যাঁ। তখন তিনি তা থেকে নিষেধ করেন।

৪৫৪৬. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ الْفَرِيَّابِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ زَيْدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سُنِّلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الرُّطْبِ بِالتَّمْرِ فَقَالَ أَيْنَقُصُ إِذَا بَيْسَ قَالُوا نَعَمْ فَنَهَى عَنْهُ *

৪৫৪৬. মুহাম্মদ ইবন আলী ইবন মায়মুন (র) - - - - সা'দ ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে শুকনা খোরমার পরিবর্তে তাজা খেজুর বিক্রি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হল। তিনি বললেন : তা শুকালে কি কম হয়ে যায়? তারা বললেন : হ্যাঁ। তখন তিনি তা থেকে নিষেধ করলেন।

بَيْعُ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ لَا يَعْلَمُ مَكِيلَهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ

কায়লের^১ মাপে নির্দিষ্ট পরিমাণ খেজুরের বিনিময়ে খোরমার স্থাপ বিক্রয় করা, যার পরিমাণ জানা নেই

৪৫৪৭. أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ لَا يَعْلَمُ مَكِيلَهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ *

৪৫৪৭. ইবরাহীম ইবন হাসান (র) - - - - জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ কায়লের মাপে নির্দিষ্ট পরিমাণ খেজুরের বিনিময়ে খোরমার স্থাপ বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন, যার সঠিক পরিমাণ জানা নেই।

بَيْعُ الصُّبْرَةِ مِنَ الطَّعَامِ بِالصُّبْرَةِ مِنَ الطَّعَامِ

খাদ্যের স্তূপের পরিবর্তে খাদ্যের স্তূপ বিক্রি

৪০৪৮. أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا تَبَاعُ الصُّبْرَةُ مِنَ الطَّعَامِ بِالصُّبْرَةِ مِنَ الطَّعَامِ وَلَا الصُّبْرَةُ مِنَ الطَّعَامِ بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ الطَّعَامِ *

৪০৪৮. ইবরাহীম ইবন হাসান (র) - - - জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : খাদ্য বস্তুর স্তূপের পরিবর্তে খাদ্য স্তূপ বিক্রি করা যাবে আর নির্দিষ্ট পরিমাণ খাদ্য স্তূপের বিনিময়ে খাদ্যের স্তূপ বিক্রি করা যাবে না।

بَيْعُ الزَّرْعِ بِالطَّعَامِ

খাদ্যের পরিবর্তে ক্ষেতের শস্য বিক্রয় করা

৪০৪৯. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُزَابَنَةِ أَنْ يَبِيعَ ثَمَرُ حَائِطِهِ وَإِنْ كَانَ تَخْلًا يَتَمَرُ كَيْلًا وَإِنْ كَانَ كَرْمًا أَنْ يَبِيعَهُ بِزَيْبٍ كَيْلًا وَإِنْ كَانَ زَرْعًا أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ *

৪০৪৯. কুতায়বা (র) - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ‘মুযাবানা’ ধরনের ক্রয়-বিক্রয় হতে নিষেধ করেছেন, আর তা খেজুরের ক্ষেত্রে এরূপ : বাগানের গাছে যে খেজুর রয়েছে, তা নির্দিষ্ট পরিমাণ খেজুরের বিনিময়ে বিক্রি করা। আর আঙ্গুরের ক্ষেত্রে এরূপ : বাগানের গাছে যে আঙ্গুর আছে, তা নির্দিষ্ট পরিমাণ কিশমিশের বিনিময়ে বিক্রি করা। আর তা শস্যের মধ্যে এরূপ যে, ক্ষেতে যে শস্য আছে, তা নির্দিষ্ট পরিমাণ কর্তিত খাদ্যশস্যের বিনিময়ে বিক্রি করা। এই সকল প্রকারকেই তিনি নিষেধ করেছেন।

৪০৫০. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ قَبْلَ أَنْ يُطْعَمَ وَعَنْ بَيْعِ ذَلِكَ إِلَّا بِالْأَنْتَانِيرِ وَالْأَرْهَامِ *

৪০৫০. আবদুল হামীদ ইবন মুহাম্মদ (র) - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ‘মুখাবানা’ ‘মুযাবানা’ এবং ‘মুহাকাল্লা’ নিষেধ করেছেন এবং খাওয়ার উপযুক্ত হওয়ায় পূর্বে ফল বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। তিনি এ বেচাকেনা নিষেধ করেছেন, তবে বিনিময় যদি দীনার বা দিরহাম হয়, তবে ভিন্ন কথা।

بَيْعُ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَ

সাদা হওয়ার পূর্বে শীষ বিক্রয় করা

৪৫০১. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ النُّخْلَةِ حَتَّى تَزْهَوْا وَعَنِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَ وَيَأْمَنَ الْعَاهَةُ نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُسْتَبْرَى *

৪৫৫১. আলী ইবন হুজর (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করেছেন খেজুর বিক্রি করতে, যতক্ষণ না তাতে লাল বা হলুদ বর্ণ আসে। আর শীষ জাতীয় বস্তু যাবৎ শুষ্ক সাদা হয়ে ওঠে এবং কোন প্রকার মড়কে বিনষ্ট হওয়া থেকে নিরাপদ হয়ে যায়, তিনি ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়কে নিষেধ করেছেন।

৪৫০২. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَهُ قَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَنَجِدُ الصَّيْحَانِيَّ وَلَا الْعِدْقَ بِجَمْعِ التَّمْرِ حَتَّى نَزِيدَهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعْهُ بِالْوَرَقِ ثُمَّ اشْتَرِهِ *

৪৫৫২. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) - - - - আবু সালিহ (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জনৈক সাহাবী তাকে জানিয়েছেন, তিনি বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি সায়হানী এবং ইযক জাতীয় খেজুর পাই না, যাবৎ তা বিক্রেতাদেরকে পরিমাণে আরও বেশি দেই। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তুমি তোমার খেজুর দিরহামের পরিবর্তে বিক্রয় করবে এবং তা দ্বারা (উত্তম খেজুর) খরিদ করবে।

بَيْعُ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ مُتَفَاضِلًا

খেজুরের বিনিময়ে খেজুর কমবেশি করে বিক্রি

৪৫০৩. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ سُهَيْلٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرَ فَجَاءَ بِتَمْرِ جَنْيَبٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَكُلْ تَمْرَ خَيْبَرَ هَكَذَا قَالَ لَا وَاللَّهِ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِصَاعَيْنِ وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلَاثِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَفْعَلْ بِعِ الْجَمْعِ بِالدَّرَاهِمِ ثُمَّ ابْتَعَ بِالدَّرَاهِمِ جَنْيَبًا *

৪৫৫৩. মুহাম্মদ ইবন সালামা এবং হারিস ইবন মিসকীন (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ খায়বরে এক ব্যক্তিকে কাজে নিযুক্ত করলে সে উৎকৃষ্ট খোরমা নিয়ে আসে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন : খায়বরের প্রত্যেক খোরমাই কি এরূপ হয়? সে বললো : আল্লাহর কসম! না, আমরা এ জাতীয় খোরমার এক সা' অন্য খোরমার দুই সা'-এর পরিবর্তে নিয়ে থাকি। আর এর দুই সা' তিন সা'-এর পরিবর্তে নিয়ে থাকি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : এরূপ করো না; বরং তুমি এগুলো দিরহামের পরিবর্তে বিক্রি করে দাও। তারপর দিরহাম দ্বারা এগুলো খরিদ করো।

৪৫৫৪. أَخْبَرَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ وَالْأَفْطُ لَهُ عَنْ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتَى بِتَمْرٍ رِيَّانٍ وَكَانَ تَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَعْلًا فِيهِ يَبْسُ فَقَالَ أَنَّى لَكُمْ هَذَا قَالُوا ابْتِغْنَاهُ صَاعًا بِصَاعَيْنِ مِنْ تَمْرِنَا فَقَالَ لَا تَفْعَلْ فَإِنَّ هَذَا لَا يَصِيحُ وَلَكِنْ بَيْعُ تَمْرِكَ وَاشْتَرِ مِنْ هَذَا حَاجَتَكَ *

৪৫৫৪. নাসর ইবন আলী ও ইসমাইল ইবন মাসউদ (র) - - - আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট কিছু রসালো খোরমা আনা হলো, আর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খোরমা ছিল শুষ্ক। তিনি বললেন : তোমরা এটা কোথায় পেলে? তারা বললো : আমরা এটা এক সা' আমাদের দুই সা'-এর পরিবর্তে খরিদ করেছি। তখন তিনি বললেন : এরূপ করো না, কেননা এটা ঠিক নয়, বরং তুমি তোমার খেজুর বিক্রি করে দাও, আর এর থেকে তোমার প্রয়োজনমত খরিদ করে নাও।

৪৫৫৫. حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ قَالَ كُنَّا نُرْزَقُ تَمْرَ الْجَمْعِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَتَبِيعُ الصَّاعَيْنِ بِالصَّاعِ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَا صَاعِي تَمْرٍ بِصَاعٍ وَلَا صَاعِي حِنْطَةٍ بِصَاعٍ وَلَا دِرْهَمًا بِدِرْهَمَيْنِ *

৪৫৫৫. ইসমাইল ইবন মাসউদ (র) - - - আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সময় আমরা ভালো-মন্দ মিশ্রিত (বা বিভিন্ন প্রজাতির মিশ্রিত) খেজুর পেতাম। তখন আমরা তার দুই সা'-এর পরিবর্তে এক সা' উত্তম খোরমা নিতাম। এ খবর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট পৌছলে তিনি বলেন : এক সা'র বিনিময়ে দুই সা' খেজুর নয়, এক সা'র বিনিময়ে দুই সা' গম নয় এবং এক দিরহামের পরিবর্তে দুই দিরহাম নয়।

৪৫৫৬. أَخْبَرَنَا هِشَامُ ابْنُ عَمَّارٍ عَنْ يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ قَالَ كُنَّا نَبِيعُ تَمْرَ الْجَمْعِ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا صَاعِي تَمْرٍ بِصَاعٍ وَلَا صَاعِي حِنْطَةٍ بِصَاعٍ وَلَا دِرْهَمَيْنِ بِدِرْهَمٍ *

৪৫৫৬. হিশাম ইবন আন্নার (র) - - - - আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত, আমরা বিক্রি করতাম, দুই সা' নিম্নমানের খোরমার পরিবর্তে উন্নতমানের এক সা'। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : খোরমার এক সা'-এর পরিবর্তে দুই সা' আর এক সা' গমের পরিবর্তে দুই সা', আর এক দিরহামের পরিবর্তে দুই দিরহাম (বেধ) নয়।

৪৫৫৭. أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنِي عَقْبَةُ بْنُ عَبْدِ الْغَافِرِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ قَالَ أَتَى بِلَالٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِتَمْرٍ بَرْنِي فَقَالَ مَا هَذَا قَالَ اشْتَرَيْتُهُ صَاعًا بِصَاعَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَوْهَ عَيْنُ الرَّبِّ لَا تَقْرَبْهُ *

৪৫৫৮. হিশাম ইবন আন্নার (র) - - - - আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত, বিলাল (রা) কিছু উন্নতমানের খোরমা নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আসলে তিনি বললেন : এটা কী ? তিনি বললেন : আমি এর এক সা' দুই সা'-এর পরিবর্তে ক্রয় করেছি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : বাহ! এতো প্রকাশ্য সুদ, এর নিকটেও যাবে না।

৪৫৫৯. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ ابْنِ الْحَدَّاثِ أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الذَّهَبُ بِالْوَرَقِ رَبًّا الْأَهَاءَ وَهَاءَ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رَبًّا الْأَهَاءَ وَهَاءَ وَالْيَرُّ بِالْبُرِّ رَبًّا الْأَهَاءَ وَهَاءَ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رَبًّا الْأَهَاءَ وَهَاءَ *

৪৫৬০. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) - - - - হযরত উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : রূপার বিনিময়ে সোনা (বিক্রি) সুদ, যদি না নগদ লেনদেন হয়। গমের বিনিময়ে গম সুদ, যদি না নগদ লেনদেন হয়, যবের বিনিময়ে যব সুদ, যদি না নগদ লেনদেন হয়, খোরমার বিনিময়ে খোরমা সুদ, যদি না নগদ লেনদেন হয়।

بَيْعُ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ

খোরমার বিনিময়ে খোরমা

৪৫৬১. أَخْبَرَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ فَضِيلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ التَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ زَادَ فَقَدْ أَرْبَى إِلَّا مَا اخْتَلَفَتْ أَلْوَانُهُ *

৪৫৬২. ওয়াসিল ইবন আবদুল আ'লা (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : খোরমার বিনিময়ে খোরমা, গমের পরিবর্তে গম, যবের বিনিময়ে যব, লবণের বিনিময়ে লবণ নগদ

লেনদেন করতে হবে। আর সে ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি বেশি দিবে বা বেশি গ্রহণ করবে, সে সুদের কাজ সম্পন্নকারী সাব্যস্ত হবে, কিন্তু যদি বিভিন্ন জাতীয় বস্তু হয়, তবে কোন ক্ষতি নেই।

بَيْعُ الْبُرِّ بِالْبُرِّ

গমের বিনিময়ে গম বিক্রি করা

৪৫৬. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ وَهُوَ ابْنُ عُلْقَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَتِيكَ قَالَا جَمَعَ الْمَنْزِلُ بَيْنَ عِبَادَةِ بْنِ الصَّامِتِ وَمُعَاوِيَةَ حَدَّثَهُمْ عِبَادَةُ قَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرَقِ بِالْوَرَقِ وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ قَالَ أَحَدُهُمَا وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ وَلَمْ يَقُلْهُ الْآخَرُ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدَايِيدُ وَأَمَرْنَا أَنْ نَبْيِعَ الذَّهَبَ بِالْوَرَقِ وَالْوَرَقَ بِالذَّهَبِ وَالْبُرَّ بِالشَّعِيرِ وَالشَّعِيرَ بِالْبُرِّ يَدَايِيدُ كَيْفَ شِئْنَا قَالَ أَحَدُهُمَا فَمَنْ زَادَ أَوْازِدًا فَقَدْ أَرَبَى *

৪৫৬০. মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ (র) - - - - মুসলিম ইবন ইয়াসার এবং আবদুল্লাহ ইবন আতীক (র) বলেছেন : এক স্থানে উবাদা ইবন সামিত এবং মুআবিয়া (রা) একত্র হলেন। উবাদা (রা) তাদের সাথে কথা প্রসঙ্গে বললেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে নিষেধ করেছেন স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ, রৌপ্যের পরিবর্তে রৌপ্য, গমের পরিবর্তে গম, যবের বিনিময়ে যব, খোরমার বিনিময়ে খোরমা বিক্রি করতে। তাদের একজন আরও বলেন, লবণের বিনিময়ে লবণ কিন্তু অন্যজন তা বলেননি। অবশ্য সমপরিমাণে এবং নগদ আদান-প্রদান করলে দোষ নেই। আর তিনি আমাদেরকে আদেশ করেছেন, আমরা যেন রৌপ্যের বিনিময়ে স্বর্ণ এবং স্বর্ণের বিনিময়ে রৌপ্য, যবের বিনিময়ে গম এবং গমের বিনিময়ে যব নগদ লেনদেনের শর্তে যেভাবেই ইচ্ছা, বেচাকেনা করি। তাদের একজন বলেন, যে ব্যক্তি অতিরিক্ত নিল বা দিল, সে সুদে লিপ্ত হলো।

৪৫৬১. أَخْبَرَنَا الْمُؤَمِّلُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ عَلِيَّةٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عُلْقَمَةَ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ حَدَّثَنِي مُسْلِمُ بْنُ يَسَارٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدٍ وَقَدْ كَانَ يُدْعَى ابْنُ هُرْمُزٍ قَالَ جَمَعَ الْمَنْزِلُ بَيْنَ عِبَادَةِ بْنِ الصَّامِتِ وَبَيْنَ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَهُمْ عِبَادَةُ قَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ قَالَ أَحَدُهُمَا وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ وَلَمْ يَقُلْهُ الْآخَرُ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ قَالَ أَحَدُهُمَا مَنْ زَادَ أَوْازِدًا فَقَدْ أَرَبَى وَلَمْ يَقُلْهُ الْآخَرُ وَأَمَرْنَا أَنْ نَبْيِعَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ وَالْبُرَّ بِالشَّعِيرِ وَالشَّعِيرَ بِالْبُرِّ يَدَايِيدُ كَيْفَ شِئْنَا *

৪৫৬১. মুআম্মাল ইব্ন হিশাম (র) - - - মুসলিম ইব্ন ইয়াসার এবং আবদুল্লাহ ইব্ন উবায়দা (র) যাকে ইব্ন হুরমূয বলা হতো, তিনি বলেন : উবাদা ইব্ন সামিত এবং মুআবিয়া (রা) এক স্থানে একত্র হলে উবাদা (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ পারমার্থিক জগতের আলোক আমাদেরকে নিষেধ করেছেন স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ, রূপার বিনিময়ে রূপা, খোরমার বিনিময়ে খোরমা, গমের বিনিময়ে গম এবং যবের বিনিময়ে যব বেচাকেনা করতে। তাদের একজন বলেছেন এবং লবণের বিনিময়ে লবণ, অন্যজন তা বলেননি। কিন্তু সমপরিমাণে ও কমবেশি না হলে দোষ নেই। তাদের একজন বললেন : যে ব্যক্তি বেশি নিল বা দিল, সে সুদে লিপ্ত হলো। অন্যজন তা বলেননি। আর তিনি আমাদেরকে আদেশ করেছেন যে, আমরা ক্রয়-বিক্রয় করতে পারি রৌপ্যের বিনিময়ে স্বর্ণ এবং স্বর্ণের বিনিময়ে রৌপ্য, গমের পরিবর্তে যব এবং যবের পরিবর্তে গম নগদ লেনদেনের সাথে, যেভাবে আমরা ইচ্ছা করি।

بَيْعُ الشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ

যবের বিনিময়ে যব বিক্রয়

৪৫৬২. أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُسْلِمُ بْنُ يَسَارٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَا جَمَعَ الْمَنْزِلُ بَيْنَ عِبَادَةِ بْنِ الصَّامِتِ وَبَيْنَ مُعَاوِيَةَ فَقَالَ عِبَادَةُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تَبِيعَ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقَ بِالْوَرِقِ وَالْبُرَّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرَ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرَ بِالتَّمْرِ قَالَ أَحَدُهُمَا وَالْمِلْحَ بِالْمِلْحِ وَلَمْ يَقُلِ الْآخَرُ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ قَالَ أَحَدُهُمَا مَنْ زَادَ أَوْ زَادَ فَقَدْ أَرَبَى وَلَمْ يَقُلِ الْآخَرُ وَأَمَرْنَا أَنْ تَبِيعَ الذَّهَبَ بِالْوَرِقِ وَالْوَرِقَ بِالذَّهَبِ وَالْبُرَّ بِالشَّعِيرِ وَالشَّعِيرَ بِالْبُرِّ يَدًا بِيَدٍ كَيْفَ شِئْنَا فَبَلَغَ هَذَا الْحَدِيثَ مُعَاوِيَةُ فَقَامَ فَقَالَ مَا بَالُ رِجَالٍ يُحَدِّثُونَ أَحَادِيثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَدْ صَحِّبْنَاهُ وَلَمْ نَسْمَعْهُ مِنْهُ فَبَلَغَ ذَلِكَ عِبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ فَقَامَ فَأَعَادَ الْحَدِيثَ فَقَالَ لَنُحَدِّثَنَّ بِمَا سَمِعْنَاهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَإِنْ رُغِمَ مُعَاوِيَةُ خَالَفَهُ قِتَادَةً رَوَاهُ عَنْ مُسْلِمٍ بْنُ يَسَارٍ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ عَنْ عِبَادَةَ *

৪৫৬২. ইসমাঈল ইব্ন মাসউদ (র) - - - মুসলিম ইব্ন ইয়াসার ও আবদুল্লাহ ইব্ন উবায়দা (র) থেকে বর্ণিত। এক স্থানে উবাদা ইব্ন সামিত এবং মুআবিয়া (রা) একত্র হলে উবাদা (রা) বললেন : রাসূলুল্লাহ পারমার্থিক জগতের আলোক আমাদেরকে নিষেধ করেছেন, স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ, রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য, গমের বিনিময়ে গম, যবের বিনিময়ে যব, খোরমার বিনিময়ে খোরমা বিক্রয় করতে। তাদের একজন বললেন : এবং লবণের বিনিময়ে লবণ, কিন্তু অন্যজন তা বলেননি, তবে সমপরিমাণে একই রকমের হলে দোষ নেই। তাদের একজন বললেন : যে ব্যক্তি বেশি নেয় বা বেশি দেয়, সে সুদের লেনদেন করল। কিন্তু অন্যজন তা বলেন নি। আর তিনি আমাদেরকে আদেশ করেছেন যে, আমরা রৌপ্যের বিনিময়ে স্বর্ণ এবং স্বর্ণের বিনিময়ে রৌপ্য, যবের বিনিময়ে

গম এবং গমের বিনিময়ে যব হলে হাতে হাতে যেরূপ ইচ্ছা বিক্রি করতে পারবো। মুআবিয়া (রা)-এর নিকট এই হাদীস পৌছলে তিনি দাঁড়িয়ে বলেন : কেন যে কিছু লোক রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে এসব হাদীস বর্ণনা করে, যা আমরা তাঁর থেকে শুনি অথচ আমরাও তাঁর সাহচর্যে থেকেছি। এ কথা উবাদা ইব্ন সামিত (রা)-এর নিকট পৌছলে, তিনি দাঁড়িয়ে ঐ হাদীস পুনঃ উল্লেখ করে বলেন : আমরা যা রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে শ্রবণ করেছি, নিশ্চয়ই বর্ণনা করবো, যদিও মুআবিয়া (রা) তা অপছন্দ করেন।

৪০৬৩. أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَدَمَ عَنْ عَبْدِ عَنْ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنَعَانِيِّ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَكَانَ بَدْرِيًّا وَكَانَ بَايَعَ النَّبِيَّ ﷺ أَنْ لَا يَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةً لَأَنَّهُ أَنْ عُبَادَةَ قَامَ خَطِيبًا فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ قَدْ أَحَدْتُمْ بَيُوعًا لَا أَذْرِي مَا هِيَ إِلَّا أَنْ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَزَنَّا بِوَزْنٍ تَبْرُهَا وَعَيْنُهَا وَإِنَّ الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ وَزَنَّا بِوَزْنٍ تَبْرُهَا وَعَيْنُهَا وَلَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْفِضَّةِ بِالذَّهَبِ يَدًا بِيَدٍ وَالْفِضَّةَ أَكْثَرُهَا وَلَا تَصْلُحُ النَّسِئَةُ إِلَّا أَنْ الْبُرَّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرَ بِالشَّعِيرِ مُدْيًا بِمُدْيٍ وَلَا بَأْسَ بِبَيْعِ الشَّعِيرِ بِالْحِنْطَةِ يَدًا بِيَدٍ وَالشَّعِيرَ أَكْثَرُهَا وَلَا يَصْلُحُ نَسِئَةُ إِلَّا وَإِنَّ الثَّمَرَ بِالثَّمَرِ مُدْيًا بِمُدْيٍ حَتَّى ذَكَرَ الْمِلْحَ مُدًّا بِمُدٍّ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَرَادَ فَقَدْ أَرَبَى *

৪৫৬৩. কাতাদা (র) - - - - বদরী সাহাবী উবাদা ইব্ন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। যিনি নবী ﷺ-এর নিকট এই মর্মে বায়আত করেছিলেন যে, তিনি আল্লাহর ব্যাপারে কোন নিন্দ্রকের নিন্দার ভয় করবেন না। তিনি ভাষণ দিতে দাঁড়িয়ে বললেন : হে লোক সকল! তোমরা ক্রয়-বিক্রয়ের এমন কতক পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছ, আমি জানি না এগুলো কোন্ ধরনের? জেনে রাখ, সোনার বিনিময়ে সোনা সমান সমান হতে হবে, তা পিণ্ড আকারে হোক বা মুদ্রারূপে। আর রূপার বিনিময়ে রূপা তা পিণ্ড আকারে হোক বা মুদ্রারূপে, সমপরিমাণ হতে হবে। সোনার বিনিময়ে রূপা যদি নগদ নগদ হয়, তবে রূপা বেশি হলেও ক্ষতি নেই, কিন্তু বাকিতে বৈধ হবে না। আর জেনে রাখ! গমের বিনিময়ে গম এবং যবের বিনিময়ে যব সমপরিমাণ হতে হবে। কিন্তু যবের বিনিময়ে গম বিক্রয় করলে যব অধিক হলেও তাতে কোন ক্ষতি নেই। কিন্তু হাতে হাতে লেনদেন হতে হবে, বাকিতে বিক্রয় করা চলবে না। আর জেনে রাখ, খোরমার বিনিময়ে খোরমা বিক্রয় হলে সমপরিমাণ হতে হবে, এমনকি তিনি লবণের কথাও এভাবে উল্লেখ করলেন। যদি কেউ বেশি দেয় বা নেয়, তবে সে সুদে জড়িত হল।

৪০৬৪. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَا حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَامٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ مُسْلِمِ الْمَكِّيِّ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنَعَانِيِّ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ تَبْرُهُ وَعَيْنُهُ وَزَنَّا بِوَزْنٍ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ تَبْرُهُ وَعَيْنُهُ وَزَنَّا بِوَزْنٍ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ وَالثَّمَرُ بِالثَّمَرِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ

وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اِزْدَادَ فَقَدْ اَرْبَىٰ وَاللَّفْظُ لِمُحَمَّدٍ لَمْ يَذْكُرْ يَغْقُوبُ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ *

৪৫৬৪. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না ও ইয়াকুব ইবন ইবরাহীম (র) - - - - - উবাদা ইবন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ, তা পিণ্ড আকারে হোক বা মুদ্ররূপে, সমপরিমাণ হতে হবে এবং রূপার বিনিময়ে রূপা, তা পিণ্ড আকারে হোক বা মুদ্ররূপে, সমপরিমাণ হতে হবে। লবণের বিনিময়ে লবণ, খোরমার বিনিময়ে খোরমা এবং গমের বিনিময়ে গম এবং যবের বিনিময়ে যব ক্রয়-বিক্রয় হলে সমপরিমাণ হতে হবে। যে তা থেকে অধিক নেয় বা দেয়, সে সুদে লিপ্ত হল। ইয়াকুব যবের বিনিময়ে যবের কথা উল্লেখ করেন নি।

৪৫৬৫. أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَلِيٍّ أَنَّ أَبَا الْمُتَوَكِّلِ مَرَّبَهُمْ فِي السُّوقِ فَقَامَ إِلَيْهِ قَوْمٌ أَنَا مِنْهُمْ قَالَ قُلْنَا أَتَيْنَاكَ لِنَسْأَلَكَ عَنِ الصَّرْفِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ لَهُ رَجُلٌ مَابَيْنَكَ وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ غَيْرُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ غَيْرُهُ قَالَ فَإِنَّ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقَ بِالْوَرِقِ قَالَ سُلَيْمَانُ أَوْ قَالَ وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرَّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ فَمَنْ زَادَ عَلَىٰ ذَلِكَ أَوْ اِزْدَادَ فَقَدْ اَرْبَىٰ وَالْأَخْذُ وَالْمُعْطَىٰ فِيهِ سَوَاءٌ *

৪৫৬৫. ইসমাঈল ইবন মাসউদ (র) - - - - - সুলায়মান ইবন আলী (রা) থেকে বর্ণিত। আবুল মুতাওয়াক্কিল তাদের সাথে বাজারে গেলে তাঁর নিকট একদল লোক এসে দাঁড়াল, তখন আমিও তাদের মধ্যে ছিলাম। তিনি বলেন, আমরা বললাম : আমরা আপনার নিকট মুদার লেনদেন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করার জন্য এসেছি। তিনি বললেন : আমি আবু সাঈদ খুদরীকে বলতে শুনেছি, এমনই সময় এক ব্যক্তি বলল ; আপনার এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মধ্যে আবু সাঈদ ব্যতীত অন্য কেউ নেই ? তিনি বললেন : আমার এবং তাঁর মধ্যে তিনি ছাড়া আর কেউই নেই। তিনি বলেছেন : স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ, রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য, গমের বিনিময়ে গম, যবের বিনিময়ে যব, খোরমার বিনিময়ে খোরমা এবং লবণের বিনিময়ে লবণ সমপরিমাণে ক্রয়-বিক্রয় শুদ্ধ হবে। যে ব্যক্তি এর উপর কিছু বেশি দেবে বা নেবে, সে সুদের মধ্যে লিপ্ত হবে এবং দাতা-গ্রহীতা তাতে সমান।

৪৫৬৬. أَخْبَرَنِي هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ قَالَ إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا حَكِيمُ بْنُ جَابِرٍ وَأَنْبَاءُ يَغْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا حَكِيمُ بْنُ جَابِرٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ الذَّهَبُ الْكَفَّةُ بِالْكَفَّةِ وَلَمْ يَذْكُرْ يَغْقُوبُ الْكَفَّةَ بِالْكَفَّةِ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ إِنَّ هَذَا لَا يَقُولُ شَيْئًا

قَالَ عُبَادَةُ إِنَّهُ وَاللَّهِ مَا أَبَالِي أَنْ لَا أَكُونَ بِأَرْضٍ يَكُونُ بِهَا مُعَاوِيَةُ إِنَّنِي أَشْهَدُ أَنَّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ ذَلِكَ *

৪৫৬৬. হারুন ইবন আবদুল্লাহ (র) ও ইয়াকুব ইবন ইবরাহীম (র) - - - - - উবাদা ইবন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি : স্বর্ণের এক পাল্লার বিনিময়ে এক পাল্লা হওয়া অপরিহার্য, তখন মুআবিয়া (রা) বললেন : এর কথা কিছুই হচ্ছে না। উবাদা (রা) বললেন : আল্লাহর কসম! আমি এ কথার পরওয়া করি না যে, আমি এ দেশে থাকবো না, যেখানে মুআবিয়া (রা) রয়েছেন। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে এটা বলতে শুনেছি।

بَيْعُ الدِّينَارِ بِالدِّينَارِ দীনারের বিনিময়ে দীনার বিক্রি

٤٥٦٧. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي تَمِيمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ وَالْدَّرْهَمُ بِالدَّرْهَمِ لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا *

৪৫৬৭. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) - - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : দীনারের বিনিময়ে দীনার এবং দিরহামের বিনিময়ে দিরহাম বিক্রয় করবে, এমনভাবে, যেন উভয়ের মধ্যে কম-বেশি না হয়।

بَيْعُ الدَّرْهَمِ بِالدَّرْهَمِ দিরহামের বিনিময়ে দিরহাম বিক্রি

٤٥٦٨. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ الْمَكِّيَّ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ وَالْدَّرْهَمُ بِالدَّرْهَمِ لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا هَذَا عَهْدُ نَبِيِّنَا ﷺ الْبَيْنَا *

৪৫৬৮. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) - - - - - উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : দীনারের বিনিময়ে দীনার এবং দিরহামের বিনিময়ে দিরহাম বিক্রয় করা যায় সমপরিমাণে, যেন তা বেশ কম না হয়। এটা আমাদের প্রতি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আদেশ।

٤٥٦٩. أَخْبَرَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ أَبِي نَعْمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الذَّهَبُ بِالدَّهَبِ وَزَنَّا

بِوزْنٍ مِّثْلًا بِمِثْلِ الْفِخْضَةِ وَالْفِخْضَةُ وَزْنًا بِوِزْنٍ مِّثْلًا بِمِثْلِ فَمَنْ زَادَ أَوْ أَزَادَ فَقَدْ أَرَبَى *

৪৫৬৯. ওয়াসিল ইব্ন আবদুল আ'লা (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ এবং রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য ক্রয়-বিক্রয় করবে পরিমাণে সমতা রক্ষা করে। যে ব্যক্তি বেশি দিল বা নিল, সে সুদে জড়িত হলো।

بَيْعُ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ

স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ বিক্রি

৪৫৭. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تَشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا شَيْئًا غَائِبًا بِنَاجِزٍ *

৪৫৭০. কুতায়বা (র) - - - - আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ বিক্রয় কর না সমপরিমাণ ব্যতীত এবং একটিকে অন্যটির উপর বর্ধিত কর না, রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য বিক্রি কর না সমপরিমাণ ব্যতীত। আর এদের কোনটিই বাকিতে বিক্রয় কর না।

৪৫৭১. أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعُودَةَ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ بَصُرَ عَيْنِي وَسَمِعَ أُذُنِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ النَّهْيَ عَنِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ بِالْوَرِقِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تَبِيعُوا غَائِبًا بِنَاجِزٍ وَلَا تَشِفُّوا أَحَدَهُمَا عَلَى الْآخَرِ *

৪৫৭১. হুমায়দ ইব্ন মাসআদা ও ইসমাইল ইব্ন মাসউদ (র) - - - - আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমার চোখ দেখেছে এবং আমার কান শুনেছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ এবং রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য সম্পূর্ণরূপে সমপরিমাণ ব্যতীত বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। তিনি আরও বলেছেন : নগদকে বাকির বিনিময়ে বিক্রয় করবে না, আর একটিকে অন্যটার চাইতে অধিক করবে না।

৪৫৭২. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بَاعَ سِقَايَةَ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ بِأَكْثَرٍ مِنْ وَزْنِهَا فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذَا إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ *

৪৫৭২. কুতায়বা (র) - - - - আতা ইব্ন ইয়াসার (রা) থেকে বর্ণিত যে, মুআবিয়া (রা) স্বর্ণ অথবা রৌপ্য

নির্মিত একটি পানপাত্র তার চেয়ে বেশি ওজনের [সোনা বা রূপার] বিনিময়ে বিক্রয় করেন। তখন আব্দারদা (রা) বললেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে এইরূপ ক্রয়-বিক্রয় নিষেধ করতে শুনেছি, তবে সমান সমান হলে অসুবিধা নেই।

بَيْعُ الْقِلَادَةِ فِيهَا الْخَرَزُ وَالذَّهَبُ بِالذَّهَبِ

স্বর্ণের বিনিময়ে মুক্তা খচিত স্বর্ণের হার বিক্রয় করা

৪৫৭৩. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي شُجَاعٍ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ عَنْ حَنْشِ الصَّنَعَانِيِّ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ اشْتَرَيْتُ يَوْمَ خَيْبَرَ قِلَادَةً فِيهَا ذَهَبٌ وَخَرَزٌ بِاثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا فَفَصَّلْتُهَا فَوَجَدْتُ فِيهَا أَكْثَرَ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لَا تَبَاعُ حَتَّى تَفْصَلَ *

৪৫৭৩. কুতায়বা (র) - - - - ফাযালা ইবন উবায়দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি খায়বার যুদ্ধের দিন বার দীনারে স্বর্ণের এমন একটি হার খরিদ করি, যা স্বর্ণ এবং পাথর খচিত ছিল। যখন আমি তার স্বর্ণ পৃথক করলাম, তখন তা বার দীনারের অধিক বের হলো। এটি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট উল্লেখ করা হলে তিনি বললেন : যতক্ষণ তার স্বর্ণ পৃথক করা না হয় ততক্ষণ যেন তা বিক্রয় করা না হয়।

৪৫৭৪. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ عَنْ حَنْشِ الصَّنَعَانِيِّ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ أَصْبَتُ يَوْمَ خَيْبَرَ قِلَادَةً فِيهَا ذَهَبٌ وَخَرَزٌ فَأَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَهَا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ أَفْصِلْ بَعْضَهَا مِنْ بَعْضٍ ثُمَّ بَعْهَا *

৪৫৭৪. আমার ইবন মানসূর (র) - - - - ফাযালা ইবন উবায়দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : খায়বার যুদ্ধের দিন আমি এমন একটি হার পেলাম যা স্বর্ণ এবং মুক্তা খচিত ছিল। আমি তা বিক্রয় করতে চাইলাম। বিষয়টি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট বর্ণনা করা হলে তিনি বললেন : স্বর্ণ এবং মুক্তা পৃথক করে ফেল। এরপর তা বিক্রয় কর।

بَيْعُ الْفِضَّةِ بِالذَّهَبِ نَسِيئَةً

স্বর্ণের বিনিময়ে রৌপ্য বাকিতে বিক্রি করা

৪৫৭৫. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَبِي الْمُنْهَالِ قَالَ بَاعَ شَرِيكَ لِي وَرَقًا بِنَسِيئَةٍ فَجَاءَنِي فَأَخْبَرَنِي فَقُلْتُ هَذَا لَا يَصْلُحُ فَقَالَ قَدْ وَاللَّهِ بَعْتُهُ فِي السُّوقِ وَمَا

عَابَهُ عَلَىٰ أَحَدٍ فَأَتَيْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ قَدِمَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ وَنَحْنُ نَبِيعُ هَذَا الْبَيْعِ فَقَالَ مَا كَانَ يَدًا بَيْدٍ فَلَا بَأْسَ وَمَا كَانَ نَسِيئَةً فَهُوَ رَبًّا ثُمَّ قَالَ لِي أَتَتْ زَيْدُ ابْنُ أَرْقَمَ فَأَتَيْتُهُ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ مِثْلُ ذَلِكَ *

৪৫৭৫. মুহাম্মদ ইব্ন মানসূর (র) - - - আবুল মিনহাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমার এক অংশীদার বাকিতে রৌপ্য বিক্রয় করলো, পরে আমাকে বললে আমি বললাম : এটা অবৈধ। তিনি বললেন, আমি সর্বসমক্ষে খোলা বাজারে বিক্রয় করেছি। কিন্তু কেউই একে মন্দ বলেনি। এরপর আমি বারা ইব্ন আযিবের নিকট গমন করে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মদীনা আগমনের কালে আমরা এরূপ ক্রয়-বিক্রয় করতাম। তা দেখে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : যদি নগদ লেনদেন হয়, তবে এতে কোন ক্ষতি নেই; কিন্তু বাকিতে বিক্রি হলে তা সুদ হবে। তারপর বারা (রা) আমাকে বললেন : তুমি যায়দ ইব্ন আরকাম-এর নিকট গমন কর। আমি তাঁর নিকট গেলে তিনিও অনুরূপ বললেন।

٤٥٧٦. أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَعَامِرُ بْنُ مُصَنَّبٍ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا الْمُنْهَالِ يَقُولُ سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ وَزَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ فَقَالَا كُنَّا تَاجِرَيْنِ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلَنَا نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ عَنِ الصَّرْفِ فَقَالَ إِنْ كَانَ يَدًا بَيْدٍ فَلَا بَأْسَ وَإِنْ كَانَ نَسِيئَةً فَلَا يَمْلُحُ *

৪৫৭৬. ইব্রাহীম ইব্ন হাসান (র) - - - আবুল মিনহাল (র) বলেন, আমি যায়দ ইব্ন আরকাম এবং বারা ইব্ন আযিব (রা)-কে জিজ্ঞেস করলে তাঁরা বলেন : আমরা উভয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সময়ে ব্যবসা করতাম। আমরা তাঁকে রৌপ্যের বিনিময়ে স্বর্ণ এবং স্বর্ণের বিনিময়ে রৌপ্য ক্রয়-বিক্রয় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন : যদি নগদ ক্রয়-বিক্রয় হয়, তবে কোন ক্ষতি নেই। আর যদি ধারে বিক্রি হয়, তবে তা অবৈধ।

٤٥٧٧. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَبِيبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْمُنْهَالِ قَالَ سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ عَنِ الصَّرْفِ فَقَالَ سَلْ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ فَإِنَّهُ خَيْرٌ مِنِّي وَأَعْلَمُ فَسَأَلْتُ زَيْدًا فَقَالَ سَلِ الْبَرَاءَ فَإِنَّهُ خَيْرٌ مِنِّي وَأَعْلَمُ فَقَالَا جَمِيعًا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْوَرَقِ بِالذَّهَبِ دَيْنًا *

৪৫৭৭. আহমদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন হাকাম (র) - - - আবুল মিনহাল (র) বলেন, আমি বারা ইব্ন আযিব (রা)-কে দীনার ও দিরহামের লেনদেন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে, তিনি আমাকে বললেন : তুমি যায়দ ইব্ন আরকাম (রা)-কে জিজ্ঞাসা কর; কেননা তিনি আমার চাইতে উত্তম এবং তিনি অধিক অবহিত। এরপর আমি যায়দ (রা)-কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে, তিনি বললেন : তুমি বারা ইব্ন আযিব (রা)-কে জিজ্ঞাসা কর; কেননা তিনি আমার চাইতে উত্তম এবং তিনি অধিক জ্ঞানী। এরপর তাঁরা উভয়ে বললেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বর্ণের বিনিময়ে রৌপ্য ধারে বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।

بَيْعُ الْفِضَّةِ بِالذَّهَبِ وَبَيْعُ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ

সোনার বিনিময়ে রূপা এবং রূপার বিনিময়ে সোনা বিক্রি করা

৪৫৭৮. وَفِيمَا قُرِئَ عَلَيْنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ الْعَوَّامِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي اسْحَقَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَأَمَرَنَا أَنْ نَبْتَاعَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْنَا *

৪৫৭৮. আহমদ ইবন মানী (র) - - - আবু বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রূপার বিনিময়ে রূপা এবং সোনার বিনিময়ে সোনা বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন, তবে যদি সমপরিমাণ হয় তাতে কোন ক্ষতি নেই। আর তিনি আমাদেরকে অনুমতি দিয়েছেন যে, আমরা রূপার বিনিময়ে সোনা কিনতে পারি যেরূপই ইচ্ছা করি। আর সোনার বিনিময়ে রূপা কিনতে পারি যেভাবেই ইচ্ছা করি।

৪৫৭৯. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ كَثِيرٍ الْحَرَّانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَامٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَبِيعَ الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلَّا عَيْنًا بِعَيْنٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَلَا نَبِيعَ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا عَيْنًا بِعَيْنٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَبَايَعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْتُمْ وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْتُمْ *

৪৫৭৯. মুহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়া ইবন মুহাম্মাদ ইবন কাসীর হাররানী (র) - - - আবু বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে রূপার বিনিময়ে রূপা বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন, কিন্তু নগদ লেনদেন হলে এবং সমপরিমাণে হলে তা বৈধ। রাসূলুল্লাহ ﷺ আরো বলেছেন : তোমরা রূপার বিনিময়ে সোনা বিক্রি করবে, যেভাবে তোমাদের ইচ্ছা, আর সোনার বিনিময়ে রূপা, যেরূপ তোমাদের ইচ্ছা।

৪৫৮০. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي زَيْدٍ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا رِبَا إِلَّا فِي النِّسِيئَةِ *

৪৫৮০. আমর ইবন আলী (র) - - - - উসামা ইবন যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সুদ কেবল বাকি লেনদেনেই হয়ে থাকে।

৪৫৮১. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَبِي صَالِحٍ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ أَرَأَيْتَ هَذَا الَّذِي تَقُولُ أَشَيْئًا وَجَدْتَهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ

جَلَّ أَوْ شَيْئًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَا وَجَدْتُهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَكِنْ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ أَخْبَرَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِئَةِ *

৪৫৮১. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) - - - আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবন আব্বাস (রা)-কে বললাম : আপনি যা বলছেন, তা কি আপনি আল্লাহর কিতাবে পেয়েছেন, না রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে শুনেছেন? তিনি বললেন : আমি তা আল্লাহর কিতাবেও পাইনি এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতেও শুনিনি কিন্তু উসামা ইবন যায়দ (রা) আমাকে বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : সুদ শুধু বাকি বিক্রির মধ্যেই হয়ে থাকে।

٤٥٨٢. أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنْتُ أَبِيعُ الْأَيْلَ بِالْبَقِيعِ فَأَبِيعُ بِالْدَّنَانِيرِ وَأَخَذُ الدَّرَاهِمَ فَاتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ إِنِّي أَبِيعُ الْأَيْلَ بِالْبَقِيعِ فَأَبِيعُ بِالْدَّنَانِيرِ وَأَخَذُ الدَّرَاهِمَ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسَعِيرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْتُكُمَا شَيْءٌ *

৪৫৮২. আহমদ ইবন ইয়াহইয়া (র) - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি বাকী' নামক স্থানে উট বিক্রি করতাম তখন আমি দীনারের বিনিময়ে বিক্রয় করতাম এবং দিরহাম গ্রহণ করতাম। একদা আমি হাফসা (রা)-এর গৃহে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি আপনার নিকট জানতে চাই যে, আমি বাকী'তে উট বিক্রি করি, আর আমি দীনারের বিনিময়ে বিক্রয় করে দিরহাম নিয়ে থাকি। তিনি বললেন : কোন ক্ষতি নেই যদি তুমি ঐ দিনের দামে নিয়ে থাক এবং এমন অবস্থায় পৃথক হও যে, কারো কাছে কারো কিছু বাকি থাকবে না।

أَخَذُ الْوَرِقَ مِنَ الذَّهَبِ وَالذَّهَبَ مِنَ الْوَرِقِ وَذَكَرُ اخْتِلَافِ الْفَاطِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ ابْنِ عُمَرَ فِيهِ

স্বর্ণের বিনিময়ে রূপা এবং রূপার বিনিময়ে স্বর্ণ গ্রহণ করা এবং ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণনাকারীদের বর্ণনায় শব্দের পার্থক্য

٤٥٨٣. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنْتُ أَبِيعُ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ أَوِ الْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ فَاتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ بِذَلِكَ فَقَالَ إِذَا بَايَعْتَ صَاحِبَكَ فَلَا تُفَارِقْهُ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَهُ لَبْسٌ *

৪৫৮৩. কুতায়বা (র) - - - - সিমাক (র) ইবন জুবায়র (র) থেকে এবং তিনি হযরত ইবন উমর (রা) থেকে। তিনি বলেন, আমি রূপার বিনিময়ে স্বর্ণ বিক্রি করতাম এবং স্বর্ণের বিনিময়ে রূপা বিক্রয় করতাম। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে, তিনি বললেন : যখন তুমি বিক্রয় করবে, তখন আপন সাক্ষী হতে পৃথক হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের উভয়ের মধ্যে লেনদেন অবশিষ্ট থাকে।

৪৫৮৪. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ أَنْبَأَنَا مُوسَى بْنُ نَافِعٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَأْخُذَ الدَّنَانِيرَ مِنَ الدَّرَاهِمِ وَالْدَّرَاهِمَ مِنَ الدَّنَانِيرِ *
৪৫৮৪. মুহাম্মদ ইবন বাশশার (র) - - - - মুসা ইবন নাফি' সাঈদ ইবন জুবায়র (রা) থেকে। তিনি দীনারের পরিবর্তে দিরহাম এবং দিরহামের বিনিময়ে দীনার লেনদেন করতে অপছন্দ করতেন।

৪৫৮৫. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ أَنْبَأَنَا مُؤَمَّلٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا يَغْنَى فِي قَبْضِ الدَّرَاهِمِ مِنَ الدَّنَانِيرِ وَالْدَّنَانِيرِ مِنَ الدَّرَاهِمِ *
৪৫৮৫. মুহাম্মদ ইবন বাশশার (র) - - - - আবু হাশিম (র) সাঈদ ইবন জুবায়র থেকে এবং তিনি হযরত ইবন উমর (রা) থেকে। তিনি দিরহামের বিনিময়ে দীনার নিতে এবং দীনারের বিনিময়ে দিরহাম নেওয়ায় কোনরূপ ক্ষতি মনে করতেন না।

৪৫৮৬. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الْهَذِيلِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي قَبْضِ الدَّنَانِيرِ مِنَ الدَّرَاهِمِ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُهَا إِذَا كَانَ مِنْ قَرْضٍ *
৪৫৮৬. মুহাম্মদ ইবন বাশশার (র) - - - - ইবরাহীম (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি দিরহামের বিনিময়ে দীনার নেয়াকে অপছন্দ করতেন, যদি তা ধারে হতো।

৪৫৮৭. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُوسَى بْنِ شَهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا وَإِنْ كَانَ مِنْ قَرْضٍ *
৪৫৮৭. মুহাম্মদ ইবন বাশশার (র) - - - - সাঈদ ইবন জুবায়র (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি ধারে হলেও এতে কোন ক্ষতি মনে করতেন না।

৪৫৮৮. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ نَافِعٍ عَنْ سَعِيدِ ابْنِ جُبَيْرٍ بِمِثْلِهِ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ كَذَا وَجَدْتُهُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ *
৪৫৮৮. মুহাম্মদ ইবন বাশশার (র) - - - - সাঈদ ইবন জুবায়র (রা) থেকে অনুরূপ ঘটনা বর্ণনা করেছেন।

أَخَذَ الْوَرَقَ مِنَ الذَّهَبِ

সোনার বিনিময়ে রূপা নেয়া

৪০৮৭. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعَاوِيُّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ رُوَيْدَكَ أَسْأَلُكَ أَنْتَى أَبِيعَ الْإِبِلَ بِالْبَقِيعِ بِالدَّنَائِصِ وَأَخَذَ الدَّرَاهِمَ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَ بِسَعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ *

৪০৮৯. মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন আম্মার (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! একটু দাঁড়ান, আমি কিছু জিজ্ঞাসা করবো। আমি বাকী নামক স্থানে দীনারের বিনিময়ে উট বিক্রয় করে থাকি এবং পরে দিরহাম গ্রহণ করি। তিনি বললেন : যদি তুমি সেই দিনের মূল্য অনুযায়ী নিয়ে থাক, তবে কোন ক্ষতি নেই, আর যতক্ষণ না তোমরা এমনভাবে পৃথক হও যে, তোমাদের কারোর নিকট কারো কিছু বাকি রয়ে গেছে।

الزِّيَادَةُ فِي الْوَزْنِ

মাপে বেশি দেওয়া

৪০৭৯. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَارِبُ بْنُ دِثَارٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ دَعَا بِمِيزَانٍ فَوَزَنَ لِي وَزَادَنِي *

৪০৯০. মুহাম্মদ ইবন আবদুল আ'লা (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনায় পদার্পণ করলেন, তখন তিনি একখানা পাল্লা আনালেন এবং আমাকে মেপে দিলেন এবং আমাকে আমার করয হতেও অধিক দিলেন।

৪০৭১. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَضَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَزَادَنِي *

৪০৯১. মুহাম্মদ ইবন মানসূর ও মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন ইয়াযীদ (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার করয আদায় করলেন এবং আমাকে অধিক দান করলেন।

الرُّجْحَانُ فِي الْوَزْنِ

পরিমাপে পাল্লা ঝুঁকিয়ে দেওয়া

৪০৭২. أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ سُوَيْدٍ

بْنِ قَيْسٍ قَالَ جَلَبْتُ أَنَا وَمَخْرَفَةُ الْعَبْدِيِّ بَرًّا مِنْ هَجَرَ فَأَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ بِمَعْنَى
وَوَزَانٍ يَزِنُ بِالْأَجْرِ فَاشْتَرَى مِنَّا سَرَاوِيلَ فَقَالَ لِلْوَزَانِ زِنْ وَأَرْجِعْ *

৪৫৯২. ইয়াকুব ইবন ইবরাহীম (র) - - - সুওয়ায়দ ইবন কায়স (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি এবং মাখরামা আবাদী হিজর নামক স্থান হতে কাপড় নিয়ে আসলাম, এ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিকট আসলেন। তখন আমরা মিনাতে ছিলাম, আর সেখানে এক ব্যক্তি পারিশ্রমিক নিয়ে পরিমাপের কাজ করতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের থেকে কয়েকটি পায়জামা কিনলেন। তারপর পরিমাপক লোকটিকে বললেন : [দিরহামগুলো] মেপে দাও এবং পাল্লা কিছু ঝুকিয়ে মাপ।

٤٥٩٣. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ
سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا صَفْوَانَ قَالَ بَعَثَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سَرَاوِيلَ قَبْلَ الْهِجْرَةِ
فَأَرْجَعَ لِي *

৪৫৯৩. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না ও মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) - - - আবু সাফওয়ান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হিজরতের পূর্বে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট কয়েকটি পায়জামা বিক্রি করলাম, তখন তিনি আমাকে [মূল্যের দিরহামগুলো] ঝুকিয়ে মেপে দেন।

٤٥٩٤. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْمَلَائِيِّ عَنْ سُفْيَانَ ح وَأَنْبَاءَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ
قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو نُعَيْمٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَنْظَلَةَ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
الْمِكْيَالُ عَلَى مِكْيَالِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَالْوَزْنُ عَلَى وَزْنِ أَهْلِ مَكَّةَ وَاللَّفْظُ لِإِسْحَقَ *

৪৫৯৪. ইসহাক ইবন ইবরাহীম ও মুহাম্মদ ইবন [ইসমাঈল ইবন] ইবরাহীম (র) - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : [কাফফারা ও সাদকায়ে ফিতর আদায়ের ক্ষেত্রে] মদীনাবাসীদের পরিমাপ-পাত্রই ধর্তব্য আর [দিরহাম-দীনার দ্বারা যাকাত আদায়ের ক্ষেত্রে] মক্কাবাসীদের ওজনই ধর্তব্য।

بَابُ بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى

নিজের অধিকারে আনার পূর্বে খাদ্য বিক্রি করা

٤٥٩٥. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ ابْنِ
الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ
حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ *

৪৫৯৫. মুহাম্মদ ইবন সালামা এবং হারিস ইবন মিসকীন (র) - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি

বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি শস্য জাতীয় কোন খাদ্যবস্তু খরিদ করে, সে যেন তা অধিকারে আনার পূর্বে বিক্রয় না করে।

৪৫৭৬. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ ابْتِاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَفِضَهُ *

৪৫৯৬. মুহাম্মদ ইবন সালামা (র) - - - - আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন খাদ্যবস্তু ক্রয় করে, যেন তা কবজা করার আগে বিক্রয় না করে।

৪৫৭৭. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا قَاسِمٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ ابْتِاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ *

৪৫৯৭. মুহাম্মদ ইবন হারব (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যদি কেউ কোন খাদ্য খরিদ করে, তবে সে যেন পরিমাপ করার আগে বিক্রয় না করে।

৪৫৭৮. أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ بِمِثْلِهِ وَالَّذِي قَبْلَهُ حَتَّى يَفِضَهُ *

৪৫৯৮. ইসহাক ইবন মানসুর (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে শুনেছি। আরও শুনেছি যে, যতক্ষণ না সে তা দখলে আনে।

৪৫৭৯. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ أَمَّا الَّذِي نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يُسْتَوْفَى الطَّعَامُ *

৪৫৯৯. কুতায়বা (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ অধিকারে আনার পূর্বে যা বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন, তা হলো খাদ্যবস্তু।

৪৬০০. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ ابْتِاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَفِضَهُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَأَحْسَبُ أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ *

৪৬০০. মুহাম্মদ ইবন রাফি (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি খাদ্যবস্তু ক্রয় করে, সে যেন তা কবজা করার আগে বিক্রয় না করে। ইবন আব্বাস (রা) বলেন, আমার ধারণামতে, প্রত্যেক বস্তুই খাদ্যবস্তুর মত।

৪৬০১. أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ حَجَّاجٍ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ

أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مَوْهَبٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَبِيعَ طَعَامًا حَتَّى تَشْتَرِيَهُ وَتَسْتَوْفِيَهُ *

৪৬০১. ইবরাহীম ইবন হাসান (র) - - - - হাকীম ইবন হিয়াম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন তুমি কোন খাদ্যবস্তু খরিদ করবে, তখন তুমি তা স্বীয় অধিকারে আনার পূর্বে বিক্রি করবে না।

৪৬.২. أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ وَأَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ذَلِكَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِصْمَةَ الْجَشْمِيِّ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ *

৪৬০২. ইবরাহীম ইবন হাসান (র) - - - - হাকীম ইবন হিয়াম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৪৬.৩. أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رَفِيعٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ حِزَامِ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ قَالَ حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ ابْتِغَتْ طَعَامًا مِنَ الصَّدَقَةِ فَرَبِحْتُ فِيهِ قَبْلَ أَنْ أَقْبِضَهُ فَاتَّيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَا تَبِيعَهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ *

৪৬০৩. সুলায়মান ইবন মানসূর (র) - - - - হাকীম ইবন হিয়াম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সাদকার খাদ্য ক্রয় করলাম এবং তা আপন অধিকারে আনার পূর্বেই তা দ্বারা মুনাফা করলাম। এরপর আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁর নিকট সে ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন : তুমি তা নিজের অধিকারে না এনে বিক্রি করবে না।

النَّهْيُ عَنْ بَيْعِ مَا اشْتَرَى مِنَ الطَّعَامِ بِكَيْلٍ حَتَّى يُسْتَوْفَى

খাদ্যদ্রব্য কেনার পর তা অধিকারে আনার পূর্বে বিক্রয় করা নিষেধ

৪৬.৪. أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنِ الْمُثَنَّرِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يَبِيعَ أَحَدٌ طَعَامًا اشْتَرَاهُ بِكَيْلٍ حَتَّى يُسْتَوْفَى *

৪৬০৪. সুলায়মান ইবন দাউদ ও হারিস ইবন মিসকীন (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যে খাদ্যবস্তু ক্রয় করা হয়েছে, নিজ অধিকারে আনার পূর্বে তা বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।

بَيْعُ مَا يَشْتَرِي مِنَ الطَّعَامِ جُزْأًا قَبْلَ أَنْ يَنْقُلَ مِنْ مَكَانِهِ

পরিমাপ ব্যতীত যে খাদ্য খরিদ করা হয়েছে তা স্থানান্তরিত করার আগে বিক্রি করা

৬৬০৫. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَبْتَاعُ الطَّعَامَ فَيَبِيعُهُ عَلَيْنَا مَنْ يَأْمُرُنَا بِانْتِقَالِهِ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي ابْتِغَيْنَا فِيهِ إِلَى مَكَانٍ سِوَاهُ قَبْلَ أَنْ نَبِيعَهُ *

৪৬০৫. মুহাম্মদ ইবন সালামা এবং হারিস ইবন মিসকীন (র) - - - - আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সময়ে আমরা খাদ্যবস্তু ক্রয় করতাম এবং আমাদের নিকট তিনি এমন এক ব্যক্তিকে পাঠাতেন যিনি আমাদেরকে আদেশ করতেন, আমরা যেন তা বিক্রয় করার পূর্বে যে স্থান হতে তা ক্রয় করেছি, সেখান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তরের পূর্বে বিক্রয় না করি।

৬৬০৬. أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَبْتَاعُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي أَعْلَى السُّوقِ جُزْأً فَتَنَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِ حَتَّى يَنْقُلُوهُ *

৪৬০৬. 'উবায়দুল্লাহ ইবন সাঈদ (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সময় লোক বাজারের উঁচু স্থানে স্তূপে-স্তূপে খাদ্য সামগ্রী ক্রয় করতো। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে তা বিক্রয় করতে নিষেধ করতেন, যতক্ষণ না তা সেই স্থান হতে অন্য স্থানে সরানো হতো।

৬৬০৭. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ الْلَيْثِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَبْتَاعُونَ الطَّعَامَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ الرُّكْبَانِ فَتَنَاهُمْ أَنْ يَبِيعُوا فِي مَكَانِهِمُ الَّذِي ابْتِغَوْا فِيهِ حَتَّى يَنْقُلُوهُ إِلَى سُوْقِ الطَّعَامِ *

৪৬০৭. আবদুর রহমান ইবন আবদুল্লাহ ইবন আবদুল হাকাম (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সময় লোক আরোহী লোকদের নিকট হতে খাদ্যশস্য খরিদ করতো, তিনি তাদেরকে তা বাজারে নিয়ে যাওয়ার পূর্বে ঐখানে বিক্রয় করতে নিষেধ করতেন।

৬৬০৮. أَخْبَرَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ النَّاسَ يُخْزِبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذَا اشْتَرَوْا الطَّعَامَ جُزْأً أَنْ يَبِيعُوهُ حَتَّى يُوْهُوَ إِلَى رِحَالِهِمْ *

৪৬০৮. নাসর ইবন আলী (র) - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর যুগে মানুষ যখন খাদ্যশস্যের স্তুপ ক্রয় করে ঘরে না উঠিয়ে ঐ স্থানে বিক্রয় করতো, তখন তাদেরকে এজন্য পিটানো হতো।

الرَّجُلُ يَشْتَرِي الطَّعَامَ إِلَى أَجَلٍ وَيَسْتَرْهَنَ الْبَائِعُ مِنْهُ بِالْثَمَنِ رَهْنًا

বাকিতে খাদ্যদ্রব্য কেনা এবং মূল্য বাবদ বিক্রেতার কাছে কিছু বন্ধক রাখা

৬৬. ৯. أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَدَمَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ *

৪৬০৯. মুহাম্মদ ইবন আদম (র) - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ইয়াহুদী হতে মেয়াদ স্থির করে বাকিতে খাদ্যশস্য ক্রয় করেছিলেন, আর তিনি তার কাছে নিজ বর্ম বন্ধক রেখেছিলেন।

الرَّهْنُ فِي الْحَضَرِ

বাড়িতে অবস্থানকালে বন্ধক রাখা

৬৬. ১. أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ مَشَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِخُبْزِ شَعِيرٍ وَاهَالَةٍ سَنَخَةٍ قَالَ وَلَقَدْ رَهَنَ دِرْعَاهُ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِالْمَدِينَةِ وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا لِأَهْلِهِ *

৪৬১০. ইসমাঈল ইবন মাসউদ (র) - - - আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি একবার কিছু যবের রুটি এবং দুর্গন্ধযুক্ত চর্বি নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট উপস্থিত হন। আনাস (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনাতে এক ইয়াহুদীর নিকট বর্ম বন্ধক রেখে তার কাছ থেকে নিজ পরিবারবর্গের জন্য যব নিয়েছিলেন।

بَيْعُ مَالِئِيسَ عِنْدَ الْبَائِعِ

বিক্রেতার নিকট নেই এমন বস্তু বিক্রয় করা

৬৬. ১১. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ وَحُمَيْدُ بْنُ مَسْعُودَةَ عَنْ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَحِلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلَا بَيْعٌ مَالِئِيسَ عِنْدَكَ *

৪৬১১. আমর ইবন আলী ও হুমায়দ ইবন মাসআদা (র) - - - আমর ইবন শু'আয়ব (র) তাঁর পিতার মাধ্যমে, তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : ঋণের শর্তে বিক্রি বৈধ নয় এবং এক বিক্রয়ে দুই শর্ত করাও বৈধ নয়। অল্লাহ্ ঐ বস্তু বিক্রয় করাও বৈধ নয়, যা তোমার নিকট নেই।

৬১১২. أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبَادِ بْنِ الْعَوَّامِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ أَبِي رَجَاءٍ قَالَ قَالَ عُثْمَانُ هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ سَيْفٍ عَنْ مَطْرِ الْوَرَّاقِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ عَلَى رَجُلٍ بَيْعٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ *

৪৬১২. উসমান ইবন আবদুল্লাহ (র) - - - - আমর ইবন শু'আয়ব (র) তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন; কোন ব্যক্তির এমন বস্তু বিক্রয় করা উচিত নয়, যার সে মালিক নয়।

৬১১৩. حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَشِيرٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ مَاهِكٍ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَأْتِينِي الرَّجُلُ فَيَسْأَلُنِي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي أَبِيْعُهُ مِنْهُ ثُمَّ ابْتَاْعُهُ لَهُ مِنَ السُّوقِ قَالَ لَا تَبِيعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ *

৪৬১৩. যিয়াদ ইবন আইয়্যুব (র) - - - - হাকীম ইবন হিয়াম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট জিজ্ঞাসা করলাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ! এক ব্যক্তি আমার নিকট এসে আমার কাছ থেকে এমন কিছু ক্রয় করতে চায়, যা আমার নিকট নেই এবং আমি তা বাজার থেকে ক্রয় করে তার নিকট বিক্রয় করে থাকি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : তুমি এমন বস্তু বিক্রয় করবে না, যা তোমার নিকট থাকে না।

الَسْتَمُّ فِي الطَّعَامِ

খাদ্যশস্যে সালাম (অর্থাৎ দাদনে বেচাকেনা)

৬১১৪. أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْمُجَالِدِ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى عَنِ السَّلْفِ قَالَ كُنَّا نُسَلِّفُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبَى بَكْرٍ وَعُمَرُ فِي الْبُرِّ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ إِلَى قَوْمٍ لَا أَدْرِي أَعِنْدَهُمْ أَمْ لَا وَابْنُ أَبِي قَالَ مِثْلُ ذَلِكَ *

৪৬১৪. উবায়দুল্লাহ ইবন সাঈদ (র) - - - - আবদুল্লাহ ইবন আবু মুজালিদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি ইবন আবু আওফা (রা)-কে দাদন ক্রয়^১ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলাম, তা কি বৈধ, না অবৈধ? তিনি বললেন : আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ, আবু বকর সিদ্দীক এবং উমর (রা)-এর সময়ে গম, যব, খেজুর ইত্যাদিতে 'দাদন' করতাম। আর এই ব্যবসা আমরা এমন লোকদের সাথে করতাম, যাদের সম্বন্ধে আমাদের এই ধারণা ছিল না যে, তাদের নিকট এই বস্তু আছে কি নেই।

১. অগ্রিম মূল্য নিয়ে কোন কিছু বিক্রি করাকে 'সালাম' বা 'সালাফ' বলে। আমাদের ভাষায় একে দাদন বেচাকেনা বলে।

السَّلَامُ فِي الزُّبَيْبِ

কিশমিশে সালাম (দাদনে বেচাকেনা) করা

৬১৫. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الْمُجَالِدِ وَقَالَ مَرَّةً عَبْدُ اللَّهِ وَقَالَ مُحَمَّدٌ قَالَ تَمَارَى أَبُو بُرْدَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ فِي السَّلَامِ فَأَرْسَلُونِي إِلَى ابْنِ أَبِي أَوْفَى فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَعَلَى عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ وَعَلَى عَهْدِ عُمَرَ فِي الْبُرِّ وَالشَّعِيرِ وَالزُّبَيْبِ وَالتَّمْرِ إِلَى قَوْمٍ مَانَرَى عِنْدَهُمْ وَسَأَلْتُ ابْنَ أَبِي زَيْ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ *

৪৬১৫. মাহমুদ ইবন গায়লান (র) - - - - ইবন আবুল মুজালিদ (রা) বলেন, একদা আবু বুরদা এবং আবদুল্লাহ ইবন শাদ্দাদ (রা) দাদন বেচাকেনার ব্যাপারে বিতর্কে লিপ্ত হন। পরে তারা আমাকে ইবন আবু আওফার নিকট প্রেরণ করেন। আমি তাঁর নিকট জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন : আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সময় এবং আবু বকর ও উমর (রা)-এর সময় দাদন বেচাকেনা করতাম। আর আমরা এটা গম, যব, কিশমিশ, খেজুর ইত্যাদিতে এমন লোকদের সাথে করতাম, যাদের নিকট এ সকল বস্তু আছে বলে আমরা মনে করতাম না। এরপর আমি ইবন আব্বা (রা)-কে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনিও অনুরূপ বলেন।

السَّلَفُ فِي التَّمَارِ

ফল-মূলে সালাম (দাদনে বেচাকেনা) করা

৬১৬. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّفُونَ فِي التَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ فَتَنَاهُمْ وَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ سَلَفًا فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزَنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ *

৪৬১৬. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মদীনাতে আসেন, তখনও তারা খেজুরে দুই অথবা তিন বছর পর্যন্ত দাদন বেচাকেনা করতো। রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করে বলেন : যে ব্যক্তি দাদন ক্রয় করবে, সে যেন পরিমাপ, ওজন এবং সময় নির্ধারণ করে নেয়।

إِسْتِسْلَافُ الْحَيَوَانِ وَاسْتِقْرَاضُهُ

পশুতে দাদন বেচাকেনা ও ঋণের কারবার

৬১৭. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ

عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا فَأَتَاهُ يَتَقَاضَاهُ بَكْرَهُ فَقَالَ لِرَجُلٍ انْطَلِقْ فَاَبْتِغْ لَهُ بَكْرًا فَأَتَاهُ فَقَالَ مَا أَصْبَتُ إِلَّا بَكْرًا رِبَاعِيًّا خِيَارًا فَقَالَ أَعْطِهِ فَإِنَّ خَيْرَ الْمُسْلِمِينَ أَحْسَنَهُمْ قَضَاءً *

৪৬১৭. আমার ইবন আলী (র) - - - - আবু রাফি' (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তির সাথে একটি জওয়ান উটে 'সালাফ' করেন [অর্থাৎ দান বা অগ্রিম মূল্যে বিক্রি করেন]। পরে ঐ ব্যক্তি তার উট চাইতে আসলে তিনি এক ব্যক্তিকে বললেন : যাও, এই ব্যক্তির জন্য একটি জওয়ান উট কিনে আন। সে ব্যক্তি ফিরে এসে বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমি তো সাত বছরের উট পেয়েছি। তিনি বললেন : তাকে সেটিই দিয়ে দাও। মুসলমানদের মধ্যে উত্তম ঐ ব্যক্তি, যে ক্রয় উত্তমভাবে আদায় করে।

٤٦١٨. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كَهَيْلٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ سِنٌ مِنَ الْإِبِلِ فَجَاءَ يَتَقَاضِيَاهُ فَقَالَ أَعْطُوهُ فَلَمْ يَجِدُوا إِلَّا سِنًا فَوْقَ سِنِهِ قَالَ أَعْطُوهُ فَقَالَ أَوْفَيْتَنِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنَكُمْ قَضَاءً *

৪৬১৮. আমার ইবন মানসুর (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে এক ব্যক্তির একটি উট পাওনা ছিল। সে উট নিতে আসলে তিনি বললেন : তোমরা তাকে দিয়ে দাও। তারা ঐ উটের বয়সের চেয়ে অধিক বয়সের উট পেল। তিনি বললেন : ওটাই দিয়ে দাও। সে ব্যক্তি বললো : আপনি আমাকে পুরোপুরি আদায় করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তিই উত্তম, যে উত্তমরূপে পরিশোধ করে।

٤٦١٩. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ هَانِئٍ يَقُولُ سَمِعْتُ عِرْبَاضَ بْنَ سَارِيَةَ يَقُولُ بَغْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَكْرًا فَأَتَيْتُهُ أَنْقَاضَاهُ فَقَالَ أَجَلٌ لَا أَقْضِيكَهَا إِلَّا نَجِيبَةً فَقَضَانِي فَأَحْسَنَ قَضَائِي وَجَاءَهُ أَغْرَابِيٌّ يَتَقَاضَاهُ سِنُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَعْطُوهُ سِنًا فَأَعْطُوهُ يَوْمَئِذٍ جَمَلًا فَقَالَ هَذَا خَيْرٌ مِنْ سِنِي فَقَالَ خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ قَضَاءً *

৪৬১৯. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) - - - - ইরবায় ইবন সারিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে একটি জওয়ান উট খরিদ করলাম এবং আমি তা নেয়ার জন্য তাঁর নিকট উপস্থিত হলাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন : আমি তোমাকে উত্তম জাতের উট দান করবো। এরপর তিনি আমাকে উত্তম উট দান করলেন। আর এক বেদুঈন উট নেয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হলে, তিনি বললেন : তাকে ঐ বয়সের একটি উট দিয়ে দাও। তাঁরা তাকে বড় একটি উট দিলে তখন বেদুঈন

লোকটি বললো : ইয়া রাসূলুল্লাহ! এই উট তো আমার উট হতে উত্তম ! তিনি বললেন : তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ, যে পরিশোধে শ্রেষ্ঠ।

بَيْعُ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً

পশুর বিনিময়ে পশু বাকিতে বিক্রি করা

৬৬২. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَيَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ وَخَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالُوا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَأَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ فَضَالَةَ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً *

৪৬২০. আমর ইবন আলী (র) - - - - সামুরা (রা)-থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ পশুর বিনিময়ে পশু বাকিতে বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।

بَيْعُ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ يَدًا بِيَدٍ مُتَفَاضِلًا

পশুর বিনিময়ে পশু নগদানগদি বেশকমে বিক্রয় করা

৬৬২১. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ جَاءَ عَبْدٌ فَبَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْهَجْرَةِ وَلَا يَشْعُرُ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّهُ عَبْدٌ فَجَاءَ سَيِّدُهُ يُرِيدُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ بَعْنِيهِ فَاشْتَرَاهُ بَعْدَيْنِ أَسْوَدَيْنِ ثُمَّ لَمْ يَبَايِعْ أَحَدًا بَعْدُ حَتَّى يَسْأَلَهُ أَعْبَدٌ هُوَ *

৪৬২১. কুতায়বা (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : এক গোলাম এসে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট হিজরত করার উপর বায়আত গ্রহণ করল। নবী ﷺ জানতেন-না যে সে দাস। এরপর তার মালিক তাকে তালাশ করতে আসে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তুমি তাকে আমার নিকট বিক্রয় কর। তিনি দুইজন কালো দাসের বিনিময়ে তাকে ক্রয় করেন। এরপর তিনি কারো বায়আত নিতেন না যতক্ষণ না তার দাস অথবা স্বাধীন হওয়ার বিষয় জেনে নিতেন। যদি সে স্বাধীন হতো, তা হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তার বায়আত নিতেন।

بَيْعُ حَبَلِ الْحَبْلَةِ

গর্ভস্থ শাবকের শাবককে বিক্রয় করা

৬৬২২. أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ السَّلْفُ فِي حَبَلِ الْحَبْلَةِ رَبًّا *

৪৬২২. ইয়াহইয়া ইবন হাকীম (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :
পেটের বাচ্চার বাচ্চাকে বিক্রয় করা সুদ।

৬২৩. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ
عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبْلِ الْحَبَلَةِ *

৪৬২৩. মুহাম্মদ ইবন মানসুর (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ পণ্ডর গভস্থ
শাবকের শাবককে বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।

৬২৪. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ
حَبْلِ الْحَبَلَةِ *

৪৬২৪. কুতায়বা (র) - - - - ইবন উমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ পেটের বাচ্চার বাচ্চাকে বিক্রয় করতে
নিষেধ করেছেন।

تَفْسِيرُ ذَلِكَ

এর ব্যাখ্যা

৬২৫. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ
ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبْلِ
الْحَبَلَةِ وَكَانَ بَيْعًا يَتَّبَاعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ جَزُورًا إِلَى أَنْ تُنْتِجَ النَّاقَةُ ثُمَّ
تُنْتِجُ اللَّتَى فِي بَطْنِهَا *

৪৬২৫. মুহাম্মদ ইবন সালামা ও হারিস ইবন মিসকীন (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ
আলাইহি সালম পেটের বাচ্চার বাচ্চাকে বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন, যা ছিল জাহিলী যুগের এক প্রকার বিক্রয় পদ্ধতি।
যেমন কোন ব্যক্তি একটি উট ক্রয় করত এবং মূল্য দেওয়ার অঙ্গীকার এভাবে করতো যে, যখন এই উটনী বাচ্চা
দিবে এবং সেই বাচ্চা বাচ্চা দিবে, তখন সে মূল্য পরিশোধ করবে।

بَيْعُ السَّنِينِ

কয়েক বছরের জন্য বিক্রয় করা

৬২৬. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ السَّنِينِ *

৪৬২৬. মুহাম্মদ ইবন মানসূর (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ কয়েক বছরের জন্য ফল বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।

৬২৭. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ جُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ سَلِيمَانَ وَهُوَ ابْنُ عَتِيقٍ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ السَّنِينِ *

৪৬২৭. ইসহাক ইবন মানসূর (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কয়েক বছরের জন্য ফল বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।

الْبَيْعُ إِلَى الْأَجَلِ الْمَعْلُومِ

মূল্য পরিশোধের মেয়াদ নির্দিষ্ট করে বিক্রি করা

৬২৮. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ قَالَ أَنْبَأَنَا عِكْرِمَةُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بُرْدَيْنِ قِطْرِيَيْنِ وَكَانَ إِذَا جَلَسَ فَبَعَرَ فِيهِمَا ثِقْلًا عَلَيْهِ وَقَدِمَ لِفُلَانٍ الْيَهُودِيِّ بَزٌّ مِنَ الشَّامِ فَقُلْتُ لَوْ أُرْسِلْتُ إِلَيْهِ فَاشْتَرَيْتُ مِنْهُ ثَوْبَيْنِ إِلَى الْمَيْسَرَةِ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَقَالَ قَدْ عَلِمْتُ مَا يُرِيدُ مُحَمَّدٌ إِنَّمَا يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِمَا لِي أَوْ يَذْهَبَ بِهِمَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَذَبَ قَدْ عَلِمَ أَنِّي مِنْ أَتْقَاهُمْ لِلَّهِ وَأَدَاهُمْ لِلْإِمَانَةِ *

৪৬২৮. আমর ইবন আলী (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দুইখানা কিতরী^১ চাদর ছিল, যখন তিনি তা গায়ে দিয়ে বসতেন এবং ঘামতেন, তখন ঐ চাদর তাঁর জন্য ভারি বোধ হতো। এ সময় শামদেশ হতে এক ইয়াহুদীর কাপড় আসলে আমি তাঁকে বললাম : যদি আপনি তার নিকট কাউকে পাঠিয়ে দুইখানা চাদর এই শর্তে আনিতে নিতেন যে, যখন আপনার আর্থিক স্বচ্ছলতা আসবে, তখন তার মূল্য আদায় করে দিবেন। তিনি একজন লোককে সে ইয়াহুদীর নিকট পাঠালে সে বললো : আমি মুহাম্মদ ﷺ-এর মতলব বুঝতে পেরেছি। তিনি আমার মাল অথবা আমার চাদর দুইখানা আত্মসাৎ করতে চান। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : সে মিথ্যা বলেছে এবং সে ভালরূপেই অবগত আছে যে, আমি আল্লাহ তা'আলাকে অধিক ভয় করে থাকি। আর আমি সকলের চেয়ে অধিক আমানত আদায় করে থাকি।

سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَهُوَ أَنْ يَبِيعَ السَّلْعَةُ عَلَى أَنْ يَسْلَفَهُ سَلْفًا

ক্রেতা ঋণ দেবে এই শর্তে তার কাছে মাল বিক্রি

৬২৯. أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ عَنْ خَالِدٍ عَنْ حُسَيْنِ الْمَعْلَمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ

১. লাল ডোরাকাটা চাদরবিশেষ, যা কিছুটা খসখসে হত।

عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ سَلْفٍ وَبَيْعٍ وَشَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ وَرَبْعٍ مَالٍ يُضْمَنُ *

৪৬২৯. ইসমাঈল ইবন মাসউদ (র) - - - - আমর ইবন শু'আয়ব (র) তাঁর পিতা, তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিক্রয় ও ঋণ একত্র করতে এবং বিক্রয়ে দুটি শর্ত যোগ করতে এবং এমন বস্তুতে মুনাফা করতে নিষেধ করেছেন, যা তার দখলীভুক্ত নয়।^১

شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَهُوَ أَنْ يَقُولَ أَبِيعُكَ هَذِهِ السَّلْعَةَ إِلَى شَهْرٍ بَكْذَا وَإِلَى شَهْرَيْنِ بَكْذَا

এক বিক্রয়ে দুই শর্ত : যেমন কোন ব্যক্তি বললো : আমি এই বস্তু তোমার নিকট বিক্রয় করছি এই শর্তে যে, যদি তুমি এক মাসে মূল্য আদায় কর, তবে মূল্য হবে এতো, আর দুই মাস পরে আদায় করলে এতো

٤٦٣. أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُثَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ حَتَّى نَكْرَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَحِلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلَا رِبْحٍ مَالٍ يُضْمَنُ *

৪৬৩০. যিয়াদ ইবন আইয়্যুব (র) - - - - আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ঋণ ও বিক্রি একত্র করা বৈধ হবে না, আর একই বিক্রয়ে দুই শর্তও বৈধ নয়। আর যে বস্তু অধিকারে নেই তা দ্বারা মুনাফা করাও বৈধ নয়।

٤٦٣١. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ سَلْفٍ وَبَيْعٍ وَعَنْ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ وَاحِدٍ وَعَنْ بَيْعٍ مَالِنِيسَ عِنْدَكَ وَعَنْ رِبْحٍ مَالٍ يُضْمَنُ *

৪৬৩১. মুহাম্মদ ইবন রাফি' (র) - - - - আমর ইবন শু'আয়ব (র) তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ঋণ এবং বিক্রি একত্র করতে নিষেধ করেছেন এবং একই বিক্রয়ে দুই শর্ত করতে নিষেধ করেছেন, আর যা নিজের কাছে নেই তা বিক্রয় করতে, আর যা নিজের অধিকারে থাকে না; তার লাভ গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন।

১. অর্থাৎ প্রথম বিক্রেতার নিকট হতে নিজের অধিকার আদায়ের পূর্বে বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।

بَيِّعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ وَهُوَ أَنْ يَقُولَ أَبَيْعُكَ هَذِهِ السَّلْعَةَ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ نَقْدًا
وَبِمِائَتِي دِرْهَمٍ نَسِيبَةً

একই বিক্রয়ে দুই বিক্রয় করা যেমন : কেউ বললো : আমি এ বস্তু তোমার নিকট বিক্রয় করছি, এ শর্তে যে, যদি তুমি এর মূল্য নগদ আদায় কর তবে দাম একশত দিরহাম, আর ধারে হলে এর মূল্য দুইশত দিরহাম

৬৩২. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالُوا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيِّعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ *

৪৬৩২. 'আমর ইবন আলী, ইয়াকুব ইবন ইব্রাহীম ও মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ একই বিক্রয়ে দুই বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।

النَّهْيُ عَنْ بَيْعِ الثَّنِيَا حَتَّى تَعْلَمَ

বিক্রিত দ্রব্য হতে কিছু বাদ দেওয়া

৬৩৩. أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ الْعَوَّامِ قَالَ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَعَنِ الثَّنِيَا إِلَّا أَنْ تَعْلَمَ *

৪৬৩৩. যিয়াদ ইবন আইয়ুব (র) - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ 'মুহাকালার', 'মুযাবানার' এবং 'মুখাবারার' ধরনের ক্রয়-বিক্রয় করতে এবং বিক্রিত দ্রব্য হতে কিছু অংশ বাদ রাখতে নিষেধ করেছেন, তবে তার পরিমাণ জ্ঞাত থাকলে অসুবিধা নেই।

৬৩৪. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ . وَأَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُثَيْمٍ قَالَ قَالَ أَنبَأَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَالْمُعَاوَمَةِ وَالْثَّنِيَا وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا *

৪৬৩৪. 'আলী ইবন হুজর (র) ও যিয়াদ ইবন আইয়ুব (র) - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ 'মুহাকালার', 'মুযাবানার', 'মুখাবারার', 'মুআওমার' এবং 'সুনিয়ার' ধরনের লেনদেন করতে নিষেধ করেছেন, কিন্তু 'আরায়ার'-এর অনুমতি দিয়েছেন।

النَّخْلُ يَبَاعُ أَصْلُهَا وَيَسْتَنْتَنِي الْمُشْتَرِي ثَمَرَهَا

খেজুর গাছ বিক্রয় করলে ফল কার হবে

৬৩৫. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ أَيْمًا أُمْرِيءَ أَبْرَ نَخْلًا ثُمَّ بَاعَ أَصْلَهَا فَلِلَّذِي أَبْرَ ثَمَرُ النَّخْلِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ *

৪৬৩৫. কুতায়বা (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন খেজুর গাছে পরাগায়ণ করে, তারপর সেই গাছ বিক্রি করে, তবে ফল তারই থাকবে। যদি ক্রেতা এই শর্ত করে যে, ফল আমি নেব, আর বিক্রেতা তাতে সম্মত হয়ে যায়, তাহলে ফল তার হবে।

الْعَبْدُ يَبَاعُ وَيَسْتَنْتَنِي الْمُشْتَرِي مَالَهُ

দাস বিক্রয় করলে তার মালের শর্ত করা

৬৩৬. أَخْبَرَنَا اسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤْبَرَ فَثَمَرَتِهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ *

৪৬৩৬. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি পরাগায়ণের পর খেজুর বৃক্ষ ক্রয় করে, তার ফল বিক্রেতা পাবে। তবে যদি ক্রেতা শর্ত করে নেয়, তাহলে সে পাবে। আর যে ব্যক্তি দাস বিক্রি করে, আর ঐ দাসের কিছু মাল থাকে, সেই মাল বিক্রেতার, কিন্তু যদি ক্রেতা শর্ত করে, তবে মাল তার হবে।

الْبَيْعُ يَكُونُ فِيهِ الشَّرْطُ فَيَصِحُّ الْبَيْعُ وَالشَّرْطُ

ক্রয়-বিক্রয়ে শর্ত করলে বিক্রি ও শর্ত উভয়ই বৈধ

৬৩৭. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا سَعْدَانُ ابْنُ يَحْيَى عَنْ زَكَرِيَّا عَنْ عَامِرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ فَأَعْيَا جَعْلِي فَأَرَدْتُ أَنْ أُسَيِّبَهُ فَلَحِقَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَدَعَا لِي فَضْرَبَهُ فَسَارَ سَيْرًا لَمْ يَسِرْ مِثْلَهُ فَقَالَ بَعْثِي بِوَقِيَّةٍ قُلْتُ لَا قَالَ بَعْثِي بِوَقِيَّةٍ وَاسْتَنْتَنِي حُمْلَانَهُ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلَمَّا بَلَّغْنَا الْمَدِينَةَ أَتَيْتُهُ بِالْجَمَلِ وَابْتَفَيْتُ ثَمَنَهُ ثُمَّ رَجَعْتُ فَأَرْسَلَ إِلَيَّ فَقَالَ أَتَرَانِي إِنَّمَا مَا كَسَبْتَ لَأَخُذَ جَمْلَكَ خُذْ جَمْلَكَ وَدَرَاهِمَكَ *

৪৬৩৭. আলী ইব্ন হজর (র) - - - - জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি এক সফরে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে ছিলাম। পথে আমার উট অচল হয়ে গেলে আমি ঐ উটকে ছেড়ে দিতে ইচ্ছা করলাম। এমন সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ এসে আমার সাথে মিলিত হলেন এবং তিনি ঐ উটের জন্য দু'আ করলেন এবং তাকে হাঁকালেন। পরে তা এমন দ্রুত চলতে লাগলো যে, পূর্বে কখনও তা এমন চলেনি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : এই উট চল্লিশ দিরহামের বিনিময়ে আমার কাছে বিক্রি করে দাও। আমি বললাম : আমি তা বিক্রি করবো না। তিনি বললেন : বিক্রি করে ফেল। তখন আমি চল্লিশ দিরহামের বিনিময়ে তা বিক্রি করে ফেললাম এবং এই শর্তে করলাম যে, আমরা মদীনায পৌছা পর্যন্ত তাতে সওয়ার হব। যখন আমরা মদীনায পৌছলাম, তখন আমি উট নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হলাম এবং মূল্য চাইলাম। তারপর আমি ফিরে চললে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে ডেকে পাঠালেন। তারপর বললেন : তুমি কি মনে কর যে, আমি তোমার সাথে দর-কষাকষি করেছিলাম তোমার উট নেয়ার জন্য ? নাও, এই তোমার উট এবং এই তোমার দিরহাম।

৬৩৮. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسَى بْنِ الطَّبَّاعِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مُغِيرَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرٍ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى نَاضِعٍ لَنَا ثُمَّ ذَكَرْتُ الْحَدِيثَ بِطَوْلِهِ ثُمَّ ذَكَرَ كَلَامًا مَعْنَاهُ فَأَرْحِفُ الْجَمْلُ فَرَجَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَانْتَشَطَ حَتَّى كَانَ أَمَامَ الْجَيْشِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَا جَابِرُ مَا أَرَى جَمْلَكَ إِلَّا قَدْ انْتَشَطَ قُلْتُ بِبِرْكَتِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ بِغَنِيهِ وَلَكِ ظَهْرُهُ حَتَّى تَقْدَمَ فَبِعْتُهُ وَكَانَتْ لِي إِلَيْهِ حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ وَلَكِنِّي اسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ فَلَمَّا قَضَيْنَا غَزَاتَنَا وَدَنَوْنَا اسْتَأْذَنْتُهُ بِالتَّغْفِيلِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنِّي حَدِيثٌ عَهْدٍ بِعُرسٍ قَالَ أَبِئْكَرًا تَزَوَّجْتُ أَمْ ثِيْبًا قُلْتُ بَلْ ثِيْبًا يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو أَصِيبٌ وَتَرَكَ جَوَارِي أَبْكَارًا فَكَرِهْتُ أَنْ أَتِيَهُنَّ بِمِثْلِهِنَّ فَتَزَوَّجْتُ ثِيْبًا تَعْلَمُهُنَّ وَتُؤَدِّبُهُنَّ فَأَذِنَ لِي وَقَالَ لِي أَنْتِ أَهْلُكَ عِشَاءً فَلَمَّا قَدِمْتُ أَخْبَرْتُ خَالِي بَيْتِي الْجَمْلَ فَلَا مَنِيَّ فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ غَدَوْتُ بِالْجَمْلِ فَأَعْطَانِي ثَمَنَ الْجَمْلِ وَالْجَمْلَ وَسَهْمًا مَعَ النَّاسِ *

৪৬৩৮. মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহইয়া (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে আমাদের একটি পানি বহনকারী উটের উপর সওয়ার হয়ে জিহাদ করেছি। এর পর তিনি লম্বা হাদীস বর্ণনা করে বললেন কিছু কথা, যার মর্ম হলো, আমার উট অচল হয়ে গেল; রাসূলুল্লাহ ﷺ সে উটকে হাঁকালে সেটি দ্রুত চলতে আরম্ভ করল। এমনকি তা বাহিনীর অগ্রগামী হয়ে গেল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : হে জাবির! আমি তা দেখেছি, তোমার উট দ্রুতগামী হয়ে গেছে। আমি বললাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! সে তো আপনার বরকতে। তিনি বললেন : তুমি তা আমার নিকট বিক্রয় কর এবং মদীনায পৌছা পর্যন্ত তাতে আরোহণ কর।

আমি তা তাঁর নিকট বিক্রয় করলাম, যদিও আমার উটের অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল। আমার লজ্জা হলো যে, তিনি ক্রয় করতে চাচ্ছেন, আর আমি তা বিক্রয় করবো না। জিহাদ শেষে আমরা যখন মদীনার নিকটবর্তী হলাম, তখন আমি দ্রুত গমনের জন্য তাঁর নিকট অনুমতি প্রার্থনা করলাম। আমি বললাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমি সদ্য বিবাহিত। তিনি বললেন : তুমি কুমারী বিবাহ করেছ, না বিধবা ? আমি বললাম : বিধবা। কারণ আমার পিতার মৃত্যুর পর তিনি কয়েকজন কুমারী কন্যা রেখে গেছেন। সেজন্য তাদের সামনে একটি কুমারী স্ত্রী বিবাহ করা আমার ভাল মনে হয়নি। তাই আমি বিধবা বিবাহ করেছি। যেন সে তাদেরকে শিক্ষা দেয় এবং আদব-কায়দার তালীম দেয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে অনুমতি দান করলেন এবং বললেন : রাত্রে স্ত্রীর নিকট গমন কর। আমি মদীনায় এসে আমার নিকট উট বিক্রি করার ঘটনা বললাম। তিনি আমাকে তিরস্কার করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনায় আসলে আমি ভোরে উট নিয়ে গেলাম। তখন তিনি উটের মূল্য দিলেন এবং উটও ফিরিয়ে দিলেন। তিনি অন্যান্যের সঙ্গে আমাকে গনীমতের অংশ দান করলেন।

৬৩৯. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ وَكُنْتُ عَلَى جَمَلٍ فَقَالَ مَالِكُ فِي آخِرِ النَّاسِ قُلْتُ أَعْيَابِعِيرِي فَأَخَذَ بِذَنْبِهِ ثُمَّ زَجَرَهُ فَإِنْ كُنْتُ إِنَّمَا أَنَا فِي أَوَّلِ النَّاسِ يَهْمُنِي رَأْسُهُ فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنَ الْمَدِينَةِ قَالَ مَا فَعَلَ الْجَمَلُ بِغَنِيهِ قُلْتُ لَا بَلَّ هُوَ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَا بَلَّ بِغَنِيهِ قُلْتُ لَا بَلَّ هُوَ لَكَ قَالَ بَلَّ بِغَنِيهِ قَدْ أَخَذْتُهُ بِوَقِيَّةٍ أُرْكَبُهُ فَإِذَا قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَأَتَيْتَنِي فَلَمَّا قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ جِئْتُ بِهِ فَقَالَ لِبِلَالٍ يَا بِلَالُ زِنْ لَهُ أَوْقِيَّةً وَزِدْهُ قَيْرَاطًا قُلْتُ هَذَا شَيْءٌ زَادَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلَمْ يَفَارِقْنِي فَجَعَلْتُهُ فِي كَيْسٍ فَلَمْ يَزَلْ عِنْدِي حَتَّى جَاءَ أَهْلُ الشَّامِ يَوْمَ الْحَرَّةِ فَأَخَذُوا مِنِّي مَا أَخَذُوا *

৪৬৩৯. মুহাম্মদ ইবনুল 'আলা (রা) - - - - জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : এক সফরে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে ছিলাম। আমি উটে সওয়ার ছিলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : তুমি সকলের পিছনে থাক, কারণ কি ? আমি বললাম : আমার উট দুর্বল হয়ে গেছে। তিনি তার লেজ ধরে হাঁকালেন; ফলে সে এমন হলো যে, আমি সামনের লোকদের মধ্যে পৌছে গেলাম এবং আমি চিন্তিত হয়ে পড়লাম যে, আমার উটটির মাথা অন্যদের উটের সামনে চলে যায় কিনা। মদীনার নিকটবর্তী হলে তিনি বললেন : তোমার উটের অবস্থা কী? এটি আমার নিকট বিক্রি কর। আমি বললাম : বিক্রয় নয়, বরং ইয়া রাসূলুল্লাহ ! এটি আপনারই। তিনি বললেন : না, বিক্রি কর। আমি বললাম : আপনি মূল্য ছাড়াই গ্রহণ করুন। তিনি বললেন : না, বিক্রি কর; আমি তা চল্লিশ দিরহামে কিনলাম। তুমি এতে সওয়ার হতে থাক, মদীনায় পৌছলে আমার নিকট নিয়ে এস। আমি মদীনা পৌছে তাঁর খিদমতে উট হাযির করলাম। তিনি বিলাল (রা)-কে বললেন : হে বিলাল! তাকে এক উকিয়া^১ রূপা মেপে দাও, আরো এক কীরাত^২ অধিক দিও। আমি বললাম : এই এক কীরাত

১. চল্লিশ দিরহাম বা ১০.৫ তোলা রূপার ওজনবিশেষ।

২. দীনারের একাংশের এক-চতুর্থাংশ।

রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে অতিরিক্ত দান করলেন, এজন্য আমি তা একটি থলিতে রাখলাম এবং তা সর্বদা আমার নিকট রক্ষিত থাকতো। অবশেষে ‘হাররার’ দিন সিরীয়াবাসীরা এলে তারা আমার নিকট থেকে সব কিছুই লুট করে নিয়ে গেল।

৬৬৮. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ أَدْرَكْنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَكُنْتُ عَلَى نَاصِيحٍ لَنَا سَوْءٍ فَقُلْتُ لَا يَزَالُ لَنَا نَاصِيحٌ سَوْءٌ يَالْهَفَاهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ تَبِيعُنِي يَا جَابِرُ قُلْتُ بَلْ هُوَ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ قَدْ أَخَذْتُهُ بِكَذَا وَكَذًا وَقَدْ أَعْرَتُكَ ظَهْرَهُ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلَمَّا قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ هَيَّأَتْهُ فَذَهَبْتُ بِهِ إِلَيْهِ فَقَالَ يَا بِلَالُ أَعْطِهِ ثَمَنَهُ فَلَمَّا أَدْبَرْتُ دَعَانِي فَخِفْتُ أَنْ يَرُدَّهُ فَقَالَ هُوَ لَكَ *

৪৬৪০. মুহাম্মদ ইবন মানসূর (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে আমাদের একটি পানি বহনকারী মন্দ উটের উপর সওয়ার দেখলেন। আমি বললাম : আফসোস ! আমাদের সর্বদা পানি বহনের খারাপ উট থাকে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : হে জাবির ! তুমি কি এটি বিক্রয় করবে ? আমি বললাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! এই উট মূল্য ছাড়াই আপনার জন্য। তিনি বললেন, হে আল্লাহ ! জাবিরকে ক্ষমা করুন এবং তার উপর রহম করুন। আমি এত মূল্যে এটা ক্রয় করলাম। আর আমি তোমাকে মদীনা পর্যন্ত তাতে সওয়ার হওয়ার অনুমতি দিলাম। মদীনায় পৌঁছে আমি উট প্রস্তুত করে নিয়ে গেলাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : হে বিলাল ! তাকে তার মূল্য দিয়ে দাও। আমি ফিরে যেতে থাকলে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে আবার ডাকলেন। আমার আশংকা হলো যে, তিনি না আবার উটটি ফিরিয়ে দেন। তিনি বললেন, উটও তোমারই (অতএব তুমি তা নিয়ে যাও)।

৬৬৯. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نَضْرَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ كُنَّا نَسِيرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا عَلَى نَاصِيحٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَتَبِيعُنِي بِكَذَا وَكَذَا وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَكَ قُلْتُ نَعَمْ هُوَ لَكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَتَبِيعُنِي بِكَذَا وَكَذَا وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَكَ قُلْتُ نَعَمْ هُوَ لَكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَتَبِيعُنِي بِكَذَا وَكَذَا وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَكَ قُلْتُ نَعَمْ هُوَ لَكَ قَالَ أَبُو نَضْرَةَ وَكَانَتْ كَلِمَةً يَقُولُهَا الْمُسْلِمُونَ أَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَكَ *

৪৬৪১. মুহাম্মদ ইবন আবদুল আ'লা (র) - - - - জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে সফর করছিলাম। আমি একটি পানি আনয়নকারী উটের উপর সওয়ার ছিলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তুমি এটা এত মূল্যে বিক্রয় করবে ? আল্লাহ তোমায় ক্ষমা করুন। আমি বললাম :

১. মদীনার এক স্থানের নাম যেখানে কালো বর্ণের পাথর রয়েছে। আর এখানেই সিরিয়াবাসীদের সাথে মদীনাবাসীদের যুদ্ধ হয়েছিল। এই যুদ্ধই ‘হাররার’ যুদ্ধ নামে প্রসিদ্ধ।

ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! এটা আপনারই। তিনি আবার বললেন : তুমি এটা এতো মূল্যে বিক্রয় করবে কি ? আমি বললাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! এটা আপনারই। তিনি বললেন : তুমি কি এটা এতো মূল্যে বিক্রয় করবে ? আমি বললাম : হ্যাঁ, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! এটা আপনারই। আবু নাযরা (র) বলেন : “আল্লাহ্ তোমায় ক্ষমা করুন”- এমন একটি কথা, যা মুসলমানগণ বলে থাকে; এই এই কাজ কর, আল্লাহ্ তোমায় ক্ষমা করবেন।

الْبَيْعُ يَكُونُ فِيهِ الشَّرْطُ الْفَاسِدُ فَيَصِحُّ الْبَيْعُ وَيَبْطُلُ الشَّرْطُ

ক্রয়-বিক্রয়ে ফাসিদ শর্ত করলে বিক্রি বৈধ হয়, কিন্তু শর্ত বাতিল হয়ে যায়

৬৬৬২. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اشْتَرَيْتُ بَرِيرَةَ فَأَشْتَرَطْتُ أَهْلَهَا وَلَاءَهَا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ أَعْتَقِيهَا فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْطَى الْوَرِقَ قَالَتْ فَأَعْتَقْتُهَا قَالَتْ فَدَعَاها رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَخَيَّرَهَا مِنْ زَوْجِهَا فَأَخْتَارَتْ نَفْسَهَا وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّا *

৪৬৪২. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি বারীরা (রা)-কে ক্রয় করলে তার মালিকগণ শর্ত করলো যে, ওয়ালা^১ তারা পাবে। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট তা উল্লেখ করলে, তিনি বললেন : তুমি আযাদ করে দাও, ওয়ালা সে-ই পাবে, যে অর্থ খরচ করে। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে ডেকে আনান এবং তার স্বামীর ব্যাপারে তাকে ইখতিয়ার দেন। সে তার স্বামী হতে পৃথক হওয়াকেই পছন্দ করে, আর তার স্বামী ছিল স্বাধীন।

৬৬৬৩. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ لِلْعَتَقِ وَأَنَّهُمْ اشْتَرَطُوا وَلَاءَهَا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اشْتَرِيهَا فَأَعْتَقِيهَا فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ وَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِلَحْمٍ فَقِيلَ هَذَا تُصَدِّقُ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ فَقَالَ هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ وَخَيْرٌ *

৪৬৪৩. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি মুক্ত করার জন্য বারীরা (রা)-কে ক্রয় করার ইচ্ছা করলে তার মালিকেরা শর্ত আরোপ করে যে, তার ওয়ালা আমরা নেব। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট এই ঘটনার উল্লেখ করা হলে, তিনি বললেন : তুমি তাকে ক্রয় করে মুক্ত করে দাও। কেননা ওয়ালা সে-ই পাবে, যে মুক্ত করেছে। একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট গোশত উপস্থিত করা হলে, কেউ কেউ বললো : এ তো সাদকার গোশত যা বারীরা (রা)-কে দেওয়া হয়েছে। তখন তিনি বললেন : বারীরার জন্য সাদকা, আর আমাদের জন্য (বারীরার পক্ষ হতে) হাদিয়া। বারীরা মুক্ত হওয়ার পর তাকে ইখতিয়ার দেওয়া হলো (যে, সে ইচ্ছা করলে তার স্বামীর কাছে থাকতে পারে বা পৃথক হতে পারে)।

৬৬৪৬. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عَائِشَةَ أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً تَغْتِفُهَا فَقَالَ أَهْلُهَا نَبِيعُكُمَا عَلَى أَنْ الْوَلَاءَ لَنَا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَا يَمْنَعُكَ ذَلِكَ فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ *

৪৬৪৪. কুতায়বা (র) - - - - আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, আয়েশা (রা) একজন দাসী ক্রয় করে মুক্ত করার ইচ্ছা করলে তার মালিকেরা বললো : আমরা এই দাসীকে আপনার নিকট এই শর্তে বিক্রয় করতে পারি যে, তার ওয়ালা আমরা পাবো। তিনি তা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট বর্ণনা করলে, তিনি বললেন : এই শর্ত যেন তোমাকে ক্রয় করা হতে বিরত না রাখে। কেননা 'ওয়ালা' ঐ ব্যক্তিরই হবে যে মুক্ত করবে।

بَيْعُ الْمَغَانِمِ قَبْلَ أَنْ تُقَسَّمْ

বন্টনের পূর্বে গনীমতের মাল বিক্রয় করা

৬৬৪৫. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَجِيْعٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقَسَّمْ وَعَنِ الْحَبَالَى أَنَّ يُوطَأَنَّ حَتَّى يَضَعْنَ مَا فِي بُطُونِهِنَّ وَعَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ *

৪৬৪৫. আহমদ ইবন হাফস (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বন্টনের পূর্বে গনীমতের মাল বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন, (যুদ্ধবন্দীদের মধ্যে) যারা অন্তঃসত্তা, সন্তান ভূমিষ্ঠ না হওয়া পর্যন্ত তাদের সাথে সহবাস করতে নিষেধ করেছেন। আর বন্য জন্তুর মধ্যে যেসব দাঁতে শিকার করে, সেগুলোর গোশত খেতে নিষেধ করেছেন।

بَيْعُ الْمُضَاع

এজমালি সম্পত্তি বিক্রি করা

৬৬৪৬. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَّارَةَ قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ رُبْعَةٌ أَوْ حَانِطٌ لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْزَنَ شَرِيكُهُ فَإِنْ بَاعَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤْزَنَ *

৪৬৪৬. আমর ইবন যুরারা (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : প্রত্যেক এজমালি সম্পত্তিতে শুফ'আ (ক্রয়ের অগ্রাধিকার) রয়েছে, তা বাগান হোক অথবা ঘরবাড়ি হোক। কাজেই এক শরীকের জন্য তা বিক্রয় করা বৈধ হবে না অন্য শরীককে না জানিয়ে। যদি বিক্রয় করে ফেলে, তবে অন্য শরীকই তার বেশি হকদার, যতক্ষণ না সে অনুমতি দান করে।

التَّسْهِيلُ فِي تَرْكِ الْإِشْهَادِ عَلَى الْبَيْعِ

বিক্রয়কালে সাক্ষী না রাখার অবকাশ

٤٦٤٧. أَخْبَرَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ مَرْوَانَ بْنِ الْهَيْثَمِ بْنِ عِمْرَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ حَمْزَةَ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ أَنَّ الزُّهْرِيَّ أَخْبَرَهُ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ أَنَّ عَمَّهُ حَدَّثَهُ وَهُوَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ابْتِاعَ فَرَسًا مِنْ أَعْرَابِيٍّ وَسَتَتَبِعَهُ لِيَقْبِضَ ثَمَنَ فَرَسِهِ فَاسْرَعَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَبْطَأَ الْأَعْرَابِيُّ وَطَفِقَ الرَّجُلُ يَتَعَرَّضُونَ لِلْأَعْرَابِيِّ فَيَسْؤُمُونَهُ بِالْفَرَسِ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ابْتِاعَهُ حَتَّى زَادَ بَعْضُهُمْ فِي السَّؤْمِ عَلَى مَا ابْتِاعَهُ بِهِ مِنْهُ فَتَنَادَى الْأَعْرَابِيُّ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ إِنْ كُنْتَ مُبْتَاعًا هَذَا الْفَرَسَ وَالْأَبْعَثُ فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ نِدَاءَهُ فَقَالَ أَلَيْسَ قَدْ ابْتِغَيْتَهُ مِنْكَ قَالَ لَا وَاللَّهِ مَا بَيْعْتُكَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ قَدْ ابْتِغَيْتَهُ مِنْكَ فَطَفِقَ النَّاسُ يُلَوِّذُونَ بِالنَّبِيِّ ﷺ وَبِالْأَعْرَابِيِّ وَهُمَا يَتَرَا جَعَانٍ وَطَفِقَ الْأَعْرَابِيُّ يَقُولُ هَلُمَّ شَاهِدًا يَشْهَدُ أَنِّي قَدْ بَيْعْتُكَ قَالَ خُزَيْمَةُ بْنُ ثَابِتٍ أَنَا أَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَيْعْتَهُ قَالَ فَأَقْبَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى خُزَيْمَةَ فَقَالَ لِمَ تَشْهَدُ قَالَ بِتَصَدِيقِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَهَادَةَ خُزَيْمَةَ شَهَادَةً رَجُلَيْنِ *

৪৬৪৭. হায়সাম ইবন মারওয়ান (র) - - - - উমারা ইবন খুযায়মা (রা) থেকে বর্ণিত, তাঁর চাচা যিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবী ছিলেন, তাঁর নিকট বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক বেদুঈন হতে একটি ঘোড়া ক্রয় করলেন। তারপর বেদুঈন ঘোড়ার মূল্য গ্রহণের জন্য তাঁর পিছনে চলল। নবী ﷺ দ্রুত চলছিলেন আর সে ধীরে। এ সময় লোকজন তার সামনে পড়লে তারা ঘোড়ার দরদাম করতে লাগলো। তারা জানতো না যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তা ক্রয় করেছেন। তাই তারা তার স্থিরীকৃত মূল্যের উপর আরও মূল্য বাড়িয়ে বলতে লাগলো। শেষে ঐ বেদুঈন রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আহ্বান করে বলতে লাগল, আপনি যদি এটা ক্রয় করেন তবে করুন, না হয় আমি অন্যের নিকট বিক্রি করে দিচ্ছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ এ কথা শুনে দাঁড়ালেন এবং বললেন : তুমি কি এটা আমার নিকট বিক্রি করনি ? সে বললো : না, আমি এটা আপনার নিকট বিক্রি করিনি। তিনি বললেন : আমি এটা তো তোমার থেকে ক্রয় করে নিয়েছি। কোন কোন লোক এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পক্ষ অবলম্বন করলো, আর কেউ কেউ বেদুঈনের পক্ষ অবলম্বন করলো। বেদুঈন বললো : তা হলে আপনি সাক্ষী পেশ করুন, যে সাক্ষ্য দেবে যে, আমি এটা আপনার নিকট বিক্রয় করেছি। তখন খুযায়মা ইবন সাবিত (রা) বললেন : আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি তাঁর নিকট এটা বিক্রয় করেছ। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ খুযায়মাকে জিজ্ঞাসা করলেন : তুমি কেন সাক্ষ্য দিচ্ছ (তুমি তো উপস্থিত ছিলে না) ? তিনি বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আপনাকে সত্য নবী বলে বিশ্বাস করার দরুন। বর্ণনাকারী বলেন : এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ খুযায়মা (রা)-এর একার সাক্ষ্যকে দুই ব্যক্তির সাক্ষ্যরূপে সাব্যস্ত করেন।

اِخْتِلَافُ الْمُتَبَايعِينَ فِي الثَّمَنِ

মূল্য নিয়ে ক্রেতা-বিক্রেতার বিরোধ

৪৬৪৮. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ حَفْصٍ بْنُ غِيَاثٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِي عُمَيْسٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ الْأَشْعَثِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيْعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ فَهُوَ مَا يَقُولُ رَبُّ السِّلْعَةِ أَوْ يَتْرُكَا *

৪৬৪৮. মুহাম্মদ ইবন ইদরীস (র) - - - আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : যখন ক্রেতা এবং বিক্রেতা মূল্যের ব্যাপারে বিরোধ করবে, আর তাদের মধ্যে সাক্ষী না থাকবে, তখন বিক্রেতার কথা ধর্তব্য হবে অথবা তারা সে বোচাকেনা পরিত্যাগ করবে।

৪৬৪৯. أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ وَيُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ وَاللَّفْظُ لِإِبْرَاهِيمَ قَالُوا حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ حَضَرْنَا أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَتَاهُ رَجُلَانِ تَبَايَعَا سِلْعَةً فَقَالَ أَحَدُهُمَا أَخَذْتُهَا بِكَذَا وَقَالَ هَذَا يَبْتِئُهَا بِكَذَا وَكَذَا فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ أَتَى بَنُ مَسْعُودٍ فِي مِثْلِ هَذَا فَقَالَ حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتَى بِمِثْلِ هَذَا فَأَمَرَ الْبَايعَ أَنْ يَسْتَحْلِفَ ثُمَّ يَخْتَارَ الْمُبْتَاعُ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ *

৪৬৪৯. ইবরাহীম ইবন হাসান, ইউসুফ ইবন সাঈদ ও আবদুর রহমান ইবন খালিদ (র) - - - আবদুল মালিক ইবন উবায়দ (র) বলেন, একদা আমরা আবু উবায়দা ইবন আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ-এর নিকট উপস্থিত হলাম। এমন সময় সেখানে দুইজন লোক আসল, যারা মাল বিক্রি করেছে। এক ব্যক্তি বললো : আমি তো এত মূল্যে খরিদ করেছি। অন্যজন বললো : এত মূল্যে বিক্রয় করেছি। আবু উবায়দা (রা) বললেন : ইবন মাসউদ (রা)-এর নিকট এরূপ একটি মোকদ্দমা আসলে তিনি বললেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তাঁর নিকট অনুরূপ এক মোকদ্দমা আসলে তিনি বিক্রেতাকে শপথ করতে বললেন এবং ক্রেতাকে বললেন, এই মূল্যে হয় তুমি তা ক্রয় কর, না হয় তা পরিত্যাগ কর।

مُبَايَعَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ

আহলে কিতাবের সাথে ক্রয়-বিক্রয় করা

৪৬৫০. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ

الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا بِنَسِيئَةٍ وَأَعْطَاهُ دِرْعًا لَهُ رَهْنًا *

৪৬৫০. আহমদ ইবন হারব (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ইয়াহুদীর নিকট হতে ধারে কিছু খাদ্যবস্তু খরিদ করেন এবং তিনি তাঁর লৌহ বর্ম বন্ধক রাখেন।

٤٦٥١. أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حَبِيبٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تُوَفَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِثَلَاثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ لَاهِلِهِ *

৪৬৫১. ইউসুফ ইবন হাম্মাদ (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন ইনতিকাল করেন, তখনও তাঁর লৌহ বর্ম এক ইয়াহুদীর নিকট ত্রিশ সা' যবের বিনিময়ে বন্ধক ছিল, যা তিনি তাঁর পরিবারস্থ লোকের জন্য খরিদ করেছিলেন।

بَيْعُ الْمُدَبَّرِ

মুদাক্কার' বিক্রয় করা

٤٦٥٢. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَذْرَةَ عَبْدًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَلَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ قَالَ لَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي فَاشْتَرَاهُ نَعِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَدَوِيُّ بِثَمَانِمِائَةٍ دِرْهَمٍ فَجَاءَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَبَدًا بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلَاهِكَ فَإِنْ فَضَلَ مِنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ فَلِذِي قَرَابَتِكَ فَإِنْ فَضَلَ مِنْ ذِي قَرَابَتِكَ شَيْءٌ فَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا يَقُولُ بَيْنَ يَدَيْكَ وَعَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ *

৪৬৫২. কুতায়বা (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আযরা গোত্রের এক ব্যক্তি তার এক দাসকে তার মৃত্যুর পর সে মুক্ত হবে এই মর্মে মুক্তি দিল। এ সংবাদ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট পৌঁছলে তিনি বলেন : এই দাস ব্যতীত তোমার নিকট অন্য কোন মাল আছে কী? সে বললো : না। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আমার নিকট হতে এই দাসকে কেউ ক্রয় করবে কি? তখন নু'আয়ম ইবন আবদুল্লাহ্ ঐ দাসকে আটশত দিরহামের বিনিময়ে ক্রয় করলেন এবং ঐ দিরহাম তাঁর নিকট উপস্থিত করলেন। তিনি এই দিরহাম ঐ মালিককে দিয়ে বললেন : প্রথমে নিজের জন্য খরচ কর। তারপর কিছু থাকলে তা পরিবারের লোকদেরকে দান কর। আরও অবশিষ্ট থাকলে আত্মীয়-স্বজনকে দান কর। তারপরেও যদি থেকে যায়, তবে এরূপ, এরূপ এবং এরূপ। অর্থাৎ তোমার সামনে, তোমার ডানে এবং তোমার বামে দান কর।

১. মুদাক্কার এমন গোলামকে বলে, মনিব যাকে নিজ মৃত্যুর পর মুক্ত ঘোষণা করেছে।

৬৫৩. أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أَبُو مَذْكُورٍ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبْرِ يُقَالُ لَهُ يَغْفُوبُ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَدَعَا بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ مَنْ يَشْتَرِيهِ فَأَشْتَرَاهُ نَعِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بِثَمَانِمِائَةٍ دَرَاهِمٍ فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ وَقَالَ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فَقِيرًا فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ فَإِنْ كَانَ فَضْلًا فَعَلَى عِيَالِهِ فَإِنْ كَانَ فَضْلًا فَعَلَى قَرَابَتِهِ أَوْ عَلَى ذِي رَحِمِهِ فَإِنْ كَانَ فَضْلًا فَهَبْنَاهُ وَهَبْنَاهُ *

৪৬৫৩. যিয়াদ ইবন আইয়্যুব (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, আবু মাযকুর নামের এক আনসারী তাঁর ইয়াকুব নামের দাসকে বলল, তুমি আমার মৃত্যুর পর মুক্ত হয়ে যাবে। তার এ ছাড়া কোন অর্থ-সম্পদ ছিল না। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে ডেকে আনলেন। তারপর বললেন, কে এই গোলামকে ক্রয় করবে? নু'আয়ম ইবন আবদুল্লাহ (রা) ঐ গোলামকে আটশত দিরহামের বিনিময়ে ক্রয় করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ ঐ দিরহামগুলো আনসারী ব্যক্তিকে দিয়ে বললেন, তোমাদের কেউ গরীব হলে সে যেন নিজ হতে আরম্ভ করে। তারপরও কিছু উদ্ধৃত থাকলে যেন স্বীয় পরিবারস্থ লোকের জন্য ব্যয় করে। তারপরও কিছু থাকলে তা আত্মীয়-স্বজনের জন্য ব্যয় করবে। তারপরও কিছু অবশিষ্ট থাকলে, এদিক-ওদিক গরীব-দুঃখীদের দান করবে।

৬৫৪. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَابْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَاعَ الْمُدَبِّرَ *

৪৬৫৪. মাহমুদ ইবন গায়লান (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ মুদাব্বার গোলাম বিক্রি করেছেন।

بَيْعُ الْمَكَاتِبِ

মুকাতাব^১ গোলাম বিক্রয় করা

৬৫৫. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْ أَنَّ بَرِيرَةَ جَاءَتْ عَائِشَةَ تَسْتَعِينُهَا فِي كِتَابَتِهَا شَيْئًا فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ أَرْجِعِي إِلَى أَهْلِكَ فَإِنْ أَحْبَبُوا أَنْ أَقْضِيَ عَنْكَ كِتَابَتُكَ وَيَكُونَ لَكَ وَلَاؤُكَ لِي فَعَلْتُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ بِرَبِيرَةَ لَهَا فَابْتِئُوا وَقَالُوا إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكَ فَلْتَفْعَلْ وَيَكُونَ لَنَا وَلَاؤُكَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ابْتَاعِي وَأَعْتِقِي فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

১. যে দাস-দাসীর সাথে মনিবের চুক্তি হয় যে, সে এই পরিমাণ অর্থ আদায় করলে আযাদ হয়ে যাবে। এরূপ চুক্তিকে কিতাবাত বলে। চুক্তির অর্থকেও কিতাবাত বলা যায়।

﴿مَبَالُ اقْوَامٍ يَشْتَرُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَمَنْ اشْتَرَطَ شَيْئًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَلَيْسَ لَهُ وَإِنْ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ وَشَرَطَ اللَّهُ أَحَقُّ وَأَوْثَقُ﴾ *

৪৬৫৫. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। বারীরা (রা) তাঁর মুক্তিলাভের চুক্তিতে ধার্যকৃত অর্থ আদায়ে সাহায্য চাওয়ার জন্য আয়েশা (রা)-এর নিকট আসলেন। তিনি বললেন : তুমি গিয়ে তোমার মালিকদেরকে জিজ্ঞাসা কর, যদি তারা এ কথায় সম্মত হয় যে, আমি তাদের সকল প্রাপ্য আদায় করে দিলে 'ওয়ালা' আমার হবে, তা হলে আমি তোমার সমুদয় প্রাপ্য আদায় করে দেব। বারীরা (রা) তাঁর মালিকদের একথা জানালে তারা তা অস্বীকার করে বললো : যদি আয়েশা তোমাকে সাহায্য করে পুণ্য অর্জন করতে চান তবে করতে পারেন, কিন্তু 'ওয়ালা' আমাদেরই থাকবে। আয়েশা (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট একথা উল্লেখ করলে তিনি বলেন : তুমি ক্রয় করে তাকে মুক্ত করে দাও। ওয়ালা তারই, যে মুক্ত করে। এরপর তিনি বললেন : আফসোস! লোকের কি হলো, তারা এমন শর্ত আরোপ করে যা আল্লাহর কিতাবে নেই। যারা এমন শর্ত করে, যা আল্লাহর কিতাবে নেই, তা পূর্ণ করা হবে না, যদিও শতবার শর্ত করে। আল্লাহর শর্তই অধিকতর গ্রহণযোগ্য ও পালনীয়।

الْمُكَاتَبُ يَبَاعُ قَبْلَ أَنْ يَقْضَىٰ مِنْ كِتَابَتِهِ شَيْئًا

মুকাতাবকে বিক্রি করা বৈধ, যদি সে চুক্তির অর্থ কিছুমাত্র আদায় না করে

৬০৬. أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي رَجَالٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْهُمْ يُونُسُ وَاللَيْثُ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُمْ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ جَاءَتْ بَرِيرَةُ إِلَى فَقَالَتْ يَا عَائِشَةُ إِنِّي كَاتِبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ فِي كُلِّ عَامٍ أَوْقِيَةٌ فَأَعِينَنِي وَلَمْ تَكُن قَضَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئًا فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ وَنَفْسَتْ فِيهَا ارْجِعِي إِلَى أَهْلِكَ فَإِنْ أَحْبَبُوا أَنْ أُعْطِيَهُمْ ذَلِكَ جَمِيعًا وَيَكُونُ وَلَاؤُكَ لِي فَعَلْتُ فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ إِلَى أَهْلِهَا فَعَرَضَتْ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَأَبَوْا وَقَالُوا إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكَ فَلْتَفْعَلْ وَيَكُونُ ذَلِكَ لَنَا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ عَائِشَةَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَا يَمْنَعُكَ ذَلِكَ مِنْهَا ابْتِاعِي وَاعْتِقِي فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ فَفَعَلْتُ وَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللَّهُ تَعَالَى ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَمَا بَالُ النَّاسِ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَنْ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ قَضَاءُ اللَّهِ أَحَقُّ وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ وَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ *

৪৬৫৬. ইউনুস ইবন আবদুল আলা (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : বারীরা (রা) আমার নিকট এসে বললো : হে আয়েশা! আমি আমার মালিকদের সাথে সাত উকিয়ার বিনিময়ে মুক্তিলাভের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছি, প্রতি বছর আমি এক উকিয়া আদায় করবো। অতএব আপনি এ ব্যাপারে আমাকে সাহায্য

করুন। সে তখনও কিছুই আদায় করেনি। আয়েশা (রা) তাঁর প্রতি সদয় হয়ে বলেন : তুমি তোমার মালিকদের কাছে গিয়ে বল, যদি তারা সম্মত হয়, তবে আমি একত্রেই তাদের প্রাপ্য সাত উকিয়া আদায় করে দেব কিন্তু 'ওয়ালা' আমারই হবে। তারা বললো : আয়েশা (রা) ইচ্ছা করলে সওয়াবের উদ্দেশ্যে তোমার সাথে ভাল ব্যবহার যা ইচ্ছা করতে পারেন, কিন্তু 'ওয়ালা' আমাদের থাকবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট আয়েশা (রা) এটা প্রকাশ করলে তিনি বললেন : তাদের কথায় তুমি এর থেকে বিরত থেক না। তুমি তাকে ক্রয় করে মুক্ত করে দাও। কেননা 'ওয়ালা' ঐ ব্যক্তির হবে, যে মুক্ত করে। তিনি তাই করলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : লোকের অবস্থা কী হলো যে, তারা এমন শর্ত আরোপ করে, যা আল্লাহর কিতাবে নেই। যে এমন শর্ত আরোপ করবে, যা আল্লাহর কিতাবে নেই, তার সে শর্ত বাতিল বলে গণ্য হবে, তাতে সে শত শর্তই করুক না কেন। আল্লাহর আদেশই অধিকতর গ্রহণযোগ্য এবং আল্লাহর শর্তই বেশি শক্তিশালী। 'ওয়ালা' আযাদকারী ব্যক্তিই পাবে।

بَيْعُ الْوَلَاءِ

'ওয়ালা' বিক্রয়

৬০৭. أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ *

৪৬৫৭. ইসমাইল ইবন মাসউদ (র) - - - আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ 'ওয়ালা' বিক্রয় বা হেবা করতে নিষেধ করেছেন।

৬০৮. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ *

৪৬৫৮. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ 'ওয়ালা' বিক্রয় বা হেবা করতে নিষেধ করেছেন।

৬০৯. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبرَاهِيمَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ *

৪৬৫৯. আলী ইবন হুজর (র) - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ 'ওয়ালা' বিক্রি করতে বা হেবা করতে নিষেধ করেছেন।

بَيْعُ الْمَاءِ

পানি বিক্রয়

৬১০. أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى السَّيْنَانِيُّ عَنْ

حُسَيْنِ بْنِ وَقْدٍ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ *

৪৬৬০. হুসায়ন ইব্ন হুরায়স (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ পানি বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।

٤٦٦١. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْمِنْهَالِ يَقُولُ سَمِعْتُ إِيَّاسَ بْنَ عُمَرَ وَقَالَ مَرَّةً ابْنُ عَبْدِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ قَالَ قُتَيْبَةُ لَمْ أَفْقَهُ عَنْهُ بَعْضَ حُرُوفِ أَبِي الْمِنْهَالِ كَمَا أَرَدْتُ *

৪৬৬১. কুতায়বা ও আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আবদুর রাহমান (র) - - - - আবু মিনহাল (র) বলেন, আমি ইয়াস ইব্ন উমর (রা) আরেকবার বলেন, ইয়াস ইব্ন আবদ (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে পানি বিক্রি নিষেধ করতে শুনেছি।

بَيْعُ فَضْلِ الْمَاءِ

প্রয়োজনাতিরিক্ত পানি বিক্রয় করা

٤٦٦٢. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِنْهَالِ عَنْ إِيَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ وَبَاعَ قَيْمُ الْوَهْطِ فَضْلَ مَاءِ الْوَهْطِ فَكَرِهَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو *

৪৬৬২. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) - - - - ইয়াস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রয়োজনাতিরিক্ত পানি বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।

٤٦٦٣. أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ حَجَّاجٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّ أَبَا الْمِنْهَالِ أَخْبَرَهُ أَنَّ إِيَّاسَ بْنَ عَبْدِ صَاحِبِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تَبِيعُوا فَضْلَ الْمَاءِ فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ *

৪৬৬৩. ইবরাহীম ইব্ন হাসান (র) - - - - ইয়াস ইব্ন আবদ (রা) যিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবী ছিলেন। তিনি বলেন : অতিরিক্ত পানি বিক্রয় করো না। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ অতিরিক্ত পানি বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।

بَيْعُ الْخَمْرِ

মদ বিক্রয় করা

৬৬৬. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ ابْنِ وَعْلَةَ الْمِصْرِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَمَّا يُفْعَلُ مِنَ الْعِنَبِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَهْدَى رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَأْيِيَةَ خَمْرٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَهَا فَسَارَ وَلَمْ أَفْهَمْ مَاسَارَ كَمَا أَرَدْتُ فَسَأَلْتُ إِنْسَانًا إِلَى جَنْبِهِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ بِمَ سَارَرْتَهُ قَالَ أَمَرْتُهُ أَنْ يَبِيعَهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شَرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا فَفَتَحَ الْمَزَادَتَيْنِ حَتَّى ذَهَبَ مَا فِيهِمَا *

৪৬৬৪. কুতায়বা (র) - - - ইবন ওয়ালা মিসরী (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি ইবন আব্বাস (রা)-এর নিকট আঙুর নিংড়ানো পানি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন : এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে এক মটকা মদ হাদিয়া দিয়েছিল। তখন তিনি তাকে বললেন : তোমার কি জানা নেই যে, আল্লাহ তা'আলা মদ হারাম করেছেন ? এক ব্যক্তি ঐ ব্যক্তির কানে কানে কি কথা বললো, আর কী বললো তা আমি বুঝতে পারিনি। আমি তার নিকটস্থ এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করলাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তুমি এর কানে কানে কী বলেছ ? সে বললো : আমি তার কানে কানে বলেছি, তুমি এটা বিক্রয় করে দাও। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : যেই সত্তা এর পান করাকে হারাম করেছেন, তিনি এর বিক্রয় করাও হারাম করেছেন।

৬৬৬. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا نَزَلَتْ آيَاتُ الرَّبِّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ فَتَلَاهُنَّ عَلَى النَّاسِ ثُمَّ حَرَّمَ التَّجَارَةَ فِي الْخَمْرِ *

৪৬৬৫. মাহমুদ ইবন গায়লান (র) - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন সুদের আয়াত নাযিল হলো, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ মিন্বরে দাঁড়িয়ে তা পাঠ করে শোনালেন। এরপর তিনি মদের ব্যবসা হারাম ঘোষণা করেন।

بَابُ بَيْعِ الْكَلْبِ

পরিচ্ছেদ : কুকুর বিক্রয় করা

৬৬৬. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا مَسْعُودٍ عَقِبَةَ بْنَ عَمْرٍو قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ *

৪৬৬৬. কুতায়বা (র) - - - - আবু মাসউদ উকবা ইবন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ কুকুরের মূল্য, পতিতার রোজগার এবং গণকের পারিতোষিক নিষিদ্ধ করেছেন।

৬৬৭. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عِيسَى قَالَ أَنْبَأَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فُضَالَةَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي أَشْيَاءَ حَرَّمَهَا وَثَمَنُ الْكَلْبِ *

৪৬৬৭. আবদুর রহমান ইবন আবদুল্লাহ ইবন আবদুল হাকাম (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ কতকগুলো বস্তুকে হারাম বলেছেন, এদের মধ্যে তিনি কুকুরের মূল্যের কথাও উল্লেখ করেছেন।

مَا اسْتَنْنَى

যে কুকুর বিক্রি করা যায়

৬৬৮. أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ أَنْبَأَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسُّنُورِ إِلَّا الْكَلْبَ صَيْدٍ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا مُنْكَرٌ *

৪৬৬৮. ইব্রাহীম ইবন হাসান (র) - - - - জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ কুকুর ও বিড়ালের মূল্য নিতে-নিষেধ করেছেন; তবে শিকারী কুকুর ব্যতীত।

بَيْعُ الْخِنْزِيرِ

শূকর বিক্রয় করা

৬৬৯. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ عَامُ الْفَتْحِ وَهُوَ بَيْعَةُ أَنْ اللَّهَ وَرَسُولُهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفْنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبَحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا جَمَلُوهَا ثُمَّ بَاعُوهَا فَكَلُّوا ثَمَنَهُ *

৪৬৬৯. কুতায়বা (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ-কে মক্কা বিজয়ের দিন মক্কায় বলতে শোনেন: আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল মদ, মৃত জন্তু, শূকর এবং মূর্তি বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।

এক লোক জিজ্ঞাসা করলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! মৃত জন্তুর চর্বি বিক্রয় সম্বন্ধে আপনি কী বলেন, যা দ্বারা নৌকা ইত্যাদি তৈলাক্ত করা হয় এবং চামড়ায় তেল লাগানো হয়, আর লোকে তার দ্বারা প্রদীপ জ্বালায় ? রাসূলুল্লাহ্ বললেন : না, তা হারাম। এরপর তিনি বলেন : আল্লাহ তা'আলা ইয়াহুদীদের ধ্বংস করুন, যখন আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর চর্বি হারাম করেন, তখন তারা তা গলিয়ে বিক্রয় করল এবং তার মূল্য ভোগ করল।

بَيْعُ ضِرَابِ الْجَمَلِ

উটের পাল দেওয়ার বিনিময় গ্রহণ

৬৭৮. أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ حَجَّاجٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جَرِيَجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ ضِرَابِ الْجَمَلِ وَعَنْ بَيْعِ الْمَاءِ وَبَيْعِ الْأَرْضِ لِلْحَرْثِ يَبِيعُ الرَّجُلُ أَرْضَهُ وَمَاءَهُ فَعَنْ ذَلِكَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ *

৪৬৭০. ইবরাহীম ইবন হাসান (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ উটের পাল দেওয়ার বিনিময় গ্রহণ করতে, পানি বিক্রয় করতে এবং কৃষিযোগ্য জমি বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।

৬৭৯. أَخْبَرَنَا اسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ح وَآبَانَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ.

৪৬৭১. ইসহাক ইবন ইবরাহীম ও হুমায়দ ইবন মাসআদা (র) - - - - আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ মাদীর সাথে নরের পাল দেয়ার পর বিনিময় গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন।

৬৮০. أَخْبَرَنَا عِصْمَةُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حُمَيْدِ الرَّوَاسِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي الصَّفَقِ أَحَدِ بَنِي كِلَابٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلَهُ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ فَتَنَاهَاهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّا نَكْرُمُ عَلَى ذَلِكَ *

৪৬৭২. ইসমা ইবন ফযল (র) - - - - আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কিলাব গোত্রের এক অংশ বনী সা'ক-এর এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ এর নিকট এসে নর ও মাদী পশুর পাল দেওয়ার বিনিময় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে রাসূলুল্লাহ্ তাকে তা থেকে নিষেধ করেন। তখন সে ব্যক্তি বলে : এর বিনিময়ে আমাদেরকে সম্মান করা হয়।

৬৮১. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْمُغِيرَةِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ

أَبِي نُعْمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ كَسْبِ الْحَبَامِ وَعَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَعَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ *

৪৬৭৩. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সিজা লাগানোর বিনিময়, পশুর পাল দেওয়ার বিনিময় এবং কুকুর বিক্রির বিনিময় নিতে নিষেধ করেছেন।

٤٦٧٤. أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ *

৪৬৭৪. মুহাম্মদ ইবন আলী (র) - - - - আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নর-মাদীর পাল দিয়ে বিনিময় গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন।

٤٦٧٥. أَخْبَرَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ فَضِيلٍ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَعَسْبِ الْفَحْلِ *

৪৬৭৫. ওয়াসিল ইবন আবদুল আ'লা (র) - - - - আবু হাযিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুকুরের মূল্য গ্রহণ করতে এবং নর-মাদীর পাল দিয়ে বিনিময় গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন।

الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْبَيْعَ فَيَفْلِسُ وَيُوجَدُ الْمَتَاعُ بِعَيْنِهِ

ক্রয় করার পর ক্রেতা যদি নিঃস্ব হয়ে যায়, আর বিক্রিত মাল তার কাছে পাওয়া যায়

٤٦٧٦. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ حَزْمٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَيُّمَا أَمْرٍ أَفْلَسَ ثُمَّ وَجَدَ رَجُلٌ عِنْدَهُ سِلْعَتُهُ بِعَيْنِهَا فَهُوَ أَوْلَى بِهِ مِنْ غَيْرِهِ *

৪৬৭৬. কুতায়বা (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি কোন মাল ক্রয় করার পর নিঃস্ব হয়ে যায়, আর তার নিকট বিক্রিত মাল তদবস্থায় পাওয়া যায়, তবে যে মালে অন্যান্য লোক অপেক্ষা বিক্রেতাই অধিক হকদার।

٤٦٧٧. أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي حُسَيْنٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ بْنَ مُحَمَّدٍ بْنَ عَمْرٍو بْنَ حَزْمٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يُعْذِمُ إِذَا وَجَدَ عِنْدَهُ الْمَتَاعَ بِعَيْنِهِ وَعَرَفَهُ أَنَّهُ لِصَاحِبِهِ الَّذِي بَاعَهُ *

৪৬৭৭. আবদুর রহমান ইবন খালিদ ও ইব্রাহীম ইবন হাসান (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যখন কোন ব্যক্তি নিঃস্ব হয়ে যায়, আর তার নিকট কারো বিক্রিত মাল হব্ব পাওয়া যায়, আর বিক্রেতা তা চিনতে পারে, তবে তা সেই ব্যক্তিরই, যে তা বিক্রি করেছে।

৬৭৮. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ عِيَّاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ أَصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي ثِمَارٍ ابْتَاعَهَا وَكَثُرَ دَيْنُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ فَتَصَدَّقُوا عَلَيْهِ وَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ الْإِذْلَكَ *

৪৬৭৮. আহমদ ইবন আমর ইবন সারহ (র) - - - - আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সময়ে এক ব্যক্তির ক্রয় করা ফল বিনষ্ট হওয়ায় তার প্রচুর দেনা হয়ে গেল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তোমরা তাকে দান কর। লোকে তাকে দান করলো, কিন্তু তা তার দেনা পরিমাণ হলো না। তখন যারা পাওনাদার ছিল, তাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তোমরা যা আছে তাই নিয়ে নাও, এর অতিরিক্ত কিছুই পাবে না।

الرَّجُلُ يَبِيعُ السَّلْعَةَ فَيَسْتَحِقُّهَا مِسْتَحِقُّ

বিক্রিত দ্রব্যে কোন হকদারের হক প্রমাণিত হলে

৬৭৯. أَخْبَرَنِي هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عِكْرِمَةَ ابْنِ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنِي أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ بْنُ سِمَاكِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى أَنَّهُ إِذَا وَجَدَهَا فِي يَدِ الرَّجُلِ غَيْرِ الْمُتَمِّهِمْ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَهَا بِمَا اشْتَرَاهَا وَإِنْ شَاءَ أَتْبَعَ سَارِقَهُ وَقَضَى بِذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ *

৪৬৭৯. হারুন ইবন আবদুল্লাহ (র) - - - - উসায়দ ইবন হুরায়র ইবন সিমাক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফয়সালা দিয়েছেন, যদি কোন ব্যক্তি এমন কোন ব্যক্তির নিকট তার মাল পায় যার উপর চুরির অভিযোগ আনা যায় না, তবে তার ইচ্ছা হলে সে ঐ মূল্য দিয়ে তা গ্রহণ করতে পারে, যে মূল্যে সে ব্যক্তি ক্রয় করেছে। আর ইচ্ছা করলে চোরের অনুসন্ধান করতে পারে। আবু বকর এবং উমর (রা)-ও এরূপ ফয়সালা প্রদান করেন।

৬৮০. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ زُوَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ وَلَقَدْ أَخْبَرَنِي عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ أَنَّ أُسَيْدَ بْنَ حُضَيْرٍ الْأَنْصَارِيَّ ثُمَّ أَحَدَ بَنِي حَارِثَةَ

أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ عَامِلًا عَلَى الْيَمَامَةِ وَأَنَّ مَرْوَانَ كَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ أَيْمًا رَجُلٌ سَرَقَ مِنْهُ سَرِقَةً فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا حَيْثُ وَجَدَهَا ثُمَّ كَتَبَ بِذَلِكَ مَرْوَانَ إِلَى فَكَتَبَتْ إِلَى مَرْوَانَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى بِأَنَّهُ إِذَا كَانَ الَّذِي أُبْتِغَاهَا مِنَ الَّذِي سَرَقَهَا غَيْرُ مُتَّهِمٍ يُخِيرُ سَيِّدَهَا فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الَّذِي سَرَقَ مِنْهُ بِثَمَنِهَا وَإِنْ شَاءَ أَتْبَعَ سَارِقَهُ ثُمَّ قَضَى بِذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ فَبِعَتْ مَرْوَانُ بِكِتَابِي إِلَى مُعَاوِيَةَ وَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى مَرْوَانَ إِنَّكَ لَسْتَ أَنْتَ وَلَا أَسِيدُ تَقْضِيَانِ عَلَيَّ وَلَكِنِّي أَقْضِي فِيهِمَا وَلَيْتُ عَلَيَّكَمَا فَأَنْفِذْ لِمَا أَمَرْتُكَ بِهِ فَبِعَتْ مَرْوَانُ بِكِتَابِ مُعَاوِيَةَ فَقُلْتُ لَا أَقْضِي بِهِ مَا وَلَيْتُ بِمَا قَالَ مُعَاوِيَةُ *

৪৬৮০. ‘আমর ইবন মানসুর (র) - - - - ইকরিমা ইবন খালিদ (র) থেকে বর্ণিত যে, উসায়দ ইবন হুযায়র আনসারী (রা) ইয়ামামার শাসনকর্তা ছিলেন। মারওয়ান তার নিকট লিখেন যে, মুআবিয়া (রা) তার নিকট লিখেছেন : যার কোন বস্তু চুরি যায়, তবে সে তার অধিক হকদার, যেখানেই সে তা পাক না কেন। উসায়দ (রা) বলেন : মারওয়ান আমাকে এরূপ লিখলে আমি মারওয়ানকে লিখলাম : রাসূলুল্লাহ ﷺ ফয়সালা দিয়েছেন : যে ব্যক্তি চোরের নিকট হতে তা ক্রয় করেছে সে যদি এমন লোক হয়, যার প্রতি চুরির অভিযোগ নেই, তবে মালের মালিক ইচ্ছা করলে মূল্য দিয়ে তা নিবে, না হয় চোরের অনুসন্ধান করবে। এরপর এর অনুকরণে আবু বকর, উমর (রা) এবং উসমান (রা) ফয়সালা করেন। মুআবিয়া (রা) মারওয়ানকে লিখেন যে, তুমি এবং উসায়দ আমার বিপরীতে ফয়সালা দিতে পার না; বরং আমি যে কর্তৃত্ব লাভ করেছি, সে জন্য আমিই তোমাদের বিপরীতে ফয়সালা দিতে পারি। অতএব আমি যে আদেশ করেছি তা কার্যকর কর। মারওয়ান মুআবিয়া (রা)-এর চিঠি আমার নিকট পাঠালে আমি বললাম : আমি যতদিন শাসক থাকি, ততদিন তাঁর কথামত বিচার করবো না।

٤٦٨١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُوسَى بْنِ السَّائِبِ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرَّجُلُ أَحَقُّ بِعَيْنِ مَالِهِ إِذَا وَجَدَهُ وَيَتْبَعُ الْبَائِعُ مَنْ بَاعَهُ *

৪৬৮১. মুহাম্মদ ইবন দাউদ (র) - - - - সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোন লোক কারও কাছে তার মাল পেলে সে-ই তার মালের অধিক হকদার। আর ক্রেতা সেই ব্যক্তিকে ধরবে, যে তার কাছে তা বিক্রি করেছে।

٤٦٨٢. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَيْمًا أُمْرَأَةً زَوْجَهَا وَلِيَّانَ فَهِيَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا وَمَنْ بَاعَ بَيْنَهُمَا رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا *

৪৬৮২. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) - - - - সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যদি কোন

মহিলাকে দুই অভিভাবক বিয়ে দেয়, তবে প্রথম যার সাথে বিবাহ হয়েছে সে তারই স্ত্রী হবে। আর যদি কেউ কোন জিনিস দু'জন লোকের কাছে বিক্রি করে, তবে তা প্রথমজনেরই প্রাপ্য।

الْإِسْتِفْرَاضُ

কর্জ নেওয়া

৬৮২. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سَفْيَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ أَسْتَفْرَضَ مِنِّي النَّبِيُّ ﷺ أَرْبَعِينَ أَلْفًا فَجَاءَهُ مَالٌ فَدَفَعَهُ إِلَيَّ وَقَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ إِنَّمَا جَزَاءُ السَّلْفِ الْحَمْدُ وَالْأَدَاءُ *

৪৬৮৩. আমার ইবন আলী (র) - - - - ইসমাঈল ইবন ইবরাহীম ইবন আবদুল্লাহ ইবন আবু রাবীআ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি তার পিতার মাধ্যমে তার দাদা হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার নিকট হতে চল্লিশ হাজার দিরহাম কর্জ নিয়েছিলেন। এরপর তাঁর নিকট মাল আসলে তিনি তা আদায় করে বলেন : আল্লাহ তা'আলা তোমার ঘরে এবং মালে বরকত দান করুন। কর্জের বিনিময় তো এই যে, লোক কর্জদাতার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে এবং তা আদায় করবে।

التَّخْلِيْطُ فِي الدِّينِ

দেনা সম্পর্কে কঠোর সতর্কবাণী

৬৮৪. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ عَنْ أَبِي كَثِيرٍ مَوْلَى مُحَمَّدِ بْنِ جَحْشٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَحْشٍ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ ثُمَّ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ مَاذَا نَزَلَ مِنَ التَّشْدِيدِ فَسَكَتْنَا وَفَزِعْنَا فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ سَأَلَتْهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا هَذَا التَّشْدِيدُ الَّذِي نَزَلَ فَقَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيِيَ ثُمَّ قَتَلَ ثُمَّ أُحْيِيَ ثُمَّ قَتَلَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مَادَخَلَ الْجَنَّةَ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ دَيْنُهُ *

৪৬৮৪. আলী ইবন হুজর (র) - - - - মুহাম্মদ ইবন জাহাশ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট বসছিলাম। এমন সময় তিনি আকাশের দিকে তাঁর মাথা উঠান, তারপর তাঁর হাত ললাটের উপর স্থাপন করে বলেন : সুবহানাল্লাহ! কী কঠোরতা অবতীর্ণ হলো! আমরা ভয়ে নির্বাক হয়ে গেলাম। পরদিন আমি জিজ্ঞাসা করলাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ! ঐ কঠোরতা কী ছিল, যা অবতীর্ণ হয়েছে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : যাঁচ নিয়ন্ত্রণ আমার প্রাণ তাঁর কসম! যদি কোন ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হয়, আবার জীবন লাভ করে;

আবার শহীদ হয় এবং আবার জীবিত হয়, পরে আবার শহীদ হয়, আর তার উপর কর্জ থাকে, তবে তার পক্ষ হতে সে কর্জ আদায় না হওয়া পর্যন্ত সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।

৬৮৫. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ سَمْعَانَ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي جَنَازَةٍ فَقَالَ أَهْنُا مِنْ بَنِي فَلَانٍ أَحَدٌ ثَلَاثًا فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ مَا مَنَعَكَ فِي الْمَرْتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ أَنْ لَا تَكُونَ أَجَبْتَنِي أَمَا إِنِّي لَمْ أَتَوْهُ بِكَ إِلَّا بِخَيْرٍ إِنْ فَلَانًا لِرَجُلٍ مِنْهُمْ مَاتَ مَأْسُورًا بِيَدَيْنِهِ *

৪৬৮৫. মাহমুদ ইবন গায়লান (র) - - - সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা এক জানাযায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি তিনবার জিজ্ঞাসা করলেন : এখানে অমুক গোত্রের কেউ আছে কি ? এক ব্যক্তি দাঁড়ালে তিনি বললেন : তুমি প্রথম দুইবার উত্তর দাও নি কেন ? আমি তোমার ভালোর জন্যই ডেকেছি। এরপর তিনি তাদের এক ব্যক্তি সম্বন্ধে বলেন : সে তো মারা গেছে, কিন্তু সে দেনার দায়ে আবদ্ধ রয়েছে।

التَّسْهِيلُ فِيهِ

কর্জ নেওয়ার অবকাশ

৬৮৬. أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ قُدَّامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ هَنْدٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُذَيْفَةَ قَالَ كَانَتْ مَيْمُونَةُ تَدَّانُ وَتُكْثِرُ فَقَالَ لَهَا أَهْلُهَا فِي ذَلِكَ وَلَا مَوْهًا وَوَجَدُوا عَلَيْهَا فَقَالَتْ لَا أَتْرُكُ الدِّينَ وَقَدْ سَمِعْتُ خَلِيلِي وَصَفِيئِي يَقُولُ مَا مِنْ أَحَدٍ يَدَّانُ دِينًا فَعَلِمَ اللَّهُ أَنَّهُ يُرِيدُ قَضَاءَهُ إِلَّا آدَاهُ اللَّهُ عَنْهُ فِي الدُّنْيَا *

৪৬৮৬. মুহাম্মাদ ইবন কুদামা (র) - - - ইমরান ইবন হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : মায়মূনা (রা) লোকের নিকট হতে অনেক কর্জ নিতেন। তাঁর পরিবারের লোক তাকে এ ব্যাপারে কঠিন কথা বলল, তিরস্কার করলো এবং তাঁর উপর অসন্তুষ্ট হলো। তখন তিনি বললেন : আমি কর্জ নেওয়া পরিত্যাগ করবো না। কারণ আমি আমার প্রিয়তম সন্তানকে -কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি কর্জ করে আর আল্লাহ তা'আলা অবগত আছেন যে, সে তা আদায়ের ইচ্ছা রাখে, তা হলে আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীতে তার কর্জ পরিশোধ করে দেবেন।

৬৮৭. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْبَةَ أَنَّ مَيْمُونَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ اسْتَدَّانَتْ فَقِيلَ لَهَا يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ تَسْتَدِّينِينَ وَلَيْسَ عِنْدَكَ وَفَاءٌ قَالَتْ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ أَخَذَ دِينًا وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُؤَدِّيَهُ أَعَانَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ *

৪৬৮৭. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র) - - - - উবায়দুল্লাহ ইবন আবদুল্লাহ ইবন উতবা (র) বলেন : উম্মুল মুমিনীন মায়মূনা (রা) কর্ত্ত গ্রহণ করতেন। তাঁকে বলা হলো : হে উম্মুল মুমিনীন ! আপনি তো কর্ত্ত নিচ্ছেন, অথচ এত কর্ত্ত পরিশোধ করার মত সম্পত্তি আপনার নেই। তিনি বললেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি কর্ত্ত নিয়ে তা পরিশোধের ইচ্ছা রাখে, আল্লাহ তা'আলা তাকে সাহায্য করে থাকেন।

مَطْلُ الْغَنَى

কর্ত্ত আদায়ে সামর্থ্যবান লোকের টালবাহানা করা

৬৮৮. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا أَتَيْتَ أَحَدَكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ وَالْظُّلْمُ مَطْلُ الْغَنَى *
৪৬৮৮. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : তোমাদের কাউকে (তার প্রাপ্যের ব্যাপারে) ধনী ব্যক্তির উপর হাওয়ালা করা হলে সে যেন তা গ্রহণ করে নেয়। আর যদি ধনী লোক কর্ত্ত আদায়ে টালবাহানা করে, তবে তা হবে যুলুম।

৬৮৯. أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ وَبَرِ بْنِ أَبِي دَلِيلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِيَ الْوَاجِدِ يَحِلُّ عِرْضُهُ وَعُقُوبَتُهُ *
৪৬৮৯. মুহাম্মদ ইবন আদম (র) - - - - আমর ইবন শারীদ (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ধনী ব্যক্তি কর্ত্তক দেনা পরিশোধে টালবাহানা করাটা তার মানহানি [অর্থাৎ তার সম্পর্কে অভিযোগ করা] এবং শাস্তিকে বৈধ করে দেয়।

৬৯০. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا وَبَرُ بْنُ أَبِي دَلِيلَةَ الطَّائِفِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ مُسَيْكَةَ وَأَتْنَى عَلَيْهِ خَيْرًا عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِيَ الْوَاجِدِ يَحِلُّ عِرْضُهُ وَعُقُوبَتُهُ *
৪৬৯০. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র) - - - - আমর ইবন শারীদ (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ধনবান লোক যদি কর্ত্ত আদায় করতে টালবাহানা করে, তবে তার মানহানি ঘটানো এবং তাকে শাস্তি দেওয়া বৈধ হয়ে যায়।

الْحَوَالَةِ

হাওয়ালা

৬৯১. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ

بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظَلَمٌ وَإِذَا أَتَيْتُمْ أَحَدَكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ *

৪৬৯১. মুহাম্মদ ইবন সালামা এবং হারিস ইবন মিসকীন (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ধনী ব্যক্তির কর্তৃত্ব আদায় করতে দেবী করা যুলুম। আর তোমাদের কাউকে যদি কর্তৃত্ব আদায় করার ব্যাপারে ধনীর উপর হাওয়ালা করা হয়, তবে সে যেন তা গ্রহণ করে নেয়।

الْكَفَالَةُ بِالْأَدِينِ

কর্ত্তের যামিন হওয়া

٤٦٩٢. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَتَى بِهِ النَّبِيَّ ﷺ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ فَقَالَ إِنَّ عَلَى صَاحِبِكُمْ دَيْنًا فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ أَنَا أَتَكْفُلُ بِهِ قَالَ بِالْوَفَاءِ قَالَ بِالْوَفَاءِ *

৪৬৯২. মুহাম্মদ ইবন আবদুল আ'লা (র) - - - - আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। এক আনসারী ব্যক্তির মৃতদেহ রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট আনা হলো যেন তিনি তার জানাযা পড়ান। তখন তিনি বললেন : এর উপর তো কর্ত্ত রয়েছে। আবু কাতাদা বললেন : আমি এর যামিন হলাম। নবী ﷺ বললেন : তুমি তার সম্পূর্ণ কর্ত্তের ? আবু কাতাদা (রা) বললেন : সম্পূর্ণ কর্ত্তের।

الْتَّرَغِيبُ فِي حَسَنِ الْقَضَاءِ

উত্তমরূপে কর্ত্ত আদায়ের জন্য উৎসাহ প্রদান

٤٦٩٣. أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ وَكِيعٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ صَالِحٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ خِيَارُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً *

৪৬৯৩. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : তোমাদের মধ্যে উত্তম ঐ ব্যক্তি যে উত্তমভাবে কর্ত্ত পরিশোধ করে।

حُسْنُ الْمُعَامَلَةِ وَالرَّفْقُ فِي الْمُطَالَبَةِ

কর্ত্ত উসূল করতে কোমল ব্যবহার করা

٤٦٩٤. أَخْبَرَنَا عِمْسَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنْ رَجُلًا لَمْ يَفْعَلْ خَيْرًا قَطُّ

وَكَانَ يُدَايِنُ النَّاسَ فَيَقُولُ لِرَسُولِهِ خُذْ مَا تَيْسَّرُ وَأَتْرِكَ مَا عَسَرَ وَتَجَاوَزْ لَعَلَّ اللَّهَ تَعَالَى أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا فَلَمَّا هَلَكَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ هَلْ عَمِلْتَ خَيْرًا قَطُّ قَالَ لَا إِلَّا أَنَّهُ كَانَ لِي غُلَامٌ وَكُنْتُ أُدَايِنُ النَّاسَ فَإِذَا بَعَثْتُهُ لِيَتَقَاضَى قُلْتُ لَهُ خُذْ مَا تَيْسَّرُ وَأَتْرِكَ مَا عَسَرَ وَتَجَاوَزْ لَعَلَّ اللَّهَ يَتَجَاوَزَ عَنَّا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى قَدْ تَجَاوَزْتُ عَنْكَ *

৪৬৯৪. ইসা ইবন হাম্মাদ (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : এক ব্যক্তি কখনও কোন ভাল কাজ করেনি। তবে সে মানুষের সংগে বাকিতে কারবার করত আর তার প্রতিনিধিকে বলত, যেখানে কর্ত্তদার নিঃস্ব গরীব হয়, সেখানে ছেড়ে দাও, মাফ করে দাও। হয়তো আল্লাহ তা'আলা আমাদের মাফ করে দেবেন। যখন সেই লোকের মৃত্যু হল, তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে জিজ্ঞাসা করেন : তুমি কি কোন্ নেককাজ করেছ? সে ব্যক্তি বলল : না, কিন্তু আমার এক চাকর ছিল, আমি লোকদেরকে কর্ত্ত দিতাম, যখন আমি তাকে কর্ত্ত উসূল করতে পাঠাতাম, তখন বলে দিতাম : যদি সহজভাবে পাওয়া যায়, তবে তা নেবে আর যেখানে কষ্ট হয়, সেখানে ছেড়ে দেবে, ক্ষমা করে দেবে। তখন আল্লাহ তা'আলা বললেন : আমিও তোমাকে ক্ষমা করলাম।

৪৬৯৫. হিশাম ইবন আম্মার (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : এক ব্যক্তি লোকদের কর্ত্ত দিত; যখন সে কোন গরীবকে দেখতো, তখন সে তার চাকরকে বলতো : তাকে ক্ষমা করে দাও; হয়তো আল্লাহ তা'আলা এর বিনিময়ে আমাদেরকে ক্ষমা কর্ত্তবেন। এরপর লোকটির মৃত্যুর পর আল্লাহ তা'আলার দরবারে উপস্থিত হলে, আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্ষমা করে দিলেন।

৪৬৯৬. আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ ইবন ইসহাক (র) - - - - উসমান ইবন আফ্ফান (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা এমন এক ব্যক্তিকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যে ব্যক্তি ক্রয় কর্ত্ত, বিক্রয় কর্ত্ত, উসূল কর্ত্ত এবং আদায় কর্ত্ত লোকের সাথে কোমল ব্যবহার করত।

الشَّرَكَةُ بِغَيْرِ مَالٍ

মাল ব্যতীত শরীক হওয়া

৬১৭. أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو اسْحَقَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ اشْتَرَكْتُ أَنَا وَعَمَّارٌ وَسَعْدٌ يَوْمَ بَدْرٍ فَجَاءَ سَعْدٌ بِأَسِيرَيْنِ وَلَمْ أَجِءْ أَنَا وَعَمَّارٌ بِشَيْءٍ *

৪৬৯৭. আমার ইবন আলী (র) - - - - আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) বলেন, আমি, আমার এবং সা'দ বদরের দিন অংশীদার হলাম। সা'দ (রা) তো দুইজন বন্দি ধরে আনলেন কিন্তু আমি এবং আমার কিছুই আনলাম না।

৬১৮. أَخْبَرَنَا نُوحُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ شَرِكًا لَهُ فِي عَبْدٍ أُنْتِمَ مَا بَقِيَ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ *

৪৬৯৮. নূহ ইবন হাবীব (র) - - - - সালিম থেকে এবং তিনি তার পিতা [আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা)] থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি গোলামের মধ্যে তার অংশ মুক্ত করে দেয়, তখন সে যেন অন্যের অংশও নিজের মাল দ্বারা মুক্ত করে দেয়, যদি তার নিকট গোলামের মূল্য পরিমাণ মাল থাকে।

الشَّرَكَةُ فِي الرَّقِيقِ

গোলাম-বান্দীতে অংশীদার হওয়া

৬১৯. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَعْتَقَ شَرِكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ وَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ بِقِيمَةِ الْعَبْدِ فَهُوَ عَتِيقٌ مِنْ مَالِهِ *

৪৬৯৯. আমার ইবন আলী (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি দাস অথবা দাসীর মধ্যে নিজের অংশ মুক্ত করে, আর তার এত মাল রয়েছে, যা সেই দাস বা দাসীর অবশিষ্ট অংশের জন্য যথেষ্ট হয়, তবে সে তার মাল দ্বারা মুক্ত হয়ে যাবে।

الشَّرَكَةُ فِي النُّخِيلِ

খেজুরগাছের অংশীদার হওয়া

৬২০. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ أَيُّكُمْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ أَوْ نَخْلٌ فَلَا يَبِغُهَا حَتَّى يَغْرِضَهَا عَلَى شَرِيكِهَا *

৪৭০০. কুতায়বা (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের মধ্যে যার নিকট জমি অথবা খেজুর গাছ থাকে, সে যেন তার অংশীদারকে না জানিয়ে তা বিক্রয় না করে।

الشُّرْكَةُ فِي الرِّبَاعِ

জমিতে অংশীদারি

৪৭.১. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ أَتَيْنَا ابْنَ إِدْرِيسَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شَرِكَةٍ لَمْ تَقْسَمْ رُبْعَةً وَحَاطِطٍ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبْنِعَهُ حَتَّى يُؤْذَنَ شَرِيكُهُ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ وَإِنْ بَاعَ وَلَمْ يُؤْذَنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ *

৪৭০১. মুহাম্মদ ইবন 'আলা (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রত্যেক এমন এজমালি সম্পত্তিতে 'শুফআ'-এর আদেশ করেছেন, যা এখনও বন্টন করা হয়নি, তা ঘরবাড়ি হোক বা বাগান, এক অংশীদারের নিজের অংশ অন্য অংশীদারকে না জানিয়ে এবং তার অনুমতি ছাড়া বিক্রি করা বৈধ নয়। সেই অংশীদারের ইচ্ছা, সে নিতেও পারে, নাও নিতে পারে। যদি কোন অংশীদার অন্য অংশীদারকে না জানিয়ে বিক্রি করে দেয়, তবে সে তার অধিক হকদার।

ذِكْرُ الشُّفْعَةِ وَأَحْكَامِهَا

শুফআ ও তার বিধান

৪৭.২. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقْبِهِ *

৪৭০২. আলী ইবন হুজর (র) - - - - আবু রাফে' (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : প্রতিবেশী শুফআর বেশি হকদার।

৪৭.৩. أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْمُعَلَّمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَرْضِي لَيْسَ لِأَحَدٍ فِيهَا شَرِكَةٌ وَلَا قِسْمَةٌ إِلَّا الْجَوَارُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقْبِهِ *

৪৭০৩. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র) - - - - আমর ইবন শারীদ তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : এক ব্যক্তি বললো : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমার জমি আছে, যাতে কারও অংশীদারিত্ব নেই এবং কারো ভাগও নেই। তবে আমার প্রতিবেশী আছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : প্রতিবেশী শুফআর অধিক হকদার।

৪৭.৪. أَخْبَرَنَا هِلَالُ ابْنِ بِشْرِ قَالَ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عَيْسَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقَسَمْ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَعُرِفَتِ الطَّرِيقُ فَلَا شُفْعَةَ *

৪৭০৪. হিলাল ইব্ন বিশর (র) - - - - আবু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : শুফআ প্রত্যেক এমন সম্পত্তিতে রয়েছে, যা বন্টন করা হয়নি। যখন সীমানা চিহ্নিত হয়ে যায়, পথ নির্দিষ্ট হয়ে যায়, তখন আর 'শুফআ' থাকে না।

৪৭.৫. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رِزْمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ حُسَيْنٍ وَهُوَ ابْنُ وَاقِدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالشُّفْعَةِ وَالْجَوَارِ *

৪৭০৫. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল আযীয (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ শুফআ এবং প্রতিবেশীর অধিকারের পক্ষে ফায়সালা দিয়েছেন।

كِتَابُ الْقَسَامَةِ

অধ্যায় : কাসামাহ্

ذِكْرُ الْقَسَامَةِ الَّتِي كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ

জাহিলী যুগে প্রচলিত কাসামাহ

٤٧, ٦. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا قُتَيْبُ بْنُ هَبِيبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ الْمَدَنِيُّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَوَّلُ قَسَامَةٍ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ اسْتَأْجَرَ ٢ رَجُلًا مِنْ قُرَيْشٍ مِنْ فَخْذٍ أَحَدِهِمْ قَالَ فَإِنْ طَلَّقَ مَعَهُ فِي ابْنِهِ فَمَرِّ بِهِ رَجُلٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ قَدْ انْقَطَعَتْ عُرْوَةُ جُوالِقِهِ فَقَالَ اغْنِنِي بِعِقَالٍ أَشَدُّ بِهِ عُرْوَةَ جُوالِقِي لِأَتَنْفِرَ الْإِبِلَ فَأَعْطَاهُ عِقَالًا يَشُدُّ بِهِ عُرْوَةَ جُوالِقِهِ فَلَمَّا نَزَلُوا وَعَقِلَتِ الْإِبِلُ الْإِبِلُ الْبَعِيرُ وَاحِدًا فَقَالَ الَّذِي اسْتَأْجَرَهُ مَا شَأْنُ هَذَا الْبَعِيرِ لَمْ يَعْقَلْ مِنْ بَيْنِ الْإِبِلِ قَالَ لَيْسَ لَهُ عِقَالٌ قَالَ فَأَيْنَ عِقَالُهُ قَالَ مَرَّيْ رَجُلٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ قَدْ انْقَطَعَتْ عُرْوَةُ جُوالِقِهِ فَاسْتَفَانَنِي فَقَالَ اغْنِنِي بِعِقَالٍ أَشَدُّ بِهِ عُرْوَةَ جُوالِقِي لِأَتَنْفِرَ الْإِبِلَ فَأَعْطَيْتُهُ عِقَالًا فَحَذَفَهُ بَعْضًا كَانَ فِيهَا أَجَلُهُ فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ فَقَالَ أَتَشْهَدُ الْمَوْسِمُ قَالَ مَا أَشْهَدُ وَرُبَّمَا شَهِدْتُ قَالَ هَلْ أَنْتَ مُبْلَغٌ عَنِّي رِسَالَةً مَرَّةً مِنَ الدَّهْرِ قَالَ نَعَمْ قَالَ إِذَا شَهِدْتَ الْمَوْسِمَ فَنَادِ يَا آلَ قُرَيْشٍ فَإِذَا أَجَابُوكَ فَنَادِ يَا آلَ هَاشِمٍ فَإِذَا أَجَابُوكَ فَسَلْ عَنْ أَبِي طَالِبٍ فَأَخْبِرْهُ أَنْ فُلَانًا قَتَلَنِي فِي عِقَالٍ وَمَاتَ الْمُسْتَأْجَرُ فَلَمَّا قَدِمَ الَّذِي اسْتَأْجَرَهُ أَتَاهُ أَبُو طَالِبٍ فَقَالَ مَا فَعَلَ صَاحِبُنَا قَالَ مَرِضٌ فَأَحْسَنْتُ الْقِيَامَ عَلَيْهِ ثُمَّ مَاتَ فَتَنَزَّلْتُ فَدَفَنْتُهُ فَقَالَ

১. কাউকে হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হলে, তা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য যে কসম করা হয়, সেই কসমকে শরীয়তে 'কাসামাহ' বলা হয়।
২. কোন কোন বর্ণনায় এ রকমই আছে। কিন্তু এটা ভুল; সঠিক হচ্ছে اسْتَأْجَرَهُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ যেমন নাসাই শরীফের হিন্দুস্থানী মুদ্রণে আছে। তা ছাড়া বুখারী শরীফের প্রসিদ্ধ বর্ণনাও তাই এবং ইবন হাজার (র) সেটাকেই বিশ্বস্ত বলেছেন।

كَانَ ذَا أَهْلٍ ذَاكَ مِنْكَ فَمَكَتْ حِينًا إِنَّ الرَّجُلَ الْيَمَانِيَّ الَّذِي كَانَ أَوْصَى إِلَيْهِ أَنْ يُبَلِّغَ عَنْهُ
وَأَقْبَى الْمَوْسِمِ قَالَ يَا آلَ قُرَيْشٍ قَالُوا هَذِهِ قُرَيْشٌ قَالَ يَا آلَ بَنِي هَاشِمٍ قَالُوا هَذِهِ بَنُو هَاشِمٍ
قَالَ أَيْنَ أَبُو طَالِبٍ قَالَ هَذَا أَبُو طَالِبٍ قَالَ أَمَرَنِي فُلَانٌ أَنْ أُبَلِّغَكَ رِسَالَةً أَنْ فُلَانًا قَتَلَهُ فِي
عَقَالٍ فَأَتَاهُ أَبُو طَالِبٍ فَقَالَ اخْتَرْمِنَا إِحْدَى ثَلَاثِ إِنْ شِئْتَ أَنْ تُؤَدِّيَ مِائَةَ مِنَ الْإِبِلِ فَإِنَّكَ
قَتَلْتَ صَاحِبَنَا خَطَأً وَإِنْ شِئْتَ يَحْلِفُ خَمْسُونَ مِنْ قَوْمِكَ أَنَّكَ لَمْ تَقْتُلْهُ فَإِنْ أَبَيْتَ قَتَلْنَاكَ
بِهِ فَأَتَى قَوْمَهُ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُمْ فَقَالُوا نَحْلِفُ فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ
مِنْهُمْ قَدْ وَلَدَتْ لَهُ فَقَالَتْ يَا أَبَا طَالِبٍ أَحِبُّ أَنْ تُجِيزَ ابْنِي هَذَا بِرَجُلٍ مِنَ الْخَمْسِينَ وَلَا تُصْنِرَ
يَمِينَهُ فَفَعَلَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَالَ يَا أَبَا طَالِبٍ أَرَدْتُ خَمْسِينَ رَجُلًا أَنْ يَحْلِفُوا مَكَانَ مِائَةِ
مِنَ الْإِبِلِ يُصِيبُ كُلُّ رَجُلٍ بَعِيرَانِ فَهَذَانِ بَعِيرَانِ فَاقْبِلْهُمَا عَنِّي وَلَا تُصْنِرَ يَمِينِي حِينَ
تُصْنِرُ الْإِيمَانَ فَقَبِلَهُمَا وَجَاءَ ثَمَانِيَّةٌ وَأَرْبَعُونَ رَجُلًا حَلَفُوا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَوَا الَّذِي نَفْسِي
بِيَدِهِ مَا حَالَ الْحَوْلُ وَمِنْ الثَّمَانِيَّةِ وَالْأَرْبَعِينَ عَيْنٌ تَطُوفُ *

৪৭০৬. মুহাম্মদ ইবন ইয়াহুইয়া (র) - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সর্বপ্রথম জাহিলী
যুগে যে কাসামাহ (শপথ গ্রহণ)-এর ঘটনা ঘটে, তা ছিল এইরূপ যে, কুরায়শের এক শাখা গোত্রের এক ব্যক্তি
হাশিম গোত্রের এক ব্যক্তিকে অর্থের বিনিময়ে কাজ করার জন্য রেখেছিল। সে তার সাথে তার উটের স্থানে
গেল। সেখানে অন্য এক লোকের সাথে তার সাক্ষাৎ হয়, সেও বনু হাশিমেরই লোক ছিল। সেই ব্যক্তির থলির
রশি ছিঁড়ে গিয়েছিল। সেই লোক বলল, একটি রশি দ্বারা আমার সাহায্য করুন, যেন আমি আমার থলিটি বাঁধতে
পারি। এমন না হয় যে, থলির মালামাল পড়ে যায় আর সে কারণে উট ছোট্টাছুটি শুরু করে দেয়। হাশিম গোত্রীয়
মজুর তাকে একখানা রশি দিয়ে দিল যাতে তার থলি বাঁধতে পারে। যখন তারা অবতরণ করল সকল উট তো
বাঁধা হলো কিন্তু একটি উট থেকে গেল, তা বাঁধা গেল না। যে ব্যক্তি তাকে কাজে রেখেছিল, সে জিজ্ঞাসা
করলো : এই উটের কী হলো ? একে বাঁধলে না কেন ? চাকর বললো : এর বাঁধার রশি নেই। সে জিজ্ঞাসা
করলো : রশি কোথায় গেল ? চাকর বললো : বনী হাশিমের এক ব্যক্তির সাথে আমার সাক্ষাৎ হলে তার থলি
বাঁধার রশি ছিঁড়ে গিয়েছিল, সে আমাকে বললো : একটি রশি দিয়ে আমার সাহায্য করুন, যা দ্বারা আমি আমার
থলির মুখ বন্ধ করতে পারি যাতে আমার উট পালিয়ে না যায়। আমি তাকে বাঁধার জন্য রশি দিয়ে দেই। একথা
শুনেনি মালিক মজুরকে লাঠি দিয়ে আঘাত করে। ফলে মজুরটি মারা যায়। সে যখন মুমূর্ষু, তখন ইয়ামনী
জনৈক ব্যক্তি তার নিকট দিয়া যাচ্ছিল। সে জিজ্ঞাসা করলো : আপনি হজ্জে যাবেন ? সে বললো : পূর্বে
গিয়েছিলাম এবার যাব না। সে বললো : আপনি যখনই যাবেন, আমার একটি সংবাদ তখন পৌঁছাতে পারবেন
কি ? লোকটি বললো : হ্যাঁ। সে বললো : আপনি হজ্জ মৌসুমে গেলে সেখানে হে কুরায়শ গোত্রের লোক !
বলে ডাক দিবেন, তারা জবাব দিলে আবার ডাকবেন, হে হাশিম গোত্রের লোক ! তারা জবাব দিলে আপনি আবু
তালিব সম্পর্কে খোঁজ নেবেন। তাঁকে বলবেন : 'আমাকে অমুক ব্যক্তি একটি রশির কারণে হত্যা করেছে।'

এই বলেই সে মৃত্যুবরণ করলো। মালিক ব্যক্তি মক্কায় আসলে আবু তালিব তাকে জিজ্ঞাসা করল : আমাদের লোক কোথায় ? সে বললো : তার অসুখ হয়েছিল, আমি তার উত্তমরূপে সেবা করি, কিন্তু সে মারা যায়। আমি অবতরণ করে তাকে দাফন করি। আবু তালিব বললেন : তোমার থেকে সে একরূপ ব্যবহার পাওয়ারই উপভূক্ত ছিল। কিছু দিন পর ইয়ামন হতে ঐ ব্যক্তি আগমন করল, যাকে ঐ মজুর ব্যক্তি তার সংবাদ দেওয়ার ওসীয়াত করেছিল। সে বললো : হে কুরায়শ গোত্র ! তারা বললো : এই যে আমরা। সে বললো, হে বনী হাশিম ! তারা বললো : এই যে বনু হাশিমের লোক। সে জিজ্ঞাসা করলো : আবু তালিব কোথায় ? তারা বললো : এই যে আবু তালিব। সে বললো : আমাকে অমুক ব্যক্তি ওসীয়াত করেছিল, আপনাকে এই সংবাদ দেওয়ার জন্য যে, অমুক ব্যক্তি একটি রশির জন্য তাকে লাঠির আঘাতে হত্যা করেছে। আবু তালিব সে ব্যক্তির নিকট গিয়ে বললেন, তুমি আমার গোত্রের লোককে হত্যা করেছ। এখন তিনটি প্রস্তাবের একটা গ্রহণ কর। যদি তুমি ইচ্ছা কর, তবে দিয়াতের একশত উট দিয়ে দাও। কেননা তুমি আমাদের লোককে ভুলবশত হত্যা করেছ। আর যদি তুমি ইচ্ছা কর, তা হলে তোমার গোত্রের পঞ্চাশজন লোক কসম খেয়ে বলবে যে, তুমি তাকে হত্যা করনি। যদি তুমি এর কোন শর্ত গ্রহণ না কর, তবে আমরা তোমাকে ঐ ব্যক্তির পরিবর্তে হত্যা করবো। সে ব্যক্তি তার গোত্রের নিকট গিয়ে একথা বললো। তখন তারা বললো : আমরা শপথ করবো। এরপর বনু হাশিম গোত্রের এক নারী যার সেই গোত্রে বিয়ে হয়েছিল, পুত্র সন্তানও জন্ম দিয়েছিল, আবু তালিবের নিকট এসে বললো : হে আবু তালিব ! আমার ইচ্ছা আপনি পঞ্চাশজন লোকের একজন হিসেবে আমার এই ছেলেকে শপথ হতে নিষ্কৃতি দেবেন। আবু তালিব তা মঞ্জুর করলেন। এরপর তাদের আর এক ব্যক্তি এসে বললো : হে আবু তালিব ! আপনি একশত উটের পরিবর্তে ৫০ লোকের শপথ নিতে চান, তাতে একজনের জন্য দুই উট পড়ে। অতএব এই দুই উট গ্রহণ করে আমাকে শপথ হতে রেহাই দিন। আবু তালিব এটাও গ্রহণ করলেন। পরে আটচল্লিশজন লোক এসে কসম করলো। ইবন আব্বাস (রা) বলেন, আল্লাহর কসম! এক বছর শেষ না হতেই ঐ আটচল্লিশজন লোকের সবাই মারা গেল।

الْقَسَامَةُ

শপথ

৪৭.৭.. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ أَتَيْنَا ابْنَ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ وَسَلِيمَانُ بْنُ يَسَارٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْأَنْصَارِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَقْرَأَ الْقَسَامَةَ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ *

৪৭০৭. আহমদ ইবন আমর ইবন সারহ ও ইউনুস ইবন আবদুল আ'লা (র) ----- রাসূলুল্লাহ ﷺ এর এক আনসারী সাহাবী থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ কাসামাহ জাহিলী যুগে যেভাবে প্রচলিত ছিল সেভাবেই বহাল রাখেন।

৪৭.৮.. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَاشِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَسَلِيمَانِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَنَسٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّ الْقَسَامَةَ كَانَتْ فِي

الْجَاهِلِيَّةِ فَأَقْرَاهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَقَضَىٰ بِهَا بَيْنَ أَنَاسٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي قَتِيلٍ ادَّعَوْهُ عَلَىٰ يَهُودٍ خَيْبَرَ خَالَفَهُمَا مَعْمَرٌ *

৪৭০৮. মুহাম্মদ ইবন হাশিম (র) - - - - রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কয়েকজন সাহাবী হতে বর্ণিত। কাসামাহ জাহিলী যুগে প্রচলিত ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ একে বহাল রাখেন। তিনি আনসারদের মোকদ্দমায় কাসামাহ-এর আদেশ দেন, যখন তারা খায়বরের ইয়াহুদীদের বিরুদ্ধে একটি হত্যার দাবি উত্থাপন করেছিল।

٤٧٠٩. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ كَانَتْ الْقَسَامَةُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ثُمَّ أَقْرَاهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْأَنْصَارِ الَّذِي وَجِدَ مَقْتُولًا فِي جُبِّ الْيَهُودِ فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ الْيَهُودُ قَتَلُوا صَاحِبَنَا *

৪৭০৯. মুহাম্মদ ইবন রাফি' (র) - - - - ইবন মুসায়্যাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : জাহিলী যুগে কাসামাহ প্রচলিত ছিল। পরে রাসূলুল্লাহ ﷺ একে সেই আনসারীর ক্ষেত্রে আরোপ করেন, যার লাশ ইয়াহুদীদের কূপে পাওয়া গিয়েছিল, কেননা আনসার দাবি করে যে, ইয়াহুদীরা আমাদের লোককে হত্যা করেছে।

تَبْدِئَةُ أَهْلِ الدَّمِ فِي الْقَسَامَةِ

নিহতের অভিভাবকদের প্রথমে শপথ করানো

٤٧١٠. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ أَبِي لَيْلَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ سَهْلَ بْنَ أَبِي حَنْظَلَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ وَمُحْيِصَةَ خَرَجَا إِلَىٰ خَيْبَرَ مِنْ جَهْدٍ أَصَابَهُمَا فَاتَىٰ مُحْيِصَةَ فَأَخْبَرَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ قَدْ قُتِلَ وَطُرِحَ فِي فِقِيرٍ أَوْ عَيْنٍ فَاتَىٰ يَهُودَ فَقَالَ أَنْتُمْ وَاللَّهِ قَتَلْتُمُوهُ فَقَالُوا وَاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ ثُمَّ أَقْبَلَ حَتَّىٰ قَدِمَ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ثُمَّ أَقْبَلَ هُوَ وَحُويصَةُ وَهُوَ أَخُوهُ أَكْبَرُ مِنْهُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ فَذَهَبَ مُحْيِصَةُ لِيَتَكَلَّمَ وَهُوَ الَّذِي كَانَ بِخَيْبَرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَبُرَ كَبِيرٌ وَتَكَلَّمَ حُويصَةُ ثُمَّ تَكَلَّمَ مُحْيِصَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِمَّا أَنْ يَدُودَا صَاحِبِكُمْ وَإِمَّا أَنْ يُوْذَنُوا بِحَرْبٍ فَكُتِبَ النَّبِيُّ ﷺ فِي ذَلِكَ فَكَتَبُوا إِنَّا وَاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِحُويصَةَ وَمُحْيِصَةَ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ تَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ قَالُوا لَا قَالَ فَتَحْلِفْ لَكُمْ يَهُودُ قَالُوا لَيْسُوا مُسْلِمِينَ فَوْدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ عِنْدِهِ فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ بِمِائَةِ نَاقَةٍ حَتَّىٰ أَدْخَلَتْ عَلَيْهِمُ الدَّارُ قَالَ سَهْلٌ لَقَدْ رَكَّضْتَنِي مِنْهَا نَاقَةٌ حَمْرَاءُ *

৪৭১০. আহমদ ইবন আমর ইবন সারহ (র) - - - সাহল ইবন আবু হাসমা (রা) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবন সাহল এবং মুহাযিয়াস তাঁদের অর্থ-কষ্টের দরুন খায়বরের দিকে রওয়ানা হন। পরে মুহাযিয়াসার নিকট এক ব্যক্তি এসে বলে : আবদুল্লাহ ইবন সাহল নিহত হয়েছে। আর তাকে এক অতি অন্ধকার কূপে ফেলে দেয়া হয়েছে। একথা শুনে মুহাযিয়াস ইয়াহুদীদের নিকট গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন : আল্লাহর শপথ! তোমরা তাকে হত্যা করেছ। তারা বললো : আল্লাহর শপথ! আমরা তাকে হত্যা করিনি। মুহাযিয়াস সেখান থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট গিয়ে পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করলেন। এরপর মুহাযিয়াস, তার বড় ভাই হুযায়িয়াস এবং আবদুল্লাহ ইবন সাহল নবী ﷺ -এর কাছে আসলেন। মুহাযিয়াস, যিনি খায়বারে ছিলেন। আগে কথা বলতে চাইলে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : বড়কে আগে কথা বলতে দাও। এরপর হুযায়িয়াস কথা বললেন, তারপর বললেন, মুহাযিয়াস। সব শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : ইয়াহুদীদের উচিত তোমার ভাইয়ের দিয়াত আদায় করা, অন্যথায় তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দেওয়া হবে। তারপর তিনি ইয়াহুদীদেরকে এ ব্যাপারে লিখলে তারা উত্তর দিল, আল্লাহর শপথ! আমরা হত্যা করিনি। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ হুযায়িয়াস, মুহাযিয়াস এবং আবদুর রহমানকে বললেন : আচ্ছা, এখন তোমরা শপথ করে তোমাদের ভাইয়ের হত্যার প্রমাণ দাও। তখন তাঁরা বললেন : না, আমরা শপথ করবো না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তাহলে ইয়াহুদীরা কসম করে বলবে যে, আমরা হত্যা করিনি, তারা বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ! ইয়াহুদীরা তো মুসলমান নয় (তারা মিথ্যা কসম করবে)। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে তাদেরকে দিয়াত স্বরূপ একশত উট দিয়ে দেন। তারা উট নিয়ে তাদের বাড়িতে প্রবেশ করেন। সাহল (রা) বলেন : এর একটি লাল উটনী আমাকে পদাঘাত করেছিল।

৪৭১১. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ أُنْبَأَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي لَيْلَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ سَهْلٍ بْنِ أَبِي حُثْمَةَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ وَرِجَالٌ كِبَرَاءُ مِنْ قَوْمِهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ وَمُحِيصَةَ خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ مِنْ جَهْدِ أَصَابِهِمْ فَاتَى مُحِيصَةَ فَأَخْبَرَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ قَدْ قُتِلَ وَطُرِحَ فِي ثَقِيرٍ أَوْ عَيْنٍ فَاتَى يَهُودَ وَقَالَ أَنْتُمْ وَاللَّهِ قَتَلْتُمُوهُ قَالُوا وَاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ فَأَقْبَلَ حَتَّى قَدِمَ عَلَى قَوْمِهِ فذَكَرَ لَهُمْ ثُمَّ أَقْبَلَ هُوَ وَآخُوهُ حُويصَةَ وَهُوَ أَكْبَرُ مِنْهُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ فَذَهَبَ مُحِيصَةُ لِيَتَكَلَّمَ وَهُوَ الَّذِي كَانَ يَخْبِرُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِمُحِيصَةَ كَبُرَ كِبَرُ يَرِيدُ السَّنَ فَتَكَلَّمَ حُويصَةَ ثُمَّ تَكَلَّمَ مُحِيصَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِمَّا أَنْ يَدُودًا صَاحِبِكُمْ وَإِمَّا أَنْ يُؤْذَنُوا بِحَرْبٍ فَكَتَبَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي ذَلِكَ فَكَتَبُوا إِنَّا وَاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِحُويصَةَ وَمُحِيصَةَ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ اتَّحِلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ قَالُوا لَا قَالَ فَتَحَلَّفَ لَكُمْ يَهُودُ قَالُوا لَيْسُوا بِمُسْلِمِينَ فَوَدَّاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ عِنْدِهِ فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ بِمِائَةِ نَاقَةٍ حَتَّى أُدْخِلَتْ عَلَيْهِمُ الدَّارُ قَالَ سَهْلٌ لَقَدْ رَكُضْتَنِي مِنْهَا نَاقَةٌ حَمْرَاءُ *

৪৭১১. মুহাম্মদ ইব্ন সালামা (র) - - - সাহল ইব্ন আবু হাসমা (রা) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইব্ন সাহল এবং মুহাযিয়া (রা) তাদের অভাবের দরুন খায়বরে যান। এরপর মুহাযিয়া-এর নিকট এক ব্যক্তি এসে বললো : আবদুল্লাহ ইব্ন সাহলকে হত্যা করা হয়েছে এবং একটি অন্ধকার কূপে তাকে নিক্ষেপ করা হয়েছে। একথা শুনে মুহাযিয়া ইয়াহুদীদের নিকট গিয়ে বললেন : আল্লাহর কসম! তোমরা তাকে হত্যা করেছে। তারা বললো : আল্লাহর শপথ! আমরা তাকে হত্যা করিনি। মুহাযিয়া সেখান থেকে রাসূলুল্লাহ -এর নিকট উপস্থিত হয়ে সকল ঘটনা তাঁকে অবহিত করেন। এরপর মুহাযিয়া, তার বড় ভাই হুওয়ায়্যাসাহ এবং আবদুর রহমান ইব্ন সাহল মিলিত হয়ে আসেন। মুহাযিয়া (রা) খায়বরে প্রথম গমন করেন বিধায় তিনি প্রথমে কথা বলতে চাইলে রাসূলুল্লাহ বললেন : বড় ভাইকে সম্মান কর। পরে হুওয়ায়্যাসাহ সকল ঘটনা বর্ণনা করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ বললেন : তোমাদের ভাইয়ের দিয়াত দিয়ে দেওয়া ইয়াহুদীদের কর্তব্য, অন্যথায় তাদেরকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকতে বলা হবে। এরপর এ ব্যাপারে ইয়াহুদীদেরকে লিখলে তারা জবাব দেয় যে, আল্লাহর কসম! আমরা তাকে হত্যা করি নাই। এরপর রাসূলুল্লাহ হুওয়ায়্যাসাহ, মুহাযিয়া এবং আবদুর রহমানকে বললেন : এখন তোমরা শপথ করে তোমাদের ভাইয়ের হত্যা প্রমাণিত কর। তাঁরা বললেন : আমরা শপথ করতে পারি না (কারণ আমরা চাক্ষুষ দেখিনি)। তখন রাসূলুল্লাহ বললেন : তা হলে ইয়াহুদীরা তোমাদের বিপক্ষে শপথ করবে। তারা বললেন : ইয়াহুদীরা! তারা তো মুসলমান নয়। পরে রাসূলুল্লাহ তাদের দিয়াত নিজেই আদায় করেন এবং একশত উট তাদের নিকট পাঠিয়ে দেন। যা নিয়ে তারা তাদের ঘরে প্রবেশ করেন। সাহল বলেন : এর একটি লাল উটনী আমাকে পদাঘাত করেছিল।

ذَكَرُ اخْتِلَافِ الْفَاطِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ سَهْلٍ فِيهِ

এই হাদীসে সাহল হতে বর্ণনাকারীর বর্ণনাগত পার্থক্য

৪৭১২. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَظْمَةَ قَالَ وَحَسِبْتُ قَالَ وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّهُمَا قَالَا خَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ بْنُ زَيْدٍ وَمُحِيصَةُ ابْنُ مَسْعُودٍ حَتَّى إِذَا كَانَا بِخَيْبَرَ تَفَرَّقَا فِي بَعْضِ مَا هُنَاكَ ثُمَّ إِذَا بِمُحِيصَةَ يَجِدُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ قَتِيلًا فَدَفَنَهُ ثُمَّ أَقْبَلَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ هُوَ وَحُوَيْصَةُ بْنُ مَسْعُودٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ وَكَانَ أَصْفَرُ الْقَوْمِ فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَتَكَلَّمُ قَبْلَ صَاحِبِيهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَبِّرِ الْكُبْرَ فِي السَّنِّ فَصَمَّتْ وَتَكَلَّمَ صَاحِبَاهُ ثُمَّ تَكَلَّمَ مَعَهُمَا فَذَكَرُوا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَقْتَلَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَهْلٍ فَقَالَ لَهُمْ اتَّحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا وَتَسْتَحِقُّونَ صَاحِبَكُمْ أَوْ قَاتِلَكُمْ قَالُوا كَيْفَ نَحْلِفُ وَلَمْ نَشْهَدْ قَالَ فَتَبَرَّئْتُكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ يَمِينًا قَالُوا وَكَيْفَ نَقْبَلُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَعْطَاهُ عَقْلَهُ *

৪৭১২. কুতায়বা (র) - - - - বুশায়র ইব্ন ইয়াসার (র) সাহল ইব্ন আবু হাসমা এবং রাফি' ইব্ন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তাঁরা বলেন : আবদুল্লাহ ইব্ন সাহল এবং মুহাযিয়া ইব্ন মাসউদ একত্রে বের হন। খায়বরে পৌঁছলে কোন এক স্থানে তারা পরস্পর পৃথক হয়ে যান। এরপর মুহাযিয়া (রা) আবদুল্লাহ ইব্ন সাহলকে দেখলেন যে, তিনি মৃত অবস্থায় পড়ে আছেন। তিনি তাকে দাফন করলেন। পরে নবী ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হন। তিনি নিজে, হুওয়াযিয়া ইব্ন মাসউদ এবং আবদুর রহমান ইব্ন সাহল। আবদুর রহমান সকলের মধ্যে বয়সে ছোট ছিলেন। তিনি প্রথমে কথা বলতে আরম্ভ করলে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যারা বয়সে বড় তাদের সম্মানের প্রতি লক্ষ্য রাখ। তখন তিনি চুপ হয়ে যান। তখন তার সাথীদ্বয় কথা বলতে থাকেন এবং তিনিও তাদের সাথে কথা বলছিলেন। তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট ঐ স্থানের কথা বললেন : যেখানে আবদুল্লাহ ইব্ন সাহল নিহত হন। তিনি জিজ্ঞাসা করেন : তোমরা পঞ্চাশ ব্যক্তি কি শপথ করতে পারবে যা দ্বারা তোমরা তোমাদের অভিযুক্ত ব্যক্তি কিংবা বললেন, তোমাদের লোকের হত্যাকারীর বিচার লাভের অধিকার প্রতিষ্ঠা করবে? তারা বললেন : যখন আমরা দেখিনি এবং আমরা উপস্থিতও ছিলাম না, তখন আমরা কী করে শপথ করতে পারি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তা হলে ইয়াহুদীদের পঞ্চাশ ব্যক্তি শপথ করে তোমাদের অভিযোগ থেকে মুক্ত হয়ে যাক? তারা বললেন : আমরা কাফিরদের কসম কিরূপে বিশ্বাস করবো? রাসূলুল্লাহ ﷺ এ অবস্থা দেখে নিজে দিয়াত আদায় করে দেন।

৪৭১৩. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ قَالَ أَتَيْنَا حَمَادًا قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَنْظَلَةَ وَرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ أَنَّ مُحِیَصَةَ بْنَ مَسْعُودٍ وَعَبْدُ اللَّهِ ابْنَ سَهْلٍ أَتَيَا خَيْبَرَ فِي حَاجَةٍ لَهُمَا فَتَفَرَّقَا فِي الْبُخْلِ فَقَتَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ فُجَاءَ أَخُوهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ وَحَوِیَصَةُ وَمُحِیَصَةُ أَتَيَا عَمَّهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَتَكَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فِي أَمْرِ أَخِيهِ وَهُوَ أَصْفَرُ مِنْهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْكِبَرُ لِيَبْدَأَ الْأَكْبَرُ فَتَكَلَّمَا فِي أَمْرِ صَاحِبِهِمَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا يُقْسِمُ خَمْسُونَ مِنْكُمْ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمْرٌ لَمْ نَشْهَدْهُ كَيْفَ نَحْلِفُ قَالَ فَتَبَرَّئُكُمْ يَهُودُ بِأَيْمَانِ خَمْسِينَ مِنْهُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَوْمٌ كُفَّارٌ فَوَدَّاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ قَبْلِهِ قَالَ سَهْلٌ فَدَخَلْتُ مِرْبَدًا لَهُمْ فَرَكَضْتَنِي نَاقَةً مِنْ تِلْكَ الْأَيْلِ *

৪৭১৩. আহমদ ইব্ন আবদা (র) - - - - বুশায়র ইব্ন ইয়াসার (র) সাহল ইব্ন আবু হাসমা এবং রাফি' ইব্ন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তারা বলেন : মুহাযিয়া ইব্ন মাসউদ এবং আবদুল্লাহ ইব্ন সাহল তাদের কোন প্রয়োজনে খায়বর গমন করেন। সেখানে তারা খেজুর বাগানে পৃথক হয়ে যান। অতঃপর আবদুল্লাহ ইব্ন সাহল নিহত হন। সুতরাং তার ভাই আবদুর রহমান ইব্ন সাহল এবং তার দুই চাচাতো ভাই হুওয়াযিয়া ও মুহাযিয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হলেন। আবদুর রহমান তার ভাই সম্পর্কে কথা বলা শুরু করেন। আর তিনি ছিলেন তাঁদের মধ্যে বয়সে ছোট। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন : যারা বয়সে বড় তাদের

প্রতি সম্মান প্রদর্শন কর। পরে তারা দুইজন তাদের সাথীর ব্যাপারে কথা বললেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ একটা কথা বললেন, যার অর্থ হল, তোমাদের মধ্য হতে পঞ্চাশজন লোক কসম করবে। তখন তারা বললেন : আমরা যা প্রত্যক্ষ করিনি তার উপর আমরা কিরূপ শপথ করবো? তিনি বলেন : তা হলে ইয়াহুদীরা পঞ্চাশজন শপথ করে তোমাদের দাবি হতে রেহাই পেয়ে যাবে। তারা বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! তারা তো কাফির। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের পক্ষ হতে দিয়াত আদায় করে দেন। সাহল (রা) বলেন : আমি উট রাখার স্থানে গেলে যে উট আমাদেরকে দেওয়া হয়েছিল তার একটি আমাকে পদাঘাত করেছিল।

٤٧١٤. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا بَشِيرٌ وَهُوَ ابْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ وَمُحْيِصَةَ بْنَ مَسْعُودٍ بَنِي زَيْدٍ أَتِيَا خَيْبَرَ وَهُوَ يَوْمُئِذٍ صَلَحٌ فَتَفَرَّقَا لِحَوَانِجِهِمَا فَأَتَى مُحْيِصَةَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَهْلٍ وَهُوَ يَتَشَحَّطُ فِي دَمِهِ قَتِيلًا فَدَفَنَتْهُ ثُمَّ قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَاَنْطَلَقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ وَحُويصَةَ وَمُحْيِصَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَتَكَلَّمُ وَهُوَ أَحَدُ الْقَوْمِ سِنًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَبِيرُ الْكِبَرِ فَسَكَتَ فَتَكَلَّمَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَتَحْلِفُونَ بِخَمْسِينَ يَمِينًا مِنْكُمْ فَتَسْتَحْلِفُونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ أَوْ قَاتِلِكُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ نَحْلِفُ وَلَمْ نَشْهَدْ وَلَمْ نَرَ قَالَ تَبَرَّئْتُكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ يَمِينًا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ نَأْخُذُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ فَعَقَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ عِنْدِهِ *

৪৭১৪. আমার ইবন আলী (র) - - - - বুশায়র ইবন ইয়াসার সাহল ইবন আবু হাসমা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইবন সাহল এবং মুহাযিয়া ইবন মাসউদ ইবন যায়দ খায়বর গেলেন। এটা সেই সময়, যখন সেখানে সন্ধি স্থাপিত হয়ে গিয়েছিল। তারা তাদের কাজে সেখানে পরস্পর পৃথক হয়ে যান। এরপর মুহাযিয়া আবদুল্লাহ ইবন সাহলের নিকট গিয়ে দেখতে পান যে, তিনি নিহত হয়েছেন এবং তার দেহ রক্তে গড়াগড়ি খাচ্ছে। তিনি তাকে সেখানে দাফন করে মদীনায় ফিরে আসলেন। তারপর আবদুর রাহমান ইবন সাহল হুওয়াযিয়া ও মুহাযিয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হলেন। আবদুর রহমান ছিলেন সকলের ছোট। তিনি প্রথমে কথা বলতে আরম্ভ করলে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : যে বয়সে বড় তাকে সম্মান কর। সুতরাং তিনি চুপ হয়ে গেলেন। তারপর অন্য দু'জন কথা বললেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমাদের পঞ্চাশজন কি শপথ করতে পারবে যে, যা দ্বারা তোমরা তোমাদের অভিযুক্ত ব্যক্তির কিংবা বললেন, তোমাদের লোকের হত্যাকারীকে হত্যা করার অধিকার লাভ করবে? তারা বললেন : আমরা সেখানে ছিলাম না এবং আমরা যখন দেখিনি, তখন আমরা কিভাবে তা করতে পারি? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তাহলে ইয়াহুদীদের মধ্য হতে পঞ্চাশজন শপথ করবে। তারা বললেন : কাফিরদের শপথ আমরা কিরূপে মেনে নিতে পারি? এ অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে তাদের দিয়াত আদায় করে দেন।

٤٧١٥. أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَشِيرٌ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ

سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حُثَمَةَ قَالَ انْطَلَقَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُودٍ بْنُ زَيْدٍ إِلَى خَيْبَرَ وَهِيَ يَوْمَئِذٍ صَلَحٌ فَتَفَرَّقَا فِي حَوَانِجِهِمَا فَأَتَى مُحَيِّصَةُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَهْلٍ وَهُوَ يَتَشَحَّطُ فِي دَمٍ قَتِيلًا فَدَفَنَهُ ثُمَّ قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَانْطَلَقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ وَحُوَيْصَةُ وَمُحَيِّصَةُ ابْنًا مَسْعُودٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَتَكَلَّمُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَبِيرُ الْكُبَرِ وَهُوَ أَحَدُ الْقَوْمِ فَسَكَتَ فَتَكَلَّمَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَتَحْلِفُونَ بِخَمْسِينَ يَمِينًا مِنْكُمْ وَتَسْتَحِقُّونَ قَاتِلَكُمْ أَوْ صَاحِبَكُمْ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ نَحْلِفُ وَلَمْ نَشْهَدْ وَلَمْ نَرِ فَقَالَ أَتَبَرُّنَكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ نَأْخُذُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ فَعَقَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ عِنْدِهِ *

৪৭১৫. ইসমাঈল ইবন মাসউদ (র) - - - - বুশায়র ইবন ইয়াসার সাহল ইবন আবু হাসমা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : আবদুল্লাহ ইবন সাহল এবং মুহাযিয়া ইবন মাসউদ ইবন যায়দ খায়বর গমন করেন। খায়বরে তখন সন্ধি স্থাপিত হয়ে গেছে। সেখানে যাওয়ার পর তারা কাজে পৃথক হয়ে যান। এরপর মুহাযিয়া আবদুল্লাহর নিকট যান। দেখেন কি তিনি নিহত অবস্থায় রক্তের মধ্যে গড়াগড়ি খাচ্ছেন। তিনি তাকে দাফন করে মদীনায় ফিরে আসেন। এরপর আবদুর রহমান ইবন সাহল, হুওয়াযিয়া মুহাযিয়া এবং ইবন মাসউদ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হন। প্রথমে আবদুর রহমান কথা বলতে শুরু করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : যে বয়সে বড়, তাকে সম্মান কর। তিনি ছিলেন বয়সে ছোট। তিনি চূপ করলেন। এরপর তারা দু'জন নবী ﷺ-এর সঙ্গে কথা বললেন। তখন নবী ﷺ বললেন : তোমরা পঞ্চাশজন কি শপথ করবে যা দ্বারা তোমরা তোমাদের লোকের হত্যাকারীর বিচার করার অধিকার লাভ করবে? তারা বললেন : আমরা যখন দেখিনি, তখন আমরা কি করে শপথ করবো? তিনি বললেন : তাহলে ইয়াহুদীদের পঞ্চাশজন কসম করে তোমাদের দাবি মিথ্যা প্রমাণ করবে। তারা বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! কাফিরদের শপথ আমরা কী করে বিশ্বাস করবো? তখন তিনি নিজে তাদের দিয়াত আদায় করে দেন।

٤٧١٦. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ أَخْبَرَنِي بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حُثَمَةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ ابْنَ سَهْلٍ الْأَنْصَارِيَّ وَمُحَيِّصَةَ بْنَ مَسْعُودٍ خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ فَتَفَرَّقَا فِي حَاجَتِهِمَا فَقَتَلَ عَبْدُ اللَّهِ ابْنَ سَهْلٍ الْأَنْصَارِيَّ فَجَاءَ مُحَيِّصَةُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ أَخُو الْمَقْتُولِ وَحُوَيْصَةُ بْنُ مَسْعُودٍ حَتَّى أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَتَكَلَّمُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ الْكَبِيرُ الْكُبَرِ فَتَكَلَّمُ مُحَيِّصَةُ وَحُوَيْصَةُ فَذَكَرُوا شَانَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَهْلٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا فَتَسْتَحِقُّونَ قَاتِلَكُمْ قَالُوا كَيْفَ نَحْلِفُ وَلَمْ نَشْهَدْ وَلَمْ نَحْضُرْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَتَبَرُّنَكُمْ يَهُودُ

بِخَمْسِينَ يَمِينًا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ۖ كَيْفَ نَقْبِلُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ قَالَ فَوَدَاهُ رَسُولُ
اللَّهِ ۖ قَالَ بُشَيْرٌ قَالَ لِي سَهْلُ بْنُ أَبِي حَظْمَةَ لَقَدْ رَكَّضْتَنِي فَرِيضَةً مِنْ تِلْكَ الْفَرَاخِ فِي
مَرِيدٍ لَنَا *

৪৭১৬. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) - - - - সাহুল ইবন আবু হাসমা (রা) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবন সাহুল আনসারী এবং মুহাযিয়া ইবন মাসউদ খায়বার গমন করেন। পরে তারা উভয়ে তাদের কাজে পৃথক হয়ে যান এবং আবদুল্লাহ ইবন সাহুল আনসারী নিহত হন। এরপর মুহাযিয়া ও আবদুর রহমান, নিহত ব্যক্তির ভাই এবং হুওয়ায়িয়া ইবন মাসউদ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হন। আবদুর রহমান কথা বলতে উদ্যত হলে নবী ﷺ তাকে বললেন : বয়সে যে বড় তার সম্মান কর। তখন মুহাযিয়া এবং হুওয়ায়িয়া আবদুল্লাহ ইবন সাহুলের ঘটনা বর্ণনা করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমরা পঞ্চাশ ব্যক্তি শপথ কর এবং তোমাদের লোকের ঘাতকের বিচার লুণ্ঠের অধিকার প্রমাণ কর। তারা বলেন : আমরা যখন দেখিনি এবং উপস্থিতও ছিলাম না, তখন আমরা কী করে শপথ করতে পারি? নবী ﷺ বললেন : তবে তো তারা পঞ্চাশজন শপথ করে তোমাদের অভিযোগ থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। তখন তারা বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! কাফিরদের শপথ আমরা কিভাবে মেনে নিতে পারি? রাবী বলেন : এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে দিয়াত আদায় করে দেন। সাহুল ইবন আবু হাসমা (রা) বলেন : ঐ সকল উটের একটি আমাদের উট রাখার স্থানে পদাঘাত করেছিল।

٤٧١٧. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْرِ
بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَظْمَةَ قَالَ وَجَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ قَتِيلًا فَجَاءَ أَخُوهُ وَعَمَاهُ
حُويصَةُ وَمُجَيْصَةُ وَهُمَا عَمَّا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَهْلٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ
يَتَكَلَّمُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْكُفْرُ الْكُفْرُ قَالَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنَّا وَجَدْنَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ
قَتِيلًا فِي قَلْبٍ مِنْ بَغْضِ قَلْبِ خَيْبَرَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ تَتَّبِعُونَ قَالُوا نَتَّبِعُ الْيَهُودَ قَالَ
أَفْتَقْسِمُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا أَنْ الْيَهُودَ قَتَلَهُ قَالُوا وَكَيْفَ نَقْسِمُ عَلَى مَا لَمْ نَرِ قَالَ فَتَبَرَّكُمُ
الْيَهُودُ بِخَمْسِينَ أَنْهُمْ لَمْ يَقْتُلُوهُ قَالُوا وَكَيْفَ نَرْضَى بِأَيْمَانِهِمْ وَهُمْ مُشْرِكُونَ فَوَدَاهُ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ مِنْ عِنْدِهِ "أَرْسَلَهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ" *

৪৭১৭. মুহাম্মদ ইবন মানসুর (র) - - - - সাহুল ইবন আবু হাসমা (রা) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবন সাহুলকে মৃতাবস্থায় পাওয়া গেল, তখন তার ভাই এবং দুই চাচা হুওয়ায়িয়া এবং মুহাযিয়া, যারা আবদুল্লাহ (রা)-এরও চাচা ছিলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হলেন। আবদুর রহমান প্রথমে কথা বলতে শুরু করলে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : বয়সে যে বড় তাকে সম্মান কর। তারা বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা আবদুল্লাহ ইবন সাহুলকে মৃতাবস্থায় পেয়েছি। আর তাকে হত্যা করে ইয়াহুদীদের এক কূপে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। তিনি

জিজ্ঞাসা করলেন : তোমরা কাকে সন্দেহ কর ? তারা বললেন : ইয়াহুদীদের উপরই আমাদের সন্দেহ হয়। তিনি বললেন : তোমরা কি কসম করে বলতে পার যে, ইয়াহুদীরা তাকে হত্যা করেছে ? তারা বললেন : আমরা যখন চোখে দেখিনি তখন আমরা কিরূপে কসম করতে পারি ? তিনি বলেন : তা হলে ইয়াহুদীরা পঞ্চাশজন শপথ করে দায়মুক্ত হয়ে যাবে। তখন তারা বললেন : আমরা তাদের শপথ কিরূপে বিশ্বাস করবো ? কেননা তারা তো মুশরিক। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে তাদের দিয়াত আদায় করে দেন।

৪৭১৮. قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ الْأَنْصَارِيَّ وَمُحِيصَةَ بْنَ مَسْعُودٍ خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ فَتَفَرَّقَا فِي حَوَانِجِهِمَا فَقُتِلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ فَقَدِمَ مُحِيصَةُ فَأَتَى هُوَ وَآخُوهُ حُوَيْصَةَ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ لِيَتَكَلَّمَ لِمَكَانِهِ مِنْ أَخِيهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَبُرَ كَبِيرٌ فَتَكَلَّمَ حُوَيْصَةُ وَمُحِيصَةُ فَذَكَرُوا شَانَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَهْلٍ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اتَّحَلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ أَوْ قَاتِلِكُمْ قَالَ مَالِكٌ قَالَ يَحْيَى فَرَّعَ بِبُشَيْرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَدَاهُ مِنْ عِنْدِهِ خَالَفَهُمْ سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّائِيَّ *

৪৭১৮. হারিস ইবন মিস্কীন (র) - - - - বুশায়র ইবন ইয়াসার (রা) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবন সাহল আনসারী এবং মুহাযিয়া ইবন মাসউদ খায়বর গমন করার পর নিজ নিজ কাজের জন্য পৃথক হয়ে যান। তারপর আবদুল্লাহ ইবন সাহল নিহত হন। মুহাযিয়া সেখান থেকে ফিরে আসেন। এরপর তিনি, তাঁর ভাই হুওয়াযিয়া এবং আবদুর রহমান ইবন সাহল রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হন। আবদুর রহমান তাঁর ভাই হিসাবে প্রথমে কথা শুরু করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : বয়সে যে বড়, তাকে সম্মান কর। তখন হুওয়াযিয়া এবং মুহাযিয়া কথা বলতে শুরু করেন। তারা আবদুল্লাহ ইবন সাহলের অবস্থা বর্ণনা করলে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে বললেন : তোমরা পঞ্চাশজন শপথ করে কি তোমাদের লোকের হত্যাকারীর বিচার লাভের অধিকার সাব্যস্ত করতে পারবে ? ইমাম মালিক (র) বলেন : ইয়াহুইয়া বলেছেন : বুশায়র মনে করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে দিয়াত আদায় করে দেন।

৪৭১৯. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّائِيُّ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ زَعَمَ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ سَهْلُ بْنُ أَبِي حُثْمَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ نَفَرًا مِنْ قَوْمِهِ انْطَلَقُوا إِلَى خَيْبَرَ فَتَفَرَّقُوا فِيهَا فَوُجِدُوا أَحَدُهُمْ قَتِيلًا فَقَالُوا لِلَّذِينَ وَجَدُوهُ عَنْدهُمْ قَتَلْتُمْ صَاحِبَنَا قَالُوا مَا قَتَلْنَاهُ وَلَا عَلِمْنَا قَاتِلًا فَانْطَلَقُوا إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا يَا نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ انْطَلَقْنَا إِلَى خَيْبَرَ فَوُجِدْنَا أَحَدًا قَتِيلًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْكُبَرُ الْكُبَرُ

فَقَالَ لَهُمْ تَأْتُونَ بِالْبَيِّنَةِ عَلَى مَنْ قَتَلَ قَالُوا مَالَنَا بَيِّنَةٌ قَالَ فَيَحْلِفُونَ لَكُمْ قَالُوا لَأَنْتَ رَضَى
بِإِيمَانِ الْيَهُودِ وَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَبْطُلَ دَمُهُ فَوَدَاهُ مِائَةٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ خَالَفَهُمْ
عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ *

৪৭১৯. আহমদ ইব্ন সুলায়মান (র) - - - - বুশায়র ইব্ন ইয়াসার (রা) থেকে বর্ণিত। সাহল ইব্ন আবু হাসমা নামক এক আনসারী তাকে সংবাদ দিয়েছেন যে, তার গোত্রের কয়েকজন খায়বরে গমন করেন। সেখানে তারা পৃথক হয়ে যান পরে তারা তাদের একজনকে নিহত অবস্থায় পেলেন। তারা যে স্থানে নিহত ব্যক্তিকে পেলেন, সেখানকার লোকজনকে বললেন, তোমরা আমাদের লোককে হত্যা করেছ। তারা বললো : না, আমরা তাকে হত্যা করিনি এবং হত্যাকারীকে আমরা চিনিও না। এরপর তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা খায়বার গিয়েছিলাম, সেখানে আমরা আমাদের এক ব্যক্তিকে নিহত পেয়েছি। তিনি বললেন : বয়সে বড় ব্যক্তির সম্মান কর। তিনি বললেন : তোমরা কি সাক্ষী উপস্থিত করতে পারবে যে, কে হত্যা করেছে? তারা বললেন : আমাদের কোন সাক্ষী নেই। তিনি বললেন : তা হলে ইয়াহুদীরা তোমাদের সামনে শপথ করবে। তারা বললেন, আমরা ইয়াহুদীর শপথ বিশ্বাস করি না। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট ঐ ব্যক্তির রক্ত বৃথা যাওয়া পছন্দ হলো না। কাজেই তিনি সাদকার উট থেকে একশত উট দিয়াত স্বরূপ তাদের দিয়ে দেন।

٤٧٢. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْأَخْنَسِ
عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ ابْنَ مُحِیْصَةَ الْأَصْفَرَ أَصْبَحَ قَتِيلًا عَلَى أَبْوَابِ
خَيْبَرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَقِمْ شَاهِدَيْنِ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ أَدْفَعُهُ إِلَيْكُمْ بِرُمْتِهِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ
وَمِنْ أَيْنَ أُصِيبَ شَاهِدَيْنِ وَإِنَّمَا أَصْبَحَ قَتِيلًا عَلَى أَبْوَابِهِمْ قَالَ فَتَحْلِفْ خَمْسِينَ قَسَامَةً
قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ أَحْلِفُ عَلَى مَا لَا أَعْلَمُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَتَسْتَحْلِفُ مِنْهُمْ
خَمْسِينَ قَسَامَةً فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ نَسْتَحْلِفُهُمْ وَهُمْ الْيَهُودُ فَقَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
بَيْتَهُ عَلَيْهِمْ وَأَعَانَهُمْ بِنِصْفِهَا *

৪৭২০. মুহাম্মদ ইব্ন মা'মার (র) - - - - আমর ইব্ন শুআয়ব তার পিতার সূত্রে তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, মুহাযিয়াসার ছোট ছেলে খায়বারের লোকালয়ের সামনে নিহত হন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তুমি হত্যাকারী সম্পর্কে দুইজন সাক্ষী পেশ কর; আমি তাকে তার রশিসহ তোমাদের নিকট সোপর্দ করবো। তিনি বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি দুইজন সাক্ষী কোথা হতে আনবো? এতো তাদের দ্বারা মৃত্যুব্রহ্মায় পতিত ছিল। তিনি বললেন : তবে তুমি পঞ্চাশবার শপথ করবে। তিনি বললেন : আমি যা জানি না, তার কসম আমি কি করে করবো? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তা হলে ইয়াহুদীদের মধ্য হতে পঞ্চাশজন থেকে আমরা শপথ নিই? তিনি বললেন : আমরা তাদের থেকে শপথ নেব, যখন তারা ইয়াহুদী? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তার দিয়াত তাদের মধ্যে ভাগ করে দেন; আর অর্ধেক দিয়াত নিজের পক্ষ হতে দিয়ে তাদের সাহায্য করেন।

১. ইয়াহুদীরা দিয়াত আদায় করতে অস্বীকার করলে রাসূলুল্লাহ (সা) স্বয়ং দিয়াত আদায় করে দেন।

بَابُ الْقَوْدِ

পরিচ্ছেদ : কিসাস

৪৭২১. أَخْبَرَنَا يَشْرُبُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَرْثَةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَحِلُّ دَمُ أَمْرِيٍّ مُسْلِمٍ إِلَّا بِأَحَدٍ ثَلَاثِ النَّفْسِ بِالنَّفْسِ وَالثَّيْبِ الزَّانِي وَالتَّارِكُ دِينَهُ الْمُفَارِقُ *

৪৭২১. বিশর ইবন খালিদ (র) - - - আবদুল্লাহ (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : কোন মুসলমানকে হত্যা করা বৈধ নয়, তিনটি কারণ ব্যতীত : প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ, যে ব্যক্তি বিবাহের পরও ব্যভিচার করে এবং ঐ ব্যক্তি যে দীন ইসলাম পরিত্যাগ করে মুসলিম সমষ্টি হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

৪৭২২. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَآخَمَدُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لِأَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَتَلَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَرَفَعَ الْقَاتِلُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَدَفَعَهُ إِلَى وَلِيِّ الْمَقْتُولِ فَقَالَ الْقَاتِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا وَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ قَتْلَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْلِي الْمَقْتُولِ أَمَا إِنَّهُ إِنْ كَانَ صَادِقًا ثُمَّ قَتَلْتَهُ تَخَلَّتِ النَّارُ فَخَلَّى سَبِيلَهُ قَالَ وَكَانَ مَكْتُوفًا بِنِسْعَةٍ فَخَرَجَ يَجْرُ نِسْعَتُهُ فُسِمَى ذَا النَّسْعَةِ *

৪৭২২. মুহাম্মদ ইবন 'আলা ও আহমদ ইবন হারব (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সময়ে এক ব্যক্তি এক ব্যক্তিকে হত্যা করলে, হত্যাকারীকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট আনা হয়। তিনি তাকে নিহত ব্যক্তির ওয়ারিসের নিকট দিয়ে দেন। তখন হত্যাকারী বলল : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আল্লাহর কসম! আমি তাকে হত্যা করার ইচ্ছা করিনি। তিনি নিহত ব্যক্তির ওয়ারিসকে বললেন : যদি এই ব্যক্তি সত্যবাদী হয়, অতঃপর তুমি তাকে হত্যা কর, তবে তুমি জাহান্নামী হবে। তখন সেই ব্যক্তি তাকে ছেড়ে দিল। ঐ ব্যক্তি রশিতে বাঁধা ছিল, সে তার রশি টানতে টানতে চলে গেল। সেদিন হতে তাকে রশিওয়ালা ব্যক্তি বলা হতো।

৪৭২৩. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ عَنْ عَوْفٍ الْأَعْرَابِيِّ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ جَاءَ بِالْقَاتِلِ الَّذِي قَتَلَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ جَاءَ بِهِ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَتَعْفُو قَالَ لَا قَالَ أَتَقْتُلُ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَذْهَبَ فَلَمَّا ذَهَبَ نَعَاهُ قَالَ أَتَعْفُو قَالَ لَا قَالَ أَتَأْخُذُ الدِّيَةَ قَالَ لَا قَالَ أَتَقْتُلُ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَذْهَبَ فَلَمَّا ذَهَبَ قَالَ أَمَا إِنَّكَ إِنْ عَفَوْتَ عَنْهُ فَاتُّهُ يَبُوءُ بِإِثْمِكَ وَإِثْمَ صَاحِبِكَ فَعَفَا عَنْهُ فَأَرْسَلَهُ قَالَ فَرَأَيْتَهُ يَجْرُ نِسْعَتُهُ *

৪৭২৩. মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল ইবন ইব্রাহীম (র) - - - - ওয়ায়ল হাযরামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যে যাতক কাউকে হত্যা করেছিল, তাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট নিয়ে আসা হল। নিহত ব্যক্তির অভিভাবকই তাকে উপস্থিত করলো। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : তুমি কি তাকে ক্ষমা করে দেবে ? সে বললো : না। তিনি বললেন : তাকে হত্যা করবে ? সে বললো, হ্যাঁ। তিনি বললেন : যাও, তাকে হত্যা কর। সে রওয়ানা হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন, যদি তুমি তাকে ক্ষমা কর, তবে সে তোমার গুনাহ এবং তোমার বন্ধুর গুনাহ বহন করবে। তখন সে তাকে ক্ষমা করলো এবং তাকে ছেড়ে দিল। সে ব্যক্তি তার রশি টানতে টানতে চলে গেল।

ذَكَرُ اخْتِلَافِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ عِلْقَمَةَ بْنِ وَاثِلٍ فِيهِ

আলকামা ইবন ওয়ায়লের থেকে বর্ণনাকারীদের পার্থক্য

৪৭২৪. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَوْفِ بْنِ أَبِي جَمِيلَةَ قَالَ حَدَّثَنِي حَمْزَةُ أَبُو عَمْرِو الْعَائِذِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عِلْقَمَةُ بْنُ وَاثِلٍ عَنْ وَاثِلٍ قَالَ شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حِينَ جِئَ بِالْقَاتِلِ يَقُودُهُ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ فِي نِسْفَةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْلَى الْمَقْتُولِ اتَّعَفُوا قَالَ لَا قَالَ اتَّأَخَذُ الدِّيَّةَ قَالَ لَا قَالَ فَتَقْتُلُهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَذْهَبَ بِهِ فَلَمَّا ذَهَبَ بِهِ فَوَلَّى مِنْ عِنْدِهِ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ اتَّعَفُوا قَالَ لَا قَالَ اتَّأَخَذُ الدِّيَّةَ قَالَ لَا قَالَ فَتَقْتُلُهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَذْهَبَ بِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ أَمَا إِنَّكَ إِنْ عَفَوْتَ عَنْهُ يَبُوءَ بِإِثْمِهِ وَإِثْمَ صَاحِبِكَ فَعَفَا عَنْهُ وَتَرَكَهُ فَأَنَّا رَأَيْنَاهُ يَجْرُ نِسْفَتَهُ *

৪৭২৪. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) - - - - হামযা আবু আমর আইযী (র) আলকামা ইবন ওয়ায়ল হতে এবং তিনি তার পিতা ওয়ায়ল হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : আমি তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত ছিলাম, যখন নিহত ব্যক্তির ওয়ারিস এক হত্যাকারীকে রশিতে বেঁধে টেনে আনে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ নিহত ব্যক্তির ওয়ারিসকে জিজ্ঞাসা করেন : তুমি কি তাকে ক্ষমা করে দেবে ? সে বললো : না। এরপর তিনি জিজ্ঞাসা করেন : দিয়াত নেবে ? সে বললো : না। তিনি জিজ্ঞাসা করেন : তুমি কি তাকে হত্যা করবে ? সে বললো : হ্যাঁ। তিনি বললেন : তা হলে তাকে নিয়ে যাও। যখন সে তাকে নিয়ে চললো : তখন তিনি তাকে বললেন : তুমি তাকে ক্ষমা করে দেবে ? সে বললো : না। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : দিয়াত নেবে ? সে বললো : না। আবার জিজ্ঞাসা করলেন : তাকে হত্যা করবে ? সে বললো : হ্যাঁ। তিনি বললেন : তাকে নিয়ে যাও। পরে তিনি বললেন : যদি তুমি তাকে ক্ষমা কর, তবে সে তোমার পাপ এবং নিহত ব্যক্তির পাপ বহন করবে। তখন সে তাকে ক্ষমা করে ছেড়ে দিল। (রাবী বলেন) আমি দেখলাম, সে রশি টানতে টানতে যাচ্ছে।

৪৭২৫. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَوْفِ بْنِ أَبِي جَمِيلَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عِلْقَمَةُ بْنُ وَاثِلٍ عَنْ وَاثِلٍ قَالَ شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حِينَ جِئَ بِالْقَاتِلِ يَقُودُهُ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ فِي نِسْفَةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْلَى الْمَقْتُولِ اتَّعَفُوا قَالَ لَا قَالَ اتَّأَخَذُ الدِّيَّةَ قَالَ لَا قَالَ فَتَقْتُلُهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَذْهَبَ بِهِ فَلَمَّا ذَهَبَ بِهِ فَوَلَّى مِنْ عِنْدِهِ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ اتَّعَفُوا قَالَ لَا قَالَ اتَّأَخَذُ الدِّيَّةَ قَالَ لَا قَالَ فَتَقْتُلُهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَذْهَبَ بِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ أَمَا إِنَّكَ إِنْ عَفَوْتَ عَنْهُ يَبُوءَ بِإِثْمِهِ وَإِثْمَ صَاحِبِكَ فَعَفَا عَنْهُ وَتَرَكَهُ فَأَنَّا رَأَيْنَاهُ يَجْرُ نِسْفَتَهُ *

৪৭২৫. মুহাম্মদ ইবন বাশশার (র) - - - - জামি' ইবন মাতার হাবাতী আলকামা ইবন ওয়ায়ল (রা) থেকে এবং তিনি তার পিতা থেকে, তিনি নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৪৭২৬. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ وَهُوَ الْحَوْضِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا جَامِعُ بْنُ مَطَرٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ جَاءَ رَجُلٌ فِي عُنُقِهِ نِسْعَةٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَذَا وَآخِي كَانَا فِي جُبٍ يَحْفِرَانِهَا فَرَفَعَ الْمِنْقَارَ فَضْرَبَ بِهِ رَأْسَ صَاحِبِهِ فَقَتَلَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اعْفُ عَنْهُ فَابْيَ وَقَالَ يَأْنَبِيُّ اللَّهُ إِنَّ هَذَا وَآخِي كَانَا فِي جُبٍ يَحْفِرَانِهَا فَرَفَعَ الْمِنْقَارَ فَضْرَبَ بِهِ رَأْسَ صَاحِبِهِ فَقَتَلَهُ فَقَالَ اعْفُ عَنْهُ فَابْيَ ثُمَّ قَامَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَذَا وَآخِي كَانَا فِي جُبٍ يَحْفِرَانِهَا فَرَفَعَ الْمِنْقَارَ أَرَاهُ قَالَ فَضْرَبَ رَأْسَ صَاحِبِهِ فَقَتَلَهُ فَقَالَ اعْفُ عَنْهُ فَابْيَ قَالَ أَذْهَبُ إِنْ قَتَلْتُهُ كُنْتُ مِثْلَهُ فَخَرَجَ بِهِ حَتَّى جَاوَزَ فَنَادَيْنَاهُ أَمَا تَسْمَعُ مَا يَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَرَجَعَ فَقَالَ إِنْ قَتَلْتُهُ كُنْتُ مِثْلَهُ قَالَ نَعَمْ اعْفُ عَنْهُ فَخَرَجَ يَجْرُ نِسْعَتُهُ حَتَّى خَفِيَ عَلَيْنَا *

৪৭২৬. আমর ইবন মানসূর (র) - - - - জামি' ইবন মাতার 'আলকামা ইবন ওয়ায়ল থেকে এবং ওয়ায়ল (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : একদা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট বসছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি অন্য একজনকে নিয়ে আসে। সে বলে : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! এই ব্যক্তি এবং আমার ভাই উভয়ে কুয়ায় কাজ করতো, হঠাৎ সে কোদাল উঠিয়ে আমার ভাইয়ের মাথায় আঘাত করল এবং তাকে হত্যা করল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তাকে ক্ষমা করে দাও। সে ব্যক্তি অস্বীকার করলো এবং বলল, হে আল্লাহর নবী ! এই ব্যক্তি এবং আমার ভাই কুয়া খনন করছিল। হঠাৎ সে কোদাল তুলে আমার ভাইয়ের মাথায় আঘাত করল এবং হত্যা করল। তিনি বললেন : তাকে ক্ষমা কর, কিন্তু সে অস্বীকার করল, তারপর দাঁড়িয়ে বলল, হে আল্লাহর নবী ! এই ব্যক্তি এবং আমার ভাই কুয়া খনন করছিল। হঠাৎ সে কোদাল তুলে আমার ভাইয়ের মাথায় আঘাত করল এবং তাকে হত্যা করল। তিনি বললেন, তাকে ক্ষমা কর। কিন্তু সে অস্বীকার করল। শেষে তিনি বললেন : যাও, যদি তুমি তাকে হত্যা কর, তবে তুমিও তার মত হবে। সে তাকে নিয়ে দূরে যাওয়ার পর আমরা চিৎকার করে বললাম : তুমি কি শুনছ না রাসূলুল্লাহ ﷺ কি বলছেন ? সে ফিরে এসে বললো : যদি আমি তাকে হত্যা করি তবে কি আমিও ঐরূপ হবো ? তিনি বললেন : হ্যাঁ, তাকে ক্ষমা কর। এরপর সে রশি টানতে টানতে বের হল এবং আমাদের দৃষ্টির বাইরে চলে গেল।

৪৭২৭. أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ عَنْ سِمَاكِ ذَكَرَ أَنَّ عَلْقَمَةَ بْنَ وَائِلٍ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ قَاعِدًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ يَقُودُ آخَرَ بِنِسْعَةٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَتَلَ هَذَا آخِي فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَقَتَلْتَهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ

لَوْلَمْ يَعْتَرِفْ أَقَمْتُ عَلَيْهِ الْبَيْئَةَ قَالَ نَعَمْ فَتَلْتَهُ قَالَ كَيْفَ فَتَلْتَهُ قَالَ كُنْتُ أَنَا وَهُوَ نَحْتَطِبُ
 مِنْ شَجَرَةٍ فَسَبَّيْنِي فَأَغْضَبَنِي فَضَرَبْتِ بِالْفَأْسِ عَلَى قَرْنِهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَلْ لَكَ
 مِنْ مَالٍ تُؤَدِّيهِ عَن نَفْسِكَ قَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَالِي إِلَّا فَأْسِي وَكِسَائِي فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
 أَتَرَى قَوْمَكَ يَشْتَرُونَكَ قَالَ أَنَا أَهْوَنُ عَلَى قَوْمِي مِنْ ذَلِكَ فَرَمَى بِالنَّسْعَةِ إِلَى الرَّجُلِ فَقَالَ
 دُونَكَ صَاحِبِكَ فَلَمَّا وَلَّى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ فَأَذْرَكُوا الرَّجُلَ فَقَالُوا وَيْلَكَ
 إِنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ فَرَجَعَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ ﷺ
 حَدَّثْتُ أَتُكَ قُلْتَ إِنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ وَهَلْ أَخَذْتَهُ إِلَّا بِأَمْرِكَ فَقَالَ مَا تُرِيدُ أَنْ يَبُوءَ بِأَمْرِكَ
 وَأَنْتُمْ صَاحِبُكَ قَالَ بَلَى قَالَ فَإِنْ ذَلِكَ قَالَ ذَلِكَ كَذَلِكَ *

৪৭২৭. ইসমাইল ইবন মাসউদ (র) - - - - - সিমাক (র) বলেন, 'আলকামা ইবন ওয়ায়ল তার পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, একদা তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট বসা ছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তিকে রশিতে বেঁধে টেনে নিয়ে আসল এবং বলল : ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! এই ব্যক্তি আমার ভাইকে হত্যা করেছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে জিজ্ঞাসা করেন : তুমি কি তাকে হত্যা করেছ ? বাদী বললো, যদি সে স্বীকার না করে তা হলে আমি সাক্ষী আনবো। তখন সে ব্যক্তি বললো : ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! আমি হত্যা করেছি। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : কিভাবে হত্যা করেছ ? সে বললো, আমি এবং তার ভাই এক গাছের লাকড়ি কুড়াছিলাম। তখন সে আমাকে গালি দিল এবং আমাকে রাগিয়ে দিল। ফলে আমি তার মাথায় কুড়াল দিয়ে আঘাত করি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন : তোমার নিকট কি অর্থ-সম্পদ আছে, যা তুমি তোমার প্রাণের বিনিময়ে দিতে পার ? সে বললো : ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! আমার নিকট একটা কঞ্চল এবং কুড়াল ছাড়া আর কিছুই নেই। তিনি বললেন : তুমি কি মনে কর, তোমার লোক তোমাকে দিয়াতের টাকা দিয়ে ছাড়িয়ে নেবে ? সে বললো : ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! আমার গোত্রের নিকট আমার এত মর্যাদা নেই যে, তারা আমাকে মালের বিনিময়ে ছাড়িয়ে নেবে। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ওয়ারিসের দিকে রশি নিক্ষেপ করলেন এবং বললেন, তাকে নিয়ে যাও। যখন সে যেতে লাগলো : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : যদি সে তাকে হত্যা করে, তবে সেও তার মত হবে। লোক গিয়ে তাকে বললো : তোমার সর্বনাশ হোক, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যদি সে তাকে হত্যা করে তবে সেও এইরূপ হবে। তখন সে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে ফিরে আসল এবং বললো : লোক বলছে, আপনি নাকি বলেছেন : আমি তাকে হত্যা করলে আমিও তার মত হবো ? আমি তো তাকে আপনার আদেশেই নিয়ে গিয়েছিলাম। তিনি বললেন : তুমি কি চাও যে, সে তোমার এবং তোমার এই পাপ নিজের উপর নিয়ে যাক ? সে বললো : অবশ্যই। তিনি বললেন : তাই হবে। সে বললো : তবে তাই হোক।

৪৭২৮. أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا
 أَبُو يُونُسَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ أَنَّ عُلْقَمَةَ بْنَ وَائِلٍ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ قَالَ إِنِّي لَقَاعِدٌ مَعَ
 رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذَا جَاءَ رَجُلٌ يَقُودُ آخَرَ نَحْوَهُ *

৪৭২৮. যাকারিয়া ইবন ইয়াহুইয়া (র) - - - - - সিমাক ইবন হারব বলেন, 'আলকামা ইবন ওয়ায়ল তার পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে উপবিষ্ট ছিলাম, এমন সময় এক ব্যক্তি আর এক ব্যক্তিকে টেনে আনে অতঃপর তিনি পূর্বের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

৪৭২৯. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ ابْنِ سَالِمٍ عَنْ عُلْفَمَةَ بِنِ وَائِلٍ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتَى بِرَجُلٍ قَدْ قَتَلَ رَجُلًا فَدَفَعَهُ إِلَى وَلِيِّ الْمَقْتُولِ يَقْتُلُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِحُجَلَاءِ الْقَاتِلِ وَالْمَقْتُولِ فِي النَّارِ قَالَ فَاتَّبَعَهُ رَجُلٌ فَأَخْبَرَهُ فَلَمَّا أَخْبَرَهُ تَرَكَهُ قَالَ فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَجْرُ نِسْعَتَهُ حِينَ تَرَكَهُ يَذْهَبُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِحَبِيبٍ فَقَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَشْوَعٍ قَالَ وَذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ الرَّجُلَ بِالْعَفْوِ *

৪৭২৯. মুহাম্মদ ইবন মা'মার (র) - - - - - ইসমাঈল ইবন সালিম 'আলকামা ইবন ওয়ায়ল থেকে বর্ণনা করেন যে, তার পিতা তাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট এমন এক ব্যক্তিকে আনা হলো, যে অন্য এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছে। তিনি হত্যাকারীকে নিহত ব্যক্তির ওয়ারিসের কাছে সোপর্দ করে দিলেন যাতে সে তাকে হত্যা করে। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবীগণকে বললেন : নিহত ব্যক্তি এবং হত্যাকারী উভয়ে জাহান্নামে যাবে। এক ব্যক্তি ওয়ারিসকে এই সংবাদ দিল। যখন তাকে এ সংবাদ দেওয়া হলো, সে হত্যাকারীকে ছেড়ে দিল। বর্ণনাকারী বলেন : আমি দেখলাম, তাকে ছেড়ে দেয়ার পর সে রশি টানতে টানতে প্রস্থান করল। রাবী ইসমাঈল বলেন : আমি হাবীবের নিকট এই হাদীস বর্ণনা করলে তিনি বললেন : আমার নিকট সাঈদ ইবন আশওয়া বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সেই ব্যক্তিকে ক্ষমা করার আদেশ দেন।

৪৭৩০. أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَوْذَبٍ عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَى بِقَاتِلٍ وَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَعْفُ عَنْهُ فَأَبَى فَقَالَ خُذِ الدِّيَةَ فَأَبَى قَالَ أَذْهَبَ فَأَقْتُلْهُ فَإِنَّكَ مِثْلُهُ فَذَهَبَ فَلَحِقَ الرَّجُلُ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَذْهَبَ فَأَقْتُلْهُ فَإِنَّكَ مِثْلُهُ فَخَلَّى سَبِيلَهُ فَمَرَّ بِرَجُلٍ وَهُوَ يَجْرُ نِسْعَتَهُ *

৪৭৩০. ঈসা ইবন ইউনুস (র) - - - - - আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি তার এক ঘনিষ্ঠজনের হত্যাকারীকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট নিয়ে আসল। নবী ﷺ তাকে বললেন : তাকে ক্ষমা করে দাও। সে ব্যক্তি তা অস্বীকার করল। তিনি বললেন : যাও তাকে হত্যা কর, আর তুমিও তার মত হবে। সে চলে গেল। এক ব্যক্তি তার সাথে মিলিত হয়ে বললো : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যদি তুমি তাকে হত্যা কর তবে তুমিও তার মত হবে। একথা শুনে ঐ ব্যক্তি তাকে ক্ষমা করে দিল। তখন সে আমার সামনে দিয়ে রশি টেনে নিয়ে চলে গেল।

٤٧٣١. أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ خِدَاشٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ بِشِيرِ بْنِ الْمُهَاجِرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنَّ هَذَا الرَّجُلَ قَتَلَ أَخِي قَالَ أَذْهَبَ فَأَقْتُلْهُ كَمَا قَتَلَ أَخَاكَ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ أَتَقُولُ اللَّهُ وَأَعْفُ عَنِّي فَإِنَّهُ أَكْثَمُ لِأَجْرِكَ وَخَيْرٌ لَكَ وَلِأَخِيكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ فَخَلَّى عَنْهُ قَالَ فَأَخْبَرَ النَّبِيُّ ﷺ فَسَأَلَهُ فَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالَ لَهُ قَالَ فَأَعْنَفَهُ أَمَا أَنَّهُ كَانَ خَيْرًا مِمَّا هُوَ صَانِعٌ بِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ يَا رَبُّ هَذَا فِيمَ قَتَلْتَنِي *

৪৭৩১. হাসান ইবন ইসহাক মারওয়াযী (র) - - - - বুয়ায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বললো : ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! এ ব্যক্তি আমার ভাইকে হত্যা করেছে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : যাও, তুমিও তাকে হত্যা কর, যেমন সে তোমার ভাইকে হত্যা করেছে। সেই ব্যক্তি বললো : আল্লাহকে ভয় কর এবং আমাকে ক্ষমা করে দাও, তোমার অনেক সওয়াব হবে, আর কিয়ামতের দিন তোমার এবং তোমার ভাই-এর জন্য উত্তম হবে। একথা শুনে সে হত্যাকারীকে ক্ষমা করে দিল। পরে রাসূলুল্লাহ ﷺ একথা জানতে পেরে তাকে জিজ্ঞাসা করলে, সে যা করেছিল, তা বর্ণনা করলো। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে [হত্যাকারীকে] তিরস্কার করে বললেন : কিয়ামতের দিন সে অর্থাৎ নিহত ব্যক্তি তোমার সাথে যা করবে, তার চেয়ে এটাই [অর্থাৎ শাস্তি গ্রহণই] তোমার পক্ষে শ্রেয় ছিল। সে বলবে, হে আল্লাহ! তাকে জিজ্ঞাসা করুন, সে আমাকে কেন হত্যা করেছিল ?

تَأْوِيلُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ ذِكْرُ الْاِخْتِلَافِ عَلَى عِكْرَمَةٍ فِي ذَلِكَ

উল্লিখিত আয়াতের ব্যাখ্যা এবং এ সম্পর্কে ইকরিমা থেকে বর্ণনাকারীদের মধ্যে বর্ণনাগত পাথর

٤٧٣٢. أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ دِينَارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ أَنْبَأَنَا عَلَى وَهُوَ ابْنُ صَالِحٍ عَنْ سِمَاكِ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ قُرَيْظَةُ وَالنُّضَيْرُ وَكَانَ النُّضَيْرُ أَشْرَفَ مِنْ قُرَيْظَةَ وَكَانَ إِذَا قَتَلَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْظَةَ رَجُلًا مِنَ النُّضَيْرِ قَتَلَ بِهِ وَإِذَا قَتَلَ رَجُلٌ مِنَ النُّضَيْرِ رَجُلًا مِنْ قُرَيْظَةَ أَذَى مِائَةَ وَسْقٍ مِنْ تَمَرٍ فَلَمَّا بُعِثَ النَّبِيُّ ﷺ قَتَلَ رَجُلٌ مِنَ النُّضَيْرِ رَجُلًا مِنْ قُرَيْظَةَ فَقَالُوا اادْفَعُوهُ إِلَيْنَا نَقْتُلَهُ فَقَالُوا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ النَّبِيُّ ﷺ فَأَتَوْهُ فَتَزَلَّتْ وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَالْقِسْطُ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ ثُمَّ نَزَلَتْ أَفْحَكُمُ الْجَاهِلِيَّةُ يَبْغُونَ *

৪৭৩২. কাসিম ইবন যাকারিয়া ইবন দীনার (র) - - - - - সিমাক (র) ইকরিমা (র) হতে এবং তিনি হযরত ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : কুরায়যা ও নযীর ইয়াহুদীদের দুটি গোত্র। এদের মধ্যে বনু নযীর গোত্র বনু কুরায়যা গোত্র থেকে মর্যাদাশালী ছিল। বনু কুরায়যার কোন ব্যক্তি বনু নযীরের কোন ব্যক্তিকে হত্যা করলে তাকে হত্যা করা হতো। কিন্তু বনু নযীরের কোন ব্যক্তি বনু কুরায়যার কোন ব্যক্তিকে হত্যা করলে রক্তপণ স্বরূপ সে একশত ওসাক খেজুর আদায় করতো। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নবুয়তের পর বনু নযীরের এক ব্যক্তি কুরায়যার এক ব্যক্তিকে হত্যা করল। তখন বনু কুরায়যার লোকেরা বলল : হত্যাকারীকে আমাদের হাওলা কর, আমরা তাকে হত্যা করবো। বনু নযীরের লোকেরা বললো : তোমাদের এবং আমাদের মধ্যে নবী ﷺ রয়েছেন। তারা তাঁর নিকট আসলে, তখন আয়াত নাযিল হলো : “যদি আপনি কাফিরদের মধ্যে মীমাংসা করেন, তবে ইনসাফের সাথে মীমাংসা করবেন,” আর ইনসাফ হলো প্রাণের পরিবর্তে প্রাণ নেয়া। এরপর নাযিল হলো : “তারা কি অজ্ঞতার যুগের রেওয়াজ পছন্দ করছে ?”

৪৭৩৩. أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمِّي قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ الْآيَاتِ الَّتِي فِي الْمَائِدَةِ الَّتِي قَالَهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ إِلَى الْمُفْسِطِينَ إِنَّمَا نَزَلَتْ فِي الدِّيَةِ بَيْنَ النَّضِيرِ وَبَيْنَ قُرَيْظَةَ وَذَلِكَ أَنَّ قَتْلَى النَّضِيرِ كَانَ لَهُمْ شَرَفٌ يُودُونَ الدِّيَةَ كَامِلَةً وَأَنَّ بَنِي قُرَيْظَةَ كَانُوا يُودُونَ نِصْفَ الدِّيَةِ فَتَحَاكَمُوا فِي ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ذَلِكَ فِيهِمْ فَحَمَلَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْحَقِّ فِي ذَلِكَ فَجَعَلَ الدِّيَةَ سَوَاءً *

৪৭৩৩. উবায়দুল্লাহ ইবন সা'দ (র) - - - - - দাউদ ইবন হুসায়ন ইকরিমা থেকে এবং তিনি ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, সূরা মায়িদার আয়াত : “তারা যদি তোমার কাছে আসে, তবে তাদের বিচার নিষ্পত্তি করো, অথবা তাদেরকে উপেক্ষা করো। তুমি যদি তাদেরকে উপেক্ষা কর, তবে তারা তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আর যদি বিচার-নিষ্পত্তি কর তবে ন্যায়বিচার করো। আল্লাহ ন্যায়পরায়ণদেরকে ভালবাসেন।” (৫ : ৪২) বনু নযীর এবং বনু কুরায়যার রক্তপণের ব্যাপারে নাযিল হয়েছিল। যেহেতু বনু নযীর গোত্র ছিল মর্যাদাশালী, তাই তাদের কোন ব্যক্তি নিহত হলে তারা পূর্ণ রক্তপণ আদায় করতো, আর যদি কুরায়যার কোন ব্যক্তি নিহত হতো তবে তারা অর্ধ রক্তপণ পেত। এরপর তারা এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট মীমাংসা-প্রার্থী হয়। এমতাবস্থায় আল্লাহ তা'আলা তাদের ব্যাপারে এই আয়াত নাযিল করেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ এ ব্যাপারে তাদের মধ্যে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করেন এবং দিয়াত সমান করে দেন।

بَابُ الْقَوَدِ بَيْنَ الْأَحْرَارِ وَالْمَمَالِكِ فِي النَّفْسِ

পরিচ্ছেদ : আযাদ ও দাসের মধ্যে হত্যার কিসাস

৪৭৩৪. أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ

عَنِ الْحَسَنِ عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ قَالَ انْطَلَقْتُ أَنَا وَالْأَشْتَرُ إِلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقُلْنَا هَلْ عَهْدُ إِلَيْكَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ شَيْنًا لَمْ يَعْهَدْهُ إِلَى النَّاسِ عَامَةً قَالَ لَا إِلَّا مَا كَانَ فِي كِتَابِي هَذَا فَأَخْرَجَ كِتَابًا مِنْ قِرَابٍ سَيْفِهِ فَإِذَا فِيهِ الْمُؤْمِنُونَ تَكَافَوْا دِمَاؤُهُمْ وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ إِلَّا لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلَا ذُو عَهْدٍ بِعَهْدِهِ مَنْ أَخَذَتْ حَدًّا فَعَلَى نَفْسِهِ أَوْ أَوْى مُحَدِّثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ *

৪৭৩৪. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র) - - - - কায়স ইবন উবাদা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এবং আশতার (র) আলী (রা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে, জিজ্ঞাসা করলাম : রাসূলুল্লাহ ﷺ কি এমন কিছু আপনাকে বলেছেন, যা সাধারণভাবে কাউকে বলেন নি? তিনি বললেন : না, আমার এই কাগজে যা লিখিত আছে, তা ব্যতীত আর কিছুই তিনি বলেন নি। একথা বলে তিনি তাঁর তলোয়ারের খাপ হতে লিখিত এক টুকরা কাগজ বের করেন। তাতে লেখা ছিল : মুসলমানের রক্ত সমমর্যাদাসম্পন্ন, আর তারা অমুসলমানদের ব্যাপারে একটি হাতের মত। মুসলমানদের পক্ষ হতে একজন সাধারণ লোকও কাউকে আশ্রয় দান করতে পারে যা সকলের জন্য রক্ষা করা বাধ্যতামূলক। জেনে রাখ, কোন মুসলমানকে কোন কাফিরের পরিবর্তে হত্যা করা যাবে না, আর মুসলিম রাষ্ট্রের প্রতি যে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, তাকে তার প্রতিশ্রুতিতে বিদ্যমান থাকা অবস্থায় হত্যা করা যাবে না। যে ব্যক্তি ধর্মে কোন প্রকার বিদ'আত প্রতিষ্ঠা করবে, এর পাপ তার উপর বর্তাবে। যদি কোন ব্যক্তি কোন বিদ'আতিকে আশ্রয় দেয়, তার উপর আল্লাহ, ফেরেশতা এবং সকল লোকের অভিসম্পাত।

৪৭৩৫. أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَامِرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي حَسَّانَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ الْمُؤْمِنُونَ تَكَافَوْا دِمَاؤُهُمْ وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ *

৪৭৩৫. আবু বকর ইবন আলী (র) - - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : মুসলমানদের রক্ত সমমর্যাদাসম্পন্ন, অমুসলমানদের ব্যাপারে তারা একটি হাতের ন্যায়। তাদের পক্ষ হতে একজন সাধারণ মুসলিমও কাউকে আশ্রয়দানের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে (যা রক্ষা করা সকলের জন্য বাধ্যতামূলক হবে। জেনে রাখ, কোন মুসলমানকে কোন কাফিরের পরিবর্তে হত্যা করা যাবে না, আর মুসলিম রাষ্ট্রের সাথে যে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, তাকেও তার প্রতিশ্রুতিতে বিদ্যমান থাকা অবস্থায় হত্যা করা যাবে না।

الْقَوْدُ مِنَ السَّيِّدِ لِلْمَوْلَى

দাসের জন্য মনিবের থেকে কিসাস

৪৭৩৬. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ هُوَ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا

هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ وَمَنْ جَدَعَهُ جَدَعْنَاهُ وَمَنْ أَخْصَاهُ أَخْصَيْنَاهُ *

৪৭৩৬. মাহমুদ ইবন গায়লান (র) - - - - সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোন ব্যক্তি তার দাসকে হত্যা করলে আমরা তাকে হত্যা করবো। আর যদি কোন ব্যক্তি তার দাসের নাক-কান কেটে দেয়, আমরা তার নাক-কান কেটে দেব। যদি কোন ব্যক্তি তার দাসকে খাসি করে দেয়, তবে আমরা তাকে খাসি করে দেব।

৪৭৩৭. নাসর ইবন আলী (র) - - - - সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : কোন ব্যক্তি তার দাসকে হত্যা করলে আমরা তাকে হত্যা করবো। আর যদি দাসের নাক-কান কাটে, আমরা তার নাক-কান কেটে দেব।

৪৭৩৮. কুতায়বা (র) - - - - সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : কেউ তার দাসকে হত্যা করলে, আমরা তাকে হত্যা করবো, আর কেউ তার দাসের নাক কান কাটলে, আমরা তার নাক কান কেটে দেব।

৪৭৩৯. ইউসুফ ইবন সাঈদ (র) - - - - উমর (রা) থেকে বর্ণিত, এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর মীমাংসা কী ছিল, তিনি তা জানতে চাইলেন। তখন হামল ইবন মালিক দাঁড়িয়ে বলেন : আমি দুই নারীর বাসস্থানের মধ্যস্থলে ছিলাম। এমন সময় একজন নারী অন্যজনকে তার তাঁবুর ডাঙা দিয়ে আঘাত করে হত্যা করল এবং তার পেটের

قَتْلُ الْمَرْأَةِ بِالْمَرْأَةِ

নারীকে নারীর পরিবর্তে হত্যা করা

৪৭৩৯. ইউসুফ ইবন সাঈদ (র) - - - - উমর (রা) থেকে বর্ণিত, এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর মীমাংসা কী ছিল, তিনি তা জানতে চাইলেন। তখন হামল ইবন মালিক দাঁড়িয়ে বলেন : আমি দুই নারীর বাসস্থানের মধ্যস্থলে ছিলাম। এমন সময় একজন নারী অন্যজনকে তার তাঁবুর ডাঙা দিয়ে আঘাত করে হত্যা করল এবং তার পেটের

৪৭৩৯. ইউসুফ ইবন সাঈদ (র) - - - - উমর (রা) থেকে বর্ণিত, এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর মীমাংসা কী ছিল, তিনি তা জানতে চাইলেন। তখন হামল ইবন মালিক দাঁড়িয়ে বলেন : আমি দুই নারীর বাসস্থানের মধ্যস্থলে ছিলাম। এমন সময় একজন নারী অন্যজনকে তার তাঁবুর ডাঙা দিয়ে আঘাত করে হত্যা করল এবং তার পেটের

সন্তানকেও হত্যা করল। রাসূলুল্লাহ ﷺ সন্তানের বদলে এক দাস অথবা দাসী দেওয়ার আদেশ করেন এবং নারীর পরিবর্তে ঐ নারীকে হত্যা করার আদেশ দেন।

النَّوْدُ مِنَ الرَّجُلِ لِلْمَرْأَةِ

নারীর পরিবর্তে পুরুষকে হত্যা করা

৪৭৪০. أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ يَهُودِيًّا قَتَلَ جَارِيَةً عَلَى أَوْضَاحٍ لَهَا فَأَقَادَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِهَا *

৪৭৪০. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। এক ইয়াহুদী একটি বালিকাকে তার রূপার অলঙ্কারের জন্য হত্যা করে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ঐ বালিকার কিসাস স্বরূপ সেই ইয়াহুদীকে হত্যার আদেশ দেন।

৪৭৪১. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ يَهُودِيًّا أَخَذَ أَوْضَاحًا مِنْ جَارِيَةٍ ثُمَّ رَضَعَ رَأْسَهَا بَيْنَ حَجْرَيْنِ فَأَذْرَكَوَهَا وَبِهَا رَمَقٌ فَجَعَلُوا يَتَّبِعُونَ بِهَا النَّاسَ هَذَا هَذَا قَالَتْ نَعَمْ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَرَضَعَ رَأْسَهُ بَيْنَ حَجْرَيْنِ *

৪৭৪১. মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন মুবারক (র) - - - - আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ইয়াহুদী এক বালিকার রূপার অলঙ্কার কেড়ে নিল এবং পরে তাকে দুইটি পাথরের মাঝে রেখে তার মাথা চূর্ণ করলো। লোকজন এসে দেখলো, তার নিঃশ্বাস তখনও অবশিষ্ট রয়েছে। লোকজন তাকে জিজ্ঞাসা করতে লাগলো : তোমাকে কি ঐ ব্যক্তি মেরেছে? ঐ ব্যক্তি মেরেছে? অবশেষে ঐ ইয়াহুদীর নাম আসতেই সে বললো: হ্যাঁ। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আদেশে তার মাথা দুটি পাথরের মাঝখানে রেখে চূর্ণ করে দেওয়া হয়।

৪৭৪২. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ خَرَجَتْ جَارِيَةٌ عَلَيْهَا أَوْضَاحٌ فَأَخَذَهَا يَهُودِيٌّ فَرَضَعَ رَأْسَهَا وَأَخَذَ مَا عَلَيْهَا مِنَ الْحُلِيِّ فَأَذْرَكَتْ وَبِهَا رَمَقٌ فَاتَى بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ مَنْ قَتَلَكَ فُلَانٌ قَالَتْ بِرَأْسِهَا لَا قَالَ فُلَانٌ قَالَ حَتَّى سَمِعْتُ الْيَهُودِيَّ قَالَتْ بِرَأْسِهَا نَعَمْ فَأَخَذَ فَاغْتَرَفَ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَرَضَعَ رَأْسَهُ بَيْنَ حَجْرَيْنِ *

৪৭৪২. আলী ইবন হুজর (র) - - - - আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : এক বালিকা রূপার অলঙ্কার পরিহিত অবস্থায় বের হলে এক ইয়াহুদী তাকে ধরল। তারপর তার মাথা দুটি পাথরের মাঝে রেখে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেলল এবং তার শরীরের অলঙ্কার ছিনিয়ে নিয়ে গেল। লোকজন এসে তাকে এমন

অবস্থায় পেল যে, তখনও তার নিঃশ্বাস অবশিষ্ট আছে। তারা তাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট নিয়ে গেলে তিনি বললেন : তোমাকে কে আঘাত করেছে ? অমুক ব্যক্তি ? সে মাথার ইশারায় বললো : না, আল্লাহর কসম। তিনি বললেন : অমুক ব্যক্তি ? শেষ পর্যন্ত তিনি আঘাতকারী ইয়াহুদীর নাম নিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, সে তার মাথার ইশারায় বললো : হ্যাঁ। ঐ লোকটি ধৃত হলে তা সে স্বীকার করলো। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আদেশ করলে দুই প্রস্তরের মধ্যে রেখে তার মাথা চূর্ণ করা হয়।

سُقُوطُ الْقَوَدِ مِنَ الْمُسْلِمِ الْكَافِرِ

মুসলমান হতে কাফিরের কিসাস রহিত হওয়া

৪৭৪৩. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لَا يَحِلُّ قَتْلُ مُسْلِمٍ إِلَّا فِي إِحْدَى ثَلَاثٍ خِصَالٍ زَانٍ مُحْصَنٍ فَيُرْجَمُ وَرَجُلٌ يَقْتُلُ مُسْلِمًا مُتَعَمِّدًا وَرَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ الْإِسْلَامِ فَيُحَارِبُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولَهُ فَيُقْتَلُ أَوْ يُصَلَّبُ أَوْ يُنْفَى مِنَ الْأَرْضِ *

৪৭৪৩. আহমদ ইবন হাফস ইবন আবদুল্লাহ (র) - - - - উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : তিন অবস্থার কোন একটি ব্যতীত কোন মুসলমানকে হত্যা করা বৈধ নয়। প্রথমত বিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও যদি সে ব্যভিচার করে, তখন তাকে প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা করা হবে; দ্বিতীয়ত ঐ ব্যক্তি, যে কোন মুসলমানকে স্বেচ্ছায় হত্যা করে; তৃতীয়ত ঐ ব্যক্তি যে ইসলাম হতে বের হয়ে যায় এবং পরে আল্লাহ তা'আলা এবং আল্লাহর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। তাকে হত্যা করা হবে বা শুলীতে চড়ানো হবে অথবা দেশান্তর করা হবে।

৪৭৪৪. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ طَرِيفٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ يَقُولُ سَأَلْنَا عَلِيًّا فَقُلْنَا هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ شَيْءٌ سِوَى الْقُرْآنِ فَقَالَ لَا وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ إِلَّا أَنْ يُعْطِيَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ عَبْدًا فَهَمَّا فِي كِتَابِهِ أَوْ مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ قُلْتُ وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ قَالَ فِيهَا الْعَقْلُ وَفِكَالُ الْأَسِيرِ وَأَنْ لَا يَقْتُلَ مُسْلِمٌ بَكَافِرٍ *

৪৭৪৪. মুহাম্মদ ইবন মানসুর (র) - - - - আবু জুহায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। একদা আমরা আলী (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম : আপনার নিকট কি কুরআন ব্যতীত রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কোন অন্য বাণী রয়েছে ? তিনি বললেন : না, আল্লাহ তা'আলার শপথ। যিনি বীজ বিদীর্ণ করে অন্ধুর বের করে থাকেন এবং জীবন দান করেন। তবে হ্যাঁ, আল্লাহ তা'আলা কোন বান্দাকে তাঁর কিতাবের যে বুঝ-সমঝ দান করেন অথবা যা এ সহীফায় রয়েছে

সেটা ভিন্ন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম : ঐ সহীফায় কী রয়েছে। তিনি বললেন : তাতে রয়েছে দিয়াতের আহকাম, দাসমুক্ত করার বর্ণনা এবং আরো রয়েছে, কোন মুসলমানকে কোন কাফিরের পরিবর্তে হত্যা করা যাবে না।

৪৭৪৫. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي حَسَّانٍ قَالَ قَالَ عَلَى مَا عَاهَدَ إِلَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِشَيْءٍ دُونَ النَّاسِ إِلَّا فِي صَحِيفَةٍ فِي قِرَابٍ سَيْفِي فَلَمْ يَزَالُوا بِهِ حَتَّى أَخْرَجَ الصَّحِيفَةَ فَإِذَا فِيهَا الْمُؤْمِنُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ وَهُمْ يَدُّ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ لَا يَقْتُلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ *

৪৭৪৫. মুহাম্মদ ইবন বাশশার (র) - - - আবু হাসসান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আলী (রা) বলেছেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে এমন কিছু বলেন নি যা তিনি অন্যান্য লোকের নিকট বলেন নি; তবে আমার তলোয়ারের খাণ্ডে যে লিখা রয়েছে, তা ব্যতীত। জনগণ তার পিছু ছাড়লেন না। পরে তিনি সেই লিখা বের করলেন। দেখা গেল, তাতে লিখিত রয়েছে যে, মুসলমানদের রক্ত সমমর্যাদাসম্পন্ন। একজন সাধারণ মুসলমানও কাউকে আশ্রয় দিতে পারে, মুসলিমগণ অমুসলিমদের ব্যাপারে এক হাতের ন্যায়, আর কোন মুসলমানকে কাফিরের পরিবর্তে হত্যা করা যাবে না, আর নিজের ওয়াদার উপর স্থির কোন যিন্মীকে হত্যা করা যাবে না।

৪৭৪৬. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ الْحَجَّاجِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي حَسَّانٍ الْأَعْرَجِ عَنِ الْأَشْجَرِ أَنَّهُ قَالَ لِعَلِيٍّ إِنَّ النَّاسَ قَدْ تَفَشَّعَ بِهِمْ مَا يَسْمَعُونَ فَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَاهَدَ إِلَيْكَ عَهْدًا فَحَدَّثْنَا بِهِ قَالَ مَا عَاهَدَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَهْدًا لَمْ يَعْهَدْهُ إِلَى النَّاسِ غَيْرَ أَنْ فِي قِرَابٍ سَيْفِي صَحِيفَةٌ فَإِذَا فِيهَا الْمُؤْمِنُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ لَا يَقْتُلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ مُخْتَصَرٌ *

৪৭৪৬. আহমদ ইবন হাফস (র) - - - মালিক আশতার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি আলী (রা)-কে বললেন : মানুষ (আপনার কাছ থেকে জ্ঞান-প্রজ্ঞার) বিপুল কথা শুনে থাকে। যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ আপনাকে খাস কিছু বলে থাকেন, তা আমাদের নিকট বর্ণনা করুন। তখন আলী (রা) বললেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে এমন কিছু বলেন নি, যা তিনি অন্যান্য লোককে বলেন নি। তবে আমার তলোয়ারের খাণ্ডে যা রয়েছে তা ব্যতীত। দেখা গেল, তাতে রয়েছে : মুসলমানদের রক্ত সমমর্যাদাসম্পন্ন, একজন সাধারণ মুসলমান একজন কাফিরকে আশ্রয় দিতে পারে, আর কোন মুসলমানকে কাফিরের পরিবর্তে হত্যা করা যাবে না, আর না ঐ যিন্মীকে হত্যা করা যাবে যে তার ওয়াদার উপর স্থির রয়েছে।

تَعْظِيمُ قَتْلِ الْمُعَاهِدِ

যিশ্মীকে হত্যা করা গুরুতর পাপ

৪৭৪৭. أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عُيَيْنَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ قَالَ أَبُو بَكْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا فِي غَيْرِ كُنْهٍ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ *

৪৭৪৭. ইসমাইল ইবন মাসউদ (র) - - - - আবু বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন যিশ্মীকে অন্যায়ভাবে হত্যা করবে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেবেন।

৪৭৪৮. أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ يُونُسَ عَنْ الْحَكَمِ بْنِ الْأَعْرَجِ عَنْ الْأَشْعَثِ بْنِ ثَرْمَلَةَ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهِدَةً بِغَيْرِ حِلِّهَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ أَنْ يَشُمَّ رِيحَهَا *

৪৭৪৮. হুসায়ন ইবন হুরায়স (র) - - - - আবু বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন যিশ্মীকে হত্যা করবে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জান্নাতের সুবাস গ্রহণও হারাম করে দেবেন।

৪৭৪৯. أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غِيلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا النُّضْرُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مَخِيمَرَةَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ لَمْ يَجِدِ الْجَنَّةَ وَإِنْ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ سَبْعِينَ عَامًا *

৪৭৪৯. মাহমুদ ইবন গায়লান (র) - - - - কাসিম ইবন মুখায়মারা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জনৈক সাহাবী থেকে শুনেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন যিশ্মীকে হত্যা করবে, সে জান্নাতের সুগন্ধও পাবে না। অথচ তার সুগন্ধ সত্তর বছরের দূরত্ব থেকে পাওয়া যাবে।

৪৭৫০. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ دُحَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا هُرُونُ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ وَهُوَ ابْنُ عَمْرٍو عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ لَمْ يَجِدِ رِيحَ الْجَنَّةِ وَإِنْ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا *

৪৭৫০. আবদুর রহমান ইবন ইব্রাহীম দুহায়ম (র) - - - - আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি

বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন যিম্মীকে হত্যা করবে, সে জান্নাতের সুগন্ধও পাবে না। অথচ তার সুগন্ধ চল্লিশ বছরের দূরত্ব থেকে পাওয়া যাবে।

سُقُوطُ الْقَوْدِ بَيْنَ الْمَهَالِكِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ

দাসদের মধ্যে যখম ও অঙ্গহানির জন্য কিসাস নেই

৪৭০১. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ غُلَامًا لِلنَّاسِ فَقَرَاءَ قَطَعَ أَذُنُ غُلَامٍ لِلنَّاسِ أَغْنِيَاءَ فَاتَوَّاهُ النَّبِيُّ ﷺ فَلَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ شَيْئًا *

৪৭৫১. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র) - - - - ইমরান ইবন হুসায়ন (রা) হতে বর্ণিত যে, কয়েকজন গরীব লোকের একটি গোলাম ছিল, সে ধনীদের এক দাসের কান কেটে ফেলে। সে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট আসলে তিনি তার জন্য কিছুই সাব্যস্ত করেন নি।

الْقِصَاصُ فِي السَّنِّ

দাঁতের কিসাস

৪৭০২. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو خَالِدٍ سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى بِالْقِصَاصِ فِي السَّنِّ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كِتَابُ اللَّهِ الْقِصَاصُ *

৪৭৫২. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁতের ব্যাপারে কিসাসের আদেশ দেন। তিনি বলেন : কিসাস হচ্ছে আল্লাহর বিধান।

৪৭০৩. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتْلَانَهُ وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ *

৪৭৫৩. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র) - - - - সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি তার দাসকে হত্যা করবে, আমরা তাকে হত্যা করবো ; আর যে ব্যক্তি তার দাসের অঙ্গ কাটবে, আমরা তার অঙ্গ কাটবো।

৪৭০৪. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ خَصَى عَبْدَهُ خَصَيْنَاهُ وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ وَاللَّفْظُ لِابْنِ بَشَّارٍ *

৪৭৫৪. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না ও মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) - - - - সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি তার দাসকে খাসি করবে, আমরা তাকে খাসি করে দেব এবং যে ব্যক্তি তার দাসের কোন অঙ্গ কাটবে, আমরা তার অঙ্গ কাটবো।

৪৭৫৫. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أُخْتَ الرَّبِيعِ أُمَّ حَارِثَةَ جَرَحَتْ إِنْسَانًا فَأَخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْقِصَاصُ الْقِصَاصُ فَقَالَتْ أُمُّ الرَّبِيعِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيْقُتَصُّ مِنْ فَلَانَةٍ لَا وَاللَّهِ لَا يُقْتَصُّ مِنْهَا أَبَدًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سُبْحَانَ اللَّهِ يَا أُمُّ الرَّبِيعِ الْقِصَاصُ كِتَابُ اللَّهِ قَالَتْ لَا وَاللَّهِ لَا يُقْتَصُّ مِنْهَا أَبَدًا فَمَا زَالَتْ حَتَّى قَبِلُوا الدِّيَةَ قَالَ إِنْ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لِأَبْرَهُ *

৪৭৫৫. আহমদ ইবন সুলায়মান (র) - - - - আনাস (রা) হতে বর্ণিত, রুবায়্যি'-এর বোন উম্মে হারিসা এক ব্যক্তিকে যখম করে। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এ মোকদ্দমা দায়ের করা হয়। তিনি বলেন : কিসাস নেয়া হবে। তখন রুবায়্যির মা বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! তার থেকে কী বদলা নেয়া হবে ? আল্লাহর কসম ! তার থেকে কখনও বদলা নেয়া যাবে না। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : সুবহানাল্লাহ ! রুবায়্যি'-এর মা ! কিসাস নেয়া তো আল্লাহর বিধান। সে বললো : আল্লাহর শপথ ! তার নিকট হতে কখনও কিসাস নেয়া যাবে না; এরূপ বলতে থাকলো। এমনকি তারা দিয়াত কবুল করে নিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : আল্লাহ তা'আলার কিছু বান্দা এমনও রয়েছে, যদি সে আল্লাহর উপর ভরসা করে কোন শপথ করে বসে, তবে আল্লাহ তা'আলা তা শপথ সত্যে পরিণত করে দেন।

الْقِصَاصُ مِنَ الثَّنِيَّةِ

সামনের দাঁতের কিসাস

৪৭৫৬. أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعُودَةَ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ ذَكَرَ أَنَسٌ أَنَّ عَمَّتَهُ كَسَرَتْ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ فَقَضَى نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ بِالْقِصَاصِ فَقَالَ أَخُوهَا أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ أَتُكْسَرُ ثَنِيَّةٌ فَلَانَةٌ لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا تُكْسَرُ ثَنِيَّةٌ فَلَانَةٌ قَالَ وَكَانُوا قَبِلَ ذَلِكَ سَأَلُوا أَهْلَهَا الْعَفْوَ وَالْأَرَشَ فَلَمَّا حَلَفَ أَخُوهَا وَهُوَ عَمُّ أَنَسٍ وَهُوَ الشَّهِيدُ يَوْمَ أُحُدٍ رَضِيَ الْقَوْمُ بِالْعَفْوِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنْ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لِأَبْرَهُ *

৪৭৫৬. হুমায়দ ইবন মাস'আদা ও ইসমাঈল ইবন মাসউদ (র) - - - - হুমায়দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আনাস (রা) বলেছেন : তার ফুফু এক বালিকার দাঁত ভেঙেছিল; তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ কিসাসের আদেশ দেন। তার ভাই আনাস ইবন নাযর জিজ্ঞাসা করলো : অমুকের দাঁত কি ভাঙা হবে ? যিনি আপনাকে সত্য

নবী করে পাঠিয়েছেন, তাঁর শপথ করে বলছি : কখনও তার দাঁত ভাঙা যাবে না। তারা এর পূর্বেই ঐ বালিকার ওয়ারিসদেরকে বলে রেখেছিল যে, তাকে ক্ষমা করে দাও অথবা দিয়াত নাও। যখন তার ভাই আনাস ইব্ন নাযরের চাচা, যিনি উহুদ যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন শপথ করলেন, তখন তার ওয়ারিসরা তাকে ক্ষমা করতে রাবী হয়ে গেল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আল্লাহ তা'আলার কোন কোন বান্দা এমন রয়েছে, যদি সে আল্লাহর উপর ভরসা করে শপথ করে বসে, তখন আল্লাহ তা'আলা তার শপথ সত্যে পরিণত করে দেন।

৪৭৫৭. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَسَرَتْ الرَّبِيعُ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ فَطَلَبُوا إِلَيْهِمُ الْعَفْوَ فَأَبَوْا فَعَرِضَ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ فَأَبَوْا فَأَتَا النَّبِيَّ ﷺ فَأَمَرَ بِالْقِصَاصِ قَالَ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ يَارَسُولَ اللَّهِ تَكْسَرُ ثَنِيَّةَ الرَّبِيعِ لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا تَكْسَرُ قَالَ يَا أَنَسُ كِتَابُ اللَّهِ الْقِصَاصُ فَرَضِيَ الْقَوْمُ وَعَفَوْا فَقَالَ إِنْ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبْرَهُ *

৪৭৫৭. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রুবাযি' এক বালিকার দাঁত ভেঙে ফেললেন। তারপর তিনি তার ওয়ারিসদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। কিন্তু ঐ বালিকার ওয়ারিসরা ক্ষমা করতে সম্মত হলো না। পরে দিয়াত দেওয়ার প্রস্তাব করলেও তারা সম্মত হলো না। পরে তারা নবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হলে তিনি কিসাসের আদেশ দেন। তখন আনাস ইব্ন নাযর বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! রুবাযি'-এর কি দাঁত ভেঙে দেয়া হবে ? না, যিনি আপনাকে নবী হিসাবে প্রেরণ করেছেন তাঁর শপথ ! কখনও তার দাঁত ভাঙা যাবে না। তিনি বললেন : হে আনাস ! আল্লাহর কিতাবের মীমাংসা তো কিসাস। পরে ঐ লোকেরা সম্মত হয়ে গেল এবং ক্ষমা করে দিল। তখন নবী ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তা'আলার কোন কোন বান্দা এমন রয়েছে, যদি সে আল্লাহর উপর ভরসা করে কোন শপথ করে, তবে তিনি তা সত্যে পরিণত করে দেন।

الْقَوْدُ مِنَ الْعِصَةِ وَذِكْرُ اخْتِلَافِ الْفَاطِ الْثَاقِلِينَ لِحَبْرِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ

কামড় দেওয়ার কিসাস এবং এ সম্পর্কে ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা)-থেকে বর্ণনাকারীদের মধ্যে পার্থক্য

৪৭৫৮. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَانَ أَبُو الْجَوَازِ قَالَ أَنْبَأَنَا قُرَيْشُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ فَأَنْتَزَعَ يَدَهُ فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتُهُ أَوْ قَالَ ثَنِيَّاهُ فَاسْتَعْدَى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا تَأْمُرُنِي تَأْمُرُنِي أَنْ أَمُرَهُ أَنْ يَدَعَ يَدَهُ فِي فَيْكِ تَقْضِمُهَا كَمَا يَقْضِمُ الْفَحْلُ إِنْ شِئْتَ فَأَذْفَعُ إِلَيْهِ يَدَكَ حَتَّى يَقْضِمَهَا ثُمَّ انْتَزَعَهَا إِنْ شِئْتَ *

৪৭৫৮. আহমদ ইবন উসমান আবু জাওয়া (র) - - - - ইবন সীরীন (র) ইমরান ইবন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তির হাতে কামড় দিল। যখন সেই ব্যক্তি তার হাত টেনে নিল, তাতে তার একটি দাঁত অথবা তিনি বলেন; কয়েকটি দাঁত পড়ে গেল। সে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট ফরিয়াদ জানালো। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন : তুমি আমাকে কী আদেশ দিতে বল ? তুমি এই বল যে, আমি তাকে আদেশ করি এবং সে তার হাত তোমার মুখে দিয়ে রাখুক; আর তুমি তা চিবাতে থাক, যেমন জন্তু চিবিয়ে থাকে ? যদি তোমার ইচ্ছা হয়, তবে তোমার হাত তাকে চিবাতে দাও। তারপর বের করে নাও।

৪৭৫৯. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَّارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلًا عَضَّ آخَرَ عَلَى ذِرَاعِهِ فَاجْتَذَبَهَا فَانْتَزَعَتْ ثَنِيَّتَهُ فَرَفَعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَبْطَلَهَا وَقَالَ أَرَدْتُ أَنْ تَقْضِمَ لَحْمَ أَخِيكَ كَمَا يَقْضِمُ الْفَحْلُ *

৪৭৬০. আমর ইবন আলী (র) - - - - যুরারা ইবন আওয়া ইমরান ইবন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির বাহুতে কামড় দিল। সে হাত টেনে নিলে ঐ ব্যক্তির দাঁত পড়ে গেল। পরে এই মোকদ্দমা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দরবারে পেশ করা হলে তিনি দিয়াত বাতিল করে দেন এবং বলেন : তুমি জন্তুর ন্যায় নিজের ভাইয়ের মাংস চিবাতে চাও।

৪৭৬১. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَّارَةَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَاتَلَ يَعْلَى رَجُلًا فَعَضَّ أَحَدَهُمَا صَاحِبَهُ فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ فِيهِ فَتَنَدَرَتْ ثَنِيَّتُهُ فَاخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَعْضُّ أَحَدُكُمُ أَخَاهُ كَمَا يَعْضُّ الْفَحْلُ لِأَدِيَّةٍ لَهُ *

৪৭৬২. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র) - - - - যুরারা (র) ইমরান ইবন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, ইয়ালা এক ব্যক্তির সাথে ঝগড়া করলো এবং তাদের একজন অন্যজনের হাতে কামড় দিল। সে তার মুখ থেকে নিজের হাত টেনে নিতেই অন্যজনের দাঁত পড়ে গেল। পরে উভয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট বিচারপ্রার্থী হয়ে আসল। তিনি বললেন : তোমাদের একেকজন তার ভাইকে কামড় দেবে আবার দিয়াতও চাইবে? তার জন্য কোন দিয়াত নেই।

৪৭৬৩. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَّارَةَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ يَعْلَى قَالَ فِي الَّذِي عَضَّ فَتَنَدَرَتْ ثَنِيَّتُهُ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِأَدِيَّةٍ لَكَ *

৪৭৬৪. সুওয়ায়দ ইবন নাসর (র) - - - - যুরারা (র) ইমরান ইবন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, ইয়ালা বলেন, এক ব্যক্তি অন্যজনের হাতে কামড় দিলে তার দাঁত পড়ে যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমার জন্য কোন দিয়াত নেই।

৪৭৬২. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبَانُ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ حَدَّثَنَا زُرَّارَةُ بْنُ أَوْفَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلًا عَضَّ ذِرَاعَ رَجُلٍ فَاَنْتَزَعَ ثَنِيَّتَهُ فَأَنْطَلَقَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ أَرَدْتَ أَنْ تَقْضِمَ ذِرَاعَ أَخِيكَ كَمَا يَقْضِمُ الْفَحْلُ فَأَبْطَلَهَا *

৪৭৬২. মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন মুবারক (র) - - - - যুরারা ইবন আওফা (র) ইমরান ইবন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তির বাহু কামড়ে ধরে, ফলে তার দাঁত পড়ে যায়। সে নবী ﷺ-এর নিকট গিয়ে তা বর্ণনা করলে তিনি বললেন : তুমি তোমার ভাইয়ের বাহু জানোয়ারের মত কামড়াতে চেয়েছিলে। তিনি তার দিয়াত বাতিল করে দিলেন।

بَابُ الرَّجُلِ يَدْفَعُ عَنْ نَفْسِهِ

পরিচ্ছেদ : যে ব্যক্তি আত্মরক্ষা করে

৪৭৬৩. أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ الْخَلِيلِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدَى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ يَعْلَى بْنِ مُنْيَةَ أَنَّهُ قَاتَلَ رَجُلًا فَعَضَّ أَحَدَهُمَا صَاحِبَهُ فَاَنْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ فِيهِ فَقَلَعَ ثَنِيَّتَهُ فَرَفَعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَعْضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعْضُّ الْبُكَرُ فَأَبْطَلَهَا *

৪৭৬৩. মালিক ইবন খলীল (র) - - - - ইয়ালা ইবন মুনইয়া (রা) থেকে বর্ণিত। সে অন্য এক ব্যক্তির সাথে ঝগড়া করলে তাদের একজন অন্যজকে কামড়ে দেয়। অপর ব্যক্তি তার মুখ থেকে হাত টেনে নিলে তার দাঁত পড়ে যায়। পরে এই মোকদ্দমা নবী ﷺ-এর নিকট পেশ করা হলে তিনি বললেন : তোমাদের একজন নিজের ভাইকে কামড়াবে, যেমন যুবক উট কামড়ায়? তিনি তার দিয়াত বাতিল করে দেন।

৪৭৬৪. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عَقِيلٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَدِّي قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ يَعْلَى بْنِ مُنْيَةَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي تَمِيمٍ قَاتَلَ رَجُلًا فَعَضَّ يَدَهُ فَاَنْتَزَعَهَا فَأَلْقَى ثَنِيَّتَهُ فَاَخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَعْضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعْضُّ الْبُكَرُ فَأَبْطَلَهَا أَى أَبْطَلَهَا *

৪৭৬৪. মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ (র) - - - - ইয়ালা ইবন মুনইয়া (রা) থেকে বর্ণিত, বনী তামীমের এক ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তির সাথে ঝগড়া করে তার হাতে কামড় দেয়। ঐ ব্যক্তি হাত টেনে নিলে তার দাঁত পড়ে যায়। তারা ঐ ঝগড়া রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট নিয়ে গেলে তিনি বললেন : তোমাদের একজন তার ভাইকে উটের ন্যায় দাঁত দিয়ে কামড়িয়েছে। আর তিনি তাকে দিয়াত দিতে বলেন নি।

ذَكَرُ الْاِخْتِلَافِ عَلَى عَطَاءٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ

আতা (র) থেকে এই হাদীসের রাবীদেব বর্ণনাগত পার্থক্য

৪৭১৫. أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَمِيهِ سَلَمَةَ وَيَعْلَى ابْنَيْ أُمِّیَّةَ قَالَا خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ وَمَعَنَا صَاحِبٌ لَنَا فَقَاتَلَ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَعَضَّ الرَّجُلُ ذِرَاعَهُ فَجَذَبَهَا مِنْ فِيهِ فَطَرَحَ ثَنِيَّتَهُ فَأَتَى الرَّجُلُ النَّبِيَّ ﷺ يَلْتَمِسُ الْعَقْلَ فَقَالَ يَنْطَلِقُ أَحَدُكُمْ إِلَى أَخِيهِ فَيَعَضُّهُ كَعَضِيضِ الْفَحْلِ ثُمَّ يَأْتِي يَطْلُبُ الْعَقْلَ لَا عَقْلَ لَهَا فَايْطَلُهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ *

৪৭৬৫. ইমরান ইবন বাক্কার (র) - - - - মুহাম্মাদ (র) 'আতা ইবন আবু রাবাহ (র) থেকে, তিনি সাফওয়ান ইবন আবদুল্লাহ থেকে এবং তিনি তার দুই চাচা সালামা এবং ইয়ালা ইবন উমাইয়া (রা) থেকে। তাঁরা বলেন : আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে তাবুকের যুদ্ধে বের হলাম। আমাদের সাথে এক ব্যক্তি ছিল, সে এক মুসলমান ব্যক্তির সাথে ঝগড়া করলে, সে তার হাতে কামড় দিল। ঐ ব্যক্তি তার মুখ হতে হাত টেনে নিলে তার দাঁত পড়ে গেল। তখন নবী ﷺ -এর নিকট এসে দিয়াতের জন্য আবেদন করলো। তিনি বললেন : তোমাদের এক ব্যক্তি বের হয়ে জানোয়ারের ন্যায় নিজের ভাইকে কামড়ায়, পরে সে দিয়াতের জন্য আগমন করে। সে দিয়াত পাবে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ দিয়াত বাতিল করে দিলেন।

৪৭১৬. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرِو عَنْ عَطَاءٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ أَبِيهِ أَنْ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ فَاثْتَرَعَتْ ثَنِيَّتُهُ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَأَهْذَرَهَا *

৪৭৬৬. আবদুল জব্বার ইবন 'আলা (র) - - - - সুফয়ান ইবন 'আমর 'আতা থেকে তিনি ইয়ালা (রা) থেকে। এক ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তির হাতে কামড় দিলে তাতে তার দাঁত পড়ে যায়। পরে সে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হলে তিনি দিয়াত বাতিল করে দেন।

৪৭১৭. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ مَرَّةً أُخْرَى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرِو عَنْ عَطَاءٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ يَعْلَى وَابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ يَعْلَى أَنَّهُ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَقَاتَلَ رَجُلًا فَعَضَّ يَدَهُ فَاثْتَرَعَتْ ثَنِيَّتُهُ فَخَاصَمَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ أَيْدَعُهَا يَفْضُمُهَا كَقَضْمِ الْفَحْلِ *

৪৭৬৭. আবদুল জব্বার (র) - - - - আমর (র) ও ইবন জুরায়জ 'আতা (র) হতে, তিনি সাফওয়ান ইবন ইয়ালা

(র) হতে এবং তিনি ইয়ালা (রা) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি এক ব্যক্তিকে চাকর রাখেন, সে অন্য এক ব্যক্তির সাথে ঝগড়া করে তার হাতে কামড় দেয়। ফলে তার দাঁত পড়ে যায়। পরে সে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট নালিশ করলে তিনি বললেন : ঐ ব্যক্তি তার হাত রেখে দেবে যাতে সে পশুর ন্যায় কামড়াতে পারে ?

৪৭৬৮. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ فَاسْتَأْجَرْتُ أَجِيرًا فَقَاتَلَ أَجِيرِي رَجُلًا فَعَضَّ الْأُخْرَى فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتُهُ فَاتَى النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَاهْدَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ *

৪৭৬৮. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র) - - - - ইবন জুরায়জ 'আতা হতে, তিনি সাফওয়ান ইবন ইয়ালা হতে এবং তিনি তার পিতা (রা) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে তাবুক যুদ্ধে গমন করি। সেখানে আমি একজন লোককে চাকর হিসাবে রাখি। সেখানে আমার চাকর অন্য এক ব্যক্তির সাথে ঝগড়া করলে, সে তাকে দাঁত দিয়ে কামড়ায়। এতে তার দাঁত পড়ে যায়। সে ব্যক্তি নবী ﷺ-এর নিকট এসে সকল ঘটনা বর্ণনা করলে তিনি তার দিয়াত বাতিল করে দেন।

৪৭৬৯. أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُثَيْمٍ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ جَيْشَ الْعُسْرَةِ وَكَانَ أَوْثَقَ عَمَلٍ لِي فِي نَفْسِي وَكَانَ لِي أَجِيرٌ فَقَاتَلَ إِنْسَانًا فَعَضَّ أَحَدَهُمَا إصْبَعَ صَاحِبِهِ فَاَنْتَزَعَ إصْبَعَهُ فَأَنْدَرَ ثَنِيَّتَهُ فَسَقَطَتْ فَأَنْطَلَقَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَاهْدَرَ ثَنِيَّتَهُ وَقَالَ أَفِيدْعُ يَدَهُ فِي فَيْلِكَ تَقْضِيهَا *

৪৭৬৯. ইয়াকুব ইবন ইব্রাহীম (র) - - - - ইবন জুরায়জ 'আতা হতে, তিনি সাফওয়ান ইবন ইয়ালা হতে এবং তিনি ইয়ালা ইবন উমাইয়া (রা) থেকে। তিনি বলেন : আমি নবী ﷺ-এর সাথে তাবুক যুদ্ধে শরীক হই। আমার ধারণামতে তা ছিল সবচেয়ে আশাব্যঞ্জক কাজ। আমার এক চাকর ছিল, সে একজন লোকের সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত হয়। এক পর্যায়ে একে অন্যের আঙুলে কামড় দেয়। সে ব্যক্তি আঙুল টেনে বের করলে তার দাঁত পড়ে যায়। সে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে নালিশ করলে তিনি তার দাঁতের দিয়াত বাতিল করে দেন এবং বলেন : সে কি তোমার মুখে হাত রেখে দেবে, আর তুমি তা চিবিয়ে ফেলবে ?

৪৭৭০. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ يَعْلَى عَنْ أَبِيهِ بِمِثْلِ الَّذِي عَضَّ فَتَنَدَرَتْ ثَنِيَّتُهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِأَدِيَةِ لَكَ *

৪৭৭০. সুওয়ায়দ ইবন নাসর (র) - - - - কাতাদা (র) 'আতা (র) হতে, তিনি ইবন ইয়ালা হতে এবং তিনি ইয়ালা (রা) হতে। তিনি তদ্রূপ বলেন, যা পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। তবে এতে রয়েছে : নবী ﷺ বললেন : তোমার জন্য কোন দিয়াত নেই।

৪৭৭১. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ مُنْيَةَ أَنَّ أَجِيرًا لِيَعْلَى بْنِ مُنْيَةَ عَضَّ أُخْرَ ذِرَاعَهُ فَأَنْتَزَعَهَا مِنْ فِيهِ فَرَفَعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَقَدْ سَقَطَتْ ثَنِيَّتُهُ فَأَبْطَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ أَيْدَعُهَا فِي فَيْكِ تَقْضُمُهَا كَقَضْمِ الْفَحْلِ *

৪৭৭১. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র) - - - - বুদায়ল ইবন মায়সারা 'আতা হতে এবং তিনি সাফওয়ান ইবন ইয়ালা ইবন মুনইয়া (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, ইয়ালা ইবন মুনইয়ার চাকর এক ব্যক্তির হাতে দাঁত দ্বারা কামড় দিলে, ঐ ব্যক্তি তার মুখ থেকে নিজের হাত টেনে নিল। এই ঘটনা নবী ﷺ-এর নিকট পেশ করা হলো। কেননা যে কামড় দিয়েছিল তার দাঁত পড়ে যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ তার দিয়াত বাতিল করে দেন এবং বলেন : সে কি তার হাত তোমার মুখে রেখে দিবে, আর তুমি তা পশুর মত চিবাতে থাকবে ?

৪৭৭২. أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَقَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْجَوَابِ قَالَ حَدَّثَنَا عَمَّارٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى أَنَّ أَبَاهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ فَاسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَقَاتَلَ رَجُلًا فَعَضَّ الرَّجُلُ ذِرَاعَهُ فَلَمَّا أَوْجَعَهُ نَتَرَهَا فَأَنْدَرَتْ ثَنِيَّتَهُ فَرَفَعَ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَغِيدُ أَحَدَكُمْ فَيَعَضُّ أَخَاهُ كَمَا يَعْضُّ الْفَحْلُ فَأَبْطَلَتْ ثَنِيَّتَهُ *

৪৭৭২. আবু বকর ইবন ইসহাক (র) - - - - সাফওয়ান ইবন ইয়ালা (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁর পিতা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে তারকের যুদ্ধে শরীক ছিলেন। তিনি সেখানে একজন লোককে চাকর হিসাবে রাখেন। সে এক ব্যক্তির সাথে ঝগড়া করলে ঐ ব্যক্তি তার হাতে কামড় দেয়। সে ব্যথা পেলে হাতে টান দিল। এভাবে সে তার দাঁত ফেলে দিল। এ ব্যাপারটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট পেশ করা হলে তিনি বলেন : তোমাদের একজন নিজের ভাইকে জন্তুর মত দংশন করবে ? এরপর তিনি তার দাঁতের দিয়াত বাতিল করে দেন।

الْقَوْدُ فِي الطَّعْنَةِ

খোঁচা দেওয়ার কিসাস

৪৭৭৩. أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ بَيَّانٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَرِثِ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُبَيْدَةَ بْنِ مَسَافِعٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْسِمُ شَيْئًا أَقْبَلَ رَجُلٌ فَأَكْبَ عَلَيْهِ فَطَعَنَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِعُرْجُونٍ كَانَ مَعَهُ فَخَرَجَ الرَّجُلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَعَالِ فَاسْتَقْدِ قَالَ بَلْ قَدْ عَفَوْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ *

৪৭৭৩. ওহাব ইব্ন বায়ান (র) - - - - আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একবার রাসূলুল্লাহ্ কিছু বস্টন করছিলেন, এমন সময় এক ব্যক্তি সামনের দিক হতে এসে তাঁর উপর ঝুঁকে পড়লে রাসূলুল্লাহ্ তাকে তাঁর হাতের কাঠি দ্বারা খোঁচা দেন। এতে ঐ ব্যক্তি বের হয়ে যায়। তারপর রাসূলুল্লাহ্ বলেন : এসো, প্রতিশোধ নাও। সে ব্যক্তি বললো : ইয়া রাসূলান্নাহ্ ! আমি ক্ষমা করে দিয়েছি।

৪৭৭৪. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الرَّبَاطِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ أَنَّنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى يُحَدِّثُ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُبَيْدَةَ بْنِ مَسَافِعٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَفْسِمُ شَيْئًا إِذْ أَكَبَّ عَلَيْهِ رَجُلٌ فَطَعَنَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِعُرْجُونٍ كَانَ مَعَهُ فَصَاحَ الرَّجُلُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَعَالَ فَاسْتَقْدِ قَالَ بَلْ عَفَوْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ *

৪৭৭৪. আহমদ ইব্ন সাঈদ রিবাতী (র) - - - - আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : এক সময় রাসূলুল্লাহ্ কিছু বস্টন করছিলেন; তখন এক ব্যক্তি সামনের দিক থেকে তাঁর উপর ঝুঁকে পড়ে। রাসূলুল্লাহ্ তাঁর হস্তস্থিত কাঠি দ্বারা তাকে খোঁচা দিলে সে ব্যক্তি চিৎকার দিয়ে উঠে। তখন রাসূলুল্লাহ্ তাকে বললেন : এসো, প্রতিশোধ গ্রহণ কর। সে বললো : ইয়া রাসূলান্নাহ্ ! আমি ক্ষমা করে দিয়েছি।

الْقَوْدُ مِنَ اللَّطْمَةِ

চড়ের কিসাস

৪৭৭৫. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ أَنَّنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا وَقَعَ فِي أَبِي كَانَ لَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلَطَمَهُ الْعَبَّاسُ فَجَاءَ قَوْمُهُ فَقَالُوا لِيَلْطَمْنَهُ كَمَا لَطَمَهُ فَلَبَسُوا السَّلَاحَ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَصَعِدَ الْمَنْبَرَ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ أَيُّ أَهْلِ الْأَرْضِ تَعْلَمُونَ أَكْرَمَ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالُوا أَنْتَ فَقَالَ إِنَّ الْعَبَّاسَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ لَا تَسُبُّوا مَوْتَانَا فَتُؤْذُوا أَحْيَاءَنَا فَجَاءَ الْقَوْمُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ غَضَبِكَ اسْتَغْفِرُ لَنَا *

৪৭৭৫. আহমদ ইব্ন সুলায়মান (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি হযরত আব্বাস (রা)-এর কোন পূর্বপুরুষকে গালি দিলে তিনি তাকে চড় মারেন। তখন তার গোত্রের লোকজন এসে বলতে লাগলো : সেও তাঁকে চড় মারবে, যেমন তিনি তাকে চড় মেরেছেন। এক পর্যায়ে তারা অস্ত্র সজ্জিত হল। এ খবর রাসূলুল্লাহ্ -এর নিকট পৌছলে তিনি মিশরে আরোহণ করে বললেন : হে লোক সকল! তোমরা কি জান বিশ্ববাসীর মধ্যে কে আল্লাহ তা'আলার নিকট অধিক সম্মানিত? তারা বললো : আপনি। এরপর বললেন : আমি আব্বাস হতে এবং আব্বাসও আমা হতে। তোমরা আমাদের মৃতদেরকে মন্দ বলো না। এতে আমাদের

জীবিতদের দুঃখ হয়। তখন একদল লোক আসলো। তারা একথা শুনে বললো : ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! আমরা আপনার অসন্তুষ্টি হতে আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আপনি আমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন।

الْقَوْدُ مِنَ الْجَبْدَةِ

টানা-হেঁচড়া করার কিসাস

٤٧٧٦. أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ حَدَّثَنِي الْقَعْنَبِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ هِلَالٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كُنَّا نَقْعُدُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ فَإِذَا قَامَ قُمْنًا فَقَامَ يَوْمًا وَقُمْنًا مَعَهُ حَتَّى لَمَّا بَلَغَ وَسَطَ الْمَسْجِدِ أَذْرَكَهُ رَجُلٌ فَجَبَدَ بِرِدَائِهِ مِنْ وَرَائِهِ وَكَانَ رِدَاؤُهُ خَشِنًا فَحَمَّرَ رَقَبَتَهُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ أَحْمِلْ لِي عَلَى بَعِيرِي هَذَيْنِ فَإِنَّكَ لَا تَحْمِلُ مِنْ مَالِكَ وَلَا مِنْ مَالِ أَبِيكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لَا أَحْمِلُ لَكَ حَتَّى تُقِيدَنِي مِمَّا جَبَدْتَ بِرَقَبَتِي فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ لَا وَاللَّهِ لَا أُقِيدُكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ لَا وَاللَّهِ لَا أُقِيدُكَ فَلَمَّا سَمِعْنَا قَوْلَ الْأَعْرَابِيِّ أَقْبَلْنَا إِلَيْهِ سِرَاعًا فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ عَزَمْتُ عَلَى مَنْ سَمِعَ كَلَامِي أَنْ لَا يَبْرَحَ مَقَامَهُ حَتَّى أَذِنَ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِرَجُلٍ مِنَ الْقَوْمِ يَا فُلَانُ أَحْمِلْ لَهُ عَلَى بَعِيرٍ شَعِيرًا وَعَلَى بَعِيرٍ تَمْرًا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ انْصَرِفُوا *

৪৭৭৬. মুহাম্মদ ইব্ন আলী ইব্ন মায়মুন (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে মসজিদে উপবিষ্ট থাকতাম। তিনি যখন দাঁড়াতেন আমরাও দাঁড়াতাম। একদিন তিনি দাঁড়ালে আমরাও তাঁর সাথে দাঁড়লাম। যখন তিনি মসজিদের মধ্যস্থলে পৌঁছলেন, তখন এক ব্যক্তি এসে তাঁর চাদর ধরে তাঁর পিছন দিকে টানলো। তাঁর চাদরখানা ছিল মোটা, এতে তাঁর ঘাড় লাল হয়ে গেল। সেই ব্যক্তি বললো : হে মুহাম্মদ ! আমার এই উষ্ট্রদ্বয়কে খাদ্যদ্রব্য দ্বারা বোঝাই করে দিন। কেননা আপনি তো আপনার মাল হতে বা আপনার পিতার মাল হতে দিচ্ছেন না। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : না, আমি আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আমি তোমাকে কখনও দেব না, যতক্ষণ না তুমি আমার ঘাড় টানা-হেঁচড়া করার বদলা নিতে না দাও। তখন ঐ গ্রাম্য লোকটি বললো : আল্লাহ্র শপথ! আমি কখনও আপনাকে প্রতিশোধ গ্রহণ করতে দেব না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এরূপ তিনবার বললেন : আর ঐ গ্রাম্য লোকটিও বলতে থাকলো যে, আল্লাহ্র কসম! আমি এর বদলা নিতে দেব না। আমরা যখন লোকটির কথা শুনলাম, দৌড়ে তাঁর নিকট উপস্থিত হলাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের প্রতি লক্ষ্য করে বললেন : যে আমার কথা শুনেছে, তাকে আমি আল্লাহ্র কসম দিয়ে বলছি, কেউ যেন ততক্ষণ নিজ স্থান হতে না নড়ে, যতক্ষণ না আমি আদেশ দেই। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ লোকদের একজনকে বলেন : হে অমুক! তুমি তার এক উটকে যব এবং অন্য উটকে খেজুর দ্বারা বোঝাই করে দাও। পরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তোমরা চলে যাও।

বাদশাহদের নিকট হতে কিসাস

৪৭৭৭. মুআম্মাল ইব্ন হিশাম (র) - - - - আবু ফিরাস (রা) থেকে বর্ণিত। উমর (রা) বলেছেন : আমি দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ  নিজের পক্ষ হতেও প্রতিশোধ গ্রহণের সুযোগ দিতেন।

বাদশাহর কাজে বাধা প্রদান

৪৭৭৮. মুহাম্মদ ইবন রাফে' (র) - - - - আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু
তাইয়ালাই
ওয়াসাল্লাম আবু জাহম ইবন হুযায়ফাকে
সাদ্কা আদায় করার জন্য পাঠান। এক ব্যক্তি সাদ্কা দেয়ার ব্যাপারে তাঁর সাথে ঝগড়া করলে, আবু জাহম
তাকে প্রহার করেন। তখন সে তার লোক নিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু
তাইয়ালাই
ওয়াসাল্লাম -এর নিকট এসে বললো : ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! আমরা
প্রতিশোধ চাই। তিনি বললেন : তোমরা তার বদলে এই-এই পাবে। তারা তাতে সন্তুষ্ট হলো না। তখন
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু
তাইয়ালাই
ওয়াসাল্লাম (পরিমাণ আরও বাড়িয়ে) বললেন : তোমরা এই-এই পাবে। তারা তাতে রাযী হলো। এরপর
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু
তাইয়ালাই
ওয়াসাল্লাম বললেন : আমি লোকের সামনে খুতবা দানের সময় তোমাদের রাযী হওয়ার কথা উল্লেখ
করবো। তারা বললো : ঠিক আছে। পরে নবী সাল্লাল্লাহু
তাইয়ালাই
ওয়াসাল্লাম খুতবা দিতে গিয়ে বললেন : এই সকল লোক আমার
নিকট কিসাস নিতে এসেছিল। আমি তাদের সামনে এত এত মাল পেশ করায় তারা রাযী হয়ে গেছে। তখন
তারা বললো : না, আমরা রাযী হইনি। তখন মুহাজির লোকেরা তাদের প্রহার করতে উদ্যত হলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু
তাইয়ালাই
ওয়াসাল্লাম

তাদেরকে থামতে বললেন। তারা থেমে গেলেন। এরপর তিনি তাদেরকে ডেকে বলেন : তোমরা কি রাযী হও নি ? তখন তারা বললো : হ্যাঁ, আমরা রাযী হলাম। তিনি বললেন : আমি লোকের মধ্যে খুতবা দেয়ার সময় তাদেরকে কি তোমাদের সন্তুষ্টির কথা জানিয়ে দেব ? তারা বললো : হ্যাঁ। এরপর তিনি ভাষণ দানকালে জিজ্ঞাসা করলেন : তোমরা রাযী হলে তো ? তারা বললো : হ্যাঁ।

الْقَوْدُ بِغَيْرِ حَدِيدَةٍ

ধারালো অস্ত্র ছাড়া অন্য কিছু দ্বারা কিসাস নেয়া

٤٧٧٩. أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ يَهُودِيًّا رَأَى عَلَى جَارِيَةٍ أَوْضَاحًا فَقَتَلَهَا بِحَجَرٍ فَأَتَى بِهَا النَّبِيُّ ﷺ وَبِهَا رَمَقٌ فَقَالَ أَقْتَلَكَ فُلَانٌ فَأَشَارَ شُعْبَةُ بِرَأْسِهِ يَحْكِيهَا أَنْ لَا فَقَالَ أَقْتَلَكَ فُلَانٌ فَأَشَارَ شُعْبَةُ بِرَأْسِهِ يَحْكِيهَا أَنْ لَا قَالَ أَقْتَلَكَ فُلَانٌ فَأَشَارَ شُعْبَةُ بِرَأْسِهِ يَحْكِيهَا أَنْ نَعَمْ فَدَعَا بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَتَلَهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ *

৪৭৭৯. ইসমাঈল ইবন মাসউদ (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। এক ইয়াহুদী এক বালিকাকে রূপার অলংকার পরিহিত অবস্থায় দেখে প্রস্তরাঘাতে তাকে হত্যা করে। পরে লোকেরা ঐ বালিকাকে রাসূলুল্লাহ -এর নিকট নিয়ে আসে, আর তখনও তার প্রাণ অবশিষ্ট ছিল। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করেন : তোমাকে কি অমুক ব্যক্তি হত্যা করেছে ? সে মাথার ইস্গিতে জানায়, না। পরে তিনি ঐ ইয়াহুদীর নাম নিয়ে জিজ্ঞাসা করেন : তোমাকে কি ঐ ব্যক্তি মেরেছে ? তখন সে মাথার ইস্গিতে বলে : হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ ঐ ইয়াহুদীকে ডেকে পাঠান এবং তার মাথাকে দুটি পাথরের মধ্যে রেখে প্রস্তর আঘাতে হত্যা করেন।

٤٧٨٠. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ سَرِيَّةً إِلَى قَوْمٍ مِنْ خَثْعَمٍ فَاسْتَفْصَمُوا بِالسُّجُودِ فَقَتَلُوا فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِنِصْفِ الْعَقْلِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ مَعَ مُشْرِكٍ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَّا لَا تَرَئَى نَارَاهُمَا *

৪৭৮০. মুহাম্মদ ইবন 'আলা (র) - - - - কায়স (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ খাস'আম গোত্রের দিকে একটি ছোট সেনাদল পাঠালেন। তারা সিজদার মাধ্যমে আত্মরক্ষা করতে চাইল, কিন্তু তবু তাদের হত্যা করা হল। রাসূলুল্লাহ তাদের সম্পর্কে অর্ধ দিয়াতের ফয়সালা দিলেন এবং বললেন : যে মুসলিম মুশরিকদের সাথে থাকে, ঐ সকল মুসলমানের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। এরপর রাসূলুল্লাহ বললেন : দেখ, মুসলমান মুশরিকদের সাথে বসবাস করতে পারে না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ বললেন : সাবধান ! উভয় সম্প্রদায়ের রান্নার আগুন যেন পাশাপাশি দেখা না যায়।

تَاوِيلُ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ فَمَنْ عَفَى لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ
وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ

আয়াত-এর ব্যাখ্যা- فَمَنْ عَفَى لَهُ مِنْ أَخِيهِ

৪৭৮১. أَخْبَرَنَا الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرِو عَنْ
مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ الْقِصَاصُ وَلَمْ تَكُنْ فِيهِمُ الدِّيَّةُ فَأَنْزَلَ
اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى
إِلَى قَوْلِهِ فَمَنْ عَفَى مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ فَالْعَفْوُ أَنْ
يَقْبَلَ الدِّيَّةُ فِي الْعَمْدِ فَاتَّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ يَقُولُ يَتَّبِعُ هَذَا بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ
وَيُؤَدَّى هَذَا بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ مِّمَّا كُتِبَ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ إِنَّمَا هُوَ
الْقِصَاصُ لَيْسَ الدِّيَّةُ *

৪৭৮১. হারিস ইব্ন মিসকীন (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : বনী ইসরাঈলের
মধ্যে কিসাসের বিধান ছিল, কিন্তু দিয়াতের বিধান ছিল না, তখন আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করেন :
كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى إِلَى قَوْلِهِ
فَمَنْ عَفَى مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ অর্থ : “নিহতদের ব্যাপারে তোমাদের উপর কিসাস ফরয
করা হলো আযাদের বদলে আযাদ এবং দাসের পরিবর্তে দাস, নারীর পরিবর্তে নারী। আর যাকে তার ভাইয়ের
পক্ষ হতে কিছুটা ক্ষমা করা হয়, সে যেন উত্তমরূপে তার দেয় আদায় করে।” ক্ষমা করার অর্থ এই যে, নিহত
ব্যক্তির ওয়ারিসগণ ইচ্ছাকৃত হত্যার দিয়াত গ্রহণ করবে, আর ক্ষমাকারীগণ আইনমত চলবে। আর হত্যাকারী
উত্তমরূপে দিয়াত আদায় করবে। “এটা তোমাদের রবের পক্ষ হতে ভার লাঘব এবং রহমত।” কেননা,
তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর কেবল কিসাসই বিধেয় ছিল; দিয়াতের বিধান ছিল না।

৪৭৮২. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا
وَرَقَاءُ عَنْ عَمْرِو عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ قَالَ كَانَ بَنُو
إِسْرَائِيلَ عَلَيْهِمُ الْقِصَاصُ وَلَيْسَ عَلَيْهِمُ الدِّيَّةُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِمُ الدِّيَّةَ فَجَعَلَهَا عَلَى
هَذِهِ الْأُمَّةِ تَخْفِيفًا عَلَى مَا كَانَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ *

১. তার ভাইয়ের পক্ষ হতে কিছুটা ক্ষমা প্রদর্শন করা হলে যথাযথ বিধির অনুসরণ করা ও সততার সাথে তার দেয় আদায়
বিধেয়। (২ : ১৭৮)।

৪৭৮২. মুহাম্মদ ইবন ইসামঈল ইবন ইবরাহীম (র) - - - - মুজাহিদ (র) বলেন, আল্লাহু তা'আলার বাণী : “তোমাদের নিহত ব্যক্তিদের পরিবর্তে কিসাস ফরয করা হলো, আযাদের পরিবর্তে আযাদ এবং দাসের পরিবর্তে দাস এবং নারীর পরিবর্তে নারী” (২ : ১৭৮) বনী ইসরাঈলের মধ্যে কিসাসের বিধান ছিল, দিয়াত বিধেয় ছিল না, আল্লাহু তা'আলা তোমাদের উপর দিয়াতের বিধান দিয়েছেন। একে আল্লাহু তা'আলা এ উম্মতের উপর সহজতর করে দিয়েছেন।

الْأَمْرُ بِالْعَفْوِ عَنِ الْقِصَاصِ

কিসাস ক্ষমা করার আদেশ

৪৭৮৩. أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَهُوَ ابْنُ بَكْرٍ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزْنِي عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ أَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي قِصَاصٍ فَأَمَرَ فِيهِ بِالْعَفْوِ *

৪৭৮৩. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহু -এর নিকট কিসাসের মোকদ্দমা পেশ করা হলে, তিনি তাতে ক্ষমা প্রদর্শনের আদেশ করেন।

৪৭৮৪. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ وَبِهِزُّ بْنُ أَسَدٍ وَعَقَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالُوا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ الْمُزْنِي قَالَ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ أَبِي مَيْمُونَةَ وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ مَا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فِي شَيْءٍ فِيهِ قِصَاصٌ إِلَّا أَمَرَ فِيهِ بِالْعَفْوِ *

৪৭৮৪. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) - - - - আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহু -এর নিকট কিসাসের যত মোকদ্দমা পেশা হত তার প্রত্যেকটাতাই তিনি ক্ষমা করার আদেশ দিতেন।

هَلْ يُؤْخَذُ مَنْ قَاتَلَ الْعَمَدَ الدِّيَّةَ إِذَا عَفَا وَلِيُّ الْمَقْتُولِ عَنِ الْقَوْدِ

ইচ্ছাকৃত হত্যার পর নিহতের অভিভাবক যদি কিসাস ক্ষমা করে দেয়, তবে দিয়াত গ্রহণ করা যাবে কি না

৪৭৮৫. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَشْعَثَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُسْنَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَمَاعَةَ قَالَ أَنْبَأَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ قَتَلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُقَادَ وَإِمَّا أَنْ يُفْدَى *

৪৭৮৫. মুহাম্মদ ইবন আবদুর রহমান ইবন আশআস (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন কোন ব্যক্তি নিহত হয়, তখন তার ওয়ারিসের জন্য দু'টি বিষয়ের যে কোন একটি গ্রহণের ইখতিয়ার থাকবে। চাইলে কিসাস গ্রহণ করবে অথবা দিয়াত গ্রহণ করবে।

৪৭৮৬. আব্বাস ইবন ওলীদ ইবন মাযইয়াদ (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন কোন ব্যক্তির কোন লোক নিহত হয়, তখন সে দুটির যে কোন একটি বেছে নিতে পারে, হয় কিসাস, না হয় দিয়াত।

৪৭৮৭. ইব্রাহীম ইবন মুহাম্মদ (র) - - - আবু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যার কোন লোক নিহত হয় (অতঃপর পূর্বের মত)। এটি মুরসাল।

عَفْوُ النِّسَاءِ عَنِ الدِّمِ

কিসাস গ্রহণে নারীর প্রতিও ক্ষমা প্রদর্শন

৪৭৮৮. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র) - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : নিহত ব্যক্তির ওয়ারিসের উচিত; কিসাস গ্রহণ হতে বিরত থাকা, পর্যায়ক্রমে প্রথমে একজন তারপর আরেকজন; যদিও সে নারী হয়।

بَابُ مَنْ قُتِلَ بِحَجَرٍ أَوْ سَوْطٍ

পরিচ্ছেদ : প্রস্তর অথবা কোড়ার আঘাতে নিহত ব্যক্তি

৪৭৮৯. অখবরা হালাল ইবন হালাল (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যার কোন লোক নিহত হয় (অতঃপর পূর্বের মত)। এটি মুরসাল।

بْنُ كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ قَتَلَ فِي عِمِّيٍّ أَوْ رَمِيٍّ تَكُونُ بَيْنَهُمْ بِحَجَرٍ أَوْ سَوْطٍ أَوْ بِعَصَا فَعَقَلَهُ عَقْلُ خَطَاٍ وَمَنْ قَتَلَ عَمْدًا فَقَوَّدَ يَدَهُ فَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ *

৪৭৮৯. হিলাল ইবন 'আলা ইবন হিলাল (র) - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন দাস-হাস্তামায় অথবা পাথর, কোড়া অথবা লাঠি ছোঁড়াছুড়ির মাঝে পড়ে নিহত হয়, তার দিয়াত হবে ভুলে হত্যার দিয়াতের মত, আর যদি ইচ্ছাকৃত হত্যা হয়, তবে তাতে কিসাস ওয়াজিব হবে। আর যদি কেউ এর মধ্যে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, তবে তার উপর আল্লাহর, ফেরেশতাদের এবং সকল লোকের লা'নত। তার ফরয বা নফল কিছুই কবূল হবে না।

৪৭৯. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ عَمْرُو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ يَرْفَعُهُ قَالَ مَنْ قَتَلَ فِي عِمِّيٍّ أَوْ رَمِيٍّ بِحَجَرٍ أَوْ سَوْطٍ أَوْ عَصَا فَعَقَلَهُ عَقْلُ الْخَطَاٍ وَمَنْ قَتَلَ عَمْدًا فَهُوَ قَوَّدٌ وَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا *

৪৭৯০. মুহাম্মদ ইবন মা'মার (র) - - - ইবন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন দাস-হাস্তামায় অথবা পাথর, কোড়া বা লাঠি ছোঁড়াছুড়ির মাঝে পড়ে নিহত হয়, তার দিয়াত হবে ভুলে হত্যার দিয়াত। আর যদি ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা হয়, তবে কিসাস ওয়াজিব হবে। আর যে ব্যক্তি কিসাসে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, তার উপর আল্লাহ, ফেরেশতাগণ এবং সকল লোকের লা'নত। তার ফরয বা নফল কোন ইবাদতই হবে না।

كَمْ دَبَّةٍ شَبِهَ الْعَمْدَ وَذَكَرُ الْإِخْتِلَافِ عَلَى أَيُّوبَ فِي حَدِيثِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ فِيهِ

ইচ্ছাকৃত হত্যার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হত্যার দিয়াত এবং এ বিষয়ে কাসিম ইবন রবী 'আ বর্ণিত হাদীস বর্ণনায় আইয়ুবের শাগরিদগণের মধ্যে পার্থক্য

৪৭৯১. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ قَتِيلُ الْخَطَاٍ شَبِهَ الْعَمْدَ بِالسَّوْطِ أَوْ الْعَصَا مِائَةً مِنَ الْأَيْلِ أَرْبَعُونَ مِنْهَا فِي بَطُونِهَا أَوْلَادُهَا *

৪৭৯১. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) - - - শু'বা (র) আইয়ুব সাখতিয়ানী (র) থেকে, তিনি কাসিম ইবন

রবী'আ (র) থেকে এবং তিনি আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) থেকে। নবী ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি এমন ভুলক্রমে হত্যার শিকার হয়, যা ইচ্ছাকৃত হত্যা সদৃশ যথা কোড়া, লাঠি ইত্যাদির আঘাতে হত্যা, তার দিয়াত একশত উট, যার চল্লিশটি গর্ভবতী হতে হবে।

৪৭৭২. أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَطَبَ يَوْمَ الْفَتْحِ مُرْسِلٌ *

৪৭৯২. মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল ইবন ইব্রাহীম (র) - - - - হাম্মাদ আইয়ূব থেকে এবং তিনি কাসিম ইবন রবী'আ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কা বিজয়ের দিন ভাষণ দিতে গিয়ে অনুরূপ বর্ণনা করেন। এটি মুরসাল।

ذِكْرُ الْاِخْتِلَافِ عَلَى خَالِدِ الْحَذَاءِ

খালিদ হায্যা (র) থেকে বর্ণনাকারীদের পার্থক্য

৪৭৭৩. أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ بْنُ عَرَبِيٍّ قَالَ أَنْبَأَنَا حَمَّادٌ عَنْ خَالِدِ يَغْنَى الْحَذَاءِ عَنْ الْقَاسِمِ ابْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ أَوْسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَلَا وَإِنْ قَتِلَ الْخَطَاءُ شِبْهُ الْعَمْدِ مَا كَانَ بِالسُّوْطِ وَالْعَصَا مِائَةً مِنَ الْأَيْلِ أَرْبَعُونَ فِي بَطُونِهَا أَوْلَادُهَا *

৪৭৯৩. ইয়াহইয়া ইবন হাবীব (র) - - - - হাম্মাদ (র) খালিদ হায্যা (র) থেকে, তিনি কাসিম ইবন রবী'আ (র) থেকে, তিনি উকবা ইবন আওস (র) থেকে এবং তিনি আবদুল্লাহ (রা) থেকে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি শিব্হে আমাদ অর্থাৎ ইচ্ছাকৃত হত্যার ন্যায় হত্যা, বেত্রাঘাত বা লাঠি ইত্যাদির আঘাতে নিহত হয়, তার দিয়াত একশত উট, যার চল্লিশটি হবে গর্ভবতী।

৪৭৭৪. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَامِلٍ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ أَوْسٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ خَطَبَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ فَقَالَ أَلَا وَإِنْ قَتِلَ الْخَطَاءُ شِبْهُ الْعَمْدِ بِالسُّوْطِ وَالْعَصَا وَالْحَجَرِ مِائَةً مِنَ الْأَيْلِ فَيَنْهَا أَرْبَعُونَ ثِنْتِيَّةً إِلَى بَازِلٍ عَامِهَا كُلُّهُنَّ خَلْفَةٌ *

৪৭৯৪. মুহাম্মদ ইবন কামিল (র) - - - - হুশায়ম খালিদ থেকে, তিনি কাসিম ইবন রবী'আ থেকে, তিনি উকবা ইবন আওস থেকে এবং তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর একজন সাহাবী থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন নবী ﷺ ভাষণে বলেন : শুনে রাখ, যে ব্যক্তি এমন ভুলক্রমে হত্যার শিকার হয়, যা ইচ্ছাকৃত হত্যা সদৃশ, যথা চাবুক, লাঠি অথবা পাথরের আঘাতে হত্যা, তার দিয়াত একশত উট, যার চল্লিশটি হবে ছয় বছর হতে নয় বছর বয়সের, বোঝা বহনের উপযুক্ত।

৪৭৭৫. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ عَنْ ابْنِ أَبِي عَدَى عَنْ خَالِدٍ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ أَوْسٍ أَنَّ

رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا إِنْ قَتِيلَ الْخَطَاءُ قَتِيلَ السُّوْطِ وَالْعَصَا فِيهِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ مُغْلَطَةٌ
أَرْبَعُونَ مِنْهَا فِي بَطُونِهَا أَوْلَادُهَا *

৪৭৯৫. মুহাম্মদ ইব্ন বাশশার (র) - - - - ইব্ন আবু 'আদী খালিদ থেকে, তিনি কাসিম থেকে এবং তিনি 'উকবা ইব্ন আওস থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : শুনে রাখো ! ভুলক্রমে নিহত ব্যক্তি অর্থাৎ বেদ্রাঘাত, লাঠি ইত্যাদি দ্বারা নিহত ব্যক্তির দিয়াত একশত উট, যার চল্লিশটি এমন, যেগুলোর পেটে বাচ্চা থাকবে।

٤٧٩٦. أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ خَالِدِ الْحَذَاءِ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ أَوْسٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا دَخَلَ مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ قَالَ لَا وَإِنْ كُلُّ قَتِيلِ الْخَطَاءِ الْعَمْدِ أَوْ شِبْهِ الْعَمْدِ قَتِيلَ السُّوْطِ وَالْعَصَا مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بَطُونِهَا أَوْلَادُهَا *

৪৭৯৬. ইসমাঈল ইব্ন মাসউদ (র) - - - - বিশর ইব্ন মুফাযযাল খালিদ হাযযা থেকে, তিনি কাসিম ইব্ন রবী'আ থেকে, তিনি ইয়া'কুব ইব্ন আওস থেকে এবং তিনি নবী ﷺ-এর সাহাবীদের একজন থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ মক্কা বিজয়ের দিন যখন মক্কায় প্রবেশ করেন, তখন বলেন : শুনে রাখো, যে ব্যক্তি এমন ভুলক্রমে হত্যার শিকার হয়, যা ইচ্ছাকৃত হত্যাসদৃশ, যথা বেদ্রাঘাত, কাঠ অথবা পাথর ইত্যাদির দ্বারা নিহত ব্যক্তি, তার দিয়াত একশত উট। এগুলোর চল্লিশটি এমন হবে, যাদের পেটে বাচ্চা থাকবে।

٤٧٩٧. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ أَوْسٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ قَالَ لَا وَإِنْ قَتِيلَ الْخَطَاءِ الْعَمْدِ قَتِيلَ السُّوْطِ وَالْعَصَا مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بَطُونِهَا أَوْلَادُهَا *

৪৭৯৭. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ (র) - - - - ইয়াযীদ খালিদ থেকে, তিনি কাসিম ইব্ন রবী'আ থেকে এবং তিনি ইয়া'কুব ইব্ন আওস (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর একজন সাহাবী তাঁকে বলেছেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কা বিজয়ের দিন যখন মক্কায় প্রবেশ করেন, তখন বলেন : শুনে রাখো, ভুলক্রমে নিহত ব্যক্তি, যা ইচ্ছাকৃত হত্যা সদৃশ, অর্থাৎ বেদ্রাঘাত বা লাঠির আঘাতে নিহত ব্যক্তির দিয়াত একশত উট, এর চল্লিশটি এমন হবে, যাদের পেটে বাচ্চা থাকবে।

٤٧٩٨. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ أَنْبَأَنَا يَزِيدُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ أَوْسٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ قَالَ لَا وَإِنْ قَتِيلَ الْخَطَاءِ الْعَمْدِ قَتِيلَ السُّوْطِ وَالْعَصَا مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بَطُونِهَا أَوْلَادُهَا *

৪৭৯৮. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ (র) - - - - ইয়াযীদ খালিদ থেকে, তিনি কাসিম ইব্ন রবী'আ থেকে এবং তিনি ইয়াকুব ইব্ন আওস (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর একজন সাহাবী তাঁকে বলেছেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিন যখন মক্কায় প্রবেশ করেন তখন তিনি বলেন : শুনে রাখো, যে ব্যক্তি এমন ভুলক্রমে হত্যার শিকার যা ইচ্ছাকৃত হত্যা সদৃশ, অর্থাৎ বেদ্রাঘাত বা লাঠির আঘাতে নিহত ব্যক্তির দিয়াত একশত উট, এর চল্লিশটি এমন হবে, যাদের পেটে বাচ্চা থাকবে।

৪৭৭৭. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جَدْعَانَ سَمِعَهُ مِنَ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ فَتَحَ مَكَّةَ عَلَى دَرَجَةِ الْكَعْبَةِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَّقَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ أَلَا إِنَّ قَتِيلَ الْعَمَدِ الْخَطَاءِ بِالسُّوْطِ وَالْعَصَا شِبْهُ الْعَمَدِ فِيهِ مِائَةٌ مِنَ الْأَيْلِ مُغْلَظَةٌ مِنْهَا أَرْبَعُونَ خَلِيفَةً فِي بَطُونِهَا أَوْلَادُهَا *

৪৭৯৯. মুহাম্মদ ইব্ন মানসূর (র) - - - - ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কা'বা শরীফের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে আল্লাহ তা'আলার হামদ-সানা বর্ণনা করে বলেন : সকল প্রশংসা আল্লাহ পাকের জন্যই, যিনি স্বীয় অঙ্গীকার সত্য করে দেখিয়েছেন এবং স্বীয় বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং একাই শত্রু সৈন্যকে পরাস্ত করেছেন। তোমরা শুনে রাখ, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত হত্যা সদৃশ ভুলের দরুন নিহত হয়, যথা বেদ্রাঘাত অথবা কাষ্ঠাঘাতে নিহত ব্যক্তি, তার দিয়াত হল একশত উটের কঠিন দিয়াত, যার চল্লিশ উট এমন হবে, যাদের পেটে বাচ্চা থাকবে।

৪৮০০. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْخَطَاءُ شِبْهُ الْعَمَدِ يَغْنَى بِالْعَصَا وَالسُّوْطِ مِائَةٌ مِنَ الْأَيْلِ مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بَطُونِهَا أَوْلَادُهَا *

৪৮০০. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র) - - - - কাসিম ইব্ন রবী'আ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : শুনে রাখো, ইচ্ছাকৃত হত্যা সদৃশ ভুলে হত্যা, অর্থাৎ বেদ্রাঘাত বা লাঠির আঘাতে হত্যার দিয়াত একশত উট, এর চল্লিশটি এমন হবে, যাদের পেটে বাচ্চা থাকবে।

৪৮০১. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ قَالَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ قَتَلَ خَطَأً قَدِيتُهُ مِائَةٌ مِنَ الْأَيْلِ ثَلَاثُونَ بِنْتُ مَخَاضٍ وَثَلَاثُونَ بِنْتُ لَبُونٍ وَثَلَاثُونَ حِقَّةً وَعَشْرَةٌ بَنَى لَبُونٍ ذُكُورٍ قَالَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُومُهَا عَلَى أَهْلِ الْفُرَى أَرْبَعِمِائَةً دِينَارٍ أَوْعِدَ لَهَا مِنَ الْوَرِقِ وَيَقُومُهَا عَلَى أَهْلِ الْأَيْلِ إِذَا غَلَتْ رَفَعَ فِي قِيمَتِهَا وَإِذَا هَانَتْ نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهَا

عَلَى نَحْوِ الزَّمَانِ مَا كَانَ فَبَلَغَ قِيمَتَهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَابَيْنَ الْأَرْبَعِمِائَةِ دِينَارٍ إِلَى ثَمَانِمِائَةِ دِينَارٍ أَوْ عَدْلَهَا مِنَ الْوَرَقِ قَالَ وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ مَنْ كَانَ عَقْلُهُ فِي الْبَقَرِ عَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مَا تَتَى بَقَرَةٌ وَمَنْ كَانَ عَقْلُهُ فِي الشَّاةِ الْفَى شَاةٍ وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ الْعَقْلَ مِيرَاثٌ بَيْنَ وَرَثَةِ الْقَتِيلِ عَلَى فَرَأْيِهِمْ فَمَا فَضَلَ فَلِلْعَصْبَةِ وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَعْقَلَ عَلَى الْمَرَاةِ عَصَبَتُهَا مَنْ كَانُوا وَلَا يَرِثُونَ مِنْهُ شَيْئًا إِلَّا مَا فَضَلَ عَنْ وَرَثَتِهَا وَإِنْ قُتِلَتْ فَعَقْلُهَا بَيْنَ وَرَثَتِهَا وَهُمْ يَقْتُلُونَ قَاتِلَهَا *

৪৮০১. আহমদ ইবন সুলায়মান (র) - - - - আমর ইবন শুআযব (রা) তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যাকে ভুলে হত্যা করা হয়, তার দিয়াত একশত উটনী যাদের ত্রিশটি এক বছর বয়সের হতে হবে, আর ত্রিশটি দুই বছর বয়সের হতে হবে, আর ত্রিশটি চার বছর বয়সের হতে হবে আর দশটি উট হবে দুই বছর বয়সের নর বাচ্চা। বর্ণনাকারী বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ নগরবাসীর ক্ষেত্রে এর মূল্য নির্ধারণ করতেন— চারশত দীনার অথবা সমমূল্যের রৌপ্য। আর তিনি উটের মালিকদের ক্ষেত্রে এর মূল্য ধার্য করতেন সেখানকার দর অনুযায়ী, অর্থাৎ যখন উটের মূল্য বৃদ্ধি পেত, তখন এর মূল্যও বৃদ্ধি পেত; আর যখন সস্তা হতো, তখন এর দামও কম হতো। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সময়ে ঐ সকল উটের মূল্য চারশত দীনার হতে আটশত পর্যন্ত পৌঁছতো। অথবা অনুরূপ মূল্যের রৌপ্য। বর্ণনাকারী বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ গরুর মালিকদের ক্ষেত্রে, দিয়াত ধার্য করতেন দু'শ গরু। আর ছাগলের মালিকদের ক্ষেত্রে দুই হাজার ছাগল। আর তিনি আদেশ করেছেন যে, দিয়াতের মাল নিহত ব্যক্তির ওয়ারিসদের মধ্যে ফারায়েয অনুযায়ী বণ্টন করা হবে। যা যাবীল ফুরুযকে দেওয়ার পর উদ্ধৃত থাকবে, তা পাবে আসাবাগণ। রাসূলুল্লাহ ﷺ নারীদের ক্ষেত্রে আদেশ করেছেন যে, তাদের দিয়াত বহন করবে তাদের আসাবাগণ, তা যারাই হোক তারা তাতে কোন মীরাস পাবে না। হ্যাঁ, যদি যাবীল ফুরুযকে দেওয়ার পর কিছু উদ্ধৃত থাকে, তবে তা পাবে। আর এরাই তার হত্যাকারী হতে কিসাস আদায় করবে।

ذَكَرُ اسْتَنْانِ دِيَةِ الْخَطَا

ভুলক্রমে হত্যার দিয়াত

٤٨٠٢. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ بْنُ مَسْرُوقٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ خَشْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دِيَةَ الْخَطَاءِ عِشْرِينَ بِنْتِ مَخَاضٍ وَعِشْرِينَ ابْنِ مَخَاضٍ ذُكُورًا وَعِشْرِينَ بِنْتِ لَبُونٍ وَعِشْرِينَ جَذَعَةً وَعِشْرِينَ حِقَّةً *

৪৮০২. আলী ইবন সাঈদ ইবন মাসরুক (র) - - - - খাশফ ইবন মালিক (রা) বলেন, আমি ইবন মাসউদকে

বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভুলক্রমে হত্যার দিয়াত ধার্য করেছেন বিশটি বিনতে মাখায^১ বিশটি ইব্ন মাখায^২ বিশটি বিনতে লাবুন^৩ বিশটি জাযআ^৪ এবং বিশটি হিক্বাহ।^৫

ذِكْرُ الدِّيَةِ مِنَ الْوَرَقِ

রূপা দ্বারা দিয়াত আদায়

৪৮.৩. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى عَنْ مُعَاذِ بْنِ هَانِئٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هَانِئٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَتَلَ رَجُلٌ رَجُلًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ دِيَتَهُ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا وَذَكَرَ قَوْلَهُ إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فِي أَخْذِهِمُ الدِّيَةَ وَاللَّفْظُ لِأَبِي دَاوُدَ *

৪৮০৩. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সময়ে এক ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তিকে হত্যা করলে তিনি তার দিয়াত নির্ধারিত করেন বার হাজার দিরহাম। তিনি বলেন : আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূল তাদেরকে স্বীয় দান দ্বারা দিয়াত গ্রহণের মাধ্যমে ধনবান করলেন।

৪৮.৪. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُونٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ عِكْرِمَةَ سَمِعْنَاهُ مَرَّةً يَقُولُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى بِأَثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا يَغْنَى فِي الدِّيَةِ *

৪৮০৪. মুহাম্মদ ইব্ন মায়মুন (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিয়াতে বার হাজার দিরহাম ধার্য করেছেন।

عَقْلُ الْمَرْأَةِ

নারীর দিয়াত

৪৮.৫. أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عِيَّاشٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَقْلُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ عَقْلِ الرَّجُلِ حَتَّى يَبْلُغَ الثَّلَاثَ مِنْ دِيَتِهَا *

৪৮০৫. ইসা ইব্ন ইউনুস (র) - - - - আমর ইব্ন শু'আয়ব তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : নারীর দিয়াত নরের দিয়াতের ন্যায়; যাবৎ না এক-তৃতীয়াংশ দিয়াত পর্যন্ত পৌঁছায়।

১. এক বছর বয়সের মাদী উট।

২. এক বছর বয়সের নর উট।

৩. দু'বছর বয়সের মাদী উট।

৪. পাঁচ বছর বয়সের মাদী উট।

৫. চার বছর বয়সের মাদী উট।

كَمْ دِيَّةِ الْكَافِرِ

কাফিরের দিয়াত

৪৮০৬. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى وَذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَقْلُ أَهْلِ الذِّمَّةِ نِصْفُ عَقْلِ الْمُسْلِمِينَ وَهُمْ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى *

৪৮০৬. আমর ইবন আলী (র) - - - আমর ইবন শু'আয়ব তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যিম্মী কাফিরের দিয়াত মুসলমানদের দিয়াতের অর্ধেক আর তারা হলো ইয়াহুদী এবং নাসারা ।

৪৮০৭. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ ابْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ عَقْلُ الْكَافِرِ نِصْفُ عَقْلِ الْمُؤْمِنِ *

৪৮০৭. আহমদ ইবন আমর ইবন সারহ (র) - - - আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কাফিরের দিয়াত মুসলমানদের দিয়াতের অর্ধেক নির্ধারণ করেছেন ।

دِيَّةُ الْمَكَاتِبِ

মুকাতাব দাসের দিয়াত

৪৮০৮. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَكَاتِبِ يُقْتَلُ بِدِيَةِ الْحُرِّ عَلَى قَدْرِ مَا أَدَّى *

৪৮০৮. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র) - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আদেশ করেছেন : মুকাতাব যদি নিহত হয়, তা হলে সে চুক্তির যতটুকু অর্থ আদায় করেছে, ততটুকুতে তার দিয়াত স্বাধীন ব্যক্তির সমান দিতে হবে ।

৪৮০৯. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطَّائِفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَضَى فِي الْمَكَاتِبِ أَنْ يُؤَدَّى بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ دِيَّةُ الْحُرِّ *

৪৮০৯. মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন ইয়াযীদ (র) - - - ইবন আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ

মুকাতাব দাসের দিয়াত এরূপ সাব্যস্ত করেছেন যে, তার যতটুকু পরিমাণ মুক্ত হয়েছে, ততটুকুতে স্বাধীন ব্যক্তির দিয়াত প্রদান করতে হবে।

৪৮১০. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْلَى عَنْ الْحَجَّاجِ الصَّوَّافِ عَنْ يَحْيَى عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَكَاتِبِ يُؤَدَّى بِقَدْرِ مَا أُدِّيَ مِنْ مَكَاتِبِهِ دِيَّةُ الْحُرِّ وَمَا بَقِيَ دِيَّةُ الْعَبْدِ *

৪৮১০. মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাইল ইব্ন ইব্রাহীম (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ মুকাতাব দাসের দিয়াতে এই মীমাংসা দিয়েছেন যে, তার যতটুকু আয়াদ হয়েছে, ততটুকুতে স্বাধীন ব্যক্তির দিয়াত আর যতটুকু অবশিষ্ট আছে, তাতে গোলামের দিয়াত দেওয়া হবে।

৪৮১১. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ النُّقَاشِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ هُرُونَ قَالَ أَنْبَأَنَا حَمَّادٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خِلَاسٍ عَنْ عَلِيٍّ وَعَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْمَكَاتِبُ يَغْتَقُ بِقَدْرِ مَا أُدِّيَ وَيُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ بِقَدْرِ مَا غَتَّقَ مِنْهُ وَيَرِثُ بِقَدْرِ مَا غَتَّقَ مِنْهُ *

৪৮১১. মুহাম্মদ ইব্ন ইসা ইব্ন নাক্কাস (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) রাসূলুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : মুকাতাব ততটুকু আয়াদ হবে, যতটুকু সে আদায় করেছে। তার উপর ততটুকু হদ জারি করা হবে, যতটুকু সে আয়াদ হয়েছে এবং সে যতটুকু আয়াদ হয়েছে, সেই অনুপাতে মীরাস পাবে।

৪৮১২. أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ دِينَارٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الْأَشْعَثِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ وَعَنْ يَحْيَى ابْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ مَكَاتِبًا قُتِلَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَمَرَ أَنْ يُؤَدَّى مَا أُدِّيَ دِيَّةُ الْحُرِّ وَمَالاً دِيَّةُ الْمَمْلُوكِ *

৪৮১২. কাসিম ইব্ন যাকারিয়া ইব্ন দীনার (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ -এর সময় এক মুকাতাব দাস নিহত হলে তিনি আদেশ দেন যে, সে যতটুকু আয়াদ হয়েছে, ততটুকুর দিয়াত আযাদের মত দেওয়া হবে। আর যতটুকু অবশিষ্ট রয়েছে, ততটুকুর দিয়াত দাসের ন্যায় আদায় করা হবে।

بَابُ دِيَّةِ جَنَيْنِ الْمَرْأَةِ

পরিচ্ছেদ : গর্ভস্থ সন্তানের দিয়াত

৪৮১৩. أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ

مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ امْرَأَةً خَذَفَتْ امْرَأَةً فَاسْقَطَتْ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي وَلَدِهَا خَمْسِينَ شَاةً وَنَهَى يَوْمَئِذٍ عَنِ الْخَذَفِ أَرْسَلَهُ أَبُو نَعِيمٍ *

৪৮১৩. ইয়া'কুব ইব্ন ইব্রাহীম ও ইব্রাহীম ইব্ন ইউনুস (র) - - - - বুয়ায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। এক নারী অন্য নারীর প্রতি পাথর নিক্ষেপ করলে তার গর্ভপাত হয়ে যায়। এই মোকদ্দমা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট পেশ করা হলে তিনি তার সন্তানের দিয়াত পঞ্চাশটি ছাগল নির্ধারণ করেন। আর তিনি সেদিন হতে পাথর নিক্ষেপ করতে নিষেধ করেন।

٤٨١٤. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ صُهَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ أَنَّ امْرَأَةً خَذَفَتْ امْرَأَةً فَاسْقَطَتْ الْمَخْذُوفَةَ فَرَفَعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَجَعَلَ عَقْلٌ وَلَدَهَا خَمْسِمِائَةَ مِنَ الْغُرِّ وَنَهَى يَوْمَئِذٍ عَنِ الْخَذَفِ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا وَهُمْ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ أَرَادَ مِائَةً مِنَ الْغُرِّ وَقَدْ رَوَى النَّهْئُ عَنِ الْخَذَفِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَغْفَلٍ *

৪৮১৪. আহমদ ইব্ন ইয়াহুইয়া (র) - - - - আবদুল্লাহ ইব্ন বুয়ায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। এক নারী অন্য এক নারীর প্রতি পাথর নিক্ষেপ করলে তার গর্ভস্থ বাচ্চা পড়ে যায়। এই ঘটনা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট পেশ করা হলে তিনি তার সন্তানের দিয়াত পাঁচশত ছাগল নির্ধারণ করেন এবং সে দিন হতে তিনি পাথর নিক্ষেপ করতে নিষেধ করে দেন। আবু আবদুর রহমান বলেন, এটা বর্ণনাকারীর বিভ্রম। সম্ভবত তিনি একশত ছাগল বলতে চেয়েছেন।

٤٨١٥. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ أَنْبَأَنَا كُثَيْبٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَغْفَلٍ أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يَخْذِفُ فَقَالَ لَا تَخْذِفْ فَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَنْهَى عَنِ الْخَذَفِ أَوْ يَكْرَهُ الْخَذَفَ شَكَّ كُثَيْبٌ *

৪৮১৫. আহমদ ইব্ন সুলায়মান (র) - - - - আবদুল্লাহ ইব্ন মুগাফফাল (রা) বর্ণনা করেন যে, তিনি এক ব্যক্তিকে পাথর মারতে দেখে তাকে বলেন : পাথর নিক্ষেপ করো না, কেননা নবী ﷺ পাথর নিক্ষেপ করতে নিষেধ করেছেন।

٤٨١٦. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ طَاوُسٍ أَنَّ عُمَرَ اسْتَشَارَ النَّاسَ فِي الْجَنَيْنِ فَقَالَ حَمَلُ بْنُ مَالِكٍ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْجَنَيْنِ غُرَّةً قَالَ طَاوُسٌ إِنَّ الْفَرَسَ غُرَّةٌ *

৪৮১৬. কুতায়বা (র) - - - - তাউস (র) থেকে বর্ণিত। উমর (রা) গর্ভস্থ বাচ্চার ব্যাপারে পরামর্শ করলেন, তখন হামল ইব্ন মালিক (রা) বললেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ এতে একটি গুররা অর্থাৎ একটি দাস অথবা দাসী দিতে আদেশ করেছেন। তাউস (র) বলেন : গুররা অর্থ ঘোড়া।

৪৮১৭. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي جَنَيْنِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لِحْيَانَ سَقَطَ مَيِّتًا بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ تَوَفِّيَتْ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِأَنْ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا وَزَوْجِهَا وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا *

৪৮১৭. কুতায়বা (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ লিহইয়ান গোত্রের এক মহিলার উদরস্থ বাচ্চার ব্যাপারে আদেশ করেন, যে বাচ্চা মৃত অবস্থায় পড়ে গিয়েছিল, এর বিনিময়ে এক দাস বা এক দাসী দেওয়া হবে। তিনি যে মহিলাকে তা দিতে আদেশ করেন, সে মারা গেলে রাসূলুল্লাহ ﷺ আদেশ করেন যে, তার মীরাস তার পুত্রদের এবং স্বামীকে দেওয়া হবে এবং তার দিয়াত আদায় করবে তার আত্মীয় আসাবাগণ।

৪৮১৮. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ ابْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ أَقْتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هَذِلٍ فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ وَذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا فَأَخْتَصِمُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ دِيَةَ جَنَيْنِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ وَقَضَى بِدِيَةِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا وَوَرِثَتِهَا وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ فَقَالَ حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ الْهَذَلِيُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أُغْرِمُ مَنْ لَأَشْرَبَ وَلَا أَكُلَ وَلَا نَطَقَ وَلَا أُسْتَهْلَ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطْلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُفَّانِ مِنْ أَجْلِ سَجْعِهِ الَّذِي سَجَعَ *

৪৮১৮. আহমদ ইব্ন আমর ইব্ন সারহ (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) বলেন, হুযায়ল গোত্রের দুই নারী ঝগড়া করলে তাদের একজন অন্যজনের প্রতি পাথর নিক্ষেপ করে। ফলে সে মারা যায় এবং তার পেটের বাচ্চাও মারা যায়। ঐ লোকেরা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট ফরিয়াদ করলে তিনি বলেন : বাচ্চার দিয়াত এক দাস বা দাসী, আর ঐ মহিলার দিয়াত তিনি হত্যাকারিণীর আত্মীয়-স্বজন থেকে আদায় করে দেন। আর সেই দিয়াত পায় ঐ নারীর ছেলে, যে নারী নিহত হয়েছিল। একথা শুনে হামল ইব্ন মালিক ইব্ন নাবিগা হুযালী (র) বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ ! আমি ঐ ব্যক্তির দিয়াত কেন দেব, যে না খেয়েছে, না কোন পান করেছে, না কথা বলেছে ? এই খুন তো বৃথা যাবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : এই ব্যক্তি গণকদের ভাই যে ছন্দযুক্ত কথা বলে।

৪৮১৭. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ أَمْرَاتَيْنِ مِنْ هَذِيلٍ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى فطَرَحَتْ جَنِينَهَا فَقَضَى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِغُرَّةِ عَبْدِ أَوْ وَلِيدَةٍ *

৪৮১৯. আহমদ ইবন আমর ইবন সারহ (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সময়ে ছায়ায়ল গোত্রের দুই নারীর একজন অন্যজনকে পাথর মারে। এতে তার গর্ভস্থিত সন্তান পড়ে যায়। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তার জন্য একটি দাস অথবা দাসী দেওয়ার আদেশ জারী করেন।

৪৮২. قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى فِي الْجَنِينِ يُقْتَلُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ بِغُرَّةِ عَبْدِ أَوْ وَلِيدَةٍ فَقَالَ الَّذِي قَضَى عَلَيْهِ كَيْفَ أَغْرُمُ مَنْ لَا شَرْبَ وَلَا أَكْلَ وَلَا أُسْتَهْلَ وَلَا نَطَقَ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا هَذَا مِنَ الْكُفَّانِ *

৪৮২০. হারিস ইবন মিসকীন (র) - - - সাঈদ ইবন মুসাইয়্যাব (রা) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যে বাচ্চাকে তার মাতৃগর্ভে হত্যা করা হয়, তার দিয়াত এক দাস বা এক দাসী দেওয়ার আদেশ করেন। তিনি যার বিরুদ্ধে এ আদেশ দেন, সে বললো, আমি কিরূপে দিয়াত দেব, অথচ সে খায় নি, পান করে নি, কথা বলে নি- এই হত্যা বৃথা যাবে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : এই ব্যক্তি তো গণকদের অন্তর্গত।

৪৮২১. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا خَلْفٌ وَهُوَ ابْنُ تَعِيمٍ قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نُسَيْلَةَ عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ امْرَأَةً ضَرَبَتْ ضَرْبَهَا بِعَمُودٍ فَسَطَّاطٍ فَقَتَلَتْهَا وَهِيَ حُبْلَى فَاتَى فِيهَا النَّبِيُّ ﷺ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ بِالْدِّيَةِ وَفِي الْجَنِينِ غُرَّةٌ فَقَالَ عَصَبَتُهَا أَدَى مَنْ لَا طَعْمَ وَلَا شَرْبَ وَلَا صَاحَ فَاسْتَهْلَ فَمِثْلُ هَذَا يُطَلُّ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَسْجَعُ كَسَجْعِ الْأَعْرَابِ *

৪৮২১. আলী ইবন মুহাম্মদ ইবন আলী (র) - - - মুগীরা ইবন শু'বা (রা) বলেন, এক নারী তাঁর সতীনকে তাঁবুর খুঁটি দিয়ে আঘাত করে মেরে ফেলে, আর সে নারী ছিল গর্ভবতী। এই মোকদ্দমা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট পেশ করা হলে, তিনি হত্যাকারিণীর আত্মীয়-স্বজনের থেকে দিয়াত আদায়ের ফয়সালা দেন আর বাচ্চার বদলে এক দাস অথবা দাসী দেওয়ার আদেশ দেন। সেই আত্মীয়-স্বজনেরা বললো : আমরা এই বাচ্চার দিয়াত কেন দেব, যে এখনও খায় নি, পান করে নি, না চিৎকার করেছে, না কান্নাকাটি করেছে? এরকম খুন তো বৃথা যাবে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : বেদুঈনদের ন্যায় ছন্দপূর্ণ কথা!

صَفَةُ شِبْهِ الْعَمَدِ وَعَلَى مَنْ دِيَّةُ الْأَجِنَّةِ وَشِبْهُ الْعَمَدِ وَذِكْرُ اخْتِلَافِ
الْفَاطِ الْثَاقِلَيْنِ لِخَبَرِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نُسَيْلَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ

ইহাকৃত হত্যা সদৃশ হত্যা কাকে বলে এবং এরূপ হত্যা ও গর্ভস্থ সন্তানের দিয়াত কে দেবে

৪৮২২. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَّامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ
نُسَيْلَةَ الْخَزَاعِيِّ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ ضَرَبَتْ امْرَأَةً ضَرْطَهَا بِعَمُودِ الْفُسْطَاطِ وَهِيَ
حُبْلَى فَقَتَلَتْهَا فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دِيَّةَ الْمَقْتُولَةِ عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ وَغُرَّةً لِمَا فِي بَطْنِهَا
فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ أَنْفَرَمُ دِيَّةً مَنْ لَا أَكْلَ وَلَا شَرْبَ وَلَا اسْتَهْلَ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطْلُ
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَسْجَعُ كَسَجْعِ الْأَعْرَابِ فَجَعَلَ عَلَيْهِمُ الدِّيَّةَ *

৪৮২২. মুহাম্মদ ইবন কুদামা (র) - - - - মুগীরা ইবন শু'বা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : এক নারী তার
সতীনকে তাঁবুর খুঁটি দ্বারা আঘাত করলো, সে ছিল গর্ভাবস্থায় এবং সে মারা গেল। এ মামলা রাসূলুল্লাহ ﷺ
-এর নিকট পেশ করা হলে তিনি হত্যাকারিণীর আত্মীয়কে দিয়াত দিতে আদেশ করেন : আর বাচ্চার বদলে এক
দাস আর দাসী দেওয়ার আদেশ দেন। তখন হত্যাকারিণীর এক আত্মীয় বললো : আমরা এই বাচ্চার বদলা কী
করে দেব, যে না খেয়েছে, না পান করেছে, না ক্রন্দন করেছে ? এরকম খুনতো বাতিল গণ্য হবে। তখন
রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : বেদুঈনদের মত হৃদপূর্ণ কথা ! তিনি তাদের উপর দিয়াত আরোপ করলেন।

৪৮২৩. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ
إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نُسَيْلَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ ضَرْبَتَيْنِ ضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى
بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ فَقَتَلَتْهَا فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالدِّيَةِ عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ وَقَضَى لِمَا فِي
بَطْنِهَا بِغُرَّةٍ فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ تُغْرَمُنِي مَنْ لَا أَكْلَ وَلَا شَرْبَ وَلَا صَاحَ فَاسْتَهْلَ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطْلُ
فَقَالَ سَجْعُ كَسَجْعِ الْجَاهِلِيَّةِ وَقَضَى لِمَا فِي بَطْنِهَا بِغُرَّةٍ *

৪৮২৩. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) - - - - মুগীরা ইবন শু'বা (রা) বলেন, দুই সতীনের একজন অন্যজনকে
তাঁবুর খুঁটি দ্বারা হত্যা করে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ হত্যাকারিণীর আত্মীয়দের উপর দিয়াত দেওয়ার আদেশ
জারি করেন; আর তার গর্ভস্থ শিশুর বদলে একটি দাস বা দাসী দিতে বলেন। আত্মীয়গণ বললো : আমরা এ
বাচ্চার দিয়াত কেন দেব, যে বাচ্চা না খেয়েছে, না পান করেছে, না কান্নাকাটি করেছে, এ রকমের খুন তো বৃথা
যাবে ! তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : এতো জাহিলী যুগের লোকদের ন্যায় হৃদপূর্ণ কথা। তিনি গর্ভস্থ
সন্তানের জন্য একজন দাস বা দাসী দেয়ার ফয়সালা দেন।

৪৮২৪. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ بْنُ مَسْرُوقٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ

مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نُسَيْلَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ ضَرَبَتْ امْرَأَةً مِنْ بَنِي لِحْيَانَ ضَرْبَتَهَا بِعُمُودِ الْفُسْطَاطِ فَقَتَلَتْهَا وَكَانَ بِالْمَقْتُولَةِ حَمْلٌ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ بِالْدِّيَةِ وَلَمَّا فِي بَطْنِهَا بِغُرَّةٌ *

৪৮২৪. আলী ইবন সাঈদ ইবন মাসরুক (র) - - - - মুগীরা ইবন শু'বা (রা) বলেন, বনী লিহইয়ানের এক নারী তার সতীনকে তাঁবুর খুঁটি দ্বারা আঘাত করলে সে মারা যায় আর সে ছিল গর্ভবতী। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট অভিযোগ পেশ হলে তিনি হত্যাকারিণীর আত্মীয়দের উপর দিয়াত আরোপ করেন এবং শিশুর বদলে এক দাস অথবা দাসী দেয়ার আদেশ দেন।

٤٨٢٥. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نُسَيْلَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ امْرَأَتَيْنِ كَانَتَا تَحْتَ رَجُلٍ مِنْ هَذِيلٍ فَرَمَتْ أَحَدَاهُمَا الْآخَرَى بِعُمُودِ فُسْطَاطٍ فَاسْقَطَتْ فَاخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالُوا كَيْفَ نَدَى مِنْ لَصَاحٍ وَلَا اسْتَهْلُ وَلَا شَرْبَ وَلَا أَكَلَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَسْجَعُ كَسْجَعِ الْأَعْرَابِ فَقَضَى بِالْغُرَّةِ عَلَى عَاقِلَةِ الْمَرْأَةِ *

৪৮২৫. সুওয়ায়দ ইবন নাসর (র) - - - - মুগীরা ইবন শু'বা (রা) বলেন, হুযায়ল গোত্রের এক ব্যক্তির বিবাহে দুই নারী ছিল, তাদের একজন অন্যজনকে তাঁবুর কাঠ দ্বারা আঘাত করলে তার উদরস্থ বাচ্চা পড়ে যায়। তারা উভয়ে নবী ﷺ-এর নিকট মোকদ্দমা পেশ করে। আত্মীয়রা বলে : আমরা ঐ সন্তানের দিয়াত কিরূপে আদায় করবো; যে খায়নি পান করেনি, কাঁদেনি, চিৎকার করে নি। নবী ﷺ বলেন : বেদুঈনদের মত ছন্দযুক্ত বাক্য। তিনি ঐ নারীর হত্যাকারিণীর আত্মীয়দের উপর দিয়াত আরোপ করেন।

٤٨٢٦. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نُسَيْلَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ هَذِيلٍ كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ فَرَمَتْ أَحَدَاهُمَا الْآخَرَى بِعُمُودِ الْفُسْطَاطِ فَاسْقَطَتْ فَقِيلَ أَرَأَيْتَ مَنْ لَا أَكَلَ وَلَا شَرْبَ وَلَا صَاحَ فَاسْتَهْلُ فَقَالَ أَسْجَعُ كَسْجَعِ الْأَعْرَابِ فَقَضَى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِغُرَّةِ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ وَجُعِلَتْ عَلَى عَاقِلَةِ الْمَرْأَةِ أَرْسَلُهُ الْأَعْمَشُ *

৪৮২৬. মাহমুদ ইবন গায়লান (র) - - - - মুগীরা ইবন শু'বা (রা) বলেন, হুযায়ল গোত্রের এক ব্যক্তির দুই স্ত্রী ছিল, একজন অপর নারীর উপর একটি তাঁবুর কাঠ নিক্ষেপ করলে তার গর্ভপাত হয়ে যায়। তখন বলা হয় : কী বলেন, আমরা ঐ বাচ্চার পরিবর্তে দিয়াত দিব, যে খায়নি, পান করে নি, আর না কাঁদতে গিয়ে চিৎকার করেছে? তিনি বললেন, বেদুঈনদের মত ছন্দোবদ্ধ কথা! অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ এ ব্যাপারে এক দাস বা দাসী দেওয়ার ফয়সালা দেন। আর তিনি হত্যাকারিণীর আত্মীয়দের উপর দিয়াতের ফয়সালা দেন।

৪৮২৭. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُصْنَبٌ قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ ضَرَبَتْ امْرَأَةً ضَرْبَهَا بِحَجَرٍ وَهِيَ حُبْلَى فَقَتَلَتْهَا فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا فِي بَطْنِهَا غُرَّةً وَجَعَلَ عَقْلَهَا عَلَى عَصَبَتِهَا فَقَالُوا نَغْرُمُ مَنْ لَا شَرِبَ وَلَا أَكَلَ وَلَا أَسْتَهَلَ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطْلُ فَقَالَ أَسْجَعُ كَسْجَعِ الْأَعْرَابِ هُوَ مَا أَقُولُ لَكُمْ *

৪৮২৭. মুহাম্মদ ইব্ন রাফে' (র) - - - - ইব্রাহীম (র) বলেন, এক নারী তার সতীনকে তার গর্ভবস্থায় প্রস্তরাঘাত করে হত্যা করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তার গর্ভস্থ সন্তানের জন্য দিয়াতের ফয়সালা দেন, আর তার দিয়াত হত্যাকারিণীর আত্মীয়দের উপর সাব্যস্ত করেন। তখন তারা বললো : যে বাচ্চা পান করেনি, খায়নি এবং ক্রন্দনও করেনি, আমরা তার দিয়াত দেব ? এরূপ বাচ্চার হত্যা তো বৃথা যাবে। তিনি বললেন : বেদুঈন লোকদের ন্যায় ছন্দযুক্ত কথা ! আমি তোমাদেরকে যা বলছি, তাই হবে।

৪৮২৮. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو عَنْ أَسْبَاطٍ عَنْ سِمَاكِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَتِ امْرَأَتَانِ جَارَتَانِ كَانَتْ بَيْنَهُمَا صَخْبٌ فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ فَاسْقَطَتْ غُلَامًا قَدْ نَبَتَ شَعْرُهُ مَيْتًا وَمَاتَتِ الْمَرْأَةُ فَقَضَى عَلَى الْعَاقِلَةِ الدِّيَةَ فَقَالَ عَمُّهَا إِنَّهَا قَدْ اسْقَطَتْ يَارَسُولَ اللَّهِ غُلَامًا قَدْ نَبَتَ شَعْرُهُ فَقَالَ أَبُو الْقَاتِلَةِ إِنَّهُ كَاذِبٌ إِنَّهُ وَاللَّهِ مَا أَسْتَهَلَ وَلَا شَرِبَ وَلَا أَكَلَ فَمِثْلُهُ يُطْلُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَسْجَعُ كَسْجَعِ الْجَاهِلِيَّةِ وَكَهَانَتِهَا إِنْ فِي الصَّبِيِّ غُرَّةٌ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَانَتِ إِحْدَاهُمَا مُلْكَةً وَالْأُخْرَى أُمَ غَطِيفٍ *

৪৮২৮. আহমদ ইব্ন উসমান ইব্ন হাকীম (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, দুই প্রতিবেশী নারীর মধ্যে ঝগড়া হয়। তখন তাদের একজন অপরজনকে প্রস্তরাঘাত করলে সে মারা যায় এবং তার গর্ভের বাচ্চাও পড়ে যায়, যার মাথায় চুল উঠেছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ হত্যাকারিণীর আত্মীয়ের উপর দিয়াত সাব্যস্ত করেন। তখন তার চাচা বললো : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! বাচ্চা পড়ে গেছে যার মাথায় চুল উঠেছে। হত্যাকারিণীর পিতা বললো : এই ব্যক্তি মিথ্যাবাদী, আল্লাহর শপথ ঐ বাচ্চা চিৎকার দেয়নি, খায়নি, পান করেনি এরূপ বাচ্চার হত্যা তো বাতিল সাব্যস্ত করা হয়। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : জাহিলী যুগের গণকদের ন্যায় ছন্দোবদ্ধ কথা ! নিশ্চয় বাচ্চার পরিবর্তে এক দাস বা দাসী দিতে হবে। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন : তাদের একজনের নাম ছিল মুলায়কা আর অপরজনের নাম ছিল উম্মু গাতীফা।

৪৮২৯. أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ قَالَ حَدَّثَنَا الضُّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى كُلِّ بَطْنٍ عَقُولَةً وَلَا يَحِلُّ لِمَوْلَى أَنْ يَتَوَلَّى مُسْلِمًا بِغَيْرِ إِذْنِهِ *

৪৮২৯. আব্বাস ইবন আবদুল আযীম (র) - - - - জাবির (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রত্যেক গোত্রের উপর দিয়াত ফরয করেছেন। আর কোন আযাদকৃত দাসের জন্য জায়েয নেই মুক্তিদাতা মনিবের অনুমতি ব্যতীত অন্য কাউকে মনিব স্থির করা।

৪৮৩০. أَخْبَرَنِي عُمَرُو بْنُ عُثْمَانَ وَمُحَمَّدُ بْنُ مُصَفًّى قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عُمَرُو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ تَطَيَّبَ وَلَمْ يَعْلَمْ مِنْهُ طِبُّ قَبْلَ ذَلِكَ فَهُوَ ضَامِنٌ *

৪৮৩০. আমর ইবন উসমান এবং মুহাম্মদ ইবন মুসাফফা (র) - - - - আমর ইবন শু'আয়ব (র) তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি লোকের চিকিৎসা করে, অথচ সে চিকিৎসক হিসেবে পরিচিত নয়, সে (রোগীর জন্য) দায়ী থাকবে।

৪৮৩১. أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عُمَرُو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مِثْلَهُ سَوَاءٌ *

৪৮৩১. মাহমুদ ইবন খালিদ (র) - - - - আমর ইবন শু'আয়ব (র) তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

هَلْ يُوْخَذُ أَحَدٌ بِجَرِيرَةٍ غَيْرِهِ

একজনের অপরাধে অন্যজনকে দায়ী করা

৪৮৩২. أَخْبَرَنِي هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِجَرَ عَنْ إِيَادِ بْنِ لَقِيطٍ عَنْ أَبِي رِمَّةَ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ مَعَ أَبِي فَقَالَ مَنْ هَذَا مَعَكَ قَالَ ابْنِي أَشْهَدُ بِهِ قَالَ أَمَا إِنَّكَ لَا تَجْنِي عَلَيْهِ وَلَا يَجْنِي عَلَيْكَ *

৪৮৩২. হারুন ইবন আবদুল্লাহ (র) - - - - আবু রিমসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি আমার পিতার সাথে নবী ﷺ-এর নিকট এলে তিনি বললেন : তোমার সাথে এ কে ? তিনি বললেন : আমার পুত্র, আপনি এর ব্যাপারে সাক্ষী থাকুন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমার অপরাধের জন্য সে দায়ী হবে না, আর না তুমি তার অপরাধের জন্য দায়ী হবে।

৪৮৩৩. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ زَهْدَمٍ الْيَرْبُوعِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ فِي أَنْاسٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَؤُلَاءِ بَنُو ثَعْلَبَةَ بْنِ يَرْبُوعٍ قَتَلُوا فُلَانًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَهَتَفَ بِصَوْتِهِ أَلَا لَا تَجْنِي نَفْسٌ عَلَى الْأُخْرَى *

৪৮৩৩. মাহমুদ ইবন গায়লান (র) - - - - সালাবা ইবন যাহদাম য়ারবু'ঈ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আনসার গোত্রের কিছু লোককে সম্বোধন করে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। তখন তারা বললো : ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! ওই যে সালাবা ইবন য়ারবু এর সন্তানেরা, এরা জাহিলী যুগে অমুক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিল। তখন নবী ﷺ উচ্চস্বরে বলেন : শুনে রাখ, একজনের অপরাধ অন্যজনের উপর বর্তায় না।

৪৮৩৪. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ زَهْدَمٍ قَالَ انْتَهَى قَوْمٌ مِنْ بَنِي ثَعْلَبَةَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يَخْطُبُ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَؤُلَاءِ بَنُو ثَعْلَبَةَ بَنِي يَرْبُوعَ قَتَلُوا فَلَانًا رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا تَجْنِي نَفْسٌ عَلَى أُخْرَى *

৪৮৩৪. আহমদ ইবন সুলায়মান (র) - - - - সালাবা ইবন যাহদাম য়ারবু গোত্রের এক ব্যক্তির বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, একদা সালাবা গোত্রের একদল লোক নবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়। তখন তিনি ভাষণ দিচ্ছিলেন। এ অবস্থায় এক ব্যক্তি বলে উঠল, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! এরা বনু সালাবা ইবন য়ারবু-এর লোক, যারা নবী ﷺ-এর সাহাবীদের একজনকে হত্যা করেছে। একথা শুনে নবী ﷺ বলেন : কেউ কারোর অপরাধে অপরাধী হবে না।

৪৮৩৫. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ سَمِعْتُ الْأَسْوَدَ بْنَ هِلَالٍ يُحَدِّثُ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي ثَعْلَبَةَ بَنِي يَرْبُوعَ أَنَّ نَاسًا مِنْ بَنِي ثَعْلَبَةَ أَتَوْا النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَؤُلَاءِ بَنُو ثَعْلَبَةَ بَنِي يَرْبُوعَ قَتَلُوا فَلَانًا رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا تَجْنِي نَفْسٌ عَلَى أُخْرَى *

৪৮৩৫. মাহমুদ ইবন গায়লান (র) - - - - সালাবা ইবন য়ারবু গোত্রের এক ব্যক্তি বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, একদা সালাবা গোত্রের একদল লোক নবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়। তখন এক ব্যক্তি বলে : ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! এরা বনু সালাবা ইবন য়ারবু-এর লোক, যারা নবী ﷺ-এর সাহাবীদের একজনকে হত্যা করেছিল। একথা শুনে নবী ﷺ বলেন : কেউ কারো অপরাধে অপরাধী হবে না।

৪৮৩৬. أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَتَّابٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْأَشْعَثِ بْنِ سُلَيْمٍ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ هِلَالٍ وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي ثَعْلَبَةَ بَنِي يَرْبُوعَ أَنَّ نَاسًا مِنْ بَنِي ثَعْلَبَةَ أَصَابُوا رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَؤُلَاءِ بَنُو ثَعْلَبَةَ قَتَلَتْ فَلَانًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَجْنِي نَفْسٌ عَلَى أُخْرَى قَالَ شُعْبَةُ أَيْ لَا يُؤْخَذُ أَحَدٌ بِأَحَدٍ وَاللَّهِ تَعَالَى أَعْلَمُ *

৪৮৩৬. আবু দাউদ (র) - - - - আসওয়াদ ইবন হিলাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী (সা)-এর সাক্ষাৎ পেয়ে ছিলেন। তিনি সালাবা ইবন য়ারবু গোত্রের জনৈক ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেন যে, তাদের কিছু লোক নবী (সা)-এর একজন সাথীকে হত্যা করেছিল। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর একজন সাহাবী বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা) ওই যে, বনু সালাবা, যারা অমুককে হত্যা করেছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন : একজনের অপরাধে অন্যজন অপরাধী হবে না। শু'বা বলেন, অর্থাৎ একজনের কারণে অন্যজনকে ধরা হবে না।

৪৮৩৭. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ سَلِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي ثَعْلَبَةَ بْنِ يَرْبُوعَ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يَتَكَلَّمُ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَؤُلَاءِ بَنُو ثَعْلَبَةَ بْنِ يَرْبُوعَ الَّذِينَ أَصَابُوا فَلَانًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَغْنِي لَاتَجْنِي نَفْسٌ عَلَى نَفْسٍ *

৪৮৩৭. কুতায়বা (র) - - - - বনী সালাবা ইবন য়ারবু-এর এক ব্যক্তি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হই যখন তিনি কথা বলছিলেন। এক ব্যক্তি বললো : ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা) ! এরা সালাবা ইবন য়ারবু গোত্রের লোক, যারা অমুককে হত্যা করেছে। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : কোন লোক অন্যের অপরাধে অপরাধী হবে না।

৪৮৩৮. أَخْبَرَنَا هِثَادُ بْنُ السَّرِيِّ فِي حَدِيثِهِ عَنْ أَبِي الْأَخْوَصِ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي يَرْبُوعَ قَالَ أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يَكَلِّمُ النَّاسَ فَقَامَ إِلَيْهِ نَاسٌ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَؤُلَاءِ بَنُو فَلَانٍ الَّذِينَ قَتَلُوا فَلَانًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَجْنِي نَفْسٌ عَلَى أُخْرَى *

৪৮৩৮. হান্নাদ ইবন সারী (র) - - - - আশআস (র) তাঁর পিতা সূত্রে বর্ণনা করেন যে, সালাবা ইবন য়ারবু গোত্রের জনৈক ব্যক্তি বলেছেন : আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে উপস্থিত হলাম। তিনি লোকদের সাথে কথা বলছিলেন। তখন কিছু লোক দাঁড়িয়ে বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা) ! এরা অমুক গোত্রের লোক যারা অমুককে হত্যা করেছে। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন : একের অপরাধে অন্য কেউ অপরাধী হবে না।

৪৮৩৯. أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عِيسَى قَالَ أَنْبَأَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَنْبَأَنَا يَزِيدُ وَهُوَ ابْنُ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَادٍ عَنْ طَارِقِ الْمُحَارِبِيِّ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَؤُلَاءِ بَنُو ثَعْلَبَةَ الَّذِينَ قَتَلُوا فَلَانًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَخَذْنَا بِثَارِنَا فَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْتُ بَيَاضَ ابْطِطِهِ وَهُوَ يَقُولُ لَا تَجْنِي أُمَّ عَلَى وَلَدٍ مَرَّتَيْنِ *

৪৮৩৯. ইউসুফ ইবন ইসা (র) - - - - তারিক মুহারিবী (রা) বলেন, এক ব্যক্তি বললো : ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা) ! এরা সালাবা গোত্রের লোক, যারা জাহিলী যুগে অমুক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিল। আপনি আমাদের বদলা নিয়ে দিন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর হস্তদ্বয় উত্তোলন করেন, এমনকি আমি তাঁর বগলের শুভ্রতা প্রত্যক্ষ করি। তিনি বলেন : মায়ের অপরাধে পুত্র অপরাধী হবে না, তিনি এটা দু'বার বলেন।

الْعَيْنُ الْعَوْرَاءُ السَّادَةُ لِمَكَانِهَا إِذَا طُمِسَتْ

দৃষ্টিহীন চোখ উপড়ে ফেললে

৪৮৪০. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ عَائِذٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى فِي الْعَيْنِ الْعَوْرَاءِ السَّادَةِ لِمَكَانِهَا إِذَا طُمِسَتْ بِثُلْثِ دَيْتِهَا وَفِي الْيَدِ الشَّلَاءِ إِذَا قُطِعَتْ بِثُلْثِ دَيْتِهَا وَفِي السِّنِّ السَّوْدَاءِ إِذَا نُزِعَتْ بِثُلْثِ دَيْتِهَا *

৪৮৪০. আহমদ ইবন ইব্রাহীম ইবন মুহাম্মদ (র) - - - - আমর ইবন শু'আযব (রা) তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যে দৃষ্টিহীন চক্ষু নিজ স্থানে রয়েছে তা যদি উপড়ে ফেলা হয়, তবে সে ব্যাপারে মীমাংসা দেন যে, তার জন্য এক-তৃতীয়াংশ দিয়াত দিতে হবে। আর যে হাত অবশ হয়ে গেছে, তা কেটে ফেললে হাতের এক-তৃতীয়াংশ দিয়াত দিতে হবে। যে দাঁত কালো হয়ে গেছে, তা উপড়ে ফেললে তার জন্য এক-তৃতীয়াংশ দিয়াত দিতে হবে।

عُقْلُ الْأَسْنَانِ

দাঁতের দিয়াত

৪৮৪১. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَادُ عَنْ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْأَسْنَانِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ *

৪৮৪১. মুহাম্মদ ইবন মুআবিয়া (র) - - - - আমর ইবন শু'আযব (র) তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : প্রত্যেক দাঁতের পরিবর্তে পাঁচ উট দিয়াত দিতে হবে।

৪৮৪২. أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عُرُوبَةَ عَنْ مَطَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْأَسْنَانُ سَوَاءٌ خَمْسًا خَمْسًا *

৪৮৪২. হুসায়ন ইবন মানসূর (র) - - - - আমর ইবন শু'আযব (র) তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : দস্তরাজি সমমানের, প্রত্যেক দাঁতের জন্য পাঁচ-পাঁচ উট দিয়াত দিতে হবে।

بَابُ عُقْلِ الْأَصَابِعِ

পরিচ্ছেদ : আঙ্গুলের দিয়াত

৪৮৪৩. أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَشْعَثِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مَسْرُوقٍ بْنِ أَوْسٍ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فِي الْأَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ *

৪৮৪৩. আবুল আশ'আস (র) - - - - আবু মূসা (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : প্রত্যেক আঙুলের জন্য দশ-দশটি উট দিয়াত দিতে হবে।

৪৮৪৪. আমর ইব্ন আলী (র) - - - - আবু মূসা আশ'আরী (রা) বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : প্রত্যেক আঙুলের জন্য দশ উট। দিয়াতের বেলায় সবগুলো সমমানের।

৪৮৪৫. হুসায়ন ইব্ন মানসূর (র) - - - - আবু মূসা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ফয়সালা যে, সব আঙুল সমান, প্রত্যেকটির জন্য দশ উট।

৪৮৪৬. হুসায়ন ইব্ন মানসূর (র) - - - - সাঈদ ইব্ন মুসাইয়্যাব (রা) বলেন, তিনি যখন সেই লিখিত কাগজ আমর ইব্ন হাযম-এর সন্তানদের নিকট পান— যে সম্পর্কে তারা বলে থাকে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের জন্য তা লিখেছেন, তাতে তিনি লেখা পান যে, প্রতিটি আঙুলের দিয়াত দশটি করে উট।

৪৮৪৭. আমর ইব্ন আলী (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন : এইটি ও এইটি অর্থাৎ বৃদ্ধাঙ্গুলি ও কনিষ্ঠা সমান-সমান।

৪৮৪৮. আমর ইব্ন আলী (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন : এইটি ও এইটি অর্থাৎ বৃদ্ধাঙ্গুলি ও কনিষ্ঠা সমান-সমান।

৪৮৪৮. নাসর ইব্ন আলী (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, এটা এবং ওটা সমান— অর্থাৎ বৃদ্ধাঙ্গুলি এবং কনিষ্ঠা।

৪৮৪৯. আমর ইব্ন আলী (র) - - - - ইব্ন আব্বাস বলেন : আঙুলের জন্য দশ-দশ উট (দিয়াত দিতে হবে)।

৪৮৫০. ইসমাঈল ইব্ন মাসউদ (র) - - - - আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মক্কা জয় করেন, তখন তিনি তাঁর ভাষণে বলেন : আঙুলের জন্য দশ-দশটি উট (দিয়াত দিতে হবে)।

৪৮৫১. আবদুল্লাহ ইব্ন হায়সাম (র) - - - - আমর ইব্ন শু'আয়ব (রা) তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ তাঁর ভাষণে বলেন, যখন তিনি কা'বার সাথে হেলান দেওয়া ছিলেন : সব আঙ্গুল সমান।

الْمَوَاضِعُ

যে যখম হাঁড় পর্যন্ত পৌছে

৪৮৫২. ইসমাঈল ইব্ন মাসউদ (র) - - - - আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মক্কা জয় করেন, তিনি তাঁর ভাষণে বলেন : যে যখমে হাঁড় বেরিয়ে যায়, তাতে পাঁচ-পাঁচটি উট দিয়াত দিতে হবে।

ذِكْرُ حَدِيثِ عَمْرٍو بْنِ حَزْمٍ فِي الْعُقُولِ وَاخْتِلَافِ الثَّقَلَيْنِ لَهُ

দিয়াত বিষয়ে আমর ইব্ন হায়মের হাদীস এবং এতে বর্ণনাকারীদের পার্থক্য

৪৮৫৩. আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (র) - - - - আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মক্কা জয় করেন, তিনি তাঁর ভাষণে বলেন : যে যখমে হাঁড় বেরিয়ে যায়, তাতে পাঁচ-পাঁচটি উট দিয়াত দিতে হবে।

حَمْرَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ ابْنِ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ كِتَابًا فِيهِ الْفَرَائِضُ وَالسُّنَنُ وَالْذِّيَّاتُ وَبَعَثَ بِهِ مَعَ عَمْرٍو بْنِ حَزْمٍ فَقُرِئَتْ عَلَى أَهْلِ الْيَمَنِ هَذِهِ نُسَخَتْهَا : مِنْ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى شَرْحَبِيلِ بْنِ عَبْدِ كَلَالٍ وَنُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ كَلَالٍ وَالْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ كَلَالٍ قِيلَ ذِي رُعَيْنٍ وَمُعَاوِرٍ وَهَمْدَانَ أَمَا بَعْدُ وَكَانَ فِي كِتَابِهِ أَنْ مَنْ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتَلَهُ عَنْ بَيِّنَةٍ فَإِنَّهُ قَوْدٌ إِلَّا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ وَأَنَّ فِي النَّفْسِ الدِّيَّةَ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ وَفِي الْأَنْفِ إِذَا أُوعِبُ جَدْعُهُ الدِّيَّةُ وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَّةُ وَفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَّةُ وَفِي الْبَيْضَتَيْنِ الدِّيَّةُ وَفِي الذَّكَرِ الدِّيَّةُ وَفِي الصُّلْبِ الدِّيَّةُ وَفِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَّةُ وَفِي الرَّجْلِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَّةِ وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَّةِ وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَّةِ وَفِي الْمُتَقَلِّةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ وَفِي كُلِّ أَصْبَعٍ مِنَ أَصَابِعِ الْيَدِ وَالرَّجْلِ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ وَفِي الْمَوْضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ وَأَنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالْمَرْأَةِ وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ خَالَفَهُ مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ بْنِ بِلَالٍ *

৪৮৫৩. আমর ইবন মানসূর (র) - - - আবু বকর ইবন মুহাম্মাদ ইবন আমর ইবন হাযম (রা) তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইয়ামানবাসীদেরকে এক চিঠি লেখেন, যাতে ফরয, সুন্নাত এবং দিয়াত সম্বন্ধে লিখছিলেন। আর তিনি তা আমর ইবন হাযমের মাধ্যমে পাঠান। ইয়ামানবাসীদেরকে তা পড়ে শোনানো হয়। তাতে লেখা ছিল: এটা নবী মুহাম্মদ ﷺ -এর পক্ষ হতে গুরাহ্বিল ইবন আবদে কুলাল, নু'আয়ম ইবন আবদে কুলাল এবং হারিস ইবন আবদে কুলালকে, যারা যী রু'আয়ন, মুআফির এবং হামদানের অধিপতি, তাতে লেখা ছিল; যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে অন্যায়ভাবে হত্যা করবে, আর সাক্ষ্য-প্রমাণে তা প্রমাণিত হবে, তার বদলা নেয়া হবে। তবে যদি নিহত ব্যক্তির ওয়ারিস ক্ষমা করে দেয়, তবে ক্ষমা হবে। তোমাদের জানা দরকার যে, প্রাণের বিনিময় হলো একশত উট, আর যদি সম্পূর্ণ নাক কাটা যায়, তবুও একশত উট। এইভাবে জিহবা, ঠোঁট, পুরুষাঙ্গ, পেট এবং হাড়েরও পূর্ণ দিয়াত রয়েছে। আর চক্ষুদ্বয়ের পূর্ণ দিয়াত [একশ উট] রয়েছে। এক পায়ের অর্ধ দিয়াত কিন্তু পদদ্বয়ের পূর্ণ দিয়াত দিতে হবে। এভাবে মস্তিষ্কে পৌছেছে এমন যখমের জন্য অর্ধ দিয়াত। যে যখম পেট পর্যন্ত পৌছে, তাতে এক-তৃতীয়াংশ দিয়াত, যে যখমে হাঁড় ভেঙে যায়, তাতে পনের উট। আর হাত পায়ের আঙুলে দশটি করে উট, আর এক দাঁতে পাঁচ উট। যে যখমে হাঁড় নড়ে যায়, তাতে পাঁচ উট। আর পুরুষকে নারীর পরিবর্তে হত্যা করা হবে এবং যাদের নিকট স্বর্ণ রয়েছে, তাদের উপর এক হাজার দীনার। মুহাম্মদ ইবন বাক্কার ইবন বিলাল এতে মতভেদ করেন। [তার বর্ণনা নিম্নরূপ]:

৪৮৫৪. أَخْبَرَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ مَرْوَانَ بْنِ الْهَيْثَمِ بْنِ عِمْرَانَ الْعَنْسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ
 بْنُ بِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَرْقَمَ قَالَ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ
 بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ
 بِكِتَابٍ فِيهِ الْفَرَائِضُ وَالسُّنَنُ وَالْدِّيَّاتُ وَبَعَثَ بِهِ مَعَ عَمْرٍو بْنِ حَزْمٍ فَقَرِئَ عَلَى أَهْلِ
 الْيَمَنِ هَذِهِ نُسَخَتُهُ فَذَكَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَفِي الْعَيْنِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ وَفِي الْيَدِ
 الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ وَفِي الرَّجْلِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَهَذَا أَشْبَهُ
 بِالصَّوَابِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَسُلَيْمَانُ بْنُ أَرْقَمَ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ يُونُسُ
 عَنْ الزُّهْرِيِّ مُرْسَلًا *

৪৮৫৪. হায়সাম ইবন মারওয়ান (র) - - - - আবু বকর ইবন মুহাম্মদ ইবন আমর ইবন হায়ম (র) তাঁর পিতার
 মাধ্যমে তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইয়ামানবাসীদের নিকট একখানা পত্র লিখেন, যাতে
 ফরয, সুন্নাত এবং দিয়াতের কথা ছিল। তিনি আমর ইবন হায়ম-এর মাধ্যমে তা পাঠান। ইয়ামানবাসীদের নিকট
 তাঁর এই পত্র পড়া হয়। তাতে অনুরূপ বর্ণনা উল্লেখ আছে। তবে তাতে এতটুকু অতিরিক্ত রয়েছে যে, তিনি
 বলেছেন : এক চক্ষুতে অর্ধ দিয়াত, এক হাতে অর্ধ দিয়াত, এক পায়ে অর্ধ দিয়াত। আবু আবদুর রহমান বলেন :
 ইহা সহীহ হওয়ার অধিক নিকটবর্তী। আল্লাহ অধিক অবহিত। ইউনুস (র) যুহরী (র) হতে এটি মুরসালরূপে
 বর্ণনা করেছেন (যা নিম্নরূপ) :

৪৮৫৫. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ
 عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ قَرَأْتُ كِتَابَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الَّذِي كَتَبَ لِعَمْرٍو بْنِ حَزْمٍ حِينَ بَعَثَهُ عَلَى
 نَجْرَانَ وَكَانَ الْكِتَابُ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ بْنِ حَزْمٍ فَكَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَذَا بَيَانٌ مِنَ اللَّهِ
 وَرَسُولِهِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ وَكَتَبَ الْآيَاتِ مِنْهَا حَتَّى بَلَغَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ
 الْحِسَابِ ثُمَّ كَتَبَ هَذَا كِتَابُ الْجِرَاحِ فِي النَّفْسِ مِائَةٌ مِنَ الْأَيْلِ نَحْوُهُ *

৪৮৫৫. আহমদ ইবন আমর ইবন সারহ (র) - - - - ইবন শিহাব যুহরী (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর
 ঐ পত্রখানা পাঠ করেছি, যা তিনি আমার ইবন হায়মের জন্য লিখেছিলেন, যখন তিনি তাকে নাজরানে প্রেরণ
 করেছিলেন। ঐ পত্র আবু বকর ইবন হায়মের নিকট রয়েছে। সে বলেছিল, তাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ লিখেছিলেন
 : এটা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বর্ণনা : হে ঈমানদারগণ ! তোমরা অঙ্গীকার পূর্ণ কর এর পরবর্তী
 কয়েক আয়াত.....ইনাল্লাহা সারীউল হিসাব অর্থাৎ দ্রুত হিসাবগ্রহণকারী পর্যন্ত।” এরপর তিনি লেখেন এটা
 ফৌজদারি বিধি-বিধান : প্রাণনাশের দিয়াত একশত উট.....ইত্যাদি।

৪৮৫৬. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ جَاءَنِي أَبُو بَكْرٍ ابْنُ حَزْمٍ يَكْتُابُ فِي رُقْعَةٍ مِنْ أَدَمٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ هَذَا بَيَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ فَتَلَا مِنْهَا آيَاتٍ ثُمَّ قَالَ فِي النَّفْسِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ وَفِي الْعَيْنِ خَمْسُونَ وَفِي الْيَدِ خَمْسُونَ وَفِي الرَّجُلِ خَمْسُونَ وَفِي الْمَامُومَةِ ثَلَاثُ الدِّيَةِ وَفِي الْجَانِفَةِ ثَلَاثُ الدِّيَةِ وَفِي الْمُنْقَلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ فَرِيضَةً وَفِي الْأَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ وَفِي الْأَسْنَانِ خَمْسٌ خَمْسٌ وَفِي الْمَوْضِحَةِ خَمْسٌ *

৪৮৫৬. আহমদ ইবন আবদুল ওয়াহিদ (র) - - - - যুহরী (র) বলেন, আবু বকর ইবন হাযম (র) আমার নিকট একটি চামড়ার পত্র নিয়ে আসেন যা রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে লিখিত হয়েছিল। তাতে লেখা ছিল : “ইহা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের পক্ষ হতে বর্ণনা : হে ঈমানদারগণ ! তোমার অঙ্গীকার পূর্ণ কর।” এরপর কয়েকটি আয়াত বর্ণিত হয়েছে। তারপর তিনি বলেন : প্রাণের বিনিময়ে একশত উট, আর চক্ষুতে পঞ্চাশ উট, হাতের বদলে পঞ্চাশ উট, পা-এর পরিবর্তে পঞ্চাশ উট, আর যে যখম হাঁড়ের মগজ পর্যন্ত পৌছে, তাতে এক-তৃতীয়াংশ দিয়াত। আর যে যখম পেটের ভিতর পৌছে, তাতে এক-তৃতীয়াংশ, আর যে যখমে হাঁড় স্থানচ্যুত হয়, তাতে পনের উট, আর আঙ্গুলে দশ-দশটি উট, আর দাঁতে পাঁচ উট। আর যে যখমে হাঁড় দেখা দেয়, তাতে পাঁচ উট।

৪৮৫৭. قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ الْكِتَابُ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِعَمْرٍو بْنِ حَزْمٍ فِي الْعُقُولِ إِنْ فِي النَّفْسِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ وَفِي الْأَنْفِ إِذَا أَوْعَى جَدْعًا مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ وَفِي الْمَامُومَةِ ثَلَاثُ النَّفْسِ وَفِي الْجَانِفَةِ مِثْلُهَا وَفِي الْيَدِ خَمْسُونَ وَفِي الْعَيْنِ خَمْسُونَ وَفِي الرَّجُلِ خَمْسُونَ وَفِي كُلِّ إِصْبَعٍ مِثْلُ هَذَاكَ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ وَفِي الْمَوْضِحَةِ خَمْسٌ *

৪৮৫৭. হারিস ইবন মিসকীন (র) - - - - আবদুল্লাহ ইবন আবু বকর ইবন মুহাম্মদ ইবন হাযম (র) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন : দিয়াত সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার ইবন হাযমের জন্য যে পত্র লিখেন, তাতে ছিল : প্রাণের পরিবর্তে এক শত উট, আর পূর্ণ নাকের জন্য একশত উট, আর যে যখম মগজ পর্যন্ত পৌছে, তাতে এক-তৃতীয়াংশ এবং যে যখম পেট পর্যন্ত পৌছে, তাতেও তদ্রূপ। আর হাতের জন্য পঞ্চাশ উট, চোখের জন্য পঞ্চাশ এবং পায়ের জন্য পঞ্চাশ। প্রত্যেক আঙ্গুলের জন্য দশ উট, আর দাঁতের জন্য পাঁচ উট এবং যে যখমে হাঁড় প্রকাশ পায়, তাতে পাঁচ উট।

৪৮৫৮. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبَانُ قَالَ حَدَّثَنَا

يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى بَابَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَالْقَمَ عَيْنَهُ خُصَامَةَ الْبَابِ فَبَصَرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَتَوَخَّاهُ بِحَدِيدَةٍ أَوْ عُوْدٍ لِيَفْقَأَ عَيْنَهُ فَلَمَّا أَنْ بَصَرَ انْقَمَعَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَمَا إِنَّكَ لَوُثِّبْتَ لَفَقَاتُ عَيْنِكَ *

৪৮৫৮. আমর ইব্ন মানসূর (র) - - - - আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন, এক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দরজায় এসে ছিদ্রে চক্ষু লাগিয়ে দেখতে লাগলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ তা দেখতে পেয়ে একখণ্ড কাঠ অথবা লোহা নিয়ে তার চোখ ফুঁড়ে দিতে ইচ্ছা করলেন। সে তা দেখে নিজের চোখ সারিয়ে নেয়। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : যদি তুমি সেখানে চোখ রাখতে, তবে আমি তা ফুঁড়ে দিতাম।

৪৮৫৯. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَجُلًا أَطْلَعَ مِنْ جُحْرِ فِي بَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَمَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِدْرَى يَحْكُ بِهَا رَأْسَهُ فَلَمَّا رَأَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكَ تَنْظُرُنِي لَطَعَنْتُ بِهِ فِي عَيْنِكَ إِنَّمَا جُعِلَ الْأَذُنُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ *

৪৮৫৯. কুতায়বা (র) - - - - সাহল ইব্ন সা'দ সাঈদী (রা) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ঘরের ছিদ্রপথে দেখছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর একখণ্ড কাঠ ছিল, যা দিয়ে তিনি তাঁর মাথা চুলকাতেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন তাকে দেখলেন, তখন বললেন : যদি আমি জানতে পারতাম যে, তুমি আমাকে দেখছো, তবে আমি তোমার চোখে এই কাঠ ঢুকিয়ে দিতাম। অনুমতি গ্রহণের বিধান তো দেওয়া হয়েছে এজন্যই যাতে উঁকি মেরে দেখতে না হয়।

بَابُ مَنْ افْتَحَرَ وَأَخَذَ حَقَّهُ دُونَ السُّلْطَانِ

পরিচ্ছেদ : নিজে প্রতিশোধ গ্রহণ করা

৪৮৬. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَمَثِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهْيِكَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ أَطْلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَفَقُوا عَيْنَهُ فَلَا دِيَّةَ لَهُ وَلَا قِصَاصَ *

৪৮৬০. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন : কোন ব্যক্তি যদি কারো ঘরে তার বিনা অনুমতিতে উঁকি মারে আর ঘরের মালিক তার চোখ ফুঁড়ে দেয়, তবে সে দিয়াত এবং বদলা কিছুই পাবে না।

৪৮৬১. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَوْ أَنَّ أَمْرًا أَطْلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ فَخَذَفْتَهُ فَفَقَاتَ عَيْنَهُ مَا كَانَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى جُنَاحٌ *

৪৮৬১. মুহাম্মদ ইব্ন মানসূর (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) নবী ^{পাশা} থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : যদি কোন ব্যক্তি অনুমতি ব্যতীত তোমার দিকে উঁকি মারে আর তুমি পাথর নিক্ষেপ করে ঐ ব্যক্তির চোখ ফুটা কর, তবে তাতে তোমার কোন পাপ হবে না।

৪৮৬২. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سَلِيمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَصَلِّي فَإِذَا بِابْنِ لِمَرْوَانَ يَمْرُؤَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَدَرَأَهُ فَلَمْ يَرْجِعْ فَضْرَبَهُ فَخَرَجَ الْغَلَامُ يَبْكِي حَتَّى أَتَى مَرْوَانَ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ مَرْوَانُ لِأَبِي سَعِيدٍ لِمَ ضَرَبْتَ ابْنَ أَخِيكَ قَالَ مَا ضَرَبْتُهُ إِنَّمَا ضَرَبْتُ الشَّيْطَانَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ فَأَرَادَ إِنْسَانٌ يَمْرُؤَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَيَدْرُوهُ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنْ أَبَى فَلْيَقَاتِلْهُ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ *

৪৮৬২. মুহাম্মদ ইব্ন মুসআব (র) - - - - আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, একদা তিনি নামায পড়ছিলেন, এমন সময় মারওয়ানের পুত্র তাঁর সম্মুখ দিয়ে যাচ্ছিল। তিনি নিষেধ করা সত্ত্বেও সে মানলো না। তখন আবু সাঈদ (রা) তাকে মারলেন। সে কাঁদতে কাঁদতে মারওয়ানের নিকট গেল। মারওয়ান আবু সাঈদ (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলেন : আপনি আপনার ভাইয়ের ছেলেকে কেন মারলেন? আবু সাঈদ (রা) বললেন : আমি তাকে মারিনি, বরং শয়তানকে মেরেছি। আমি রাসূলুল্লাহ ^{পাশা} -কে বলতে শুনেছি : যদি তোমাদের কারো নামায পড়ার সময় তোমাদের সামনে দিয়ে কেউ অতিক্রম করতে চায়, তবে যতটুকু সম্ভব তাকে বাধা দেবে। যদি সে না মানে, তবে তার সাথে যুদ্ধ করবে; কেননা সে শয়তান।

مَا جَاءَ فِي كِتَابِ الْقِصَاصِ مِنَ الْمُجْتَبَى مِمَّا لَيْسَ فِي السُّنَنِ تَأْوِيلُ
قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا
আল্লাহর বাণী : وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا *

৪৮৬৩. حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَفْظًا قَالَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ أَمَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِيزَى أَنْ أَسْأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ لَمْ يَنْسَخْهَا شَيْءٌ وَعَنْ هَذِهِ الْآيَةِ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ قَالَ نَزَلَتْ فِي أَهْلِ الشِّرْكِ *

৪৮৬৩. আবু আবদুর রহমান (র) - - - - সাঈদ ইব্ন জুবায়র (রা) বলেন, আবদুল্লাহ ইব্ন আবযা (রা) আমাকে আদেশ করলেন, আমি যেন ইব্ন আব্বাস (রা)-এর নিকট দু'টি আয়াতের তাফসীর জিজ্ঞাসা করি। এক আয়াত

হল : “... কেউ ইচ্ছাকৃত কোন মুমিনকে হত্যা করলে” আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন : এই আয়াত রহিত হয়নি। আর দ্বিতীয় আয়াত হল : **وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ الْخ** আমি এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে, তিনি বললেন : এই আয়াত মুশরিকদের সম্বন্ধে নাযিল হয়েছে।

৪৮৬৪. أَخْبَرَنَا أَزْهَرُ بْنُ جَمِيلٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْكُوفَةِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ وَمَنْ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَرَحَلَتْ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَسَأَلَتْهُ فَقَالَ نَزَلَتْ فِي أُخْرٍ مَا نَزَلَتْ وَمَا نَسَخَهَا شَيْءٌ*

৪৮৬৪. আযহার ইবন জামীল (র) - - - - সাঈদ ইবন জুযায়র (রা) বলেন : আয়াত **وَمَنْ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا** রহিত হয়েছে কিনা এ সম্পর্কে কূফাবাসীদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিল। আমি ইবন আব্বাস (রা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন : এই আয়াতটি তো শেষদিকে অবতীর্ণ আয়াতসমূহের একটি। একে কোন আয়াতই রহিত করেনি।

৪৮৬৫. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي الْقَاسِمُ بْنُ أَبِي بَزَّةٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ هَلْ لِمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا مِنْ تَوْبَةٍ قَالَ لَا وَقَرَأْتُ عَلَيْهِ الْآيَةَ الَّتِي فِي الْفُرْقَانِ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ قَالَ هَذِهِ آيَةٌ مَكِّيَّةٌ نَسَخَتْهَا آيَةٌ مَدَنِيَّةٌ وَمَنْ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ*

৪৮৬৫. আমার ইবন আলী (র) - - - - সাঈদ ইবন জুযায়র (রা) বলেন, আমি ইবন আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম : যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করে, তার তাওবা কবুল হবে কি ? তিনি বললেন : না। আমি সূরা ফুরকানের **وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ الْخ** এ আয়াতের শেষ পর্যন্ত পাঠ করলাম। তিনি বললেন : এই আয়াতটি মক্কায় নাযিল হয়েছে। আর মদীনায় অবতীর্ণ সূরা বাকারার উপরিউক্ত আয়াত এটাকে রহিত করে দিয়েছে।

৪৮৬৬. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمَّارِ الدَّهْنِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ عَمَّنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا ثُمَّ تَابَ وَأَمَّنْ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ أَهْتَدَى فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَتَى لَهُ التَّوْبَةُ سَمِعْتُ نَبِيَّكُمْ ﷺ يَقُولُ يَجِيءُ مَتَعَلِّقًا بِالْقَاتِلِ تَشْخَبُ أَوْدَاجُهُ دَمًا يَقُولُ سَلْ هَذَا فِيمَ قَتَلْتَنِي ثُمَّ قَالَ وَاللَّهِ لَقَدْ أَنْزَلَهَا وَمَا نَسَخَهَا*

১. অর্থ : যারা আল্লাহর সাথে কোন ইলাহকে ডাকে না, আল্লাহ যার হত্যা নিষেধ করেছেন যথার্থ কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। যে এগুলি করে সে শাস্তি ভোগ করবে . . . তবে তারা নয়, যারা তওবা করে. . .” (২৫ : ৬৮-৭০)

৪৮৬৬. কুতায়বা (র) - - - - সালিম ইব্ন আবুল জা'দ (রা) বলেন, কেউ ইব্ন আব্বাস (রা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করলো : যদি কেউ কোন মুসলমানকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করে, পরে তাওবা করে, ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে, সোজা পথে আসে, তবে কি তার তাওবা কবুল হবে ? ইব্ন আব্বাস (রা) বললেন : তার তাওবা কীরূপে কবুল হবে ? আমি তোমাদের নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি : কিয়ামতের দিন নিহত ব্যক্তি হত্যাকারীকে ধরে আনবে, তখনও তার ধমনী হতে রক্তধারা প্রবাহিত হতে থাকবে। সে বলবে : হে আল্লাহ ! একে জিজ্ঞাসা করুন, সে আমাকে কেন হত্যা করেছিল ? ইব্ন আব্বাস বলেন : এই আদেশ আল্লাহ নাযিল করেছেন, তিনি তা রহিত করেন নি।

৪৮৬৭. أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا النُّضْرُ بْنُ شُعْمِيلٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ح وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْكِبَائِرُ الشُّرْكُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَقَوْلُ الزُّوْرِ *

৪৮৬৭. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র) - - - - আনাস (রা) বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : কবীরা গুনাহগুলো হলো আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা, মাতাপিতার অবাধ্য হওয়া, কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা এবং মিথ্যা বলা।

৪৮৬৮. أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ شُعْمِيلٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَنْبَأَنَا فِرَاسٌ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْكِبَائِرُ الْأَشْرَافُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ *

৪৮৬৮. আবদা ইব্ন আবদুর রহীম (র) - - - - আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : কবীরা গুনাহ হলো আল্লাহ তা'আলার সাথে কাউকে শরীক করা, মাতাপিতার অবাধ্য হওয়া, কাউকে হত্যা করা এবং মিথ্যা কসম খাওয়া।

৪৮৬৯. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ سَلَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ عَنِ الْفَضِيلِ بْنِ غَزْوَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَزْنِي الْعَبْدُ حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَقْتُلُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ *

৪৮৬৯. আবদুর রহমান ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন সাল্লাম (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোন বান্দা যখন ব্যভিচার করে, তখন সে ঈমানদার অবস্থায় ব্যভিচার করে না, আর যখন সে মদ্যপান করে, তখন ঈমানদার অবস্থায় মদ্যপান করে না, মু'মিন অবস্থায় চুরি করে না, আর মু'মিন অবস্থায় কাউকে হত্যা করে না।

كِتَابُ قَطْعِ السَّارِقِ

অধ্যায় : চোরের হাত কাটা

تَعْظِيمُ السَّرِقَةِ

চুরি কঠিন পাপ

৪৮৭. أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَنْتَهَبُ نَهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهَا أَبْصَارَهُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ *

৪৮৭০. রবী' ইব্ন সুলায়মান (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : যখন কোন ব্যাভিচারী ব্যাভিচার করে, তখন সে মুমিন অবস্থায় ব্যাভিচার করে না, যখন চোর চুরি করে, তখন সে মুমিন অবস্থায় চুরি করে না, যখন কোন মদ্যপায়ী মদ পান করে, তখন সে মুমিন অবস্থায় মদপান করে না, আর যখন কোন ডাকাত লোকচক্ষুর সামনে ডাকাতি করে, তখনও সে মুমিন অবস্থায় ডাকাতি করে না।

৪৮৭১. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ ح وَأَنْبَاءَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَيَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَالَ أَحْمَدُ فِي حَدِيثِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ثُمَّ التَّوْبَةُ مَعْرُوضَةٌ بَعْدُ *

৪৮৭১. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না ও আহমদ ইব্ন সায্যার (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : যখন ব্যাভিচারী ব্যাভিচার করে, তখন সে মুমিন অবস্থায় ব্যাভিচার করে না, আর যখন চোর চুরি করে, তখন সে মুমিন অবস্থায় চুরি করে না, আর যখন মদ পান করে, তখন সে মুমিন অবস্থায় মদপান করে না। এরপরও তওবার সুযোগ রাখা হয়েছে।

৪৮৭২. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْعَمْرَوِيُّ أَبُو عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ يَزِيدَ وَهُوَ ابْنُ أَبِي زِيَادٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَذَكَرَ رَابِعَةً فَتَنَسَّيْتُهَا فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ *

৪৮৭২. মুহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়া মারওয়াযী আবু আলী (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যখন কোন ব্যাভিচারী ব্যাভিচারে লিপ্ত হয় তখন সে মুমিন অবস্থায় ব্যাভিচার করে না; আর কেউ মুমিন অবস্থায় চুরি করে না এবং মুমিন অবস্থায় মদপান করে না। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি চতুর্থ একটি কথা বলেন, যা আমি ভুলে গিয়েছি। যখন সে এসব গুনাহে লিপ্ত হয়, তখন সে তার ঘাড় হতে ইসলামের বন্ধন খুলে ফেলে। যদি তওবা করে, তবে আল্লাহ তার তওবা কবুল করেন।

৪৮৭৩. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْمُخَرَّمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ح وَأَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتَقْطَعُ يَدُهُ وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتَقْطَعُ يَدُهُ *

৪৮৭৩. মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন মুবারক মুখাররামী (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সেই চোরের উপর আল্লাহর লানত, যে একটি ডিম চুরি করে, যার বিনিময়ে তার হাত কাটা যায় এবং একটি রশি^১ চুরি করে, আর তার হাত কাটা হয়।

بَابُ امْتِحَانِ السَّارِقِ بِالضَّرْبِ وَالْحَبْسِ

পরিচ্ছেদ : চুরি স্বীকার করানোর জন্য চোরকে মারা বা বন্দী করা

৪৮৭৪. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنِي صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنِي أَزْهَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحِرَازِيُّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّهُ رَفَعَ إِلَيْهِ نَفْرًا مِنَ الْكَلَاعِيِّينَ أَنْ حَاكَةً سَرَقُوا مَتَاعًا فَحَبَسَهُمْ أَيَّامًا ثُمَّ خَلَّى سَبِيلَهُمْ فَأَتَوْهُ فَقَالُوا خَلِّتْ سَبِيلَ هَؤُلَاءِ بَلَا امْتِحَانٍ وَلَا ضَرْبٍ فَقَالَ النُّعْمَانُ مَا شِئْتُمْ إِنْ شِئْتُمْ أَضْرِبَهُمْ فَإِنْ أَخْرَجَ اللَّهُ مَتَاعَكُمْ فَذَاكَ وَالْأَخَذْتُ مِنْ ظَهْرِكُمْ مِثْلَهُ قَالُوا هَذَا حُكْمُكَ قَالَ هَذَا حُكْمُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولُهُ ﷺ *

১. এক দীনারের এক-চতুর্থাংশের কম পরিমাণ মাল চুরি করলে হাত কাটা হয় না, ডিম রূপার হলে, রশি নৌকা বাঁধার মূল্যবান রশি হলে অনুরূপ পরিমাণ মালের চুরিতে হাত কাটার বিধান রয়েছে।

৪৮৭৪. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র) - - - - নু'মান ইবন বশীর (রা) থেকে বর্ণিত। কয়েকজন কালায়ী গোত্রের লোক তার নিকট এসে বললো : কতিপয় তাঁতী আমাদের মালপত্র চুরি করেছে। তিনি কয়েকদিন তাদেরকে বন্দি করে রেখে ছেড়ে দেন। কালায়ী লোকেরা তাঁর নিকট এসে বললো : আপনি ঐ সকল লোককে কোন প্রকার শাস্তি বা পরীক্ষা না করে ছেড়ে দিলেন ? নু'মান (রা) বললেন : তোমরা কী চাও ? তোমরা চাইলে আমি তাদের মারব। তারপর যদি তোমাদের মাল তাদের নিকট পাওয়া যায়, তবে তো ভাল, আর তা না হলে, আমি তোমাদের পিঠ থেকে তার প্রতিশোধ নেব ! তারা বললো : এটা কি আপনার আদেশ ? তিনি বললেন : এটা আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল ﷺ -এর হুকুম।

৪৮৭৫. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ سَلَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَبَسَ نَاسًا فِي تَهْمَةٍ *

৪৮৭৫. আবদুর রহমান ইবন মুহাম্মদ ইবন সাল্লাম (র) - - - - বাহয ইবন হাকীম (রা) তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অভিযোগের ভিত্তিতে কোন কোন লোককে বন্দি করেন।

৪৮৭৬. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ بْنُ مَسْرُوقٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَبَسَ رَجُلًا فِي تَهْمَةٍ ثُمَّ خَلَّى سَبِيلَهُ *

৪৮৭৬. আলী ইবন সাঈদ ইবন মাসরুক (র) - - - - বাহয ইবন হাকীম (রা) তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক ব্যক্তিকে অভিযোগের ভিত্তিতে বন্দি করে পরে তাকে ছেড়ে দেন।

تَلْقَيْنُ السَّارِقِ

চোরকে উপদেশ দান

৪৮৭৭. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ تَصْرِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَبِي الْمُثَنَّى مَوْلَى أَبِي ذَرٍّ عَنْ أَبِي أُمَيَّةَ الْمَخْزُومِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتَى بِلَصًا اعْتَرَفَ اعْتِرَافًا وَلَمْ يُوْجَدْ مَعَهُ مَتَاعٌ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا إِحَالُكَ سَرَقْتَ قَالَ بَلَى قَالَ أَذْهَبُوا بِهِ فَاقْطَعُوهُ ثُمَّ جِئُوا بِهِ فَقَطَعُوهُ ثُمَّ جَاءُوا بِهِ فَقَالَ لَهُ قُلْ اسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَآتُوبُ إِلَيْهِ فَقَالَ اسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَآتُوبُ إِلَيْهِ قَالَ اللَّهُمَّ تَبَّ عَلَيْهِ *

৪৮৭৭. সুওয়ায়দ ইবন নাসর (র) - - - - আবু উমায়রা মাখযুমী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর

নিকট এমন এক চোরকে উপস্থিত করা হয় যে তার অপরাধ স্বীকার করে, কিন্তু তার নিকট কোন মাল পাওয়া যায়নি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : আমি তো মনে করি না যে, তুমি চুরি করেছে। সে বললো : নিশ্চয়ই (করেছি)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : এই ব্যক্তিকে নিয়ে যাও এবং তার হাত কেটে দাও, পরে আমার নিকট নিয়ে এসো। লোকেরা তাকে নিয়ে গিয়ে হাত কেটে দিল এবং আবার নিয়ে আসলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তুমি বল, আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাচ্ছি এবং তওবা করছি। সে ব্যক্তি বললো : আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাচ্ছি এবং তওবা করছি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : হে আল্লাহ ! তাকে ক্ষমা করুন।

الرَّجُلُ يَتَجَاوَزُ لِلسَّارِقِ عَنْ سَرِقَتِهِ بَعْدَ أَنْ يَأْتِيَ بِهِ الْإِمَامَ وَذَكَرُ
الْإِخْتِلَافِ عَلَى عَطَاءٍ فِي حَدِيثِ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةٍ فِيهِ

চোরকে বিচারকের নিকট আনার পর ক্ষমা করলে

৪৮৭৮. أَخْبَرَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةٍ أَنَّ رَجُلًا سَرَقَ بُرْدَةً لَهُ فَرَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ تَجَاوَزْتُ عَنْهُ فَقَالَ أَبَا وَهْبٍ أَفَلَا كَانَ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنَا بِهِ فَقَطَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ *

৪৮৭৮. হিলাল ইবন 'আলা (র) - - - - সাফওয়ান ইবন উমাইয়া (রা) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি তাঁর চাদর চুরি করলে তিনি চোরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট নিয়ে আসলেন। তিনি তার হাত কাটার আদেশ দিলেন। তখন সাফওয়ান বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : হে আবু ওয়াহাব ! আমার নিকট আনার পূর্বে তুমি কেন তাকে ক্ষমা করলে না ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার হাত কেটে দিলেন।

৪৮৭৯. أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ مُرْقَعٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةٍ أَنَّ رَجُلًا سَرَقَ بُرْدَةً فَرَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ تَجَاوَزْتُ عَنْهُ قَالَ فَلَوْلَا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ يَا أَبَا وَهْبٍ فَقَطَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ *

৪৮৭৯. আবদুল্লাহ ইবন আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হাম্বল (র) - - - - সাফওয়ান ইবন উমাইয়া (রা) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি তাঁর চাদর চুরি করলে তিনি চোরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট নিয়ে আসেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার হাত কাটার আদেশ দিলেন। সাফওয়ান বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : হে আবু ওয়াহাব ! তুমি এখানে আনার পূর্বে কেন তাকে ক্ষমা করলে না ? তিনি তার হাত কেটে দিলেন।

৪৮৮০. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ بْنُ نَعِيمٍ قَالَ أَنْبَأَنَا حَبَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ رِبَاحٍ أَنَّ رَجُلًا سَرَقَ ثَوْبًا فَأَتَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هُوَ لَهُ قَالَ فَهَلَّا قَبْلَ الْآنَ *

৪৮৮০. মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম ইব্ন নু'আয়ম (র) - - - - আতা ইব্ন আবু রাবাহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : এক ব্যক্তি কাপড় চুরি করে। তাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আনা হলে তিনি তার হাত কাটার আদেশ দেন। তখন ঐ ব্যক্তি বললো : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি তাকে এটা দিয়ে দিলাম। তিনি বললেন : এর আগে কেন দিলে না ?

مَا يَكُونُ حِرْزًا وَمَالًا يَكُونُ

কোন মাল রক্ষিত এবং কোন মাল অরক্ষিত

৪৮৮১. أَخْبَرَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ هُوَ ابْنُ أَبِي بَشِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي عِكْرِمَةُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ أَنَّهُ طَافَ بِالْبَيْتِ وَصَلَّى ثُمَّ لَفَّ رِدَاءً لَهُ مِنْ بُرْدٍ فَوَضَعَهُ تَحْتَ رَأْسِهِ فَنَامَ فَأَتَاهُ لَيْسُ فَاَسْتَلَّهُ مِنْ تَحْتِ رَأْسِهِ فَأَخَذَهُ فَأَتَى بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ إِنَّ هَذَا سَرَقَ رِدَائِي فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَسَرَقْتَ رِدَاءَ هَذَا قَالَ نَعَمْ قَالَ اذْهَبَا بِهِ فاقطعما يده قَالَ صَفْوَانُ مَا كُنْتُ أُرِيدُ أَنْ تَقْطَعَ يَدَهُ فِي رِدَائِي فَقَالَ لَهُ فَلَوْ مَا قَبِلَ هَذَا خَالَفَهُ أَشْعَثُ بْنُ سَوَّارٍ *

৪৮৮১. হিলাল ইব্ন 'আলা (র) - - - - সাফওয়ান ইব্ন উমাইয়া (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি কা'বা শরীফ তওয়াফ করলেন ও সালাত আদায় করলেন। তারপর তিনি তাঁর চাদর ভাঁজ করে মাথার নিচে রেখে শুয়ে পড়লেন। চোর এসে চাদর টান দিলে তিনি চোরকে ধরে ফেললেন এবং তাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট নিয়ে আসলেন এবং বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! এই ব্যক্তি আমার চাদর চুরি করেছে। তিনি চোরকে জিজ্ঞাসা করলেন : তুমি কি চাদর চুরি করেছ ? সে বললো : হ্যাঁ। তিনি বললেন : একে নিয়ে যাও এবং তার হাত কেটে দাও। তখন সাফওয়ান বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার এই নিয়্যত ছিল না যে, মাত্র একটি চাদরের জন্য তার হাত কাটা যাবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আমার নিকট বিচার আনার পূর্বে যদি তুমি ক্ষমা করতে, তবে হতো, এখন আর হবে না।

৪৮৮২. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي خَيْرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ يَعْنِي ابْنَ الْعَلَاءِ الْكُوفِيَّ قَالَ حَدَّثَنَا أَشْعَثُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ صَفْوَانُ نَائِمًا فِي الْمَسْجِدِ وَرِدَاؤُهُ تَحْتَهُ فَسَرَقَ فَقَامَ وَقَدْ ذَهَبَ الرَّجُلُ فَأَذْرَكَهُ فَأَخَذَهُ فَجَاءَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَمَرَ

بِقَطْعِهِ قَالَ صَفْوَانُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا بَلَغَ رِدَائِي أَنْ يُقَطَعَ فِيهِ رَجُلٌ قَالَ هَلَا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنَا بِهِ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَشْعَثُ ضَعِيفٌ *

৪৮৮২. মুহাম্মদ ইবন হিশাম (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : সাফওয়ান তাঁর চাদর মাথার নিচে রেখে নিদ্রা গেলেন। এক ব্যক্তি তা চুরি করলো, সাফওয়ান, উঠে দেখেন চোর তা নিয়ে উধাও হচ্ছে। তিনি দৌড় দিয়ে চোরকে ধরে ফেললেন। তারপর তাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট নিয়ে আসলেন। তিনি তার হাত কাটার আদেশ দিলেন। সাফওয়ান বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! আমার চাদর এমন নয় যে, এর বিনিময়ে একজনের হাত কাটা যেতে পারে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : একথা আগে কেন মনে করনি ?

٤٨٨٣. أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو عَنْ أَسْبَاطٍ عَنْ سِمَاكِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ أُوَيْسٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ كُنْتُ نَائِمًا فِي الْمَسْجِدِ عَلَى خِمِيصَةٍ لِي ثَمَنُهَا ثَلَاثُونَ دِرْهَمًا فَجَاءَ رَجُلٌ فَاخْتَلَسَهَا مِنِّي فَاخَذَ الرَّجُلُ فَأَتَى بِهِ النَّبِيَّ ﷺ فَأَمَرَ بِهِ لِيُقَطَعَ فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ أَتَقَطَعُهُ مِنْ أَجْلِ ثَلَاثِينَ دِرْهَمًا أَنَا أَبِيعُهُ وَأَنْسِئُهُ ثَمَنُهَا قَالَ فَهَلَا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ *

৪৮৮৩. আহমদ ইবন উসমান ইবন হাকীম (র) - - - - সাফওয়ান ইবন উমাইয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি মসজিদে আমার একটি চাদরের উপর নিদ্রিত ছিলাম, যার মূল্য ত্রিশ দিরহাম হবে। এক ব্যক্তি এসে তা উঠিয়ে নিয়ে যায় এবং পরে সে ধরা পড়ে। তাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর নিকট উপস্থিত করা হলে তিনি তার হাত কাটার আদেশ করলেন। আমি বললাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! ত্রিশ দিরহামের পরিবর্তে আপনি তার হাত কাটার আদেশ দিলেন ? আমি চাদর তার নিকট বিক্রি করছি আর এর মূল্য তার নিকট বাকি রাখছি। তিনি বললেন : আমার নিকট আনার পূর্বে তুমি কেন এরূপ করলে না ?

٤٨٨٤. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا وَذَكَرَ حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَمْرُو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ أَنَّهُ سُرِقَتْ خِمِيصَتُهُ مِنْ تَحْتِ رَأْسِهِ وَهُوَ نَائِمٌ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ ﷺ فَاخَذَ اللَّصُّ فَجَاءَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ فَقَالَ صَفْوَانُ أَتَقَطَعُهُ قَالَ فَهَلَا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ تَرَكْتَهُ *

৪৮৮৪. মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ্ ইবন আবদুর রহীম (র) - - - - সাফওয়ান ইবন উমাইয়া (রা) থেকে বর্ণিত, তাঁর একখানা চাদর মাথার নিচে হতে চুরি হয়ে গেল। তিনি মসজিদে নববীতে নিদ্রিত ছিলেন। তিনি চোরকে ধরে ফেললেন। তারপর তাকে নিয়ে নবী ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হলেন। তিনি তার হাত কাটার আদেশ করলেন। তখন সাফওয়ান বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! আপনি তার হাত কাটবেন ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তবে তুমি আমার কাছে আনার আগে তাকে ছেড়ে দিলে না কেন ?

৪৮৮৫. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَاشِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ تَعَاَفُوا الْحُدُودَ قَبْلَ أَنْ تَأْتُونِي بِهِ فَمَا أَتَانِي مِنْ حَدٍّ فَقَدْ وَجِبَ *

৪৮৮৫. মুহাম্মদ ইবন হাশিম (র) - - - - আমর ইবন শু'আয়ব (র) তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোন অপরাধীকে আমার নিকট আনার পূর্বে ক্ষমা করে দেবে। যখন আমার নিকট কোন মোকদ্দমা উপস্থিত হয়, তখন শাস্তি অবধারিত হয়ে যায়।

৪৮৮৬. قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ جُرَيْجٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ تَعَاَفُوا الْحُدُودَ فِيمَا بَيْنَكُمْ فَمَا بَلَغَنِي مِنْ حَدٍّ فَقَدْ وَجِبَ *

৪৮৮৬. হারিস ইবন মিসকীন (র) - - - - আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : দণ্ডনীয় অপরাধসমূহ (বিচারকের নিকট আসার পূর্বে) নিজেদের মধ্যে ক্ষমা করে দেবে। কেননা কোন বিচার আমার নিকট এলে শাস্তি অবধারিত হয়।

৪৮৮৭. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ امْرَأَةً مَخْزُومِيَّةً كَانَتْ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ فَتَجْحَدُهُ فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِقَطْعِ يَدِهَا *

৪৮৮৭. মাহমুদ ইবন গায়লান (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, মাখযুম গোত্রের এক নারী লোকদের থেকে ধারে মালপত্র নিত, পরে সে অস্বীকার করতো। রাসূলুল্লাহ ﷺ তার হাত কাটার আদেশ দেন।

৪৮৮৮. أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَتْ امْرَأَةً مَخْزُومِيَّةً تَسْتَعِيرُ مَتَاعًا عَلَى السِّنَةِ جَارَاتِهَا وَتَجْحَدُهُ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِقَطْعِ يَدِهَا *

৪৮৮৮. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : মাখযুম গোত্রের এক মহিলা তার পড়শী মহিলাদের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে জিনিসপত্র ধার নিত। পরে সে তা অস্বীকার করতো। রাসূলুল্লাহ ﷺ এ কারণে তার হাত কাটার আদেশ দেন।

৪৮৮৯. أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ هَاشِمٍ الْجَنْبِيُّ أَبُو مَالِكٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ امْرَأَةً

كَانَتْ تَسْتَعِيرُ الْحُلِيَّ لِلنَّاسِ ثُمَّ تُفْسِكُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِيَتَّيْبُ هَذِهِ الْمَرْأَةُ إِلَى اللَّهِ
وَرَسُولِهِ وَتَرُدَّ مَا تَأْخُذُ عَلَى الْقَوْمِ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قُمْ يَا بِلَالُ فَخُذْ بِيَدِهَا فَاقْطَعْهَا *

৪৮৮৯. উসমান ইবন আবদুল্লাহ (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। এক নারী লোকদের থেকে
অলঙ্কার ধার করতো এবং নিজের কাছে রেখে দিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : এই নারীর উচিত আল্লাহ এবং
তঁার রাসূল সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট তওবা করা। এরপর তিনি বললেন : হে বিলাল ! ওঠো এবং এই মহিলার হাত ধরে
কেটে ফেল।

৪৮৯০. أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْخَلِيلِ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ امْرَأَةً
كَانَتْ تَسْتَعِيرُ الْحُلِيَّ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَاسْتَعَارَتْ مِنْ ذَلِكَ حُلِيًّا فَجَمَعَتْهُ ثُمَّ
أَمْسَكَتْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِيَتَّيْبُ هَذِهِ الْمَرْأَةُ وَتَوَدِّي مَا عِنْدَهَا مِرَارًا فَلَمْ تَفْعَلْ فَأَمَرَ بِهَا
فَقُطِعَتْ *

৪৮৯০. মুহাম্মদ ইবন খলীল (র) - - - - নাফি' (র) থেকে বর্ণিত : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর সময় এক নারী
অলঙ্কার ধার করত। একবার সে একটি অলংকার ধার করল। তারপর সেটি রেখে দিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : এই মহিলা তওবা করুক এবং তার নিকট যা আছে তা তাকে ফেরৎ দিক। তিনি কয়েকবার এরূপ
বললেন কিন্তু সেই মহিলা তা মান্য না করায় তিনি তার হাত কাটার আদেশ দেন।

৪৮৯১. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْدَانَ بْنِ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعِينٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ
عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ سَرَقَتْ فَأَتَى بِهَا النَّبِيُّ ﷺ فَعَاذَتْ بِأَمِّ
سَلَمَةَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ لَقُطِعَتْ يَدَاهَا فَقُطِعَتْ يَدَاهَا *

৪৮৯১. মুহাম্মদ ইবন মা'দান ইবন ঈসা (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, মাখযুম গোত্রের এক নারী চুরি
করলে তাকে নবী সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর কাছে উপস্থিত করা হল। সে উম্মুল মু'মিনীন উম্মে সালামা (রা)-এর নিকট আশ্রয়
নিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : এ যদি মুহাম্মদের মেয়ে ফাতিমা হত, তবুও তার হাত কাটার আদেশ দিতাম।
সুতরাং তার হাত কাটা হল।

৪৮৯২. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ
سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ اسْتَعَارَتْ حُلِيًّا عَلَى
لِسَانِ أَنَسٍ فَجَحَدَتْهَا فَأَمَرَ بِهَا النَّبِيُّ ﷺ فَقُطِعَتْ *

৪৮৯২. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র) - - - - সাঈদ ইবন মুসাইয়াব (র) থেকে বর্ণিত, মাখযুম গোত্রের এক নারী
লোকের মারফত ধারে অলঙ্কার এনে নিজের কাছে রেখে দিল এবং অস্বীকার করলো। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার হাত কাটার আদেশ দেন।

৪৮৯৩. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي عَاصِمٍ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ حَدَّثَهُ نَحْوَهُ *

৪৮৯৩. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র) - - - - সাঈদ ইবন মুসাইয়্যাব (র) হতে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত রয়েছে।

ذِكْرُ اخْتِلَافِ الْفَاطِمِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ الزُّهْرِيِّ فِي الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ

মাখযুমী নারীর হাদীসে যুহরী (র) হতে বর্ণনাকারীদের মধ্যে বর্ণনাগত পার্থক্য

৪৮৯৪. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ قَالَ كَانَتْ مَخْزُومِيَّةٌ تَسْتَعِيرُ مَتَاعًا وَتَجَحُّدُهُ فَرَفِعَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَكَلَّمُ فِيهَا فَقَالَ لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةُ لَقَطَعْتُ يَدَهَا قِيلَ لِسُفْيَانَ مَنْ ذَكَرَهُ قَالَ أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى *

৪৮৯৪. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র) - - - - সুফয়ান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : মাখযুম গোত্রের এক নারী লোকদের নিকট হতে জিনিসপত্র ধার করত এবং পরে তা অস্বীকার করতো। তাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট পেশ করা হল এবং তার বিষয়ে কথা বলা হল। তিনি বললেন : যদি ফাতিমা (রা)-ও হতো, তা হলে তার হাত কেটে দিতাম। সুফয়ানকে জিজ্ঞেস করা হল, এটা কে বর্ণনা করেছেন ? তিনি বললেন, আইয়্যুব ইবন মুসা (র) যুহরী (র) হতে, তিনি উরওয়া হতে এবং তিনি হযরত আয়েশা (রা) হতে।

৪৮৯৫. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ امْرَأَةً سَرَقَتْ فَأَتَتْ بِهَا النَّبِيُّ ﷺ فَقَالُوا مَنْ يَجْتَرِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أُسَامَةُ فَكَلَّمُوا أُسَامَةَ فَكَلَّمَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَا أُسَامَةُ إِنَّمَا هَلَكْتَ بِنَوْ إِسْرَائِيلَ حِينَ كَانُوا إِذَا أَصَابَ الشَّرِيفُ فِيهِمْ الْحَدَّ تَرَكَوهُ وَلَمْ يُقِيمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا أَصَابَ الْوَضِيعُ أَقَامُوا عَلَيْهِ لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ فَقَطَعْتُهَا *

৪৮৯৫. মুহাম্মদ ইবন মানসুর (র) - - - - আইয়্যুব ইবন মুসা যুহরী হতে, তিনি উরওয়া হতে এবং তিনি আয়েশা (রা) থেকে। এক নারী চুরি করলে তাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট নিয়ে আসা হল। লোকেরা বললো : এরজন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উসামা ইবন যায়দ ব্যতীত কে সুপারিশ করতে পারবে ? তারা এই ব্যাপারে উসামা (রা)-কে বললো। উসামা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আরণ্য করলে তিনি বললেন : হে উসামা! বনী ইসরাঈল এ জনাই ধ্বংস হয়েছে যে, তাদের মধ্যে যদি কোন আমীর লোক কোন অপরাধ করতো, তারা তাকে ছেড়ে দিত, শাস্তি দিত না। আর যখন কোন গরীব লোক কোন অপরাধ করতো, তখন তারা তাকে শাস্তি দিত। যদি ফাতিমা বিনতে মুহাম্মদও এই অপরাধ করতো, তবুও আমি তার হাত কাটার আদেশ দিতাম।

৪৮৯৬. أَخْبَرَنَا رِزْقُ اللَّهِ بْنِ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ بِسَارِقٍ فَقَطَعَهُ قَالُوا مَا كُنَّا نَرِيدُ أَنْ يَبْلُغَ مِنْهُ هَذَا قَالَ لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةُ لَقَطَعْتَهَا *

৪৮৯৬. রিযকুল্লাহ ইবন মুসা (র) - - - - আইয়ুব ইবন মুসা যুহরী হতে, তিনি উরওয়া হতে এবং তিনি আয়েশা (রা) থেকে, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট এক চোরকে আনা হলে তিনি তার হাত কাটেন। তারা বলল, আমরা চাইনি তার এতটা হোক। তিনি বললেন : যদি ফাতিমাও হতো, আমি তারও হাত কাটতাম।

৪৮৯৭. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ بْنُ مَسْرُوقٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ امْرَأَةً سَرَقَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا مَا نَكْلُمُهُ فِيهَا مِمَّنْ أَحَدٍ يَكْلُمُهُ إِلَّا حِبُّهُ أُسَامَةُ فَكَلَّمَهُ فَقَالَ يَا أُسَامَةُ إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ هَلَكُوا بِمِثْلِ هَذَا كَانَ إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكَوهُ وَإِنْ سَرَقَ فِيهِمُ الدُّونُ قَطَعُوهُ وَإِنَّمَا لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ لَقَطَعْتَهَا *

৪৮৯৭. আলী ইবন সাঈদ ইবন মাসরুক (র) - - - - সুফয়ান যুহরী হতে, তিনি উরওয়া হতে এবং তিনি আয়েশা (রা) হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সময়ে এক নারী চুরি করলো। লোক বললো : আমরা এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে কথা বলতে পারবো না। তাঁর প্রিয়পাত্র উসামা ব্যতীত আর কেউ-ই এ ব্যাপারে তাঁর সাথে কথা বলতে পারবে না। উসামা (রা) তাঁর সাথে কথা বললে তিনি বললেন : হে উসামা ! বনী ইসরাঈল এজন্যই ধ্বংস হয়েছে যে, তাদের কোন সম্মানী ব্যক্তি অপরাধ করলে তারা তাকে ছেড়ে দিত। আর কোন গরীব লোক অপরাধ করলে তারা তাকে হত্যা করতো। যদি ফাতিমা বিনতে মুহাম্মদও হতো, আমি তার হাত কাটতাম।

৪৮৯৮. أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اسْتَعَارَتْ امْرَأَةٌ عَلَى السِّنَةِ أَنْاسَ يُعْرِفُونَ وَهِيَ لَا تُعْرِفُ حُلِيًّا فَبَاعَتْهُ وَأَخَذَتْ ثَمَنَهُ فَأَتَى بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَسَعَى أَهْلُهَا إِلَى أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ فَكَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِيهَا فَتَلَّوْنَ وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يَكْلُمُهُ ثُمَّ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اتَّشَفَعُ إِلَيَّ فِي حَدٍّ مِنْ حَدُودِ اللَّهِ فَقَالَ أُسَامَةُ اسْتَغْفِرْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَشِيَّتَهُ فَأَتَنِي عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ أَمَا بَعْدُ فَأَتَمَّا هَلَكَ النَّاسُ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ الشَّرِيفُ فِيهِمْ تَرَكَوهُ وَإِذَا سَرَقَ الضَّعِيفُ فِيهِمْ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا ثُمَّ قَطَعَ تِلْكَ الْمَرْأَةُ *

৪৮৯৮. ইমরান ইব্ন বাক্বার (র) - - - - শু'আয়ব যুহরী হতে, তিনি উরওয়া হতে এবং তিনি আয়েশা (রা) থেকে। তিনি বলেন : এক নারী এমন লোকের মারফত অলংকার ধার করতো, যাদেরকে তারা চিনতো, কিন্তু ঐ নারীকে তারা চিনতো না। এরপর সে তা বিক্রি করে মূল্য রেখে দিত। পরে ঐ নারীকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট আনা হলো। তার আত্মীয়গণ উসামা ইব্ন যায়দকে সুপারিশ করতে বললেন। উসামা (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট আরয় করলে তাঁর চেহারার রং পরিবর্তিত হয়ে গেল, অথচ উসামা (রা) আরয় করতেই থাকলেন। এরপর তিনি বললেন : তুমি কি আল্লাহ তা'আলার নিধারিত শাস্তির বিরুদ্ধে সুপারিশ করছো ? উসামা বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। সেই সন্ধ্যায়ই রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহর হামদ আদায় করলেন, যেরূপ তাঁর হক আছে। এরপর তিনি বললেন : তোমাদের পূর্বকার লোক এজন্যই ধ্বংস হয়েছে যে, যখন তাদের মধ্যে কোন ধনী লোক চুরি করতো, তখন তারা তাকে ছেড়ে দিত; আর যখন গরীব লোক চুরি করতো, তখন তারা তাকে শাস্তি দিত। ঐ সত্তার কসম! যাঁর হাতে আমার জীবন। যদি ফাতিমা বিনতে মুহাম্মদও চুরি করতো, তবে আমি তার হাত কাটার আদেশ দিতাম। পরে ঐ মহিলার হাত কাটা হয়।

৪৮৯৯. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ قُرَيْشًا أَهْمُهُمْ شَأْنُ الْمَخْزُومَةِ الَّتِي سَرَقَتْ فَقَالُوا مَنْ يَكْلَمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالُوا وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَتَكَلَّمَهُ أَسَامَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اتَّشَفَعْ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ فَقَالَ إِنَّمَا هَٰكَ الَّذِيْنَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكَوْهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَآيَمَ اللَّهُ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا *

৪৮৯৯. কুতায়বা (র) - - - - লায়স (র) ইব্ন শিহাব যুহরী থেকে, তিনি উরওয়া থেকে এবং তিনি আয়েশা (রা) থেকে। কুরায়শরা জনৈক মাখযুমী নারীর ব্যাপারে চিন্তিত হয়ে পড়ে, যে চুরি করেছিল। তারা বললো : এর ব্যাপারে কে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে কথা বলবে ? তারা আরো বললো : রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রিয়পাত্র উসামা ইব্ন যায়দ ব্যতীত আর কে এ ব্যাপারে সাহস করবে ? সুতরাং উসামা (রা) তাঁর সঙ্গে কথা বললেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তুমি কি আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক নিধারিত হৃদয়ের ব্যাপারে সুপারিশ করছো ? এরপর তিনি দাঁড়িয়ে খুতবা দিলেন। তাতে বললেন : তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা এ কারণেই ধ্বংস হয়েছে যে, তাদের মধ্যে যখন কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি চুরি করতো, তখন তারা তাকে ছেড়ে দিত। পক্ষান্তরে যদি তাদের কোন দুর্বল লোক যখন চুরি করতো, তারা তার উপর হদ কার্যকর করত। আল্লাহর শপথ ! যদি ফাতিমা বিনতে মুহাম্মদও চুরি করতো, তবে আমি তার হাত কেটে দিতাম।

৪৯০০. أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَقَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْجَوَابِ قَالَ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ زُرَيْقٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَرَقَتْ امْرَأَةً مِنْ قُرَيْشٍ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ فَأَتَى بِهَا النَّبِيُّ ﷺ فَقَالُوا مَنْ

يُكَلِّمُهُ فِيهَا قَالُوا أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَأَتَاهُ فَكَلَّمَهُ فَرَبَّرَهُ وَقَالَ إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكَوْهُ وَإِذَا سَرَقَ الْوَضِيعُ قَطَعُوهُ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُهَا *

৪৯০০. আবু বকর ইবন ইসহাক (র) - - - - ইসমাঈল ইবন উমায়্যা মুহাম্মাদ ইবন মুসলিম (যুহরী) থেকে, তিনি উরওয়া থেকে এবং তিনি আয়েশা (রা) থেকে। কুরায়শদের মাখযুম গোত্রের এক নারী চুরি করলে তাকে নবী ﷺ -এর নিকট উপস্থিত করা হলো। তারা বলল, এ ব্যাপারে তাঁর নিকট কে কথা বলবে? তারা বললো : উসামা (রা)। উসামা তাঁর নিকট এসে কথা বললে, তিনি তাকে ধমক দিলেন এবং বললেন : বনী ইসরাঈল যখন তাদের মধ্যে কোন ভদ্রলোক চুরি করতো, তখন তারা তাকে ছেড়ে দিত; আর যখন কোন গরীব লোক চুরি করতো, তখন তারা তার হাত কেটে দিত। মুহাম্মদ-এর প্রাণ যার হাতে, তাঁর শপথ! যদি ফাতিমা বিনতে মুহাম্মদও চুরি করতো, আমি তার হাতও কাটার নির্দেশ দিতাম।

٤٩٠١. أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَبَلَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ أَعِينٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ قُرَيْشًا أَهْمُهُمْ شَأْنُ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ فَقَالُوا مَنْ يَكَلِّمُ فِيهَا قَالُوا مَنْ يَجْتَرِي عَلَيْهِ إِلَّا أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حَبُّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَكَلَّمَهُ أَسَامَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا هَٰلِكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكَوْهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَأَيُّمُ اللَّهِ لَوْ سَرَقَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ لَقَطَعْتُ يَدَهَا *

৪৯০১. মুহাম্মদ ইবন জাবালা (র) - - - - ইসহাক ইবন রাশিদ যুহরী থেকে, তিনি উরওয়া থেকে এবং তিনি আয়েশা (রা) থেকে। মাখযুম গোত্রীয়া যে নারী চুরি করেছিল, তার ব্যাপারটা কুরায়শকে চিন্তিত করে তুলল (কেননা সে তাদের বংশের ছিল)। তারা বললো : এই মামলায় নবী ﷺ -এর নিকট কে কথা বলবে? লোক বললো : এই দুঃসাহস কে করতে পারে, উসামা ব্যতীত, যিনি তাঁর প্রিয় পাত্র। উসামা তাঁর নিকট কথা বললে তিনি বললেন : তোমাদের পূর্বের লোকেরা এজন্যই ধ্বংস হয়েছে যে, যখন তাদের কোন মর্যাদাবান লোক চুরি করতো, তারা তাকে ছেড়ে দিত। আর যখন কোন দুর্বল লোক চুরি করতো, তখন তারা তার উপর হদ জারী করতো। আল্লাহর কসম! ফাতিমা বিনতে মুহাম্মদও যদি চুরি করতো, তা হলে আমি তার হাতও কাটার নির্দেশ দিতাম।

٤٩٠٢. قَالَ الْحَارِثُ ابْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ امْرَأَةً سَرَقَتْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ الْفَتْحِ فَأَتَى بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَكَلَّمَهُ فِيهَا أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَلَمَّا كَلَّمَهُ تَلَوْنَ

وَجَهُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ فَقَالَ لَهُ أُسَامَةُ
اسْتَغْفِرْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَلَمَّا كَانَ الْعَشِيُّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَتَنِي عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِمَا
هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ أَمَا بَعْدُ إِنَّمَا هَٰلِكَ النَّاسُ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكَوهُ
وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ ثُمَّ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ
مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ قَطَعْتُ يَدَهَا *

৪৯০২. হারিস ইবন মিসকীন (র) - - - ইউনুস (র) ইবন শিহাব (যুহরী) থেকে, তিনি উরওয়া থেকে এবং
তিনি আয়েশা (রা) থেকে। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগে মক্কা বিজয়ের সময় এক নারী চুরি করলো। লোক তাকে
রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট নিয়ে আসলো। উসামা (রা) তার ব্যাপারে নবী ﷺ -এর সাথে কথা বললেন।
তিনি যখন কথা বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর চেহারা বিবর্ণ হলো। তিনি বললেন : হে উসামা! তুমি আল্লাহ
তা'আলার নির্ধারিত শাস্তির ব্যাপারে সুপারিশ করছো? উসামা (রা) বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার জন্য ক্ষমা
প্রার্থনা করুন। সন্ধ্যা হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়িয়ে আল্লাহর হামদ বর্ণনার পর বললেন : তোমাদের পূর্ববর্তী
লোক এজন্য ধ্বংস হয়েছে যে, যখন তাদের মধ্যে কোন অভিজাত লোক চুরি করতো, তখন তারা তাকে ছেড়ে
দিত। আর কোন গরীব লোক চুরি করলে তারা তাকে শাস্তি দিত। তিনি বললেন : ঐ সত্তার কসম, যার হাতে
আমার প্রাণ! যদি ফাতিমা বিনতে মুহাম্মদ চুরি করতো, তবে আমি তারও হাত কাটার নির্দেশ দিতাম।

৪৯.৩. أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ
الزُّبَيْرِ أَنَّ امْرَأَةً سَرَقَتْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ الْفَتْحِ مُرْسَلٌ فَقَزَعَ قَوْمُهَا إِلَى
أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ يَسْتَشْفِعُونَهُ قَالَ عُرْوَةُ فَلَمَّا كَلَّمَهُ أُسَامَةُ فِيهَا تَلَوْنَ وَجَهُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
فَقَالَ أَتَكْلُمُنِي فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ قَالَ أُسَامَةُ اسْتَغْفِرْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَلَمَّا كَانَ الْعَشِيُّ
قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَطِيبًا فَأَتَنِي عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ أَمَا بَعْدُ إِنَّمَا هَٰلِكَ النَّاسُ
قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكَوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ
الْحَدَّ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ بِإِدِّ تِلْكَ الْمَرْأَةِ فَقُطِعَتْ فَحَسَنَتْ تَوْبَتَهَا بَعْدَ ذَلِكَ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
وَكَأَنْتِ تَأْتِينِي بَعْدَ ذَلِكَ فَأَرْفَعُ حَاجَتَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ *

৪৯০৩. সুওয়ায়দ (র) - - - ইউনুস (র) যুহরী থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন উরওয়া ইবন যুযায়র (রা)
আমাকে জানিয়েছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগে মক্কা বিজয়ের সময় এক নারী চুরি করলো। তার গোত্রের
লোকেরা ভীত হয়ে উসামা ইবন যায়দ -এর নিকট সুপারিশার্থী হলো। উরওয়া (রা) বলেন : উসামা (রা) এ
ব্যাপারে নবী ﷺ সঙ্গে কথা বললে, তাঁর চেহারা বিবর্ণ হলো। তিনি বললেন : তুমি কি আল্লাহর বিধানের

ব্যাপারে আমার নিকট সুপারিশ করতে চাও? উসামা বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। সন্ধ্যা হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ ভাষণ দিতে দাঁড়ালেন। তিনি আল্লাহর যথাযথ প্রশংসা জ্ঞাপনের পর বললেন : তোমাদের পূর্ববর্তী লোক এজন্যই ধ্বংস হয়েছে যে, যখন তাদের কোন অভিজাত লোক চুরি করতো তখন তারা তাকে ছেড়ে দিত। আর যখন কোন দুর্বল লোক চুরি করতো, তখন তারা তাকে শাস্তি দিত। আল্লাহর কসম! যদি ফাতিমা বিনতে মুহাম্মদও চুরি করতো, আমি তার হাত কেটে দিতাম। এরপর তাঁর আদেশে ঐ নারীর হাত কাটা হলো। পরে ঐ নারী উত্তমরূপে তাওবা করলো। আয়েশা (রা) বলেন : ঐ নারী পরে আমার নিকট আসতো এবং আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট তার প্রয়োজন তুলে ধরতাম।

الْتَرُغِيبُ فِي إِقَامَةِ الْحَدِّ

হদ বা শাস্তি বিধানের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা

৪৯.৪. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ عَيْسَى بْنِ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنِي جَرِيرُ بْنُ يَزِيدَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا زُرْعَةَ بْنَ عَمْرٍو بْنَ جَرِيرٍ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَدِّ يَفْعَلُ فِي الْأَرْضِ خَيْرٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ مِنْ أَنْ يُعْطَرُوا ثَلَاثِينَ صَبَاحًا *

৪৯০৪. সুওয়ায়দ ইবন নাসর (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : পৃথিবীতে একটি হদ প্রতিষ্ঠিত হওয়া পৃথিবীবাসীদের জন্য ত্রিশ দিন বৃষ্টি বর্ষিত হওয়া অপেক্ষা উত্তম।

৪৯.৫. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَّارَةَ قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ إِقَامَةُ حَدِّ بَارِضٍ خَيْرٌ لِأَهْلِهَا مِنْ مَطَرٍ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً *

৪৯০৫. আমর ইবন যুরারা (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : কোন স্থানে হদ প্রতিষ্ঠিত হওয়া ঐ এলাকাবাসীর উপর চল্লিশ দিন বৃষ্টি হওয়া অপেক্ষা উত্তম।

الْقَدَرُ الَّذِي إِذَا سَرَقَهُ السَّارِقُ قُطِعَتْ يَدُهُ

কত মূল্যের মাল চুরিতে হাত কাটা যাবে

৪৯.৬. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَطَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ خَمْسَةٌ دَرَاهِمَ كَذَا قَالَ *

৪৯০৬. আবদুল হামীদ ইবন মুহাম্মদ (র) - - - - আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি ঢাল— যার মূল্য ছিল পাঁচ দিরহাম, চুরি করায় চোরের হাত কাটার নির্দেশ দেন।

৪৭.৭. أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُمْ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ قَطَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمٍ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا الصَّوَابُ *

৪৯০৭. ইউনুস ইবন আবদুল আ'লা (র) - - - - আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ তিন দিরহাম মূল্যের ঢাল চুরি করায় চোরের হাত কেটে দেন।

৪৭.৮. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَطَعَ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمٍ *

৪৯০৮. কুতায়বা (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ ঢাল চুরির জন্য হাত কেটে দেন, যার মূল্য ছিল তিন দিরহাম।

৪৭.৯. أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَطَعَ يَدَ سَارِقٍ سَرَقَ تَرَسًا مِنْ صُفَّةِ النِّسَاءِ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمٍ *

৪৯০৯. ইউসুফ ইবন সাঈদ (র) - - - - আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক চোরের হাত কেটে দেন যে, মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট স্থান থেকে একটি ঢাল চুরি করেছিল, যার মূল্য ছিল তিন দিরহাম।

৪৭.১০. أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَيُّوبَ وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ وَعَبْدَ اللَّهِ وَمُوسَى بْنُ عَقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَطَعَ فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمٍ *

৪৯১০. মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল ইবন ইব্রাহীম (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি ঢাল চুরিতে হাত কেটে দেন, যার মূল্য ছিল তিন দিরহাম।

৪৭.১১. أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَنْفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَطَعَ فِي مِجَنٍّ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا خَطَأٌ *

৪৯১১. উবায়দুল্লাহ ইবন সাব্বাহ (র) - - - - আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত : রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি ঢাল চুরির জন্য হাত কাটেন।

৪৭.১২. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَصْرِ بْنِ نَصْرِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ شُعْبَةَ

عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَطَعَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ خَمْسَةٌ دَرَاهِمٍ هَذَا
الصَّوَابُ *

৪৯১২. আহমদ ইবন নাসর (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, আবু বকর (রা) একটি ঢাল চুরি করার জন্য হাত কেটে দেন, যার মূল্য ছিল পাঁচ দিরহাম।

৪৯১৩. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ الْمُثَنَّى عَنْ أَبِي دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ
أَنَسًا يَقُولُ سَرَقَ رَجُلٌ مِجَنًّا عَلَى عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ فَقَوْمَ خَمْسَةَ دَرَاهِمٍ فَقَطَعَ *

৪৯১৩. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র) - - - - কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাসকে বলতে শুনেছি : আবু বকর (রা)-এর সময় এক লোক একটি ঢাল চুরি করে, যার মূল্য সাব্যস্ত হয় পাঁচ দিরহাম। এ কারণে তার হাত কাটা হত।

ذِكْرُ الْاِخْتِلَافِ عَلَى الزُّهْرِيِّ

যুহরী হতে বর্ণনাকারীদের মতপার্থক্য

৪৯১৪. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ حَفْصِ بْنِ حَسَّانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ
عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَطَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي رُبْعِ دِينَارٍ *

৪৯১৪. কুতায়বা (র) - - - - হাফস ইবন হাস্‌সান (র) যুহরী থেকে, তিনি উরওয়া থেকে এবং তিনি আয়েশা (রা) থেকে। রাসূলুল্লাহ ﷺ এক দীনারের এক-চতুর্থাংশের (চার ভাগের এক ভাগ) জন্য চোরের হাত কাটার নির্দেশ দেন।

৪৯১৫. أَنْبَانَا هُرُونُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ بَزَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَبْرُورٍ عَنْ
يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تُقَطَّعُ الْيَدُ إِلَّا فِي
ثَمَنِ الْمِجَنِّ ثَلَاثِ دِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا *

৪৯১৫. হারুন ইবন সাঈদ (র) - - - - ইউনুস (র) ইবন শিহাব (যুহরী) থেকে, তিনি উরওয়া থেকে এবং তিনি আয়েশা (রা) থেকে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : একটি ঢালের মূল্য অর্থাৎ এক দীনারের তিনভাগের একভাগ বা অর্ধ দীনার কিংবা এর অধিক না হলে চোরের হাত কাটা যাবে না।

৪৯১৬. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ أَنْبَانَا حَبَّانُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ يُونُسَ
عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ قَالَتْ عَمْرَةُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَقَطَّعَ يَدُ السَّارِقِ
فِي رُبْعِ دِينَارٍ *

৪৯১৬. মুহাম্মদ ইবন হাতিম (র) - - - - ইউনুস (র) যুহরী হতে, তিনি আমর (র) হতে এবং তিনি আয়েশা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, দীনারের চার ভাগের এক ভাগের জন্য চোরের হাত কাটা যাবে।

৪৯১৭. قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ تَقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا *

৪৯১৭. হারিস ইবন মিসকীন (র) - - - - ইউনুস (র) ইবন শিহাব যুহরী হতে, তিনি আমরা (র) হতে এবং তিনি আয়েশা (রা) থেকে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : দীনারের এক-চতুর্থাংশ বা ততোধিকের জন্য চোরের হাত কাটা যাবে।

৪৯১৮. أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ تَقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا *

৪৯১৮. হাসান ইবন মুহাম্মদ (র) - - - - মা'মার (র) যুহরী হতে, তিনি আমরা (র) হতে এবং তিনি আয়েশা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : দীনারের চতুর্থাংশ বা ততোধিকের জন্য চোরের হাত কাটা যাবে।

৪৯১৯. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ تَقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا *

৪৯১৯. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র) - - - - মা'মার (র) যুহরী হতে, তিনি আমরা (র) হতে এবং তিনি আয়েশা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন : দীনারের চতুর্থাংশ বা তদুর্ধ্বের জন্য চোরের হাত কাটা যাবে।

৪৯২০. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا *

৪৯২০. সুওয়ায়দ ইবন নাসর (র) - - - - মা'মার (র) থেকে, তিনি ইবন শিহাব যুহরী থেকে, তিনি আমর (র) থেকে এবং তিনি আয়েশা (রা) থেকে। তিনি বলেন : দীনারের এক-চতুর্থাংশ বা তদুর্ধ্বের জন্য চোরের হাত কাটা যাবে।

৪৯২১. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ قُتَيْبَةُ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْطَعُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا *

৪৯২১. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম ও কুতায়বা (র) - - - - সুফয়ান (র) যুহরী হতে, তিনি আমরা হতে এবং তিনি আয়েশা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, দীনারের চতুর্থাংশ বা তদুর্ধ্বের জন্য চোরের হাত কাটা যাবে।

৪৯২২. أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُمَرَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ يَقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا *

৪৯২২. হাসান ইবন মুহাম্মদ (র) - - - - হযরত আয়েশা (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, দীনারের এক-চতুর্থাংশ বা তদুর্ধের জন্য চোরের হাত কাটা হবে।

৪৯২৩. أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ فَضِيلٍ قَالَ أَنْبَأَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبَانُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُمَرَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ تَقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا *

৪৯২৩. ইয়াযীদ ইবন মুহাম্মদ ইবন ফুযায়ল (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : দীনারের চতুর্থাংশ বা তদুর্ধের জন্য চোরের হাত কাটা যাবে।

৪৯২৪. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُمَرَ أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ تَقُولُ يَقْطَعُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا الصَّوَابُ مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى *

৪৯২৪. সুওয়ায়দ ইবন নাসর (র) - - - - আমরা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি আয়েশা (রা)-কে বলতে শুনেছেন : দীনারের চতুর্থাংশ বা তদুর্ধের জন্য চোরের হাত কাটা যাবে।

৪৯২৫. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُمَرَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ الْقَطْعُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا *

৪৯২৫. মুহাম্মদ ইবন আ'লা (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : দীনারের এক-চতুর্থাংশ বা তদুর্ধের জন্য চোরের হাত কাটা যাবে।

৪৯২৬. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَعَبْدُ رَبِّهِ وَرَزِيْقُ صَاحِبِ أَيْلَةٍ أَنَّهُمْ سَمِعُوا عُمَرَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ الْقَطْعُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا *

৪৯২৬. কুতায়বা (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : দীনারের চতুর্থাংশ বা তদুর্ধের জন্য চোরের হাত কাটা যাবে।

৪৯২৭. قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُمَرَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا طَالَ عَلَيَّ وَلَا نَسِيتُ الْقَطْعُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا *

৪৯২৭. হারিস ইবন মিসকীন (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : অনেক দিন অতিবাহিত হয়নি, আর আমি ভুলেও যাইনি যে, দীনারের চতুর্থাংশ বা তদুর্ধ্বের জন্যই চোরের হাত কাটা যাবে।

ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ مُحَمَّدٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ

এই হাদীসে ‘আমর (র) থেকে বর্ণনাকারী আবু বকর ইবন মুহাম্মদ ও আবদুল্লাহ ইবন আবু বকর (র)-এর বর্ণনাগত পার্থক্য

৪৯২৮. أَخْبَرَنَا أَبُو صَالِحٍ مُحَمَّدُ بْنُ زُنْبُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا يَقْطَعُ السَّارِقُ إِلَّا فِي رُبْعٍ دِينَارٍ فَصَاعِدًا *

৪৯২৮. আবু সালিহ মুহাম্মদ ইবন যুনবুর (র) - - - - আবু বকর ইবন মুহাম্মদ ‘আমর (র) থেকে এবং তিনি আয়েশা (রা) থেকে। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছেন : চোরের হাত কাটা হবে না দীনারের চতুর্থাংশ বা ততোধিক ব্যতীত।

৪৯২৯. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِثْلَ الْأَوَّلِ *

৪৯২৯. আহমদ ইবন আমর ইবন সারহ (র) - - - - আবু বকর ইবন মুহাম্মদ ইবন হাযম ‘আমর (র) হতে এবং তিনি আয়েশা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে প্রথম হাদীসের ন্যায় বর্ণনা করেছেন।

৪৯৩০. قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ قَالَتْ قَالَتْ عَائِشَةُ الْقَطْعُ فِي رُبْعٍ دِينَارٍ فَصَاعِدًا *

৪৯৩০. হারিস ইবন মিসকীন (র) - - - - আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ ইবন আবু বকর (র) ‘আমর (র) হতে বর্ণনা করেন যে, হযরত আয়েশা (রা) বলেছেন : চোরের হাত কাটা যাবে দীনারের চতুর্থাংশ বা ততোধিকের জন্য।

৪৯৩১. أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الرَّجَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي ثَمَنِ الْمِجْنِ وَثَمَنِ الْمِجْنِ رُبْعُ دِينَارٍ *

৪৯৩১. ইব্রাহীম ইবন ইয়াকুব (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : চোরের হাত কাটা যাবে ঢালের মূল্যে, আর ঢালের মূল্য হলো দীনারের চতুর্থাংশ।

৪৯৩২. أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ دُرُسْتَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْطَعُ الْيَدَ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا *

৪৯৩২. ইয়াহইয়া ইবন দুরুস্ত (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : দীনারের চতুর্থাংশ বা তদুর্ধের জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ চোরের হাত কাটতেন।

৪৯৩৩. أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ثُمَّ ذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَقْطَعُ الْيَدَ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ *

৪৯৩৩. হুমায়দ ইবন মাসআদা (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : দীনারের চতুর্থাংশ ব্যতীত চোরের হাত কাটা যাবে না।

৪৯৩৪. أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الطَّبْرَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بَحْرِ أَبُو عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا مُبَارَكُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي عِكْرِمَةُ أَنَّ امْرَأَةً أَخْبَرَتْهُ أَنَّ عَائِشَةَ أُمَ الْمُؤْمِنِينَ أَخْبَرَتْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ تَقْطَعُ الْيَدَ فِي الْمِجَنِّ *

৪৯৩৪. আবু বকর মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল তাবারানী (র) - - - - উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ঢালের (ছুরির) জন্য চোরের হাত কাটা যাবে।

৪৯৩৫. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ أَنَّ بَكَيْرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ حَدَّثَهُ أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ حَدَّثَهُ أَنَّ عَمْرَةَ ابْنَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَتْهُ أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ تَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَقْطَعُ يَدَ السَّارِقِ فِيمَا دُونَ الْمِجَنِّ قِيلَ لِعَائِشَةَ مَا تَمْنُ الْمِجَنُّ قَالَتْ رُبْعُ دِينَارٍ *

৪৯৩৫. উবায়দুল্লাহ ইবন সা'দ ইবন ইব্রাহীম (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, ঢালের মূল্যের কমে চোরের হাত কাটা যাবে না। আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো, ঢালের মূল্য কত? তিনি বললেন : দীনারের চতুর্থাংশ।

৪৯৩৬. أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا تَقْطَعُ يَدَ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا *

৪৯৩৬. আহমদ ইব্ন আমর ইব্ন সারহ (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছেন : দীনারের চতুর্থাংশ বা ততোধিক ব্যতীত চোরের হাত কাটা যাবে না।

৪৯৩৭. আহমদ ইব্ন আমর ইব্ন সারহ (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন : ঢাল অথবা এর মূল্যের কমে হাত কাটা যাবে না।

৪৯৩৮. আবু বকর ইব্ন ইসহাক (র) - - - - উরওয়া ইব্ন যুযায়র (রা) থেকে বর্ণিত। আয়েশা (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন : ঢাল অথবা এর মূল্যের কোন দ্রব্য চুরি করা ব্যতীত হাত কাটা যাবে না। উরওয়া (রা) বলেন : ঢাল চার দিরহামের হয়ে থাকে। তিনি বলেন, আমি সুলায়মান ইব্ন ইয়াসারকে বলতে শুনেছি, তিনি আয়েশা (রা)-কে বলতে শুনেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি : দীনারের চতুর্থাংশ বা তদুর্ধের জন্য ব্যতীত চোরের হাত কাটা যাবে না।

৪৯৩৯. আমর ইব্ন আলী (র) - - - - সুলায়মান ইব্ন ইয়াসার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : পাঁচ দিরহামের জন্যই পাঁচ আঙুল কাটা যাবে।

৪৯৪০. সুওয়ায়দ ইব্ন নাসর (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : হাজাফা (শুধু চামড়ার ঢাল) বা তুরস (কাঠ ও চামড়াযোগে গঠিত ঢাল)-এর কম মূল্যের বস্তুতে চোরের হাত কাটা যাবে না। এর প্রত্যেকটিই মূল্যবান বস্তু।

৪৯৪১. সুওয়ায়দ ইব্ন নাসর (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : হাজাফা (শুধু চামড়ার ঢাল) বা তুরস (কাঠ ও চামড়াযোগে গঠিত ঢাল)-এর কম মূল্যের বস্তুতে চোরের হাত কাটা যাবে না। এর প্রত্যেকটিই মূল্যবান বস্তু।

৪৯৪২. সুওয়ায়দ ইব্ন নাসর (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : হাজাফা (শুধু চামড়ার ঢাল) বা তুরস (কাঠ ও চামড়াযোগে গঠিত ঢাল)-এর কম মূল্যের বস্তুতে চোরের হাত কাটা যাবে না। এর প্রত্যেকটিই মূল্যবান বস্তু।

৪৯৪৩. সুওয়ায়দ ইব্ন নাসর (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : হাজাফা (শুধু চামড়ার ঢাল) বা তুরস (কাঠ ও চামড়াযোগে গঠিত ঢাল)-এর কম মূল্যের বস্তুতে চোরের হাত কাটা যাবে না। এর প্রত্যেকটিই মূল্যবান বস্তু।

৪৯৪৪. সুওয়ায়দ ইব্ন নাসর (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : হাজাফা (শুধু চামড়ার ঢাল) বা তুরস (কাঠ ও চামড়াযোগে গঠিত ঢাল)-এর কম মূল্যের বস্তুতে চোরের হাত কাটা যাবে না। এর প্রত্যেকটিই মূল্যবান বস্তু।

৪৭১. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَيْسَى عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَطَعَ فِي قِيَمَةِ خُمْسَةِ دَرَاهِمٍ *

৪৯৪১. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র) - - - - আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ পাঁচ দিরহাম মূল্যের জন্য চোরের হাত কাটার নির্দেশ দেন।

৪৭২. وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَيْمَنَ قَالَ لَمْ يَقْطَعْ النَّبِيُّ ﷺ السَّارِقَ إِلَّا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ وَثَمَنِ الْمِجَنِّ يَوْمَئِذٍ دِينَارٌ *

৪৯৪২. মাহমুদ ইবন গায়লান (র) - - - - আয়মান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ঢালের সমপরিমাণ মূল্যের জন্য চোরের হাত কাটতেন। আর সে সময় ঢালের মূল্য ছিল এক দীনার।

৪৭৩. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَيْمَنَ قَالَ لَمْ تَكُنْ تُقْطَعُ الْيَدُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَّا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ وَقِيَمَتُهُ يَوْمَئِذٍ دِينَارٌ *

৪৯৪৩. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) - - - - আয়মান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সময়ে ঢালের মূল্যের কমে হাত কাটা হয়নি। আর তখন ঢালের মূল্য ছিল এক দীনার।

৪৭৪. أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ الثَّيْسَابُورِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَيْمَنَ قَالَ لَمْ تَقْطَعْ الْيَدُ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَّا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ وَقِيَمَةُ الْمِجَنِّ يَوْمَئِذٍ دِينَارٌ *

৪৯৪৪. আবুল আযহার নিশাপুরী (র) - - - - আয়মান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সময়ে ঢালের মূল্যের কমে হাত কাটা হয়নি। আর সে সময় ঢালের মূল্য ছিল এক দীনার।

৪৭৫. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مُجَاهِدٍ وَعَطَاءٍ عَنْ أَيْمَنَ قَالَ لَمْ تَقْطَعْ الْيَدُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَّا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ وَثَمَنُهُ يَوْمَئِذٍ دِينَارٌ *

৪৯৪৫. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) - - - - আয়মান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সময়ে ঢালের মূল্যের কমে হাত কাটা হয়নি। আর তখন ঢালের মূল্য ছিল এক দীনার।

৪৭৬. أَخْبَرَنَا هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ

عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ عَنْ أَيْمَنَ قَالَ يَقْطَعُ السَّارِقُ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ وَكَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ دِينَارًا أَوْ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ *

৪৯৪৬. হারুন ইব্ন আবদুল্লাহ (র) - - - - আয়মান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সময়ে ঢালের মূল্যের জন্য চোরের হাত কাটা হতো, যা ছিল এক দীনার বা দশ দিরহাম।

৪৯৪৭. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا شَرِيكٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ عَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ عَنْ أَيْمَنَ بْنِ أُمِّ أَيْمَنَ يَرْفَعُهُ قَالَ لَا تَقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ وَثَمَنُهُ يَوْمَئِذٍ دِينَارٌ *

৪৯৪৭. আলী ইব্ন হুজর (র) - - - - আয়মান ইব্ন উম্মে আয়মান (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ঢালের মূল্য ব্যতীত হাত কাটা যাবে না। আর তখন এর মূল্য ছিল এক দীনার।

৪৯৪৮. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ عَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ عَنْ أَيْمَنَ قَالَ لَا يَقْطَعُ السَّارِقُ فِي أَقْلٍ مِنْ ثَمَنِ الْمِجَنِّ *

৪৯৪৮. কুতায়বা (র) - - - - আয়মান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : ঢালের মূল্যের কমে চোরের হাত কাটা যাবে না।

৪৯৪৯. أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمِّي قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ ثَمَنُهُ يَوْمَئِذٍ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ *

৪৯৪৯. উবায়দুল্লাহ ইব্ন সা'দ ইব্ন ইব্রাহীম (র) - - - - আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সময়ে ঢালের দাম হতো দশ দিরহাম।

৪৯৫০. أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى الْبَلَخِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ ثُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ كَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَقُومُ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ *

৪৯৫০. ইয়াহুইয়া ইব্ন মুসা বলখী (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সময়ে ঢালের মূল্য ছিল দশ দিরহাম।

৪৯৫১. أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ وَهَبٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ عَطَاءٍ مُرْسَلٌ *

৪৯৫১. মুহাম্মদ ইব্ন ওহাব (র) - - - - আতা (র) থেকে মুরসালরূপে বর্ণিত।

৪৯০২. أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ سُفْيَانَ وَهُوَ ابْنُ حَبِيبٍ عَنِ الْعَرَزَمِيِّ وَهُوَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ أَدْنَى مَا يَقْطَعُ فِيهِ ثَمَنُ الْمَجْنِّ قَالَ وَثَمَنُ الْمَجْنِّ يَوْمَئِذٍ عَشْرَةُ دَرَاهِمٍ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَآيَمَنُ الَّذِي تَقَدَّمَ ذَكَرْنَا لِحَدِيثِهِ مَا أَحْسَبُ أَنَّ لَهُ صُحْبَةً وَقَدْ رَوَى عَنْهُ حَدِيثٌ آخَرُ يَدُلُّ عَلَى مَا قُلْنَا *

৪৯০২. হুমায়দ ইবন মাসআদা (র) - - - - আতা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : সর্বনিম্ন যাতে হাত কাটা যাবে, তা হলো ঢালের মূল্য। আর তখন এর মূল্য ছিল দশ দিরহাম। ইমাম আবু আবদুর রহমান নাসাই (র) বলেন, পূর্বে যে আয়মান থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে, তিনি নবী ﷺ -এর সাহচর্য পেয়েছেন বলে আমি মনে করি না। তার থেকে বর্ণিত অন্য হাদীস দ্বারা আমার এ কথা প্রমাণিত হয়। নিম্নে সে হাদীস উদ্ধৃত হল :

৪৯০৩. حَدَّثَنَا سَوَّارُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَوَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ ح وَأَنْبَاءَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْحَقُ هُوَ الْأَزْرَقُ قَالَ حَدَّثَنَا بِهِ عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ آيَمَنَ مَوْلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ وَقَالَ خَالِدٌ فِي حَدِيثِهِ مَوْلَى الزُّبَيْرِ عَنْ ثَبِيْعٍ عَنْ كَعْبٍ قَالَ مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ صَلَّى وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَصَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَاتَمَّ وَقَالَ سَوَّارُ يَتِمُّ رُكُوعُهُنَّ وَسُجُودُهُنَّ وَيَعْلَمُ مَا يَفْتَرِي وَقَالَ سَوَّارٌ يَفْرَأُ فِيهِنَّ كُنَّ لَهُ بِمَنْزِلَةِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ *

৪৯০৩. সাওয়াযর ইবন আবদুল্লাহ (র) ও আবদুর রহমান ইবন মুহাম্মদ (র) - - - - ইবন যুবায়র (রা)-এর আযাদকৃত দাস আয়মান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি তুবায় সুআে কা'ব (রা) হতে শুনেছেন : যে ব্যক্তি উত্তমরূপে উযু করে সালাত আদায় করে; রাবী আবদুর রহমান বলেন, ইশার সালাত আদায় করে এবং পরে চার রাকআত সালাত আদায় করে এবং তাতে রুকু-সিজদা পূর্ণরূপে আদায় করে, আর যা পড়ে তা উপলব্ধি করে, তবে তা শবে কদরের ইবাদতের ন্যায় হবে।

৪৯০৪. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ آيَمَنَ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ عَنْ ثَبِيْعٍ عَنْ كَعْبٍ قَالَ مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وَضُوءَهُ ثُمَّ شَهِدَ صَلَاةَ الْعَتَمَةِ فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ صَلَّى إِلَيْهَا أَرْبَعًا مِثْلَهَا يَفْرَأُ فِيهَا وَيَتِمُّ رُكُوعُهَا وَسُجُودُهَا هُنَّ كَانَتْ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ لَيْلَةِ الْقَدْرِ *

৪৯০৪. আবদুল হামীদ ইবন মুহাম্মদ (র) - - - - ইবন উমর (র)-এর আযাদকৃত গোলাম আয়মান থেকে, তিনি তুবায় থেকে এবং তিনি কা'ব (রা) থেকে। তিনি বলেন : যে ব্যক্তি উত্তমরূপে উযু করে ইশার সালাতের জামাআতে শরীক হয় এবং এরপর তার সাথে অনুরূপ চার রাকআত সালাত আদায় করে। এতে কুরআন পড়ে এবং রুকু-সিজদা পূর্ণরূপে আদায় করে, তা তার জন্য শবে কদরের সওয়াবের মত হবে।

৪৯০০. أَخْبَرَنَا خَلَادُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ كَانَ ثَمَنُ الْمَجْنُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ *

৪৯০০. খাল্লাদ ইবন আসলাম (র) - - - - আমর ইবন শুআয়ব তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সময় ঢালের মূল্য ছিল দশ দিরহাম।

الثَّمَرُ الْمُعْلَقُ يُسْرَقُ

গাছ থেকে ফল চুরি

৪৯০৬. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَخْنَسِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي كَمْ تَقْطَعُ الْيَدَ قَالَ لَا تَقْطَعُ الْيَدَ فِي ثَمَرٍ مُعْلَقٍ فَإِذَا ضَمَّهُ الْجَرِينُ قُطِعَتْ فِي ثَمَنِ الْمَجْنِ وَلَا تَقْطَعُ فِي حَرِيَسَةِ الْجَبَلِ فَإِذَا أَوَى الْمَرَّاحُ قُطِعَتْ فِي ثَمَنِ الْمَجْنِ *

৪৯০৬. কুতায়বা (র) - - - - আমর ইবন শুআয়ব (রা) তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হলো, কী পরিমাণ মাল চুরি করলে হাত কাটা যাবে? তিনি বললেন: যে ফল গাছে ঝুলছে, ঐ ফল চুরি হলে হাত কাটা যাবে না। কিন্তু যখন তা খোলায় এনে রাখা হয়, আর সেখান হতে এ পরিমাণ ফল চুরি হয় যার মূল্য ঢালের মূল্যের সমান, তখন হাত কাটা যাবে। এভাবে যে জন্তু পাহাড়ের চারণভূমিতে চরে, তাতে হাত কাটা যাবে না। কিন্তু যখন তা খোয়াড়ে তোলা হয়, তখন চুরি করলে এবং তার মূল্য ঢালের মূল্যের সমপরিমাণ হলে হাত কাটা যাবে।

الثَّمَرُ يُسْرَقُ بَعْدَ أَنْ يُؤْوِيَهُ الْجَرِينُ

ফল খোলায় রাখার পর চুরি হলে

৪৯০৭. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الثَّمَرِ الْمُعْلَقِ فَقَالَ مَا أَصَابَ مِنْ نَبِي حَاجَةٍ غَيْرِ مُتَّخِذٍ حُبْنَةً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ غَرَامَةٌ مِثْلِيهِ وَالْعُقُوبَةُ وَمَنْ سَرَقَ شَيْئًا مِنْهُ بَعْدَ أَنْ يُؤْوِيَهُ الْجَرِينُ فَبَلَغَ ثَمَنُ الْمَجْنِ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ وَمَنْ سَرَقَ دُونَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ غَرَامَةٌ مِثْلِيهِ وَالْعُقُوبَةُ *

৪৯০৭. কুতায়বা (র) - - - - আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) থেকে বর্ণিত, গাছে ঝুলান ফল চুরির ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন: যে ব্যক্তি প্রয়োজনের তাগিদে ফল নেয়, কিন্তু লুকিয়ে কাপড়ে বেঁধে না নেয়, তার কোন শাস্তি হবে না। যদি কেউ এরূপ ফল নিয়ে বের হয়, তবে তার দ্বিগুণ জরিমানা হবে এবং শাস্তি দেওয়া হবে। ফল খোলায় রাখার পর যদি কেউ চুরি করে, আর তার মূল্য ঢালের মূল্যের

পরিমাণ হয়, তবে তার হাত কাটা যাবে। যদি কোন ব্যক্তি ঢালের মূল্যের চেয়ে কম মূল্যের বস্তু চুরি করে, তবে তার দ্বিগুণ জরিমানা দিতে হবে, আর শাস্তিও হবে।

৪৯০৮. قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قَرَأَهُ عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ وَهْشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَجُلًا مِنْ مُزَيْنَةَ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَرَى فِي حَرِيسَةِ الْجَبَلِ فَقَالَ هِيَ وَمِثْلُهَا وَالنِّكَالُ وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْمَاشِيَةِ قَطْعٌ إِلَّا فِيمَا أَوَاهُ الْمُرَاحُ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمَجْنِ فِيهِ قَطْعُ الْيَدِ وَمَا لَمْ يَبْلُغْ ثَمَنَ الْمَجْنِ فِيهِ غَرَامَةٌ مِثْلِيهِ وَجَلَدَاتُ نِكَالٍ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَيْفَ تَرَى فِي الثَّمَرِ الْمُعْلَقِ قَالَ هُوَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ وَالنِّكَالُ وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الثَّمَرِ الْمُعْلَقِ قَطْعٌ إِلَّا فِيمَا أَوَاهُ الْجَرَيْنُ فَمَا أَخَذَ مِنَ الْجَرَيْنِ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمَجْنِ فِيهِ الْقَطْعُ وَمَا لَمْ يَبْلُغْ ثَمَنَ الْمَجْنِ فِيهِ غَرَامَةٌ مِثْلِيهِ وَجَلَدَاتُ نِكَالٍ *

৪৮৫৮. হারিস ইব্ন মিসকীন (র) - - - আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। মুযায়না গোত্রের এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট এসে বললো : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! পাহাড়ে চরে বেড়ায় এমন জন্তুর ব্যাপারে আপনি কী আদেশ করেন ? তিনি বললেন : যদি কেউ এরূপ জন্তু চুরি করে, তবে সে যেন তা ফেরত দেয় এবং এরূপ অন্য একটি জন্তুও দিবে। আর তাকে শাস্তি দেওয়া হবে কিন্তু হাত কাটা যাবে না। ঐ ব্যক্তি বললো : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! গাছে ঝুলান ফল সম্বন্ধে আপনি কী বলেন ? তিনি বলেন : চোর ঐ ফল এবং আরও ঐ পরিমাণ ফল আদায় করবে এবং তাকে শাস্তি দেওয়া হবে, গাছে ঝুলন্ত কোন ফল চুরিতে হাত কাটা যাবে না। ফল খোলায় রাখার পর ঢালের সমমূল্য পরিমাণ চুরি করলে হাত কাটা যাবে। আর যদি ঐ পরিমাণের চাইতে কম হয় ; তবে দ্বিগুণ জরিমানা দিবে, আর শাস্তিস্বরূপ বেত্রাঘাত করা হবে।

بَابُ مَا لَا قَطْعَ فِيهِ

পরিচ্ছেদ : যা চুরি করলে হাত কাটা যাবে না

৪৯০৯. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ بْنُ خَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ الْعَوْصِيَّ عَنْ الْحَسَنِ وَهُوَ ابْنُ صَالِحٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثْرٍ *

৪৯৫৯. মুহাম্মদ ইব্ন খালিদ ইব্ন খালী (র) - - - রাফে' ইবনে খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি : ফল এবং খেজুর গাছের শাঁস চুরিতে হাত কাটা নেই।

৪৯৬০. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ الْقَطَّانَ يَقُولُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ

سَعِيدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثْرٍ*

৪৯৬০. আমর ইবন আলী (র) - - - - রাফে' ইবন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি ফল এবং খেজুর গাছের শাঁস চুরিতে হাত কাটা নেই।

٤٩٦١. أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ بْنُ عَرَبِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثْرٍ*

৪৯৬১. ইয়াহইয়া ইবন হাবীব ইবন আরাবী (র) - - - - রাফে' ইবন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি : ফল এবং খেজুর গাছের শাঁস চুরিতে হাত কাটা নেই।

٤٩٦٢. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ سَلَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثْرٍ*

৪৯৬২. আবদুর রহমান ইবন মুহাম্মদ (র) - - - - রাফে' ইবন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ফল এবং খেজুর গাছের শাঁস চুরিতে হাত কাটা নেই।

٤٩٦٣. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثْرٍ*

৪৯৬৩. আবদুল হামীদ ইবন মুহাম্মদ (র) - - - - রাফে' ইবন খাদীজ (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : ফল এবং খেজুর গাছের শাঁস চুরিতে হাত কাটা নেই।

٤٩٦٤. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثْرٍ*

৪৯৬৪. মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল ইবন ইব্রাহীম (র) - - - - রাফে' ইবন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ফল এবং খেজুর গাছের শাঁস চুরিতে হাত কাটা নেই।

٤٩٦٥. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ هُوَ ابْنُ أَبِي رَجَاءٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَمِّهِ وَاسِعٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثْرٍ*

৪৯৬৫. আহমদ ইবন মুহাম্মদ (র) - - - - রাফে' ইবন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ফল এবং খেজুর গাছের শাঁস চুরিতে হাত কাটা নেই।

৪৯৬৬. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانٍ عَنْ عَمِّهِ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثْرٍ وَالْكَثْرُ الْجُمَارُ *

৪৯৬৬. কুতায়বা (র) - - - - রাফে' ইবন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি : ফল এবং খেজুর গাছের শাঁস চুরিতে হাত কাটা নেই।

৪৯৬৭. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانٍ عَنْ أَبِي مَيْمُونٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثْرٍ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا خَطَأٌ أَبُو مَيْمُونٍ لَا أَعْرِفُهُ *

৪৯৬৭. মুহাম্মদ ইবন আলী ইবন মায়মুন (র) - - - - রাফে' ইবন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ফল এবং খেজুর গাছের শাঁস চুরিতে হাত কাটা নেই।

৪৯৬৮. أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثْرٍ *

৪৯৬৮. হুসায়ন ইবন মানসুর (র) - - - - রাফে' ইবন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি : ফল এবং খেজুর গাছের শাঁস চুরিতে হাত কাটা নেই।

৪৯৬৯. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ قَوْمِهِ حَدَّثَهُ عَنْ عَمِّهِ لَهُ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثْرٍ *

৪৯৬৯. আমর ইবন আলী (র) - - - - রাফে' ইবন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি : ফল এবং খেজুর গাছের শাঁস চুরিতে হাত কাটা নেই।

৪৯৭০. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مَخْلَدٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ وَلَا مُنْتَهَبٍ وَلَا مُخْتَلِسٍ قَطْعٌ لَمْ يَسْمَعْهُ سُفْيَانُ مِنْ أَبِي الزُّبَيْرِ *

৪৯৭০. আবদুল্লাহ ইবন আবদুস সামাদ ইবন আলী (র) - - - - জাবির (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আমানতে খিয়ানতকারী, প্রকাশ্যে লুণ্ঠনকারী এবং ছোঁ মেরে পলায়নকারী ব্যক্তির প্রতি হাত কাটার শাস্তি আরোপিত হবে না।

৪৯৭১. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ عَنْ سَفْيَانَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ وَلَا مُنْتَهَبٍ وَلَا مُخْتَلَسٍ قَطْعٌ وَلَمْ يَسْمَعْهُ أَيْضًا ابْنُ جُرَيْجٍ مِنْ أَبِي الزُّبَيْرِ *

৪৯৭১. মাহমূদ ইবন গায়লান (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমানতে খিয়ানতকারী, লুণ্ঠনকারী এবং ছোঁ মেরে পলায়নকারী ব্যক্তির প্রতি হাত কাটার শাস্তি আরোপিত হবে না।

৪৯৭২. أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ حَجَّاجٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ عَلَى الْمُخْتَلَسِ قَطْعٌ *

৪৯৭২. ইব্রাহীম ইবন হাসান (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন কিছু খপ করে নিয়ে পালায়, তার শাস্তি হাত কাটা নয়।

৪৯৭৩. أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ حَجَّاجٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ جَابِرٌ لَيْسَ عَلَى الْخَائِنِ قَطْعٌ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عِيْسَى بْنُ يُونُسَ وَالْفَضْلُ بْنُ مُوسَى وَابْنُ وَهْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ وَمَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ وَسَلَمَةُ بْنُ سَعِيدٍ بَصْرِيُّ ثِقَةٌ قَالَ ابْنُ أَبِي صَفْوَانَ وَكَانَ خَيْرَ أَهْلِ زَمَانِهِ فَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مِنْهُمْ حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ وَلَا أَحْسَبُهُ سَمِعَهُ مِنْ أَبِي الزُّبَيْرِ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ *

৪৯৭৩. ইব্রাহীম ইবন হাসান (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমানতে খিয়ানতকারীর হাত কাটা যাবে না।

৪৯৭৪. أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ رُوْحٍ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ عَلَى مُخْتَلَسٍ وَلَا مُنْتَهَبٍ وَلَا خَائِنٍ قَطْعٌ *

৪৯৭৪. খালিদ ইবন রাওহ দামেশকী (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : প্রকাশ্যে মাল লুণ্ঠনকারী এবং ছোঁ মেরে মাল নিয়ে পলায়নকারী এবং খিয়ানতকারীর হাত কাটা যাবে না।

৪৯৭৫. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ قَطْعٌ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَشْعَثُ بْنُ سَوَّارٍ ضَعِيفٌ *

৪৯৭৫. মুহাম্মদ ইবন 'আলা (র) - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : খিয়ানতকারী ব্যক্তির হাত কাটা যাবে না।

بَابُ قَطْعِ الرَّجُلِ مِنَ السَّارِقِ بَعْدَ الْيَدِ

পরিচ্ছেদ : চোরের হাত কাটার পর পা কাটা

৪৯৭৬. أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَلَمٍ الْمَصَاحِفِيُّ الْبَلْخِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا النُّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ أَنْبَأَنَا يُونُسُ عَنْ الْحَارِثِ بْنِ حَاطِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتَى بِلَصٍّ فَقَالَ اقْتُلُوهُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا سَرَقَ قَالَ أَقْطَعُوا يَدَهُ قَالَ ثُمَّ سَرَقَ فَقُطِعَتْ رِجْلُهُ ثُمَّ سَرَقَ عَلَى عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَتَّى قُطِعَتْ قَوَائِمُهُ كُلُّهَا ثُمَّ سَرَقَ أَيْضًا الْخَامِسَةَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَعْلَمَ بِهَذَا حِينَ قَالَ اقْتُلُوهُ ثُمَّ دَفَعَهُ إِلَى فِتْيَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ لِيَقْتُلُوهُ مِنْهُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ وَكَانَ يُحِبُّ الْإِمَارَةَ فَقَالَ أَمْرُونِي عَلَيْكُمْ فَأَمَرُوهُ عَلَيْهِمْ فَكَانَ إِذَا ضَرَبَ ضَرْبَهُ حَتَّى قَتَلُوهُ *

৪৯৭৬. সুলায়মান ইবন সালম মাসাহিফী বলখী (র) - - - হারিস ইবন হাতিব (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট এক চোরকে আনা হলে তিনি বললেন : তাকে হত্যা কর। লোকজন বললো : ইয়া রাসূলুল্লাহ্! সেতো চুরি করেছে। তিনি বললেন : তাকে হত্যা কর। লোকজন বললো : ইয়া রাসূলুল্লাহ্! সে তো চুরি করেছে। তিনি বললেন : তবে তার হাত কেটে ফেল। পরে এই লোকটি আবার চুরি করলে তার-পা কাটা হলো। এরপর আবু বকর (রা)-এর খিলাফতকালে সে আবার চুরি করল। এভাবে তার সমস্ত হাত পা কাটা গেল। পরে সে পঞ্চমবার চুরি করলে আবু বকর (রা) বললেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার অবস্থা অবগত ছিলেন বলেই তিনি বলেছিলেন, তাকে হত্যা কর। এরপর হযরত আবু বকর (রা) তাকে কুরায়শদের যুবকদের হাতে ছেড়ে দেন, যেন তারা তাকে হত্যা করে। তাদের মধ্যে আবদুল্লাহ্ ইবন যুযায়রও ছিলেন। তিনি নেতৃত্ব পছন্দ করতেন। তিনি বললেন : তোমরা আমাকে তোমাদের দলপতি নিযুক্ত কর। তারা তাঁকে দলপতি নিযুক্ত করল। যখন তিনি মারা শুরু করলেন, তখন তারা ঐ ব্যক্তিকে মারল এবং এভাবে তারা তাকে হত্যা করল।

بَابُ قَطْعِ الْيَدَيْنِ وَالرَّجْلَيْنِ مِنَ السَّارِقِ

পরিচ্ছেদ : চোরের হস্তদ্বয় ও পদদ্বয় কেটে ফেলা

৪৯৭৭. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدٍ بْنِ عَقِيلٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَدِّي قَالَ حَدَّثَنَا مُصَنَّبٌ

بُنْ ثَابِتٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُكَدَّرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ جِئْتُ بِسَارِقٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَقْتُلُوهُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا سَرَقَ قَالَ أَقْطَعُوهُ فَقُطِعَ ثُمَّ جِئْتُ بِهِ الثَّانِيَةَ فَقَالَ أَقْتُلُوهُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا سَرَقَ قَالَ أَقْطَعُوهُ فَقُطِعَ فَاتَى بِهِ الثَّالِثَةَ فَقَالَ أَقْتُلُوهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا سَرَقَ فَقَالَ أَقْطَعُوهُ ثُمَّ أَتَى بِهِ الرَّابِعَةَ فَقَالَ أَقْتُلُوهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا سَرَقَ قَالَ أَقْطَعُوهُ فَاتَى بِهِ الْخَامِسَةَ قَالَ أَقْتُلُوهُ قَالَ جَابِرٌ فَانْطَلَقْنَا بِهِ إِلَى مَرْبِدِ النَّعَمِ وَحَمَلْنَاهُ فَاسْتَلْقَى عَلَى ظَهْرِهِ ثُمَّ كَشَرَ بِيَدَيْهِ وَرَجَلَيْهِ فَانْصَدَعَتِ الْأَيْلُ ثُمَّ حَمَلُوا عَلَيْهِ الثَّانِيَةَ فَفَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ حَمَلُوا عَلَيْهِ الثَّالِثَةَ فَرَمَيْنَاهُ بِالْحِجَارَةِ فَقَتَلْنَاهُ ثُمَّ أَلْقَيْنَاهُ فِي بَيْتٍ ثُمَّ رَمَيْنَا عَلَيْهِ بِالْحِجَارَةِ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَهَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ وَمُصْنَعٌ بُنْ ثَابِتٍ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ فِي الْحَدِيثِ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ *

৪৯৭৭. মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন উবায়দ ইবন আকীল (র) - - - - জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট এক চোরকে আনা হলে তিনি বললেন : তাকে হত্যা কর। লোকজন বললো : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! সেতো চুরি করেছে। তিনি বললেন : তবে তার হাত কেটে ফেল। তখন তার হাত কাটা হলো। পরে আবার তাকে চুরির কারণে ধরে আনা হলে তিনি বললেন : তাকে হত্যা কর। লোকজন বললো : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! সে তো চুরি করেছে। তিনি বললেন : তবে তার পা কাট। তখন তা কাটা হল। তৃতীয়বারও তাকে আনা হলো। তিনি বললেন : তাকে হত্যা কর। লোকজন বললো : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! এ ব্যক্তি তো চুরি করেছে। তিনি বললেন : তবে তার বাম হাত কাট। তাকে চতুর্থবারও আনা হল। তিনি বললেন : তাকে হত্যা কর। লোকজন বললো : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! লোকটি তো চুরি করেছে। তিনি বললেন : তবে তার (ডান) পা কেটে ফেল। এরপর তাকে পঞ্চমবারও আনা হলে তিনি বললেন : এবার তাকে হত্যা কর। জাবির (রা) বলেন : আমরা ঐ চোরকে মিরবাদ নামক স্থানের দিকে নিয়ে গেলাম। তাকে উঠাতে গেলে সে চিত হয়ে গেল। এরপর সে তার কাটা হাত-পা নিয়ে দাপাদাপি করতে লাগল। উট তার এ অবস্থা দেখে ভয়ে ছোটোছুটি শুরু করে দিল। তাকে দ্বিতীয়বার উঠানো হলো, কিন্তু সে পুনরায় ঐরূপ করলো। আবার তৃতীয়বার তাকে উঠানো হলো। পরে আমরা তাকে পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করি এবং তাকে এক কূপে নিক্ষেপ করি। এরপর উপর থেকে তার উপর পাথর নিক্ষেপ করি।

الْقَطْعُ فِي السَّفَرِ

সফরে হাত কাটা

٤٩٧٨. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي بِقِيَّةُ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنِي حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْعٍ عَنْ عِيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ قَالَ سَمِعْتُ بُسْرَ بْنَ أَبِي أَرْطَاةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا تُقَطِّعُ الْأَيْدِيَ فِي السَّفَرِ *

৪৯৭৮. আমর ইবন উসমান (র) - - - - বুসর ইবন আবু আরতাত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি : সফরে হাত কাটা যাবে না।

৪৯৭৯. أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُدْرِكٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عُمَرَ وَهُوَ ابْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا سَرَقَ الْعَبْدُ فَبِعْهُ وَلَوْ بِنَشٍّ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ لَيْسَ بِالْقَوِيَّ فِي الْحَدِيثِ *

৪৯৭৯. হাসান ইবন মুদরিক (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ক্রীতদাস যদি চুরি করে, তবে তাকে বিক্রি করে ফেলবে বিশ দিরহামের বিনিময়ে (বা অর্ধেক মূল্যে) হলেও।

حَدُّ الْبُلُوغِ وَذِكْرُ السِّنِّ الَّذِي إِذَا بَلَغَهَا الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ أُقِيمَ عَلَيْهِمَا الْحَدُّ

বালগ হওয়ার বয়স এবং যে বয়সে উপনীত হলে নর-নারীর উপরে হদ (শরঈ শাস্তি)

আরোপ করা যায়

৪৯৮০. أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْعَلَكِ بْنِ عَمِيرٍ عَنْ عَطِيَّةٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ قَالَ كُنْتُ فِي سَبْيِ قُرَيْظَةَ وَكَانَ يُنْظَرُ فَمَنْ خَرَجَ شَفَرَتْهُ قَتِلَ وَمَنْ لَمْ تَخْرُجْ اسْتَحْيَى وَلَمْ يُقْتَلْ *

৪৯৮০. ইসমাইল ইবন মাসউদ (র) - - - - আতিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বনু কুরায়যার বন্দীদের মধ্যে ছিলাম। তারা পর্যবেক্ষণ করতো, যার (নাভির নিচের) চুল গজাত, তাকে হত্যা করতো, আর যার গজায় নি, তাকে ছেড়ে দিত, হত্যা করতো না।

تَغْلِيْقُ يَدِ السَّارِقِ فِي عُنُقِهِ

চোরের কর্তিত হাত ঘাড়ে ঝুলানো

৪৯৮১. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ تَصْرِ قَالَ أَتَيْنَا عَبْدَ اللَّهِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ قَالَ سَأَلْتُ فَضَالَ بْنَ عُبَيْدٍ عَنْ تَغْلِيْقِ يَدِ السَّارِقِ فِي عُنُقِهِ قَالَ سُنَّةُ قَطْعِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَدِ سَارِقٍ وَعَلَقِ يَدَهُ فِي عُنُقِهِ *

৪৯৮১. সুওয়ায়দ ইবন নাসর (র) - - - - ইবন মুহায়রীয (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ফাযালা ইবন উবায়দকে চোরের হাত তার ঘাড়ে ঝুলিয়ে দেয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন : এটা সুন্নত। রাসূলুল্লাহ ﷺ এক চোরের হাত কেটে তার ঘাড়ে লটকে দিয়েছিলেন।

৪৯৮২. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ الْمُقَدَّمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَيْرِيزٍ قَالَ قُلْتُ لِفَضَّالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ أَرَأَيْتَ تَغْلِيْقَ الْيَدِ

فِي عُنُقِ السَّارِقِ مِنَ السَّنَةِ هُوَ قَالَ نَعَمْ أَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِسَارِقٍ فَقَطَعَ يَدَهُ وَعَلَّقَهُ فِي عُنُقِهِ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَجَّاجُ ابْنُ أَرْطَاةَ ضَعِيفٌ وَلَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ *

৪৯৮২. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) - - - আবদুর রহমান ইবন মুহায়রীয (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ফাযালা ইবন উবায়দকে জিজ্ঞাসা করলাম : চোরের হাত কেটে তা ঝুলিয়ে দেয়া কি সুন্নত ? তিনি বললেন : হ্যাঁ, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট এক চোরকে আনা হলে তিনি তার হাত কেটে তার ঘাড়ে ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন।

٤٩٨٣. أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ يُحَدِّثُ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يُغْرَمُ صَاحِبُ سَرِقَةٍ إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَهَذَا مُرْسَلٌ وَلَيْسَ بِثَابِتٍ *

৪৯৮৩. আমর ইবন মানসুর (র) - - - আবদুর রহমান ইবন আউফ (রা) বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : চোরের উপর তার শাস্তি কার্যকর করা হলে চোরাই মালের জন্য তাকে জরিমানা দিতে হবে না।

كِتَابُ الْإِيمَانِ وَشُرَائِعِهِ

অধ্যায় : ঈমান এবং এর বিধানাবলী

ذِكْرُ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ

উত্তম আমলের বর্ণনা

৪৭৮৬. حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ مِنْ لَفْظِهِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سئلَ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ الْإِيمَانُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ *

৪৭৮৮. আবু আবদুর রহমান আহমদ ইবন শুআয়ব (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে প্রশ্ন করা হলো : কোন্ আমল উত্তম ? তিনি বললেন : আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের উপর ঈমান আনা।

৪৭৮৫. أَخْبَرَنَا هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَلِيِّ الْأَزْدِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبَشٍ الْخَثْعَمِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سئلَ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ فَقَالَ إِيْمَانٌ لَأَشْكُ فِيهِ وَجِهَادٌ لَأَغْلُوْلُ فِيهِ وَحَجَّةٌ مَبْرُورَةٌ *

৪৭৮৫. হারুন ইবন আবদুল্লাহ (র) - - - - আবদুল্লাহ ইবন হাবাশী খাসআমী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে প্রশ্ন করা হলো : কোন্ আমল উত্তম ? তিনি বললেন : এমন ঈমান, যাতে কোন সন্দেহ নেই এবং এমন জিহাদ, যাতে কোন খিয়ানত নেই, আর মকবুল হজ্জ।

طَعْمُ الْإِيمَانِ

ঈমানের স্বাদ

৪৭৮৬. أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثٌ مَنْ كُنْ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ وَطَعْمَهُ

أَنْ يَكُونَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَأَنْ يُحِبَّ فِي اللَّهِ وَأَنْ يُبْغِضَ فِي اللَّهِ وَأَنْ تَوْقَدَ نَارٌ عَظِيمَةٌ فَيَقَعُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا *

৪৯৮৬. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র) - - - - আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যার মধ্যে তিনটি গুণ থাকে সে ঈমানের স্বাদ ও মিষ্টতা পেয়ে যায়; (১) যার নিকট আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল অন্য সব কিছু অপেক্ষা বেশি প্রিয়; (২) যে আল্লাহর জন্য ভালবাসা রাখে এবং আল্লাহর জন্য শত্রুতা পোষণ করে; (৩) আর যদি ভয়াবহ আগুন প্রজ্জ্বলিত করা হয়, তবে তাতে প্রবেশ করা তার নিকট আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা অপেক্ষা বেশি পসন্দনীয় হয়।

حَلَاوَةُ الْإِيمَانِ

ঈমানের মিষ্টতা

٤٩٨٧. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ مَنْ أَحَبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَمَنْ كَانَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَمَنْ كَانَ أَنْ يَقْدَفَ فِي النَّارِ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ *

৪৯৮৭. সুওয়ায়দ ইব্ন নসর (র) - - - - আনাস ইব্ন মালিক (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : যার মধ্যে তিনটি গুণ থাকবে; সে ঈমানের মিষ্টতা পাবে; ১. যে কাউকে ভালবাসলে কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই তাকে ভালবাসবে; ২. আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূল তার কাছে অন্য সবকিছুর চাইতে বেশি প্রিয় হবে এবং ৩. আল্লাহ তাকে কুফর হতে পরিত্রাণ করার পর পুনঃ কুফরীতে ফিরে যাওয়ার চেয়ে অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হওয়া তার নিকট পছন্দনীয় হবে।

حَلَاوَةُ الْإِسْلَامِ

ইসলামের স্বাদ

٤٩٨٨. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بَيْنَهُ حَلَاوَةَ الْإِسْلَامِ مَنْ كَانَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَمَنْ أَحَبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَمَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ *

৪৯৮৮. আলী ইব্ন হুজর (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন : যার মধ্যে তিনটি গুণ থাকবে, সে ইসলামের মিষ্টতা উপলব্ধি করবে; ১. আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূল তার নিকট অন্য সমস্ত কিছু হতে প্রিয় হবে; ২. সে কাউকে ভালবাসলে তাকে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই ভালবাসবে; ৩. আর সে কুফরীতে ফিরে যাওয়াকে ঐরূপই ঘৃণা করবে, যেমন সে অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে ঘৃণা করে।

بَابُ نَعْتِ الْإِسْلَامِ

পরিচ্ছেদ : ইসলামের পরিচয়

৬৯৮৯. أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا النُّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ قَالَ أَنْبَأَنَا كَهْمَسُ بْنُ الْحُسَيْنِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعْرِ لَا يَرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ حَتَّى جَلَسَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَاسْتَدْرَكَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ كَفَيْهِ عَلَى فَخْذَيْهِ ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِسْلَامِ قَالَ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَتَقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنْ أَسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا قَالَ صَدَقْتَ فَعَجِبْنَا إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ ثُمَّ قَالَ أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ قَالَ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْقَدَرِ كُلُّهُ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ قَالَ صَدَقْتَ قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ قَالَ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ قَالَ مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ بِهَا مِنَ السَّائِلِ قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا قَالَ أَنْ تَلِدَ الْأُمَّةُ رَبَّتَهَا وَأَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ قَالَ عُمَرُ فَلَبِثْتُ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا عُمَرُ هَلْ تَدْرِي مِنَ السَّائِلِ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَإِنَّهُ جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَتَاكُمْ لِيُعَلِّمَكُمْ أَمْرَ دِينِكُمْ *

৪৯৮৯. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র) - - - - উমর ইবন খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত ছিলাম, এমন সময় এক ব্যক্তি আগমন করলেন, যার কাপড় অত্যধিক সাদা ছিল এবং চুল অধিক কাল ছিল। বুঝা যাচ্ছিল না যে, তিনি সফর হতে এসেছেন; আর আমাদের মধ্যে কেউ তাঁকে চিনতে পারছিল না। তিনি নিজ হাঁটুদ্বয় তাঁর হাঁটুদ্বয়ের সাথে লাগিয়ে বসলেন, তাঁর হস্তদ্বয় তাঁর উভয় উরুর উপর রাখলেন এবং বললেন : হে মুহাম্মদ ! আমাকে বলুন : ইসলাম কি ? তিনি বললেন : এ কথার সাক্ষ্য প্রদান করা যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, আর মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল এবং সালাত আদায় করা, যাকাত দেওয়া, রমযানের রোযা রাখা ও পথ খরচের সামর্থ্য থাকলে হজ্জ করা। সে লোকটি বললো : আপনি সত্যই বলেছেন। আমরা আশ্চর্যান্বিত হলাম যে, তিনি প্রশ্ন করলেন এবং বললেন : আপনি সত্য বলেছেন। এরপর তিনি বললেন : ঈমান কী, আমাকে বলুন ? তিনি বললেন : বিশ্বাস স্থাপন করা আল্লাহর উপর, ফিরিশতাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসূলগণ, কিয়ামত দিবস এবং নিয়তির ভাল-মন্দের উপর বিশ্বাস।

তিনি বললেন : আপনি সত্য বলেছেন। তারপর বললেন : ইহসান কি ? তিনি বললেন : এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে, যেন তুমি আল্লাহকে দেখছো, যদি তুমি তাঁকে না দেখতে পাও, তবে তিনি তো তোমাকে দেখছেন। তারপর বললেন : কিয়ামত কখন হবে ? তিনি বললেন : যার নিকট প্রশ্ন করা হচ্ছে তিনি প্রশ্নকারী হতে অধিক জ্ঞাত নন। সে ব্যক্তি বললো : কিয়ামতের নিদর্শনসমূহ বর্ণনা করুন। তিনি বললেন : দাসী তার মনিবকে প্রসব করবে, নগ্ন পদ, বিবস্ত্র, গরীব, বকরীর রাখালরা বড় বড় প্রাসাদ নির্মাণে প্রতিযোগিতা করবে। উমর (রা) বলেন, আমি তিন দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম, পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন : হে উমর ! তুমি কি অবগত আছ, এই প্রশ্নকারী ব্যক্তি কে ? আমি বললাম : আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলই সমধিক অবগত। তিনি বললেন : তিনি ছিলেন জিব্রাইল (আ), তিনি তোমাদেরকে তোমাদের দীন শিক্ষা দিতে এসেছিলেন।

صِفَةُ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ

ঈমান ও ইসলামের বিবরণ

৪৯৯. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَّامَةَ عَنْ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي فَرْوَةَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي ذَرٍّ قَالَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَجْلِسُ بَيْنَ ظَهْرَانِي أَصْحَابِهِ فَيَجِيءُ الْغَرِيبُ فَلَا يَدْرِي أَيُّهُمْ هُوَ حَتَّى يَسْأَلَ فَطَلَبْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَجْعَلَ لَهُ مَجْلِسًا يَعْرِفُهُ الْغَرِيبُ إِذَا أَتَاهُ فَبَنَيْنَاهُ دُكَّانًا مِنْ طِينٍ كَانَ يَجْلِسُ عَلَيْهِ وَإِنَّا لَجُلُوسٌ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي مَجْلِسِهِ إِذَا أَقْبَلَ رَجُلٌ أَحْسَنَ النَّاسِ وَجْهًا وَأَطْيَبَ النَّاسِ رِيحًا كَانَ ثِيَابَهُ لَمْ يَمَسَّهَا دَنَسٌ حَتَّى سَلَّمَ فِي طَرَفِ الْبِسَاطِ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ أَذْنُوكَ يَا مُحَمَّدُ قَالَ أَذْنُهُ فَمَا زَالَ يَقُولُ أَذْنُوكَ مِرَارًا وَيَقُولُ لَهُ أَذْنُ حَتَّى وَضَعَ يَدَهُ عَلَى رُكْبَتِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِي مَا الْإِسْلَامُ قَالَ الْإِسْلَامُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَتَقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ قَالَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَقَدْ أَسْلَمْتَ قَالَ نَعَمْ قَالَ صَدَقْتَ فَلَمَّا سَمِعْنَا قَوْلَ الرَّجُلِ صَدَقْتَ أَنْكَرْنَاهُ قَالَ يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِي مَا الْإِيمَانُ قَالَ الْإِيمَانُ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَتُؤْمِنُ بِالْقَدَرِ قَالَ فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَقَدْ أُمِنْتَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَعَمْ قَالَ صَدَقْتَ قَالَ يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِي مَا الْإِحْسَانُ قَالَ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ قَالَ صَدَقْتَ قَالَ يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِي مَتَى السَّاعَةُ قَالَ فَتَنُوكَ فَلَمْ يُجِبْهُ شَيْئًا ثُمَّ أَعَادَ فَلَمْ يُجِبْهُ شَيْئًا وَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ مَا الْمَسْنُوءُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ وَلَكِنْ لَهَا عَلَامَاتٌ تُعْرَفُ بِهَا إِذَا رَأَيْتَ الرُّعَاءَ الْبِهْمَ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ وَرَأَيْتَ الْحَفَاةَ الْعُرَاةَ مُلُوكَ الْأَرْضِ وَرَأَيْتَ الْمَرْأَةَ تَلِدُ رَبِّهَا خَمْسَ

لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ إِلَى قَوْلِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ثُمَّ قَالَ لَا وَالَّذِي بَعَثَ مُحَمَّدًا بِالْحَقِّ هُدًى وَبَشِيرًا مَا كُنْتُ بِأَعْلَمَ بِهِ مِنْ رَجُلٍ مِنْكُمْ وَإِنَّهُ لَجِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَزَلَ فِي صُورَةٍ بَحِيَّةٍ الْكَلْبِيُّ *

৪৯৯০. মুহাম্মদ ইবন কুদামা (র) - - - আবু হুরায়রা এবং আবু যর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে বসতেন; নবাগত লোক এসে তাঁকে চিনতে পারত না যতক্ষণ না জিজ্ঞাসা করতো। আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট তাঁর জন্য একটি বসার স্থান নির্মাণের জন্য অনুমতি চাইলাম। যাতে নবাগত লোক তাঁকে সহজে চিনতে পারে। আমরা তাঁর জন্য মাটির একটি উঁচু স্থান তৈরি করলাম। তিনি তার উপর উপবেশন করতেন। একদা আমরা বসা ছিলাম, আর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর স্থানে উপবিষ্ট ছিলেন। এমন সময় এক নবাগত ব্যক্তির আগমন হলো, যার মুখমণ্ডল সকলের চেয়ে সুন্দর ছিল এবং যার শরীরের সুগন্ধি ছিল সকলের চেয়ে উত্তম। তাঁর বস্ত্রে একটু ময়লাও ছিল না। সে ব্যক্তি বিছানার কিনারা হতে সালাম করে বললেন : হে মুহাম্মদ ! আপনাকে সালাম। তিনি তাঁর সালামের উত্তর দিলে তিনি বললেন : আমি কি নিকটে আসবো ? তিনি বললেন : আস। এভাবে কয়েকবার বললেন, তিনিও কয়েকবার উত্তরে বললেন, হ্যাঁ, নিকটে আস। এমনকি তিনি নিকটে এসে নিজ হাত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাঁটুর উপর রাখলেন এবং বললেন : হে মুহাম্মদ ! আমাকে ইসলাম সম্বন্ধে বলুন। তিনি বললেন : ইসলাম হলো তুমি আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না, সালাত কয়েম করবে এবং যাকাত আদায় করবে, কা'বা শরীফের হজ্জ করবে এবং রমযানের রোযা রাখবে। তিনি বললেন : আমি যদি এটা করি, তবে কি আমি মুসলমান হয়ে যাব ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। সে ব্যক্তি বললেন, আপনি সত্যই বলেছেন। ঐ ব্যক্তির 'আপনি সত্য বলেছেন' বাক্য শুনে আমাদের বিস্ময় জাগল। এরপর বললেন : হে মুহাম্মদ ! আমাকে বলুন, ঈমান কি ? তিনি বললেন : আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাগণের, নবীগণের এবং কিতাবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা এবং কদরে বিশ্বাস করা। তিনি বললেন : আমি যদি এরূপ করি, তবে কি আমি মু'মিন হয়ে যাব ? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : হ্যাঁ। তখন সে ব্যক্তি বললেন, আপনি সত্যই বলেছেন। এরপর তিনি বললেন : হে মুহাম্মদ ! আমাকে বলুন, ইহসান কি ? তিনি বললেন : তুমি এমনভাবে ইবাদত করবে, যেন তুমি আল্লাহ্ তা'আলাকে দেখছো। কেননা যদিও তুমি তাঁকে দেখছো না, তিনি তো তোমাকে দেখছেন। তিনি বললেন : আপনি সত্যই বলেছেন। তিনি আবার বললেন : হে মুহাম্মদ ! কিয়ামত কবে হবে ? তিনি কিছু বললেন না, বরং মাথা নিচু করলেন। লোকটি আবারও সেই প্রশ্ন করলেন কিন্তু তিনি তাকে কোন উত্তর দিলেন না। আবারও প্রশ্ন করলেন কিন্তু এবারও তিনি তাকে কোন উত্তর দিলেন না, অতঃপর তিনি মাথা উঠিয়ে বললেন : তুমি যার নিকট জিজ্ঞাসা করছো, তিনি প্রশ্নকারী হতে অধিক জ্ঞাত নন। কিন্তু এর অনেক আলামত রয়েছে। তুমি তা জানতে পার। যখন তুমি দেখবে পশুপালের রাখালরা সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ করবে, আর তুমি দেখবে, নগ্ন পদ ও নগ্ন দেহ লোকেরা ভূখণ্ডের বাদশাহ হবে, আরো তুমি দেখবে যে, দাসী তার মালিককে প্রসব করবে, তখন মনে করবে যে, কিয়ামত নিকটবর্তী। পাঁচটি বস্তু আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ অবগত নয়। এরপর তিনি **لَا وَالَّذِي بَعَثَ مُحَمَّدًا بِالْحَقِّ هُدًى وَبَشِيرًا مَا كُنْتُ بِأَعْلَمَ بِهِ مِنْ رَجُلٍ مِنْكُمْ وَإِنَّهُ لَجِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ** হতে **عَلِيمٌ خَبِيرٌ** পর্যন্ত পাঠ করলেন।^১ এরপর তিনি বললেন : ঐ সত্তার কসম! যিনি মুহাম্মদকে সত্য সহকারে পথ প্রদর্শক ও সুসংবাদদাতা-

১. অর্থ : “নিশ্চয়ই আল্লাহ্, তাঁর কাছে রয়েছে কিয়ামতের জ্ঞান, তিনি নাখিল করেন বৃষ্টি এবং তিনি জানেন যা রয়েছে মাতৃগর্ভে, কেউ জানে না সে আগামীকাল কি কামাই করবে আর কেউ জানে না কোন মাটিতে সে মারা যাবে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী ও সর্ব বিষয়ে অবহিত” (লুকমান : ৩৪)।

রূপে প্রেরণ করেছেন, আমি তাঁকে তোমাদের চাইতে অধিক জানি না। তিনি ছিলেন জিব্রাইল (আ) যিনি দিহুইয়া কালবীর রূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

ثَابِتُ قَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ قَالَتْ الْأَعْرَابُ أَمَّا قُلْ لَمْ تَزِمُونَا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا

আল্লাহর বাণী :- قَالَتْ الْأَعْرَابُ أَمَّا قُلْ لَمْ تَزِمُونَا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا

৬৭৭. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَهُوَ ابْنُ ثَوْرٍ قَالَ مَعْمَرٌ وَأَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَعْطَى النَّبِيُّ ﷺ رَجُلًا وَلَمْ يُعْطِ رَجُلًا مِنْهُمْ شَيْئًا قَالَ سَعْدٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْطَيْتَ فَلَانًا وَقُلَانًا وَلَمْ تُعْطِ فَلَانًا وَشَيْئًا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَوْ مُسْلِمٌ حَتَّى أَعَادَهَا سَعْدٌ ثَلَاثًا وَالنَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ أَوْ مُسْلِمٌ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنِّي لَأَعْطِي رَجُلًا وَأَذْعُ مَنْ هُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُمْ لَا أُعْطِيهِ شَيْئًا مَخَافَةَ أَنْ يَكْبُورُوا فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ *

৪৯৯১. মুহাম্মদ ইবন মুহাম্মদ ইবন আবদুল আ'লা (র) - - - - সা'দ ইবন আবু ওয়াহ্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ কতিপয় লোককে কিছু দান করলেন; আর তাদের মধ্যে এক লোককে কিছুই দিলেন না। সা'দ (রা) বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আপনি অমুক, অমুককে দান করলেন কিন্তু অমুককে দান করলেন না, অথচ সে মু'মিন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : অথবা সে মুসলিম। সা'দ (রা) কথাটি তিনবার পুনরাবৃত্তি করলেন। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ তিনবারই বললেন, অথবা সে মুসলিম। পরে তিনি বললেন : আমি কোন কোন লোককে দান করি, আর কাউকে দান করি না, অথচ সে আমার নিকট তাদের চেয়ে অধিক প্রিয়, এই ভয়ে যে, তাদেরকে উপড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

৬৭৭. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا سَلَامٌ بْنُ أَبِي مُطَيْعٍ قَالَ سَمِعْتُ مَعْمَرًا عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ سَعْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَسَمَ قَسْمًا فَأَعْطَى نَاسًا وَمَنْعَ آخَرِينَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَعْطَيْتَ فَلَانًا وَمَنْعْتَ فَلَانًا وَهُوَ مُؤْمِنٌ قَالَ لَا تَقُلْ مُؤْمِنٌ وَقُلْ مُسْلِمٌ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ قَالَتْ الْأَعْرَابُ أَمَّا *

৪৯৯২. আমার ইবন মানসুর (র) - - - - সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ কিছু মাল বণ্টন করলেন। তিনি কতিপয় লোককে দিলেন, আর অপর কতককে দিলেন না। আমি জিজ্ঞাসা করলাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আপনি অমুক অমুককে দান করলেন, অমুককে দান করলেন না, অথচ সেও মু'মিন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : মু'মিন বলো না, বরং বলো মুসলিম। এরপর রাবী ইবন শিহাব (র) এই আয়াত قَالَتْ الْأَعْرَابُ أَمَّا তিলাওয়াত করলেন।

১. অর্থ : “বেদুঈনগণ বলে, আমরা ঈমান এনেছি। বল, তোমরা ঈমান আননি; বরং তোমরা বল আমরা ইসলাম গ্রহণ (বাহ্যিক আনুগত্য প্রকাশ) করেছি” (হুজুরাত : ১৪)।

৪৭৭৩. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمْرِو عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعَمٍ عَنْ بِشْرِ بْنِ سَحِيمٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهُ أَنْ يُنَادِيَ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مُؤْمِنٌ وَهِيَ أَيَّامُ أَكْلِ وَشُرْبٍ *

৪৯৯৩. কুতায়বা (র) - - - - বিশর ইবন সুহায়ম (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে আইয়্যামে তাশরীকে এই কথা ঘোষণা করতে বললেন যে, জান্নাতে শুধু মু'মিনই প্রবেশ করবে।

صِفَةُ الْمُؤْمِنِ

মু'মিনের পরিচয়

৪৭৭৪. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ النَّاسُ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ *

৪৯৯৪. কুতায়বা (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মুসলিম ঐ ব্যক্তি যার হাত ও রসনা হতে অন্য মুসলমান নিরাপদ থাকে। আর মু'মিন ঐ ব্যক্তি যার থেকে অন্য লোক নিজের জান ও মালকে নিরাপদ মনে করে।

صِفَةُ الْمُسْلِمِ

মুসলিমের পরিচয়

৪৭৭৫. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ *

৪৯৯৫. আমর ইবন আলী (র) - - - - আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : মুসলিম ঐ ব্যক্তি, যার হাত ও রসনা হতে অন্য মুসলিম নিরাপদ থাকে, আর মুহাজির ঐ ব্যক্তি, যে আল্লাহর নিষিদ্ধ বস্তু থেকে দূরে থাকে।

৪৭৭৬. أَخْبَرَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ مَنصُورِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ سِيَاهٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا وَأكَلَ ذَبِيحَتَنَا فَذَلِكَ الْمُسْلِمُ *

৪৯৯৬. হাফস ইবন উমর (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে

আমাদের ন্যায় সালাত আদায় করে, আর আমাদের কিবলার দিকে মুখ করে এবং আমাদের যবেহকৃত পশু খায়, সে মুসলিম।

حُسْنُ إِسْلَامِ الْمَرْءِ

ব্যক্তির ইসলামের উৎকৃষ্টতা

৬৯৭. أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ الْمُعَلَّى بْنِ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَسْلَمَ الْعَبْدُ فَحَسُنَ إِسْلَامُهُ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ كُلَّ حَسَنَةٍ كَانَ أَزْلَفَهَا وَمُحِيتَ عَنْهُ كُلُّ سَيِّئَةٍ كَانَ أَزْلَفَهَا ثُمَّ كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ الْقِصَاصُ الْحَسَنَةُ بِعَشْرَةِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةٍ ضِعْفٍ وَالسَّيِّئَةُ بِمِثْلِهَا إِلَّا أَنْ يَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهَا *

৪৯৯৭. আহমদ ইবন মুআল্লা (র) - - - আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন কোন ব্যক্তি উত্তমরূপে ইসলাম গ্রহণ করে, তখন আল্লাহ তা'আলা তার ঐ সকল সৎকর্ম লিখে নেন, যা সে পূর্বে করেছিল আর তার সেই সকল পাপ মুছে ফেলেন যাতে অতীতে লিপ্ত হয়েছিল। এরপর তার হিসাব এইভাবে লিখিত হয় যে, তার প্রত্যেক নেকীর পরিবর্তে দশ হতে সাতশত গুণ পর্যন্ত সওয়াব লেখা হয়। আর প্রত্যেক পাপ শুধু অটুটকুই লেখা হয়, যা সে করে, যদিনা আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করেন।

أَيُّ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ

কোন ইসলাম শ্রেষ্ঠ

৬৯৮. أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَمَوِيُّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَرْدَةَ وَهُوَ بَرِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَرْدَةَ عَنْ أَبِي بَرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ قَالَ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ *

৪৯৯৮. সাঈদ ইবন ইয়াহুয়া ইবন সাঈদ উমাবী (র) - - - আবু মুসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! কোন ইসলাম উত্তম ? তিনি বললেন : যার রসনা ও হাত হতে অন্য মুসলমানগণ নিরাপদ থাকে।

أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ

কোন ইসলাম ভাল

৬৯৯. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

১. ইসলামের উৎকৃষ্টতা অর্থ, আকীদা-বিশ্বাস নিখুঁত ও অকৃত্রিম হওয়া এবং বাহ্যিক কাজ-কর্ম আন্তরিক বিশ্বাসের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হওয়া।

بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ قَالَ تَطْعِمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ *

৪৯৯৯. কুতায়বা (র) - - - - আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলো : কোন্ ইসলাম (অর্থাৎ ইসলামের কোন কর্ম) ভাল ? তিনি বললেন : খাদ্য দান করা, পরিচিত অপরিচিত সকলকে সালাম করা ।

عَلَى كَمْ بَنَى الْإِسْلَامُ

ইসলামের বুনয়াদ কয়টি

৫০০০. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعَاوِيُّ بْنُ يَعْنَى ابْنُ عِمْرَانَ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لَهُ أَلَا تَغْزُو قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةٍ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَالْحَجُّ وَصِيَامُ رَمَضَانَ *

৫০০০. মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন আম্মার (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি তাঁকে বললো : আপনি কি যুদ্ধ করেন না ? তিনি বললেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : ইসলাম পাঁচটি বস্তুর উপর প্রতিষ্ঠিত, এই কথার সাক্ষ্য দান করা যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, সালাত আদায় করা, যাকাত দেওয়া, রমযানের রোযা রাখা এবং হজ্জ করা ।

الْبَيْعَةُ عَلَى الْإِسْلَامِ

ইসলামের উপর বায়'আত গ্রহণ করা

৫০০১. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فِي مَجْلِسٍ فَقَالَ تَبَايَعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا تَسْرِقُوا وَلَا تَزْنُوا قَرَأَ عَلَيْهِمُ الْآيَةَ فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَسْتَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَهُوَ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَذْبُهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرُ لَهُ *

৫০০১. কুতায়বা (র) - - - - উবাদা ইবন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমরা এক মজলিসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট ছিলাম । তিনি বললেন : তোমরা আমার নিকট একথার উপর বায়'আত কর যে, তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার সাথে কাউকে শরীক করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না । তিনি তাদের সামনে এতদসংক্রান্ত পূর্ণ আয়াতটি^১ তিলাওয়াত করলেন । তারপর বললেন, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এটা

১. অর্থ : “তারা আল্লাহর সাথে কোন শরীক স্থির করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, নিজেদের সন্তানকে হত্যা করবে না, তারা সজ্ঞানে কোন অপবাদ রচনা করে রটাবে না এবং সংকাজে তোমাকে অমান্য করবে না” (মুযতাহিনা : ১২)

রক্ষা করবে, আল্লাহর নিকট তার প্রতিদান রয়েছে। আর যদি কেউ এর কোন একটি অপরাধ করে ফেলে, আর আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীতে তা ঢেকে রাখেন, তবে আখিরাতে তা আল্লাহর ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। তিনি ইচ্ছা করলে ক্ষমা করবেন, আর ইচ্ছা করলে শাস্তি দেবেন।

عَلَى مَا يُقَاتِلُ النَّاسُ

কখন লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হবে

৫০০২. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ بْنُ نَعِيمٍ قَالَ أَنْبَأَنَا حِبَّانُ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَإِذَا شَهِدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَاسْتَقْبَلُوا قِبَلَتَنَا وَآكَلُوا ذَبِيحَتَنَا وَصَلُّوا صَلَاتَنَا فَقَدْ حَرَمْتُ عَلَيْنَا دِمَاؤَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا لَهُمْ مَالُ الْمُسْلِمِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَيْهِمْ *

৫০০২. মুহাম্মদ ইবন হাতিম ইবন নু'আয়ম (র) - - - - আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমাকে লোকের বিরুদ্ধে জিহাদ করার আদেশ করা হয়েছে, যতক্ষণ না তারা এ কথার সাক্ষ্য প্রদান করে যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, আর মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর রাসূল। যদি তারা এই সাক্ষ্য দেয় এবং আমাদের কিবলার দিকে মুখ করে, আমাদের যবেহকৃত পশু খায়, আমাদের ন্যায় সালাত আদায় করে, তখন তাদের জান মাল আমাদের উপর হারাম হয়ে যাবে, তবে এর হক ব্যতীত। তখন অন্যান্য মুসলমানের যে প্রাণ রয়েছে তাদের জন্যও তা রয়েছে। আর এদের উপর যে দায়-দায়িত্ব বর্তায়। তাদের উপরও তা বর্তাবে।

ذِكْرُ شُعْبِ الْإِيمَانِ

ঈমানের শাখা-প্রশাখার বর্ণনা

৫০০৩. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ وَهُوَ ابْنُ بِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ *

৫০০৩. মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবনুল-মুবারক (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন : ঈমানের সত্তরটিরও বেশি শাখা রয়েছে। লজ্জা-শরমও ঈমানের একটি শাখা।

৫০০৪. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَهِيلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً أَفْضَلُهَا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَوْضَعُهَا إِطَاعَةُ الْأَمْرِ عَنِ الطَّرِيقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ *

৫০০৪. আহমদ ইব্ন সুলায়মান (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ঈমানের সত্তরটির উপরে শাখা রয়েছে। এর সর্বোত্তমটি হলো, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু বলা, আর এর সর্বনিম্নটি হলো রাস্তা হতে কষ্টদায়ক বস্তু দূর করা, আর লজ্জাও ঈমানের একটি শাখা।

৫০০৫. হাদীথ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ عَنْ عَرَبِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ عَنْ ابْنِ عَجَلَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ قَالَ الْحَيَاءُ شُعْبَةً مِنَ الْإِيمَانِ *

৫০০৫. ইয়াহুইয়া ইব্ন হাবীব ইব্ন আরাবী (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন : লজ্জা ঈমানের একটি শাখা।

تَفَاضُلُ أَهْلِ الْإِيمَانِ

ঈমানদারদের মধ্যে শ্রেণী বিভাগ

৫০০৬. হাদীথ: أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَعَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي عَمَّارٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شَرْحِبِيلَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَلَى عَمَّارٌ إِيْمَانًا إِلَى مُشَاشِهِ *

৫০০৬. ইসহাক ইব্ন মানসূর ও 'আমর ইব্ন 'আলী (র) - - - - নবী করীম ﷺ-এর এক সাহাবী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমাদের অস্থিমজ্জা ঈমানে পরিপূর্ণ।

৫০০৭. হাদীথ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ سُفْيَانُ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ رَأَى مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَوْفَى الْإِيمَانِ *

৫০০৭. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) - - - - আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : যখন তোমাদের কেউ কোন অন্যায় দেখতে পায়, তখন সে যেন তা নিজ হাতে প্রতিহত করে। যদি ততটুকু শক্তি তার না থাকে, তবে সে যেন মুখে তা দূর করতে তৎপর হয়। যদি এই শক্তিও তার না থাকে, তবে সে যেন উক্ত মন্দ কাজকে মনে মনে ঘৃণা করে। আর এ হলো ঈমানের নিম্নতম পর্যায়।

৫০০৮. হাদীথ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِفْغُولٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ رَأَى مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَقَدْ بَرِيَ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَغْيِرْهُ بِيَدِهِ فَلْيُغَيِّرْهُ بِلِسَانِهِ فَقَدْ بَرِيَ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَغْيِرْهُ بِلِسَانِهِ فَلْيُغَيِّرْهُ بِقَلْبِهِ فَقَدْ بَرِيَ وَذَلِكَ أَوْفَى الْإِيمَانِ *

৫০০৮. আবদুল হামিদ ইবন মুহাম্মদ (র) - - - - আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি; তোমাদের মধ্যে কেউ যদি কোন মন্দ কাজ দেখতে পায় আর সে তা নিজ হাতে প্রতিহত করে, তবে সে দায়িত্বমুক্ত হল। যদি তার হাতে বাধা দেওয়ার ক্ষমতা না থাকে, তাই মুখে এর বিরোধিতা করে, তবে সেও দায়িত্বমুক্ত হল। আর যে ব্যক্তি মুখে এর বিরোধিতা করার ক্ষমতা না রাখে, আর সে মনে মনে এর বিরুদ্ধাচরণ করে, সেও দায়িত্বমুক্ত হল; আর এ হলো দুর্বলতর ঈমান।

زِيَادَةُ الْإِيمَانِ

ঈমানের বৃদ্ধি পাওয়া

৫০০৯. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا مُجَادَلَةٌ أَحَدِكُمْ فِي الْحَقِّ يَكُونُ لَهُ فِي الدُّنْيَا بِأَشَدِّ مُجَادَلَةٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لِرَبِّهِمْ فِي إِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ أَدْخَلُوا النَّارَ قَالَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِخْوَانُنَا كَانُوا يُصَلُّونَ مَعَنَا وَيَصُومُونَ مَعَنَا فَأَدْخَلْتَهُمُ النَّارَ قَالَ فَيَقُولُ أَذْهَبُوا فَأَخْرِجُوا مَنْ عَرَفْتُمْ مِنْهُمْ قَالَ فَيَأْتُونَهُمْ فَيَعْرِفُونَهُمْ بِصُورِهِمْ فَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ النَّارُ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ إِلَى كَعْبَيْهِ فَيُخْرِجُونَهُمْ فَيَقُولُونَ رَبَّنَا قَدْ أَخْرَجْنَا مَنْ أَمَرْتَنَا قَالَ وَيَقُولُ أَخْرِجُوا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ وَزَنَ دِينَارٍ مِنَ الْإِيمَانِ ثُمَّ قَالَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ وَزَنُ نِصْفِ دِينَارٍ حَتَّى يَقُولَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ وَزَنُ ذَرَّةَ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَمَنْ لَمْ يُصَدِّقْ فَلْيَقْرَأْ هَذِهِ الْآيَةَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ إِلَى عَظِيمًا *

৫০০৯. মুহাম্মদ ইবন রাফে' (র) - - - - আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের পার্থিব কোন স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ঝগড়া এত তীব্র হয় না, যা মু'মিন তার দোষখী ভাইদের জন্য আল্লাহর তা'আলার সাথে করবে। তিনি বলেন, তারা বলবে : ইয়া আল্লাহ! আমাদের ভাইগণ আমাদের সাথে সালাত আদায় করতো, আমাদের সাথে রোযা রাখতো এবং আমাদের সাথে হজ্জ করতো, আর আপনি তাদেরকে দোষখে দাখিল করেছেন। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন : তোমরা গিয়ে যাকে চিনতে পার তাকে বের করে নাও। তিনি বলেন : তারা এসে তাদেরকে তাদের চেহারা দেখে চিনতে পারবে। তাদের মধ্যে এমন লোক হবে, যাকে আশুন তার পায়ের গোছার অর্ধেক পর্যন্ত ধরেছে এবং কাউকে হাঁটু পর্যন্ত, তারা তাদেরকে বের করবে এবং বলবে : হে আমাদের রব ! আপনি যাদেরকে বের করার আদেশ দিয়েছেন, আমরা তাদেরকে বের করেছি। আল্লাহ তা'আলা বলবেন : তাদেরকেও বের কর যাদের অন্তরে এক দীনার পরিমাণ ঈমান রয়েছে। এরপর বলবেন : ঐ সকল লোককেও বের কর যাদের অন্তরে অর্ধ দীনার পরিমাণ ঈমান রয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত বলবেন : এমন লোকদেরকেও বের কর যাদের অন্তরে অণু পরিমাণ ঈমান রয়েছে। আবু সাঈদ (রা)

বলেন : যার বিশ্বাস না হয়, সে এই আয়াত : **إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ** হতে শেষ পর্যন্ত পাঠ করতে পারে।^১

৫০১০. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو أُمَامَةَ ابْنُ سَهْلٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُ النَّاسَ يُغْرَضُونَ عَلَى وَعَلَيْهِمْ قُمْصٌ مِنْهَا مَايَبْلُغُ الثُّدْيُ وَمِنْهَا مَايَبْلُغُ ذُنُّ ذَلِكَ وَعُرِضَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ يَجْرُهُ قَالَ فَمَاذَا أَوَّلْتَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الدِّينُ *

৫০১০. মুহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়া ইবন আবদুল্লাহ (র) - - - আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি নিদ্রিত অবস্থায় দেখলাম, কোন কোন লোককে আমার নিকট উপস্থিত করা হচ্ছে এবং তারা সকলেই জামা পরিহিত। কারো জামা বুক পর্যন্ত, আর কারো তা অপেক্ষা নিচে। এরপর আমার নিকট উমর ইবন খাতাবকে আনা হল আর, তার গায়ে এমন একটা জামা, যা সে মাটিতে হেঁচড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তারা বললো : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আপনি এর কী ব্যাখ্যা করলেন ? তিনি বললেন : দীন।

৫০১১. أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عُمَيْسٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ آيَةٌ فِي كِتَابِكُمْ تَقْرَءُوهَا لَوْ عَلَيْنَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ نَزَلَتْ لَاتَّخَذْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيدًا قَالَ آيَةُ أَيُّ آيَةٍ قَالَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَقَالَ عُمَرُ إِنِّي لَا أَعْلَمُ الْمَكَانَ الَّذِي نَزَلَتْ فِيهِ وَالْيَوْمَ الَّذِي نَزَلَتْ فِيهِ نَزَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي عَرَافَاتٍ فِي يَوْمٍ جُمُعَةٍ *

৫০১১. আবু দাউদ (র) - - - তারিক ইবন শিহাব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ইয়াহুদী উমর ইবন খাতাবের নিকট এসে বললো : হে আমীরুল মু'মিনীন ! আপনাদের কুরআনে একটি আয়াত আছে, যা আপনারা পাঠ করে থাকেন, যদি ঐ আয়াতটি ইয়াহুদীদের উপর নাযিল হতো, তবে আমরা ঐ দিনকে ঈদের দিন হিসাবে ধার্য করতাম। তিনি বললেন : তা কোন আয়াত ? সে বললো : তা হলো **الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ** উমর (রা) বললেন : যে স্থানে, যে সময় ঐ আয়াত নাযিল হয়েছে, তা আমার জানা আছে। ঐ আয়াত রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উপর আরাফাতে শুক্রবারে নাযিল হয়।

১. “আল্লাহ তাঁর শরীক করার অপরাধ ক্ষমা করেন না। এ ছাড়া অন্যান্য অপরাধ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং যে কেউ আল্লাহর শরীক করে, সে এক মহাপাপ করে” (নিসা : ৪৮)

عَلَامَةُ الْإِيمَانِ

ঈমানের আলামত

৫০১২. أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ يَعْنَى ابْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَزُومُنْ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ *

৫০১২. হুমায়দ ইবন মাসআদা (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের মধ্যে কেউই পূর্ণ মু'মিন হবে না, যতক্ষণ না আমি তার সন্তান-সন্ততি, মাতাপিতা এবং সকল লোক হতে তার নিকট অধিক প্রিয় হই।

৫০১৩. أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ ح وَأَنْبَأَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَزُومُنْ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ وَأَهْلِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ *

৫০১৩. হুসায়ন ইবন হুরায়স (র) ও ইমরান ইবন মুসা (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ পূর্ণ মু'মিন হবে না, যে পর্যন্ত না আমি তার নিকট তার পরিবার-পরিজন এবং মাল-সম্পদ এবং সকল লোক হতে অধিক প্রিয় হই।

৫০১৪. أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عِيَّاشٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ مِمَّا حَدَّثَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هُرْمَزٍ مِمَّا ذَكَرَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ بِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَزُومُنْ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ *

৫০১৪. ইমরান ইবন বাক্কার (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ঐ সন্তার শপথ! যাঁর হাতে আমার প্রাণ! তোমাদের মধ্যে কেউ পূর্ণ ঈমানদার হবে না, যে পর্যন্ত না আমি তার নিকট তার সন্তান ও পিতা হতে অধিক প্রিয় হই।

৫০১৫. أَخْبَرَنَا اسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا النُّضْرُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَأَنْبَأَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ فِي حَدِيثِهِ إِنْ نَبَىٰ اللَّهُ ﷻ قَالَ لَا يَزُومُنْ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يُحِبَّ لَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ *

৫০১৫. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম ও হুমায়দ ইবন মাসআদা (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ পূর্ণ মু'মিন হবে না, যে পর্যন্ত না সে স্বীয় ভাইয়ের জন্য তা পছন্দ করে, যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে।

৫০১৬. أَخْبَرَنَا مُوسَى ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ حُسَيْنٍ وَهُوَ الْمُعَلَّمُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ مِنَ الْخَيْرِ *

৫০১৬. মুসা ইবন আবদুর রহমান (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রাণ যার হাতে তাঁর কসম! তোমাদের কেউ পূর্ণ মু'মিন হবে না, যে পর্যন্ত না সে নিজের ভাইয়ের জন্য সেই কল্যাণ পছন্দ করবে, যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে থাকে।

৫০১৭. أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عِيسَى قَالَ أَنْبَأَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَنْبَأَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَدِيِّ عَنْ زُرٍّ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ إِنَّهُ لَعَنَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ ﷺ إِلَى أَنَّهُ لَا يُحِبُّكَ إِلَّا مُؤْمِنٌ وَلَا يُبْغِضُكَ إِلَّا مُنَافِقٌ *

৫০১৭. ইউসুফ ইবন ইসা (র) - - - - যিরর (রা) থেকে বর্ণিত, আলী (রা) বলেছেন : আমার নিকট উম্মী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অঙ্গীকার হচ্ছে, কেবল মু'মিনই তোমাকে ভালবাসবে, আর মুনাফিকই তোমার প্রতি শত্রুতা পোষণ করবে।

৫০১৮. أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ حُبُّ الْأَنْصَارِ آيَةُ الْإِيمَانِ وَبُغْضُ الْأَنْصَارِ آيَةُ النِّفَاقِ *

৫০১৮. ইসমাইল ইবন মাসউদ (র) - - - - আনাস (রা) সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আনসারের প্রতি ভালবাসা ঈমানের আলামত আর আনসারের প্রতি শত্রুতা নিফাকের আলামত।

عَلَامَةُ الْمُنَافِقِ

মুনাফিকের আলামত

৫০১৯. أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَلِيمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ مَرْثَةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَرْبَعَةٌ مَنْ كُنْ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا أَوْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ الْأَرْبَعِ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدْعَاهَا إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ *

৫০১৯. বিশর ইবন খালিদ (র) - - - - আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তির মধ্যে চারটি অভ্যাস থাকবে, সে মুনাফিক। আর যদি ঐ চারটি অভ্যাসের একটি অভ্যাস থাকে, তবে তার মধ্যে একটি নিফাকের অভ্যাস হলো, যতক্ষণ না তা পরিত্যাগ করে : সে যখন কথা বলে, মিথ্যা বলে,

কোন ওয়াদা করলে তা খেলাফ করে, যখন কোন অঙ্গীকার করে তা ভঙ্গ করে এবং কারো সাথে ঝগড়া করার সময় গালি দেয়।

৫০২০. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَهْلٍ نَافِعُ بْنُ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ آيَةُ النِّفَاقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اتَّخَذَ خَانَ *

৫০২০. আলী ইবন হুজর (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মুনাফিকের চিহ্ন তিনটি : সে যখন কথা বলে মিথ্যা বলে, যখন ওয়াদা করে তা পূর্ণ করে না এবং তার নিকট আমানত রাখা হলে তার খিয়ানত করে।

৫০২১. أَخْبَرَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ زُرِّ بْنِ حُبَيْشٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ عَهْدُ إِلَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ لَا يُحِبَّنِي إِلَّا مُؤْمِنٌ وَلَا يُبْغِضَنِي إِلَّا مُنَافِقٌ *

৫০২১. ওয়াসিল ইবন আবদুল আ'লা (র) - - - যির ইবন হুবায়শ (র) থেকে বর্ণিত, আলী (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার নিকট অঙ্গীকার করে বলেছেন : কেবল মু'মিনই আমার সাথে মহব্বত রাখবে, আর মুনাফিকই আমার প্রতি শত্রুতা পোষণ করবে।

৫০২২. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعَافَى قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ فَهُوَ مُنَافِقٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا اتَّخَذَ خَانَ وَإِذَا أَخْلَفَ فَمَنْ كَانَتْ فِيهِ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ لَمْ تَزَلْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَتْرُكَهَا *

৫০২২. আমর ইবন ইয়াহইয়া ইবনুল-হারিস (র) - - - আবু ওয়ায়ল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ (রা) বলেছেন : যার মধ্যে তিনটি অভ্যাস থাকবে, সে মুনাফিক : যখন সে কথা বলে, তখন মিথ্যা বলে, কেউ আমানত রাখলে, খিয়ানত করে এবং যখন কোন অঙ্গীকার করে, তা ভঙ্গ করে। আর যার মধ্যে এর একটি অভ্যাস থাকবে, তার মধ্যে মুনাফিকের একটি অভ্যাস থাকবে, তা পরিত্যাগ না করা পর্যন্ত।

قِيَامُ رَمَضَانَ

রমযানে রাত জাগরণ

৫০২৩. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ قَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ *

৫০২৩. কুতায়বা (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে সওয়াবের আশায় রমযান মাসে রাত্রি জাগরণ করবে, তার পূর্ববর্তী সকল গুনাহ ক্ষমা করা হবে।

৫০২৪. ৫.২৪. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ح وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا سَمِعُ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ *

৫০২৪. কুতায়বা (র) ও হারিস ইবন মিসকীন (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে সওয়াবের আশায় রমযান মাসে রাত্রি জাগরণ করবে, তার পূর্ববর্তী সকল পাপ ক্ষমা করা হবে।

৫.২৫. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ أَسْمَاءَ قَالَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ *

৫০২৫. মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি রমযান মাসে ঈমানের সাথে সওয়াবের আশায় রাত্রি জাগরণ করবে, তার পূর্ববর্তী সকল পাপ ক্ষমা করা হবে।

قِيَامُ لَيْلَةِ الْقَدْرِ

শবে কদরে জাগরণ

৫.২৬. حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْعَثِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ *

৫০২৬. আবুল আশআস (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি রমযানে ঈমানের সাথে সওয়াব লাভের আশায় রাত্রি জাগরণ করবে, তার পূর্বকৃত সকল গুনাহ ক্ষমা করা হবে। আর যে ব্যক্তি কদরের রাতে ঈমানের সাথে সওয়াব লাভের আশায় জাগরণ করবে, তার পূর্ববর্তী সকল পাপ ক্ষমা করা হবে।

الْبُزْكَاءُ

যাকাত

৫.২৭. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَهْلٍ عَنْ

أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدٍ اللَّهِ يَقُولُ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ ثَائِرِ
الرَّأْسِ يُسْمَعُ دَوَى صَوْتِهِ وَلَا يَفْهَمُ مَا يَقُولُ حَتَّى دَنَا فَاذًا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلَامِ قَالَ لَهُ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ قَالَ هَلْ عَلَى غَيْرِ هُنَّ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَصِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ هَلْ عَلَى غَيْرِهِ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ الزَّكَاةَ فَقَالَ هَلْ عَلَى غَيْرِهَا قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ فَادْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ لَا أَزِيدُ عَلَى
هَذَا وَلَا أَنْقُصُ مِنْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ *

৫০২৭. মুহাম্মদ ইবন সালামা (র) - - - - আবু সুহায়ল তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি তালহা ইবন
উবায়দুল্লাহকে বলতে শুনেছেন : এলোমেলো চুলবিশিষ্ট নজ্দবাসী এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নিকট
উপস্থিত হলো। গুণগুণ শব্দ ব্যতীত তার কথার কিছুই শুনা যাচ্ছিল না, বুঝাও যাচ্ছিল না। সে নিকটে আসলে
বুঝা গেল যে, সে ইসলাম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন : দিবারাত্রির মধ্যে পাঁচ
ওয়াক্ত নামায। সে জিজ্ঞাসা করলো, এটা ছাড়া আমার আরও কিছু করণীয় আছে ? তিনি বললেন : না, কিন্তু ইচ্ছা
করলে নফল পড়তে পার। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : আর রমযান মাসের রোযা। সে বললো : এটা ছাড়াও কি
আমার কিছু করণীয় আছে ? তিনি বললেন : না, তবে চাইলে নফল রোযা রাখতে পার। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম
তাকে যাকাতের কথা বললেন, সে বললো : এটা ছাড়াও কি আমার কিছু করণীয় আছে ? তিনি বললেন : না,
তবে তুমি নফল সাদকা করতে পার। তারপর ঐ ব্যক্তি এই বলতে বলতে চলে গেল যে, আমি এতে কিছু
বাড়াবও না এবং এর থেকে কিছু কমাবও না, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : যদি এই ব্যক্তি সত্য বলে থাকে,
তবে সে কৃতকার্য হয়ে গেল।

الْجِهَادُ

জিহাদ

৫০২৮. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِينَاءَ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ انْتَدَبَ اللَّهُ لِمَنْ يَخْرُجُ فِي سَبِيلِهِ لَا يَخْرُجُهُ إِلَّا الْإِيمَانُ بِي
وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِي أَنَّهُ ضَامِنٌ حَتَّى أَدْخِلَهُ الْجَنَّةَ بَايِعَهُمَا كَانَ إِمَامًا بِقَتْلٍ وَإِمَامًا وَفَاءً أَوْ أَنْ
يَرُدَّهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ يَنْتَالُ مَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ *

৫০২৮. কুতায়বা (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে বলতে
শুনেছি : যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় বের হয়, আল্লাহ এই বলে তার যামিন হয়ে যান যে, তাকে আমার উপর ঈমান
এবং আমার রাস্তায় জিহাদ করা ব্যতীত আর কিছুই বের করেনি। সুতরাং আমি তাকে জান্নাতে দাখিল করব, তা
দুয়ের যেভাবেই হোক। সে যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হোক অথবা স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করুক, অথবা তাকে ঐ ঘরে
প্রত্যাবর্তন করান, যে ঘর হতে সে বের হয়েছিল; সওয়াব এবং যুদ্ধলব্ধ মালসহ।

৫০২৭. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَضَمَّنَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِهِ لَا يَخْرُجُهُ إِلَّا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِي وَإِيمَانُ بِي وَتَصَدِيقُ بِرُسُلِي فَهُوَ ضَامِنٌ أَنْ أَدْخِلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ أَرْجِعَهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ نَالَ مَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ *

৫০২৭. মুহাম্মদ ইবন কুদামা (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা ঐ ব্যক্তির যামিন হয়ে যান, যে ব্যক্তি তাঁর রাস্তায় বের হয়। আল্লাহ বলেছেন : তাকে আমার রাস্তায় জিহাদ, আমার উপর ঈমান এবং আমার রাসূলগণের উপর বিশ্বাস ছাড়া অন্যকিছু বের করেনি। আমি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাব অথবা তাকে ঐ ঘরে প্রত্যাবর্তন করাব, যে ঘর হতে সে বের হয়েছিল, সে যে সওয়াব ও গণীমতপ্রাপ্ত হয়, তাসহ।

أَدَاءُ الْخُمْسِ

খুমুস আদায় করা

৫০২৮. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَادٌ وَهُوَ ابْنُ عَبَادٍ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ وَفَدُّ عَبْدُ الْقَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا إِنَّا هَذَا الْحَيُّ مِنْ رِبِيعَةٍ وَلَسْنَا نَصِلُ إِلَيْكَ إِلَّا فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ فَمَرْنَا بِشَيْءٍ نَأْخُذُهُ عَنْكَ وَنَدْعُو إِلَيْهِ مَنْ وَرَاءَنَا فَقَالَ أَمْرُكُمْ بِأَرْبَعٍ وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ الْإِيمَانُ بِاللَّهِ ثُمَّ فَسَّرَهَا لَهُمْ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنْتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَقَامُ الصَّلَاةَ وَآيْتَاءَ الزَّكَاةِ وَأَنْ تُؤَدُّوا إِلَى خُمْسَ مَا غَنِمْتُمْ وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الدُّبَاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُقْفِيرِ وَالْمَزْفَتِ *

৫০৩০. কুতায়বা (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। আবদুল কায়স গোত্রের এক প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বললো, আমরা রবীআ গোত্রের লোক। আর আমরা 'নিষিদ্ধ মাস' ব্যতীত আপনার নিকট উপস্থিত হতে পারি না। অতএব আমাদেরকে এমন কিছু শিক্ষা দিন, যা আমরা আপনার নিকট হতে শিখে যেতে পারি এবং আমাদের অন্যান্য লোককে এর প্রতি আহবান করতে পারি। তিনি বললেন : আমি তোমাদেরকে চারটি বস্তুর প্রতি আদেশ করছি এবং চারটি বস্তু হতে নিষেধ করছি। যে চার বস্তুর আদেশ করছি, তা হলো, আল্লাহর প্রতি ঈমান। এরপর তিনি তাদের জন্য এর ব্যাখ্যা দিলেন যে, “আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই এবং আমি মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর রাসূল” এই সাক্ষ্য দেওয়া, সালাত কয়েম করা, যাকাত আদায় করা, তোমরা যে গণীমতের মাল পাও, তার পঞ্চমাংশ আমার নিকট আদায় করা। আর আমি তোমাদেরকে নিষেধ করছি দুব্বা, (কদুর খোল দ্বারা প্রস্তুত পাত্র), হান্তাম (মাটির সবুজ পাত্রবিশেষ), নাকীর (কাঠের পাত্রবিশেষ) এবং মুযাফফাত (তেলাক্ত পাত্রবিশেষ) হতে।

شَهَادَةُ الْجَنَائِزِ

জানাযায় উপস্থিত হওয়া

৫০৩১. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ سَلَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ بْنِ الْأَزْرَقِ عَنْ عَوْفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا فَصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ انْتَظَرَ حَتَّى يُوَضَعَ فِي قَبْرِهِ كَانَ لَهُ قِيرَاطَانِ أَحَدُهُمَا مِثْلُ أُحُدٍ وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ رَجَعَ كَانَ لَهُ قِيرَاطٌ *

৫০৩১. আবদুর রহমান ইবন মুহাম্মদ ইবন সাল্লাম (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে সওয়াব লাভের নিয়্যতে কোন মুসলমানের জানাযায় গমন করে এবং তার জানাযার সালাত আদায় করে, এরপর তাকে কবরে রাখা পর্যন্ত অপেক্ষা করে, সে দুই কীরাত সওয়াবপ্রাপ্ত হবে। এক কীরাত হলো উছদ পাহাড়ের সমান। আর যে ব্যক্তি সালাত আদায় করেই চলে আসে, সে এক কীরাত পাবে।

الْحَيَاءُ

লজ্জা

৫০৩২. أَخْبَرَنَا هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنُ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ ح وَالْحَرِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ أَخْبَرَنِي مَالِكٌ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ يَعْطُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ فَقَالَ دَعْنِي فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيْمَانِ

৫০৩২. হারুন ইবন আবদুল্লাহ (র) - - - - সালিম (র) তার পিতা [ইবন উমর (রা)] থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তির নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন, যে তার ভাইকে লজ্জার ব্যাপারে উপদেশ দিচ্ছিল। তিনি বললেন : তাকে ছাড়, লজ্জা ঈমানের অংশ।

الدِّينُ يُسْرُ

দীন সহজ

৫০৩৩. أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ عَنْ مَعْنُ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ هَذَا الدِّينَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا وَيَسِّرُوا وَأُسْتَعِينُوا بِالْقُدْوَةِ وَالرُّوحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدَّلْجَةِ *

৫০৩৩. আবু বকর ইবন নাকি (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : এই দীন সহজ, যে কেউ দীনের ক্ষেত্রে কঠিন পন্থা অবলম্বন করবে, সে দীন পালনে ব্যর্থ হয়ে যাবে। অতএব তোমরা সোজা পথে চল, পরিপূর্ণতার কাছাকাছি থাকতে চেষ্টা কর, সুসংবাদ দাও, সহজ পন্থা অবলম্বন কর, সকাল সন্ধ্যা এবং কিছু রাত পর্যন্ত ইবাদতে থেকে সাহায্য প্রার্থনা কর।

أَحَبُّ الدِّينِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

আল্লাহ তা'আলার নিকট পছন্দনীয় দীন

৫০৩৪. أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ يُوْسُفَ عَنْ يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا امْرَأَةٌ فَقَالَ مَنْ هَذِهِ قَالَتْ فُلَانَةٌ لَأَتْنَامُ تَذَكُّرُ مِنْ صَلَاتِهَا فَقَالَ مَنْ عَلَيْكُمْ مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ فَوَاللَّهِ لَا يَمَلُّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ حَتَّى تَمَلُّوا وَكَانَ أَحَبُّ الدِّينِ إِلَيْهِ مَا دَامَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ *

৫০৩৪. শুআয়ব ইব্ন ইউসুফ (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর নিকট আসলেন, তখন তাঁর নিকট একজন মহিলা ছিল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : এই মহিলা কে ? তিনি বললেন : অমুক মহিলা। সে ঘুমায় না। তিনি তার সালাত আদায়ের বিবরণ দিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : এরূপ করো না, অতটুকু ইবাদত করবে, যতটুকু তোমার শক্তিতে কুলায়। আল্লাহ্র শপথ! আল্লাহ তা'আলা (সওয়াব দিতে) বিমুখ হন না, যাবৎ না তোমরা অবসন্ন হয়ে পড়। আল্লাহ্র নিকট ঐ আমল সর্বোত্তম, যা সদা সর্বদা করা হয়।

الْفِرَارُ بِالدِّينِ مِنَ الْفِتَنِ

ফিতনা থেকে দীন রক্ষার্থে পলায়ন করা

৫০৩৫. أَخْبَرَنَا هَرُونَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنُ ح وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَفْصَعَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُوْشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالٍ مُسْلِمٍ غَنِمَ يَتَّبِعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ يَفْرِيْبِدِينِهِ مِنَ الْفِتَنِ *

৫০৩৫. হারুন ইব্ন আবদুল্লাহ (র) - - - - আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : বেশিদিন দূরে নয়, যখন বকরী হবে মানুষের উত্তম মাল, যা নিয়ে সে পাহাড়ের উপরে এবং যেখানে বৃষ্টির পানি জমে সেখানে চলে যাবে, আর নিজের দীনকে ফিতনা হতে রক্ষা করবে।

مَثَلُ الْمُنَافِقِ

মুনাফিকের উদাহরণ

৫০৩৬. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَثَلُ الْمُنَافِقِ كَمَثَلِ الشَّاةِ الْعَاثِرَةِ بَيْنَ الْغَنَمَيْنِ تَعِيرُ فِي هَذِهِ مَرَّةٍ وَفِي هَذِهِ مَرَّةٍ لَا تَدْرِي أَيُّهَا تَتَّبَعُ *

৫০৩৬. কুতায়বা (র) - - - - ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মুনাফিকের উদাহরণ ঐ বকরীর ন্যায়, যে দুই বকরীর পালের মধ্যস্থলে থাকে। কখনও ঐ পালের দিকে আসে, কখনও ঐ পালের দিকে যায়, সে বুঝতে পারে না, সে কোন দলের সাথে থাকবে।

مَثَلُ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مِنْ مُؤْمِنٍ وَمُتَافِقٍ

কুরআন তিলাওয়াতকারী মু'মিন ও মুনাফিক

৫০২৭. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الْأُتْرَجَةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَرِيحُهَا طَيِّبٌ وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الثَّمَرَةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَلَا رِيحَ لَهَا وَمَثَلُ الْمُتَافِقِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الرِّيحَانَةِ رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ وَمَثَلُ الْمُتَافِقِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ طَعْمُهَا مُرٌّ وَلَا رِيحَ لَهَا *

৫০৩৭. আমার ইবন আলী (র) - - - - আবু মুসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে মু'মিন কুরআন তিলাওয়াত করে তার উদাহরণ যেন কমলালেবু, এর স্বাদ ও স্বাণ উভয়ই উত্তম, আর যে মু'মিন কুরআন পড়ে না, তার উদাহরণ যেন খুরমা, যার স্বাদ উত্তম, কিন্তু কোন স্বাণ নেই। আর যে মুনাফিক কুরআন পড়ে, সে যেন রায়হানা ফুল, যার স্বাণ তো উত্তম, কিন্তু স্বাদ তিক্ত। আর যে মুনাফিক কুরআন পড়ে না সে যেন হানযালা ফল, যার স্বাদ তিক্ত আবার স্বাণও নেই।

عَلَامَةُ الْمُؤْمِنِ

মু'মিনের আলামত

৫০২৮. أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أُنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِإِخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ *

قَالَ الْقَاضِي يَعْنِي ابْنَ الْكَسَّارِ سَمِعْتُ عَبْدَ الصَّمَدِ الْبُخَارِيَّ يَقُولُ حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الَّذِي يَرَوِي عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ لَا أَعْرِفُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ سَقَطَ الْوَأْوُ مِنْ حَفْصِ بْنِ عَمْرٍو الرَّبَّالِيِّ الْمَشْهُورُ بِالرَّوَايَةِ عَنِ الْبَصْرِيِّينَ وَهُوَ ثِقَةٌ ذَكَرَهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ فِي حَدِيثِ مَنْصُورِ بْنِ سَعْدٍ فِي بَابِ صِفَةِ الْمُسْلِمِ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا أَعْلَمُ رَوَى حَدِيثَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ الْمَرْفُوعَ أَمَرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ بِزِيَادَةِ قَوْلِهِ وَاسْتَقْبَلُوا قِبَلَتَنَا وَآكَلُوا ذَبِيحَتَنَا وَصَلُّوا صَلَاتَنَا عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ الْأَعْبَدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ وَيَحْيَى ابْنَ أَيُّوبَ الْبَصْرِيِّ وَهُوَ فِي هَذَا الْجُزْءِ فِي بَابِ مَا يُقَاتِلُ النَّاسَ *

৫০৩৮. সুওয়ায়দ ইবন নাসর (র) - - - - আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের মধ্যে কেউ পূর্ণ মু'মিন হবে না, যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্য তাই পছন্দ করে, যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে।

كِتَابُ الزَّيْنَةِ

অধ্যায় : সাজসজ্জা

مِنْ السُّنَنِ الْفِطْرَةِ

স্বভাবসিদ্ধ সুন্নতসমূহ

৫০৩৭. أَخْبَرَنَا اسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَشْرَةٌ مِنَ الْفِطْرَةِ قَصُّ الشَّارِبِ وَقَصُّ الْأَظْفَارِ وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ وَإِعْفَاءُ اللَّحْيَةِ وَالسُّوَاكِ وَالْأَسْتِنْشَاقُ وَتَنْفُ الْأَبْطِ وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَأَنْتِقَاصُ الْمَاءِ قَالَ مُصْعَبٌ وَنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ الْمَضْمَضَةُ *

৫০৩৯. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : দশটি কাজ স্বভাবগত^১ : মোচ কাটা, নখ কাটা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধৌত করা, দাড়ি লম্বা করা, মিস্তওয়াক করা, নাকে পানি দেওয়া, বগলের পশম উপড়ে ফেলা, নাভির নিচের পশম কামানো, পেশাবের পর পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা এবং শৌচকর্ম করা। মুসআব ইব্ন শায়বা (রা) বলেন : আমি দশম কথটি ভুলে গেছি, সম্ভবত তা হলো কুল্লি করা।

৫০৪০. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ طَلْقًا يَذْكُرُ عَشْرَةً مِنَ الْفِطْرَةِ السُّوَاكِ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَالْأَسْتِنْشَاقُ وَأَنَا شَكَّكْتُ فِي الْمَضْمَضَةِ *

৫০৪০. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল আ'লা (র) - - - - তাল্ক (র) থেকে বর্ণিত, দশটি কাজ জন্মগত নিয়মাধীন : মিস্তওয়াক করা, মোচ কাটা, নখ কাটা, আংগুলের গাঁট ও চিপা ধৌত করা, নাভির নিচের পশম মুড়ানো, নাকে পানি দেওয়া, রাবী বলেন, আমার সন্দেহ হয় যে, তিনি কুল্লি করার কথাও বলে থাকবেন।

৫০৪১. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ عَشْرَةٌ مِنَ

১. ফিতরাত বা স্বভাবগত হওয়ার অর্থ এ কাজগুলো প্রাচীন সকল দীনের অংশ। সমস্ত নবী-রাসূল এর শিক্ষা দিয়ে গেছেন, যেন এগুলো স্বভাবেরই চাহিদা, যে কারণে কোন নবীর শিক্ষা থেকে এগুলো বাদ যায়নি।

السُّنَّةِ السَّوَاكُ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَالْمَضْمَضَةُ وَالْإِسْتِنْشَاقُ وَتَوْفِيرُ اللِّحْيَةِ وَقَصُّ الْأَظْفَارِ وَنَتْفُ الْأَبْطِ وَالْخِتَانُ وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَغَسْلُ الدُّبُرِ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَحَدِيثُ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ وَجَعْفَرِ بْنِ إِيَّاسٍ أَشْبَهُ بِالصُّوَابِ مِنْ حَدِيثِ مُصَنَّبِ بْنِ شَيْبَةَ وَمُصَنَّبِ مُنْكَرِ الْحَدِيثِ *

৫০৪১. কুতায়বা (র) - - - - তাল্ক ইবন হাবীব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : দশটি কাজ সুন্নত : মিস্ওয়াক করা, মোচ কাটা, কুল্লি করা, নাকে পানি দেওয়া, দাড়ি লম্বা করা, নখ কাটা, বগলের চুল উপড়ে ফেলা, খাৎনা করা, নাভির নিচের চুল কামানো, মলদ্বার ধোত করা।

৫০৪২. أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ بَشْرِ بْنِ هَارِثٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ الْخِتَانُ وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَنَتْفُ الضَّبْعِ وَتَقْلِيمُ الظُّفْرِ وَتَقْصِيرُ الشَّارِبِ وَقَفَهُ مَالِكٌ *

৫০৪২. হুমায়দ ইবন মাসআদা (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : পাঁচটি কাজ ফিতরাতের অন্তর্গত : খাৎনা করা, নাভির নিচের চুল কামানো, বগলের নীচের চুল উপড়ে ফেলা, নখ কাটা, মোচ কাটা।

৫০৪৩. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ تَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَنَتْفُ الْأَبْطِ وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَالْخِتَانُ *

৫০৪৩. কুতায়বা (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : পাঁচটি কাজ ফিতরাতের অন্তর্ভুক্ত : নখ কাটা, মোচ কাটা, বগলের চুল উঠিয়ে ফেলা, নাভির নিচের চুল কামানো, খাৎনা করা।

إِحْفَاءُ الشَّارِبِ

মোচ কাটা

৫০৪৪. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُلْفَةَ عَنْ بَنِي عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللَّحْيَ *

৫০৪৪. মুহাম্মদ ইবন বাশশার (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা মোচ বিলোপ করবে এবং দাড়ি লম্বা করবে।

৫০৪৫. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عُلْفَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَعْفُوا اللَّحْيَ وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ *

৫০৪৫. আমর ইবন আলী (র) - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা দাড়ি লম্বা করবে এবং গৌফ বিলোপ করবে।

৫.৬৬. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ يُونُسَ بْنَ صُهَيْبٍ يُحَدِّثُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ لَمْ يَأْخُذْ شَارِبَهُ فَلَيْسَ مِنَّا *

৫০৪৬. মুহাম্মদ ইবন আবদুল আ'লা (র) - - - - যায়দ ইবন আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি মোচ কাটে না, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।

الرُّخَصَةُ فِي حَلْقِ الرَّأْسِ

মাথা মুড়ানোর অনুমতি

৫.৬৭. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى صَبِيًّا حَلَقَ بَعْضَ رَأْسِهِ وَتَرَكَ بَعْضَ فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ اخْلِقُوهُ كُلَّهُ أَوْ اتْرُكُوهُ كُلَّهُ *

৫০৪৭. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র) - - - - ইবন উমর (রা) হতে বর্ণিত। নবী ﷺ একটি ছেলেকে দেখলেন যে, তার মাথার কিছু অংশ মুণ্ডিত আর কিছু অংশ অমুণ্ডিত। তিনি এইরূপ করতে নিষেধ করে বললেন : তোমরা হয় পূর্ণ মাথা মুড়াবে অথবা পূর্ণ মাথায় চুল রাখবে।

النَّهْيُ عَنْ حَلْقِ الْمَرْأَةِ رَأْسَهَا

নারীর মাথার চুল মুণ্ডন করা নিষেধ

৫.৬৮. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْحَرَشِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خِلَاسٍ عَنْ عَلِيٍّ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تَحْلُقَ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا *

৫০৪৮. মুহাম্মদ ইবন মূসা হারাসী (র) - - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ নারীদের মাথা মুণ্ডন করতে নিষেধ করেছেন।

النَّهْيُ عَنِ الْقَزَعِ

মাথার কিছু অংশ মুণ্ডন করে কিছু অংশে চুল রেখে দেয়া

৫.৬৯. أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ أَبِي الرَّجَالِ عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ نَهَانِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنِ الْقَزَعِ *

৫০৪৯. ইমরান ইবন ইয়াযীদ (র) - - - আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ তাআলা আমাকে কাযা করতে (অর্থাৎ মাথার কিছু অংশ মুগুন করে কিছু অংশে চুল রাখতে) নিষেধ করেছেন।

৫০৫০. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْقَزَعِ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدِيثُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشِيرٍ أَوْلَى بِالصَّوَابِ *

৫০৫০. আহমদ ইবন সুলায়মান (র) - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাযা করতে (মাথার কিছু অংশ মুগুন করে কিছু অংশে চুল রাখতে) নিষেধ করেছেন।

الْأَخْذُ مِنَ الشَّارِبِ

গোঁফ কাটা

৫০৫১. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ أَخُو قَبِيصَةَ وَمُعَاوِيَةَ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَلِيْ شَعْرٌ فَقَالَ ذُبَابٌ فَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَغْنِينِي فَأَخَذْتُ مِنْ شَعْرِي ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَقَالَ لِي لَمْ أَعْنِكَ وَهَذَا أَحْسَنُ *

৫০৫১. মাহমুদ ইবন গায়লান (র) - - - ওয়ায়ল ইবন হুজর (রা) বলেন, আমি আমার মাথাভরা চুল নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আসলে তিনি বললেন : শুভ ! আমি মনে করলাম, তিনি আমাকে বলছেন। আমি সুতরাং চুল কেটে ফেললাম। তারপর আবার তাঁর নিকট গেলে তিনি বললেন : আমি তো তোমাকে বলিনি। তবে এটা উত্তম।

৫০৫২. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ شَعْرُ النَّبِيِّ ﷺ شَعْرًا رَجُلًا لَيْسَ بِالْجَعْدِ وَلَا بِالسَّبْطِ بَيْنَ أُذُنَيْهِ وَعَاتِقَيْهِ *

৫০৫২. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র) - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চুল ছিল মধ্যম রকমের, অত্যধিক সোজাও না, আর অধিক কৌকড়াও না।

৫০৫৩. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ دَاوُدَ الْأَوْدِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمَيْرِيِّ قَالَ لَقِيتُ رَجُلًا صَحِبَ النَّبِيَّ ﷺ كَمَا صَحِبَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ أَرْبَعَ سِنِينَ قَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَمْتَشِطَ أَحَدُنَا كُلَّ يَوْمٍ *

১. কোন কোন মুদ্রণে আছে 'أَخْذُ الشَّعْرِ' 'চুল কাটা' এবং সেটা এ পরিচ্ছেদে বর্ণিত হাদীসসমূহের সাথে সংগতিপূর্ণ নয়।

৫০৫৩. কুতায়বা (র) - - - - হুমায়দ ইবন আবদুর রহমান হিমইয়ারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এমন এক ব্যক্তির সাথে, আমার সাক্ষাত হলো, যিনি আবু হুরায়রা (রা)-এর মত চার বছর রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সংসর্গ লাভ করেছিলেন। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে রোজ চিরুণী করতে নিষেধ করেছেন।

التَّرْجُلُ غِبًا

বিরতি দিয়ে চিরুণী করা

৫০৫৪. অখবরনা আলী بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغْفَلٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ التَّرْجُلِ إِلَّا غِبًا *

৫০৫৪. আলী ইবন হুজর (র) - - - - আবদুল্লাহ ইবন মুগাফফাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বিরতি ছাড়া চিরুণী করতে নিষেধ করেছেন।

৫০৫৫. অখবরনা مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ التَّرْجُلِ إِلَّا غِبًا *

৫০৫৫. মুহাম্মদ ইবন বাশশার (র) - - - - হাসান (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিরতি না দিয়ে চিরুণী করতে নিষেধ করেছেন।

৫০৫৬. অখবরনা قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ قَالَا التَّرْجُلُ غِبًا *

৫০৫৬. কুতায়বা (র) - - - - হাসান এবং মুহাম্মদ (র) থেকে বর্ণিত যে, তারা বলেন : চিরুণী করতে হবে বিরতি দিয়ে দিয়ে।

৫০৫৭. অখবরনা إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ كَهْمَسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ كَانَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ عَامِلًا بِمِصْرَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَإِذَا هُوَ شَعِثُ الرَّأْسِ مُشْعَانٌ قَالَ مَالِي أَرَأَيْكَ مُشْعَانًا وَأَنْتَ أَمِيرٌ قَالَ كَانَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ يَنْهَانَا عَنِ الْإِرْفَاءِ قُلْنَا وَمَا الْإِرْفَاءُ قَالَ التَّرْجُلُ كُلُّ يَوْمٍ *

৫০৫৭. ইসমাইল ইবন মাসউদ (র) - - - - আবদুল্লাহ ইবন শাকীক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী ﷺ -এর এক সাহাবী মিসরের শাসক ছিলেন। তাঁর এক সঙ্গী তাঁর নিকট এসে দেখলো যে, তাঁর চুল এলোমেলা রয়েছে। তিনি বললেন : আপনার চুল এলোমেলা কেন? অথচ আপনি একজন শাসক? তিনি বললেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে 'ইরফাহ' করতে নিষেধ করেছেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম : 'ইরফাহ' কী? তিনি বললেন : প্রতিদিন চিরুণী করা।

الْتِيَامُنُ فِي التَّرْجُلِ

ডানদিক হতে চিরুণী করা

৫০৫৮. অখবরনা مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ عَنْ أَشْعَثِ بْنِ أَبِي

الشَّعْفَاءِ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُحِبُّ التِّيَامُنَ يَأْخُذُ بِيَمِينِهِ وَيُعْطِي بِيَمِينِهِ وَيُحِبُّ التِّيْمُنَ فِي جَمِيعِ أُمُورِهِ *

৫০৫৮. মুহাম্মদ ইব্ন মা'মার (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ডানদিক হতে আরম্ভ করাকে পছন্দ করতেন। তিনি ডান হাতে গ্রহণ করতেন, ডান হাতে দান করতেন, প্রত্যেক অবস্থায় তিনি ডানদিক হতে আরম্ভ করা পছন্দ করতেন।

اتِّخَاذُ الشَّعْرِ

মাথায় লম্বা চুল রাখা

৫০৫৯. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعَاوِيُّ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَحْسَنَ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَجُمُئُهُ تَضْرِبُ مَنْكِبَيْهِ *

৫০৫৯. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন আম্মার (র) - - - - বারা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি একজোড়া লাল কাপড়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে অধিক সুন্দর আর কাউকে দেখিনি। আর তাঁর মাথার চুল কাঁধ স্পর্শ করত।

৫০৬০. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ شَعْرُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى أَنْصَافِ أُذُنَيْهِ *

৫০৬০. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর মাথার চুল কানের অর্ধেক পর্যন্ত পড়তো।

৫০৬১. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ حَدَّثَنِي الْبَرَاءُ قَالَ مَا رَأَيْتُ رَجُلًا أَحْسَنَ فِي حُلَّةٍ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ وَرَأَيْتُ لَهُ لِمَةً تَضْرِبُ قَرِيبًا مِنْ مَنْكِبَيْهِ *

৫০৬১. আবদুল হামিদ ইব্ন মুহাম্মদ (র) - - - - বারা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি একজোড়া কাপড়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপেক্ষা বেশি সুন্দর কাউকে দেখিনি, তাঁর চুল কাঁধের নিকটবর্তী থাকতো।

الذُّوَابَةُ

চুলের ঝুঁটি

৫০৬২. أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ الْأَعْمَشِ

عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ هُبَيْرَةَ بْنِ يَرِيمَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ عَلَى قِرَاءَةِ مَنْ تَأْمُرُونِي أَقْرَأُ لَقَدْ قَرَأْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِضْعًا وَسَبْعِينَ سُورَةً وَإِنْ زَيْدٌ لَصَاحِبٌ ذَوَابْتَيْنِ يَلْعَبُ مَعَ الصَّبْيَانِ *

৫০৬২. হাসান ইবন ইসমাঈল (র) - - - - হুযায়রাহ ইবন ইয়াসীম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) বলেন : তোমরা আমাকে কার মত করে কুরআন পড়তে বল, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট সত্তর-এরও অধিক সূরা পাঠ করেছি। যখন যায়দ (রা)-এর মাথায় দু'টি চুলের ঝুঁটি ছিল, আর সে ছেলেদের সাথে খেলাধুলা করত (তোমরা আমাকে সেই সেদিনের যায়দের মত করে পড়তে বলছ) ?

৫০৬৩. أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو شَهَابٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ قَالَ خَطْبَنَا ابْنُ مَسْعُودٍ فَقَالَ كَيْفَ تَأْمُرُونِي أَقْرَأُ عَلَى قِرَاءَةِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ بَعْدَ مَا قَرَأْتُ مِنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِضْعًا وَسَبْعِينَ سُورَةً وَإِنْ زَيْدٌ مَعَ الْغُلَامِ لَهُ ذَوَابْتَانِ *

৫০৬৩. ইব্রাহীম ইবন ইয়াকুব (র) - - - - আবু ওয়ায়ল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবন মাসউদ (রা) আমাদের লক্ষ্য করে ভাষণ দিলেন। তাতে তিনি বললেন : তোমরা আমাকে যায়দ ইবন সাবিত (রা)-এর মত কুরআন পড়তে বলছ কি করে ? অথচ আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুখ থেকে শুনে সত্তরেরও অধিক সূরা পাঠ করেছি, যায়দ (রা) তখন ছেলেদের সাথে চলাফেরা করতো এবং তার মাথায় ছিল দু'টি চুলের ঝুঁটি (অর্থাৎ সে তখন নিতান্তই শিশু)।

৫০৬৪. أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُسْتَمِرِّ الْعَرَقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا غَسَّانُ بْنُ الْأَغَرِّ بْنِ حُصَيْنِ النَّهْشَلِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عَمِّي زِيَادُ بْنُ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَمَّا قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَذَنْ مِنْي قَدْ دَنَا مِنْهُ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى ذَوَابْتِهِ ثُمَّ أَجْرَى يَدَهُ وَسَمِعَتْ عَلَيْهِ وَدَعَا لَهُ *

৫০৬৪. ইব্রাহীম ইবন মুস্তামির উরকী (র) - - - - হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যখন তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট মদীনায়া আগমন করলেন, তখন তিনি বললেন : তুমি আমার নিকটবর্তী হও। তিনি তার নিকটবর্তী হলে তিনি তাঁর মাথার চুল গুচ্ছে হাত বুলালেন এবং আল্লাহর নাম নিয়ে দু'আ করলেন।

تَطْوِيلُ الْجُمَةِ

চুল লম্বা করা

৫০৬৫. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا قَاسِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ

أَبِيهِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَلِيَّ جُمُعَةٍ قَالَ ذُبَابٌ وَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَعْنِينِي فَأَنْطَلَقْتُ فَأَخَذْتُ مِنْ شَعْرِي فَقَالَ إِنِّي لَمْ أَغْنِكَ وَهَذَا أَحْسَنُ *

৫০৬৫. আহমদ ইবন হারব (র) - - - - ওয়ায়ল ইবন হুজর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর নিকট উপস্থিত হলাম, তখন আমার মাথায় ছিল লম্বা চুল। তিনি বললেন : কুলক্ষণ। আমি মনে করলাম, তিনি আমাকে বলছেন। আমি গিয়ে চুল ছোট করেছিলাম। তিনি বললেন : আমি তো তোমাকে বলিনি, তবে এটা উত্তম।

عَقْدُ اللَّحِيَةِ

দাড়িতে গিঁট লাগানো

৫. ৬৬. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ حَيَوَةَ بْنِ شُرَيْعٍ وَذَكَرَ آخَرَ قَبْلَهُ عَنْ عِيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ الْقَتَبَانِيِّ أَنَّ شَيْمَ بْنَ بَيْتَانَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رُوَيْفِعَ بْنَ ثَابِتٍ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَارُوَيْفِعُ لَعَلَّ الْحَيَاةَ سَتَطُولُ بِكَ بَعْدِي فَأَخْبِرِ النَّاسَ أَنَّهُ مَنْ عَقَدَ لِحْيَتَهُ أَوْ تَقَلَّدَ وَتَرَأَ أَوْ اسْتَنْجَى بِرَجِيعٍ دَابَّةٍ أَوْ عَظْمٍ فَإِنَّ مُحَمَّدًا بَرِيءٌ مِنْهُ *

৫০৬৬. মুহাম্মদ ইবন সালামা (র) - - - - রুয়ায়ফি ইবন সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, হে রুয়ায়ফি, হয়তো তুমি আমার পর দীর্ঘদিন বেঁচে থাকবে, তুমি লোকদেরকে বলে দিবে : যে ব্যক্তি দাড়িতে গিঁট দিবে বা ধনুকের ছিলা দ্বারা পশুর গলা বাঁধবে বা পশুর গোবর বা হাঁড় দ্বারা ইস্তিজা করবে, তার সাথে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর কোন সম্পর্ক নেই।

النَّهْيُ عَنْ نَتْفِ الشَّيْبِ

সাদা চুল উঠানো নিষেধ

৫. ৬৭. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ نَتْفِ الشَّيْبِ *

৫০৬৭. কুতায়বা (র) - - - - আমর ইবন শু'আয়ব (রা) তাঁর পিতার মাধ্যমে তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাদা চুল উঠাতে নিষেধ করেছেন।

الْإِذْنُ بِالْخِصَابِ

খিষাব লাগানোর অনুমতি

৫. ৬৮. أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمِّي قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنْ

ابْنِ شِهَابٍ قَالَ قَالَ أَبُو سَلَمَةَ إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ح وَأَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى لَا تَصْبُغُ فَخَالَفُوهُمْ *

৫০৬৮. উবায়দুল্লাহ ইবন সা'দ ইবন ইবরাহীম (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ইয়াহুদী ও নাসারা খিযাব লাগায় না, অতএব তোমরা তাদের বিরোধিতা করবে।

৫০৬৯. অখবরনা ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৫০৬৯. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৫০৭০. অখবরনি হুসাইন ইবন হুরাইম (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ইয়াহুদী ও নাসারা খিযাব লাগায় না, তোমরা তাদের বিরোধিতা করবে এবং খিযাব লাগাবে।

৫০৭১. অখবরনা আলী ইবন খাশরাম (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ইয়াহুদী ও নাসারা খিযাব লাগায় না, তোমরা তাদের বিরোধিতা করবে এবং খিযাব লাগাবে।

৫০৭২. অখবরনি উসমান ইবন আবদুল্লাহ (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : দাড়ি-চুলের শুভ্রতাকে পরিবর্তন কর, আর ইয়াহুদের অনুকরণ করো না।

৫০৭২. অখবরনি উসমান ইবন আবদুল্লাহ (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : দাড়ি-চুলের শুভ্রতাকে পরিবর্তন কর, আর ইয়াহুদের অনুকরণ করো না।

৫০৭২. অখবরনি উসমান ইবন আবদুল্লাহ (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : দাড়ি-চুলের শুভ্রতাকে পরিবর্তন কর, আর ইয়াহুদের অনুকরণ করো না।

৫০৭২. অখবরনি উসমান ইবন আবদুল্লাহ (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : দাড়ি-চুলের শুভ্রতাকে পরিবর্তন কর, আর ইয়াহুদের অনুকরণ করো না।

৫০৭৩. أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَخْلَدٍ بْنُ الْحُسَيْنِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كُنَاسَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الزُّبَيْرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ غَيِّرُوا الشَّيْبَ وَلَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ وَكِلَاهُمَا غَيْرُ مَحْفُوظٍ *

৫০৭৩. হুমায়দ ইবন মাখলাদ ইবন হুসায়ন (র) - - - - - যুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেন : তোমরা বার্বাক্যজনিত শুভ্রতাকে পরিবর্তন কর এবং ইয়াহুদীদের অনুকরণ করো না।

সাজসজ্জা ও
আলোচনা
৩৯ পাতা

النَّهْيُ عَنِ الْخِضَابِ بِالسَّوَادِ

কালো খিষাব লাগানো নিষেধ

৫০৭৪. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَلِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ ابْنُ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَهُ أَنَّهُ قَالَ قَوْمٌ يَخْضِبُونَ بِهَذَا السَّوَادِ آخِرَ الزَّمَانِ كَحَوَاصِلِ الْحَمَامِ لَا يَرِيحُونَ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ *

৫০৭৪. আবদুর রহমান ইবন আবদুল্লাহ হালাবী (র) - - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ বলেছেন : শেষ যমানায় এমন কতক লোক হবে, যারা কবুতরের বুকের মত কালো খিষাব লাগাবে, তারা বেহেশতের গন্ধও পাবে না।

সাজসজ্জা ও
আলোচনা
৩৯ পাতা

৫০৭৫. أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ أَتَى بِأَبِي قُحَافَةَ يَوْمَ فَتَحَ مَكَّةَ وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ كَالثَّغَامَةِ بَيَاضًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ غَيِّرُوا هَذَا بِشَيْءٍ وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ *

৫০৭৫. ইউনুস ইবন আবদুল আ'লা (র) - - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : মক্কা বিজয়ের দিন আবু কুহাফাকে আনা হলে তাঁর মাথা সাগামা (সাদা রঙের ফল বিশেষ)-এর মত সাদা ছিল। রাসূলুল্লাহ বললেন : এই রংকে কোন কিছু দ্বারা পরিবর্তিত করে দাও কিন্তু কালো রং দ্বারা নয়।

সাজসজ্জা ও
আলোচনা
৩৯ পাতা

النَّهْيُ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ

মেহেদী ও কাতাম দ্বারা খিষাব লাগানো

৫০৭৬. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا بِهِ أَبِي عَنْ غِيلَانَ عَنْ أَبِي اسْحَقَ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَفْضَلُ مَا غَيَّرْتُمْ بِهِ الشَّمْطَ الْحِنَّاءُ وَالْكَتَمُ *

৫০৭৬. মুহাম্মদ ইবন মুসলিম (র) - - - - আবু যর (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন : তোমরা যে সকল বস্তু দ্বারা বার্ষিক্যজনিত শুভতাকে পরিবর্তন করে থাক, এর মধ্যে উত্তম হলো মেহেদী এবং কাতাম।^১

৫০৭৭. أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْأَجَلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ الدِّيَلِيِّ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ أَحْسَنَ مَا غَيَّرْتُمْ بِهِ الشَّيْبَ الْحِنَاءُ وَالْكُتْمُ *

৫০৭৭. ইয়াকুব ইবন ইব্রাহীম (র) - - - - আবু যর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা যে সকল বস্তু দ্বারা বার্ষিক্যের শুভতাকে পরিবর্তন করে থাক তার মধ্যে মেহেদী এবং কাতাম সর্বোত্তম।

৫০৭৮. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَشْعَثَ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَيْسَى قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْأَجَلِ فَلَقِيتُ الْأَجَلَ فَحَدَّثَنِي عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ الدِّيَلِيِّ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ إِنَّ مِنْ أَحْسَنِ مَا غَيَّرْتُمْ بِهِ الشَّيْبَ الْحِنَاءُ وَالْكُتْمُ *

৫০৭৮. মুহাম্মদ ইবন আবদুর রহমান ইবন আশ'আস (র) - - - - আবু যর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -কে বলতে শুনেছি : তোমরা যা দিয়ে বার্ষিক্যের শুভতাকে পরিবর্তন করে থাক, এর মধ্যে উত্তম হলো মেহেদী এবং কাতাম উত্তম।

৫০৭৯. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَثَرٌ عَنِ الْأَجَلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ الدِّيَلِيِّ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ أَحْسَنَ مَا غَيَّرْتُمْ بِهِ الشَّيْبَ الْحِنَاءُ وَالْكُتْمُ خَالَفَهُ الْجُرَيْرِيُّ وَكُفَّهَسَ *

৫০৭৯. কুতায়বা (র) - - - - আবু যর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা যত কিছু দ্বারা বার্ষিক্যের শুভতাকে পরিবর্তন করে থাক, তন্মধ্যে উত্তম হলো মেহেদী এবং কাতাম।

৫০৮০. أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعُودَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ أَحْسَنَ مَا غَيَّرْتُمْ بِهِ الشَّيْبَ الْحِنَاءُ وَالْكُتْمُ *

৫০৮০. হুমায়দ ইবন মাসআদা (র) - - - - আবদুল্লাহ ইবন বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা যে সকল বস্তু দ্বারা বার্ষিক্যের শুভতাকে পরিবর্তন করে থাক, তন্মধ্যে মেহেদী এবং কাতাম সর্বোত্তম।

৫০৮১. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ كُفَّهَسًا يُحَدِّثُ عَنْ

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ أَحْسَنَ مَا غَيَّرْتُمْ بِهِ الشَّيْبَ الْحِنَاءُ وَالْكُتْمُ *

৫০৮১. মুহাম্মদ ইবন আবদুল আলা (র) - - - - আবদুল্লাহ ইবন বুরায়দা থেকে বর্ণিত, তাঁর নিকট সংবাদ পৌছেছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যা দ্বারা তোমরা বার্ধক্যের গুণতাকে পরিবর্তন করে থাক, তন্মধ্যে মেহেদী এবং কাতাম উত্তম।

৫০৮২. অখবরনা মুহম্মদু বনু বশার, قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ إِيَادِ بْنِ لَقِيطٍ عَنْ أَبِي رِمَّةٍ قَالَ أَتَيْتُ أَنَا وَأَبَى النَّبِيَّ ﷺ وَكَانَ قَدْ لَطَخَ لِحْيَتَهُ بِالْحِنَاءِ *

৫০৮২. মুহাম্মদ ইবন বাশশার (র) - - - - আবু রিমসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এবং আমার পিতা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নিকট এমন সময় আসলাম, যখন তিনি তাঁর দাড়িতে মেহেদী লাগিয়েছেন।

৫০৮৩. অখবরনা عمرو বনু علی, قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ إِيَادِ بْنِ لَقِيطٍ عَنْ أَبِي رِمَّةٍ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَرَأَيْتُهُ قَدْ لَطَخَ لِحْيَتَهُ بِالصُّفْرَةِ *

৫০৮৩. আমর ইবন আলী (র) - - - - আবু রিমসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নিকট আগমন করে তাঁর দাড়ি হলুদ রং-এ রঞ্জিত দেখলাম।

الْخِضَابُ بِالصُّفْرَةِ

হলুদ রঙের খিযাব

৫০৮৪. অখবরনা يعقوبُ بْنُ إِبرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يُصْفِّرُ لِحْيَتَهُ بِالْخُلُقِ فَقُلْتُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّكَ تُصْفِّرُ لِحْيَتَكَ بِالْخُلُقِ قَالَ إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصْفِّرُ بِهَا لِحْيَتَهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِنَ الصَّبْغِ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْهَا وَلَقَدْ كَانَ يُصْبِغُ بِهَا ثِيَابَهُ كُلَّهَا حَتَّى عِمَامَتَهُ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَهَذَا أَوْلَى بِالصُّوَابِ مِنْ حَدِيثِ قُتَيْبَةَ *

৫০৮৪. ইয়াকুব ইবন ইব্রাহীম (র) - - - - যায়দ ইবন আসলাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি ইবন উমর (রা)-কে দেখলাম তিনি তাঁর দাড়ি খালুক^১ নামক সুগন্ধি দ্বারা রঞ্জিত করেছেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম : হে আবু আবদুর রহমান ! আপনি আপনার দাড়ি খালুক দ্বারা রঞ্জিত করেছেন ? তিনি বললেন : আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে এর দ্বারা তাঁর দাড়ি রঞ্জিত করতে দেখেছি। তাঁর নিকট এর চাইতে অধিক কোন রং পছন্দনীয় ছিল না। তিনি এর দ্বারা তাঁর সকল কাপড় রং করতেন, এমনকি তাঁর পাগড়িও।

৫০৮৫. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ سَأَلَهُ هَلْ خَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ إِنَّمَا كَانَ شَيْءٌ فِي صُدْغِهِ *

৫০৮৫. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র) - - - - আনাস (রা) হতে বর্ণিত, কাতাদা (রা) তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি খিযাব লাগিয়েছিলেন ? তিনি বললেন : না, তাঁর খিযাব-এর প্রয়োজনই হয়নি। তাঁর তো কেবল কান সংলগ্ন চুলেই কিছুটা পাক ধরেছিল।

৫০৮৬. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَكُنْ يَخْضِبُ إِنَّمَا كَانَ الشَّمْطُ عِنْدَ الْعُنْفَقَةِ يَسِيرًا وَفِي الصُّدْغَيْنِ يَسِيرًا وَفِي الرَّأْسِ يَسِيرًا *

৫০৮৬. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খিযাব লাগাতেন না। তাঁর শুভ্রতা কিছু ছিল অধর-সংলগ্ন চুলে, কিছু কানের নিকট আর কিছু মাথায়।

৫০৮৭. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ الرُّكَيْنِ يُحَدِّثُ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَكْرَهُ عَشْرَ خِصَالٍ الصُّفْرَةَ يَعْنِي الْخُلُقَ وَتَغْيِيرَ الشَّيْبِ وَجَرَّ الْأَزَارِ وَالتَّخْتُمَ بِالذَّهَبِ وَالضَّرْبَ بِالْكَعَابِ وَالتَّبَرُّجَ بِالزَّيْنَةِ لِغَيْرِ مَحَلِّهَا وَالرُّقَى إِلَّا بِالْمُعَوِّذَاتِ وَتَعْلِيْقَ التَّمَائِمِ وَعَزْلَ الْمَاءِ بِغَيْرِ مَحَلِّهِ وَأَفْسَادَ الصَّبِيِّ غَيْرَ مُحَرَّمِهِ *

৫০৮৭. মুহাম্মদ ইবন আবদুল আ'লা (র) - - - - আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দশটি কাজ অপসন্দ করতেন : ১. খালুক ব্যবহার করা; ২. বার্ষিকের শুভ্রতাকে পরিবর্তন করা; ৩. লুঙ্গি মাটিতে টেনে হেঁচড়ে চলা; ৪. সোনার আংটি পরিধান করা; ৫. দাবা খেলা; ৬. বেগানা পুরুষের সামনে সৌন্দর্য প্রকাশ করা; ৭. মুআওবিয়াত^১ ব্যতীত অন্য কিছু দ্বারা ঝাড়-ফুক করা; ৮. তাবিজ ঝুলানো; ৯. অপাত্রে বীর্যপাত করা এবং ১০. শিশুর ক্ষতি করা (অর্থাৎ স্তন্যদানকারিণী স্ত্রীর সাথে সহবাস করা। কেননা তখন গর্ভসঞ্চর হলে শিশু দুধ পাবে না)। তবে তিনি একে হারাম করেনি।

الْخِضَابُ لِلنِّسَاءِ

নারীদের জন্য খিযাব

৫০৮৮. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْلَى بْنُ أَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُطِيعُ بْنُ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا صَفِيَّةُ بِنْتُ عِصْمَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ امْرَأَةً مَدَّتْ يَدَهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بَكْتَابٍ فَقَبِضَ

يَدُهُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَدَدْتُ يَدِي إِلَيْكَ بِكِتَابٍ فَلَمْ تَأْخُذْهُ فَقَالَ إِنِّي لَمْ أَدْرِ أَيْدُ امْرَأَةٍ هِيَ أَوْ رَجُلٍ قَالَتْ بَلْ يَدُ امْرَأَةٍ قَالَ لَوْ كُنْتُ امْرَأَةً لَغَيَّرْتُ أَظْفَارَكَ بِالْحِنَاءِ *

৫০৮৮. আমর ইবন মানসূর (র) - - - - আয়েশা (রা) বর্ণিত, এক নারী একটা পত্র দেওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ -এর দিকে হাত প্রসারিত করলে, তিনি তাঁর হাত সংকুচিত করলেন। ঐ নারী বললো : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমি আপনার দিকে পত্র এগিয়ে দিলাম আর আপনি তা গ্রহণ করলেন না ! তিনি বললেন : এটা কি পুরুষের হাত, না নারীর হাত, তা আমি বুঝতে পারিনি। তিনি বললেন : যদি তুমি নারী হতে তা হলে তোমার হাতের নখসমূহ মেহেদীর দ্বারা রাঙাতে।

كَرَاهِيَةُ رِيحِ الْحِنَاءِ

মেহেদীর গন্ধ অপছন্দ

৫০৮৯. أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو زَيْدٍ سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلَىُّ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ سَمِعْتُ كَرِيمَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ سَأَلَتْهَا امْرَأَةٌ عَنِ الْخَضَابِ بِالْحِنَاءِ قَالَتْ لَابَّاسَ بِهِ وَلَكِنْ أَكْرَهُ هَذَا لِأَنَّ حَبِيَّ ﷺ كَانَ يَكْرَهُ رِيحَهُ تَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ *

৫০৮৯. ইব্রাহীম ইবন ইয়াকুব (র) - - - - আয়েশা (রা)-এর নিকট এক নারী মেহেদীর রং সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন : এতে কোন ক্ষতি নেই। কিন্তু আমি অপছন্দ করি। কেননা আমার প্রিয়তম ﷺ এর গন্ধ অপছন্দ করতেন।

النَّتْفُ

সাদা চুল উৎপাটন করা

৫০৯০. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي وَأَبُو الْأَسْوَدِ النَّضْرُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ قَالَا حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ عَنْ عِيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ الْقِتْبَانِيِّ عَنْ الْحُصَيْنِ الْهَيْثَمِيِّ بْنِ شَفَى وَقَالَ أَبُو الْأَسْوَدِ شَفَى إِنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ خَرَجْتُ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي يُسَمَّى أَبَاعَامِرَ رَجُلٌ مِنَ الْمُعَافِرِ لِنُصَلَّى بِإِيلِيَاءَ وَكَانَ قَاصَهُمْ رَجُلًا مِنَ الْأَزْدِ يُقَالُ لَهُ أَبُو رِيحَانَةَ مِنَ الصَّحَابَةِ قَالَ أَبُو الْحُصَيْنِ فَسَبَقَنِي صَاحِبِي إِلَى الْمَسْجِدِ ثُمَّ أَدْرَكْتُهُ فَجَلَسْتُ إِلَى جَنْبِهِ فَقَالَ هَلْ أَدْرَكْتَ قَصَصَ أَبِي رِيحَانَةَ فَقُلْتُ لَا فَقَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ عَشْرِ عَنِ الْوَشْرِ وَالْوَشْمِ وَالنَّتْفِ وَعَنْ مُكَامَعَةَ الرَّجُلِ الرَّجُلَ بِغَيْرِ شِعَارٍ وَعَنْ مُكَامَعَةَ الْمَرْأَةِ الْمَرْأَةَ بِغَيْرِ شِعَارٍ وَأَنْ يَجْعَلَ الرَّجُلُ أَسْفَلَ ثِيَابِهِ حَرِيرًا مِثْلَ الْأَعَاجِمِ أَوْ

يَجْعَلُ عَلَىٰ مَنْكِبَيْهِ حَرِيرًا أَمْثَالَ الْأَعَاجِمِ وَعَنِ النَّهْبَىٰ وَعَنْ رُكُوبِ الثُّمُورِ وَلِبُؤُسِ
الْخَوَاتِيمِ إِلَّا لِذِي سُلْطَانٍ *

৫০৯০. আবদুর রহমান ইবন আবদুল্লাহ ইবন আবদুল হাকাম (র) - - - - আবুল হুসায়ন ইবন হায়সাম ইবন শুআয়ব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এবং ইয়ামানের মাআফির নামক স্থানের বাসিন্দা আবু আমির নামক আমার এক বন্ধু বায়তুল মুকাদ্দাসে সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে বের হলাম। সেখানে উপদেশদাতা বা বক্তা ছিলেন সাহাবী আবু রায়হানা, যিনি আযদ গোত্রের লোক। আবু হুসায়ন বলেন, আমার সফরসঙ্গী আমার আগে মসজিদে গমন করলেন, আমি পরে গিয়ে তাঁকে পেলাম এবং তাঁর পাশেই বসলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন : তুমি কি আবু রায়হানার ওয়ায শুনতে পেয়েছে? আমি বললাম : না। তিনি বললেন : আমি তাঁকে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ দশটি জিনিস নিষেধ করেছেন : (যুবতী সাজার জন্য) দাঁত ঘষে চিকন করা, শরীরে উক্কি আঁকা, সাদা চুল উৎপাটন করা, বিবস্ত্র অবস্থায় এক চাদরের নিচে এক পুরুষের সংগে অন্য পুরুষের শয়ন করা, অনুরূপ কোন মহিলার অন্য মহিলার সঙ্গে এক চাদরের নিচে শয়ন করা, অনারবদের মত কোন ব্যক্তির পোশাকের নিচের দিকে রেশম ব্যবহার করা অথবা কাঁধে রেশম ব্যবহার করা, দৌড়ে বাজী ধরা, চিতাবাঘের চামড়া ব্যবহার করা, ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কারো আংটি ব্যবহার করা।

وَصَلُّ الشَّعْرَ بِالْخِرْقِ

চুলে জোড়া লাগানো

৫০৯১. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ مُعَاوِيَةَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الزُّورِ *

৫০৯১. মুহাম্মদ ইবন আবদুল আ'লা (র) - - - - মুআবিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজ চুলে অন্যের চুল যোজনার মিথ্যাচার করতে নিষেধ করেছেন।

৫০৯২. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ قَالَ رَأَيْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى الْمَنْبَرِ وَمَعَهُ فِي يَدِهِ كُبَّةٌ مِنْ كُتُبِ النِّسَاءِ شَعْرٍ فَقَالَ مَا بَالُ الْمُسْلِمَاتِ يَصْنَعْنَ مِثْلَ هَذَا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَادَتْ فِي رَأْسِهَا شَعْرًا لَيْسَ مِنْهُ فَإِنَّهُ زُورٌ تَزِيدُ فِيهِ *

৫০৯২. আহমদ ইবন আমর ইবন সারাহ (র) - - - - সাঈদ আল-মাকবুরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি মুআবিয়া ইবন আবু সুফিয়ানকে মিম্বরের উপর দেখেছি, তখন তাঁর হাতে নারীদের চুলের একটি গোছা ছিল। তিনি বললেন : মুসলমান নারীদের উপর আফসোস ! তারা এমন কাজ করে। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি : যে নারী অন্যের চুল দ্বারা নিজের মাথায় চুল বাড়ায়, সে তাতে মিথ্যাকেই সংযোজন করে।

الْوَاصِلَةُ

চুলে যোজনাকারিণী

৫০৯৩. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَمْرَاتِهِ فَاطِمَةَ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ *

৫০৯৩. মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল (র) - - - - আসমা বিনত আবু বকর (রা) হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ চুল যোজনাকারিণী ও যোজনা প্রার্থিনী নারীর প্রতি অভিসম্পাত করেছেন।

الْمُسْتَوْصِلَةُ

যে নারী চুল যোজনা করায়

৫০৯৪. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَشْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبيدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُوتَشِمَةَ أَرْسَلَهُ الْوَلِيدُ بْنُ أَبِي هِشَامٍ *

৫০৯৪. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ চুলে জোড়াদানকারিণী এবং যার চুলে জোড়াদান করা হয় এবং যে শরীরে উক্কি আঁকায় এবং যে উক্কি ঐকে দেয়, এদের সকলের উপর অভিসম্পাত করেছেন।

৫০৯৫. أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَسْمَاءَ قَالَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ أَسْمَاءَ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي هِشَامٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُوتَشِمَةَ *

৫০৯৫. আব্বাস ইবন আবদুল আযীম (র) - - - - নাফে' (র) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ চুলে জোড়াদানকারিণী এবং যার চুলে জোড়া দেওয়া হয় এবং যে শরীরে উক্কি আঁকায় এবং যে উক্কি ঐকে দেয়, সকলের প্রতি লানত করেছেন।

৫০৯৬. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهَبٍ قَالَ حَدَّثَنَا مِسْكِينُ بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَرْةٍ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ *

৫০৯৬. মুহাম্মদ ইবন ওহাব (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা চুলে জোড়াদানকারিণী এবং যার চুলে জোড়া দেওয়া হয় সকলকে লানত করেছেন।

৫০৯৭. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَلْفُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَزْرَةَ عَنِ الْحَسَنِ الْعُرْنِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ عَنْ مَسْرُوقٍ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ فَقَالَتْ إِنِّي امْرَأَةٌ زَعْرَاءُ أَيَصْلَحُ أَنْ أَصِلَ فِي شَعْرِي فَقَالَ لَا قَالَتْ أَشَيْءٌ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَوْ تَجِدُهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ لَا بَلْ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَجِدُهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَسَاقِ الْحَدِيثِ *

৫০৯৭. আমর ইবন মানসূর (র) - - - - মাসরুক (র) থেকে বর্ণিত। এক নারী আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললো : আমার মাথায় চুল খুব স্বল্প। আমি কি আমার মাথার চুলে অন্যের চুল যোজনা করতে পারি? তিনি বললেন : না। ঐ নারী বললো : আপনি কি রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে শুনেছেন? না এটা আল্লাহর কিতাবে রয়েছে? আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) বললেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকটও শুনেছি এবং আল্লাহর কিতাবেও আমি এরূপ পেয়েছি।

الْمُتَنَمِّصَاتُ

দাঁতে ফাঁক করা

৫০৯৮. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ سَلَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْوَأَشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمَغْفِرَاتِ *

৫০৯৮. আবদুর রহমান ইবন মুহাম্মদ ইবন সাল্লাম (র) - - - - আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যে নারী উক্কি আঁকায় এবং যে উক্কি ঐকে দেয়, যে নারী ক্র ইত্যাদির পশম উপড়ায়, যে নারী দাঁতে ফাঁক করে এবং যে আল্লাহর সৃষ্টিকে পরিবর্তন করে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে লানত করেছেন।

৫০৯৯. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ الْمُتَفَلِّجَاتِ وَسَاقِ الْحَدِيثِ *

৫০৯৯. আহমদ ইবন হারব (র) - - - - ইব্রাহীম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ (রা) বলেছেন : যে নারী দাঁতে ফাঁক করে, অতঃপর হাদীসের শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন।

৫১০০. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ مُمْغَةَ عَنْ أُمِّهِ قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْوَأَشِمَةِ وَالْمُسْتَوْشِمَةِ وَالْوَأَصِلَةِ وَالْمُسْتَوْصِلَةِ وَالنَّامِصَةِ وَالْمُتَنَمِّصَةِ *

৫১০০. মুহাম্মদ ইবন আবদুল আ'লা (র) - - - - আবান ইবন সুম'আ তার মা হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি

বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে বলতে শুনেছি যে নারী শরীরে উষ্ণি আঁকায, যে উষ্ণি এঁকে দেয়, যে নারী অন্যের চুলে চুল যোজনা করে, যে নারী চুল যোজনা করায়, যে নারী ক্র ইত্যাদির পশম উপড়ায় এবং যে উপড়াতে বলে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের সকলকে (এসব করতে) নিষেধ করেছেন।

الْمُوتَشِمَاتُ وَذِكْرُ الْاِخْتِلَافِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَائَةَ وَالشَّعْبِيُّ فِي هَذَا

যে চুলে অন্যের চুল যোজনা করে

৫১.১. أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَرْثَةَ يُحَدِّثُ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَكَلَ الرَّبَا وَمَوْكِهُ وَكَاتِبُهُ إِذَا عَلِمُوا ذَلِكَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمَوْشُومَةَ لِلْحُسْنِ وَلَاوِي الصَّدَقَةِ وَالْمَرْتَدُّ أَعْرَابِيًّا بَعْدَ الْهَجْرَةِ مَلْعُونُونَ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ ﷺ يَوْمَ الْقِيَامَةِ *

৫১০১. ইসমাইল ইবন মাসউদ (র) - - - আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যে জেনে শুনে সুদখায়, সুদ দেয়, সুদের চুক্তি লেখে, যে সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য নিজ চুলে অন্যের চুল যোজনা করে, যে অন্যকে যোজনা করে দেয়, যে সাদকা দিতে অস্বীকার করে, যে হিজরতের পর মুরতাদ হয়ে মক্কতে বসবাস করে, এরা সকলেই কিয়ামতের দিন মুহাম্মদ ﷺ -এর মুখে অভিশাপপ্রাপ্ত।

৫১.২. أَخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَنْبَأَنَا حُصَيْنٌ وَمُغِيرَةُ وَابْنُ عَوْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَعَنَ أَكَلَ الرَّبَا وَمَوْكِهُ وَكَاتِبَهُ وَمَانِعِ الصَّدَقَةِ وَكَانَ يَنْهَى عَنِ النَّوْحِ أَرْسَلَهُ ابْنُ عَوْنٍ وَعَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ *

৫১০২. যিয়াদ ইবন আইয়ূব (র) - - - আলী (রা) হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সুদখোর, সুদদাতা, এর লেখক, সাদকা দানে অস্বীকারীর উপর অভিসম্পাত করেছেন। আর তিনি বিলাপ করে কাদতে নিষেধ করেছেন।

৫১.৩. أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعُودَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْحَارِثِ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَكَلَ الرَّبَا وَمَوْكِهُ وَشَاهِدَهُ وَكَاتِبَهُ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمَوْشِئَةَ قَالَ الْإِمْنُ دَاءٌ فَقَالَ نَعَمْ وَالْحَالُ وَالْمُحَلَّلُ لَهُ وَمَانِعِ الصَّدَقَةِ وَكَانَ يَنْهَى عَنِ النَّوْحِ وَلَمْ يَقُلْ لَعَنَ *

৫১০৩. হুমায়দ ইবন মাসআদা (র) - - - হারিস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ লা'নত করেছেন সুদখোর, সুদদাতা, সুদের সাক্ষী, সুদের লেখক এবং যে শরীরে দাগ দেয়, যাকে দাগ দেওয়া হয়। এক ব্যক্তি বলল, রোগের জন্য ব্যতীত ? তিনি বললেন : হ্যাঁ, আর যে অন্যের জন্য তার স্ত্রীকে হালাল করার উদ্দেশ্যে বিবাহ করে, যার জন্য হালাল করা হয় এবং যে সাদকা দিতে অস্বীকার করে, তার উপর লা'নত করেছেন। আর তিনি মৃত ব্যক্তির জন্য বিলাপ করতে নিষেধ করেছেন, তিনি বলেননি যে, লা'নত করেছেন।

৫১.৪. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا خَلْفُ يَغْنَى ابْنُ خَلِيفَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَكَلَ الرَّبَا وَمُوكِلَهُ وَشَاهِدَهُ وَكَاتِبَهُ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُوتِشِمَةَ وَنَهَى عَنِ التَّوْحِ وَلَمْ يَقُلْ لَعَنَ صَاحِبُ *

৫১০৪. কুতায়বা (র) - - - - শা'বী (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সুদখোর, সুদদাতা, এর সাক্ষী, এর লিখক এবং যে শরীতে দাগ দেয়, যাকে দাগ দেওয়া হয়, সকলের উপর লা'নত করেছেন। আর তিনি মৃতের উপর বিলাপ করতে নিষেধ করেছেন। এক্ষেত্রে বলেননি যে, লা'নত করেছেন।

৫১.৫. أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَتَى عُمَرُ بِأَمْرَةٍ تَشْتُمُ فَقَالَ أَتَشْتَدُّكُمْ بِاللَّهِ هَلْ سَمِعَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَنَا سَمِعْتُهُ قَالَ فَمَا سَمِعْتُهُ قُلْتُ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا تَشْتُمْنَ وَلَا تَسْتَوْشِمْنَ *

৫১০৫. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর (রা)-এর নিকট এক মহিলাকে আনা হলো, যে শরীতে দাগ লাগাতো। তখন তিনি বললেন : আমি তোমাদের আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি : তোমরা কি এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে কিছু বলতে শুনেছ? তখন আবু হুরায়রা (রা) দাঁড়িয়ে বললেন : হে আমীরুল মু'মিনীন ! আমি শুনেছি। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : কি শুনেছ? আমি বললাম : তিনি বলেছেন : তোমরা নিজেরাও এরূপ দাগ লাগাবে না এবং অন্যের দ্বারাও দাগ দেয়াবে না।

الْمُتَفَلِّجَاتُ

যে নারী দাঁত ফাঁক করায়

৫১.৬. أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْمَرْوَزِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنِ الْغُرَيَّانِ بْنِ الْهَيْثَمِ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَلْعَنُ الْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ وَالْمُوتِشِمَاتِ اللَّاتِي يُغَيِّرْنَ خَلْقَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ *

৫১০৬. আবু আলী মুহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়া মারওয়যী (র) - - - - ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে যে সকল মহিলা দ্রুত ইত্যাদির পশম উপড়িয়ে ফেলে এবং দাঁতে ফাঁক করে এবং যারা শরীতে দাগ লাগায়, যারা আল্লাহর সৃষ্টিকে বদলিয়ে দেয়, তাদের উপর লা'নত করতে শুনেছি।

৫১.৭. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنِ الْغُرَيَّانِ بْنِ الْهَيْثَمِ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَلْعَنُ الْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ وَالْمُوتِشِمَاتِ اللَّاتِي يُغَيِّرْنَ خَلْقَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ *

৫১০৭. মুহাম্মদ ইবন মা'মার (র) - - - - আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে লানত করতে শুনেছি, ঐ সকল মহিলার উপর যারা চুল উপড়ে ফেলে, দাঁতে ফাঁক সৃষ্টি করে এবং শরীরে দাগ লাগায়, তারা আল্লাহর সৃষ্টি পরিবর্তন করে।

৫১.৮. أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ أَنْبَأَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ عَنِ الْعُرْيَانِ بْنِ الْهَيْثَمِ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَعْنُ اللَّهُ الْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُوتَشِمَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ اللَّاتِي يُغَيِّرْنَ خَلْقَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ *

৫১০৮. ইব্রাহীম ইবন ইয়া'কুব (র) - - - - আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ লানত করেন ঐ সকল মহিলার উপর, যারা চুল উপড়ে ফেলে, দাঁতে ফাঁক করে এবং শরীরে দাগ লাগায়, এভাবে যারা আল্লাহর সৃষ্টিকে পরিবর্তন করে।

تَحْرِيمُ الْوَشْرِ

দাঁত ঘষে চিকন করার নিষিদ্ধতা

৫১.৯. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَبَّانٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ حَيَّوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ قَالَ حَدَّثَنِي عِيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ الْقَتَبَانِيُّ عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ الْحَمِيرِيِّ أَنَّهُ كَانَ هُوَ وَصَاحِبٌ لَهُ يَلْزَمَانِ أَبَا رِيحَانَةَ يَتَعَلَّمَانِ مِنْهُ خَيْرًا قَالَ فَحَضَرَ صَاحِبِي يَوْمًا فَأَخْبَرَنِي صَاحِبِي أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا رِيحَانَةَ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَرَّمَ الْوَشْرَ وَالْوَشْمَ وَالنَّتْفَ *

৫১০৯. মুহাম্মদ ইবন হাতিম (র) - - - - আবুল হুসায়ন হিমইয়ারী (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি ও তার এক সাথী আবু রায়হানার সাথে থাকতেন, তার নিকট হতে ভাল কথা শিখতেন। আবুল হুসায়ন (র) একদিন বলেন : আমার সাথী একদিন আমার নিকট উপস্থিত হয়ে বললো : সে আবু রায়হানাকে বলতে শুনেছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁত ঘষে চিকন করা, শরীরে দাগ লাগানো এবং পশম উপড়ে ফেলাকে হারাম করেছেন।

৫১.১০. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ الْحَمِيرِيِّ عَنْ أَبِي رِيحَانَةَ قَالَ بَلَّغْنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْوَشْرِ وَالْوَشْمِ *

৫১১০. আহমদ ইবন আমর ইবন সারহ (র) - - - - আবু রায়হানা (র) থেকে বর্ণিত যে, আমার নিকট সংবাদ পৌছেছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁত চিকন করা এবং শরীরে দাগ লাগানো নিষেধ করেছেন।

৫১.১১. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ الْحَمِيرِيِّ عَنْ أَبِي رِيحَانَةَ قَالَ بَلَّغْنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْوَشْرِ وَالْوَشْمِ *

৫১১১. কুতায়বা (র) - - - - আবু রায়হানা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার নিকট সংবাদ পৌছেছে যে, রাসূলুল্লাহ রাসূলুল্লাহ
আলোহি
তায়ালা দাঁত চিকন করা এবং শরীরে দাগ লাগানো নিষেধ করেছেন।

الْكُلْ

সুরমা লাগানো

৫১১২. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَطَّارِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ مِنْ خَيْرِ أَكْحَالِكُمُ الْأَمْدَ إِنَّهُ يَجْلُو الْبَصَرَ وَيَنْبِتُ الشَّعْرَ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنُ خُثَيْمٍ لَيْنَ الْحَدِيثِ *

৫১১২. কুতায়বা (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ রাসূলুল্লাহ
আলোহি
তায়ালা বলেছেন : তোমাদের উত্তম সুরমা হলো ইসমিদ নামক সুরমা। কেননা তা দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি করে এবং চুল উৎপন্ন করে।

الْدَهْنُ

তেল লাগানো

৫১১৩. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ سَأَلَ عَنْ شَيْبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ كَانَ إِذَا أَدْهَنَ رَأْسَهُ لَمْ يُرْمَنَهُ وَإِذَا لَمْ يُدْهَنْ رَأْيِي مِنْهُ *

৫১১৩. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র) - - - - সিমাক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি শুনেছি জাবির ইবন সামুরা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ রাসূলুল্লাহ
আলোহি
তায়ালা -এর চুল সাদা হওয়া সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন : যখন রাসূলুল্লাহ রাসূলুল্লাহ
আলোহি
তায়ালা তেল লাগাতেন তখন শুভ্রতা পরিলক্ষিত হতো না, আর যখন তেল লাগাতেন না, তখন তা দৃষ্টিগোচর হতো।

الزُّعْفَرَانُ

যা'ফরান

৫১১৪. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَصْنَعُ ثِيَابَهُ بِالزُّعْفَرَانِ فَقِيلَ لَهُ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصْنَعُ -

৫১১৪. মুহাম্মদ ইবন আলী ইবন মায়মুন (র) - - - - যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত যে, ইবন উমর (রা) নিজের কাপড় যা'ফরান দ্বারা রঙ করতেন। তাঁকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন : রাসূলুল্লাহ রাসূলুল্লাহ
আলোহি
তায়ালা এরূপ রঙ করতেন।

الْعَنْبَرُ

আম্বর

৫১১৫. أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ أَبِي السَّفَرِ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرُ الْمَزَلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَطَاءٍ الْهَاشِمِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَطَيَّبُ قَالَتْ نَعَمْ بِذِكَارَةِ الطَّيِّبِ الْمِسْكِ وَالْعَنْبَرِ *

৫১১৫. আবু উবায়দা ইবন আবু সফর (র) - - - - মুহাম্মদ ইবন আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি সুগন্ধি লাগাতেন? তিনি বললেন : হ্যাঁ। তিনি পুরুষদের উপযোগী মিশক এবং আম্বর ব্যবহার করতেন।

الْفَصْلُ بَيْنَ طِيبِ الرِّجَالِ وَطِيبِ النِّسَاءِ

নর ও নারীর সুগন্ধির মধ্যে পার্থক্য

৫১১৬. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ يَغْنِي الْحَفَرِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ الْجَرِيرِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ طِيبُ الرِّجَالِ مَظْهَرُ رِيحِهِ وَخَفِيُّ لَوْنُهُ وَطِيبُ النِّسَاءِ مَظْهَرُ لَوْنُهُ وَخَفِيُّ رِيحُهُ *

৫১১৬. আহমদ ইবন সুলায়মান (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : পুরুষদের সুগন্ধি হলো যার সুগন্ধি স্পষ্ট কিন্তু রঙ চাপা, আর নারীদের সুগন্ধি হলো যার রঙ স্পষ্ট কিন্তু গন্ধ চাপা।

৫১১৭. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ مَيْمُونِ الرِّقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ الْفَرِيَّابِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْجَرِيرِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ الطَّافِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ طِيبُ الرِّجَالِ مَظْهَرُ رِيحِهِ وَخَفِيُّ لَوْنُهُ وَطِيبُ النِّسَاءِ مَظْهَرُ لَوْنُهُ وَخَفِيُّ رِيحُهُ *

৫১১৭. মুহাম্মদ ইবন আলী ইবন মায়মুন রাকী (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : পুরুষদের সুগন্ধি হলো যার গন্ধ স্পষ্ট, কিন্তু রঙ চাপা আর মহিলাদের সুগন্ধি হলো যার রঙ স্পষ্ট কিন্তু গন্ধ চাপা।

اَطْيَبُ الطَّيِّبِ

উত্তম সুগন্ধি

৫১১৮. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ سَلَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خُلَيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ امْرَأَةً

مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ اتَّخَذَتْ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ وَحَشَتَهُ مِسْكَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هُوَ طَيِّبُ الطَّيِّبِ *

৫১১৮. আবদুর রহমান ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন সাল্লাম (র) - - - - আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : বনী ইসরাঈল গোত্রের এক মহিলা একটি সোনার আংটি বানাল এবং তাতে কস্তুরী ভরে দিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : এটা উত্তম সুগন্ধি।

التَّزَعُّفُ وَالْخُلُوقُ

যা'ফরান ও খালুক

৫১১৭. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ ظَبْيَانَ عَنْ حَكِيمِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَبِي رَدْعٌ مِنْ خُلُوقٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ اذْهَبْ فَاَنْهَكَ ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ اذْهَبْ فَاَنْهَكَ ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ اذْهَبْ فَاَنْهَكَ ثُمَّ لَا تَعُدْ *

৫১১৯. মুহাম্মদ ইব্ন মানসূর (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নিকট আসলো, আর তখন তার কাপড় খালুক^১ মিশ্রিত ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন : যাও, তা ধুয়ে ফেল। সে তা ধুয়ে আসলো। তিনি আবার বললেন : যাও, ধুয়ে ফেল। সে আবার তা ধুয়ে আসল, তিনি বললেন : যাও ধুয়ে ফেল, আর লাগাবে না।

৫১২. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حَفْصٍ بَنَ عَمْرٍو وَقَالَ عَلَى إِثَرِهِ يُحَدِّثُ عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةٍ أَنَّهُ مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ مُتَخَلِّقٌ فَقَالَ لَهُ هَلْ لَكَ امْرَأَةٌ قُلْتُ لَا قَالَ فَاغْسِلْهُ ثُمَّ اغْسِلْهُ ثُمَّ لَا تَعُدْ *

৫১২০. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল আ'লা (র) - - - - ইয়ালা ইব্ন মুররা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সামনে বের হন, যখন তার গায়ে খালুক লাগানো ছিল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : তোমার কি স্ত্রী আছে? আমি বললাম : না। তিনি বললেন : যাও, তা ধুয়ে ফেল; আবারও ধুয়ে ফেল এবং আর কখনও লাগাবে না।

৫১২১. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَطَاءِ قَالَ سَمِعْتُ حَفْصَ بْنَ عَمْرٍو عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَبْصَرَ رَجُلًا مُتَخَلِّقًا قَالَ اذْهَبْ فَاغْسِلْهُ ثُمَّ اغْسِلْهُ وَلَا تَعُدْ *

৫১২১. মাহমুদ ইব্ন গায়লান (র) - - - - ইয়ালা ইব্ন মুররা (রা) থেকে বর্ণিত যে, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে দেখলেন যার কাপড়ে খালুকের চিহ্ন ছিল। তিনি তাকে বললেন : যাও, ধুয়ে ফেল, আবার ধুয়ে ফেল, আর কখনো লাগাবে না।

৫১২২. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَمْرٍو عَنْ رَجُلٍ عَنْ يَعْلَى نَحْوَهُ خَالَفَهُ سُفْيَانُ رَوَاهُ عَنْ عَطَاءٍ بْنِ السَّائِبِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ يَعْلَى *

৫১২২. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র) - - - - ইয়ালা (র) থেকে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত।

৫১২৩. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّضْرِ بْنِ مُسَاوِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَطَاءٍ بْنِ السَّائِبِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ يَعْلَى بْنِ مَرْةٍ الثَّقَفِيِّ قَالَ أَبْصَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَبِي رَدْعٌ مِنْ خُلُوقٍ قَالَ يَا يَعْلَى لَكَ امْرَأَةٌ قُلْتُ لَا قَالَ أَغْسِلْهُ ثُمَّ لَا تَعُدْ ثُمَّ أَغْسِلْهُ ثُمَّ لَا تَعُدْ قَالَ فَغَسَلْتُهُ ثُمَّ لَمْ أَعُدْ ثُمَّ غَسَلْتُهُ ثُمَّ لَمْ أَعُدْ *

৫১২৩. মুহাম্মদ ইবন নাযর ইবন মুসাৱির (র) - - - - ইয়ালা ইবন মুররা সাকাফী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে এমন অবস্থায় দেখলেন, যখন আমার গায়ে খালুকের চিহ্ন ছিল। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন : হে ইয়ালা ! তোমার কি স্ত্রী আছে ? আমি বললাম, না, তিনি বললেন : এটা ধুয়ে ফেল, আর লাগাবে না; আবার ধুয়ে ফেল, আর লাগাবে না, আবার ধুয়ে ফেল, পুনরায় লাগাবে না। তিনি বলেন : আমি তা ধুয়ে ফেললাম, আর লাগালাম না। আবার ধুয়ে ফেললাম, আর লাগালাম না। আবার ধুয়ে ফেললাম, আর লাগালাম না।

৫১২৪. أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ يَعْقُوبَ الصَّبْحِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ مُوسَى يَعْنِي مُحَمَّدًا قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَطَاءٍ بْنِ السَّائِبِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ يَعْلَى قَالَ مَرَرْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا مُتَخَلِّقٌ فَقَالَ أَيُّ يَعْلَى هَلْ لَكَ امْرَأَةٌ قُلْتُ لَا قَالَ أَذْهَبْ فَأَغْسِلْهُ ثُمَّ أَغْسِلْهُ ثُمَّ لَا تَعُدْ قَالَ فَذَهَبْتُ فَغَسَلْتُهُ ثُمَّ غَسَلْتُهُ ثُمَّ غَسَلْتُهُ ثُمَّ لَمْ أَعُدْ *

৫১২৪. ইসমাঈল ইবন ইয়াকুব সাবহী (র) - - - - ইয়ালা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট দিয়ে যাচ্ছিলাম; তখন আমায় গায়ে ছিল খালুক। তখন তিনি আমাকে বললেন : হে ইয়ালা ! তোমার স্ত্রী আছে কি ? আমি বললাম, না। তিনি বললেন : যাও এটা ধুয়ে ফেল, আবার ধুয়ে ফেল, আবার ধুয়ে ফেল, আর লাগাবে না। ইয়ালা (রা) বলেন : আমি ফিরে গিয়ে তা ধুয়ে ফেললাম, আবার ধুয়ে ফেললাম, আবার ধুলাম, এরপর আর তা লাগাইনি।

مَا يَكْرَهُ لِلنِّسَاءِ مِنَ الطَّبِيبِ

নারীদের জন্য কোন্ সুগন্ধি ব্যবহার করা অনুচিত

৫১২৫. أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ وَهُوَ ابْنُ عِمَارَةَ عَنْ

غُنَيْمُ بْنُ قَيْسٍ عَنِ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْفَطْتَ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا مِنْ رِيحِهَا فِيهِ زَانِيَةٌ *

৫১২৫. ইসমাদিল ইবন মাসউদ (র) - - - - আবু মুসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেন : যে মহিলা সুগন্ধি লাগিয়ে এই উদ্দেশ্যে লোকের মধ্যে গমন করে যে, তারা তার সুগন্ধির ঘ্রাণ পাবে, সে ব্যাভিচারিণী।

اِغْتِسَالُ الْمَرْأَةِ مِنَ الطَّيِّبِ

মহিলাদের সুগন্ধি ধুয়ে ফেলা

٥١٢٦. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ الْهَاشِمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ سَمِعْتُ صَفْوَانَ بْنَ سُلَيْمٍ وَلَمْ أَسْمَعْ مِنْ صَفْوَانَ غَيْرَهُ يُحَدِّثُ عَنْ رَجُلٍ ثَقَةٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا خَرَجَتِ الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْتَغْتَسِلْ مِنَ الطَّيِّبِ كَمَا تَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ مُخْتَصِرٌ *

৫১২৬. মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল ইবন ইব্রাহীম (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেন : যখন কোন নারী মসজিদে যাওয়ার জন্য বের হয়, তখন যদি তার গায়ে সুগন্ধি লাগানো থাকে, তবে সে এমনভাবে তা ধুয়ে ফেলবে, যেন সে জানাবাতের গোসল করছে।

النَّهْيُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَشْهَدَ الصَّلَاةَ إِذَا أَصَابَتْ مِنَ الْبَخُورِ

নারী ধূপধুনায় সুবাসিত হয়ে জামাআতে আসবে না

٥١٢٧. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامٍ بْنُ عِيْسَى الْبَغْدَادِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَلْقَمَةَ الْفَرَوِيُّ عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بِخُورٍ فَلَا تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّجْمَنِ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا تَابَعَ يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَلَى قَوْلِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَدْ خَالَفَهُ يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَّجِ رَوَاهُ عَنْ زَيْنَبِ الثَّقَفِيَّةِ *

৫১২৭. মুহাম্মদ ইবন হিশাম ইবন ইসা বাগদাদী (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেন : যে নারী ধূপধুনা ব্যবহার করেছে, সে যেন আমাদের সাথে ইশার জামাআতে উপস্থিত না হয়।

٥١٢٨. أَخْبَرَنِي هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ عَنْ

مُحَمَّدُ بْنُ عَجَلَانَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْنَبِ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا شَهِدْتَ احْدَا كُنْ صَلَاةَ الْعِشَاءِ فَلَا تَمَسَّ طَيْبًا *

৫১২৮. হিলাল ইবন আ'লা ইবন হিলাল (র) - - - আবদুল্লাহর স্ত্রী যায়নাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : তোমাদের মধ্যে যে মহিলা ইশার জামাআতে আসতে চায়, সে যেন সুগন্ধি না ছোঁয়।

৫১২৯. أَخْبَرَنَا اسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ عَنْ ابْنِ عَجَلَانَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْنَبِ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا شَهِدْتَ احْدَا كُنْ الْعِشَاءِ فَلَا تَمَسَّ طَيْبًا قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدِيثُ يَحْيَى وَجَرِيرٍ أَوْلَى بِالصَّوَابِ مِنْ حَدِيثِ وَهَيْبِ بْنِ خَالِدٍ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ *

৫১২৯. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র) - - - আবদুল্লাহ ইবন মাসউদের স্ত্রী যায়নাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : তোমাদের মধ্যে যে মহিলা ইশার জামাআতে আসতে চায়, সে যেন সুগন্ধি না ছোঁয়।

৫১৩. أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ بْنُ يَعْقُوبَ الْحِمْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْنَبِ الثَّقَفِيَّةِ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَيْتُكُنْ خَرَجْتَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا تَقْرَبِينَ طَيْبًا *

৫১৩০. আহমদ ইবন সাঈদ ইবন ইয়া'কুব হিমসী (র) - - - যায়নাব সাকাফী (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : তোমাদের মধ্যে যে মহিলা মসজিদে আসতে চায়, সে যেন সুগন্ধির নিকটে না যায়।

৫১৩১. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُرَشِيِّ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ زَيْنَبِ الثَّقَفِيَّةِ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَهَا أَنْ لَا تَمَسَّ الطَّيِّبَ إِذَا خَرَجْتَ إِلَى الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ *

৫১৩১. আমর ইবন আলী (র) - - - আবদুল্লাহ ইবন মাসউদের স্ত্রী যায়নাব সাকাফী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে আদেশ দেন যে, যখন সে ইশার সালাতের জন্য বের হয়, তখন যেন সুগন্ধি স্পর্শ না করে।

৫১৩২. أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاهِمٍ قَالَ أَنْبَأَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ هِشَامٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْنَبِ الثَّقَفِيَّةِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا خَرَجْتَ الْمَرْأَةُ إِلَى الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ فَلَا تَمَسَّ طَيْبًا *

৫১৩২. আবু বকর ইবন আলী (র) - - - - যায়নাব সাকাফী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যখন কোন নারী ইশার নামাযের জন্য বের হয়, তখন সে যেন সুগন্ধি স্পর্শ না করে।

৫১৩৩. أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ بَلَغَنِي عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي زِيَادُ ابْنِ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْنَبِ الثَّقَفِيَّةِ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا شَهِدْتَ إِحْدَا كُنَّ الصَّلَاةَ فَلَا تَمَسَّ طِيبًا قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَهَذَا غَيْرُ مَحْفُوظٍ مِنْ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ *

৫১৩৩. ইউসুফ ইবন সাঈদ (র) - - - - যায়নাব সাকাফিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের কোন নারী যখন ইশার নামাযে আসে, তখন সে যেন সুগন্ধি স্পর্শ না করে।

الْبُخُورُ

ধোঁয়ার সুগন্ধি

৫১৩৪. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ أَبُو طَاهِرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ نَافِعٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا اسْتَجْمَرَ اسْتَجْمَرَ بِالْأُلُوءَةِ غَيْرِ مُطْرَأَةٍ وَبِكَافُورٍ يَطْرَحُهُ مَعَ الْأُلُوءَةِ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا كَانَ يَسْتَجْمِرُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ *

৫১৩৪. আহমদ ইবন উমর (র) - - - - নাফে' (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবন উমর (রা) যখন ধোঁয়া দ্বারা সুবাসিত হতে চাইতেন, তখন তিনি উলুওয়ার^১ ধোঁয়া নিতেন যার সাথে অন্য কিছু মিশ্রিত করতেন না। আর তিনি কোন কোন সময় উলুওয়ার সাথে কর্পুর মিশ্রিত করতেন এবং বলতেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপ সুগন্ধি ব্যবহার করতেন।

الْكَرَاهِيَةُ لِلنِّسَاءِ فِي إِظْهَارِ الْحُلِيِّ وَالذَّهَبِ

মহিলাদের অলঙ্কার এবং স্বর্ণ পরিধান করে প্রকাশ করা নিন্দনীয়

৫১৩৫. أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ بَيَّانٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ أَبَا عُشَّانَةَ هُوَ الْمُعَافِرِيُّ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يُخْبِرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَمْنَعُ أَهْلَهُ الْحُلِيَّةَ وَالْحَرِيرَ وَيَقُولُ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ حُلِيَّةَ الْجَنَّةِ وَحَرِيرَهَا فَلَا تَلْبَسُوهَا فِي الدُّنْيَا *

৫১৩৫. ওহাব ইবন বয়ান (র) - - - - উকবা ইবন আমির (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ঘরের মহিলাদেরকে অলঙ্কার এবং রেশম পরিধান করতে নিষেধ করতেন। তিনি বলতেন : যদি তোমরা বেহেশতের অলঙ্কার এবং রেশম কামনা কর, তবে পৃথিবীতে তা পরিধান করো না।

১. উলুওয়া : এক প্রকার সুগন্ধি উদ্ভিদ। আগুনে জ্বালালে তা থেকে সুগন্ধ ধোঁয়া নির্গত হয়।

৫১৩৬. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ ح وَأَنْبَاءَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رَبِيعٍ عَنْ امْرَأَةٍ عَنْ أُخْتِ حُذَيْفَةَ قَالَتْ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَامَعْشَرَ النِّسَاءِ أَمَا لَكُنَّ فِي الْفِضَّةِ مَاتَحْلَيْنِ أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ امْرَأَةٍ تَحَلَّى ذَهَبًا تُظْهِرُهُ إِلَّا عَذَّبَتْ بِهِ *

৫১৩৬. আলী ইব্ন হজর (র) - - - - হুযায়ফা (রা)-এর বোন থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ আমাদেরকে লক্ষ্য করে ভাষণ দিলেন। তাতে বললেন : হে নারী সমাজ ! তোমরা কি রৌপ্য নির্মিত অলঙ্কার বানাতে পার না ? দেখ, তোমাদের মধ্যে যে নারীই সোনার অলঙ্কার পরিধান করে (পরপুরুষকে) দেখায়, তাকে এ কারণে অবশ্যই শাস্তি দেওয়া হবে।

৫১৩৭. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ مَنْصُورًا يُحَدِّثُ عَنْ رَبِيعٍ عَنْ امْرَأَةٍ عَنْ أُخْتِ حُذَيْفَةَ قَالَتْ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَامَعْشَرَ النِّسَاءِ أَمَا لَكُنَّ فِي الْفِضَّةِ مَاتَحْلَيْنِ أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ تَحَلَّى ذَهَبًا تُظْهِرُهُ إِلَّا عَذَّبَتْ بِهِ *

৫১৩৭. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল আ'লা (র) - - - - হুযায়ফা (রা)-এর বোন থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ আমাদেরকে লক্ষ্য করে ভাষণ দিলেন। তাতে বললেন : হে নারী সমাজ ! তোমরা কি রৌপ্য দ্বারা অলঙ্কার বানাতে পার না ? দেখ, তোমাদের যে নারীই স্বর্ণের অলঙ্কার বানিয়ে তা (পরপুরুষকে) দেখায়, এজন্য তাকে অবশ্যই শাস্তি দেয়া হবে।

৫১৩৮. أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ يَزِيدٍ حَدَّثَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَحَلَّى بِقِلَادَةٍ مِنْ ذَهَبٍ جُعِلَ فِي عُنُقِهَا مِثْلُهَا مِنَ النَّارِ وَأَيُّهَا امْرَأَةٌ جَعَلَتْ فِي أُذُنِهَا خُرْصًا مِنْ ذَهَبٍ جَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي أُذُنِهَا مِثْلَهُ خُرْصًا مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ *

৫১৩৮. উবায়দুল্লাহ ইব্ন সাঈদ (র) - - - - আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ বলেছেন, যে নারী সোনার হার ব্যবহার করে, তার গলায় কিয়ামতের দিন ঐরূপ আগুনের হার পরিয়ে দেয়া হবে। আর যে নারী কানে সোনার দুল পরে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা তাকে ঐরূপ আগুনের রিং পরাবেন।

৫১৩৯. أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي زَيْدٌ عَنْ أَبِي سَلَامٍ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ الرَّحْبِيِّ أَنَّ ثُؤْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَدَّثَهُ قَالَ جَاءَتْ بِنْتُ هُبَيْرَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَفِي يَدِهَا فَتَخٌ فَقَالَ كَذَا فِي

كِتَابِ أَبِي أَيُّ خَوَاتِيمِ ضِحَامٍ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَضْرِبُ يَدَهَا فَدَخَلَتْ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَشْكُو إِلَيْهَا الَّذِي مَنَعَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَانْتَزَعَتْ فَاطِمَةُ سِلْسِلَةً فِي غُنْقِهَا مِنْ ذَهَبٍ وَقَالَتْ هَذِهِ أَهْذَاهَا إِلَى أَبِي حَسَنٍ فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالسِّلْسِلَةُ فِي يَدِهَا فَقَالَ يَا فَاطِمَةُ أَيْفَرُكِ أَنْ يَقُولَ النَّاسُ ابْنَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَفِي يَدِهَا سِلْسِلَةٌ مِنْ نَارٍ ثُمَّ خَرَجَ وَلَمْ يَقْعُدْ فَأَرْسَلَتْ فَاطِمَةُ بِالسِّلْسِلَةِ إِلَى السُّوقِ فَبَاعَتْهَا وَأَشْتَرَتْ بِثَمَنِهَا غُلَامًا وَقَالَ مَرَّةً عَبْدًا وَذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا فَأَعْتَقْتُهُ فَحَدَّثَ بِذَلِكَ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْجَى فَاطِمَةَ مِنَ النَّارِ *

৫১৩৯. উবায়দুল্লাহ ইবন সাদ্দ (র) - - - - রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মুক্ত ক্রীতদাস সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফাতিমা বিনতে হুবায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হলেন, তখন তার হাতে ছিল একটি বড় আংটি। রাসূলুল্লাহ ﷺ তার হাতে আঘাত করতে আরম্ভ করলেন। তিনি হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কন্যা ফাতিমার কাছে গেলেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ তার সাথে যে ব্যবহার করেন, তার উল্লেখ করলেন। তা শুনে হযরত ফাতিমা (রা) তার গলা থেকে স্বর্ণের হার খুলে বললেন : আবুল হাসান (আলী) এটা আমাকে হাদিয়া দিয়েছেন। এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ আসলেন। তখন ফাতিমা (রা) -এর হার ছিল তাঁর হাতে। তিনি বললেন : ফাতিমা! তুমি কি পছন্দ কর যে, লোক বলাবলি করবে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কন্যা, অথচ তাঁর হাতে আঙনের হার রয়েছে। অতঃপর তিনি বের হয়ে গেলেন, আর বসলেন না। ফাতিমা (রা) তখনই হারখানা খুলে বাজারে পাঠিয়ে তা বিক্রি করালেন এবং তা দ্বারা একজন ক্রীতদাস ক্রয় করে আযাদ করে দিলেন। এ খবর শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আল্লাহর শোকর, যিনি ফাতিমাকে দোষখ হতে রক্ষা করলেন।

٥١٤. أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَلَمٍ الْبَلْخِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا النُّضْرُ بْنُ شَمِيلٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَامٍ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ جَاءَتْ بِنْتُ هُبَيْرَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَفِي يَدِهَا فَتَحٌ مِنْ ذَهَبٍ أَيْ خَوَاتِيمٍ ضِحَامٍ نَحْوَهُ *

৫১৪০. সুলায়মান ইবন সাল্ম বলখী (র) - - - - সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুবায়রার কন্যা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হয়েছিলেন, তখন তাঁর হাতে ছিল একটি বড় আংটি বাকী অংশ পূর্ববৎ।

٥١٤١. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ شَاهِينَ الْوَاسِطِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا خَالِدٌ عَنْ مُطَرِّفٍ ح وَأَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ أَبِي الْجَهْمِ عَنْ أَبِي زَيْدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَاتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سِوَارَيْنِ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ سِوَارَانِ مِنْ نَارٍ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ طَوْقُ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ طَوْقُ مِنْ نَارٍ قَالَتْ قُرْطَيْنِ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ قُرْطَيْنِ مِنْ نَارٍ قَالَ وَكَانَ عَلَيْهِمَا سِوَارَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَرَمَتْ بِهِمَا قَالَتْ يَا رَسُولَ

اللَّهِ ﷻ إِنَّ الْمَرَأَةَ إِذَا لَمْ تَتَزَيَّنْ لِرِزْقِهَا صَلَفَتْ عِنْدَهُ قَالَ مَا يَمْنَعُ أَحَدَاكُنَّ أَنْ تَصْنَعَ قُرْطَيْنِ مِنْ فِضَّةٍ ثُمَّ تُصَفِّرَهُ بِزَعْفَرَانٍ أَوْ بِعَبَبِيرٍ اللَّفْظُ لِابْنِ حَرْبٍ *

৫১৪১. ইসহাক ইবন শাহীন ওয়াসিতী (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নিকট উপবিষ্ট ছিলাম, এমন সময় এক মহিলা তাঁর নিকট এসে বললো : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! (আমার নিকট) দুইটি সোনার কাঁকন (রয়েছে)। তিনি বললেন : দুইটি আঙনের কাঁকন। সেই মহিলা বললেন : একটি সোনার হার (রয়েছে)। তিনি বললেন : আঙনের একটি হার। সেই মহিলা বললো : সোনার দুইটি দুল (রয়েছে)। তিনি বললেন : আঙনের দুইটি দুল। বর্ণনাকারী বলেন : ঐ মহিলার পরিধানে দুইটি কাঁকন ছিল। সে তা খুলে দূরে নিক্ষেপ করল এবং বললো : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! যদি মহিলারা নিজেদের স্বামীর সামনে নিজেদের সাজিয়ে না রাখে, তবে তারা তাদের নিকট অপ্রিয় হয়ে পড়ে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তোমাদের মহিলারা কি রূপার বালা বানাতে পারে না, যা পরে আশ্রয় অথবা যা ফরান দ্বারা সোনালী করে নেবে ?

৫১৪২. أَخْبَرَنِي الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَرِثِ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى عَلَيْهَا مَسَكَتَى ذَهَبٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷻ أَلَا أُخْبِرُكِ بِمَا هُوَ أَحْسَنُ مِنْ هَذَا لَوْ نَزَعْتَ هَذَا وَجَعَلْتَ مَسَكَتَيْنِ مِنْ وَرَقٍ ثُمَّ صَفَّرْتَهُمَا بِزَعْفَرَانٍ كَانَتَا حَسَنَتَيْنِ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا غَيْرُ مُحْفُوظٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ *

৫১৪২. রবী' ইবন সুলায়মান (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে সোনার খাড়া পরা অবস্থায় দেখে বললেন : আমি তোমাকে এর চেয়ে উত্তম জিনিসের খবর দেব না ? তুমি এটা খুলে ফেল এবং রূপার খাড়া বানিয়ে নাও এবং যা ফরান দ্বারা রং করে নাও, তা হলে ঐ দু'টি এ দু'টি অপেক্ষা উত্তম হবে। আল্লাহ সম্যক অবগত।

تَحْرِيمُ الذَّهَبِ عَلَى الرِّجَالِ

পুরুষদের জন্য স্বর্ণ ব্যবহার করা হারাম

৫১৪৩. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي أَفْلَحٍ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ ابْنِ زُرَيْرٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ أَخَذَ حَرِيرًا فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ وَأَخَذَ ذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي *

৫১৪৩. কুতায়বা (র) - - - - আলী ইবন আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছু রেশমী কাপড় ডান হাতে নিলেন এবং কিছু স্বর্ণ বাম হাতে নিলেন, এরপর বললেন : এই দুইটি আমার উম্মতের পুরুষদের জন্য হারাম।

৫১৪৪. أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ ابْنِ أَبِي الصَّعْبَةِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ هَمْدَانَ يَقُولُ لَهُ أَبُو صَالِحٍ عَنْ ابْنِ زُرَيْرٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ

يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَخَذَ حَرِيرًا فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ وَأَخَذَ ذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي *

৫১৪৪. ইসা ইবন হাম্মাদ (র) - - - আলী ইবন আবু তালিব (রা)-কে বলতে শুনেছেন : একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ডান হাতে কিছু রেশমী কাপড় এবং বাম হাতে স্বর্ণ নিয়ে বললেন : আমার উম্মতের পুরুষদের জন্য এই দু'টি বস্তু হারাম ।

৫১৪৫. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَبَّانُ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ ابْنِ أَبِي الصَّغْبَةِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ هَمْدَانَ يُقَالُ لَهُ أَفْلَحُ عَنْ ابْنِ زُرَيْرٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا يَقُولُ إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ أَخَذَ حَرِيرًا فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ وَأَخَذَ ذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَحَدِيثُ ابْنِ الْمُبَارَكِ أَوْلَى بِالصَّوَابِ الْأَقْوَلُ أَفْلَحُ فَإِنَّ أَبَا أَفْلَحٍ أَشْبَهَ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ *

৫১৪৫. মুহাম্মদ ইবন হাতিম (র) - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছু রেশমী কাপড় তাঁর ডান হাতে নিলেন এবং কিছু স্বর্ণ তাঁর বাম হাতে নিলেন । তারপর বললেন : আমার উম্মতের পুরুষদের জন্য এই দু'টি বস্তু হারাম ।

৫১৪৬. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ قَالَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي الصَّغْبَةِ عَنْ أَبِي أَفْلَحٍ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَيْرٍ الْغَفَاقِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَهَبًا بِيَمِينِهِ وَحَرِيرًا بِشِمَالِهِ فَقَالَ هَذَا حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي *

৫১৪৬. আমর ইবন আলী (র) - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ডান হাতে স্বর্ণ এবং বাম হাতে রেশম নিয়ে বললেন : এ দু'টি আমার উম্মতের পুরুষদের জন্য হারাম ।

৫১৪৭. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الدَّرَهَمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَجِلُ الذَّهَبِ وَالْحَرِيرِ لِأَنَّا أُمَّتِي وَحَرَّمَ عَلَى ذُكُورِهَا *

৫১৪৭. আলী ইবন হুসায়ন দিরহামী (র) - - - আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : স্বর্ণ এবং রেশম আমার উম্মতের নারীদের জন্য হালাল এবং পুরুষদের জন্য হারাম করা হয়েছে ।

৫১৪৮. أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ قُرْظَةَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ إِلَّا مَقْطَعًا خَالَفَهُ عَبْدُ الْوَهَّابِ رَوَاهُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ *

৫১৪৮. হাসান ইব্ন কাযা'আ (র) - - - - মু'আবিয়া (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রেশমী কাপড় এবং সোনা পরিধান করতে নিষেধ করেছেন। তবে সামান্য কিছু (দাঁতে) ব্যবহার করতে পারে।

৫১৪৯. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ إِلَّا مُقْطَعًا وَعَنْ رُكُوبِ الْمَيَّاثِرِ *

৫১৪৯. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) - - - - মু'আবিয়া (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সোনা ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন, তবে (দাঁত ইত্যাদিতে) সামান্য পরিমাণ হলে ক্ষতি নেই এবং রেশমী গদীর উপর বসতে নিষেধ করেছেন।

৫১৫০. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي شَيْخٍ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ وَعِنْدَهُ جَمْعٌ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ قَالَ اتَّعْلَمُونَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ إِلَّا مُقْطَعًا قَالُوا اللَّهُمَّ نَعَمْ *

৫১৫০. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র) - - - - আবু শায়খ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি মু'আবিয়া (রা)-কে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একদল সাহাবী পরিবৃত্ত অবস্থায় বলতে শুনেছেন : আপনারা কি জানেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সোনা পরতে নিষেধ করেছেন, তবে সামান্য পরিমাণ হলে ক্ষতি নেই? তাঁরা বললেন : হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।

৫১৫১. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ أَنْبَأَنَا أَسْبَاطُ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ مَطَرٍ عَنْ أَبِي شَيْخٍ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ مُعَاوِيَةَ فِي بَعْضِ حَجَّاتِهِ إِذْ جَمَعَ رَهْطًا مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ فَقَالَ لَهُمُ السُّتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ إِلَّا مُقْطَعًا قَالُوا اللَّهُمَّ نَعَمْ خَالَفَهُ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَلَى اخْتِلَافٍ بَيْنَ أَصْحَابِهِ عَلَيْهِ *

৫১৫১. আহমদ ইব্ন হার্ব (র) - - - - আবু শায়খ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মু'আবিয়া (রা)-এর এক হজ্জের সময় আমরা তাঁর সাথে ছিলাম। তিনি একদল সাহাবীকে একত্র করলেন এবং তাদেরকে বললেন : আপনারা কি জানেন না যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সোনা অতি সামান্য পরিমাণ ব্যতীত পরতে নিষেধ করেছেন? তারা বললেন : হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।

৫১৫২. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى حَدَّثَنِي أَبُو شَيْخٍ الْهَنْدِيُّ عَنْ أَبِي حِمَّانَ أَنَّ مُعَاوِيَةَ عَامَ حَجٍّ جَمَعَ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْكُعْبَةِ فَقَالَ لَهُمْ أُنْشِدُكُمُ اللَّهَ أَنْهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ قَالُوا نَعَمْ قَالَ وَأَنَا أَشْهَدُ خَالَفَهُ حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ رَوَاهُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي شَيْخٍ عَنْ أَخِيهِ حِمَّانٍ *

৫১৫২. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র) - - - - আবু হিমান (রা) থেকে বর্ণিত, যে বছর মুআবিয়া (রা) হজ্জ করেন, তিনি নবী ﷺ-এর কয়েকজন সাহাবীকে কা'বা শরীফে একত্র করলেন এবং তাঁদেরকে বললেন : আমি আপনাদেরকে আল্লাহর শপথ দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি : রাসূলুল্লাহ ﷺ কি সোনা পরতে নিষেধ করেছেন ? তাঁরা বললেন : হ্যাঁ। তিনি বললেন : আমিও এ কথার সাক্ষ্য দিচ্ছি।

৫১৫৩. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو شَيْخٍ عَنْ أَخِيهِ حِمَّانَ أَنَّ مُعَاوِيَةَ عَامَ حَجِّ جَمَعَ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْكُعْبَةِ فَقَالَ لَهُمْ أَنْشُدْكُمْ بِاللَّهِ هَلْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ لُبُوسِ الذَّهَبِ قَالُوا نَعَمْ قَالَ وَأَنَا أَشْهَدُ خَالَفَهُ الْأَوْزَاعِيُّ عَلَى اخْتِلَافِ أَصْحَابِهِ عَلَيْهِ فِيهِ *

৫১৫৩. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র) - - - - হিমান (রা) থেকে বর্ণিত, যে বছর মুআবিয়া (রা) হজ্জ করেন। তিনি নবী ﷺ-এর কয়েকজন সাহাবীকে কা'বা শরীফে একত্র করেন এবং তাঁদের বলেন : আমি আপনাদেরকে আল্লাহর শপথ দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি : রাসূলুল্লাহ ﷺ কি সোনা পরতে নিষেধ করেছেন ? তাঁরা বললেন : হ্যাঁ। তিনি বললেন : আমিও এ কথার সাক্ষ্য দিচ্ছি।

৫১৫৪. أَخْبَرَنِي شُعَيْبُ بْنُ شُعَيْبٍ بْنُ إِسْحَقَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو شَيْخٍ قَالَ حَدَّثَنِي حِمَّانُ قَالَ حَجَّ مُعَاوِيَةَ فَدَعَا نَفَرًا مِنَ الْأَنْصَارِ فِي الْكُعْبَةِ فَقَالَ أَنْشُدْكُمْ بِاللَّهِ أَلَمْ تَسْمَعُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَنْهَى عَنِ الذَّهَبِ قَالُوا نَعَمْ قَالَ وَأَنَا أَشْهَدُ *

৫১৫৪. শুআয়ব ইবন শুআয়ব ইবন ইসহাক (র) - - - - হিমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুআবিয়া (রা) একবার হজ্জে গমন করলেন। তিনি আনসারদের একদলকে কা'বায় একত্র করে বললেন : আমি আপনাদেরকে আল্লাহর শপথ দিয়ে বলছি : আপনারা কি শুনে নি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সোনা ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন ? তাঁরা বললেন : হ্যাঁ। তিনি বললেন : আমিও সাক্ষ্য দিচ্ছি।

৫১৫৫. أَخْبَرَنَا نُصَيْرُ بْنُ الْفَرَحِ قَالَ حَدَّثَنَا عِمَارَةُ بْنُ بَشِيرٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى ابْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَقَ قَالَ حَدَّثَنِي حِمَّانُ قَالَ حَجَّ مُعَاوِيَةَ فَدَعَا نَفَرًا مِنَ الْأَنْصَارِ فِي الْكُعْبَةِ فَقَالَ أَنْشُدْكُمْ بِاللَّهِ أَلَمْ تَسْمَعُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الذَّهَبِ قَالُوا أَلَلَّهُمْ نَعَمْ قَالَ وَأَنَا أَشْهَدُ *

৫১৫৫. নুসায়র ইবন ফারহ (র) - - - - হিমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুআবিয়া (রা) হজ্জে গমন করে আনসারদের একদলকে কা'বায় ডাকলেন। তারপর বললেন : আমি আপনাদেরকে আল্লাহর শপথ দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি আপনারা কি শুনেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সোনা ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন ? তাঁরা বললেন : হ্যাঁ। তিনি বললেন : আমিও সাক্ষ্য দিচ্ছি।

৫১৫৬. أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزِيدٍ عَنْ عُقْبَةَ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ حَدَّثَنِي يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو اسْحَقَ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ حِمَّانَ قَالَ حَجَّ مُعَاوِيَةَ فَدَعَا نَفَرًا مِنَ الْأَنْصَارِ فِي الْكَعْبَةِ فَقَالَ أَلَمْ تَسْمَعُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الذَّهَبِ قَالُوا نَعَمْ قَالَ وَأَنَا أَشْهَدُ *

৫১৫৬. আব্বাস ইব্ন ওলীদ ইব্ন মায্যাদ (র) - - - - ইব্ন হিম্মান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুআবিয়া (রা) হজ্জ করতে গিয়ে আনসারদের একদলকে কা'বার ভেতর ডাকলেন। তারপর বললেন : আপনারা কি শুনেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সোনা ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন? তাঁরা বললেন : হ্যাঁ। তিনি বললেন : আমিও সাক্ষ্য দিচ্ছি।

৫১৫৭. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَرْقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَزَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنِي حِمَّانُ قَالَ حَجَّ مُعَاوِيَةَ فَدَعَا نَفَرًا مِنَ الْأَنْصَارِ فِي الْكَعْبَةِ فَقَالَ أَنْشَدُكُمْ بِاللَّهِ أَلَمْ تَسْمَعُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَنْهَى عَنِ الذَّهَبِ قَالُوا أَلَلَّهُم نَعَمْ قَالَ وَأَنَا أَشْهَدُ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عِمَارَةُ أَحْفَظُ مِنْ يَحْيَى وَحَدِيثُهُ أَوْلَى بِالصَّوَابِ *

৫১৫৭. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন আবদুর রহীম বারকী (র) - - - - হিম্মান (র) বলেন, মুআবিয়া (রা) হজ্জ করতে গিয়ে আনসারদের একদলকে কা'বার ভেতর ডাকলেন। তারপর বললেন : আপনারা কি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে স্বর্ণ ব্যবহার নিষেধ করতে শোনেন নি? তাঁরা বললেন : হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। তিনি বললেন : আমিও সাক্ষ্য দিচ্ছি।

৫১৫৮. أَخْبَرَنَا اسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا النُّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَيْهَسُ بْنُ فَهْدَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو شَيْخٍ الْهِنَانِيُّ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ وَحَوْلَهُ نَاسًا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ فَقَالَ لَهُمْ اتَّعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ لُبْسِ الْحَرِيرِ فَقَالُوا أَلَلَّهُم نَعَمْ قَالَ وَنَهَى عَنِ لُبْسِ الذَّهَبِ إِلَّا مُقَطَّعًا قَالُوا نَعَمْ خَالَفَهُ عَلِيُّ بْنُ غُرَابٍ رَوَاهُ عَنْ بَيْهَسَ عَنْ أَبِي شَيْخٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ *

৫১৫৮. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র) - - - - আবুল শায়খ হুনায়ী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মুআবিয়া (রা)-কে তাঁর চারদিকে আনসার ও মুহাজির পরিবেষ্টিত অবস্থায় তাঁদেরকে বলতে শুনেছি : আপনারা কি জানেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রেশমী পরতে নিষেধ করেছেন? তাঁরা বললেন : হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। তিনি বললেন : আর তিনি সোনা পরতেও নিষেধ করেছেন, তবে সামান্য পরিমাণ ব্যতীত? তাঁরা বললেন : হ্যাঁ।

৫১৫৯. أَخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ غُرَابٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَيْهَسُ بْنُ فَهْدَانَ قَالَ

أَبْنَانَا أَبُو شَيْخٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ إِلَّا مُقَطَّعًا
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدِيثُ النَّضْرِ أَشْبَهُ بِالصَّوَابِ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ *

৫১৫৯. যিয়াদ ইবন আইয়্যুব (র) - - - - আবুশ শায়খ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবন উমরকে বলতে শুনেছি : রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বর্ণ পরতে নিষেধ করেছেন, তবে সামান্য পরিমাণ হলে ক্ষতি নেই।

مَنْ أُصِيبَ أَنْفُهُ هَلْ يَتَّخِذُ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ

যার নাক যখম হয়েছে, সে সোনার নাক বানাতে পারে কি না

৫১৬. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَبَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ زُرَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ طَرْفَةَ عَنْ جَدِّهِ عَرْفَجَةَ بْنِ أَسْعَدَ أَنَّهُ أُصِيبَ أَنْفُهُ يَوْمَ الْكَلَابِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَاتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ وَرَقٍ فَأَنْتَنَ عَلَيْهِ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَتَّخِذَ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ *

৫১৬০. মুহাম্মদ ইবন মা'মার (র) - - - - আরফাজাহ ইবন আসআদ (রা) থেকে বর্ণিত, জাহিলী যুগে কুলাবের যুদ্ধে তাঁর নাক যখম হয়ে যায়। ফলে তিনি রূপার একটি নাক বানিয়ে নেন, কিন্তু তাতে নাকে পচন ধরে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে সোনার নাক বানাতে আদেশ দেন।

৫১৬১. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ أَبِي الْأَشْهَبِ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ طَرْفَةَ عَنْ عَرْفَجَةَ بْنِ أَسْعَدَ بْنِ كُرَيْبٍ قَالَ وَكَانَ جَدُّهُ قَالَ حَدَّثَنِي قَالَ حَدَّثَنِي أَنَّهُ رَأَى جَدَّهُ قَالَ أُصِيبَ أَنْفُهُ يَوْمَ الْكَلَابِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَالَ فَاتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ فِضَّةٍ فَأَنْتَنَ عَلَيْهِ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَتَّخِذَهُ مِنْ ذَهَبٍ *

৫১৬১. কুতায়বা (র) - - - - আরফাজাহ ইবন আসআদ (রা) থেকে বর্ণিত। জাহিলী যুগে কুলাব যুদ্ধে তার নাক যখম হয়ে যায়। তখন তিনি রূপার নাক বানিয়ে নেন। কিন্তু তাতে তার নাকে পচন ধরে। ফলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে সোনার নাক বানিয়ে নিতে বলেন।

الرُّخْصَةُ فِي خَاتَمِ الذَّهَبِ لِلرِّجَالِ

পুরুষদের সোনার আংটি ব্যবহারের অনুমতি

৫১৬২. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ كَثِيرٍ الْحَرَّانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ عَنْ الضَّحَّاكِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَّاسَانِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ قَالَ عُمَرُ لِصُهَيْبٍ مَالِي أَرَى عَلَيْكَ خَاتَمَ الذَّهَبِ قَالَ قَدْ رَأَاهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ فَلَمْ يَعْبهُ قَالَ مَنْ هُوَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ *

৫১৬২. মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহইয়া ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন কাসীর হাররানী (র) - - - - সাঈদ ইব্ন মুসাইয়্যাব (রা) থেকে বর্ণিত। উমর (রা) সুহায়ব (রা)-কে স্বর্ণের আংটি পরতে দেখে বললেন : কী ব্যাপার, আমি যে তোমার পরিধানে সোনার আংটি দেখছি ? তিনি বললেন : আপনার চেয়ে উত্তম ব্যক্তি এটা দেখেছেন, কিন্তু তিনি কিছু বলেন নি। উমর (রা) বললেন : তিনি কে ? সুহায়ব (রা) বললেন : তিনি রাসূলুল্লাহ পালালো
আপনাইনি
ও তা সত্য ।^১

خَاتَمُ الذَّهَبِ সোনার আংটি

৫১৬৩. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اتَّخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَاتَمَ الذَّهَبِ فَلَبِسَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ الذَّهَبِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنِّي كُنْتُ أَلْبَسُ هَذَا الْخَاتَمَ وَإِنِّي لَنْ أَلْبَسَهُ أَبَدًا فَتَنَبَّذَهُ فَتَنَبَّذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ *

৫১৬৩. আলী ইব্ন হুজর (র) - - - - ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ পালালো
আপনাইনি
ও তা সত্য একটি সোনার আংটি বানিয়ে পরলেন, পরে লোকেরাও সোনার আংটি বানালো। তিনি বললেন : আমি এই আংটি পরতাম কিন্তু আমি আর তা কখনও পরবো না। এই বলে তিনি সেটি ফেলে দিলেন। তখন লোক সকল তাদের (সোনার) আংটি ফেলে দিল।

৫১৬৪. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ هُبَيْرَةَ بْنِ بَرِيمٍ قَالَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ نَهَانَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ وَعَنِ الْقَسِيِّ وَعَنِ الْمَيَاثِرِ الْحُمْرِ وَعَنِ الْجِعَةِ *

৫১৬৪. কুতায়বা (র) - - - - হুবায়রা ইব্ন বারীম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ পালালো
আপনাইনি
ও তা সত্য আমাকে সোনার আংটি ও রেশমী কাপড় পরতে এবং লাল রেশমী গদীতে বসতে, আর যব এবং গমের শরাব পান করতে নিষেধ করেছেন।

৫১৬৫. أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَدَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ عَنْ زَكْرِيَّا عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ هُبَيْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ وَعَنِ الْقَسِيِّ وَعَنِ الْمَيَاثِرِ الْحُمْرِ *

৫১৬৫. মুহাম্মদ ইব্ন আদম (র) - - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ পালালো
আপনাইনি
ও তা সত্য আমাকে সোনার আংটি পরতে, রেশমী কাপড় ব্যবহার করতে এবং লাল রেশমী গদীতে বসতে নিষেধ করেছেন।

৫১৬৬. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ أَدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ هُبَيْرَةَ سَمِعَهُ مِنْ عَلِيٍّ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ حَلَقَةِ الذَّهَبِ

১. সম্ভবত এ সময় সোনার আংটি ব্যবহার করা সকলের জন্য বৈধ ছিল। পরবর্তীতে তা মানসূখ বা বাতিল হয়েছে।
(সম্পাদক)

وَعَنِ الْمَيْثُرَةِ الْحَمْرَاءِ وَعَنِ الثِّيَابِ الْقَسِيَّةِ وَعَنِ الْجِعَةِ شَرَابٌ يُصْنَعُ مِنَ الشَّعِيرِ
وَالْحِنْطَةِ وَذَكَرَ مِنْ شِدَّتِهِ خَالَفَهُ عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ رَوَاهُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ صَفْصَعَةَ عَنْ عَلِيٍّ *

৫১৬৬. মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন মুবারক (র) - - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সোনার আংটি পরতে, লাল রেশমী গদীতে বসতে, রেশমী কাপড় পরতে এবং যব ও গমের শরাব পান করতে নিষেধ করেছেন।

৫১৬৭. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمَّارُ
بْنُ رُزَيْقٍ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ صَفْصَعَةَ بْنِ صُوحَانَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ
حَلَقَةِ الذَّهَبِ وَالْقَسِيِّ وَالْمَيْثُرَةِ وَالْجِعَةِ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الَّذِي قَبْلَهُ أَشْبَهُهُ بِالصَّوَابِ *

৫১৬৭. মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন মুবারক (র) - - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ আমাকে সোনার আংটি ও রেশমী কাপড় পরতে, লাল রেশমী গদীতে বসতে, আর যব ও গমের শরাব পান করতে নিষেধ করেছেন।

৫১৬৮. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ
إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَمْعَانَ عَنْ مَالِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ صَفْصَعَةَ بْنِ صُوحَانَ قَالَ قُلْتُ لِعَلِيٍّ إِنَّهَا عَمَّا
نَهَاكَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ نَهَانِي عَنِ الدُّبَاءِ وَالْحَنْتَمِ وَحَلَقَةِ الذَّهَبِ وَلُبْسِ الْحَرِيرِ
وَالْقَسِيِّ وَالْمَيْثُرَةِ الْحَمْرَاءِ *

৫১৬৮. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র) - - - - সা'সা'আ ইবন সুহান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আলী (রা)-কে বললাম : রাসূলুল্লাহ আপনাকে যা নিষেধ করেছেন, আপনি তা আমাদেরকে বলুন। তিনি বলেন : তিনি আমাকে দুব্বা^১, হান্তাম^২, সোনার আংটি, রেশমী কাপড় এবং লাল রেশমী গদী ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।

৫১৬৯. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ دُحَيْمٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ هُوَ ابْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ هُوَ ابْنُ سَمْعَانَ الْحَنْفِيُّ عَنْ مَالِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ جَاءَ صَفْصَعَةَ بْنُ صُوحَانَ
إِلَى عَلِيٍّ فَقَالَ إِنَّهَا عَمَّا نَهَاكَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الدُّبَاءِ
وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَالْجِعَةِ وَنَهَانَا عَنْ حَلَقَةِ الذَّهَبِ وَلُبْسِ الْحَرِيرِ وَالْقَسِيِّ
وَالْمَيْثُرَةِ الْحَمْرَاءِ *

৫১৬৯. আবদুর রহমান ইবন ইব্রাহীম দুহায়ম (র) - - - - মালিক ইবন 'উমায়র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি

১. দুব্বা : লাউয়ের খোল।

২. হান্তাম : সবুজ কলস।

বলেন, সা'সা'আ ইব্ন সুহান (র) আলী (রা)-এর নিকট এসে বললেন : রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} আপনাকে যে সকল বস্তু হতে নিষেধ করেছেন, আপনি আমাদের সে সকল বস্তু হতে নিষেধ করুন। তিনি বললেন : রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} আমাদেরকে নিষেধ করেছেন, দুব্বা, হাভ্তাম ও নকীর^১ নামক পাত্র ব্যবহার করতে, যব এবং গমের শরাব পান করতে এবং সোনার আংটি, রেশমী কাপড় এবং লাল গদী ব্যবহার করতে।

৫১৭. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُمَيْعٍ عَنْ مَالِكِ ابْنِ عُمَيْرٍ قَالَ قَالَ صَعَصَعَةُ بْنُ صُوحَانَ لِعَلِيٍّ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّهَا عَمَّا نَهَاكَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الدُّبَاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْجِجَعَةِ وَعَنِ حَلِيقِ الذَّهَبِ وَلُبْسِ الْحَرِيرِ وَعَنِ الْمَيْثَرَةِ الْحُمْرَاءِ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدِيثُ مَرْوَانَ وَعَبْدُ الْوَاحِدِ أَوْلَى بِالصُّوَابِ مِنْ حَدِيثِ إِسْرَائِيلَ *

৫১৭০. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) - - - - মালিক ইব্ন উমায়র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সা'সা'আ ইব্ন সুহান (র) আলী (রা)-কে বললেন : হে আমিরুল মু'মিনীন ! আপনি আমাদেরকে ঐ সকল বস্তু হতে নিষেধ করুন, রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} আপনাকে যা হতে নিষেধ করেছেন। তিনি বললেন : রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} আমাদেরকে নিষেধ করেছেন দুব্বা ও হাভ্তাম ব্যবহার করতে এবং যব এবং গমের নাবীয পান করতে, সোনার আংটি, রেশমী কাপড় এবং লাল রেশমী গদী ব্যবহার করতে।

৫১৭১. أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَنْفِيُّ وَعُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ أَبُو عَلِيٍّ حَدَّثَنَا وَقَالَ عُثْمَانُ أَنْبَأَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ نَهَانِي حَبِيبُ اللَّهِ ﷺ عَنْ ثَلَاثٍ لَا أَقُولُ نَهَى النَّاسَ نَهَانِي عَنْ تَخْتُمِ الذَّهَبِ وَعَنْ لُبْسِ الْقَسِيِّ وَعَنِ الْمُعْصَفَرِ الْمُقَدَّمَةِ وَلَا أَقْرَأُ سَاجِدًا وَلَا رَاكِعًا تَابِعَهُ الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ *

৫১৭১. আবু দাউদ (র) - - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার প্রিয় রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} আমাকে নিষেধ করেছেন, তিনটি বস্তু হতে; আমি এ বলি না যে, তিনি অন্যান্য লোকদেরকেও নিষেধ করেছেন। তিনি আমাকে নিষেধ করেছেন : সোনার আংটি, রেশমী কাপড় এবং লাল কুসুম রঙের পোশাক ব্যবহার করতে। আর রুকু এবং সিজ্দা অবস্থায় কুরআন তিলাওয়াত করতে।

৫১৭২. أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ دَاوُدَ الْمُتَكَدِّرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكَ عَنْ الضَّحَّاكِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

১. নাকীর : কাঠের তৈরি পাত্রবিশেষ। জাহিলী যুগে এসব পাত্রে মদ তৈরি করা হত বিধায় মদ হারাম করার সময় এগুলোর ব্যবহারও হারাম করা হয়েছিল। পরে অবশ্য এগুলো ব্যবহার করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

وَلَا أَقُولُ نَهَاكُمْ عَنْ تَخْتُمَ الذَّهَبَ وَعَنْ لُبْسِ الْقَسَىٰ وَعَنْ لُبْسِ الْمُفْدَمِ وَالْمُعْصَفَرِ وَعَنْ
الْقِرَاءَةِ رَاكِعًا *

৫১৭২. হাসান ইব্ন দাউদ মুন্কাদিরী (র) - - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সেখানে যেখানে
আমাকে নিষেধ করেছেন আমাকে নিষেধ করেছেন, আমি বলি না যে, তিনি তোমাদেরকেও নিষেধ করেছেন, সোনার আংটি বানাতে, রেশমী কাপড় পরতে, লাল কুসুম রঙের কাপড় করতে এবং রুকুতে কুরআন পড়তে।

৫১৭৩. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন আবদুর রহীম বারকী (র) - - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সেখানে যেখানে
আমাকে নিষেধ করেছেন আমাকে নিষেধ করেছেন রুকু অবস্থায় কুরআন পাঠ করতে; সোনার আংটি ও কুসুম রঙের কাপড় পরতে।

৫১৭৪. হাসান ইব্ন কাযাআ (র) - - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সেখানে যেখানে
আমাকে নিষেধ করেছেন আমাকে নিষেধ করেছেন, আমি বলি না যে, তোমাদেরকেও নিষেধ করেছেন। তিনি আমাকে নিষেধ করেছেন : রুকু অবস্থায় কুরআন পাঠ করতে এবং সোনা ও কুসুম রঙের কাপড় ব্যবহার করতে।

৫১৭৫. হাসান ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন বাক্বার ইব্ন বিলাল (র) - - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সেখানে যেখানে
আমাকে নিষেধ করেছেন আমাকে নিষেধ করেছেন সোনার আংটি তৈরি করতে, কুসুম রঙের কাপড় পরতে, রেশমী কাপড় পরতে এবং রুকুতে কুরআন পড়তে।

৫১৭৬. হাসান ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন বাক্বার ইব্ন বিলাল (র) - - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সেখানে যেখানে
আমাকে নিষেধ করেছেন আমাকে নিষেধ করেছেন সোনার আংটি তৈরি করতে, কুসুম রঙের কাপড় পরতে, রেশমী কাপড় পরতে এবং রুকুতে কুরআন পড়তে।

৫১৭৭. হাসান ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন বাক্বার ইব্ন বিলাল (র) - - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সেখানে যেখানে
আমাকে নিষেধ করেছেন আমাকে নিষেধ করেছেন সোনার আংটি তৈরি করতে, কুসুম রঙের কাপড় পরতে, রেশমী কাপড় পরতে এবং রুকুতে কুরআন পড়তে।

৫১৭৬. আবু বকর ইব্ন আলী (র) - - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে রেশমী কাপড়, কুসুম রঙের কাপড় এবং সোনার আংটি ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।

৫১৭৭. أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَشْرٌ وَهُوَ ابْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ حُنَيْنٍ مَوْلَى عَلِيٍّ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَرْبَعٍ عَنِ التَّخْتُمِ بِالذَّهَبِ وَعَنْ لُبْسِ الْقَسِيِّ وَعَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَأَنَا رَاكِعٌ وَعَنْ لُبْسِ الْمُعْصَفِرِ. وَوَافَقَهُ أَيُّوبُ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يُسَمِّ الْمَوْلَى *

৫১৭৭. ইসমাইল ইব্ন মাসউদ (র) - - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে চার বস্তু থেকে— সোনার আংটি ব্যবহার করতে, রেশমী কাপড় পরতে, রুকু অবস্থায় কুরআন পড়তে এবং কুসুম রঙের কাপড় পরতে নিষেধ করেছেন।

৫১৭৮. أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ بْنُ جَعْفَرٍ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَلْخِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ مَوْلَى لِبَّاسٍ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ لُبْسِ الْمُعْصَفِرِ وَعَنِ الْقَسِيِّ وَعَنِ التَّخْتُمِ بِالذَّهَبِ وَأَنَّ أَقْرَأَ وَأَنَا رَاكِعٌ *

৫১৭৮. হুসায়ন ইব্ন মানসূর ইব্ন জা'ফর নিশাপুরী (র) - - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে কুসুম রঙের কাপড়, রেশমী কাপড় এবং সোনার আংটি ব্যবহার করতে, আর রুকু অবস্থায় কুরআন পড়তে নিষেধ করেছেন।

الْاِخْتِلَافُ عَلَى يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ فِيهِ

ইয়াহুইয়া ইব্ন আবু কাসীর বর্ণিত হাদীসে তার থেকে বর্ণনাকারীদের মধ্যে পার্থক্য

৫১৭৯. أَخْبَرَنِي هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا حَرْبٌ وَهُوَ ابْنُ شَدَّادٍ عَنْ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ سَعِيدٍ الْقَدَكِيُّ أَنَّ نَافِعًا أَخْبَرَهُ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ حُنَيْنٍ أَنَّ عَلِيًّا حَدَّثَهُ قَالَ نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ ثِيَابِ الْمُعْصَفِرِ وَعَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ وَعَنْ لُبْسِ الْقَسِيِّ وَأَنَّ أَقْرَأَ وَأَنَا رَاكِعٌ خَالَفَهُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ *

৫১৭৯. হারুন ইব্ন আবদুল্লাহ (র) - - - - হারব ইব্ন শাদ্দাদ ইয়াহুইয়া থেকে, তিনি আমার ইব্ন সাঈদ ফাদাকী থেকে, তিনি নাকি' থেকে, তিনি ইব্ন হুনায়েন থেকে এবং তিনি হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে কুসুম রঙের কাপড়, সোনার আংটি ও রেশমী কাপড় ব্যবহার করতে এবং রুকু অবস্থায় কুরআন পড়তে নিষেধ করেছেন।

৫১৮০. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ بَعْضِ مَوَالِي الْعَبَّاسِ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُعْصَفِرِ وَالْثِّيَابِ الْقَسِيَّةِ وَعَنْ أَنْ يَفْرَأَ وَهُوَ رَاكِعٌ *

৫১৮০. কুতায়বা (র) - - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুসুম রঙের লাল কাপড়, রেশমী কাপড় পরতে এবং রুকু অবস্থায় কুরআন পড়তে নিষেধ করেছেন।

৫১৮১. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَلِيٍّ قَالَ نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَسَاقَ الْحَدِيثَ *

৫১৮১. মাহমুদ ইবন খালিদ (র) - - - - আবু 'আমর যাওয়াঈ ইয়াহুয়া থেকে এবং তিনি আলী (রা) থেকে। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে নিষেধ করেছেন এভাবে হাদীসের শেষ পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে।

حَدِيثُ عُبَيْدَةَ

উবায়দা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীস

৫১৮২. أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ نَهَانِي النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْقَسِيِّ وَالْحَرِيرِ وَخَاتَمِ الذَّهَبِ وَأَنْ أَقْرَأَ رَاكِعًا. خَالَفَهُ هِشَامٌ وَلَمْ يَرْفَعْهُ *

৫১৮২. উবায়দুল্লাহ ইবন সাঈদ (র) - - - - উবায়দা (রা) থেকে। তিনি আলী (রা) থেকে তিনি বলেন : নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে রেশমী কাপড়, সোনার আংটি ব্যবহার করতে এবং রুকু অবস্থায় কুরআন পড়তে নিষেধ করেছেন।

৫১৮৩. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ أَنْبَأَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ نَهَى عَنْ مِائِثِ الْأَرْجَوَانِ وَلُبْسِ الْقَسِيِّ وَخَاتَمِ الذَّهَبِ *

৫১৮৩. আহমদ ইবন সুলায়মান (র) - - - - উবায়দা (রা) আলী (রা) থেকে। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লাল রেশমী গদী ও রেশমী কাপড় পরিধান করতে এবং সোনার আংটি ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।

৫১৮৪. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عُبَيْدَةَ قَالَ نَهَى عَنْ مِائِثِ الْأَرْجَوَانِ وَخَوَاتِيمِ الذَّهَبِ *

৫১৮৪. কুতায়বা (র) - - - - উবায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লাল রেশমী গদী ও সোনার আংটি ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَالْاِخْتِلَافُ عَلَى قَتَادَةَ

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে কাতাদা (র)-এর বর্ণনাগত পার্থক্য

৫১৮৫. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ الْحَجَّاجِ هُوَ ابْنُ الْحَجَّاجِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ نَهْيِكَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ تَخْتُمِ الذَّهَبِ *

৫১৮৫. আহমদ ইবন হাফস (র) - - - - হাজ্জাজ ইবন হাজ্জাজ কাতাদা হতে তিনি আবদুল মালিক ইবন উবায়দ হতে, তিনি বাশীর ইবন নাহীক হতে এবং তিনি আবু হুরায়রা (রা) থেকে। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে সোনার আংটি পরতে নিষেধ করেছেন।

৫১৮৬. أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ حَمَّادٍ الْمَعْنِيُّ الْبَصْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصُ اللَّيْثِيِّ قَالَ أَشْهَدُ عَلَى عِمْرَانَ أَنَّهُ حَدَّثَنَا قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَعَنْ التَّخْتُمِ بِالذَّهَبِ وَعَنِ الشُّرْبِ فِي الْحَنَاتِمِ *

৫১৮৬. ইউনুস ইবন হাম্মাদ মা'আনী (র) - - - - ইমরান (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রেশমী কাপড় পরতে, সোনার আংটি ও হাতাম পাত্র ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।

৫১৮৭. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ أَنَّ أَبَا الْبَخْتَرِيِّ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّ رَجُلًا قَدِمَ مِنْ نَجْرَانَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبٍ فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ إِنَّكَ جِئْتَنِي وَفِي يَدِكَ جَمْرَةٌ مِنْ نَارٍ *

৫১৮৭. আহমদ ইবন আমর ইবন সারহ (র) - - - - আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, নাজরানের এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আসলো, তার হাতে ছিল সোনার আংটি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং বললেন : তুমি আমার নিকট এসেছ, অথচ তোমার হাতে রয়েছে আগুনের অঙ্গার।

৫১৮৮. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ رَجُلٍ حَدَّثَهُ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّ رَجُلًا كَانَ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبٍ وَفِي يَدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِخْصَرَةٌ أَوْ جَرِيدَةٌ فَضَرَبَ بِهَا النَّبِيُّ ﷺ. اصْبِغْ فَقَالَ الرَّجُلُ مَالِي يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَلَا تَطْرَحُ هَذَا الَّذِي فِي اصْبِغِكَ فَآخِذَهُ الرَّجُلُ فَرَمَى بِهِ فَرَأَاهُ النَّبِيُّ ﷺ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ مَا فَعَلَ الْخَاتَمُ قَالَ رَمَيْتُ بِهِ قَالَ مَا بِهِذَا أَمَرْتُكَ إِنَّمَا أَمَرْتُكَ أَنْ تَبِيعَهُ فَتَسْتَعِينُ بِثَمَنِهِ وَهَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ *

৫১৮৮. আহমদ ইব্ন সুলায়মান (র) - - - - বারা ইব্ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট এক ব্যক্তি সোনার আংটি হাতে পরে বসা ছিল। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হাতে ছিল একটি ছড়ি। তিনি ঐ ছড়ি দিয়ে তার আঙ্গুলে আঘাত করলেন। তখন ঐ ব্যক্তি বললো : ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! আমি কি অপরাধ করেছি? তিনি বললেন : শোন, তোমার আঙ্গুল হতে এটা খুলে ফেল। ঐ ব্যক্তি তা খুলে ফেলে দিল। পরে তিনি তাকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন : তোমার আংটি কোথায়? লোকটি বললো : আমি তা ফেলে দিয়েছি। তিনি বললেন : আমি তোমাকে তা ফেলে দিতে বলিনি। আমি বলেছিলাম, তুমি তা বিক্রি করে নিজের কাজে লাগাও।

৫১৮৯. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ رَاشِدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُسَنِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَبْصَرَ فِي يَدِهِ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فَجَعَلَ يَفْرَعُهُ بِقَضِيبٍ مَعَهُ فَلَمَّا غَفَلَ النَّبِيُّ ﷺ أَلْقَاهُ قَالَ مَا أَرَأَانَا الْأَقْدُ أَوْ جَعْفَانَا وَآغْرَمْنَاكَ. خَالَفَهُ يُونُسُ رَوَاهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي إِدْرِيسٍ مُرْسَلًا *

৫১৮৯. আমর ইব্ন মানসূর (র) - - - - আবু সালাবা খুশানী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার তার হাতে সোনার আংটি দেখলেন। তখন তিনি তাঁর লাঠি দ্বারা তাতে আঘাত করতে লাগলেন। যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ অনামনক হলেন, তখন তিনি তা ফেলে দিলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আমি তোমাকে কষ্ট দিলাম এবং তোমার ক্ষতি করলাম।

৫১৯০. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيُّ أَنَّ رَجُلًا مِمَّنْ أَدْرَكَ النَّبِيَّ ﷺ لَبَسَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ نَحْوَهُ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَحَدِيثُ يُونُسَ أَوْلَى بِالصَّوَابِ مِنْ حَدِيثِ النُّعْمَانِ *

৫১৯০. আহমদ ইব্ন আমর ইব্ন সারহ (র) - - - - আবু ইদরিস খাওলানী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাহাবীদের একজন সোনার আংটি পরলেন— তারপর পূর্বের অনুরূপ।

৫১৯১. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيُّ الدَّمَشْقِيُّ أَبُو عَبْدِ الْمَلِكِ قِرَاءَةُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَائِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى عَلَى رَجُلٍ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ نَحْوَهُ *

৫১৯১. আহমদ ইব্ন ইব্রাহীম (র) - - - - আবু ইদরিস খাওলানী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তির হাতে সোনার আংটি দেখলেন। তারপর পূর্বের অনুরূপ।

৫১৯২. أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ الْعُمَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى فِي يَدِ رَجُلٍ خَاتَمَ ذَهَبٍ فَضَرَبَ إصْبَعَهُ بِقَضِيبٍ كَانَ مَعَهُ حَتَّى رَمَى بِهِ *

৫১৯২. আবু বকর ইবন আলী (র) - - - - আবু ইদরিস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ এক ব্যক্তির হাতে সোনার আংটি দেখে তাঁর হাতের লাঠি দিয়ে তার আঙ্গুলে আঘাত করলেন। ফলে সে তা খুলে ফেলে দিল।

৫১৯৩. أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَرْكَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ شِهَابٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مُرْسَلٌ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَالْمَرَّاسِيلُ أَشْبَهُ بِالصُّوَابِ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ *

৫১৯৩. আবু বকর আহমদ ইবন আলী মারওয়াযী (র) - - - - ইবন শিহাব (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ, অতঃপর তিনি পূর্বের অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে তার বর্ণনা মুরসাল।

مِقْدَارُ مَا يُجْعَلُ فِي الْخَاتَمِ مِنَ الْفِضَّةِ

আংটিতে কি পরিমাণ রূপা ব্যবহার করা যাবে

৫১৯৪. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمٍ مِنْ أَهْلِ مَرْوَ أَبُو طَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ حَدِيدٍ فَقَالَ مَا لِي أَرَى عَلَيْكَ حَلِيَّةَ أَهْلِ النَّارِ فطَرَحَهُ ثُمَّ جَاءَهُ وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ شَبِّهِ فَقَالَ مَا لِي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ الْأَصْنَامِ فطَرَحَهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ أَتَّخِذُهُ قَالَ مِنْ وَرَقٍ وَلَا تُتِمَّهُ مِثْقَالًا *

৫১৯৪. আহমদ ইবন সুলায়মান (র) - - - - বুয়াযদা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট এমন এক ব্যক্তি আসলো, যার হাতে ছিল একটি লোহার আংটি। তিনি বললেন : তোমার হাতে দোষখীদের পোশাক দেখছি কেন ? তখন সে ব্যক্তি তা খুলে ফেলে দিল। দ্বিতীয়বার যখন সে আসলো, তখন তার হাতে ছিল পিতলের আংটি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আমি তোমার থেকে মূর্তির গন্ধ পাচ্ছি কেন ? তখন সে তা ফেলে দিল এবং বললো : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! তা কী দিয়ে তৈরি করবো ? তিনি বললেন : রূপা দিয়ে, আর তা এক মিসকাল পূর্ণ করবে না (অর্থাৎ যেন সাড়ে চার মাষা হতে কম হয়)।

صِفَةُ خَاتَمِ النَّبِيِّ ﷺ

রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আংটির বিবরণ

৫১৯৫. أَخْبَرَنَا الْعِيَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرَقٍ فَصُفَّهُ حَبَشِيٌّ وَنُقِشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ *

৫১৯৫. আব্বাস ইবন আবদুল আযীম আনবারী (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ রূপার একটি আংটি তৈরি করান যার নগীনা ছিল হাবশী পাথরের, আর তাতে 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' অঙ্কিত ছিল।

৫১৯৬. أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ خَاتَمٌ فَضَةٌ يَتَخْتَمُ بِهِ فِي يَمِينِهِ فَضَةً حَبَشِيٌّ يَجْعَلُ فَضَّهُ مِمَّا يَلِي كَفَّهُ *

৫১৯৬. আবু বকর ইবন আলী (র) - - - - আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আংটি ছিল রৌপ্য নির্মিত। তিনি তা ডান হাতে পরতেন, এর নগীনা ছিল হাবশী পাথরের। তিনি তার নগীনা হাতের তালুর দিকে রাখতেন।

৫১৯৭. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ بْنُ خَلِيٍّ الْحِمَصِيُّ وَكَانَ أَبُوهُ خَالِدٌ عَلَى قَضَاءِ حِمصٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْعَوْصِيِّ عَنْ الْحَسَنِ وَهُوَ ابْنُ صَالِحِ بْنِ حَى عَنْ عَاصِمٍ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ خَاتَمُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ فَضَّةٍ وَكَانَ فَضَّهُ مِنْهُ *

৫১৯৭. মুহাম্মদ ইবন খালিদ ইবন খালী হিমসী (র) - - - - আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আংটি ছিল রূপার এবং তার নগীনাও ছিল রূপার।

৫১৯৮. أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بَسْطَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ حُمَيْدًا عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ خَاتَمَهُ مِنْ وَرَقٍ فَضَّهُ مِنْهُ *

৫১৯৮. আবু বকর ইবন আলী (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ-এর আংটি ছিল রূপার নির্মিত এবং এর নগীনাও ছিল রূপার।

৫১৯৯. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مَعَاوِيَةَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ خَاتَمُ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ فَضَّةٍ فَضَّهُ مِنْهُ *

৫১৯৯. আহমদ ইবন সুলায়মান (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর আংটি ছিল রূপার এবং নগীনাও ছিল রূপার।

৫২০০. أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ بَشْرِ وَهُوَ ابْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الرُّومِ فَقَالُوا إِنَّهُمْ لَا يَقْرُونَ كِتَابًا إِلَّا مَخْتُومًا فَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فَضَّةٍ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ وَنُقُوشٍ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ *

৫২০০. হুমায়দ ইব্ন মাসআদা (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রোমের বাদশাহর নিকট পত্র লিখতে মনস্থ করলেন, লোকেরা তাঁর নিকট বললেন : রোমের লোকেরা সিলমোহর ব্যতীত কোন পত্র পাঠ করে না। এরপর তিনি রূপার একটি আংটি বানিয়ে নেন। যেন আমি এখনও তাঁর হাতে তার গুহ্রতা দেখতে পাচ্ছি। তাতে 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' অঙ্কিত ছিল।

৫২.১. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَانَ أَبُو الْجَوْزَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ أَخَّرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاةَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةَ حَتَّى مَضَى شَطْرُ اللَّيْلِ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى بِنَا كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ خَاتَمِهِ فِي يَدِهِ مِنْ فِضَّةٍ *

৫২০১. আহমদ ইব্ন উসমান আবু জাওয়া (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ ইশার সালাতে অর্ধরাত্রি পর্যন্ত দেরী করলেন, পরে তিনি বের হয়ে আমাদের সাথে সালাত আদায় করলেন। আমি যেন এখনও তাঁর হাতে রৌপ্য নির্মিত আংটির গুহ্রতা অবলোকন করছি।

مَوْضِعِ الْخَاتَمِ مِنَ الْيَدِ ذِكْرُ حَدِيثِ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ
কোন হাতে আংটি পরবে

৫২.২. أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبٌ عَنْ سُلَيْمَانَ هُوَ ابْنُ بِلَالٍ عَنْ شَرِيكَ هُوَ ابْنُ أَبِي نَمِرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ شَرِيكَ وَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَلْبَسُ خَاتَمَهُ فِي يَمِينِهِ *

৫২০২. রবী ইব্ন সুলায়মান (র) - - - - আবু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর ডান হাতে আংটি পরতেন।

৫২.৩. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ الْبَحْرَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَتَخَتَّمُ بِيَمِينِهِ *

৫২০৩. মুহাম্মদ ইব্ন মা'মার বাহরানী (র) - - - - আবদুল্লাহ ইব্ন জাফর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর ডান হাতে আংটি পরতেন।

لَبَسُ خَاتَمِ حَدِيدٍ مَلَوِيٍّ عَلَيْهِ بِفِضَّةٍ

রূপা জড়ানো লোহার আংটি ব্যবহার

৫২.৪. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي عَتَّابٍ سَهْلٍ بْنِ حَمَّادٍ وَأَنْبَاءَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مَكِينٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِيَّاسُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ الْمُعَيْقِبِ عَنْ جَدِّهِ مُعَيْقِبٍ أَنَّهُ قَالَ كَانَ خَاتَمُ

النَّبِيُّ ﷺ حَدِيثًا مَلُوبًا عَلَيْهِ فِضَّةٌ قَالَ وَرَبُّمَا كَانَ فِي يَدِي فَكَانَ مُعَيَّقِيْبٌ عَلَى خَاتَمِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ *

৫২০৪. আমার ইবন আলী (র) - - - - মু'আয়কীব (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আংটি ছিল লোহার, যাতে রূপা জড়ানো ছিল। তিনি বলেন : কোন সময় তা আমার হাতেও থাকতো। মু'আয়কীব (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আংটির রক্ষক ছিলেন।

لُبْسِ خَاتَمِ صُفْرِ

পিতলের আংটি

৫২০৫. أَخْبَرَنِي عَلَى بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ عَلِيٍّ الْمَصِّيْصِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ مَنْصُورٍ مِنْ أَهْلِ ثَغْرِ ثَقَةٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ أَقْبَلَ رَجُلٌ مِنَ الْبَحْرَيْنِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ وَكَانَ فِي يَدِهِ خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبٍ وَجِبَّةٌ حَرِيرٌ فَأَلْقَاهُمَا ثُمَّ سَلَّمَ فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ ثُمَّ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَيْتَكَ أَنْفًا فَأَعْرَضْتَ عَنِّي فَقَالَ إِنَّهُ كَانَ فِي يَدِكَ جَمْرَةٌ مِنْ نَارٍ قَالَ لَقَدْ جِئْتُ إِذَا بِجَمْرٍ كَثِيرٍ قَالَ إِنْ مَا جِئْتُ بِهِ لَيْسَ بِأَجْزَأَ عَنَّا مِنْ حِجَارَةِ الْحَرَّةِ وَلَكِنَّهُ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا قَالَ فَمَاذَا اتَّخَذْتَ مِنْ حَلَقَةٍ مِنْ حَدِيدٍ أَوْ وَرَقٍ أَوْ صُفْرِ *

৫২০৫. আলী ইবন মুহাম্মদ ইবন আলী মিসসীসী (র) - - - - আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বাহরায়ন থেকে এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হলো। সে সালাম করলে, তিনি তার সালামের জবাব দিলেন না। তার হাতে সোনার আংটি ছিল এবং পরনে ছিল রেশমী জুব্বা। সে উভয়টি খুলে ফেলল। তারপর এসে সালাম করল। এবার তিনি তার সালামের জবাব দিলেন। সে ব্যক্তি বললো : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমি এইমাত্র আপনার নিকট উপস্থিত হয়েছিলাম, কিন্তু আপনি আমার প্রতি দ্রুক্ষেপ করেন নি। তিনি বললেন : তখন তোমার হাতে ছিল একটি অঙ্গার। সে বললো : এখন আমি অনেক অঙ্গার এনেছি। তিনি বললেন : তুমি যা এনেছ, তা আমাদের নিকট হাররার পাথরখণ্ড হতে উত্তম নয়। তবে হ্যাঁ, তা পার্থিব সম্পদ বটে। সে বললো : তবে আমি কি দিয়ে আংটি বানাব ? তিনি বললেন : লোহা, রূপা বা পিতলের রিং বানিয়ে নেবে।

৫২০৬. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَدْ اتَّخَذَ حَلَقَةً مِنْ فِضَّةٍ فَقَالَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَصُوغَ عَلَيْهِ فَلْيَفْعَلْ وَلَا تَنْقُشُوا عَلَى نَقْشِهِ *

৫২০৬. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার বের হলে দেখা গেল, তাঁর হাতে একটি রূপার আংটি রয়েছে। তিনি বললেন : যার ইচ্ছা হয়, সে এইরূপ আংটি বানাতে পারে; কিন্তু এর উপর যে নকশা করা আছে, এরূপ নকশা যেন না করে।

৫২.৭. أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ الْحَرَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا هُرُونُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ اتَّخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَاتَمًا وَنَقَشَ عَلَيْهِ نَقْشًا قَالَ إِنَّا قَدْ اتَّخَذْنَا خَاتَمًا وَنَقَشْنَا فِيهِ نَقْشًا فَلَا يَنْقُشُ أَحَدٌ عَلَى نَقْشِهِ ثُمَّ قَالَ أَنَسٌ فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبَيْصِهِ فِي يَدِهِ *

৫২০৭. আবু দাউদ সুলায়মান ইব্ন সাযফ হাররানী (র) - - - - আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি আংটি তৈরি করান এবং তাতে একটা নকশা করান। এরপর তিনি বললেন : আমি আংটি বানিয়ে তাতে নকশা করিয়েছি। তোমাদের কেউ যেন এরূপ নকশা না করায়। আনাস (রা) বলেন, আমি যেন যেন তাঁর হাতে তার শুভ্রতা এখনও দেখতে পাচ্ছি।

قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ لَا تَنْقُشُوا عَلَى خَوَاتِمِكُمْ عَرَبِيًّا

নবী ﷺ-এর নির্দেশ তোমরা আংটিতে আরবী নকশা করো না

৫২.৮. أَخْبَرَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى الْخَوَارَزْمِيُّ بِبَغْدَادَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَنْبَأَنَا الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبٍ عَنْ أَزْهَرَ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَسْتَضَيُّوْا بِنَارِ الْمُشْرِكِينَ وَلَا تَنْقُشُوا عَلَى خَوَاتِمِكُمْ عَرَبِيًّا *

৫২০৮. মুজাহিদ ইব্ন মুসা খুওয়ারায়মী (র) - - - - আনাস ইব্ন মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা মুশরিকদের আগুন হতে আলো গ্রহণ করবে না আর তোমরা তোমাদের আংটিতে আরবী নকশা করবে না।

الْنَهْيُ عَنِ الْخَاتَمِ فِي السَّبَابَةِ

তর্জনী আঙ্গুলে আংটি পরা নিষেধ

৫২.৯. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِي بَرْدَةَ قَالَ قَالَ عَلَىُّ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا عَلَىُّ سَلِ اللَّهَ الْهُدَى وَالسَّدَادَ وَنَهَانِي أَنْ أَجْعَلَ الْخَاتَمَ فِي هَذِهِ وَهَذِهِ وَأَشَارَ يَعْْنِي بِالسَّبَابَةِ وَالْوُسْطَى *

৫২০৯. মুহাম্মদ ইব্ন মানসূর (র) - - - - আবু বুরদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী (রা) বলেছেন : আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তা'আলার নিকট হিদায়াত এবং সঠিকভাবে কার্য নির্বাহের তওফীক

কামনা কর। আর তিনি আমাকে নিষেধ করেছেন এই-এই আঙ্গুলে আংটি পরতে। এরপর তিনি ইঙ্গিত করলেন, তর্জনী ও মধ্যমা আঙ্গুলের দিকে।

৫২১০. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْخَاتَمِ فِي هَذِهِ وَهَذِهِ يَعْنِي السَّبَّابَةَ وَالْوُسْطَى وَاللِّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى *

৫২১০. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না ও মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) - - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ এই-এই আঙ্গুলে আংটি পরতে নিষেধ করেছেন। অর্থাৎ তর্জনী ও মধ্যমা আঙ্গুলে।

৫২১১. أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَشْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قُلِ اللَّهُمَّ اهْدِنِي وَسَدِّدْنِي وَنَهَانِي أَنْ أَضَعَ الْخَاتَمَ فِي هَذِهِ وَهَذِهِ وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى قَالَ قَالَ عَاصِمٌ أَحَدَهُمَا *

৫২১১. ইসমাঈল ইব্ন মাসউদ (র) - - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বলেছেন : বল, হে আল্লাহ ! আমাকে হিদায়ত দান কর এবং আমাকে সঠিকভাবে কার্য নির্বাহের তওফীক দাও। আর তিনি আমাকে এই-এই আঙ্গুলে আংটি পরতে নিষেধ করেছেন। তিনি ইঙ্গিত করলেন, তর্জনী ও মধ্যমা আঙ্গুলের প্রতি।

نَزْعُ الْخَاتَمِ عِنْدَ دُخُولِ الْخَلَاءِ

পায়খানায় প্রবেশের সময় আংটি খুলে রাখা

৫২১২. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ نَزَعَ خَاتَمَهُ *

৫২১২. মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন পায়খানায় প্রবেশ করতেন, তখন তাঁর আংটি খুলে রাখতেন।

৫২১৩. أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اتَّخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ وَجَعَلَ فَصَّهُ مِنْ قِبَلِ كَفِّهِ فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ الذَّهَبِ فَالْقَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَاتَمَهُ وَقَالَ لَا الْبَسَةَ أَبَدًا وَالْقَى النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ *

৫২১৩. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সোনার আংটি বানালেন এবং তার নগীনার দিক হাতের তালুর দিকে রাখলেন। পরে লোকেরাও সোনার আংটি

বানালে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর আংটি খুলে ফেলে দিলেন এবং বললেন : আমি এটা আর কখনও পরবো না। তখন লোকজন তাদের আংটি খুলে ফেললো।

৫২১৪. أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ وَجَعَلَ فِيهِ مِثْلَ كِفِّهِ فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ فَطَرَحَهُ النَّبِيُّ ﷺ وَقَالَ لَا أَلْبَسُهُ أَبَدًا *

৫২১৪. ইসমাইল ইবন মাসউদ (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ সোনার আংটি বানিয়ে এর নগীনা হাতের তালুর দিকে রাখলেন। লোকজনও এরূপ আংটি বানালো। নবী ﷺ সেটি ফেলে দিয়ে বললেন : আমি তা আর কখনও পরবো না।

৫২১৫. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ تَخْتَمُ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ ثُمَّ طَرَحَهُ وَلَبِسَ خَاتَمًا مِنْ وَرَقٍ وَنُقِشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَنْقُشَ عَلَى نَقْشِ خَاتَمِي هَذَا ثُمَّ جَعَلَ فِيهِ بَطْنُ كِفِّهِ *

৫২১৫. মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন ইয়াযীদ (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ সোনার আংটি বানিয়েছিলেন, পরে তা ফেলে দিয়ে রূপার আংটি পরলেন, যাতে তিনি 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' নকশা করিয়ে নেন। তিনি বলেন : আমার এই আংটিতে যে নকশা রয়েছে, এরূপ নকশা কারো জন্য করানো উচিত নয়। এরপর তিনি তার নগীনা তাঁর হাতের তালুর দিকে রাখতেন।

৫২১৬. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ الْمُعَمَّرِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَبِسَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَلَمَّا رَأَاهُ أَصْحَابُهُ فَشَتَّ خَوَاتِيمُ الذَّهَبِ فَرَمَى بِهِ فَلَا نَذْرِي مَا فَعَلَ ثُمَّ أَمَرَ بِخَاتَمٍ مِنْ فِضَّةٍ فَأَمَرَ أَنْ يَنْقُشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَكَانَ فِي يَدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى مَاتَ وَفِي يَدِ أَبِي بَكْرٍ حَتَّى مَاتَ وَفِي يَدِ عُمَرَ حَتَّى مَاتَ وَفِي يَدِ عُثْمَانَ سِتُّ سِنِينَ مِنْ عَمَلِهِ فَلَمَّا كَثُرَتْ عَلَيْهِ الْكُتُبُ دَفَعَهُ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَكَانَ يَخْتَمُ بِهِ فَخَرَجَ الْأَنْصَارِيُّ إِلَى قَلِيبٍ لِعُثْمَانَ فَسَقَطَ فَالْتَمَسَ فَلَمْ يَوْجَدْ فَأَمَرَ بِخَاتَمٍ مِثْلِهِ وَنُقِشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ *

৫২১৬. মুহাম্মদ ইবন মা'মার (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ তিন দিন ধরে একটি সোনার আংটি পরলেন। তাঁর সাহাবীগণ তা দেখে তাঁরাও সোনার আংটি বানানো আরম্ভ করলেন। এরপর তিনি তাঁর আংটি খুলে ফেলে দিলেন। পরে তার কি হয়েছে আমি জানি না। এরপর তিনি একটি রূপার আংটি বানাতেন

বললেন এবং তাতে ‘মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ’ নকশা করতেও আদেশ দিলেন। এই আংটি তাঁর ইন্তেকাল পর্যন্ত হাতে ছিল। পরে আবু বকর (রা)-এর হাতে ছিল তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত। এরপর উমর (রা)-এর হাতে ছিল তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত। পরে এই আংটি উসমান (রা)-এর হাতে ছয় বৎসর পর্যন্ত ছিল। যখন তাঁর সময় বহু চিঠিপত্র লেখার প্রয়োজন হলো, তখন তিনি তা এক আনসার সাহাবীকে দেন যা দ্বারা সিলমোহর করা হতো। একদিন ঐ ব্যক্তি উসমান (রা)-এর একটি কূপের নিকট গমন করলে তা কূপে পড়ে যায়; বহু তালাশের পরও তা পাওয়া যায়নি। পরে উসমান (রা) অনুরূপ আর একটি আংটি তৈরির আদেশ দেন; যাতে ‘মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ’ অঙ্কিত ছিল।

৫২১৭. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ وَكَانَ فَصُّهُ فِي بَاطِنِ كَفِّهِ فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ مِنْ ذَهَبٍ فَطَرَحَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَطَرَحَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ وَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ فَكَانَ يَخْتِمُ بِهِ وَلَا يَلْبَسُهُ *

৫২১৭. কুতায়বা (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি সোনার আংটি পরলেন, আর এর নগীনা তাঁর হাতের তালুর দিকে রাখলেন। পরে অন্য লোকজন সোনার আংটি তৈরি করে পরতে লাগলো। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর আংটি ফেলে দিলেন। ফলে তারাও তাদের আংটি ফেলে দিল, পরে তিনি রূপার একটি আংটি বানিয়ে নেন এবং তা দিয়ে সিল মোহর করাতেন। তিনি তা পরতেন না।

الْجَلَّالُ ঘন্টা

৫২১৮. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي صَفْوَانَ الثَّقَفِيُّ مِنْ وَلَدِ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْوَرَزِيرِ قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ الْجُمَحِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ أَبِي شَيْخٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ سَالِمٍ فَمَرَّ بِنَا رَكْبٌ لِمُ الْبَنِينَ مَعَهُمْ أَجْرَاسٌ فَحَدَّثَ نَافِعًا سَالِمٌ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةَ رُكْبًا مَعَهُمْ جُلُجُلٌ كَمْ تَرَى مَعَ هَؤُلَاءِ مِنَ الْجُلُجُلِ *

৫২১৮. মুহাম্মদ ইবন উসমান (র) - - - - আবু বকর ইবন আবু শায়খ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সালিম (রা)-এর নিকট উপবিষ্ট ছিলাম, এমন সময় উম্মুল বনীনের কাফেলা আমাদের পাশ থেকে বের হলো। তাদের সাথে ছিল অনেক ঘন্টা। তখন সালিম (রা) নাফের নিকট তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করলেন যে, ফেরেশতা ঐ কাফেলার সাথে থাকেন না, যার সাথে ঘন্টা থাকে। আর এদের সাথে তো বহু ঘন্টা রয়েছে।

৫২১৯. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ سَلَامٍ الطُّرْسُوسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ قَالَ أَنْبَأَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ الْجُمَحِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ مُوسَى قَالَ كُنْتُ مَعَ سَالِمٍ

بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَحَدَّثَ سَالِمٌ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةَ رُفْقَةً فِيهَا جُلُجْلُ *

৫২১৯. আবদুর রহমান ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন সাল্লাম তুরসূসী (র) - - - - আবু বকর ইব্ন মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সালিম ইব্ন আবদুল্লাহর সাথে ছিলাম। তিনি তাঁর পিতার সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, যে কাফেলার সাথে ঘন্টা থাকে, ফেরেশতা তাদের সাথে থাকে না।

৫২২০. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ الْمَخْزُومِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ عَنْ بَكْرِ بْنِ مُوسَى عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ قَالَ لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةَ رُفْقَةً فِيهَا جُلُجْلُ *

৫২২০. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ (র) - - - - সালিম তাঁর পিতার মাধ্যমে বর্ণনা করেন যে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে কাফেলার সাথে ঘন্টা থাকে, ঐ কাফেলায় ফেরেশতা থাকে না।

৫২২১. أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِيهِ مَوْلَى آلِ نَوْفَلٍ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ جُلُجْلٌ وَلَا جَرَسٌ وَلَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةَ رُفْقَةً فِيهَا جَرَسٌ *

৫২২১. ইউসুফ ইব্ন সাঈদ ইব্ন মুসলিম (র) - - - - উম্মুল মু'মিনীন উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : যে ঘরে জুলজুল বা ঘন্টা থাকে, ঐ ঘরে ফেরেশতা প্রবেশ করে না। আর ফেরেশতা ঐ সকল কাফেলার সাথেও থাকে না, যাদের মধ্যে ঘন্টা থাকে।

৫২২২. أَخْبَرَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ عَنْ أَبِي الْأَخْوَصِ عَنْ أَبِيهِ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَرَأَيْتُ رَثَ الثِّيَابِ فَقَالَ أَلَيْكَ مَالٌ قُلْتُ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنْ كُلِّ الْمَالِ قَالَ فَإِذَا آتَاكَ اللَّهُ مَالًا فَلْيُفِرْ أَثَرُهُ عَلَيْكَ *

৫২২২. আবু কুরায়ব মুহাম্মদ ইব্ন 'আলা (র) - - - - আবুল আহুওয়াস (র) তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট বসা ছিলাম, তখন তিনি জরাজীর্ণ কাপড় দেখলেন। তিনি বললেন : তোমার কি ধন-সম্পদ আছে ? আমি বললাম : হ্যাঁ ইয়া রাসূলুল্লাহ ! সব ধরনের মাল রয়েছে। তিনি বললেন : আল্লাহ যখন তোমাকে মাল দান করেছেন, তখন এর চিহ্ন তোমার মধ্যে থাকা উচিত।

৫২২৩. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ

أَبِي الْأَخْوَصِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فِي ثَوْبٍ دُونَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَلَيْكَ مَالٌ قَالَ نَعَمْ مِنْ كُلِّ الْمَالِ قَالَ مِنْ أَيِّ الْمَالِ قَالَ قَدْ أَتَانِي اللَّهُ مِنَ الْأَيْلِ وَالْغَنَمِ وَالْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ قَالَ فَإِذَا أَتَاكَ اللَّهُ مَالًا فَلْيُرْ عَلَيْكَ أَثَرُ نِعْمَةِ اللَّهِ وَكَرَامَتِهِ *

৫২২৩. আহমদ ইবন সুলায়মান (র) - - - - আবুল আহওয়াস (র) তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি নিম্নমানের কাপড় পরে নবী ﷺ-এর নিকট গেলে তিনি তাকে বললেন : তোমার ধন-সম্পদ আছে কি? তিনি বললেন, জ্বি হ্যাঁ, প্রত্যেক রকমের মালই আমার রয়েছে। জিজ্ঞেস করলেন কী মাল আছে? তিনি বলেন : আল্লাহ তাআলা আমাকে উট, বকরী, ঘোড়া এবং গোলাম দান করেছেন। নবী ﷺ বললেন : যখন আল্লাহ তোমাকে সম্পদ দান করেছেন, তখন আল্লাহর রহমত ও দানের চিহ্ন তোমার মধ্যে বাহ্যিকভাবেও প্রকাশ পাওয়া উচিত।

ذِكْرُ الْفِطْرَةِ

ফিতরাত বা দীনের সার্বজনীন বিধান

৫২২৪. أَخْبَرَنَا ابْنُ السُّنِّيِّ قِرَاءَةً قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ لَفْظًا قَالَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ وَهُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ مَعْمَرًا عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ قَصُّ الشَّارِبِ وَنَتْفُ الْأَيْطِ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَالِاسْتِحْدَادُ وَالْخِتَانُ *

৫২২৪. ইবন সুন্নী (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বলেছেন : পাঁচটি কাজ ফিতরাতের অন্তর্ভুক্ত। মোচ কর্তন করা, বগলের চুল উপড়ে ফেলা, নখ কাটা, নাভীর নিচের চুল কামানো এবং খতনা করা।

إِحْفَاءُ الشَّوَارِبِ وَإِعْفَاءُ اللَّحْيَةِ

গোঁফ কাটা, দাড়ি লম্বা করা

৫২২৫. أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللَّحْيَ *

৫২২৫. উবায়দুল্লাহ ইবন সাঈদ (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা গোঁফ ছোট করবে এবং দাড়ি লম্বা করবে।

حَلَقَ رُؤُسَ الصَّبِيَّانِ

শিশুদের মাথা মুড়ান

৫২২৬. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ أَنْبَأَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي يَعْقُوبَ يَحْدُثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ أَمَهَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ آلَ جَعْفَرٍ ثَلَاثَةَ أَنْ يَأْتِيَهُمْ ثُمَّ أَتَاهُمْ فَقَالَ لَا تَبْكُوا عَلَى أَخِي بَعْدَ الْيَوْمِ ثُمَّ قَالَ ادْعُوا إِلَى بَنِي أَخِي فَجِئَ بَنَا كَانُوا أَفْرَحُ فَقَالَ ادْعُوا إِلَى الْحَلَّاقِ فَأَمَرَ بِحَلْقِ رُؤُسِنَا مُخْتَصِرًا *

৫২২৬. ইসহাক ইবন মানসূর (র) - - - - আবদুল্লাহ ইবন জাফর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ জাফর পরিবারকে শোক করার জন্য তিন দিনের সময় দিলেন। এরপর তিনি তাদের নিকট এসে বললেন : আমার ভাই-এর জন্য আজকের দিনের পর আর ক্রন্দন করো না। পরে তিনি বললেন : আমার ভ্রাতৃপুত্রদেরকে আমার নিকট ডাক। তখন আমাদেরকে আনা হলো। আমাদেরকে পক্ষীছানার মত মনে হচ্ছিল। তিনি বললেন : নাপিত ডেকে আন। তিনি আমাদের মাথা মুড়াবার জন্য বললেন। (সংক্ষিপ্ত)

ذَكَرُ النَّهْيِ عَنْ أَنْ يُحْلَقَ بَعْضُ شَعْرِ الصَّبِيِّ وَيُتْرَكَ بَعْضُهُ

মাথার কিছু অংশ মুড়ান এবং কিছু রেখে দেওয়া নিষেধ

৫২২৭. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَنْبَأَنَا حَمَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا عُبيدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْقَزَعِ *

৫২২৭. আহমদ ইবন আবদা (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ মাথায় কিছু চুল রেখে কিছু মুড়াতে নিষেধ করেছেন।

৫২২৮. أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عُبيدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَنْهَى عَنِ الْقَزَعِ *

৫২২৮. ইব্রাহীম ইবন হাসান (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ -কে মাথার কিছু চুল রেখে মাথা মুড়াতে নিষেধ করতে শুনেছি।

৫২২৯. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبيدُ اللَّهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْقَزَعِ *

৫২২৯. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ মাথায় কিছু চুল রেখে কিছু অংশ মুড়াতে নিষেধ করেছেন।

৫২৩. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْقَزَعِ *

৫২৩০. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ মাথায় কিছু চুল রেখে বাকী অংশ মুড়াতে নিষেধ করেছেন।

اِتِّخَاذُ الْجُمَةِ

বাবরি রাখা

৫২৩১. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ أُمِّئَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَجُلًا مَرْبُوعًا عَرِيضَ مَابَيْنِ الْمَنْكَبَيْنِ كَثُ اللَّحْيَةِ تَعْلُوهُ حُمْرَةٌ جُمَّتُهُ إِلَى شَحْمَتَيْ أُذُنَيْهِ لَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي حُلَّةٍ حُمْرَاءَ مَا رَأَيْتُ أَحْسَنَ مِنْهُ *

৫২৩১. আলী ইবন হুসায়ন (র) - - - - বারা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অবয়ব ছিল মধ্যম ধরনের। তাঁর কাঁধের মধ্যবর্তী স্থান ছিল প্রশস্ত, তাঁর দাড়ি ছিল ঘন, যার উপরিভাগে রক্তিমাবা বিরাজ করতো। তাঁর মাথার চুল কানের লতি পর্যন্ত ছিল। আমি তাঁকে লাল জোড়া কাপড় পরতে দেখেছি। আমি কাউকে তাঁর চাইতে সুশ্রী ও সুন্দর দেখিনি।

৫২৩২. أَخْبَرَنَا حَاجِبُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ وَكِيعٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ مَا رَأَيْتُ مِنْ ذِي لِمَةٍ أَحْسَنَ فِي حُلَّةٍ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَهُ شَعْرٌ يَضْرِبُ مَنْكَبَيْهِ *

৫২৩২. হাজিব ইবন সুলায়মান (র) - - - - বারা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি কোন কেশ বিশিষ্ট, জোড়া-কাপড় পরিহিত ব্যক্তিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে সুশ্রী ও সুন্দর দেখিনি। তাঁর মাথার চুল উভয় কাঁধ ছুঁতো।

৫২৩৩. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ شَعْرُ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى نِصْفِ أُذُنَيْهِ *

৫২৩৩. আলী ইবন হুজর (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর মাথার চুল কানের অর্ধেক পর্যন্ত লম্বা ছিল।

৫২৩৪. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَبَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَضْرِبُ شَعْرَهُ إِلَى مَنْكَبَيْهِ *

৫২৩৪. মুহাম্মদ ইবন মা'মার (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ-এর মাথার চুল উভয় কাঁধ ছুঁতো।

تَسْكِينُ الشَّعْرِ

চুল বিন্যস্ত রাখা

৫২৩৫. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عِيسَى عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ أَتَانَا النَّبِيُّ ﷺ فَرَأَى رَجُلًا ثَائِرَ الرَّأْسِ فَقَالَ أَمَا يَجِدُ هَذَا مَا يُسْكِنُ بِهِ شَعْرَهُ *

৫২৩৫. আলী ইবন খাশরাম (র) - - - - জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ আমাদের নিকট আগমন করে এক ব্যক্তিকে দেখলেন, তার মাথার চুল এলোমেলো। তিনি বললেন : এ ব্যক্তি কি এমন কিছু পায় না, যা দিয়ে সে তার মাথার চুল বিন্যস্ত করে নেবে ?

৫২৩৬. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ مُقَدَّمٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ كَانَتْ لَهُ جُمَةٌ ضَخْمَةٌ فَسَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فَأَمَرَهُ أَنْ يُحْسِنَ إِلَيْهَا وَأَنْ يَتَرَجَّلَ كُلَّ يَوْمٍ *

৫২৩৬. আমর ইবন আলী (র) - - - - আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাঁর মাথায় অধিক চুল ছিল। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে, তিনি বললেন : কেশ বিন্যস্ত করে রাখবে এবং প্রত্যহ চিরুণী করবে।

فَرْقُ الشَّعْرِ

চুলের সিঁথি কাটা

৫২৩৭. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَسْدُلُ شَعْرَهُ وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَفْرُقُونَ شَعُورَهُمْ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُحِبُّ مُوَافَقَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ فِيمَا لَمْ يُؤْمَرْ فِيهِ بِشَيْءٍ ثُمَّ فَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ ذَلِكَ *

৫২৩৭. মুহাম্মদ ইবন সালামা (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর চুল আঁচড়িয়ে ছেড়ে দিতেন, আর মুশরিকরা তাদের চুলে সিঁথি কাটতো। যে সকল ব্যাপারে কোন আদেশ করা হয়নি, এমন ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ আহলে কিতাবীর মত চলতে পছন্দ করতেন। পরবর্তীতে রাসূলুল্লাহ ﷺ চুলে সিঁথি কেটেছেন।

الْتَّرَجُّلُ

চুল আঁচড়ানো

৫২৩৮. أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَلِيٍّ عَنْ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ

أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ يُقَالُ لَهُ عُبَيْدٌ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَنْهَى عَنْ كَثِيرٍ مِنَ الْأَرْفَاءِ سُنِّلَ ابْنُ بَرِيدَةَ عَنِ الْأَرْفَاءِ قَالَ مِنْهُ التَّرْجُلُ *

৫২৩৮. ইয়াকুব ইবন ইব্রাহীম (র) - - - - আবদুল্লাহ ইবন বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। উবায়দ নামক রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর একজন সাহাবী বলেছেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বিলাসিতা করতে নিষেধ করতেন। তিনি বলেন : চুল আঁচড়ানোও এর অন্তর্গত।

التَّيَامُنُ فِي التَّرْجُلِ

ডানদিক থেকে চুল আঁচড়ানো

৫২৩৯. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي الْأَشْعَثُ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ وَذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُحِبُّ التَّيَامُنَ مَا اسْتَطَاعَ فِي طَهْوَرِهِ وَتَنَعَّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ *

৫২৩৯. মুহাম্মদ ইবন আবদুল আ'লা (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ উযু করতে, জুতা পরতে এবং চুল আঁচড়াতে যথাসম্ভব ডানদিক থেকে আরম্ভ করা পছন্দ করতেন।

الْأَمْرُ بِالْخِضَابِ

খিযাব লাগানোর আদেশ

৫২৪০. أَخْبَرَنَا اسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَسَلِيمَانَ ابْنِ يَسَارٍ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا هُرَيْرَةَ يُخْبِرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لَا يَصْبِغُونَ فَخَالِفُوهُمْ *

৫২৪০. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র) - - - - আবু সালামা এবং সুলায়মান ইবন ইয়াসার (রা), তাঁরা উভয়ে আবু হুরায়রা (রা)-কে বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ইয়াহুদী-নাসারা চুলে রং করে না, অতএব তোমরা তাদের বিরোধিতা করবে।

৫২৪১. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا عَزْرَةُ وَهُوَ ابْنُ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ بِأَبَى قُحَافَةَ وَرَأْسَهُ وَلِحْيَتُهُ كَأَنَّهُ ثُعَامَةٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ غَيِّرُوا أَوْ اخْضِبُوا *

৫২৪১. মুহাম্মদ ইবন আবদুল আ'লা (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু কুহাফাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আনা হলে দেখা গেল তাঁর চুল-দাড়ি সবই সুগামা ঘাসের ন্যায় শুভ্র। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : একে পরিবর্তন করে দাও, অথবা খিযাব লাগিয়ে দাও।

تَصْنِيفُ اللَّحِيَةِ

দাড়ি সোনালী রং করা

৫২৪২. أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ابْنُ دِينَارٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يُصَفِّرُ لِحْيَتَهُ فَقُلْتُ لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُصَفِّرُ لِحْيَتَهُ *

৫২৪২. ইয়াহুইয়া ইব্ন হাকীম (র) - - - - উবায়দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্ন উমর (রা)-কে দাড়িতে সোনালী রং করতে দেখলাম। তাকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে এরূপ করতে দেখেছি।

تَصْنِيفُ اللَّحِيَةِ بِالْوَرَسِ وَالزُّعْفَرَانِ

যা'ফরান এবং ওয়ারস দ্বারা দাড়ি রং করা

৫২৪৩. أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ أَبِي رَوَادٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَلْبَسُ النُّعَالَ السَّبْتِيَّةَ وَيُصَفِّرُ لِحْيَتَهُ بِالْوَرَسِ وَالزُّعْفَرَانِ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذَلِكَ *

৫২৪৩. আবদা ইব্ন আবদুর রহীম (র) - - - - ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ চামড়ার জুতা পরতেন এবং ওয়ারস (ঘাস) ও যা'ফরান দ্বারা তাঁর দাড়ি রাঙাতেন। আর ইব্ন উমর (রা)-ও এরূপ করতেন।

الْوَصْلُ فِي الشَّعْرِ

চুলে পরচুলা লাগানো

৫২৪৪. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ وَهُوَ عَلَى الْمَنْبَرِ بِالْمَدِينَةِ وَأَخْرَجَ مِنْ كُمِّهِ قِصَّةً مِنْ شَعْرٍ فَقَالَ يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذِهِ وَقَالَ إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذُوا تَسَاوُهُمْ مِثْلَ هَذَا *

৫২৪৪. কুতায়বা (র) - - - - হুমায়দ ইব্ন আবদুর রহমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মু'আবিয়া (রা)-কে বলতে শুনেছি, তখন তিনি ছিলেন মদীনাতে মিসরে। তিনি তাঁর আস্তিন হতে একগুচ্ছ চুল বের করে বললেন : হে মদীনাবাসী ! তোমাদের আলিমগণ কোথায় ? আমি নবী ﷺ -কে এরূপ করতে নিষেধ করতে শুনেছি তিনি বলেছেন : বনী ইসরাঈলের মহিলারা যখন এরূপ পরচুলা লাগানো আরম্ভ করেছিল, তখন তারা ধ্বংস হয়েছিল।

৫২৪৫. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ قَدِمَ مُعَاوِيَةُ الْمَدِينَةَ فَخَطَبَنَا وَآخَذَ كِبَةً مِنْ شَعْرِ قَالَ مَا كُنْتُ أَرَى أَحَدًا يَفْعَلُهُ إِلَّا الْيَهُودَ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَلَغَهُ فَسَمَاهُ الزُّورَ *

৫২৪৫. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না ও মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) - - - - সাঈদ ইবন মুসায়্যিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মু'আবিয়া (রা) মদীনায়ে এসে আমাদেরকে উদ্দেশ্য করে বক্তৃতা দিলেন। তখন তিনি হাতে একগুচ্ছ চুল নিয়ে বললেন : আমি ইয়াহুদীদের ব্যতীত আর কাউকে এরূপ করতে দেখিনি। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট এ খবর পৌঁছলে তিনি একে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিলেন।

وَصَلُّ الشَّعْرَ بِالْخَرْقِ

(বেশি দেখানোর উদ্দেশ্যে কালো) কাপড়ে চুল জড়ানো

৫২৪৬. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا مَحْبُوبُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ مُعَاوِيَةَ أَنَّهُ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَاكُمْ عَنِ الزُّورِ قَالَ وَجَاءَ بِخَرْقَةٍ سَوْدَاءَ فَأَلْقَاهَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ فَقَالَ هُوَ هَذَا تَجْعَلُهُ الْمَرْأَةُ فِي رَأْسِهَا ثُمَّ تَخْتَمِرُ عَلَيْهِ *

৫২৪৬. আমর ইবন ইয়াহইয়া ইবন হারিস (র) - - - - মু'আবিয়া (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : হে লোক সকল ! রাসূলুল্লাহ ﷺ তোমাদেরকে যুর বা মিথ্যা হতে নিষেধ করেছেন। এরপর তিনি কালো কাপড়ের এক টুকরা বের করে লোকদের সামনে রেখে বলেন, সেই 'যুর' বা মিথ্যা হলো এই। একে মহিলারা মাথার উপর রেখে এর উপর ওড়না পরে থাকে।

৫২৪৭. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ مُعَاوِيَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الزُّورِ وَالزُّورُ الْمَرْأَةُ تَلْفُ عَلَى رَأْسِهَا *

৫২৪৭. মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন আবদুর রহীম (র) - - - - মু'আবিয়া (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ যুর বা মিথ্যা হতে নিষেধ করেছেন : সেই মিথ্যা এই যে, নিজের চুল অস্বাভাবিক লম্বা দেখানোর জন্য মাথায় পরচুলা ইত্যাদি কিছু লাগিয়ে নেয়া।

لَعْنُ الْوَاصِلَةِ

পরচুলা ব্যবহারকারিণীর উপর লা'নত

৫২৪৮. أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَعْنُ الْوَاصِلَةِ *

৫২৪৮. উবায়দুল্লাহ ইবন সাঈদ (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ চুলে (পরচুলা) যোজনা করে এমন মহিলার উপর লা'নত করেছেন।

لَعْنُ الْوَاصِلَةِ وَالْمُسْتَوْصِلَةِ

যে পরচুলা লাগিয়ে দেয় এবং যে লাগাতে বলে, তার উপর লা'নত

৫২৪৯. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي فَاطِمَةُ عَنْ أَسْمَاءَ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ بِنْتًا لِي عَرُوسٌ وَإِنَّهَا اشْتَكَتْ فَتَمَزَّقَ شَعْرُهَا فَهَلْ عَلَى جُنَاحٍ أَنْ وَصَلْتُ لَهَا فِيهِ فَقَالَ لَعْنُ اللَّهِ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ *

৫২৪৯. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র) - - - - আসমা (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক মহিলা নবী ﷺ-এর নিকট এসে বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমার এক কন্যার বিবাহ হয়েছে। অসুস্থ হওয়ার পর তার মাথার চুল উঠে গেছে। এখন আমি যদি তার মাথায় পরচুলা জাতীয় কিছু লাগাই, তবে আমার কি গুনাহ হবে ? তিনি বললেন : যে পরচুলা লাগিয়ে দেয় এবং যে লাগাতে বলে, আল্লাহ তার উপর লা'নত করেন।

لَعْنُ الْوَاشِمَةِ وَالْمُوتِشِمَةِ

যে উক্কি আঁকায় এবং যে এঁকে দেয়, তার উপর লা'নত

৫২৫০. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَعْنُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُوتِشِمَةَ *

৫২৫০. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যে নারী কাউকে পরচুলা লাগিয়ে দেয়, যে লাগাতে বলে, যে উক্কি আঁকায় এবং যে এঁকে দেয়, তার প্রতি লা'নত করেছেন।

لَعْنُ الْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ

তার উপর লা'নত যে নারী (ক্র ইত্যাদির) লোম তুলে ফেলে এবং দাঁতে ফাঁক করে

৫২৫১. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَعْنُ اللَّهِ الْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ إِلَّا لَعْنُ مَنْ لَعْنُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ *

৫২৫১. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) - - - - আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে নারী (ক্র-ইত্যাদির)

পশম তুলে ফেলে এবং যে নারী দাঁতে ফাঁক সৃষ্টি করে, তাদের উপর আল্লাহ্ লা'নত করেছেন। যাদের উপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লা'নত করেছেন, আমি তাদের উপর লা'নত করব না ?

৫২৫২. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ الْأَعْمَشَ يُحَدِّثُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْوَأْشِمَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ الْمُغِيرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ *

৫২৫২. আহমদ ইবন সাঈদ (র) - - - - আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে নারী উক্কি আঁকে, দাঁতে ফাঁক সৃষ্টি করে এবং যে মুখের চুল তুলে ফেলে, আর এভাবে আল্লাহর সৃষ্টিকে পরিবর্তন করে, তাদের উপর লা'নত করেছেন।

৫২৫৩. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ وَالْمُتَوَشِّمَاتِ الْمُغِيرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ فَاتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ أَنْتَ الَّذِي تَقُولُ كَذًا وَكَذَا قَالَ وَمَالِي لَا أَقُولُ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ *

৫২৫৩. মুহাম্মদ ইবন ইয়াহুইয়া ইবন মুহাম্মাদ (র) - - - - আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা চেহারার পশম উৎপাটনকারিণী, দাঁতে ফাঁক সৃষ্টিকারিণী এবং উক্কি অঙ্কনকারিণী, আল্লাহর সৃষ্টিকে পরিবর্তনকারিণীর উপর লা'নত করেছেন। এক নারী তাঁর নিকট এসে জিজ্ঞাসা করলো : আপনি কি এরূপ বলেন ? তিনি বললেন : রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা বলেছেন, আমি কি তা বলবো না ?

৫২৫৪. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَقُولُ لَعَنَ اللَّهُ الْمُتَوَشِّمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ إِلَّا الْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ *

৫২৫৪. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র) - - - - ইব্রাহীম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ্ ইবন মাসউদ (রা) বলতেন : আল্লাহ তা'আলা শরীরে দাগ সৃষ্টিকারিণী, চেহারার চুল উৎপাটনকারিণী এবং দাঁতে ফাঁক সৃষ্টিকারিণী রমণীর উপর লা'নত করেছেন। শুনে রাখ ! রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাদেরকে লা'নত করেছেন, আমি তাদের লা'নত করব না ? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা আমার উম্মতের মধ্যে নারীদের জন্য রেশম এবং স্বর্ণ হালাল করেছেন এবং তা পুরুষদের জন্য হারাম করেছেন।

التَزَعُّفُ

যা'আফরানী রং লাগানো

৫২৫৫. أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَتَزَعَّفَ الرَّجُلُ *

৫২৫৫. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ পুরুষদেরকে যা'ফরানী রং লাগাতে নিষেধ করেছেন।

৫২৫৬. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ مُقَدِّمٍ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُحَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُزَعْفَرَ الرَّجُلُ جِلْدُهُ *

৫২৫৬. মুহাম্মদ ইব্ন 'উমর ইব্ন 'আলী ইব্ন মুকাদ্দাম (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ পুরুষদেরকে তাদের শরীরে যা'ফরানী রং লাগাতে নিষেধ করেছেন।

الطَّبِيبُ

সুগন্ধি

৫২৫৭. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ قَالَ أَنْبَأَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَتَى بِطَبِيبٍ لَمْ يَرُدَّهُ *

৫২৫৭. ইসহাক (র) - - - - আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর নিকট সুগন্ধি পেশ করা হলে তিনি তা ফেরত দিতেন না।

৫২৫৮. أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ فَضَالَةَ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُزَيْدَ الْمُقَرِّيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ عَرَضَ عَلَيْهِ طَبِيبٌ فَلَا يَرُدُّهُ فَإِنَّهُ خَفِيفُ الْمَحْمَلِ طَبِيبُ الرَّائِحَةِ *

৫২৫৮. উবায়দুল্লাহ ইব্ন ফাযালা ইব্ন ইব্রাহীম (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কারো সামনে সুগন্ধি পেশ করা হলে, সে যেন তা ফেরত না দেয়। কেননা তা ওজনে হালকা, অথচ স্রোতে উত্তম।

৫২৫৯. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ بُكَيْرٍ ح وَأَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ قَالَ حَدَّثَنِي بُكَيْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْنَبِ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا شَهِدْتُ أَحَدًا كُنَّ الْعِشَاءَ فَلَا تَمَسُّ طَبِيبًا *

৫২৫৯. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র) - - - - আবদুল্লাহর স্ত্রী যয়নাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কোন মহিলা ইশার জামাআতে আসতে ইচ্ছা করলে সে যেন সুগন্ধি স্পর্শ না করে।

৫২৬০. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ هِشَامٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ أَخْبَرْتَنِي زَيْنَبُ الثَّقَفِيَّةُ امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَهَا إِذَا خَرَجْتَ إِلَى الْعِشَاءِ فَلَا تَمْسُ طَيْبًا *

৫২৬০. আহমদ ইব্ন সাঈদ (র) - - - - আবদুল্লাহর স্ত্রী যয়নাব সাকাফিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ তাকে বলেছেন : যখন তুমি ইশার জামাআতের উদ্দেশ্যে বের হবে, তখন সুগন্ধি স্পর্শ করবে না।

৫২৬১. وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْنَبِ الثَّقَفِيَّةِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ أَيَّتُكُنَّ خَرَجْتَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا تَقْرَبِينَ طَيْبًا *

৫২৬১. কুতায়বা (র) - - - - যয়নাব সাকাফিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। নবী বলেছেন : তোমাদের কেউ মসজিদে গমনের ইচ্ছায় বের হলে সে যেন সুগন্ধি স্পর্শ না করে।

৫২৬২. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامٍ بْنِ عَيْسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَلْقَمَةَ الْفَرَوِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَيَّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بِخُورٍ فَلَا تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ *

৫২৬২. মুহাম্মদ ইব্ন হিশাম ইব্ন ঈসা (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ বলেছেন : যে নারী সুগন্ধি-ধোঁয়া নিয়েছে, সে যেন আমাদের সাথে ইশার জামাআতে শরীক না হয়।

ذِكْرُ أَطِيبِ الطَّيِّبِ

উত্তম সুগন্ধি সম্পর্কে

৫২৬৩. أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَقَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ غَزْوَانَ قَالَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنْ خُلَيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ وَالْمُسْتَمِرُّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ ذَكَرَ النَّبِيُّ ﷺ امْرَأَةً حَشَتْ خَاتَمَهَا بِالْمِسْكِ فَقَالَ وَهُوَ أَطِيبُ الطَّيِّبِ *

৫২৬৩. আবু বকর ইব্ন ইসহাক (র) - - - - আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ এক মহিলার কথা উল্লেখ করেন, যে তার আংটিতে মৃগনাভি ভরে রেখেছিল। তিনি বলেন : এটা উত্তম সুগন্ধি।

تَحْرِيمُ لُبْسِ الذَّهَبِ

স্বর্ণ পরিধান করা হারাম হওয়া

৫২৬৪. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَيَزِيدُ وَمُعْتَمِرٌ وَبِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالُوا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ أَحَلَّ لِنَاثِ أُمَّتِي الْحَرِيرَ وَالذَّهَبَ وَحَرَّمَهُ عَلَى ذَكَوْرِهَِا *

৫২৬৪. আমর ইবন আলী (র) - - - আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা আমার উম্মতের মধ্যে নারীদের জন্য রেশম এবং স্বর্ণ হালাল করেছেন এবং তা পুরুষদের জন্য হারাম করেছেন।

النَّهْيُ عَنْ لُبْسِ خَاتَمِ الذَّهَبِ

স্বর্ণের আংটি ব্যবহার করা নিষেধ

৫২৬৫. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نُهِيَ عَنْ الثَّوْبِ الْأَحْمَرِ وَخَاتَمِ الذَّهَبِ وَأَنْ أَقْرَأَ وَأَنَا رَاكِعٌ *

৫২৬৫. মুহাম্মদ ইবন ওলীদ (র) - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে লাল রঙের কাপড় ও স্বর্ণের আংটি ব্যবহার করতে এবং রুকুতে কুরআন তিলাওয়াত করতে নিষেধ করা হয়েছে।

৫২৬৬. أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ نَهَانِي النَّبِيُّ ﷺ عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ وَأَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ وَأَنَا رَاكِعٌ وَعَنِ الْقَسِيِّ وَعَنِ الْمُعْصَفَرِ *

৫২৬৬. ইয়াকুব ইবন ইব্রাহীম (র) - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে সোনার আংটি পরতে, রুকু অবস্থায় কুরআন পড়তে, রেশমী কাপড় পরতে এবং কুসুম রং ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।

২৫৬৭. أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا يَقُولُ نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ وَعَنِ لُبُوسِ الْقَسِيِّ وَالْمُعْصَفَرِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَأَنَا رَاكِعٌ *

৫২৭২. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّضْرَ بْنَ أَنَسٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ نَهَيْكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ *

৫২৭২. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সোনার আংটি পরতে নিষেধ করেছেন।

৫২৭৩. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ الْحَجَّاجِ وَهُوَ ابْنُ الْحَجَّاجِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ نَهَيْكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ تَخْتُمِ الذَّهَبِ *

৫২৭৩. আহমদ ইবন হাফস ইবন আবদুল্লাহ (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সোনার আংটি ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।

صِفَةُ خَاتَمِ النَّبِيِّ ﷺ وَنَقْشِهِ

নবী এর আংটি ও এর নকশা সম্পর্কে

৫২৭৪. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اتَّخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَاتَمَ الذَّهَبِ فَلَيْسَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ الذَّهَبِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنِّي كُنْتُ أَلْبَسُ هَذَا الْخَاتَمَ وَإِنِّي لَنْ أَلْبَسَهُ أَبَدًا فَتَنَبَّذَهُ فَتَنَبَّذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ *

৫২৭৪. আলী ইবন হুজর (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ একটি সোনার আংটি তৈরি করিয়ে তা পরলেন। তখন লোকেরাও সোনার আংটি বানাতে লাগল। তা দেখে রাসূলুল্লাহ বললেন : আমি এই আংটিটি পরতাম কিন্তু এখন হতে আমি আর কখনও পরব না। এই বলে তিনি তা নিক্ষেপ করলেন। পরে অন্যান্য লোকেরাও তাদের আংটি ফেলে দিল।

৫২৭৫. أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ نَقْشُ خَاتَمِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ *

৫২৭৫. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ এর আংটির নকশা ছিল- 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'।

৫২৭৬. أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ أَنْبَأَنَا يُونُسُ عَنْ

الزُّهْرِيُّ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اخْتَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرَقٍ وَفَصَّهُ حَبَشِيٍّ وَنَقَشَهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ *

৫২৭৬. আব্বাস ইব্ন আবদুল আযীম (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি রূপার আংটি তৈরি করান যার নগীনা ছিল হাবশী পাথরের এবং তাতে নকশা ছিল 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'।

৫২৭৭. أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعُودَةَ عَنْ بَشْرِ وَهُوَ ابْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الرُّومِ فَقَالُوا إِنَّهُمْ لَا يَفْقَرُونَ كِتَابًا إِلَّا مَخْتُومًا فَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ كَانَتْ أَنْظَرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ وَنَقَشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ *

৫২৭৭. হুমায়দ ইব্ন মাসআদা (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোমের বাদশাহকে পত্র লিখতে ইচ্ছা করলে। লোকজন বললো : তারা সিলমোহর ব্যতীত কোন চিঠি পড়ে না। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রূপার একটি আংটি তৈরি করান। আমি যেন তার শুভ্রতা তাঁর হাতে এখনও দেখছি। তাতে নকশা করা হয়েছিল : 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'।

৫২৭৮. أَخْبَرَنَا قَتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اخْتَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرَقٍ وَفَصَّهُ حَبَشِيٍّ *

৫২৭৮. কুতায়বা (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রূপার একটি আংটি তৈরি করান। তার নগীনা ছিল হাবশী পাথরের।

৫২৭৯. أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ وَهُوَ ابْنُ صَالِحٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ خَاتَمُ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ فِضَّةٍ وَفَصَّهُ مِنْهُ *

৫২৭৯. কাসিম ইব্ন যাকারিয়া (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আংটি ছিল রূপার এবং এর নগীনাও ছিল রূপার।

৫২৮০. أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ أُصْطِنَعْنَا خَاتَمًا وَنَقَشْنَا عَلَيْهِ نَقْشًا فَلَا يَنْقُشُ عَلَيْهِ أَحَدٌ *

৫২৮০. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম ও আলী ইব্ন হুজর (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : আমি একটি আংটি তৈরি করিয়েছি এবং তাতে নকশা করিয়েছি। অতএব এখন যেন কেউ সে রকম নকশা না করায়।

مَوْضِعِ الْخَاتَمِ

আংটি পরার স্থান

৫২৮১. أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اصْطَنَعَ خَاتَمًا فَقَالَ إِنَّا قَدْ اخْتَذْنَا خَاتَمًا وَنَفْسْنَا عَلَيْهِ نَفْسًا فَلَا يَنْقُشُ عَلَيْهِ أَحَدٌ وَإِنِّي لَأَرَى بَرِيقَهُ فِي خَنْصَرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ *

৫২৮১. ইমরান ইব্ন মুসা (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাবিত একটি আংটি তৈরি করালেন এবং বললেন : আমি একটি আংটি তৈরি করিয়েছি এবং তার উপর নকশাও করিয়েছি; অতএব কেউ যেন ঐরূপ নকশা না করায়। আর আমি এখনও যেন ঐ আংটির ঔজ্জ্বল্য তাঁর কনিষ্ঠা আঙ্গুলে দেখছি।

৫২৮২. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا عِبَادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَتَخْتَمُ فِي يَمِينِهِ *

৫২৮২. মুহাম্মদ ইব্ন আমির (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাবিত তাঁর ডান হাতে আংটি পরতেন।

৫২৮৩. أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عِيسَى الْبِسْطَامِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ قَتَيْبَةَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانِي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ خَاتَمِ النَّبِيِّ ﷺ فِي إِصْبَعِهِ الْيُسْرَى *

৫২৮৩. হুসায়ন ইব্ন ইসা বিস্তামী (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাবিত -এর আংটির শুভ্রতা তাঁর বাম হাতের আঙ্গুলে যেন এখনও দেখছি।

৫২৮৪. أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِهِزُ بْنُ أَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ أَنَّهُمْ سَأَلُوا أَنَسًا عَنْ خَاتَمِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ كَانِي أَنْظُرُ إِلَى وَبَيْصِ خَاتَمِهِ مِنْ فِضَّةٍ وَرَفَعَ إِصْبَعَهُ الْيُسْرَى الْخَنْصَرَ *

৫২৮৪. আবু বকর ইব্ন নাকি' (র) - - - - সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত, লোকেরা আনাস (রা)-কে রাসূলুল্লাহ সাবিত -এর আংটির ব্যাপারে প্রশ্ন করলে, তিনি বললেন : আমি যেন এখনও তাঁর রূপার তৈরি আংটির উজ্জ্বল্য অবলোকন করছি। এই বলে তিনি তাঁর বাম হাতের কনিষ্ঠা অঙ্গুলী উঠালেন।

৫২৮৫. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ نَهَانِي نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْخَاتَمِ فِي السَّبَّابَةِ وَالْوَسْطَى *

৫২৮৫. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) - - - - আবু বুরদাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আলী (রা)-কে বলতে শুনেছি : রাসূলুল্লাহ সাবিত আমাকে মধ্যমা ও তর্জনী আঙ্গুলে আংটি পরতে নিষেধ করেছেন।

৫২৮৬. أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ أَبِي الْأَخْوَصِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كَلَيْبٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَلْبَسَ فِي إصْبَعِي هَذِهِ وَفِي الْوُسْطَى وَالَّتِي تَلِيهَا *

৫২৮৬. হান্নাদ ইবন সারী (র) - - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে তর্জানী, মধ্যমা এবং এর নিকটবর্তী আঙ্গুলে আংটি পরতে নিষেধ করেছেন।

مَوْضِعُ الْفَصِّ

নগীনার স্থান

৫২৮৭. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَخْتَمُ بِخَاتَمٍ مِنْ ذَهَبٍ ثُمَّ طَرَحَهُ وَلَبَسَ خَاتَمًا مِنْ وَرَقٍ وَنَفِشَ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَنْقُشَ عَلَى نَقْشِ خَاتَمِي هَذَا وَجَعَلَ فَصَّهُ فِي بَاطِنِ كَفِّهِ *

৫২৮৭. মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন ইয়াযীদ (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সোনার আংটি পরতেন। পরে তিনি ঐ আংটি ফেলে দিয়ে রূপার আংটি পরলেন এবং তাতে 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' নকশা করা হল। এরপর তিনি বললেন : কারো জন্য আমার আংটির নকশার মত নকশা করা সমীচীন হবে না। আর তিনি ঐ আংটির নগীনা হাতের তালুর দিকে রাখতেন।

طَرَحُ الْخَاتَمِ وَتَرْكُ لُبْسِهِ

আংটি ফেলে দেয়া এবং এর ব্যবহার ত্যাগ করা

৫২৮৮. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِفْوَلٍ عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَخَذَ خَاتَمًا فَلَبِسَهُ قَالَ شَغَلَنِي هَذَا عَنْكُمْ مِنْذُ الْيَوْمِ إِلَيَّ نَظَرَةٌ وَالْيَوْمَ نَظَرَةٌ ثُمَّ الْقَاهُ *

৫২৮৮. মুহাম্মদ ইবন আলী ইবন হারব (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি আংটি বানালেন এবং সেটি পরলেন। তারপর বললেন : আজ এই আংটিটি আমাকে তোমাদের প্রতি অন্যমনস্ক করে তুলেছে। কখনো এরদিকে আমার দৃষ্টি পড়ে, আবার কখনো তোমাদের দিকে। পরে তিনি তা খুলে ফেলেন।

৫২৮৯. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اصْطَنَعَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ وَكَانَ يَلْبِسُهُ فَجَعَلَ فَصَّهُ فِي بَاطِنِ كَفِّهِ فَصَنَعَ النَّاسُ ثُمَّ إِنَّهُ جَلَسَ عَلَى الْمَنْبَرِ فَتَزَعَهُ وَقَالَ إِنِّي كُنْتُ أَلْبَسُ هَذَا الْخَاتَمَ وَأَجْعَلُ فَصَّهُ مِنْ دَاخِلِ فَرَمِي بِهِ ثُمَّ قَالَ وَاللَّهِ لَا أَلْبِسُهُ أَبَدًا فَتَبَذَّ النَّاسُ خَوَاتِمَهُمْ *

৫২৮৯. কুতায়রা (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি সোনার আংটি তৈরি করিয়ে তা পরতেন। তিনি এর নগীনা হাতের তালুর দিকে রাখতেন। পরে অন্যান্য লোক তাঁর মত করতে লাগলো। তখন তিনি মিসরে আরোহণ করে আংটিটি খুলে ফেললেন এবং বললেন : আমি এই আংটিটি পরতাম এবং এর নগীনা হাতের তালুর দিকে রাখতাম। পরে তিনি তা ফেলে দিয়ে বললেন : আল্লাহর শপথ! আমি তা আর কখনও পরবো না। পরে অন্য লোকেরাও তাদের আংটি ফেলে দিল।

৫২৯০. মুহাম্মদ ইবন সুলায়মান (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর হাতে একদিনই রূপার আংটি দেখেছেন। তা দেখে অন্য লোকেরাও তদ্রূপ আংটি তৈরি করল। পরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা ফেলে দিলে লোকেরাও তাদের আংটি ফেলে দিল।

৫২৯১. কুতায়বা (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি সোনার আংটি বানালেন। আর তিনি তার নগীনা রাখতেন হাতের তালুর দিকে। পরে অন্যান্য লোকও সোনার আংটি বানায়। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা খুলে ফেললেন। ফলে অন্যান্য লোকেরাও তাদের আংটি খুলে ফেলল। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি রূপার আংটি বানান। তিনি তা দ্বারা সিলমোহর করতেন, পরতেন না।

৫২৯২. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি সোনার আংটি বানান। তিনি তার নগীনা তাঁর হাতের তালুর দিকে রাখতেন। এরপর অন্য লোকও আংটি বানায়। পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা খুলে ফেললেন এবং বললেন : আমি আর কখনও এটা পরবো না। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রৌপ্য নির্মিত আংটি পরেন। এই আংটি পরে আবু বকর (রা)-এর হাতে ছিল, পরে উমর

৫২৯৩. মুহাম্মদ ইবন সুলায়মান (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর হাতে একদিনই রূপার আংটি দেখেছেন। তা দেখে অন্য লোকেরাও তদ্রূপ আংটি তৈরি করল। পরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা ফেলে দিলে লোকেরাও তাদের আংটি ফেলে দিল।

৫২৯৪. মুহাম্মদ ইবন সুলায়মান (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর হাতে একদিনই রূপার আংটি দেখেছেন। তা দেখে অন্য লোকেরাও তদ্রূপ আংটি তৈরি করল। পরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা ফেলে দিলে লোকেরাও তাদের আংটি ফেলে দিল।

৫২৯৫. মুহাম্মদ ইবন সুলায়মান (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর হাতে একদিনই রূপার আংটি দেখেছেন। তা দেখে অন্য লোকেরাও তদ্রূপ আংটি তৈরি করল। পরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা ফেলে দিলে লোকেরাও তাদের আংটি ফেলে দিল।

(রা)-এর হাতে ছিল। উমর (রা)-এর পর তা উসমান (রা)-এর হাতে ছিল; পরে তা আরীস নামক কুপে পড়ে হারিয়ে যায়।

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ لُبْسِ الثِّيَابِ وَمَا يَكْرَهُ مِنْهَا
কোন কাপড় পরিধান করা মুস্তাহাব, আর কোনটি মাকরুহ

৫২৭৩. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي الْأَخْوَصِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَرَأَنِي سَيِّئَ الْهَيْئَةِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ هَلْ لَكَ مِنْ شَيْءٍ قَالَ نَعَمْ مِنْ كُلِّ الْمَالِ قَدْ أَتَانِي اللَّهُ فَقَالَ إِذَا كَانَ لَكَ مَالٌ فَلْيُرْ عَلَيْكَ *

৫২৯৩. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র) - - - - আবুল আহুওয়াস (র) তাঁর পিতার মাধ্যমে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হলাম। তিনি আমাকে (পুরাতন মলিন কাপড় পরিহিত) খারাপ অবস্থায় দেখে বললেন : তোমার কি কোন মাল-সম্পদ আছে ? তিনি বললেন : হ্যাঁ। আল্লাহ তা'আলা আমাকে সর্বপ্রকার সম্পদই দান করেছেন। তখন তিনি বললেন : যখন তোমাকে আল্লাহ মাল দান করেছেন, তখন এর চিহ্ন তোমার মধ্যে থাকা বাঞ্ছনীয়।

ذِكْرُ الثَّيِّبِ عَنْ لُبْسِ السَّيْرَاءِ

সোনালী ডোরাবিশিষ্ট রেশমী কাপড় ব্যবহার নিষেধ

৫২৭৪. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ثُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ رَأَى حُلَّةَ سَيْرَاءٍ تَبَاعُ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ اشْتَرَيْتَ هَذَا لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ وَلِلْوَفْدِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لَأَخْلَقَ لَهُ فِي الْأُخْرَةِ قَالَ فَاتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعْدُ مِنْهَا بِحُلٍّ فَكَسَانِي مِنْهَا حُلَّةً فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَسَوْتَنِيهَا وَقَدْ قُلْتَ فِيهَا مَا قُلْتَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَمْ أَكْسُهَا لَتَلْبَسَهَا إِنَّمَا كَسَوْتُكَهَا لَتَكْسُوهَا أَوْ لَتَبِيعَهَا فَكَسَاهَا عُمَرُ أَخًا لَهُ مِنْ أُمَّهُ مُشْرِكًا *

৫২৯৪. ইসহাক ইবন মানসুর (র) - - - - উমর ইবন খাত্তাব (রা) হতে বর্ণিত, তিনি মসজিদের দরজায় সোনালী ডোরাদার একজোড়া রেশমী কাপড় বিক্রি হতে দেখলেন। তিনি বলেন, আমি বললাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ! যদি আপনি জুমু'আর দিনের জন্য এবং আপনার নিকট কোন বিদেশী প্রতিনিধিদল আসলে তখন পরার জন্য এরূপ একজোড়া কাপড় খরিদ করতেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : এতো ঐ ব্যক্তি পরিধান করবে, আখিরাতে যার কোন অংশ থাকবে না। পরবর্তীতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট ঐরকম কয়েক জোড়া কাপড় আসলে, তিনি তা হতে একজোড়া আমাকে দান করলেন। উমর (রা) বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি

আমাকে এটা দিচ্ছেন, অথচ আগে আপনি এব্যাপারে যা বলার বলেছেন? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : আমি তা তোমাকে পরার জন্য দেইনি। আমি এজন্য দিয়েছি যে, তুমি এটা অন্য কাউকে পরতে দেবে বা বিক্রি করে অন্য কাজে লাগাবে। উমর (রা) তা তাঁর এক বৈপিণ্ণেয় ভাইকে দান করেন, যে মুশরিক ছিল।

ذِكْرُ الرُّخْصَةِ لِلنِّسَاءِ فِي لُبْسِ السَّيْرَاءِ

ডোরাদার রেশমী কাপড় নারীদের জন্য ব্যবহারের অনুমতি

৫২৭৫. أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ رَأَيْتُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَمِيصَ حَرِيرٍ سَيْرَاءَ *

৫২৯৫. হুসায়ন ইবন হুরায়স (র) - - - - আনাস (রা) বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কন্যা যয়নাবের পরিধানে ডোরাদার রেশমী কামিজ দেখেছি।

৫২৭৬. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ عَنْ بَقِيَّةَ حَدَّثَنِي الزُّبَيْدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ حَدَّثَنِي أَنَّهُ رَأَى عَلَى أُمِّ كَلْثُومٍ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَرْدَ سَيْرَاءَ وَالسَّيْرَاءُ الْمُضْلَعُ بِالْقِرِّ

৫২৯৬. আমর ইবন উসমান (র) - - - - আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কন্যা উম্মে কুলসুমের পরিধানে সোনালী ডোরাদার রেশমী চাদর দেখেছেন।

৫২৭৭. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا الْبُضْرُ وَأَبُو عَامِرٍ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي عَوْنٍ الثَّقَفِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ الْخَيْفِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ أَهْدَيْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُلَّةَ سَيْرَاءٍ فَبَعَثَ بِهَا إِلَى فَلْبِسْتُهَا فَعَرَفْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ فَقَالَ أَمَا إِنِّي لَمْ أُعْطِكَهَا لِتَلْبِسَهَا فَأَمَرَنِي فَأَطَرْتُهَا بَيْنَ نِسَائِي *

৫২৯৭. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র) - - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট একটি ডোরাদার রেশমী কাপড় পেশ করা হলে তিনি তা আমার নিকট পাঠিয়ে দেন। আমি তা পরিধান করলে, তাঁর চেহারা বিরক্তির ভাব লক্ষ্য করলাম। তিনি বললেন : আমি তোমাকে এটা পরতে দেইনি। এরপর তিনি আমাকে আদেশ করলে আমি তা আমাদের নারীদেরকে বণ্টন করে দিলাম।

ذِكْرُ النَّهْيِ عَنْ لُبْسِ الْإِسْتَبْرَقِ

ইস্তাব্রাক বা রেশমী কাপড় পরিধান করা নিষেধ

৫২৭৮. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ الْمَخْزُومِيُّ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ أَنَّ عُمَرَ خَرَجَ فَرَأَى حُلَّةَ إِسْتَبْرَقٍ تَبَاعُ فِي السُّوقِ فَاتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اشْتَرِهَا فَالْبَسَهَا يَوْمَ

الْجُمُعَةِ وَحِينَ يَقْدَمُ عَلَيْكَ الْوَفْدُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذَا مَنْ لَا خَلَقَ لَهُ ثُمَّ أَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِثَلَاثِ حُلُلٍ مِنْهَا فَكَسَا عُمَرَ حُلَّةً وَكَسَا عَلِيًّا حُلَّةً وَكَسَا أُسَامَةَ حُلَّةً فَأَتَاهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قُلْتُ فِيهَا مَا قُلْتُ ثُمَّ بَعَثْتَ إِلَيَّ فَقَالَ بَعْثْتُ إِلَيْهَا وَأَقْضِ بِهَا حَاجَتَكَ أَوْ شَقِّقْهَا خُمُرًا بَيْنَ نِسَائِكَ *

৫২৯৮. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র) - - - - ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, উমর (রা) একবার বের হয়ে দেখলেন, বাজারে ইস্তাব্রাক বা রেশমী জোড়া বিক্রি হচ্ছে। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট হাযির হয়ে বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আপনি এটা ক্রয় করুন এবং জুম্মার দিন এবং আপনার নিকট বিদেশী প্রতিনিধিদল আসলে পরিধান করুন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : এটা এ ব্যক্তিই পরবে, যার আখিরাতে কোন অংশ নেই। পরে এ রকম তিনজোড়া কাপড় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট পেশ করা হলে তিনি একজোড়া উমর (রা)-কে, একজোড়া আলী (রা)-কে এবং একজোড়া উসামা (রা)-কে দিলেন। তখন উমর (রা) তাঁর নিকট এসে বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আপনি এর পূর্বে এ ব্যাপারে যা বলার তা বলেছিলেন, আর এখন এটা আমাকে দান করলেন ? তিনি বললেন : তুমি তা বিক্রি করে নিজের প্রয়োজন পূর্ণ কর অথবা তা টুকরা করে তোমার মহিলাদের ওড়না বানিয়ে দাও।

صِفَةُ الْأِسْتَبْرَقِ

ইস্তাব্রাকের বর্ণনা

৫২৯৯. أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ أَبِي اسْحَقَ قَالَ قَالَ سَالِمٌ مَا الْأِسْتَبْرَقُ قُلْتُ مَا غُلِظُ مِنَ الدِّيَبَاجِ وَخَشَنُ مِنْهُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ رَأَى عُمَرُ مَعَ رَجُلٍ حُلَّةً سُنْدُسٍ فَاتَى بِهَا النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ اشْتَرِ هَذِهِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ *

৫২৯৯. ইমরান ইব্ন মুসা (র) - - - - ইয়াহুয়া ইব্ন আবু ইসহাক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সালিম (র) বলেন, ইস্তাবাক কি ? আমি বললাম : রেশমী কাপড়ের মধ্যে যা শক্ত এবং মোটা হয়, তাই ইস্তাবরাক। সালিম বললেন : আমি আবদুল্লাহ (রা)-কে বলতে শুনেছি : উমর (রা)-এক ব্যক্তির নিকট রেশমী কাপড়ের এক জোড়া দেখতে পেলেন এবং তা নবী ﷺ-এর নিকট এনে বললেন : আপনি এটা খরিদ করুন, এরপর হাদীসের শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করলেন।

ذِكْرُ النَّهْيِ عَنْ لُبْسِ الدِّيَبَاجِ

দীবাজ নামক রেশমী কাপড় পরা নিষেধ

৫৩০০. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي

نَجِيعٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى وَيَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى وَأَبُو فَرَوَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ قَالَ اسْتَسْقَى حُذَيْفَةُ فَأَتَاهُ دُهْقَانٌ بِمَاءٍ فِي إِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ فَخَذَفَهُ ثُمَّ اعْتَذَرَ إِلَيْهِمْ مِمَّا صَنَعَ بِهِ وَقَالَ إِنِّي نَهَيْتُهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا تَشْرَبُوا فِي إِنَاءٍ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَا تَلْبَسُوا الدِّيْبَاجَ وَلَا الْحَرِيرَ فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَنَا فِي الْآخِرَةِ * ৫৩০০. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন ইয়াযীদ (র) - - - - আবদুল্লাহ ইব্ন উকায়ম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুযায়ফা (রা) পানি চাইলে এক গ্রাম্য নেতা রৌপ্য নির্মিত পাত্রে পানি আনে। হুযায়ফা (রা) সেটি ছুঁড়ে মারলেন। তারপর এ আচরণের জন্য তাদের কাছে কৈফিয়ত দিলেন এবং বললেন : আমার জন্য এর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : তোমাদের কেউ যেন সোনা-রূপার পাত্রে পান না করে এবং দীবাজ ও রেশমী কাপড় পরিধান না করে। কেননা এটা পৃথিবীতে তাদের জন্য, আর আমাদের জন্য আখিরাতে।

لُبْسُ الدِّيْبَاجِ الْمَنْسُوجِ بِالذَّهَبِ

সোনার কারুকার্য খচিত দীবাজ বা রেশমী বস্ত্র পরিধান

৫৩. ১. أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ قُزَعَةَ عَنْ خَالِدٍ وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ وَاْقِدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ حِينَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مِمَّنْ أَنْتَ قُلْتُ أَنَا وَاقِدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ قَالَ إِنْ سَعْدًا كَانَ أَعْظَمَ النَّاسِ وَأَطْوَلُهُ ثُمَّ بَكَى فَاتَّخَذَ الْبُكَاءَ ثُمَّ قَالَ إِنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ إِلَى أَكِيدَرَ صَاحِبِ دَوْمَةَ بَعَثًا فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ بِجَبَّةٍ دِيْبَاجٍ مَنْسُوجَةٍ فِيهَا الذَّهَبُ فَلَبِسَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ قَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَقَعَدَ فَلَمْ يَتَكَلَّمْ وَنَزَلَ فَجَعَلَ النَّاسُ يَلْمَسُونَهَا بِأَيْدِيهِمْ فَقَالَ اتَّعَجِبُونَ مِنْ هَذِهِ لِمَنَادَيْلُ سَعْدٍ فِي الْجَنَّةِ أَحْسَنُ مِمَّا تَرَوْنَ *

৫৩০১. হাসান ইব্ন কাযা'আ (র) - - - - ওয়াকিদ ইব্ন আমর ইব্ন সা'দ ইব্ন মুআয (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনাস ইব্ন মালিক (রা) মদীনায আগমন করলে আমি তাঁর নিকট উপস্থিত হলাম এবং তাঁকে সালাম করলাম। তিনি বললেন : তুমি কে ? আমি বললাম : আমি ওয়াকিদ ইব্ন আমর ইব্ন সাদ ইব্ন মুআয। তিনি বললেন : সাদ ইব্ন মুআয (রা) তো বড় এবং লম্বাকৃতির লোক ছিলেন। এই বলে তিনি খুব কাঁদলেন এবং বললেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ দুমার বাদশাহ্ উকায়দারের নিকট এক বাহিনী প্রেরণ করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট রেশম এবং সোনার কারুকার্য খচিত একটি জুকা পাঠান। রাসূলুল্লাহ ﷺ তা পরিধান করে মিসরের উপর উঠে বসলেন। তারপর কোন কথা না বলে তিনি মিসর হতে অবতরণ করলেন। লোক তাঁর ঐ জুকা হাতে ধরে দেখতে লাগলো। তিনি বললেন : তোমরা এটা দেখে আশ্চর্যবোধ করছো ! বেহেশতে সা'দ ইব্ন মুআযের রুমালও তোমরা এই যা দেখছ, এর চেয়ে উৎকৃষ্ট।

ذِكْرُ نَسْنَجِ ذَلِكَ

উক্ত হাদীস রহিত হওয়ার বর্ণনা

৫৩.২. حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ لَيْسَ النَّبِيُّ ﷺ قَبَاءً مِنْ دِيْبَاجٍ أَهْدَى لَهُ ثُمَّ أَوْشَكَ أَنْ نَزَعَهُ فَأَرْسَلَ بِهِ إِلَى عُمَرَ فَقِيلَ لَهُ قَدْ أَوْشَكَ مَا نَزَعْتَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ نَهَانِي عَنْهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَجَاءَ عُمَرُ يَبْكِي فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَرِهْتَ أَمْرًا وَأَعْطَيْتَنِيهِ قَالَ إِنِّي لَمْ أُعْطِكُهُ لِتَلْبَسَهُ إِنَّمَا أُعْطَيْتُكَ لِتَتَّبِعَهُ فَبَاعَهُ عُمَرُ بِالْفَى دِرْهَمٍ *

৫৩০২. ইউসুফ ইবন সাঈদ (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, দীবাজ নামক রেশমী কাপড়ের একটি কাবা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে হাদিয়া স্বরূপ দান করা হলে তিনি তা পরিধান করেন। কিছুক্ষণ পর তিনি তা খুলে ফেলে উমর (রা)-এর নিকট পাঠিয়ে দেন। তখন অন্যান্য লোক তাঁকে জিজ্ঞাসা করলো : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আপনি হঠাৎ তা খুলে ফেললেন কেন ? তিনি বললেন : আমাকে জিব্রাইল (আ) এটা পরতে নিষেধ করেছেন। একথা শুনে উমর (রা) কঁদতে কঁদতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আপনি যা অপছন্দ করেন তা আমাকে পরতে দিলেন ? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আমি তো তোমাকে তা পরতে দেইনি; আমি তো তোমাকে দিয়েছি বিক্রি করার জন্য। এরপর উমর (রা) দুই হাজার দিরহামে তা বিক্রি করে দেন।

التَّشْدِيدُ فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ وَأَنْ مَنْ لَبَسَهُ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسَهُ فِي الْآخِرَةِ

পৃথিবীতে রেশমী কাপড় পরার ব্যাপারে কঠোরতা ; যে দুনিয়াতে তা পরবে, সে আখিরাতে

পরতে পারবে না

৫৩.৩. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَخُطُّبُ وَيَقُولُ قَالَ مُحَمَّدٌ ﷺ مَنْ لَبَسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا فَلَنْ يَلْبَسَهُ فِي الْآخِرَةِ *

৫৩০৩. কুতায়বা (র) - - - - আবদুল্লাহ ইবন যুযায়র (রা) হতে বর্ণিত, তিনি মিম্বরের উপর খুতবা দিতে গিয়ে বললেন : মুহাম্মদ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি পৃথিবীতে রেশমী কাপড় পরিধান করবে, আখিরাতে সে কখনো তা পরতে পারবে না।

৫৩.৪. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ أَنْبَأَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ قَالَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا خَلِيفَةُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ قَالَ لَا تَلْبِسُوا نِسَاءَكُمْ الْحَرِيرَ فَإِنِّي سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ لَبَسَهُ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسَهُ فِي الْآخِرَةِ *

৫৩০৪. মাহমুদ ইব্ন গায়লান (র) - - - - আবদুল্লাহ ইব্ন যুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমরা নিজেদের নারীদেরকে রেশমী কাপড় পরতে দেবে না। আমি উমর ইব্ন খাত্তাব (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে তা পৃথিবীতে পরিধান করবে, সে আখিরাতে তা পরতে পারবে না।

৫৩.৫. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ أَنْبَأَنَا حَرْبٌ عَنْ يَحْيَى ابْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي عِمْرَانُ بْنُ حِطَّانٍ أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ فَقَالَ سَلْ عَائِشَةَ فَسَأَلْتُ عَائِشَةَ قَالَتْ سَلْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ فَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ حَدَّثَنِي أَبُو حَفْصٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ لَبَسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا فَلَا خَلَاقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ *

৫৩০৫. আমর ইব্ন মানসূর (র) - - - - ইমরান ইব্ন হিত্তান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা)-কে রেশমী কাপড় পরিধান সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন : তুমি এ ব্যাপারে আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা কর। আমি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন ; আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা)-কে জিজ্ঞাসা কর। আমি ইব্ন উমর (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলে— তিনি বললেন : আমার নিকট আবু হাফস (রা) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি পৃথিবীতে রেশমী কাপড় পরবে, আখিরাতে তার জন্য এর কোন অংশ থাকবে না।

৫৩.৬. أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَلَمٍ قَالَ أَنْبَأَنَا النُّضْرُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَبِشْرِ بْنِ الْمُحْتَفِرِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرُ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ *

৫৩০৬. সুলায়মান ইব্ন সাল্ম (র) - - - - ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : রেশমী কাপড় ঐ ব্যক্তিই পরিধান করবে, যার আখিরাতে কোন অংশ নেই।

৫৩.৭. أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ سَنَةَ سَبْعٍ وَمِائَتَيْنِ قَالَ حَدَّثَنَا الصَّقِقُ بْنُ حَزْنٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَلِيِّ الْبَارِقِيِّ قَالَ أَتَتْنِي امْرَأَةٌ تَسْتَفْتِينِي فَقُلْتُ لَهَا هَذَا ابْنُ عُمَرَ فَاتَّبَعْتُهُ تَسَالَهُ وَاتَّبَعْتُهَا أَسْمَعُ مَا يَقُولُ قَالَتْ أَفْتَنِي فِي الْحَرِيرِ قَالَ نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ *

৫৩০৭. ইব্রাহীম ইব্ন ইয়াকুব (র) - - - - আলী আল-বারেকী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক মহিলা আমার নিকট মাসআলা জিজ্ঞাসা করার জন্য আসলে আমি তাকে বললাম : ঐ যে আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা)। তাঁর নিকট জিজ্ঞাসা করুন। ঐ মহিলা তাঁর নিকট জিজ্ঞাসা করার জন্য গেল, আর আমি তার পিছে পিছে গেলাম, তিনি কি বলেন শোনার জন্য। সেই নারী বললো : রেশমী কাপড় সম্বন্ধে আমাকে কিছু বলুন। তিনি বললেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ তা ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।

ذَكَرُ النَّهْيِ عَنِ الثِّيَابِ الْقَسِيَةِ

রেশমী কাপড় পরার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা

৫৩.৮. أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ نَهَانَا عَنْ خَوَاتِيمِ الذَّهَبِ وَعَنْ أُنْيَةِ الْفِضَّةِ وَعَنْ الْمَيَاثِرِ وَالْقَسِيَةِ وَالْإِسْتَبْرَقِ وَالذِّيْبَاجِ وَالْحَرِيرِ *

৫৩০৮. সুলায়মান ইব্ন মানসূর (র) - - - - বারা ইব্ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ - আমাদেরকে সাতটি বিষয়ে আদেশ করেছেন এবং সাতটি বিষয়ে নিষেধ করেছেন। তিনি আমাদেরকে নিষেধ করেছেন : সোনার আংটি, রূপার পাত্র, মায়াসির^১, কাসসী^২, ইসতাব্রাক^৩ এবং দীবাজ^৪ ও হারীর^৫ হতে।

الرُّخَصَةُ فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ

রেশমী কাপড় পরার অনুমতি

৫৩.৯. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَرَخَصَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ فِي قُمْصٍ حَرِيرٍ مِنْ حِكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا *

৫৩০৯. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ - আবদুর রহমান ইব্ন আউফ এবং যুবায়র ইব্নুল আওয়াম (রা)-কে রেশমী জামা পরার অনুমতি দান করেছিলেন; কেননা তাদের খুজলী রোগ হয়েছিল।

৫৩১. أَخْبَرَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَخَّصَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ وَالزُّبَيْرِ فِي قُمْصٍ حَرِيرٍ كَانَتْ بِهِمَا يَغْنَى لِحِكَّةٍ *

৫৩১০. নাসর ইব্ন আলী (র) - - - - আনাস (রা) বলেন, নবী - আবদুর রহমান এবং যুবায়র (রা)-কে রেশমী কাপড়ের জামা ব্যবহারের অনুমতি দান করেন, তাঁদের খুজলীতে আক্রান্ত হওয়ার দরুন।

৫৩১১. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ قَالَ كُنَّا مَعَ عُثْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ فَجَاءَ كِتَابُ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ إِلَّا مَنْ لَيْسَ لَهُ مِنْهُ شَيْءٌ فِي الْآخِرَةِ الْأَهْكَذَا وَقَالَ أَبُو عُثْمَانَ بِأَصْنَعُغَيْنِ اللَّتَيْنِ تَلِيَانِ الْأَبْهَامَ فَرَأَيْتُهُمَا أَرْزَارَ الطَّيَالِسَةِ حَتَّى رَأَيْتُ الطَّيَالِسَةَ *

৫৩১১. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র) - - - - আবু উসমান নাহদী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা উতবা ইব্ন ফারকাদ (র)-এর সাথে ছিলাম। এমন সময় উমর (রা)-এর আদেশ পৌঁছলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : রেশমী কাপড় শুধু ঐ ব্যক্তিই পরিধান করতে পারে, আখিরাতে যার এতে কোন অংশ নেই; তবে এতটুকু পরিমাণ। আবু উসমান (র) বলেন : তিনি বৃদ্ধাঙ্গুলির সংলগ্ন অঙ্গুলীদ্বয় দ্বারা ইঙ্গিত করলেন। আমার মনে হলো তা চাদরের প্রান্ত ভাগ হবে। অবশেষে আমি যখন চাদর দেখলাম, তখন নিশ্চিত হলাম।

৫৩১২. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ قَالَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ وَبَرَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ سُؤَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ ح وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ سُؤَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ لَمْ يُرَخَّصْ فِي الدِّيْبَاجِ إِلَّا مَوْضِعَ أَرْبَعِ أَصَابِعَ *

৫৩১২. আবদুল হামিদ ইব্ন মুহাম্মদ ও আহমদ ইব্ন সুলায়মান (র) - - - - উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রেশমী কাপড় চার আঙুলের বেশি ব্যবহার অনুমতি দেন নি।

لُبْسُ الْحُلِّ

জোড়া পোশাক পরিধান করা

৫৩১৩. أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حُمْرَاءُ مُتْرَجِلًا لَمْ أَرْ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ أَحَدًا هُوَ أَجْمَلُ مِنْهُ *

৫৩১৩. ইয়াকুব ইব্ন ইব্রাহীম (র) - - - - বারা ইব্ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জোড়া পোশাক পরিহিত, মাথার চুল সুবিন্যস্ত অবস্থায় দেখেছি। আমি পূর্বে ও পরে তাঁর চেয়ে সুন্দর কাউকে দেখিনি।

لُبْسُ الْحَبْرَةِ

হিবারা (ইয়ামানী চাদর) পরিধান করা

৫৩১৪. أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ أَحَبُّ الثِّيَابِ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ الْحَبْرَةُ *

৫৩১৪. উবায়দুল্লাহ ইব্ন সাঈদ (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হিবারা (ইয়ামানী চাদর-বিশেষ) ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট সর্বাধিক পছন্দনীয় কাপড়।

ذِكْرُ النَّهْيِ عَنِ لُبْسِ الْمُعْصَفَرِ

কুসুম রঙের কাপড় পরিধান করা নিষেধ

৫৩১৫. أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ خَالِدَ بْنَ مَعْدَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّ جُبَيْرَ بْنَ نُفَيْرٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ مُعْصَفَرَانِ فَقَالَ هَذِهِ ثِيَابُ الْكُفَّارِ فَلَا تَلْبَسْنَهَا *

৫৩১৫. ইসমাইল ইবন মাসউদ (র) - - - - আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে দু'টি কুসুম রঙের কাপড় পরিহিত অবস্থায় দেখে বললেন : এটা কাফিরদের পোশাক। অতএব, তুমি এটা পরিধান করো না।

৩৫১৬. أَخْبَرَنِي حَاجِبُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ ابْنِ أَبِي رَوَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ مُعْصَفَرَانِ فَغَضِبَ النَّبِيُّ ﷺ وَقَالَ اذْهَبْ فَاطْرَحْهُمَا عَنْكَ قَالَ أَيْنَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فِي النَّارِ *

৫৩১৬. হাজিব ইবন সুলায়মান (র) - - - - আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। এক সময় তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট দু'টি কুসুম রঙের কাপড় পরিহিত অবস্থায় আগমন করলে তিনি রাগান্বিত হয়ে বলেন : ফেলে দাও। তিনি বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! কোথায় ফেলবো ? তিনি বললেন : দোযখে।

৫৩১৭. أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْظَلَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا يَقُولُ نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ وَعَنْ لَبُوسِ الْقَسَى وَالْمُعْصَفَرِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَأَنَا رَاكِعٌ *

৫৩১৭. ইসা ইবন হাম্মাদ (র) - - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে সোনার আংটি, রেশমী কাপড় ও কুসুম রঙের কাপড় পরতে এবং রুকু অবস্থায় কুরআন পাঠ করতে নিষেধ করেছেন।

لُبْسُ الْخَضَرِ مِنَ الثِّيَابِ

সবুজ কাপড় পরিধান করা

৫৩১৮. أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو نُوحٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ إِيَادِ بْنِ لَقِيطٍ عَنْ أَبِي رِمَّةٍ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَخْضَرَانِ *

৫৩১৮. আব্বাস ইবন মুহাম্মদ (র) - - - - আবু রিমসা (রা) থেকে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ দুইখানা সবুজ কাপড় পরিহিত অবস্থায় আমাদের নিকট আগমন করেন।

لُبْسُ الْبُرُودِ

বুরদা (ডোরাকাটা চাদর) পরিধান করা

৫৩১৭. أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى عَنْ يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا قَيْسٌ عَنْ خُبَابِ بْنِ الْأَرْتِ قَالَ شَكَّوْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً لَهُ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ فَقُلْنَا أَلَا تَسْتَنْصِرُ لَنَا أَلَا تَدْعُو اللَّهَ لَنَا *

৫৩১৯. ইয়াকুব ইবন ইব্রাহীম ও মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র) - - - - খাব্বাব ইবন আরাত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট অভিযোগ করলাম, তখন তিনি কা'বা শরীফের ছায়ায় একখানা বুরদার উপর মাথা রেখে আরাম করছিলেন। আমি বললাম : আপনি কি আমাদের জন্য সাহায্য প্রার্থনা করবেন না, আপনি কি আমাদের জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করবেন না ?

৫৩২০. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ أَنْبَأَنَا يَعْقُوبُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ بِبُرْدَةٍ قَالَ سَهْلٌ هَلْ تَدْرُونَ مَا الْبُرْدَةُ قَالُوا نَعَمْ هَذِهِ الشَّمْلَةُ مَنْسُوجٌ فِي حَاشِيَتِهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي نَسَجْتُ هَذِهِ بِيَدَيَّ أَكْسُو كَهَا فَأَخَذَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُحْتَاجًا إِلَيْهَا فَخَرَجَ إِلَيْنَا وَإِنِّهَا لِأَزَارُهُ *

৫৩২০. কুতায়বা (র) - - - - সাহল ইবন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একজন মহিলা একখানা বুরদা নিয়ে আসলে সাহল (রা) বলেন : তোমরা কি জান, বুরদা কী ? উপস্থিত লোকজন বললো : হ্যাঁ, এমন চাদর, যার কিনারায় নকশা করা ছিল। মহিলা বললো : ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ ! আমি এটা আপনাকে পরানোর জন্য নিজ হাতে তৈরি করেছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ এমনভাবে তা গ্রহণ করলেন যেন তাঁর সেটি প্রয়োজন, আর তিনি তা লুঙ্গিরূপে পরে আমাদের নিকট আসলেন।

الْأَمْرُ بِلُبْسِ الْبَيْضِ مِنَ الثِّيَابِ

সাদা কাপড় পরার আদেশ

৫৩২১. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ أَبِي عَرُوبَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْبِسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ فَإِنَّهَا أَطْهَرُ وَأَطْيَبُ وَكَفَّفُوا فِيهَا مَوْتَاكُمُ قَالَ يَحْيَى لَمْ أَكْتُبْهُ قُلْتُ لِمَ قَالَ اسْتَغْنَيْتُ بِحَدِيثِ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَيْبٍ عَنْ سَمُرَةَ *

৫৩২১. আমর ইব্ন আলী (র) - - - - সামূরা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন : তোমরা সাদা কাপড় পরিধান করবে। কেননা এটা বেশি পবিত্র হয়ে ও বেশি পরিচ্ছন্ন^১। আর তোমরা তোমাদের মৃতদেরকে সাদা কাপড় দিয়ে কাফন দেবে।

৫৩২২. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيْكُمْ بِالْبَيَاضِ مِنَ الثِّيَابِ فَلْيَلْبَسْنَهَا أَحْيَاؤَكُمْ وَكَفَنُوا فِيهَا مَوْتَكُمْ فَانْهَاهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ *

৫৩২২. কুতায়বা (র) - - - - সামূরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা সাদা কাপড় ব্যবহার করবে। জীবিতরা তা পরবে আর মৃতদেরকে তা দিয়ে কাফন দেবে। কেননা এটাই উৎকৃষ্ট কাপড়।

لُبْسُ الْأَقْبِيَةِ

কাবা^২ পরিধান করা

৫৩২৩. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَقْبِيَةً وَلَمْ يَعْطِ مَخْرَمَةَ شَيْئًا فَقَالَ مَخْرَمَةُ يَا بَنِيَّ انْطَلِقْ بِنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ قَالَ ادْخُلْ فَادْعُهُ لِي قَالَ فَدَعَوْتُهُ فَخَرَجَ إِلَيْهِ وَعَلَيْهِ قَبَاءٌ مِنْهَا فَقَالَ خَبَأْتُ هَذَا لَكَ فَتَنْظَرِ إِلَيْهِ فَلْيَلْبَسْهُ مَخْرَمَةُ *

৫৩২৩. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) - - - - মিসওয়ার ইব্ন মাখরামা (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ কাবা বস্টন করলেন কিছু মাখরামা (রা)-কে কিছু না দেওয়ায় তিনি বললেন : প্রিয়পুত্র ! তুমি আমার সাথে চল; আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট যাব। আমি তাঁর সাথে রওয়ানা হলাম। তিনি আমাকে বললেন : তুমি ভেতরে প্রবেশ করে তাঁকে আমার নিকট ডেকে আনো, আমি তাঁকে ডাকলে তিনি ঐ কাবা পরিহিত অবস্থায় তার নিকট আগমন করলেন এবং বললেন : আমি এটা আপনার জন্য রেখে দিয়েছি, মাখারামা সেটি পরিধান করলেন।

لُبْسُ السَّرَاوِيلِ

পায়জামা পরিধান করা

৫৩২৪. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ بَعْرَفَاتٍ فَقَالَ مَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَيْنِ *

১. যেহেতু সামান্য ময়লা হলে বা সামান্য নাপাকী লাগলেই দেখা যায়, ফলে ধুয়ে ফেলা হয়।

২. ঢোলা জোকা, যা জামার উপর পরা হয়। আরব ও ইরানীরা পরে থাকে।

৫৩২৪. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ-কে আরাফাতে বলতে শোনেন; যার অর্থাৎ যে মুহুরিমের লুঙ্গি না মিলে, সে যেন পায়জামা পরিধান করে এবং যার চটি নেই, সে যেন মোজা পরিধান করে।

التَّغْلِيظُ فِي جَرِّ الْأَزَارِ

লুঙ্গি ইত্যাদি পরে হেঁচড়িয়ে চলার উপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা

৫৩২৫. أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ بَيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَالِمًا أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ بَيْنَا رَجُلٌ يَجُرُّ إِزَارَهُ مِنَ الْخِيَلَاءِ خَسَفَ بِهِ فَهُوَ يَتَجَلَّجَلُ فِي الْأَرْضِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ *

৫৩২৫. ওহাব ইব্ন বয়ান (র) - - - - আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : এক ব্যক্তি গর্বভরে স্বীয় পরিধেয় লুঙ্গি বা পায়জামা হেঁচড়িয়ে চলতো। সে কিয়ামত পর্যন্ত মাটির মধ্যে ধসতে থাকবে।

৫৩২৬. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ ح وَأَنْبَاءَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ أَوْ قَالَ إِنَّ الذِّي يَجُرُّ ثَوْبَهُ مِنَ الْخِيَلَاءِ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ *

৫৩২৬. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ও ইসমাইল ইব্ন মাসউদ (র) - - - - আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি গর্বভরে স্বীয় কাপড় মাটিতে হেঁচড়িয়ে চলে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার দিকে দৃষ্টিপাত করবেন না।

৫৩২৭. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَارِبٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنْ مَخِيلَةٍ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَنْظُرْ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ *

৫৩২৭. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল আ'লা (র) - - - - ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি গর্বভরে নিজের কাপড় মাটিতে হেঁচড়িয়ে চলে আল্লাহ পাক কিয়ামতের দিন তার প্রতি দৃষ্টিপাত করবেন না।

مَوْضِعُ الْأَزَارِ

লুঙ্গি পরিধানের স্থান

৫৩২৮. أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ عَنْ جَرِيرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ

عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ نُذَيْرٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَوْضِعُ الْأِزَارِ إِلَى أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ وَالْعُضْلَةِ فَإِنْ أَبَيْتَ فَاسْفَلَ فَإِنْ أَبَيْتَ فَمِنْ وَرَاءِ السَّاقِ وَلَا حَقَّ لِلْكَعْبَيْنِ فِي الْأِزَارِ وَاللَّفْظُ لِمُحَمَّدٍ *

৫৩২৮. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম ও মুহাম্মদ ইব্ন কুদামা (র) - - - - হুয়ায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ পা সাজানো আল্লাহর রাসূল বলেছেন : লুঙ্গি, পায়জামা ইত্যাদি পায়ে গোছার মধ্যবর্তী স্থান পর্যন্ত থাকা উচিত যেখানে মাংসপেশী অবস্থিত। যদি তা পছন্দ না হয়, তবে আরো কিছু নিচে পরতে পার। যদি আরও নিচু করতে ইচ্ছা কর, তবে পায়ের গোছার নিচে পরবে, কিন্তু গিরার নিম্নাংশের লুঙ্গি পাওয়ার কোন অধিকার নেই।

مَاتَحَتِ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْأِزَارِ

লুঙ্গি, চাদর ইত্যাদির যে অংশ পায়ের গিরার নিচে থাকবে

৫৩২৭. أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو يَعْقُوبَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَاتَحَتِ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْأِزَارِ فَفِي النَّارِ *

৫৩২৯. ইসমাইল ইব্ন মাসউদ (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ পা সাজানো আল্লাহর রাসূল বলেছেন : লুঙ্গি ইত্যাদির যে অংশ গিরার নিচে থাকবে, তা দোযখে যাবে।

৫৩৩. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ النَّمِقَبَرِيُّ وَقَدْ كَانَ يُخْبِرُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْأِزَارِ فَفِي النَّارِ *

৫৩৩০. মাহমুদ ইব্ন গায়লান (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ পা সাজানো আল্লাহর রাসূল থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন : ইয়ার বা লুঙ্গির যে অংশ গিরার নিচে থাকবে, তা দোযখে অবস্থান করবে।

إِسْبَالُ الْأِزَارِ

ইয়ার বা লুঙ্গি টাখনুর নিচে ঝুলিয়ে পরা

৫৩৩১. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عَقِيلٍ قَالَ حَدَّثَنِي جَدِّي قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَشْعَثَ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَنْظُرُ إِلَى مُسْبِلِ الْأِزَارِ *

৫৩৩১. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী পা সাজানো আল্লাহর রাসূল বলেছেন : ইয়ার বা লুঙ্গি ইত্যাদি যে ব্যক্তি নিচে ঝুলিয়ে পরিধান করে, তার প্রতি আল্লাহ তাআলা রহমতের দৃষ্টি নিক্ষেপ করবেন না।

৫৩৩২. أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ سَلِيمَانَ بْنَ مِهْرَانَ الْأَعْمَشَ عَنْ سَلِيمَانَ بْنِ مُسْنَرٍ عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثَةٌ لَا يَكْلَمُهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ الْمَنَانُ بِمَا أُعْطِيَ وَالْمُسْبِلُ إِزَارَهُ وَالْمُنْفِقُ سَلْعَتَهُ بِالْحَلْفِ الْكَاذِبِ *

৫৩৩২. বিশর ইবন খালিদ (র) - - - - আবু যর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কিয়ামতের দিন তিন প্রকার ব্যক্তির সাথে আল্লাহ তা'আলা কথা বলবেন না এবং তাদেরকে গুনাহ থেকে পবিত্র করবেন না, বরং তাদের জন্য থাকবে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। তাদের একজন ঐ ব্যক্তি, যে দান করে পরে খোঁটা দেয়; দ্বিতীয় ব্যক্তি, যে ইয়ার বা লুঙ্গি ইত্যাদি লটকিয়ে চলে; তৃতীয় ব্যক্তি যে মিথ্যা শপথ দ্বারা পণ্য চালায়।

৫৩৩৩. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَادٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْإِسْبَالُ فِي الْأَزَارِ وَالْقَمِيصِ وَالْعِمَامَةِ مَنْ جَرَّ مِنْهَا شَيْئًا خِيَلَاءَ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ *

৫৩৩৩. মুহাম্মদ ইবন রাফে' (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ইয়ার, জামা পাগড়ি ইত্যাদির যে কোন একটি যে ব্যক্তি অহংকারভরে ঝুলায়, তার প্রতি আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন দৃষ্টিপাত করবেন না।

৫৩৩৪. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنَ الْخِيَلَاءِ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنْ أَحَدَ شِقَئِي إِزَارِي يَسْتَرْخِي إِلَّا أَنْ أَتَعَاهَدَ ذَلِكَ مِنْهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّكَ لَسَبْتَ مِمَّنْ يَصْنَعُ ذَلِكَ خِيَلَاءَ *

৫৩৩৪. আলী ইবন হুজর (র) - - - - মালিক (র) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি গর্বভরে তার কাপড় ঝুলিয়ে পরবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি দৃষ্টিপাত করবেন না। তখন আবু বকর (রা) বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! অসতর্কবস্থায় আমার ইয়ারের একদিক লম্বা হয়ে যায়। কিন্তু সতর্ক হলে বোধহয় এরূপ হবে না। নবী ﷺ বললেন : যারা গর্বভরে এরূপ করে, আপনি তাদের অন্তর্ভুক্ত নন।

ذُيُولُ النِّسَاءِ

নারীদের কাপড়ের নিম্নাংশ

৫৩৩৫. أَخْبَرَنَا نُوحُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنَ الْخِيَلَاءِ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ قَالَتْ أُمُّ

سَلَمَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَكَيْفَ تَصْنَعُ النِّسَاءُ بِذِيُولِهِنَّ قَالَ تُرْخِيْنُهُ شِبْرًا قَالَتْ إِذَا تَنَكَّشِفَ أَقْدَامُهُنَّ قَالَ تُرْخِيْنُهُ ذِرَاعًا لَا تَزْدَنَ عَلَيْهِ *

৫৩৩৫. নূহ ইব্ন হাবীব (র) - - - - ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি গর্বভরে নিজের কাপড় হেঁচড়িয়ে চলে, আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করবেন না। উম্মে সালামা (রা) বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! নারীরা তাদের কাপড়ের নিম্নাংশ কিভাবে রাখবে ? তিনি বললেন : তারা তা এক বিষত লম্বা করে দিবে। বর্ণনাকারী বলেন, উম্মে সালামা (রা) বললেন : তা হলে তো তাদের পা খুলে যাবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তাহলে তারা তা একহাত লম্বা করবে, এর উপর যেন তারা লম্বা না করে।

৫৩৩৬. حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزِيدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا ذَكَرَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ ذِيُولَ النِّسَاءِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُرْخِيْنُ شِبْرًا قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ إِذَا يَنكَشِفُ عَنْهَا قَالَ تُرْخِي ذِرَاعًا لَا تَزِيدُ عَلَيْهِ *

৫৩৩৬. আব্বাস ইব্ন ওলীদ ইব্ন মিয়াদ (র) - - - - উম্মে সালামা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে নারীদের আঁচল সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন : তারা তা অর্ধহাত লম্বা করবে। উম্মে সালামা (রা) বললেন : তবে তো পা খুলে যাবে। তিনি বললেন : তা হলে একহাত লম্বা করবে, তার চেয়ে লম্বা করবে না।

৫৩৩৭. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى عَنْ نَافِعٍ عَنْ صَفِيَّةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا ذَكَرَ فِي الْأَزَارِمَاذَكَرَ قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ فَكَيْفَ بِالنِّسَاءِ قَالَ يُرْخِيْنُ شِبْرًا قَالَتْ إِذَا تَبَدُّو أَقْدَامُهُنَّ قَالَ فَذِرَاعًا لَا يَزْدَنَ عَلَيْهِ

৫৩৩৭. আবদুল জব্বার ইব্ন আ'লা ইব্ন আবদুল জব্বার (র) - - - - উম্মে সালামা (রা) হতে বর্ণিত, ইয়ার বা লুঙ্গি ইত্যাদি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা বলেছেন : তা বলার পর উম্মে সালামা (রা) জিজ্ঞাসা করলেন : নারীরা কী করবে ? তিনি বললেন : তারা আধহাত লম্বা করবে। উম্মে সালামা (রা) বললেন : তখনও তো তাদের পা প্রকাশিত হয়ে পড়বে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তাহলে তারা একহাত বুলাবে, এর উপর বাড়াবে না।

৫৩৩৮. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا النُّضْرُ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ وَهُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ سَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَمْ تَجْرُ الْمَرْأَةُ مِنْ ذَيْلِهَا قَالَ شِبْرًا قَالَتْ إِذَا يَنكَشِفُ عَنْهَا قَالَ ذِرَاعًا لَا تَزِيدُ عَلَيْهَا *

৫৩৩৮. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল আ'লা (র) - - - - উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে জিজ্ঞাসা করা হলো নারীরা তাদের আঁচল কতটুকু নীচু করবে ? তিনি বললেন : তারা আধহাত লম্বা করবে। উম্মে সালামা (রা) বললেন : তখন তো তাদের পা খুলে যাবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তবে তারা একহাত লম্বা করবে কিন্তু এর উপর বাড়াবে না।

النَّهْيُ عَنْ اِسْتِمَالِ الصَّمَاءِ

এক কাপড়ে সর্বাত্ম জড়িয়ে তার একপার্শ্ব কাঁধের উপর ফেলে রাখা নিষেধ

৫৩৩৭. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ اِسْتِمَالِ الصَّمَاءِ وَأَنْ يَحْتَبِيَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ *

৫৩৩৯. কুতায়বা (র) - - - - আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} ইশতিমালুস-সাম্মা অর্থাৎ এক কাপড়ে এমনভাবে শরীর জড়াতে নিষেধ করেছেন যে, তার একদিক কাঁধের উপর ফেলে রাখা হবে এবং একই কাপড়ে পিঠ ও হাঁটু আবৃত করে এমনভাবে বসতে নিষেধ করেছেন, যাতে ঐ কাপড়ের কিছুমাত্র লজ্জাস্থানের উপর না থাকে।

৫৩৪০. أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ اِسْتِمَالِ الصَّمَاءِ وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ *

৫৩৪০. হুসায়ন ইব্ন হুরায়স (র) - - - - আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} ইশতিমালুম-সাম্মা পদ্ধতিতে কাপড় পরতে এবং একই কাপড়ে পিঠ, হাঁটু ইত্যাদি আবৃত করে এমনভাবে বসতে নিষেধ করেছেন, যাতে ঐ কাপড় কিছুমাত্র লজ্জাস্থানের উপর না থাকে।

النَّهْيُ عَنْ الْاِحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ

এক কাপড়ে ইহতিবা (সর্বশরীর জড়িয়ে বসা) নিষেধ

৫৩৪১. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ اِسْتِمَالِ الصَّمَاءِ وَأَنْ يَحْتَبِيَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ *

৫৩৪১. কুতায়বা (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} ইশতিমালুম-সাম্মা পদ্ধতিতে কাপড় পরতে এবং একই কাপড়ে ইহতিবা অর্থাৎ পিঠ, হাঁটু জড়িয়ে বসতে নিষেধ করেছেন।

لَيْسَ الْعَمَامَةُ الْحَرَقَانِيَّةُ

ছাইরঙা পাগড়ি পরিধান করা

৫৩৪২. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُسَاوِرِ الْوَرَّاقِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ عِمَامَةً حَرَقَانِيَّةً *

৫৩৪২. আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ (র) - - - - আমর ইব্ন হুরায়স (র) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর মাথায় ছাইরঙা পাগড়ি দেখেছি।

لُبْسُ الْعَمَائِمِ السُّودِ

কালো পাগড়ি ব্যবহার করা

৫৩৪৩. ৫৩৪৩. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ يَوْمَ فَتَحَ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ *
৫৩৪৩. কুতায়বা (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিন মক্কায় ইহরাম ব্যতীত প্রবেশ করলেন, তখন তাঁর মাথায় কালো পাগড়ি শোভা পাচ্ছিল।

৫৩৪৪. ৫৩৪৪. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ عَنْ شَرِيكَ عَنْ عَمَّارِ الدُّهْنِيِّ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ الْفَتْحِ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ *
৫৩৪৪. আমর ইব্ন মানসূর (র) - - - - জাবির (রা) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিন মক্কায় প্রবেশ করেন, তখন তাঁর মাথায় কালো পাগড়ি ছিল।

أَرْخَاءُ طَرَفِ الْعِمَامَةِ بَيْنَ الْكَتْفَيْنِ

পাগড়ির প্রান্ত দু'কাঁধের মাঝখানে লটকানো

৫৩৪৫. ৫৩৪৫. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ مُسَاوِرِ الْوَرَّاقِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَأَنِّي أَنْظُرُ السَّاعَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمُنْبَرِ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ قَدْ أَرْخَى طَرَفَهَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ *
৫৩৪৫. মুহাম্মদ ইব্ন আবান (র) - - - - জা'ফর ইব্ন আমর ইব্ন উমাইয়া (রা) বলেন, তাঁর পিতা বলেছেন, আমি যেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে কালো পাগড়ি পরিহিত অবস্থায় মিন্বরের উপর দেখছি, যার প্রান্তদেশ তাঁর ঋক্কদয়ের মাঝখানে লটকানো রয়েছে।

التَّصَاوِيرُ

ছবি

৫৩৪৬. ৫৩৪৬. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ *
৫৩৪৬. কুতায়বা (র) - - - - আবু তালহা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : ফেরেশতা ঐ ঘরে প্রবেশ করে না, যে ঘরে কুকুর অথবা ছবি থাকে।

৫৩৪৭. أَنبَانَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ تَمَاشِيلُ *

৫৩৪৭. মুহাম্মদ ইবন আবদুল মালিক ইবন আবুশ শাওয়ারিব (র) - - - আবু তালহা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে বলতে শুনেছি : ফেরেশতা ঐ ঘরে প্রবেশ করে না, যে ঘরে কুকুর অথবা ভাস্কর্য থাকে।

৫৩৪৮. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيِّ يَعُوذُهُ فَوَجَدَ عِنْدَهُ سَهْلَ بْنَ حَنْظَلٍ فَأَمَرَ أَبُو طَلْحَةَ إِنْسَانًا يَنْزِعُ نَمَطًا تَحْتَهُ فَقَالَ لَهُ سَهْلٌ لِمَ تَنْزِعُ قَالَ لَأَنَّ فِيهِ تَصَاوِيرَ وَقَدْ قَالَ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا قَدْ عَلِمْتُ قَالَ أَلَمْ يَقُلْ إِلَّا مَا كَانَ رَقْمًا فِي ثَوْبٍ قَالَ بَلَى وَلَكِنَّهُ أَطِيبُ لِنَفْسِي *

৫৩৪৮. আলী ইবন শু'আয়ব (র) - - - উবায়দুল্লাহ ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আবু তালহা আনসারী (রা)-কে তাঁর রুগ্নাবস্থায় দেখতে গেলে তাঁর নিকট সাহল ইবন হুনাযফকে দেখতে পান। আবু তালহা (রা) এক ব্যক্তিকে তাঁর নিচ থেকে বিছানা বের করে ফেলতে আদেশ করলেন। তখন সাহল (রা) তাঁকে বললেন : কেন বের করবেন? তিনি বললেন : কেননা তাতে ছবি রয়েছে। এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা বলেছেন, তা তো তুমি জান। সাহল বললেন : তিনি কি বলেন নি যে, কাপড়ে নকশারূপে থাকলে কোন ক্ষতি নেই? আবু তালহা (রা) উত্তর করলেন : হ্যাঁ, কিন্তু আমার মনের জন্য এটাই বেশি স্বস্তিকর।

৫৩৪৯. أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي بُكَيْرٌ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ قَالَ بُسْرٌ ثُمَّ أَشْتَكَى زَيْدٌ فَعَدَنَاهُ فَإِذَا عَلَى بَابِهِ سِتْرٌ فِيهِ صُورَةٌ قُلْتُ لِعُبَيْدِ اللَّهِ الْخَوْلَانِيُّ أَلَمْ يُخْبِرْنَا زَيْدٌ عَنِ الصُّورَةِ يَوْمَ الْأَوَّلِ قَالَ قَالَ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ أَلَمْ تَسْمَعْهُ يَقُولُ إِلَّا رَقْمًا فِي ثَوْبٍ *

৫৩৪৯. ইসা ইবন হাম্মাদ (র) - - - আবু তালহা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ঘরে ছবি থাকে, সে ঘরে ফেরেশতা প্রবেশ করে না। হাদীস বর্ণনাকারী বুসর (রা) বলেন, যায়দ ইবন খালিদ অসুস্থ হলে আমরা তাঁকে দেখতে গেলাম। আমরা তাঁর দরজায় একখানা পর্দা লটকানো দেখলাম, যাতে ছবি রয়েছে। আমি উবায়দুল্লাহ খাওলানীকে বললাম : যায়দ (রা)-কে আমাদের গতকাল ছবি সম্বন্ধে সংবাদ দেননি? উবায়দুল্লাহ (রা) বললেন : তুমি কি শোননি? তিনি এও বলেছেন যে, কাপড়ে নকশারূপে থাকলে কোন ক্ষতি নেই?

৫৩৫০. حَدَّثَنَا مَسْعُودُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ

المُسَيَّبِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ صَنَعْتُ طَعَامًا فَدَعَوْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَجَاءَ فَدَخَلَ فَرَأَى سِتْرًا فِيهِ تَصَاوِيرُ فَخَرَجَ وَقَالَ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ تَصَاوِيرُ *

৫৩৫০. মাসউদ ইব্ন জুওয়ায়রিয়া (র) - - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কিছু খাদ্য প্রস্তুত করে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দাওয়াত দিলাম। তিনি এসে ঘরে প্রবেশ করে একখানা এমন পর্দা দেখলেন, যাতে ছবি ছিল। তিনি বের হয়ে বললেন : ফেরেশতা ঐ ঘরে প্রবেশ করে না, যে ঘরে ছবি থাকে।

৫৩৫১. أَخْبَرَنَا اسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خُرْجَةً ثُمَّ دَخَلَ وَقَدْ عَلَّقْتُ قِرَامًا فِيهِ الْخَيْلُ أُولَاتُ الْأَجْنِحَةِ قَالَتْ فَلَمَّا رَأَتْهُ قَالَ أَنْزِعِيهِ *

৫৩৫১. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ বাইরে গেলেন। তারপর আবার প্রবেশ করলেন। আমি একটি পর্দা লটকিয়ে রেখেছিলাম, যাতে ডানাবিশিষ্ট ঘোড়ার ছবি ছিল। তিনি তা দেখে বললেন : তুমি এটা খুলে ফেল।

৫৩৫২. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هَنْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَزْرَةُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ كَانَ لَنَا سِتْرٌ فِيهِ تَمَثَالُ طَيْرٍ مُسْتَقْبِلِ الْبَيْتِ إِذَا دَخَلَ الدَّاخلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا عَائِشَةُ حَوْلِيهِ فَإِنِّي كُلَّمَا دَخَلْتُ فَرَأَيْتُهُ ذَكَرْتُ الدُّنْيَا قَالَتْ وَكَانَ لَنَا قَطِيفَةٌ لَهَا عِلْمٌ فَكُنَّا نَلْبِسُهَا فَلَمْ نَقْطَعُهَا *

৫৩৫২. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন বাযী (র) - - - - উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার একখানা পর্দার কাপড় ছিল, যাতে ছিল পাখির ছবি। কেউ ঘরে ঢোকার সময় তা তার সামনে পড়তো। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : হে আয়েশা ! তুমি এটা উলটিয়ে দাও। কেননা যখন আমি ঘরে প্রবেশ করি, তখন তা (মার্ক) দেখলে, দুনিয়া আমার স্মরণে এসে পড়ে। তিনি আরো বলেন : আমাদের আর একখানা চাদর ছিল, যাতে পণ্যচিহ্ন অঙ্কিত ছিল, আমরা তা পরতাম। তাই তা কাটি নি।

৫৩৫৩. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ الْقَاسِمِ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ فِي بَيْتِي ثَوْبٌ فِيهِ تَصَاوِيرُ فَجَعَلْتُهُ إِلَى سَهْوَةٍ فِي الْبَيْتِ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي إِلَيْهِ ثُمَّ قَالَ يَا عَائِشَةُ أَخْرِبِي عَنِّي فَنَزَعْتُهُ فَجَعَلْتُهُ وَسَائِدَ *

৫৩৫৩. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল আ'লা (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার ঘরে একখানা কাপড় ছিল, যাতে ছিল অনেক ছবি। আমি তা ঘরের চেরাগদানের উপর লটকিয়ে রেখেছিলাম।

রাসূলুল্লাহ ﷺ সে দিকে ফিরে নামায পড়তেন। তিনি বললেন : হে আয়েশা ! তুমি এটা আমার সামনে থেকে সরিয়ে ফেল। আমি তা সরিয়ে ফেলি এবং তা দিয়ে বালিশ বানাই।

৫৩৫৪. أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ بَيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو قَالَ حَدَّثَنَا بُكَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا نَصَبَتْ سِتْرًا فِيهِ تَصَاوِيرُ فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَنَزَعَهُ فَقَطَعَتْهُ وَسَادَتَيْنِ قَالَ رَجُلٌ فِي الْمَجْلِسِ حِينَئِذٍ يُقَالُ لَهُ رَبِيعَةُ بْنُ عَطَاءٍ أَنَا سَمِعْتُ أَبَا مُحَمَّدٍ يَعْنِي الْقَاسِمَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَرْتَفِقُ عَلَيْهِمَا *

৫৩৫৪. ওহাব ইবন বয়ান (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি একখানা পর্দা ঝুলিয়েছিলেন, যাতে ছবি ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘরে প্রবেশ করে তা খুলে ফেললেন। তিনি তা খণ্ডিত করে দুইটি বালিশ বানান। ঐ মজলিসের রবীআ ইবন আতা নামক এক ব্যক্তি বলে উঠলো : আমি আবু মুহাম্মদ অর্থাৎ কাসিমকে বলতে শুনেছি, আয়েশা (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাতে হেলান দিতেন।

ذَكَرُ أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا

কঠিনতম শাস্তি যার হবে

৫৩৫৫. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ سَفَرٍ وَقَدْ سَتَّرْتُ بِقِرَامٍ عَلَى سَهْوَةٍ لِي فِيهِ تَصَاوِيرُ فَنَزَعَهُ وَقَالَ أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهَوْنَ بِخُلُقِ اللَّهِ *

৫৩৫৫. কুতায়বা (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন এক সফর শেষে তশরীফ আনলেন। আমি চেরাগদানে একটি পর্দা ঝুলিয়েছিলাম। যাতে ছবি অঙ্কিত ছিল। তিনি সেটি খুলে ফেলে বললেন : কিয়ামতের দিন সর্বাধিক আযাব হবে তাদের, যারা আল্লাহর সৃষ্টবস্তুর ছবি অঙ্কন করে।

৫৩৫৬. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يُخْبِرُ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَقَدْ سَتَّرْتُ بِقِرَامٍ فِيهِ تَمَاثِيلُ فَلَمَّا رَأَاهُ تَلَوْنَ وَجْهَهُ ثُمَّ هَتَكَ بِيَدِهِ وَقَالَ إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُشَبِّهُونَ بِخُلُقِ اللَّهِ *

৫৩৫৬. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম ও কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) - - - - উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার নিকট আগমন করলেন। আমি ছবিযুক্ত একটি পর্দা ঝুলিয়ে রেখেছিলাম। তা দেখার পর তাঁর চেহারার রং পরিবর্তিত হলো। তিনি নিজ হাতে সেটি ছিঁড়ে ফেললেন এবং বললেন : কিয়ামতের দিন সর্বাধিক আযাব ঐ ব্যক্তিদের হবে, যারা আল্লাহর সৃষ্টির অনুরূপ ছবি অঙ্কন করে।

ذِكْرُ مَا يُكَلِّفُ أَصْحَابُ الصُّورِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

কিয়ামতের দিন ছবি অঙ্কনকারীদের যা করতে বলা হবে

৫৩৫৭. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ أَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ فَقَالَ إِنِّي أَصَوِّرُ هَذِهِ التَّصَاوِيرَ فَمَا تَقُولُ فِيهَا فَقَالَ أَدْنُهُ أَدْنُهُ سَمِعْتُ مُحَمَّدًا ﷺ يَقُولُ مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فِي الدُّنْيَا كَلَّفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ وَلَيْسَ بِنَافِخِهَا *

৫৩৫৭. আমর ইব্ন আলী (র) - - - - নাযর ইব্ন আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্ন আব্বাস (রা)-এর নিকট উপবিষ্ট ছিলাম। এ সময় ইরাকের এক ব্যক্তি তাঁর নিকট এসে বললো : আমি একরূপ ছবি অঙ্কন করে থাকি, আপনি এ ব্যাপারে কী বলেন? তিনি বললেন : নিকটে এসো, নিকটে এসো। আমি মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি পৃথিবীতে কোন ছবি অঙ্কন করবে, কিয়ামতের দিন তাকে ঐ ছবিতে প্রাণ সঞ্চার করতে বলা হবে কিন্তু সে তাতে প্রাণ সঞ্চার করতে সক্ষম হবে না।

৫৩৫৮. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ صَوَّرَ صُورَةً عَذَّبَ حَتَّى يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ وَلَيْسَ بِنَافِخِ فِيهَا *

৫৩৫৮. কুতায়বা (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন ছবি অঙ্কন করবে, তাকে শাস্তি দেওয়া হবে, যতক্ষণ না সে তাতে প্রাণ সঞ্চার করবে; অথচ সে তাতে প্রাণ দিতে সক্ষম হবে না।

৫৩৫৯. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قُتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ صَوَّرَ صُورَةً كَلَّفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ وَلَيْسَ بِنَافِخِهَا *

৫৩৫৯. আমর ইব্ন আলী (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি ছবি অঙ্কন করবে, তাকে শাস্তি দেওয়া হবে, যে পর্যন্ত না সে তাতে প্রাণ সঞ্চার করবে; অথচ সে তাতে প্রাণ দিতে সক্ষম হবে না।

৫৩৬০. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّورِ الَّذِينَ يَصْنَعُونَهَا يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ *

৫৩৬০. কুতায়বা (র) - - - - ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ছবি তৈরিকারী লোকদেরকে কিয়ামতের দিন শাস্তি দেওয়া হবে। তাদেরকে বলা হবে, তোমরা যা তৈরি করেছ, তাতে জীবন দান কর।

৫৩৬১. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّورِ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ

৫৩৬১. কুতায়বা (র) - - - - নবী ﷺ-এর স্ত্রী আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : এ সকল ছবি অঙ্কনকারীকে কিয়ামতের দিন শাস্তি দেওয়া হবে। তাদেরকে বলা হবে, তোমরা যা তৈরি করেছ, তাতে প্রাণ দান কর।

৫৩৬২. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهَوْنَ اللَّهَ فِي خَلْقِهِ *

৫৩৬২. কুতায়বা (র) - - - - উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা) বলেছেন : কিয়ামতের দিন সর্বাপেক্ষা কঠিন শাস্তি ঐ লোকদের হবে, যারা সৃষ্টিকার্যে আল্লাহর অনুকরণ করে।

نَكَرُ أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا

সর্বাপেক্ষা অধিক শাস্তিপ্ৰাপ্ত ব্যক্তি

৫৩৬৩. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ ح وَأَنْبَاءَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا قَالَ حَدَّثَنَا حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ صَبِيحٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ وَقَالَ أَحْمَدُ الْمُصَوِّرِينَ *

৫৩৬৩. আহমদ ইবন হারব ও মুহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়া ইবন মুহাম্মদ (র) - - - - আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কিয়ামতের দিন ছবি তৈরিকারীরা সর্বাধিক শাস্তিপ্ৰাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

৫৩৬৪. أَخْبَرَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ اسْتَأْذَنَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ ادْخُلْ فَقَالَ كَيْفَ ادْخُلُ وَفِي بَيْتِكَ سِتْرٌ فِيهِ تَصَاوِيرٌ فَأَمَّا أَنْ تَقْطَعَ رُؤُسَهَا أَوْ تَجْعَلَ بِسَاطًا يُوطَأُ فَإِنَّا مَعْشَرَ الْمَلَائِكَةِ لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ تَصَاوِيرٌ *

৫৩৬৪. হানাদ ইবন সারী (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার জিবরাঈল (আ) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করলে তিনি বললেন : আসুন! জিবরাঈল (আ) বললেন : আমি কি করে প্রবেশ করবো, আপনার ঘরে এমন পর্দা লটকানো রয়েছে, যাতে ছবি রয়েছে। হয় আপনি তাদের মাথা কেটে ফেলুন, না হয় তা দিয়ে বিছানা বানান, যাতে পদদলিত হয়। কেননা আমরা ফেরেশতাগণ এমন ঘরে প্রবেশ করি না, যাতে ছবি রয়েছে।

الْحُفْ

গায়ে দেওয়ার চাদর

৫৩৬৫. أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ قَزْعَةَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حَبِيبٍ وَمُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يُصَلِّي فِي لُحْفِنَا قَالَ سُفْيَانُ مَلَأَحِفْنَا *

৫৩৬৫. হাসান ইবন কাযা'আ (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের গায়ে দেওয়ার চাদরে নামায পড়তেন না।

صَفَةُ نَعْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জুতার বর্ণনা

৫৩৬৬. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَبَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ أَنَّ نَعْلَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَانَ لَهَا قِبَالَانِ *

৫৩৬৬. মুহাম্মদ ইবন মা'মার (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জুতায় দুইটি ফিতা ছিল।

৫৩৬৭. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عَيْسَى قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرٍو بْنِ أَوْسٍ قَالَ كَانَ لِنَعْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قِبَالَانِ *

৫৩৬৭. আমর ইবন আলী (র) - - - - আমর ইবন আউস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জুতায় দুইটি ফিতা ছিল।

ذِكْرُ النَّهْيِ عَنِ الْمَشْيِ فِي نَعْلِ وَاحِدَةٍ

এক জুতা পরে চলা নিষেধ

৫৩৬৮. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلٍ أَحَدِكُمْ فَلَا يَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ حَتَّى يُصْلِحَهَا *

৫৩৬৮. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন তোমাদের কারো জুতার একটি ফিতা ছিঁড়ে যায়, তখন সে যেন তা মেরামত না করা পর্যন্ত এক জুতা পায়ে দিয়ে না হাঁটে।

৫৩৬৯. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي

رَزِينٍ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَضْرِبُ بِيَدِهِ عَلَى جَبْهَتِهِ يَقُولُ يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ تَزْعُمُونَ أَنِّي
أَكْذِبُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِ أَحَدِكُمْ
فَلَا يَمْشِ فِي الْأَخْرَى حَتَّى يُصْلِحَهَا *

৫৩৬৯. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র) - - - - আবু রযীন (র) বলেন, আমি আবু হুরায়রা (রা)-কে দেখেছি,
তিনি তাঁর ললাটে হাত মেরে বলছেন, হে ইরাকের অধিবাসীবৃন্দ ! তোমরা কি ধারণা কর যে, আমি রাসূলুল্লাহ
সহস্রাঙ্ক সনদে মিথ্যা কথা বলবো ? আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি রাসূলুল্লাহ সনদে -কে বলতে শুনেছি : তোমাদের
কারো জুতার ফিতা ছিঁড়ে গেলে সে তা মেরামত করা না পর্যন্ত যেন এক জুতা পরে না চলে ।

مَاجَاءُ فِي الْأَنْطَاعِ

চামড়ার বিছানা

৫৩৭. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَمَّرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبِي الْوَزِيرِ أَبُو مُطَرَفٍ قَالَ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ
اضْطَجَعَ عَلَى نَظِيمٍ فَعَرِقَ فَقَامَتْ أُمُّ سَلِيمٍ إِلَى عَرَقِهِ فَتَشَفَّتْهُ فَجَعَلَتْهُ فِي قَارُورَةٍ فَرَأَاهَا
النَّبِيُّ ﷺ قَالَ مَا هَذَا الَّذِي تَصْنَعِينَ يَا أُمُّ سَلِيمٍ قَالَتْ أَجْعَلُ عَرَقَكَ فِي طَيْبٍ فَضَحِكَ
النَّبِيُّ ﷺ *

৫৩৭০. মুহাম্মদ ইবন মু'আয্জার (র) - - - - আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সনদে
একখানা চামড়ায় শুলেন । তিনি ঘুমাস্ত হলে উম্মে সুলায়ম গিয়ে তাঁর ঘাম মুছে একটি শিশিতে রাখলেন ।
রাসূলুল্লাহ সনদে তা দেখতে পেয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন : হে উম্মে সুলায়ম ? তুমি এটা কি করছো ? তিনি
বললেন : আমি আপনার এই ঘাম আমার সুগন্ধির সাথে মিশ্রিত করবো । তা শুনে রাসূলুল্লাহ সনদে হাসলেন ।

إِخْذَاذُ الْخَادِمِ وَالْمَرْكَبِ

খাদিম ও বাহন রাখা

৫৩৭১. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَّامَةَ عَنْ جَرِيرٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ سَهْمٍ رَجُلٍ
مِنْ قَوْمِهِ قَالَ نَزَلْتُ عَلَى أَبِي هَاشِمٍ بْنِ عَثْبَةَ وَهُوَ طَعِيمٌ فَأَتَاهُ مُعَاوِيَةُ يَعُودُهُ فَبَكَى أَبُو
هَاشِمٍ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ مَا يُبْكِيكَ أَوْجَعُ يَشْتَبِزُكَ أَمْ عَلَى الدُّنْيَا فَقَدْ ذَهَبَ صَفْوُهَا قَالَ كُلُّ لَا
وَلَكِنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَهْدَ إِلَيَّ عَهْدًا وَوَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ تَبِيعْتُهُ قَالَ إِنَّهُ لَعَلَّكَ تُدْرِكُ أَمْوَالًا
تُقَسِّمُ بَيْنَ أَقْوَامٍ وَإِنَّمَا يَكْفِيكَ مِنْ ذَلِكَ خَادِمٌ وَمَرْكَبٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَادْرَكْتُ فَجَمَعْتُ *

৫৩৭১. মুহাম্মদ ইবন কুদামা (র) - - - - সামুরাহ ইবন সাহ্ম (রা) থেকে বর্ণিত যে, আমি আবু হাশিম ইবন

উৎবা (রা)-এর নিকট গেলাম, তখন তিনি প্লেগে আক্রান্ত ছিলেন। মু'আবিয়া (রা) তাঁকে দেখতে আসলেন। তখন আবু হাশিম কাঁদতে লাগলেন। মু'আবিয়া (রা) তাঁকে বললেন : তুমি কাঁদছো কেন ? তোমার কি কোন ব্যথার যন্ত্রণা, না তুমি দুনিয়ার জন্য কাঁদছো ? পার্থিব আনন্দের দিন তো তোমার কেটে গেছে। তিনি বললেন : এর কোনটাই নয়। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে একটি উপদেশ দান করেছিলেন, আমি যদি তা পালন করতাম ! তিনি বলেছিলেন, যখন তুমি গনীর মতের মাল লোকদের মাঝে বন্টন হতে দেখবে, তখন তা হতে তোমার জন্য একটি খাদিম এবং আল্লাহর রাস্তায় যাওয়ার একটি বাহনই যথেষ্ট মনে করবে। কিন্তু আমি মাল পেয়ে তা জমা করেছি।

حِلْيَةُ السَّيْفِ

তলোয়ারের অলঙ্কার সম্পর্কে

৫২৭২. أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ قَالَ كَانَتْ قَبِيْعَةُ سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ فِضَّةٍ *

৫৩৭২. ইমরান ইবন ইয়াযীদ (র) - - - আবু উমামা ইবন সাহল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর তলোয়ারের হাতলের প্রান্তদেশ ছিল রূপার।

৫২৭৩. أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ وَجَرِيرٌ قَالَا حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ نَعْلُ سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ فِضَّةٍ وَقَبِيْعَةُ سَيْفِهِ فِضَّةٌ وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ حَلَقٌ فِضَّةٌ *

৫৩৭৩. আবু দাউদ (র) - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর তলোয়ারের খাপের নিম্নাংশ ছিল রূপার, আর তাঁর তলোয়ারের হাতলের প্রান্তদেশ ছিল রূপার এবং তার মাঝখানে ছিল রূপার কড়া।

৫২৭৪. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ قَالَ كَانَتْ قَبِيْعَةُ سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ فِضَّةٍ *

৫৩৭৪. কুতায়বা (র) - - - সাঈদ ইবন আবুল হাসান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর তলোয়ারের হাতলের প্রান্তদেশ ছিল রূপার।

الْنَهْيُ عَنِ الْجُلُوسِ عَلَى الْمَيَاثِرِ مِنَ الْأَرْجَوَانِ

লাল জীনপোশের উপর বসা নিষেধ

৫২৭৫. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي رَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ عَاصِمَ بْنَ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قُلِ اللَّهُمَّ سَدِّدْنِي وَاهْدِنِي وَنَهَانِي عَنِ الْجُلُوسِ عَلَى الْمَيَاثِرِ وَالْمَيَاثِرُ قَسَى كَانَتْ تَصْنَعُهُ النِّسَاءُ لِبُعُولَتِهِنَّ عَلَى الرَّحْلِ كَالْقَطَائِفِ مِنَ الْأَرْجَوَانِ *

৫৩৭৫. মুহাম্মদ ইব্ন 'আলা (র) - - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বলেছেন : বল, হে আল্লাহ্ ! আমাকে সঠিক পথে চালাও এবং আমাকে সরল পথ প্রদর্শন কর। আর তিনি আমাকে মায়াসিরের উপর বসতে নিষেধ করেছেন। মায়াসির এক প্রকার রেশমী চাদর, যা নারীরা তাদের স্বামীদের জন্য তৈরি করতো, যেন তারা তা হাওদার উপর রেখে বসতে পারে, ডোরাদার লাল চাদরের ন্যায়।

الْجُلُوسُ عَلَى الْكَرَاسِي

চেয়ারে বসা

৫৩৭৬. ইয়াকুব ইব্ন ইব্রাহীম (র) - - - - হুমায়দ ইব্ন হিলাল (রা) থেকে বর্ণিত যে, আবু রিফাআ (রা) বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হলাম। তখন তিনি খুতবা দিচ্ছিলেন। আমি বললাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! একজন মুসাফির এসেছে এবং সে তার দীন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করছে। সে জানে না তার দীন কি ? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ খুতবা বন্ধ করে আমার দিকে এগিয়ে আসলেন। একখানা চেয়ার আনা হলো, আমার যতটুকু মনে পড়ে, তার পায়াসমূহ ছিল লোহার। রাসূলুল্লাহ ﷺ তার উপর উপবেশন করলেন। তারপর তিনি আমাকে শিক্ষা দিতে লাগলেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে যা শিক্ষা দেন তা হতে। এরপর তিনি খুতবায় ফিরে গেলেন এবং তা শেষ করলেন।

اتِّخَاذُ الْقَبَابِ الْحُمْرِ

লাল তাঁবু ব্যবহার করা

৫৩৭৭. আবদুর রহমান ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন সাল্লাম (র) - - - - আবু জুহায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা বাত্‌হা নামক স্থানে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ছিলাম, তখন তিনি একটি লালবর্ণের তাঁবুতে ছিলেন এবং তাঁর নিকট অল্পসংখ্যক লোকই ছিল। এ সময় বিলাল (রা) এসে আযান দিলেন। তিনি ডানে ও বামে তাঁর মুখ ফেরাচ্ছিলেন।

كِتَابُ آدَابِ الْقَضَاةِ

অধ্যায় : বিচারকের নীতিমালা

فَضْلُ الْحَاكِمِ الْعَادِلِ فِي حُكْمِهِ

ন্যায়পরায়ণ বিচারকের ফযীলত

৫৩৭৮. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ عَمْرِو ح وَأَنْبَاءَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَدَمَ ابْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ سَفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى مَنَابِرٍ مِنْ نُورٍ عَلَى يَمِينِ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلَوْ قَالَ مُحَمَّدٌ فِي حَدِيثِهِ وَكَلَّمَا يَدِيهِ يَمِينٌ *

৫৩৭৮. কুতায়বা ইবন সাঈদ ও মুহাম্মদ ইবন আদম ইবন সুলায়মান (র) - - - - আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবন আস (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : সুবিচারক লোক আল্লাহ তা'আলার নিকট তাঁর ডান হাতের দিকে নূরের মিশরের উপর উপবিষ্ট থাকবে। যারা তাদের বিচারকার্যে, পরিবারে ও দায়িত্বভুক্ত বিষয়ে ইনসারফ রক্ষা করে। রাবী মুহাম্মদ (র) তাঁর হাদীসে বলেন : আল্লাহর উভয় হাতই ডান হাত।

الْإِمَامُ الْعَادِلُ

ন্যায়পরায়ণ শাসক

৫৩৭৯. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ إِمَامٌ عَادِلٌ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ فِي خَلَاءٍ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ وَرَجُلٌ كَانَ قَلْبُهُ مُعَلَّقًا فِي الْمَسْجِدِ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَرَجُلٌ دَعَمَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ إِلَى نَفْسِهَا فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخَافَهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالَهُ مَا صَنَعَتْ يَمِينُهُ *

৫৩৭৯. সুওয়ায়দ ইবন নসর (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন সাত ব্যক্তিকে তাঁর ছায়ায় স্থান দান করবেন, যে দিন আল্লাহর ছায়া ব্যতীত আর কোন ছায়া থাকবে না। সুবিচারক শাসক; ঐ যুবক যে আল্লাহ তা'আলার ইবাদতে বর্ধিত হয়েছে; ঐ ব্যক্তি যে নিভূতে আল্লাহকে স্মরণ করে অশ্রু বিসর্জন করে; ঐ ব্যক্তি, যার অন্তর মসজিদের সাথে লেগে থাকে; ঐ দুই ব্যক্তি, যারা আল্লাহর জন্য একে অন্যকে ভালবাসে; ঐ ব্যক্তি, যাকে কোন সম্ভ্রান্ত রূপসী নারী নিজের দিকে ডাকে আর সে বলে, আমি আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করি; আর ঐ ব্যক্তি, যে সাদকা করে এমন গোপনে যে, তার বাম হাত জানে না, তার ডান হাত কী করেছে।

الْإِصَابَةُ فِي الْحُكْمِ

সঠিক ফয়সালা দান

৫২৮০. أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ سَفْيَانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا حَكَّمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهِدْ فَاصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا أُجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ*.

৫৩৮০. ইসহাক ইবন মানসুর (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন কোন শাসক তার আদেশ জারি করে আর তাতে সে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছার চেষ্টা করে এবং সঠিক সিদ্ধান্ত দিতে সক্ষম হয়, তার জন্য দুইটি পুণ্য রয়েছে। আর যদি সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার চেষ্টা করার পরও তার ভুল হয়ে যায়, তবুও তার জন্য একটি পুণ্য রয়েছে।

تَرْكُ اسْتِفْعَالٍ مَنْ يَحْرِمُ عَلَى الْقَضَاءِ

বিচারক পদপ্রার্থীকে বিচারক নিযুক্ত না করা

৫২৮১. أَخْبَرَنَا عَمْرٍو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي عُمَيْسٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ أَتَانِي نَاسٌ مِنَ الْأَشْعَرِيِّينَ فَقَالُوا اذْهَبْ مَعَنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَإِنَّ لَنَا حَاجَةً فَذَهَبْتُ مَعَهُمْ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ اسْتَعِنْ بِنَا فِي عَمَلِكَ قَالَ أَبُو مُوسَى فَأَعْتَذَرْتُ مِمَّا قَالُوا وَأَخْبَرْتُ أَنِّي لَا أَدْرِي مَا حَاجَتُهُمْ فَصَدَّقَنِي وَعَذَرَنِي فَقَالَ إِنَّا لَأَنْتَ عَيْنٌ فِي عَمَلِنَا بِمَنْ سَأَلْنَا*.

৫৩৮১. আমর ইবন মানসুর (র) - - - - আবু মুসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার নিকট আশ'আর গোত্রের কিছু লোক এসে বললো, আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট নিয়ে চল, আমাদের প্রয়োজন রয়েছে। আমি তাদের সাথে গেলাম। তারা বললো : ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! আপনার কোন কাজে আমাদের সাহায্য গ্রহণ করুন। আবু মুসা (রা) বলেন, তাদের এই আদার শুনে আমি বললাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! আমি জানি না তারা আপনার নিকট এই উদ্দেশ্যে আগমন করেছে। তা হলে আমি তাদের সাথে আসতাম না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ

বললেন : আপনি সত্যই বলেছেন, আর তিনি আমার ওয়র গ্রহণ করলেন এবং তাদেরকে বললেন : যে ব্যক্তি কোন পদের প্রার্থী হয়, আমরা তাকে কাজে নিযুক্ত করি না।

৫৩৮২. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يُحَدِّثُ عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَلَا تَسْتَعْمِلُنِي كَمَا اسْتَعْمَلْتَ فَلَانًا قَالَ إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أَثَرَهُ فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ *

৫৩৮২. মুহাম্মদ ইবন আবদুল আ'লা (র) - - - - - উসায়দ ইবন হুযায়র (রা) থেকে বর্ণিত, এক আনসার ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ পালাতাই
আলাইহি
ওয়াসালম -এর নিকট এসে বললো : আপনি আমাকে কোন কাজে নিযুক্ত করেন না, অথচ আপনি অমুক ব্যক্তিকে কাজে নিযুক্ত করেছেন। তখন রাসূলুল্লাহ পালাতাই
আলাইহি
ওয়াসালম বললেন : আমার পরে তোমরা দেখতে পাবে যে, তোমাদের উপর অন্যদেরকে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে, তখন তোমরা ধৈর্যধারণ করবে, যতক্ষণ না তোমরা আমার সাথে হাওযে কাওসারে মিলিত হবে।

النَّهْيُ عَنْ مَسْأَلَةِ الْإِمَارَةِ

নেতৃত্ব প্রার্থনা না করা

৫৩৮৩. أَخْبَرَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ ح وَأَنْبَاءًا عَمَرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُوْنٍ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيَتْهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وَكِلْتَا إِلَيْهَا وَإِنْ أُعْطِيَتْهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا *

৫৩৮৩. মুজাহিদ ইবন মুসা ও আমর ইবন আলী (র) - - - - - আবদুর রহমান ইবন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমরা নেতৃত্ব প্রার্থনা করবে না। কেননা যদি তুমি তা চেয়ে নাও, তবে তোমাকে তার উপর ছেড়ে দেওয়া হবে।^১ আর যদি তা তোমাকে চাওয়া ছাড়াই দেওয়া হয়, তবে আল্লাহর পক্ষ হতে তোমাকে সাহায্য করা হবে।

৫৩৮৪. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَدَمَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ ابْنِ أَبِي ذَنْبٍ عَنِ الْمُقْبِرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّكُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَى الْإِمَارَةِ وَإِنَّهَا سَتَكُونُ نَدَامَةً وَحَسْرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَنِعْمَتِ الْمَرْضِعَةُ وَبِئْسَتِ الْفَاطِمَةُ *

৫৩৮৪. মুহাম্মদ ইবন আদম ইবন সুলায়মান (র) - - - - - আবু হুরায়রা (রা) নবী পালাতাই
আলাইহি
ওয়াসালম হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : তোমরা শাসক হওয়ার জন্য আকাঙ্ক্ষা করে থাক। অথচ কিয়ামতের দিন তা লজ্জা এবং আফসোসের কারণ হবে। এটা উত্তম স্তন্যদায়িনী কিন্তু সেই সংগে নির্মম দুধ বন্ধকারিণী।

১. অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষ হতে তুমি সাহায্যপ্রাপ্ত হবে না।

اسْتِعْمَالُ الشُّعْرَاءِ

কবিদের শাসনকার্যে নিযুক্ত করা

৫৩৮৫. أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَدِمَ رَكْبٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَبُو بَكْرٍ أَمْرُ الْقَعْقَاعِ بْنِ مَعْبُدٍ وَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَلْ أَمْرُ الْأَقْرَعِ بْنِ حَابِسٍ فَتَمَارِيَا حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا فَنَزَلْتُ فِي ذَلِكَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْدُمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ حَتَّى انْقَضَتِ الْآيَةُ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ *

৫৩৮৫. হাসান ইব্ন মুহাম্মদ (র) - - - - আবদুল্লাহ ইব্ন যুবার (রা) থেকে বর্ণিত, তামিম গোত্রের একদল আরোহী নবী পালাইয়াহ আল-হাফিয -এর নিকট আসলে আবু বকর (রা) বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! কা'কা' ইব্ন মা'বাদকে শাসক নিযুক্ত করুন; উমর (রা) বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আকরা ইব্ন হাবিসকে^১ নিযুক্ত করুন। পরে তাঁরা বাদানুবাদে লিপ্ত হলে তাঁদের শব্দ উঁচু হয়ে গেল। তখন এই আয়াত নাযিল হলো : হে ঈমানদারগণ ! আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের সামনে তোমরা কোন বিষয়ে অগ্রণী হয়ো না। যদি তারা আপনার বের হওয়া পর্যন্ত সবর করতো, তবে তাদের জন্য উত্তম হতো। (হুজুরাত : ১-৫)।

إِذَا حَكَمُوا رَجُلًا فَقَضَى بَيْنَهُمْ

কোন ব্যক্তিকে বিচারক নিযুক্ত করলে এবং সে ফয়সালা করলে

৫৩৮৬. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَهُوَ ابْنُ الْمِقْدَامِ بْنِ شَرِيحٍ عَنْ شَرِيحٍ عَنْ هَانِيٍّ عَنْ أَبِيهِ هَانِيٍّ أَنَّهُ لَمَّا وَقَدَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سَمِعَهُ وَهُمْ يَكْنُونُ هَانِيًّا أَبَا الْحَكَمِ فَدَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَهُ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَكَمُ وَإِلَيْهِ الْحَكْمُ فَلِمَ تُكْنِي أَبَا الْحَكَمِ فَقَالَ إِنْ قَوْمِي إِذَا اخْتَلَفُوا فِي شَيْءٍ أَتَوْنِي فَحَكَمْتُ بَيْنَهُمْ فَرَضِي كِلَا الْفَرِيقَيْنِ قَالَ مَا أَحْسَنَ مِنْ هَذَا فَمَا لَكَ مِنَ الْوَلَدِ قَالَ لِي شَرِيحٌ وَعَبْدُ اللَّهِ وَمُسْلِمٌ قَالَ فَمَنْ أَخْبَرَهُمْ قَالَ شَرِيحٌ قَالَ فَأَنْتَ أَبُو شَرِيحٍ فَدَعَا لَهُ وَلَوْلَدِهِ *

৫৩৮৬. কুতায়বা (র) - - - - শুরায়হ ইব্ন হানী (র) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, একদা তিনি রাসূলুল্লাহ পালাইয়াহ আল-হাফিয -এর নিকট উপস্থিত হলেন। তখন তিনি শুনতে পেলেন, লোকে হানীকে আবুল হাকাম বলে ডাকছে। রাসূলুল্লাহ পালাইয়াহ আল-হাফিয তাকে ডেকে বললেন : আল্লাহ্ তা'আলা হাকাম অর্থাৎ বিচারক, ফয়সালা দান তাঁরই এখতিয়ারে। কিন্তু লোক তোমাকে আবুল হাকাম বলে কেন? তিনি বললেন : আমার গোত্রের লোক যখন কোন ব্যাপারে কলহ করে, তখন তারা আমার নিকট বিচারপ্রার্থী হয়; আর আমি যে রায় দেই, তারা তা মেনে নেয়।

১. আকরা ইব্ন হাবিস একজন কবি ছিলেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : এরচেয়ে ভাল কাজ আর হতে পারে ? আচ্ছা তোমার কয়টি সন্তান ? তিনি বললেন : আমার ছেলে-শুয়ায়হ্, আবদুল্লাহ্ এবং মুসলিম । তিনি বললেন : এদের মধ্যে বড় কে ? হানী বললেন : শুয়ায়হ্ ! তিনি বললেন : তবে তুমি আবু শুয়ায়হ্ ! পরে তিনি তাঁর জন্য এবং তাঁর ছেলেদের জন্য দু'আ করলেন ।

النَّهْيُ عَنْ اسْتِعْمَالِ النِّسَاءِ فِي الْحُكْمِ

নারীদেরকে শাসক নিযুক্ত করা নিষেধ

৫২৪৭. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَرْثِ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ عَصَمَنِي اللَّهُ بِشَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَمَّا هَلَكَ كِسْرَى قَالَ مَنْ اسْتَخْلَفُوا قَالُوا بَنُوهُ قَالَ لَنْ يَفْلَحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ *

৫৩৮৭. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র) - - - আবু বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা আমাকে এমন এক কথার দ্বারা রক্ষা করেছেন, যা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে শ্রবণ করেছি । ইরানের বাদশাহ কিসরার মৃত্যু হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন : এখন তারা কাকে শাসক নিযুক্ত করেছে ? তারা বললো : তার কন্যাকে । তিনি বললেন : যে জাতি নিজেদের শাসক একজন নারীকে সাব্যস্ত করে নেয়, তারা কখনো সফল হয় না ।

الْحُكْمُ بِالتَّشْنِيبِ وَالتَّمْنِيبِ وَذِكْرُ الْاِخْتِلَافِ عَلَى الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ

তুলনা ও সাদৃশ্যস্থাপন দ্বারা সমাধান ; ইব্ন আব্বাসের হাদীসে ওয়ালাদ ইব্ন মুসলিম হতে বর্ণনাকারীদের বর্ণনা-পার্থক্য

৫২৪৮. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَاشِمٍ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ غَدَاةَ النَّحْرِ فَاتَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ خَتَمٍ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْحَجِّ عَلَى عِبَادِهِ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَرْكَبَ إِلَّا مُعْتَرِضًا أَفَاحُجُّ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ حُجِّي عَنْهُ فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَضَيْتِيهِ *

৫৩৮৮. মুহাম্মদ ইব্ন হাশিম (র) - - - ওয়ালাদ থেকে, তিনি আওয়াঈ থেকে, তিনি যুহরী থেকে তিনি সুলায়মান ইব্ন ইয়াসার থেকে, তিনি ইব্ন আব্বাস (র) থেকে এবং তিনি ফযল ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে । তিনি কুরবানীর দিন ভোরে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পেছনে তাঁর সহযাত্রী ছিলেন । এ সময় খাসআম গোত্রের এক নারী রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললো : ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! আল্লাহর নির্ধারিত ফরয হজ্জ আমার পিতার উপর, তাঁর বার্বক্যে আরোপিত হয়েছে । অথচ তিনি শায়িত অবস্থা ব্যতীত সওয়ারও হতে পারেন না ; এমতাবস্থায় আমি কি তাঁর পক্ষ হতে হজ্জ আদায় করবো ? তিনি বললেন : হ্যাঁ, তাঁর পক্ষ হতে তুমি হজ্জ কর । কেননা তার কোন দেনা থাকলে তা তো তুমিই আদায় করত ।

৫৩৮৯. أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عَثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ ح
وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ
يَسَارٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أُمْرَأَةً مِنْ خَتَمِ اسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَالْفَضْلُ رَدِيفُ
رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْحَجِّ عَلَى عِبَادِهِ أَدْرَكْتُ
أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ فَهَلْ يُجْزَى قَالَ مُحَمَّدٌ فَهَلْ يَقْضَى
أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ فَقَالَ لَهَا نَعَمْ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ
الزُّهْرِيِّ فَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ مَا ذَكَرَ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ *

৫৩৮৯. আমার ইবন উসমান (র) - - - - ওয়ালীদ হতে, তিনি আওয়া'ঈ হতে, তিনি ইবন শিহাব হতে, অন্য
সনদে মাহমুদ ইবন খালিদ উমর হতে, তিনি আওয়া'ঈ হতে, তিনি যুহরী হতে, তিনি সুলায়মান ইবন ইয়াসার
হতে এবং তিনি ইবন আব্বাস (রা) থেকে। খাস'আম গোত্রের এক নারী রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে
জিজ্ঞাসা করলো, আর তখন ফযল তাঁর পিছনে সহযাত্রী ছিল। সে বললো : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আল্লাহর নির্ধারিত
ফরয হজ্জ আমার পিতার উপর আরোপিত হয়েছে, অথচ তিনি এত বৃদ্ধ যে, শায়িত অবস্থা ব্যতীত সওয়ার হতে
পারেন না। আমি তাঁর পক্ষ হতে হজ্জ করলে, তা আদায় হবে কি ? তিনি বললেন : হ্যাঁ।

৫৩৯০. قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ
ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَدِيفَ
رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَجَاءَتْهُ أُمْرَأَةٌ مِنْ خَتَمِ اسْتَفْتَيْتِهِ فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ
وَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشَّقِّ الْأَخْرَفِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَرِيضَةَ
اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكْتُ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى
الرَّاحِلَةِ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ وَذَلِكَ فِي حُجَّةِ الْوَدَاعِ *

৫৩৯০. হারিস ইবন মিসকীন (র) - - - - আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফযল ইবন
আব্বাস (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিছনে আরোহী ছিলেন, এমন সময় খাসআম গোত্রের এক নারী মাসআলা
জিজ্ঞাসার উদ্দেশ্যে তাঁর নিকট উপস্থিত হলো। তখন ফযল (রা) ঐ নারীর প্রতি দৃষ্টি দিলেন, আর ঐ নারীও তাঁর
দিকে তাকাচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ ফযলের চেহারা অন্যদিকে ফিরিয়ে দিচ্ছিলেন। তখন ঐ নারী বললো : ইয়া
রাসূলুল্লাহ ! আল্লাহ পাকের নির্ধারিত ফরয হজ্জ আমার পিতার উপর ঐ সময় ফরয হলো যখন আমার পিতা
বৃদ্ধ, এমনকি তিনি উঠে বসতেও পারেন না। আমি কি তাঁর পক্ষ হতে হজ্জ আদায় করবো ? তিনি বললেন :
হ্যাঁ। আর এটি বিদায় হজ্জের ঘটনা।

৫৩৯১. أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ صَالِحِ بْنِ

كَيْسَانَ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمٍ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْحَجِّ عَلَى عِبَادِهِ أَدْرَكْتُ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَوِي عَلَى الرَّاحِلَةِ فَهَلْ يَقْضِي عَنْهُ أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَعَمْ فَآخِذَ الْفَضْلُ يَلْتَفِتُ إِلَيْهَا وَكَانَتْ امْرَأَةً حَسَنَاءَ وَآخِذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْفَضْلُ فَحَوْلَ وَجْهَهُ مِنَ الشَّقِّ الْآخَرِ *

৫৩৯১. আবু দাউদ (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, খাস'আম গোত্রের এক মহিলা বললো : ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! আমার পিতা অতি বৃদ্ধ, তিনি উটের ওপর ঠিক হয়ে বসতেও পারেন না, এমতাবস্থায় তাঁর ওপর আল্লাহর ফরয হজ্জ আরোপিত হয়েছে, আমি কি তাঁর পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় করতে পারি ? রাসূলুল্লাহ্ তাকে বললেন : হ্যাঁ। ফযল ঐ মহিলার দিকে তাকাতে লাগালেন আর সে ছিল এক সুন্দরী মহিলা। তখন রাসূলুল্লাহ্ ফযলকে ধরে তার চেহারা অন্যদিকে ফিরিয়ে দিলেন।

ذَكَرُ الْإِخْتِلَافِ عَلَى يَحْيَى بْنِ أَبِي اسْحَقَ فِيهِ

ইয়াহুইয়ার হাদীসে মতপার্থক্য

৫৩৯২. أَخْبَرَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي اسْحَقَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ أَنْ أَبِي أَدْرَكَهُ الْحَجُّ وَهُوَ شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَثْبُتُ عَلَى رَاحِلَتِهِ فَإِنْ شَدَدْتُهُ خَشِيتُ أَنْ يَمُوتَ أَفَا حُجَّ عَنْهُ قَالَ أَفَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَضَيْتَهُ أَكَانَ مُجْزِئًا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَحُجَّ عَنْ أَبِيكَ *

৫৩৯২. মুজাহিদ ইবন মুসা (র) - - - - হুশায়ম ইয়াহুইয়া ইবন আবু ইসহাক হতে, তিনি সুলায়মান ইবন ইয়াসার হতে এবং তিনি আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ -কে জিজ্ঞাসা করলো : আমার পিতার উপর হজ্জ ফরয হয়েছে কিন্তু তিনি বার্ধক্যে উপনীত, এমনকি উটে বসতেও পারেন না, যদি আমি তাকে বেঁধে দেই তবে ভয় হয়, হয়তো তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হবেন। আমি কি তাঁর পক্ষ হতে হজ্জ করবো ? তিনি বললেন : দেখ, যদি তার উপর ঋণ থাকতো আর তুমি তা আদায় করে দিতে, তবে তা আদায় হতো কিনা ? সে বললো : হ্যাঁ। তিনি বললেন : তবে তুমি তার পক্ষ হতে হজ্জ আদায় কর (কেননা এটাও আল্লাহর ঋণ)।

৫৩৯৩. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي اسْحَقَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ أَنَّهُ كَانَ رَدِيفَ النَّبِيِّ ﷺ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي عَجُوزٌ كَبِيرَةٌ أَنْ حَمَلْتُهَا لَمْ تَسْتَمْسِكْ وَإِنْ رَبَطْتُهَا خَشِيتُ أَنْ أَقْتُلَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَحُجَّ عَنْ أُمِّكَ *

৫৩৯৩. আহমদ ইবন সুলায়মান (র) - - - - মুহাম্মাদ ইয়াহুইয়া ইবন আবু ইসহাক হতে, তিনি সুলায়মান ইবন ইয়াসার হতে এবং তিনি ফযল ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পিছনে সওয়ার ছিলেন, এমন সময় এক ব্যক্তি এসে বললো : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমার মাতা নিতান্ত বৃদ্ধা। তাকে উটে বসালেও তিনি বসতে পারবেন না আর যদি তাঁকে বেঁধে দেই, তবে ভয় হয় আমি না তাকে মেরে ফেলি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : দেখ, যদি তোমার মাতার উপর ঋণ থাকতো, তবে কি তুমি তা আদায় করতে ? সে বললো : হ্যাঁ। তিনি বললেন : অতএব তার পক্ষ হতে তুমি হজ্জ কর।

৫৩৯৪. أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي اسْحَقَ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ يُحَدِّثُهُ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ وَإِنْ حَمَلْتُهُ لَمْ يَسْتَمْسِكْ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ قَالَ حُجَّ عَنْ أَبِيكَ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ سُلَيْمَانُ لَمْ يَسْمَعْ مِنَ الْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ *

৫৩৯৪. আবু দাউদ (র) - - - - শু'বা ইয়াহুইয়া ইবন আবু ইসহাক হতে, তিনি সুলায়মান ইবন ইয়াসার হতে এবং তিনি ফযল ইবন আব্বাস (রা) থেকে। এক ব্যক্তি নবী ﷺ -এর নিকট বললো : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমার পিতা অত্যধিক বৃদ্ধ, তিনি হজ্জ করতে অক্ষম। আমি যদি তাকে বাহনের উপর বসিয়ে দেই, তবে তিনি ঠিকভাবে বসতে পারবেন না। আমি কি তার পক্ষে হজ্জ আদায় করতে পারি? তিনি বলেন : তুমি তোমার পিতার পক্ষে হজ্জ করতে পার।

৫৩৯৫. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ اسْحَقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي الشَّعَثَاءِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَضَيْتَهُ أَكَانَ يُجْزَى عَنْهُ *

৫৩৯৫. মুহাম্মদ ইবন মা'মার (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট এসে বললো : আমার পিতা অধিক বৃদ্ধ ব্যক্তি, অতএব আমি কি তার পক্ষ হতে হজ্জ আদায় করতে পারি ? তিনি বললেন : হ্যাঁ, বল তো, যদি তার উপর ঋণ থাকতো এবং তুমি তা পরিশোধ করে দিতে, তবে তা কি তার পক্ষ হতে আদায় হতো না ?

الْحُكْمُ بِاتِّفَاقِ أَهْلِ الْعِلْمِ

আলিমদের ঐকমত্যে ফয়সালা করা

৫৩৯৬. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ هُوَ ابْنُ عَمِيرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ أَكْثَرُوا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ إِنَّهُ قَدْ أَتَى عَلَيْنَا زَمَانٌ وَلَسْنَا نَقْضِي وَلَسْنَا هُنَالِكَ ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدَّرَ عَلَيْنَا أَنْ بَلَّغْنَا مَا تَرَوْنَ

فَمَنْ عَرَضَ لَهُ مِنْكُمْ قَضَاءٌ بَعْدَ الْيَوْمِ فَلْيَقْضِ بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ جَاءَ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ نَبِيُّهُ ﷺ فَإِنْ جَاءَ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَا قَضَى بِهِ نَبِيُّهُ ﷺ فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ فَإِنْ جَاءَ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَا قَضَى بِهِ نَبِيُّهُ ﷺ فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ فَإِنْ جَاءَ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ فَلْيَجْتَهِدْ رَأْيَهُ وَلَا يَقُولُ إِنِّي أَخَافُ وَإِنِّي أَخَافُ فَإِنَّ الْحَلَالَ بَيْنَ وَالْحَرَامِ بَيْنَ وَبَيْنَ ذَلِكَ أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ فَدَعْ مَا يَرِيْبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيْبُكَ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا الْحَدِيثُ جَيِّدٌ جَيِّدٌ *

৫৩৯৬. মুহাম্মদ ইবন আ'লা (র) - - - - আবদুর রহমান ইবন ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আবদুল্লাহ (ইবন মাসউদ) (রা)-এর নিকট অনেক লোক আসলো। তখন আবদুল্লাহ (রা) বললেন : আমাদের উপর এমন এক সময় অতিবাহিত হয়েছে, যখন আমরা কোন বিচার করতাম না, আর ভাগ্যে আল্লাহ তা'আলা আমাদের রেখেছেন যে, আমরা এই পর্যায়ে পৌছাব যেমন তোমরা প্রত্যক্ষ করছো। এখন হতে তোমাদের কারো যদি কখনও কোন মীমাংসা করার প্রয়োজন হয়, তখন সে আল্লাহ পাকের কিতাবানুসারে মীমাংসা করবে। যদি এমন কোন ব্যাপারে মীমাংসা করতে হয়, যা আল্লাহর কিতাবে নেই, তখন সে তার নবী এ ব্যাপারে যে মীমাংসা করেছেন, তা দ্বারা মীমাংসা করবে। আর যদি তার নিকট এমন কোন ব্যাপারে উপস্থিত হয়, যা আল্লাহর কিতাবেও নেই এবং এ ব্যাপারে নবী ﷺ-এর ফয়সালাও নেই, তখন সে যেন নেককারদের মীমাংসানুযায়ী মীমাংসা করে। যদি তার নিকট এমন কোন ব্যাপারে উপস্থিত হয়, যা আল্লাহর কিতাবেও নেই, তার নবী যা মীমাংসা দিয়েছেন তাতেও নেই এবং নেককারদের মীমাংসায়ও এর দৃষ্টান্ত নেই, তখন সে ব্যাপারে স্বীয় জ্ঞানের দ্বারা মীমাংসা করবে এবং সে যেন এ কথা না বলে যে, নিশ্চয়ই আমি ভয় করি, আমি ভয় করি। কেননা হালাল স্পষ্ট এবং হারামও স্পষ্ট। আর এ দুয়ের মধ্যে কোন কোন বিষয় আছে, যা সন্দেহযুক্ত। অতএব এমন কাজ পরিত্যাগ কর, যা সন্দেহযুক্ত এবং ঐ কাজ কর, যাতে সন্দেহ নেই।

৫৩৯৭. أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنُ مَيْمُونٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَرِيَّابِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ حُرَيْثِ بْنِ ظَهَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ أَتَى عَلَيْنَا حِينَ وَلَسْنَا نَقْضِي وَلَسْنَا هُنَالِكَ وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدَّرَ أَنْ بَلَّغْنَا مَا تَرَوْنَ فَمَنْ عَرَضَ لَهُ قَضَاءٌ بَعْدَ الْيَوْمِ فَلْيَقْضِ فِيهِ بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ جَاءَ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ نَبِيُّهُ ﷺ فَإِنْ جَاءَ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَمْ يَقْضِ بِهِ نَبِيُّهُ ﷺ فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ وَلَا يَقُولُ أَحَدُكُمْ إِنِّي أَخَافُ وَإِنِّي أَخَافُ فَإِنَّ الْحَلَالَ بَيْنَ وَالْحَرَامِ بَيْنَ وَبَيْنَ ذَلِكَ أُمُورٌ مُشْتَبِهَةٌ فَدَعْ مَا يَرِيْبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيْبُكَ *

৫৩৯৭. মুহাম্মদ ইবন আলী ইবন মায়মুন (র) - - - - আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

আমাদের উপর এমন এক সময় অতিবাহিত হয়েছে, যখন আমরা কোন ফয়সালা বা মীমাংসা করতাম না; আর আমরা তার উপযুক্তও ছিলাম না, আল্লাহ তা'আলা আমাদের ভাগ্যে রেখেছেন এবং আমরা এই পর্যায়ে পৌঁছলাম, যা তোমরা দেখছো। অতএব এরপর যদি কারও কোন ফয়সালা বা মীমাংসা করতে হয়, তবে সে যেন আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী তার মীমাংসা করে; যদি তার নিকট এমন ব্যাপার উপস্থিত হয়, যা আল্লাহর কিতাবে নেই; তবে সে যেন এর মীমাংসা ঐরূপ করে, যেমন তার নবী মীমাংসা করেছেন। আর যদি তার নিকট এমন বিষয় উপস্থিত হয়, যা আল্লাহর কিতাবেও নেই এবং তাঁর নবী ﷺ এর মীমাংসা করেন নি; তবে সেভাবে সে মীমাংসা করবে যেভাবে নেককারগণ মীমাংসা করেছেন। আর তোমাদের কেউ যেন একথা না বলে যে, আমি ভয় করি, আমি ভয় করি। কেননা হালাল স্পষ্ট, আর হারামও স্পষ্ট, আর এদুয়ের মধ্যে রয়েছে সন্দেহজনক বিষয়সমূহ। অতএব তুমি সন্দেহজনক বিষয় পরিত্যাগ কর, আর যাতে সন্দেহ নেই, তা কর।

৫৩৭৮. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ عَنْ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ يَسْأَلُهُ فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ أَقْضِيَ بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَا فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَاقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَا فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَمْ يَقْضِ بِهِ الصَّالِحُونَ فَإِنْ شِئْتَ فَتَقَدَّمْ وَإِنْ شِئْتَ فَتَأَخَّرْ وَلَا أَرَى التَّأَخُّرَ إِلَّا خَيْرًا لَكَ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ *

৫৩৯৮. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) - - - - - শুরায়হ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি উমর (রা)-এর নিকট প্রশ্ন লিখলেন। জবাবে তিনি তাঁকে লিখেন, তুমি মীমাংসা কর, যা আল্লাহর কিতাবে রয়েছে, তা দ্বারা; যদি আল্লাহর কিতাবে তা না থাকে, তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সুনতে দ্বারা; আর যদি ঐ বিষয়টি আল্লাহর কিতাব এবং নবী ﷺ -এর সুনতে পাওয়া না যায়, তবে নেককারগণ যে মীমাংসা করেছেন, তা দ্বারা মীমাংসা কর। আর যদি তা আল্লাহর কিতাবে এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সুনতে না থাকে এবং নেককার লোকেরাও এমন কোন মীমাংসা না দিয়ে থাকেন, তবে তোমার ইচ্ছা হলে সামনে অগ্রসর হবে, আর ইচ্ছা হলে স্থগিত রাখবে। আমার মতে, তোমার স্থগিত রাখাই উত্তম। তোমাদের প্রতি সালাম।

تَأْوِيلُ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

এর তাফসীর - وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ :

৫৩৭৭. أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ أَنْبَأَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ سُفْيَانَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَتْ مَلُوكٌ بَعْدَ عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بَدَّلُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَكَانَ فِيهِمْ مُؤْمِنُونَ يَقْرَأُونَ التَّوْرَةَ قِيلَ

১. যে ব্যক্তি আল্লাহ যা নাযিল করেছেন সে অনুযায়ী ফয়সালা দেয় না, সে কাফির (মায়িদা : ৪৪)।

সুনানু নাসাঈ শরীফ (৪র্থ খণ্ড) - ৭৫

لِمُلُوكِهِمْ مَا نَجِدُ شَتْمًا أَشَدَّ مِنْ شَتْمٍ يَشْتِمُونَ هَؤُلَاءِ أَنَّهُمْ يَقْرُونَ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أُنْزَلَ
 اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَهَؤُلَاءِ الْآيَاتِ مَعَ مَا يَعْبِيُونَا بِهِ فِي أَعْمَالِنَا فِي قِرَائَتِهِمْ فَادْعُهُمْ
 فَلْيَقْرُوا كَمَا نَقْرَأُ وَلْيُؤْمِنُوا كَمَا أُمِنَّا فَدَعَا هُمْ فَجَمَعَهُمْ وَعَرَضَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلَ أَوْ يَتْرَكُوا
 قِرَاءَةَ التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ إِلَّا مَابَدَلُوا مِنْهَا فَقَالُوا مَا تَرِيدُونَ إِلَى ذَلِكَ دَعَوْنَا فَقَالَتْ طَائِفَةٌ
 مِنْهُمْ ابْنُوا لَنَا أَسْطُورَانَةً ثُمَّ ارْفَعُونَا إِلَيْهَا ثُمَّ أَعْطَوْنَا شَيْئًا نَرْفَعُ بِهِ طَعَامَنَا وَشَرَابَنَا فَلَا
 نَرُدُّ عَلَيْكُمْ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ دَعَوْنَا نَسِيحُ فِي الْأَرْضِ وَنَهَيْمُ وَنَشْرَبُ كَمَا يَشْرَبُ الْوَحْشُ
 فَإِنْ قَدَرْتُمْ عَلَيْنَا فِي أَرْضِكُمْ فَاقْتُلُونَا وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ ابْنُوا لَنَا دُورًا فِي الْفِيَا فِي
 وَتَحْتَفِرُ الْأَبَارَ وَتَحْتَرِثُ الْبُقُولَ فَلَا نَرُدُّ عَلَيْكُمْ وَلَا نَمْرُ بِكُمْ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنَ الْقَبَائِلِ إِلَّا وَلَهُ
 حَمِيمٌ فِيهِمْ قَالَ فَفَعَلُوا ذَلِكَ فَانْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا
 ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا وَالْآخِرُونَ قَالُوا نَتَّعِبُ كَمَا تَعْبُدُ فَلَا نَسِيحُ
 كَمَا سَاحَ فَلَانٌ وَنَتَّخِذُ دُورًا كَمَا اتَّخَذَ فَلَانٌ وَهُمْ عَلَى شِرْكِهِمْ لَا عِلْمَ لَهُمْ بِإِيمَانِ الَّذِينَ
 اقْتَدَوْا بِهِ فَلَمَّا بَعَثَ اللَّهُ النَّبِيَّ ﷺ وَلَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ انْحَطَّ رَجُلٌ مِنْ صَوْمَعَتِهِ وَجَاءَ
 سَائِحٌ مِنْ سِيَاحَتِهِ وَصَاحِبُ الدَّيْرِ مِنْ دَيْرِهِ فَأَمَّنُوا بِهِ وَصَدَّقُوهُ فَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرِسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ أَجْرَيْنِ بِإِيمَانِهِمْ
 بَعِيسَى وَبِالتَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَبِإِيمَانِهِمْ بِمُحَمَّدٍ ﷺ وَتَصَدِّقُهُمْ قَالَ يَجْعَلُ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ
 بِهِ الْقُرْآنَ وَاتَّبَاعَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ وَتَصَدِّقُهُمْ قَالَ يَجْعَلُ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ الْقُرْآنَ وَاتَّبَاعَهُمُ
 النَّبِيُّ ﷺ قَالَ لَيْلًا يَعْلَمُ أَهْلُ الْكِتَابِ يَتَشَبَّهُونَ بِكُمْ أَنْ لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
 الْآيَةُ *

৫৩৯৯. হুসায়ন ইবন হুরায়স (র) - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ঈসা ইবন মারযাম (আ)-এর পর এমন কয়েকজন বাদশাহ ছিলেন, যারা তাওরাত এবং ইঞ্জিলে পরিবর্তন সাধন করেন। তাদের মধ্যে এমন কিছু ঈমানদার লোকও ছিলেন, যারা তাওরাত পাঠ করতেন। তখন তাদের বাদশাহদেরকে বলা হলো—এ সকল লোক আমাদেরকে যে গালি দিচ্ছে, এর চেয়ে কঠিন গালি আর কি হতে পারে? তারা পাঠ করে : “যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান দ্বারা মীমাংসা করে না, তারা কাফির।” তাদের পড়ার মধ্যে থাকে এই আয়াত এবং ঐ সকল আয়াত, যাতে আমাদের কর্মকাণ্ডের দোষ প্রকাশ পায়। তাদেরকে আহ্বান করুন, তারা যেন আমরা যেরূপ পাঠ করি, সেরূপ পাঠ করে, আর আমরা যেরূপ ঈমান এনেছি, সেরূপ ঈমান আনে। বাদশাহ তাদের সকলকে ডেকে একত্র করলেন এবং তাদের সামনে পেশ করলেন যে, তাদেরকে হত্যা করা

হবে, যদিনা তারা তাওরাত ও ইঞ্জিল পাঠ ত্যাগ করে, তবে ঐ সকল আয়াত ব্যতীত, যা পরিবর্তন হয়েছে। তারা বললো : এর দ্বারা তোমাদের উদ্দেশ্য কী ? আমাদেরকে আমাদের অবস্থার উপর ছেড়ে দাও। তাদের একদল বললো : আমাদের জন্য একটি স্তম্ভ তৈরি কর, এরপর আমাদেরকে তাতে চড়িয়ে দাও এবং আমাদেরকে এমন কিছু দান কর, যা দ্বারা আমরা আমাদের খাদ্য ও পানীয় উঠিয়ে নিতে পারি, তা হলে আমরা আর তোমাদের নিকট আসবো না। তাদের আর একদল বললো : আমাদেরকে ছেড়ে দাও, আমরা পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াবো এবং বন্য পশুর ন্যায় আহার ও পান করবো। আর এরপর যদি তোমাদের দেশে আমাদেরকে পাও, তবে আমাদেরকে হত্যা করো। তাদের আর একদল বললো : মরুভূমিতে আমাদের জন্য গির্জা তৈরি করে দাও। আমরা কূপ খনন করবো এবং তরি-তরকারি ফলাব, আমরা তোমাদের কাছেও আসবো না এবং তোমাদের পাশ দিয়ে কোথাও যাব না। আর এমন কোন গোত্র ছিল না, যাতে তাদের আত্মীয়-স্বজন না ছিল। পরে তারা এরূপই করলো। তখন আল্লাহ তা'আলা আয়াত নাযিল করেন : “তারা নিজেরাই আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য সন্যাসবাদ প্রবর্তন করেছিল। আমি তাদেরকে এর বিধান দেইনি, অথচ তারা তাও যথাযথভাবে পালন করেনি” (হাদীদ : ২৭)। অন্যান্য লোকেরা বলতে লাগলো : আমরাও ইবাদত-বন্দেগী করব, যেমন অমুক করে থাকে, আমরাও ভ্রমণ করব, যেমন অমুক ভ্রমণ করে থাকে এবং আমরাও গির্জা তৈরি করব, যেমন অমুক লোকেরা করে থাকে। অথচ তারা শিরকে পতিত ছিল, তারা যাদের অনুকরণ করছিল, তাদের ঈমান সম্বন্ধেও অবহিত ছিল না। যখন আল্লাহ তা'আলা নবী ﷺ-কে প্রেরণ করলেন, তখন তাদের মধ্যে কিছু লোক অবশিষ্ট ছিল। তাদের মধ্যে যে ইবাদতখানায় ছিল, সে ইবাদতখানা হতে নেমে আসলো, ভ্রমণকারী তার ভ্রমণ হতে ফিরে আসলো, গির্জাবাসী তার গির্জা হতে নেমে আসলো। তারা তাঁর প্রতি ঈমান আনলো এবং তাঁকে বিশ্বাস করলো। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, “হে মু'মিনগণ ! আল্লাহকে ভয় কর এবং তাঁর রাসুলের প্রতি ঈমান আনয়ন কর, তা হলে তিনি তোমাদেরকে তাঁর রহমতে দ্বিগুণ দান করবেন (হাদীদ : ২৮)। এক তো হযরত ঈসা (আ)-এর উপর ঈমান আনয়ন ও তাওরাত-ইঞ্জিলে বিশ্বাস স্থাপনের কারণে। আর দ্বিতীয়ত মুহাম্মদ ﷺ-এর উপর ঈমান আনা এবং তাঁকে সত্যবাদী জানার কারণে। আল্লাহ বলেন, “তিনি তোমাদেরকে দেবেন আলো, যার সাহায্যে তোমরা চলবে [অর্থাৎ কুরআন এবং নবী ﷺ-এর অনুসরণ] যেন আহলে কিতাব জানতে পারে, আল্লাহর সামান্যতম অনুগ্রহের উপরও তাদের কোন অধিকার নেই। (হাদীদ : ২৮), অর্থাৎ যেই কিতাবীগণ তোমাদের অনুকরণ করে, অথচ ঈমান আনে না, তারা।

الْحُكْمُ بِالظَّاهِرِ

বাহ্যিক অবস্থা দেখে মীমাংসা

৫৪০০. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ لَلْحَنِّ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْهُ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ بِهِ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ *

৫৪০০. আমার ইবন আলী (র) - - - - উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা আমার নিকট মোকদ্দমা দায়ের করে থাক। আমি তো মানুষই। হয়তো তোমাদের কেউ তার প্রতিপক্ষ অপেক্ষা

তার দাবি উত্থাপনে বেশি পারদর্শী। কাজেই যদি আমি কাউকে তার ভাইয়ের কোন হক দিয়ে ফেলি, তবে সে যেন তা গ্রহণ না করে। কেননা এমতাবস্থায় আমি তাকে আগুনের এক অংশই দান করি।

حُكْمُ الْحَاكِمِ بَعْلِهِ

বিচারক কর্তৃক নিজ জ্ঞান অনুযায়ী ফায়সালা দান

৫৪.১. أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ بْنُ رَاشِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عِيَّاشٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ مِمَّا حَدَّثَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجُ مِمَّا ذَكَرَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ بِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ وَقَالَ بَيْنَمَا امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا جَاءَ الذَّنْبُ فَذَهَبَ بِأَبْنِ أَحَدَاهُمَا فَقَالَتْ هَذِهِ لِصَاحِبَتِهَا إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكَ وَقَالَتِ الْأُخْرَى إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكَ فَتَحَاكَمَتَا إِلَى دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى فَخَرَجَتَا إِلَى سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ فَاخْبَرَتَاهُ فَقَالَ انْتَوْنِي بِالسَّكِينِ أَشْفَقُهُ بَيْنَهُمَا فَقَالَتِ الصَّغْرَى لَا تَفْعَلْ يَرْحَمُكَ اللَّهُ هُوَ ابْنُهَا فَقَضَى بِهِ لِلصَّغْرَى قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَاللَّهِ مَا سَمِعْتُ بِالسَّكِينِ قَطُّ إِلَّا يَوْمَنَذَا مَا كُنَّا نَقُولُ إِلَّا الْمُدَيَّةَ *

৫৪০১. ইমরান ইবন বাক্কার ইবন রাশিদ (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : দুই নারী এক স্থানে তাদের নিজ নিজ সন্তান নিয়ে ছিল। এমন সময় একটি নেকড়ে বাঘ এসে তাদের একজনের সন্তান নিয়ে গেল। তাদের একজন তার সঙ্গিনীকে বললো : তোমার ছেলে নিয়ে গেছে। অন্যজন বললো : তোমার সন্তান নিয়েছে। তারা উভয়ে এ ব্যাপারে দাউদ (আ)-এর নিকট মীমাংসা প্রার্থনা করলো। দাউদ (আ) তাদের মধ্যে বয়সে যে বড় ছিল, তাকে সন্তান দিয়ে দিলেন। এরপর তারা উভয়ে হযরত সুলায়মান ইবন দাউদ (আ)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে ঘটনাটি বর্ণনা করলে, তিনি বললেন : আমার নিকট একখানা ছুরি নিয়ে এস, আমি এই বাচ্চাকে তাদের উভয়ের মধ্যে দুই টুকরা করে দিচ্ছি। একথা শুনে যে নারী বয়সে ছোট ছিল, সে বললো : এমন কাজ করবেন না; আল্লাহ আপনার উপর রহম করুন, এ বাচ্চা তারই। তখন তিনি ঐ বাচ্চা ছোট নারীকে দিলেন। আবু হুরায়রা (রা) বলেন : আমি এই দিনের পূর্বে ছুরিকে সَكِين বলতে শুনি নি আমরা একে মুদয়া (مدية) বলতাম।

السَّعَةُ لِلْحَاكِمِ فِي أَنْ يَقُولَ لِلشَّيْءِ الَّذِي لَا يَفْعَلُهُ أَفْعَلُ لِيَسْتَبِينَ الْحَقُّ

সত্য উদ্ঘাটনের লক্ষ্যে বিচারক যদি বলে, আমি এই কাজ করব, আসলে সে তা করবে না

৫৪.২. أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ خَرَجَتِ امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا صَبِيَّانِ لَهُمَا فَعَدَا الذَّنْبُ عَلَى أَحَدَاهُمَا فَآخَذَ وَلَدَهَا فَاصْبَحَتَا تَخْتَصِمَانِ فِي

الصَّبِيِّ الْبَاقِي إِلَى دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى مِنْهُمَا فَمَرَّتَا عَلَى سُلَيْمَانَ فَقَالَ كَيْفَ أَمْرُكُمَا فَقَصَصْنَا عَلَيْهِ فَقَالَ ائْتُونِي بِالسَّكِينِ أَشَقُّ الْغَلَامَ بَيْنَهُمَا فَقَالَتِ الصَّغْرَى أَتَشْفُئُ قَالَ نَعَمْ فَقَالَتْ لَا تَفْعَلْ حَظِّي مِنْهُ لَهَا قَالَ هُوَ ابْنُكَ فَقَضَى بِهِ لَهَا *

৫৪০২. রবী' ইব্ন সুলায়মান (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন : দুইজন নারী বের হলো, আর তাদের সাথে ছিল তাদের দুই সন্তান। এক নারীকে নেকড়ে বাঘ আক্রমণ করে তার সন্তান নিয়ে গেল। অবশিষ্ট সন্তানের ব্যাপারে উভয় নারী দাউদ (আ)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে নিজের সন্তান বলে দাবি করলো। তিনি তাদের মধ্যে যে নারী বয়সে বড় ছিল, তার পক্ষে রায় দিলেন। অবশেষে তারা যখন সুলায়মান (আ)-এর নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন, তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : তোমাদের ব্যাপারে কি আদেশ দেয়া হয়েছে ? তারা তাঁর নিকট ঘটনা বর্ণনা করল। তিনি বললেন : একথানা ছুরি নিয়ে এস, আমি এই শিশুটিকে দু'ভাগ করে তাদের মধ্যে বণ্টন করে দিব। তখন ছোট নারী বললো : আপনি কি তাকে দ্বিখণ্ডিত করবেন ? তিনি বললেন : হ্যাঁ। সে বললো : আপনি এরূপ করবেন না, আমার অংশ আমি তাকে দিয়ে দিলাম। তখন তিনি বললেন : এই শিশুটি তোমার; তিনি তার পক্ষেই রায় দিলেন।

نَقَضُ الْحَاكِمِ مَا يَحْكُمُ بِهِ غَيْرُهُ مِمَّنْ هُوَ مِثْلُهُ أَوْ أَجَلُ مِنْهُ

সমপর্যায় বা উচ্চ পর্যায়ের কাহীর মীমাংসা ভেঙ্গে দেওয়া

٥٤٠٣. أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا مِسْكِينُ بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ خَرَجَتِ امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا وَلَدَاهُمَا فَآخَذَ الذِّئْبُ أَحَدَهُمَا فَاخْتَصَمَتَا فِي الْوَلَدِ إِلَى دَاوُدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى مِنْهُمَا فَمَرَّتَا عَلَى سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ كَيْفَ قَضَى بَيْنَكُمَا قَالَتْ قَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى قَالَ سُلَيْمَانُ أَقْطَعُ بِنَصْفَيْنِ لِهَذِهِ نِصْفٌ وَلِهَذِهِ نِصْفٌ قَالَتِ الْكُبْرَى نَعَمْ أَقْطَعُوهُ فَقَالَتِ الصَّغْرَى لَا تَقْطَعُ هُوَ وَلَدُهَا فَقَضَى بِهِ لِلَّتِي أَبَتْ أَنْ يَقْطَعُ *

৫৪০৩. মুগীরা ইব্ন আবদুর রহমান (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : দুই নারী বের হলো, আর তাদের সাথে ছিল তাদের দুই সন্তান। এক নেকড়ে বাঘ তাদের থেকে এক সন্তানকে নিয়ে গেল। তারা এই শিশুর ব্যাপারে ঝগড়া করে দাউদ (আ)-এর নিকট বিচারপ্রার্থী হল। তিনি ঐ নারীদ্বয়ের মধ্যে যে বড় ছিল, তার পক্ষে রায় দিলেন। তারপর তারা সুলায়মান (আ)-এর নিকট দিয়ে গেলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : তোমাদের ব্যাপারে কি রায় দিয়েছেন ? তারা বললো : তিনি বড় নারীর পক্ষে রায় দিয়েছেন। সুলায়মান (আ) বললেন : আমি তাকে কেটে সমান দুই অংশ করবো, এক অংশ এই নারীর এবং অপর অংশ ঐ নারীর। তখন বড় নারী বললো : জি-হ্যাঁ, আপনি তা-ই করুন, তাকে খণ্ডিত করুন। কিন্তু ছোট নারী বললো : তাকে কাটবেন না, সে ঐ নারীরই সন্তান। তখন তিনি যে নারী কাটতে অস্বীকার করলো, তার পক্ষেই রায় দিলেন।

بَابُ الرَّدِّ عَلَى الْحَاكِمِ إِذَا قَضَى بِغَيْرِ الْحَقِّ

পরিচ্ছেদ : বিচারক ভুল মীমাংসা করলে তা প্রত্যাখ্যান

৫৪.৪. أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ ح وَأَنْبَاءَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إِلَى بَنِي جَذِيمَةَ فَدَعَاهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ فَلَمْ يُحْسِنُوا أَنْ يَقُولُوا أَسْلَمْنَا فَجَعَلُوا يَقُولُونَ صَبَأْنَا وَجَعَلَ خَالِدٌ قَتْلًا وَأَسْرًا قَالَ فَدَفَعَ إِلَى كُلِّ رَجُلٍ أَسِيرَهُ حَتَّى إِذَا أَصْبَحَ يَوْمًا أَمَرَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ أَنْ يَقْتُلَ كُلَّ رَجُلٍ مِمَّا أَسِيرَهُ قَالَ ابْنُ عُمرٍ فَقُلْتُ وَاللَّهِ لَا أَقْتُلُ أَسِيرِي وَلَا يَقْتُلُ أَحَدٌ وَقَالَ بَشْرٌ مِنْ أَصْحَابِي أَسِيرَهُ قَالَ فَقَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرَ لَهُ صُنْعَ خَالِدٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَرَفَعَ يَدَيْهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ قَالَ زَكَرِيَّا فِي حَدِيثِهِ فَذَكَرَ وَفِي حَدِيثٍ بَشْرٍ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ مَرَّتَيْنِ *

৫৪০৪. যাকারিয়া ইব্ন ইয়াহুইয়া ও আহমদ ইব্ন আলী ইব্ন সাঈদ (র) - - - - সালিম (র) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খালিদ ইব্ন ওলীদ (রা)-কে জায়ীমা গোত্রের নিকট প্রেরণ করেন। তিনি তাদেরকে ইসলামের প্রতি আহ্বান করেন; কিন্তু তারা ভালভাবে বললো না যে, আমরা ইসলাম গ্রহণ করলাম। বরং তারা বললো : আমরা স্বীয় ধর্ম ত্যাগ করলাম। খালিদ (রা) তাদেরকে হত্যা ও বন্দী করতে আরম্ভ করলেন এবং প্রত্যেকের কাছে এক-একজন বন্দী অর্পণ করলেন। ভোরে খালিদ (রা) প্রত্যেক ব্যক্তিকে স্ব-স্ব বন্দীকে হত্যা করার আদেশ দেন। ইব্ন উমর (রা) বলেন : তখন আমি বললাম : আল্লাহর শপথ! আমি আমার কয়েদীকে হত্যা করবো না, আর কেউই নিজ বন্দীকে হত্যা করবে না। অথবা তিনি বলেছেন : আমার বন্ধুদের কেউই তার কয়েদীকে হত্যা করবে না। বর্ণনাকারী বলেন, পরে আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট উপস্থিত হলাম এবং তাঁর নিকট খালিদ (রা)-এর কার্যকলাপ বর্ণনা করলাম। তিনি তাঁর হস্তদ্বয় উত্তোলনপূর্বক বললেন : হে আল্লাহ ! খালিদ যা করেছে, আমি আপনার নিকট সে ব্যাপারে পবিত্র। তিনি এ কথা দু'বার বলেন।

ذِكْرُ مَا يَنْبَغِي لِلْحَاكِمِ أَنْ يُجْتَنِبَهُ

মীমাংসাকারীর জন্য যা পরিত্যাজ্য

৫৪.৫. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ كَتَبَ أَبِي وَكَتَبْتُ لَهُ إِلَى عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ وَهُوَ قَاضِي سِجِسْتَانَ أَنْ

لَا تَحْكُمُ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَأَنْتَ غَضَبَانُ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا يَحْكُمُ أَحَدٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضَبَانُ *

৫৪০৫. কুতায়বা (র) - - - আবদুর রহমান ইব্ন আবু বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা আমার দ্বারা সিজিস্তানের বিচারপতি উবায়দুল্লাহ ইব্ন আবু বাকরাকে লিখে পাঠান যে, তুমি রাগান্বিত অবস্থায় দুই ব্যক্তির মধ্যে মীমাংসা করবে না। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : তোমাদের মধ্যে কেউ যেন রাগান্বিত অবস্থায় দুই ব্যক্তির মধ্যে মীমাংসা না করে।

الرُّخْصَةُ لِلْحَاكِمِ الْأَمِينِ أَنْ يَحْكُمَ وَهُوَ غَضَبَانُ

ন্যায়পরায়ণ বিচারকের জন্য রাগান্বিত অবস্থায় মীমাংসা করার অনুমতি

৫৪.৬. أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى وَالْحَارِثُ بْنُ مَسْكِينٍ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدٍ وَاللَيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ أَنَّهُ خَاصَمَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي شِرَاجِ الْحَرَّةِ كَانَا يَسْقِيَانِ بِهِ كِلَاهُمَا النُّخْلَ فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ سَرَّحَ الْمَاءَ يَمُرُّ عَلَيْهِ فَأَبَى عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ أَرْسَلَ الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ فَغَضِبَ الْأَنْصَارِيُّ وَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ كَانَ ابْنُ عَمَّتِكَ فَتَلَوْنَ وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ يَا زُبَيْرُ اسْقِ ثُمَّ أَحْبَسَ الْمَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجَدْرِ فَاسْتَوْفَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلزُّبَيْرِ حَقَّهُ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَبْلَ ذَلِكَ أَشَارَ عَلَى الزُّبَيْرِ بِرَأْيٍ فِيهِ السَّعَةُ لَهُ وَلِلْأَنْصَارِيِّ فَلَمَّا أَحْفَظَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْأَنْصَارِيُّ اسْتَوْفَى لِلزُّبَيْرِ حَقَّهُ فِي صَرِيحِ الْحُكْمِ قَالَ الزُّبَيْرُ لَا أَحْسَبُ هَذِهِ الْآيَةَ أَنْزَلَتْ إِلَّا فِي ذَلِكَ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحْكَمُوا فِيهَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ وَآحَدُهُمَا يَزِيدُ عَلَى صَاحِبِهِ فِي الْقِصَّةِ *

৫৪০৬. ইউনুস ইব্ন আবদুল আ'লা ও হারিস ইব্ন মিসকীন (র) - - - যুবায়র ইবনুল আওয়াম (রা) হতে বর্ণিত, তিনি এমন একজন আনসারী ব্যক্তির সাথে হাররা নামক স্থানের পানি প্রবাহ নিয়ে ঝগড়া করেন, যিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে বদর যুদ্ধে যোগদান করেছিলেন। তাঁরা উভয়ে এই পানি দ্বারা খেজুর বাগানে পানি দিতেন। ঐ আনসারী ব্যক্তি বললেন : পানি ছেড়ে দিন, যাতে তা এর উপর দিয়ে বয়ে যায়। কিন্তু তিনি তা অস্বীকার করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : হে যুবায়র! তুমি নিজের যমীনে পানি দিয়ে তা স্বীয় প্রতিবেশীর জন্য ছেড়ে দাও। একথায় আনসারী ব্যক্তি রাগান্বিত হয়ে বললো : ইয়া রাসূলুল্লাহ! যুবায়র আপনার ফুফাত ভাই বলে? এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চেহারার রং পরিবর্তিত হলো। তিনি বললেন : হে যুবায়র! তুমি বাগানে পানি দাও এবং পরে পানি বন্ধ করে দাও, যতক্ষণ না পানি গাছের চতুর্দিকের আইলে পৌঁছে যায়। এবার রাসূলুল্লাহ ﷺ যুবায়রকে তাঁর পূর্ণ অধিকার দান করলেন। এর পূর্বে তিনি যুবায়র (রা)-কে

যে আদেশ দিয়েছিলেন, তাতে যুবায়র (রা) এবং আনসারী উভয়ের জন সুবিধা ছিল, কিন্তু যখন আনসারী তাঁকে রাগান্বিত করলেন, তখন তিনি যুবায়র (রা)-এর অংশ তাঁকে পূর্ণরূপে দান করলেন। যুবায়র (রা) বলেন, আমার মনে হয় : **فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ** ১ আয়াতটি এ ব্যাপারেই নাখিল হয়।

حُكْمُ الْحَاكِمِ فِي دَارِهِ

নিজের বাড়িতে থেকে হাকিমের মীমাংসা করা

৫৪.৭. أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ أَنْبَأَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنُ أَبِي حَذْرَدٍ دَيْنًا كَانَ عَلَيْهِ فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا حَتَّى سَمِعَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا فَكَشَفَ سِتْرَ حُجْرَتِهِ فَنَادَى يَا كَعْبُ قَالَ لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ ضَعْ مِنْ دَيْنِكَ هَذَا وَأَوْمَأَ إِلَى الشُّطْرِ قَالَ قَدْ فَعَلْتُ قَالَ قُمْ فَأَقْضِهِ *

৫৪০৭. আবু দাউদ (র) - - - আবদুল্লাহ ইব্ন কা'ব (রা) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, কা'ব (রা) ইব্ন আবু হাদরাদকে হতে তাঁর প্রাপ্য করযের ব্যাপারে তাগাদা দিলেন। এতে তাদের উভয়ের শব্দ উচ্চ হয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ ﷺ -ও তার তাঁর বাসস্থান হতে তা শ্রবণ করলেন। তিনি তাদের প্রতি অগ্নসর হয়ে তাঁর ঘরের পর্দা উঠালেন এবং উচ্চস্বরে বললেন : হে কা'ব ! কা'ব (রা) বললেন : আমি উপস্থিত আছি, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! তিনি কা'ব (রা)-কে বললেন : তোমার করয হতে কমাও এবং তিনি অর্ধেকের প্রতি ইঙ্গিত করলেন। কা'ব (রা) বললেন : আমি তা করলাম। এরপর তিনি ইব্ন আবু হাদরাদকে বললেন : ওঠো, তা আদায় কর।

الْأَسْتِعْذَاءُ

সাহায্য প্রার্থনা করা

৫৪.৮. أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُبَشَّرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَزِينَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ عَنْ أَبِي بَشْرِ جَعْفَرِ بْنِ إِيَّاسٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ شَرَّاحِيلَ قَالَ قَدِمْتُ مَعَ عُمُومَتِي الْمَدِينَةَ فَدَخَلْتُ حَائِطًا مِنْ حَيْطَانِهَا فَفَرَكْتُ مِنْ سُنْبُلِهِ فَجَاءَ صَاحِبُ الْحَائِطِ فَأَخَذَ كِسَائِي وَضَرَبَنِي فَاتَيْنْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَسْتَعِذُّ عَلَيْهِ فَأَرْسَلَ إِلَى الرَّجُلِ فَجَاؤَ بِهِ فَقَالَ مَا حَمَلَكَ عَلَى هَذَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنَّهُ دَخَلَ حَائِطِي فَأَخَذَ مِنْ سُنْبُلِهِ فَفَرَكْتُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا عَلِمْتَهُ إِذْ كَانَ جَاهِلًا وَلَا أَطَعَمْتَهُ إِذْ كَانَ جَائِعًا أَرَدْتُ عَلَيْهِ كِسَاءَهُ وَأَمَرَلِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِوَسْقٍ أَوْ نِصْفِ وَسْقٍ *

১. অর্থ : কিন্তু না, তোমার প্রতিপালকের শপথ, তারা মু'মিন হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের নিজেদের বিবাদ-বিসম্বাদের বিচারভার তোমার উপর অর্পণ না করে। তারপর তোমার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তাদের মনে কোন দ্বিধা না থাকে এবং সর্বান্তঃকরণে তা মেনে না নেয় (৪ : ৬৫)।

৫৪০৮. হুসায়ন ইব্ন মানসূর ইব্ন জা'ফর (র) - - - - আব্বাদ ইব্ন শাহীল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার চাচাদের সাথে মদীনাতে আগমন করলাম এবং তখাকার বাগানের মধ্যে এক বাগানে প্রবেশ করলাম, আর একটি ফলের গুচ্ছ নিয়ে তা মুচড়ে ফেললাম। তখন ঐ বাগানের মালিক এসে আমার কন্ঠল কেড়ে নিল এবং আমাকে মারধর করলো। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁর নিকট ফরিয়াদ করলাম। তিনি ঐ ব্যক্তিকে ডেকে পাঠালে তারা তাকে নিয়ে আসলো। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : তুমি কেন এরূপ করলে ? সে বললো : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! সে আমার বাগানে প্রবেশ করে ফলের গুচ্ছ নিয়ে তা মুচড়ে ফেলেছে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : সে অজ্ঞ ছিল, তুমি তাকে শিক্ষা দিলে না কেন? সে ক্ষুধার্ত ছিল, তখন তুমি তাকে খাওয়ালে না কেন ? যাও, তুমি তার কন্ঠল ফিরিয়ে দাও। পরে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে এক ওসক অথবা আধা ওসক দেওয়ার আদেশ দেন।

صَوْنُ النِّسَاءِ عَنْ مَجْلِسِ الْحُكْمِ

মহিলাদেরকে বিচারালয়ে উপস্থিত হওয়া থেকে বাঁচানো

৫৪০৯. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَحَدُهُمَا اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَقَالَ الْآخَرُ وَهُوَ أَفْقَهُهُمَا أَجَلْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَأُذِّنْ لِي فِي أَنْ أَتَكَلَّمَ قَالَ إِنْ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا فَرَزْنِي بِأَمْرَاتِهِ فَأَخْبَرُونِي أَنْ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ فَافْتَدَيْتُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَبِجَارِيَةٍ لِي ثُمَّ إِنِّي سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ وَإِنَّمَا الرَّجْمُ عَلَى أَمْرَاتِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا قُضِيَ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ أَمَا غَنَمُكَ وَجَارِيَتُكَ فَرَدُّ إِلَيْكَ وَجَلْدَ ابْنَهُ مِائَةً وَغَرْبَهُ عَامًا وَأَمَرَ أَنْ يُنْسَأَ أَنْ يَأْتِيَ أَمْرَأَةَ الْآخَرِ فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجَمَهَا فَأَعْتَرَفَتْ فَارْجَمَهَا *

৫৪০৯. মুহাম্মদ ইব্ন সালামা (র) - - - - আবু হুরায়রা এবং যায়দ ইব্ন খালিদ জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত যে, দুই ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট তাদের এক বাগড়া নিয়ে উপস্থিত হলো। তাদের একজন বললো : আমাদের মধ্যে আল্লাহর কিতাবের দ্বারা মীমাংসা করুন! অন্যজন, যে ছিল তাদের মধ্যে অধিক জ্ঞানী, সে বললো : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমাকে নিজের বক্তব্য পেশ করার অনুমতি দিন। সে বললো : আমার ছেলে এই লোকের চাকর ছিল এবং সে তার স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করেছে। লোকেরা আমাকে বললো : তোমার ছেলেকে পাথর মেরে হত্যা করা হবে। আমি একশত ছাগল এবং আমার এক দাসীর বিনিময়ে আমার ছেলেকে ছাড়িয়েছি। এরপর আমি আলিমদের নিকট এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে, তারা বললো : আমার ছেলের শাস্তি একশত বেত্রাঘাত এবং এক বৎসর নির্বাসন, আর তার স্ত্রীকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা হবে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : যাঁর হাতে আমার জীবন, সেই সত্তার শপথ করে বলছি : আমি অবশ্যই আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী

তোমাদের মধ্যে মীমাংসা করবো। তোমার ছাগসমূহ এবং দাসী তোমাকে ফেরত দেওয়া হবে। তারপর তিনি তার ছেলেকে একশত বেত্রাঘাত করলেন এবং এক বছরের জন্য নির্বাসন দিলেন। এরপর তিনি উনায়স (রা)-কে অন্য ব্যক্তির স্ত্রীর নিকট যেতে বললেন এবং আদেশ করলেন, যদি সে ব্যাভিচার করেছে বলে স্বীকার করে, তবে তাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করবে। পরে ঐ নারী স্বীকার করলে তিনি তাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করলেন।

৫৪১. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَشِبْلٍ قَالُوا كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ أَنْشُدْكَ بِاللَّهِ إِلَّا مَا قَضَيْتَ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ فَقَامَ خَصْمُهُ وَكَانَ أَفْقَهُ مِنْهُ فَقَالَ صَدَقَ اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ قَالَ قُلْ قَالَ إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا فَرَزَنِي بِأَمْرَاتِهِ فَأَقْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَخَادِمٍ وَكَانَهُ أَخْبِرَ أَنَّ عَلَى ابْنِهِ الرَّجْمَ فَأَقْتَدَيْتُ مِنْهُ ثُمَّ سَأَلْتُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا أَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَمَّا الْمِائَةُ شَاةٍ وَالْخَادِمُ فَرَدَّ عَلَيْكَ وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ أَغْدُ يَا أُنَيْسُ عَلَى امْرَأَةٍ هَذَا فَإِنْ اعْتَرَفْتَ فَأَرْجُمُهَا فَعَدَا عَلَيْهَا فَأَعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا *

৫৪১০. কুতায়বা (র) - - - - আবু হুরায়রা, যায়দ ইবন খালিদ এবং শিবল (রা) বর্ণনা করেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে বললো : আল্লাহর শপথ দিয়ে বলছি, আপনি আমাদের মধ্যে আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী মীমাংসা করুন। পরে তার বিপক্ষ যে অধিক বুদ্ধিমান ছিল, সে বললো : ঠিকই আপনি আমাদের মধ্যে আল্লাহর কিতাবানুযায়ী মীমাংসা করুন। তখন তিনি বললেন : বল ! সে বললো : আমার পুত্র এই ব্যক্তির চাকর ছিল, এবং সে তার স্ত্রীর সাথে ব্যাভিচার করেছে। আমি আমার একশত ছাগল এবং খাদিম দ্বারা তাকে ছাড়িয়ে নিয়েছি। তাকে কেউ খবর দিয়েছিল যে, তার পুত্রের শাস্তি এই যে, তাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা হবে। তাই সে এর বিনিময়ে তাকে ছাড়িয়ে নিয়েছে। এরপর আমি কয়েকজন আলিমের নিকট জিজ্ঞাসা করলে তারা বললো : আমার পুত্রের উপর একশত বেত্রাঘাত ও এক বছরের নির্বাসন বর্তাবে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আল্লাহর শপথ! যাঁর হাতে আমার প্রাণ! আমি তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কিতাবানুযায়ী মীমাংসা করবো। একশত ছাগল ও খাদিম তোমাকে ফেরত দেওয়া হবে এবং তোমার ছেলের উপর একশত বেত্রাঘাত ও এক বছরের নির্বাসন বর্তাবে। এরপর তিনি বলেন : হে উনায়স! তুমি ঐ দ্বিতীয় ব্যক্তির স্ত্রীর নিকট যাবে, যদি সে স্বীকার করে, তবে তাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করবে। তিনি তার নিকট গমন করলে সে তা স্বীকার করলো, ফলে তাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করলেন।

تَوَجِيَهُ الْحَاكِمِ إِلَى مَنْ أَخْبَرَ أَنَّهُ زَنَى

ব্যভিচারীকে ডেকে পাঠানো

৫৪১১. أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ الْكُرْمَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ

حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ بْنِ حَنِيفٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتَى بِامْرَأَةٍ قَدْ زَنَتْ فَقَالَ مِمَّنْ قَالَتْ مِنَ الْمُقْعَدِ الَّذِي فِي حَائِطٍ سَعْدٍ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَأَتَى بِهِ مَحْمُولًا فَوَضَعَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَأَعْتَرَفَ فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِإِثْكَالٍ فَضْرَبَهُ وَرَحِمَهُ لِرِمَائَتِهِ وَخَفَّفَ عَنْهُ *

৫৪১১. হাসান ইব্ন আহমদ কারমানী (র) - - - - আবু উমামা ইব্ন সাহল ইব্ন হুনাযফ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট এক নারীকে আনা হলো, যে ব্যভিচার করেছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞাসা করেন : কার সাথে ? মহিলাটি বললো : ঐ পসু লোকটির সাথে ! যে সা'দ (রা)-এর বাগানে অবস্থান করে। তিনি তার নিকট লোক পাঠালেন। তাকে তুলে আনা হলো। তারপর তাকে তাঁর সামনে রাখা হলো। সে তা স্বীকার করলো। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ খেজুরের একখানা ডাল আনিয়াে তা দ্বারা তাকে কয়েক ঘা লাগান, আর তিনি তাকে তার পসুত্বের জন্য সহজ শাস্তি দেন।

مَصِيرُ الْحَاكِمِ إِلَى رَعِيَّتِهِ لِلصَّلَاحِ بَيْنَهُمْ

মীমাংসার জন্য বিচারক কর্তৃক প্রজার নিকট গমন

٥٤١٢. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ سَهْلَ ابْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ يَقُولُ وَقَعَ بَيْنَ حَيَّيْنِ مِنَ الْأَنْصَارِ كَلَامٌ حَتَّى تَرَامُوا بِالْحِجَارَةِ فَذَهَبَ النَّبِيُّ ﷺ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَأَذَّنَ بِلَالٌ وَأَنْتَظِرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاحْتَبَسَ فَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَتَقَدَّمَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ فَلَمَّا رَأَاهُ النَّاسُ صَفَحُوا وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ لَا يَلْتَفِتُ فِي الصَّلَاةِ فَلَمَّا سَمِعَ تَصْفِيحَهُمُ التَّفَتَ فَإِذَا هُوَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَرَادَ أَنْ يَتَأَخَّرَ فَأَشَارَ إِلَيْهِ أَنْ اثْبُتْ فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَعْزِي يَدَيْهِ ثُمَّ نَكَصَ الْفَهْقَرَى وَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّى فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الصَّلَاةَ قَالَ أَنْ تَثْبُتَ قَالَ مَا كَانَ اللَّهُ لِيَرَى ابْنَ أَبِي قُحَافَةَ بَيْنَ يَدَيْ نَبِيِّهِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ مَا لَكُمْ إِذَا نَابَكُمْ شَيْءٌ فِي صَلَاتِكُمْ صَفَحْتُمْ أَنْ ذَلِكَ لِلنِّسَاءِ مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَقُلْ سُبْحَانَ اللَّهِ *

৫৪১২. মুহাম্মদ ইব্ন মানসূর (র) - - - - সহল ইব্ন সা'দ সাঈদী (রা) বলেন, আনসারদের দুই গোত্রের মধ্যে বচসা হলে তারা একে অন্যের প্রতি প্রস্তর নিক্ষেপ করলো। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের উভয়ের মধ্যে মীমাংসা করানোর জন্য তথায় গমন করেন। এমন সময় নামাযের সময় হলে বিলাল (রা) আযান দিলেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর অপেক্ষায় রইলেন। কিন্তু তিনি তথায় আটকে গেলেন। শেষে বিলাল (রা) ইকামত বললেন এবং ইমামতির জন্য আবু বকর (রা) সামনে গেলেন। এমন সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ আগমন করলেন। আবু বকর (রা) নামাযে ইমামতি করছিলেন। লোক তাঁকে দেখে হাতে তালি দিয়ে শব্দ করলো। আবু বকর

(রা) নামাযে কোনদিকে ক্রমক্ষেপ করতেন না। কিন্তু তিনি যখন সকলের হাতের শব্দ শুনলেন, তখন লক্ষ্য করে দেখলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আগমন করেছেন। কাজেই তিনি পেছনে সরে আসতে চাইলেন। রাসূলুল্লাহ তাঁকে স্থির থাকতে ইঙ্গিত করলেন। আবু বকর (রা) তাঁর হস্তদ্বয় উত্তোলন করে আল্লাহর শোকর আদায় করলেন এবং তিনি উল্টো পায়ে পেছনে সরে আসলেন। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্মানে এগিয়ে গিয়ে সালাতে ইমামতি করলেন। তিনি নামায শেষে আবু বকর (রা) -কে বললেন : আপনি স্বীয় স্থানে অবস্থান করলেন না কেন? আবু বকর (রা) বললেন : এটা কিরূপে সম্ভব যে, আল্লাহ তা'আলা আবু কুহাফার পুত্রকে স্বীয় নবীর সামনে দেখবেন। এরপর তিনি জনসাধারণের দিকে মুখ করে বললেন : তোমাদের অবস্থা কী? তোমরা যখন নামাযে কোন ঘটনা ঘটে, তখন তোমরা নারীদের ন্যায় কেন হাতে তালি দাও? এতো নারীদের জন্য। যখন নামাযে কারো কোন ঘটনা ঘটে, তখন সে যেন বলে - 'সুবহানাল্লাহ'।

إِشَارَةُ الْحَاكِمِ عَلَى الْخَصْمِ بِالصَّلَاحِ

হাকিম কর্তৃক বাদী-বিবাদীর মধ্যে আপসের ইঙ্গিত করা

৫৪১৩. أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ بْنِ مَالِكِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ كَانَ لَهُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي حَذْرَدٍ الْأَسْلَمِيِّ يَغْنَى دَيْنًا فَلَقِيَهُ فَلَزِمَهُ فَتَكَلَّمَا حَتَّى ارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ فَمَرَّ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا كَعْبُ فَأَشَارَ بِيَدِهِ كَأَنَّهُ يَقُولُ النِّصْفَ فَآخَذَ نِصْفًا مِمَّا عَلَيْهِ وَتَرَكَ نِصْفًا *

৫৪১৩. রবী' ইবন সুলায়মান (র) - - - - কা'ব ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবন হাদ্রাদ আসলামী (রা)-এর নিকট কিছু পাওনা ছিল। একদা তিনি তার সাথে সাক্ষাত করে সে ব্যাপারে তাগাদা দিলেন। উভয়ের মধ্যে কথা কাটাকাটি হল। এক পর্যায়ে তাদের শব্দ উচ্চ হয়ে গেল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি বললেন : হে কা'ব এবং তিনি হাতে ইঙ্গিত করলেন, যেন তিনি বললেন : অর্ধেক। সুতরাং তিনি পাওনার অর্ধেক গ্রহণ করলেন, আর বাকী অর্ধেক ছেড়ে দিলেন।

إِشَارَةُ الْحَاكِمِ عَلَى الْخَصْمِ بِالْعَفْوِ

বিচারক কর্তৃক বিবাদীকে ক্ষমা করার ইঙ্গিত করা

৫৪১৪. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَوْفٍ قَالَ حَدَّثَنِي حَمْرَةُ أَبُو عُمَرَ الْعَاذِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عُلْقَمَةُ بْنُ وَائِلٍ عَنْ وَائِلٍ قَالَ شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حِينَ جَاءَ بِالْقَاتِلِ يَقُودُهُ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ فِي نِسْعَةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْلَى الْمَقْتُولِ أَتَعْفُو قَالَ لَا قَالَ فَتَأْخُذُ الدِّيَةَ قَالَ لَا قَالَ فَتَقْتُلُهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَذْهَبَ بِهِ فَلَمَّا ذَهَبَ قَوْلِي مِنْ عِنْدِهِ دَعَاهُ فَقَالَ أَتَعْفُو قَالَ لَا قَالَ فَتَأْخُذُ الدِّيَةَ قَالَ لَا قَالَ فَتَقْتُلُهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَذْهَبَ بِهِ فَلَمَّا ذَهَبَ

فَوَلَّى مِنْ عِنْدِهِ دَعَاهُ فَقَالَ اتَّعَفُوا قَالَ لَا قَالَ فَتَقَتُّهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ
اَذْهَبْ بِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ أَمَا إِنَّكَ إِنِ عَفَوْتَ عَنْهُ يَبُوءُ بِإِثْمِهِ وَإِنَّ صَاحِبَكَ
فَعَفَا عَنْهُ وَتَرَكَهٗ فَأَنَّا رَأَيْنَهُ يَجْرُ نَسْعَتُهُ *

৫৪১৪. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) - - - - ওয়ায়ল (রা) বর্ণনা করেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি
ও আ সাল্লাম -এর কাছে
উপস্থিত ছিলাম, যখন এক নিহত ব্যক্তির ওয়ারিস হত্যাকারীকে রশিতে বেঁধে টেনে নিয়ে আসলো। রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু
আলাইহি
ও আ সাল্লাম নিহত ব্যক্তির অভিভাবককে বললেন : তুমি কি তাকে ক্ষমা করবে ? সে বললো : না। তিনি বললেন : তা
হলে তুমি রক্তপণ গ্রহণ করবে? সে বললো : না। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন : তুমি কি খুনের বদলায় তাকে
খুন করবে? সে ব্যক্তি বললো : হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন : তাহলে তুমি তাকে নিয়ে যাও। যখন সে তাকে নিয়ে
চললো এবং তাঁর নিকট হতে বিদায় নিল, তিনি তাকে আবার ডাকলেন এবং বললেন : তুমি কি তাকে ক্ষমা
করবে ? সে বললো : না। তিনি বললেন : তাহলে তুমি কি দিয়াত গ্রহণ করবে ? সে বললো : না। তিনি
বললেন : তবে কি তুমি তাকে হত্যা করবে ? সে বললো : হ্যাঁ। তিনি বললেন : তবে তুমি তাকে নিয়ে যাও।
যখন সে তাকে নিয়ে চললো এবং তাঁর নিকট হতে বিদায় নিল, তিনি তাকে আবার ডাকলেন এবং বললেন :
তুমি কি তাকে ক্ষমা করবে ? সে বললো : না। তিনি বললেন : তবে কি তুমি তার বিনিময়ে দিয়াত গ্রহণ
করবে ? সে বললো : না। তিনি বললেন : তবে কি তুমি তাকে হত্যা করবে? সে বললো : হ্যাঁ। তিনি বললেন :
তবে তাকে নিয়ে যাও। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি
ও আ সাল্লাম বললেন : যদি তুমি তাকে ক্ষমা করতে, তবে সে তার এবং
তোমার নিহত সাথীর পাপের বোঝা বহন করতো। তখন ঐ ব্যক্তি তাকে ক্ষমা করল এবং তাকে ছেড়ে দিল।
আমি দেখলাম, ঐ ব্যক্তি তার রশি টেনে চলছে।

إِشَارَةُ الْحَاكِمِ بِالرُّفْقِ

বিচারক কর্তৃক দয়া প্রদর্শনের ইঙ্গিত করা

৫৪১৫. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ
الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ خَاصِمَ الزُّبَيْرِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي شِرَاجِ الْحَرَّةِ الَّتِي
يَسْقُونَ بِهَا النَّخْلَ فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ سَرَّحَ الْمَاءَ يَمْرُ فَابَى عَلَيْهِ فَاخْتَصَمُوا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ
ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ أَرْسَلَ الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ فَغَضِبَ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ
يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ كَانَ ابْنُ عَمَّتِكَ فَتَلَوْنَ وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ يَا زُبَيْرُ اسْقِ ثُمَّ أَحْبَسَ
الْمَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجَدْرِ فَقَالَ الزُّبَيْرُ إِنِّي أَحْسَبُ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي ذَلِكَ فَلَا وَرَبِّكَ
لَا يُؤْمِنُونَ الْآيَةَ *

৫৪১৫. কুতায়বা (র) - - - - আবদুল্লাহ ইবন যুবায়র (রা) বলেন, এক আনসারী ব্যক্তি হাররা নামক স্থানের পানি
প্রবাহ নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি
ও আ সাল্লাম -এর দরবারে মোকদ্দমা দায়ের করলো যে, পানি তারা খেজুর গাছে সিঞ্চন করতো।
আনসারী বললো : পানি ছেড়ে দিন, যাতে প্রবাহিত হয়, কিন্তু যুবায়র (রা) তা অস্বীকার করলেন। তারা রাসূলুল্লাহ

এর দরবারে এসে ঝগড়া করলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : হে যুবায়র! তুমি তোমার বাগানে সেচ দিয়ে দাও, তোমার পড়শীর দিকে ছেড়ে দাও। এতে আনসারী ব্যক্তি রাগান্বিত হয়ে বললো : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! বাস্তবপক্ষে যুবায়র তো আপনার ফুফুর ছেলে, তাই! এতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর চেহারা পরিবর্তিত হয়ে গেল। তিনি বললেন : হে যুবায়র ! তুমি গাছে পানি দিয়ে তা বন্ধ করে রাখ, যেন তা বাগানের দেয়াল পর্যন্ত পৌঁছে। যুবায়র (রা) বলেন : আমার মনে হয়, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ আয়াতটি এ ব্যাপারেই নাযিল হয়েছে।

شَفَاعَةُ الْحَاكِمِ لِلْخُصُومِ قَبْلَ فَصْلِ الْحُكْمِ

ফয়সালাদানের পূর্বে হাকিম কর্তৃক সুপারিশ

৫৪১৬. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا يُقَالُ لَهُ مُغِيثٌ كَانِي أَنْظَرُ إِلَيْهِ يَطُوفُ خَلْفَهَا يَبْكِي وَدُمُوعُهُ تَسِيلُ عَلَى لِحْيَتِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِلْعَبَّاسِ يَا عَبَّاسُ أَلَا تَعْجَبُ مِنْ حُبِّ مُغِيثٍ بَرِيرَةَ وَمِنْ بَغْضِ بَرِيرَةَ مُغِيثًا فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ لَوْ رَأَجَعْتَهُ فَإِنَّهُ أَبُو وَلَدِكَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتَأْمُرُنِي قَالَ إِنَّمَا أَنَا شَفِيعٌ قَالَتْ فَلَا حَاجَةَ لِي فِيهِ *

৫৪১৬. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। বারীরা (রা)-এর স্বামী ছিলেন একজন দাস, তাঁর নাম ছিল মুগীস। তিনি বলেন, আমি যেন এখনও দেখছি, তিনি বারীরার পিছে পিছে ঘুরছেন এবং এমনভাবে কাঁদছেন যে, তাঁর অশ্রু তাঁর দাড়ি বেয়ে পড়ছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আব্বাস (রা)-কে বললেন : হে আব্বাস! আপনি কি বারীরার জন্য মুগীসের ভালবাসায় আর মুগীসের প্রতি বারীরার অনীহাতে আশ্চর্যবোধ করছেন না? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বারীরা (রা)-কে বললেন : যদি তুমি মুগীসের নিকট প্রত্যাবর্তন করতে, তা হলে ভাল হতো। কারণ সে তোমার সম্ভানের পিতা। সে বললো : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আপনি কি আমাকে আদেশ করছেন? তিনি বললেন : না, আমি তো তোমার নিকট সুপারিশ করছি। তখন সে বললো : তা হলে এতে আমার কোন প্রয়োজন নেই।

مَنْعُ الْحَاكِمِ رَعِيَّتَهُ مِنْ إِتْلَافِ أَمْوَالِهِمْ وَبِهِمْ حَاجَةٌ إِلَيْهَا

শাসক কর্তৃক জনগণকে তাদের প্রয়োজনীয় সম্পদ নষ্ট করতে বাধা দেয়া

৫৪১৭. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ وَاصِلٍ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَاضِرُ بْنُ الْمُرَّعِ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كَهِيلٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ وَكَانَ مُحْتَاجًا وَكَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَبَاعَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِثَمَانِمِائَةٍ دَرَاهِمٍ فَأَعْطَاهُ فَقَالَ أَقْضَى دَيْنَكَ وَأَنْفَقَ عَلَى عِيَالِكَ *

৫৪১৭. আবদুল আ'লা ইবন ওয়াসিল ইবন আবদুল আলা (র) - - - - জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) বলেন, এক আনসারী ঘোষণা করেছিল তার মৃত্যুর পর তার দাস মুক্ত। সে ব্যক্তি ছিল অভাবগ্রস্ত এবং ঋণগ্রস্ত। রাসূলুল্লাহ

এ দাসকে আটশত দিরহামে বিক্রি করে ঐ টাকা তাকে দিয়ে বললেন : তুমি এর দ্বারা তোমার ঋণ পরিশোধ কর এবং তোমার পোষ্যদের জন্য ব্যয় কর।

الْقَضَاءُ فِي قَلِيلِ الْمَالِ وَكَثِيرِهِ

সম্পদ অল্প হোক বা অধিক, তাতে ফয়সালা দেয়া

৫৪১৮. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ عَنْ مَعْبِدِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَارَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ وَإِنْ كَانَ قَضِيًّا مِنْ أَرَاكَ *

৫৪১৮. আলী ইবন হুজর (র) - - - আবু উমামা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি শপথের মাধ্যমে কোন মুসলমান ব্যক্তির সম্পদ আত্মসাৎ করে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জাহান্নাম অবধারিত করে দেন এবং তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেন। তখন এক ব্যক্তি বললো : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! যদি ঐ মাল অতি নগণ্য হয় ? তিনি বললেন : যদিও তা পিলুগাছের একটি ডাল হয়।

قَضَاءُ الْحَاكِمِ عَلَى الْغَائِبِ إِذَا عَرَفَهُ

হাকিমের চেনা-জানা ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে তার ব্যাপারে রায় প্রদান

৫৪১৯. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ هِنْدٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ يَارَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَا يَنْفِقُ عَلَى وَلَدِي مَا يَكْفِينِي أَفَاخُذُ مِنْ مَالِهِ وَلَا يَشْعُرُ قَالَ خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدِكَ بِالْمَعْرُوفِ *

৫৪১৯. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র) - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদা হিন্দা (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আবু সুফিয়ান একজন কপণ ব্যক্তি। সে না আমার খরচ দেয়, না আমার সন্তানদের। আমি কি তাঁর মাল হতে তার অনুমতি ব্যতীত নিতে পারি ? তিনি বললেন : তুমি তোমার এবং তোমার সন্তানদের প্রয়োজন অনুযায়ী সঙ্গতভাবে নিতে পার।

النَّهْيُ عَنْ أَنْ يَقْضَى فِي قَضَاءٍ بِقَضَاءَيْنِ

এক আদেশে দু'টি মীমাংসা করা নিষেধ

৫৪২০. أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُبَشَّرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِيَّاسٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ وَكَانَ عَامِلًا عَلَى

سَجِسْتَانُ قَالَ كَتَبَ إِلَى أَبِي بَكْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا يَقْضِيَنَّ أَحَدٌ فِي قَضَاءٍ بِقَضَاءَيْنِ وَلَا يَقْضِيَّ أَحَدٌ بَيْنَ خَصْمَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانٌ *

৫৪২০. হুসায়ন ইবন মানসূর ইবন জাফর (র) - - - - আবু বাক্রা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি : কেউ যেন দুই মোকদ্দমার মীমাংসা এক ফয়সালায় না করে। আর কোন ব্যক্তি যেন রাগান্বিত অবস্থায় দুই ব্যক্তির মধ্যে মীমাংসা না করে।

مَا يَقْطَعُ الْقَضَاءُ

বিচারে লব্ধ মালের পরিণাম

٥٤٢١. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ الْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَإِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ *

৫৪২১. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র) - - - - উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা আমার নিকট বিচার নিয়ে এসে থাক, আমিও তো একজন মানুষ। তোমাদের মধ্যে হয়তো কেউ বর্ণনাভঙ্গিতে অন্য হতে পটু। আমি যা শুনি, তার পরিপ্রেক্ষিতেই তোমাদের মধ্যে মীমাংসা করি। যদি আমি কাউকে তার ভাই-এর কোন অধিকার অন্যায়ভাবে দিয়ে দেই; তবে আমি যেন তাকে আগুনের এক অংশই দেই।

بَابُ الْأَلَدِ الْخَصْمِ

ঘোর ঝগড়াটে ব্যক্তি

٥٤٢٢. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ح وَأَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنْ أَبْغَضَ الرَّجُلُ إِلَى اللَّهِ الْأَلَدَ الْخَصْمِ *

৫৪২২. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম ও মুহাম্মাদ ইবন মানসূর (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তা'আলার নিকট অত্যধিক ঘৃণিত ব্যক্তি সেই, যে ঘোর ঝগড়াটে।

الْقَضَاءُ فِيمَنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ

প্রমাণহীন মোকদ্দমার মীমাংসা

٥٤٢٣. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدٍ

ابْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فِي دَابَّةٍ لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ فَقَضَىٰ بِهَا بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ *

৫৪২৩. আমর ইবন আলী (র) - - - - আবু মুসা (রা) থেকে বর্ণিত। দুই ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে একটি জন্তুর ব্যাপারে মোকদ্দমা পেশ করলো, কিন্তু তাদের কারো কোন প্রমাণ ছিল না। তিনি রায় দিলেন, সেটি তারা উভয়ে আধাআধি পাবে।

عِظَةُ الْحَاكِمِ عَلَى الْيَمِينِ

শপথ গ্রহণে হাকিমের নসীহত

٥٤٢٤. أَخْبَرَنَا عَلَىُّ بْنُ سَعِيدٍ بْنُ مَسْرُوقٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ نَافِعِ بْنِ عُمَرَ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ كَانَتْ جَارِيَتَانِ تَخْرُزَانِ بِالطَّائِفِ فَخَرَجَتْ أَحَدَاهُمَا وَيَدُهَا تَدْمَى فَرَعَمَتْ أَنْ صَاحِبَتَهَا أَصَابَتْهَا وَأَنْكَرَتْ الْأُخْرَى فَكَتَبْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فِي ذَلِكَ فَكَتَبَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَىٰ أَنْ الْيَمِينِ عَلَى الْمُدْعَى عَلَيْهِ وَلَوْ أَنَّ النَّاسَ اعْطُوا بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى نَاسٌ أَمْوَالَ نَاسٍ وَدِمَاءَهُمْ فَادَّعُوهَا وَاتْلُ عَلَيْهَا هَذِهِ الْآيَةُ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ حَتَّىٰ خَتَمَ الْآيَةَ فَدَعَوْتُهَا فَتَلَوْتُ عَلَيْهَا فَأَعْتَرَفْتُ بِذَلِكَ فَسَرَّهُ *

৫৪২৪. আলী ইবন সাঈদ ইবন মাসরুক (র) - - - - ইবন আবু মুলায়কা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তায়েফে দু'টি বালিকা জুতা সেলাই করতো। তাদের একজন এমন অবস্থায় বের হলো যে, তার হাত হতে রক্ত পড়ছিল। সে বললো : তার বান্ধবী তাকে আঘাত করেছে। কিন্তু অন্য বালিকা তা অস্বীকার করলো। আমি এ ব্যাপারে ইবন আব্বাস (রা)-কে লিখলাম। তিনি উত্তরে লিখলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বিধান দিয়েছেন যে, বিবাদী শপথ করবে। কেননা যদি সকলেই তাদের দাবি অনুযায়ী পেয়ে যেত, তাহলে লোক অন্যান্য লোকের জানমাল দাবি করে বসতো। এ ব্যাপারে তার নিকট এ আয়াত তিলাওয়াত করুন : অর্থাৎ “যারা আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা এবং শপথের বিনিময়ে তুচ্ছ পার্থিব সম্পদ গ্রহণ করে, আখিরাতে তাদের কোন অংশই থাকবে না” (৩:৭৭) তিনি পূর্ণ আয়াত শেষ করলেন। তখন আমি ঐ বালিকাকে ডেকে তার নিকট এই আয়াত তিলাওয়াত করলে, সে তার অপরাধ স্বীকার করলো। ইবন আব্বাস (রা)-এর নিকট এই সংবাদ পৌঁছলে তিনি খুশি হলেন।

كَيْفَ يَسْتَحْلِفُ الْحَاكِمُ

হাকিম কিরূপে শপথ নিবেন

٥٤٢٥. أَخْبَرَنَا سَوَّارُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا مَرْحُومُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي نَعَامَةَ عَنْ أَبِي

عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ مُعَاوِيَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ عَلَى حَلَقَةٍ يَعْنِي مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ مَا أَجْلَسَكُمْ قَالُوا جَلَسْنَا نَدْعُو اللَّهَ وَنَحْمَدُهُ عَلَى مَا هَدَانَا لِدِينِهِ وَمَنْ عَلَيْنَا بِكَ قَالَ اللَّهُ مَا أَجْلَسَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ قَالُوا اللَّهُ مَا أَجْلَسْنَا إِلَّا ذَلِكَ قَالَ إِنِّي لَمْ أَسْتَحْلِفْكُمْ تَهْمَةً لَكُمْ وَإِنَّمَا أَتَانِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَأَخْبَرَنِي أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُبَاهِي بِكُمْ الْمَلَائِكَةَ *

৫৪২৫. সাওয়াব ইব্ন আবদুল্লাহ (র) - - - - আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুআবিয়া (রা) বলেছেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ বের হয়ে তাঁর সাহাবীদের এক মজলিসে পৌঁছলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : তোমাদের এখানে কিসে বসিয়েছে? তারা বললেন : আমরা আল্লাহর স্মরণে এবং তিনি যে আমাদেরকে হিদায়ত দান করেছেন এবং আপনাকে প্রেরণ করে আল্লাহ তা'আলা আমাদের উপর যে ইহসান করেছেন তার শোকর আদায় করার জন্য বসেছি। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : সত্যই কি তোমরা এজন্য এখানে বসেছো? তাঁরা বললেন : আল্লাহর শপথ! আমরা এজন্যই এখানে সমবেত হয়েছি। তিনি বললেন : আমি তোমাদেরকে মিথ্যাবাদী মনে করে তোমাদের থেকে শপথ নিইনি, বরং এজন্য যে, জিব্রাঈল (আ) এসে আমাকে সংবাদ দিলেন, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের ব্যাপারে ফেরেশতাদের সামনে গৌরব করছেন।

৫৪২৬. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ مُوسَى ابْنِ عُقْبَةَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَأَى عَيْسَى بْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَجُلًا يَسْرِقُ فَقَالَ لَهُ أَسْرَقْتَ قَالَ لَا وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ قَالَ عَيْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ أَمَنْتُ بِاللَّهِ وَكَذَّبْتُ بِصَرْيَ *

৫৪২৬. আহমদ ইব্ন হাফস (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ঈসা ইব্ন মারযাম (আ) এক ব্যক্তিকে চুরি করতে দেখে তাকে বললেন : তুমি চুরি করছো? তখন সে বললো : আল্লাহ তা'আলার শপথ করে বলছি : আমি চুরি করিনি, তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। ঈসা (আ) বললেন : আমি আল্লাহর উপর ঈমান রাখি এবং আমার চক্ষুকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করছি।

كِتَابُ الْأِسْتِعَاذَةِ

অধ্যায় : আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করা

৫৪২৭. أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَسِيدُ بْنُ أَبِي أَسِيدٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَصَابَنَا طَشٌّ وَظُلْمَةٌ فَانْتَظَرْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِيُصَلِّيَ بِنَا ثُمَّ ذَكَرَ كَلَامًا مَعْنَاهُ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِيُصَلِّيَ بِنَا فَقَالَ قُلْ فَقُلْتُ مَا أَقُولُ قَالَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَالْمُعَوَّذَتَيْنِ حِينَ تُمْسِي وَحِينَ تُصْبِحُ ثَلَاثًا يَكْفِيكَ كُلُّ شَيْءٍ *

৫৪২৭. আবু আবদুর রহমান আহমদ ইবন শুআয়ব (র) - - - - মুআয ইবন আবদুল্লাহ তাঁর পিতার মাধ্যমে বর্ণনা করেন যে, একবার কিছু বৃষ্টিপাতের পর চতুর্দিক অন্ধকার হয়ে গেল। আমরা আমাদের নিয়ে সালাত আদায়ের জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অপেক্ষা করছিলাম। তারপর তিনি এমন কিছু বললেন : যার মর্ম হলো, পরে তিনি আমাদের নিয়ে সালাত আদায়ার্থে বের হলেন। তিনি বললেন : বল ! আমি বললাম : কি বলবো ? তিনি বললেন : কুল হুয়াল্লাহ আহাদ, কুল আউযু বিরাক্বিল ফালাক, কুল আউযু বিরাক্বিন্নাস এবং সকাল-সন্ধ্যায় তিনবার করে। সকল বিপদাপদে এটাই তোমার জন্য যথেষ্ট।

৫৪২৮. أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خُبَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي طَرِيقٍ مَكَّةَ فَأَصَابَتْ خُلُوةٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَنُوتُ مِنْهُ فَقَالَ قُلْ فَقُلْتُ مَا أَقُولُ قَالَ قُلْ قُلْتُ مَا أَقُولُ قَالَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ حَتَّى خَتَمَهَا ثُمَّ قَالَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ حَتَّى خَتَمَهَا ثُمَّ قَالَ مَا تَعَوَّذَ النَّاسُ بِأَفْضَلِ مِنْهُمَا *

৫৪২৮. ইউনুস ইবন আবদুল আ'লা (র) - - - - আবদুল্লাহ ইবন খুবায়ব (রা) তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি মক্কার পথে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। একবার আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে নির্জনে পেয়ে তাঁর নিকট গেলাম। তিনি বললেন : বল। আমি বললাম : কি বলবো ? তিনি বললেন : বল, আমি বললাম কি বলব ? তিনি বললেন, বল, কুল আউযু বিরাক্বিল ফালাক। তিনি তা শেষ করলেন। এরপর বললেন : বল, কুল আউযু বিরাক্বিন্নাস। এই সূরা শেষ করে তিনি বললেন : লোকেরা এ দু'টির চেয়ে উত্তম আশ্রয় গ্রহণ করতে পারে না।

৫৪২৭. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنِي الْقَعْنَبِيُّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خُبَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ بَيْنَا أَنَا أَقْوَدُ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَاحِلَتُهُ فِي غَزْوَةٍ إِذْ قَالَ يَاعُقْبَةُ قُلْ فَاسْتَمِعْتُ ثُمَّ قَالَ يَاعُقْبَةُ قُلْ فَاسْتَمِعْتُ فَقَالَهَا الثَّالِثَةُ فَقُلْتُ مَا أَقُولُ فَقَالَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فَقَرَأَ السُّورَةَ حَتَّى خَتَمَهَا ثُمَّ قَرَأَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقَرَأْتُ مَعَهُ حَتَّى خَتَمَهَا ثُمَّ قَرَأَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ فَقَرَأْتُ مَعَهُ حَتَّى خَتَمَهَا ثُمَّ قَالَ مَا تَعَوَّذُ بِمِثْلِهِنَّ أَحَدٌ *

৫৪২৯. মুহাম্মদ ইবন আলী (র) - - - - উকবা ইবন আমির জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এক জিহাদের সফরে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উটনী টানছিলাম। তিনি বললেন : হে উকবা! বল! আমি সেদিকে লক্ষ্য করলাম। তিনি আবার বললেন, বল। আমি সেদিকে লক্ষ্য করলাম। তিনি তৃতীয়বার একই কথা বললেন। আমি বললাম, কী বলব? তিনি বললেন : বল, কুল হুয়াল্লাহু আহাদ। তিনি সূরা শেষ করলেন। এরপর তিনি কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক পাঠ করলে আমি তাঁর সংগে পাঠ করলাম। তিনি এটিও শেষ করলেন। তারপর বললেন, কুল আউযু বিরাব্বিল্লাস, তাঁর সঙ্গে আমিও তা পড়লাম। তিনি এটিও শেষ করলেন। তারপর বললেন : এই সূরাগুলো হতে উত্তম কোন আশ্রয় কেউ গ্রহণ করে না।

৫৪২৮. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَسْلَمِيُّ عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خُبَيْبٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قُلْ قُلْتُ وَمَا أَقُولُ قَالَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ فَقَرَأَهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ لَمْ يَتَعَوَّذِ النَّاسُ بِمِثْلِهِنَّ أَوْ لَا يَتَعَوَّذِ النَّاسُ بِمِثْلِهِنَّ *

৫৪৩০. আহমদ ইবন উসমান ইবন হাকীম (র) - - - - উকবা ইবন আমির জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন : বল। আমি বললাম : কী বলবো? তিনি বললেন : বল, কুল হুয়াল্লাহু আহাদ এবং কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক এবং কুল আউযু বিরাব্বিল্লাস। পরে রাসূলুল্লাহ ﷺ তা পাঠ করলেন এবং বললেন : কোন ব্যক্তি এই সূরাগুলোর ন্যায় অন্য কিছুর আশ্রয় গ্রহণ করে না করেনি। কিংবা বললেন, কোন লোক এর মত কিছুর আশ্রয় গ্রহণ করতে পারে না।

৫৪৩১. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو عَنْ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ أَخْبَرَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ ابْنَ عَابِسٍ الْجُهَنِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَهُ يَا ابْنَ عَابِسٍ أَلَا أَدُلُّكَ أَوْ قَالَ أَلَا أُخْبِرُكَ بِأَفْضَلِ مَا يَتَعَوَّذُ بِهِ

الْمُتَعَوِّذُونَ قَالَ بَلَىٰ يٰرَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ
هَاتَيْنِ السُّوْرَتَيْنِ *

৫৪৩১. মাহমুদ ইব্ন খালিদ (র) - - - - ইব্ন আবিস জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন : হে ইব্ন আবিস ! যা দ্বারা লোক আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে, এদের মধ্যে যা উত্তম, তা কি আমি তোমাকে বলবো না ? অথবা তিনি বললেন : আমি কি তোমাকে অবহিত করব না? সে বললো : হ্যাঁ, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তিনি বললেন : তা হলো, কুল আউযু বিরাবিবল ফালাক এবং কুল আউযু বিরাব্বিনাস-এ দু'টি সূরা।

৫৪৩২. আমর ইব্ন উসমান (র) - - - - উকবা ইব্ন আমির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে একটি সাদা খচ্চর হাদিয়া দেওয়া হলে তিনি তার উপর সওয়ার হলেন, আর উকবা (রা) তা টেনে নিয়ে চললেন। এমন সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ উকবা (রা)-কে বললেন : হে উকবা, পড়! তিনি বললেন : কি পড়বো ? তিনি বললেন : পড়, কুল আউযু বিরাবিবল ফালাক। তিনি তা আবারও বললেন, আমি তা পড়লাম। তিনি বুঝতে পারলেন, আমি এতে খুব বেশি খুশি হইনি। তিনি বললেন : হয়তো তুমি এর মর্যাদা বুঝিতে পারনি। আমি এর মত সূরা আর পাইনি।

৫৪৩৩. মুসা ইব্ন হিয়াম তিরমিযী (র) - - - - উকবা ইব্ন আমির (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সূরা নাস ও ফালাক সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে, তিনি এই দুটি সূরা দ্বারাই আমাদের ফজরের সালাতে ইমামতি করেন।

৫৪৩৪. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) - - - - উকবা (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের সালাতে এ সূরা দুটি তিলাওয়াত করেন।

৫৪৩৫. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) - - - - উকবা (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের সালাতে এ সূরা দুটি তিলাওয়াত করেন।

৫৪৩৬. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) - - - - উকবা (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের সালাতে এ সূরা দুটি তিলাওয়াত করেন।

৫৪৩৭. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) - - - - উকবা (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের সালাতে এ সূরা দুটি তিলাওয়াত করেন।

৫৪৩৫. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ الْحَارِثِ وَهُوَ الْعَلَاءُ عَنِ الْقَاسِمِ مَوْلَى مُعَاوِيَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ كُنْتُ أَقُودُ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي السَّفَرِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا عُقْبَةُ أَلَا أَعْلَمُكَ خَيْرَ سُورَتَيْنِ قُرِئَتَا فَعَلِمْنِي قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ فَلَمْ يَرْنِي سُرَرْتُ بِهِمَا جِدًّا فَلَمَّا نَزَلَ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ صَلَّى بِهِمَا صَلَاةَ الصُّبْحِ لِلنَّاسِ فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الصَّلَاةِ التَّفَتَ إِلَيَّ فَقَالَ يَا عُقْبَةُ كَيْفَ رَأَيْتَ *

৫৪৩৫. আহমদ ইবন আমর (র) - - - - উকবা ইবন আমির (রা) থেকে বর্ণিত যে, আমি সফরে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সওয়ারী টানছিলাম, এমন সময় তিনি বললেন : হে উকবা ! আমি কি তোমাকে পঠিত সর্বোত্তম দু'টি সূরা শিক্ষা দেব না ? তিনি আমাকে শিক্ষা দিলেন কুল আউয়ু বিরাব্বিল ফালাক এবং কুল আউয়ু বিরাব্বিনাস । তিনি দেখলেন, আমি এতে অধিক সন্তুষ্ট হইনি । এরপর যখন তিনি ফজরের সালাতে বের হলেন, তখন তিনি এই দু'টি সূরা দিয়েই ফজরের সালাত আদায় করলেন । রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাত শেষ করে আমার প্রতি লক্ষ্য করে বললেন : হে উকবা ! কেমন দেখলে ?

৫৪৩৬. أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ جَابِرٍ عَنِ الْقَاسِمِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ بَيْنَا أَقُودُ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي نَقَبٍ مِنْ تِلْكَ النَّقَابِ إِذْ قَالَ أَلَا تَرْكَبُ يَا عُقْبَةُ فَاجَلَلْتُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَرْكَبَ مَرْكَبَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ أَلَا تَرْكَبُ يَا عُقْبَةُ فَاشْفَقْتُ أَنْ يَكُونَ مَعْصِيَةً فَتَنَزَّلَ وَرَكِبْتُ هُنَيْهَةً وَنَزَلْتُ وَرَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ أَلَا أَعْلَمُكَ سُورَتَيْنِ مِنْ خَيْرِ سُورَتَيْنِ قَرَأَ بِهِمَا النَّاسُ فَأَقْرَأْنِي قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ فَأَقْرَأْتِ الصَّلَاةَ فَتَقَدَّمَ فَقَرَأَ بِهِمَا ثُمَّ مَرَّبَنِي فَقَالَ كَيْفَ رَأَيْتَ يَا عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ أَقْرَأَ بِهِمَا كُلَّمَا نِمْتُ وَقُمْتُ *

৫৪৩৬. আহমদ ইবন খালিদ (র) - - - - উকবা ইবন আমির (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমি এক রাস্তায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সওয়ারীর রশি টেনে নিছিলাম । এমন সময় তিনি বললেন : হে উকবা ! তুমি সওয়ার হবে না ? আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য তাঁর বাহনে আরোহণ সমীচীন মনে করলাম না । কিছুক্ষণ পর তিনি আবার বললেন : হে উকবা ! তুমি কি সওয়ার হবে না ? তখন আমি আশংকাবোধ করলাম যে, আদেশ অমান্য করার অপরাধ হয়ে যায় কিনা । সুতরাং তিনি অবতরণ করলে আমি সওয়ার হলাম । কিছুক্ষণ পরে আমি নিচে নামলাম, আর তিনি সওয়ার হলেন । এরপর তিনি বললেন : মানুষ যা তিলাওয়াত করে, এমন দু'টি উত্তম সূরা আমি কি তোমাকে শিক্ষা দেব না ? এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে দু'টি সূরা - কুল আউয়ু বিরাব্বিল ফালাক ও সূরা নাস শিক্ষা দিলেন । এমন সময় সালাতের ইকামত বলা হলো এবং তিনি অগ্রসর হয়ে এ দু'টি সূরাই পড়লেন, পরে তিনি আমার নিকট দিয়ে যাওয়ার সময় বললেন : হে উকবা ! কিরূপ দেখলে ? তুমি প্রত্যেক শয়নে ও জাগরণে এ সূরা দু'টি পাঠ করবে ।

৫৪৩৭. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا عُقْبَةُ قُلْ فَقُلْتُ مَاذَا أَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَسَكَتَ عَنِّي ثُمَّ قَالَ يَا عُقْبَةُ قُلْ فَقُلْتُ مَاذَا أَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَسَكَتَ عَنِّي فَقُلْتُ اللَّهُمَّ ارْزُدْهُ عَلَى فَقَالَ يَا عُقْبَةُ قُلْ فَقُلْتُ مَاذَا أَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ فَقَرَأْتُهَا حَتَّى أَتَيْتُ عَلَى آخِرِهَا ثُمَّ قَالَ قُلْ فَقُلْتُ مَاذَا أَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ فَقَرَأْتُهَا حَتَّى أَتَيْتُ عَلَى آخِرِهَا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ مَسْأَلِ سَائِلٍ بِمِثْلِهِمَا وَلَا أُسْتَعَاذُ مُسْتَعِيزٌ بِمِثْلِهِمَا *

৫৪৩৭. কুতায়বা (র) - - - - উক্বা ইবন আমির (রা) থেকে বর্ণিত যে, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ছিলাম। তিনি বললেন : হে উক্বা! বল। আমি বললাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ! কি বলবো? তিনি কিছুক্ষণ চুপ থাকলেন। তারপর বললেন : হে উক্বা! বল। আমি বললাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি কি বলবো? তিনি আবার চুপ থাকলেন। আমি বললাম : হে আল্লাহ! তাঁকে আমার দিকে ফিরিয়ে দিন। তারপর তিনি বললেন : হে উক্বা! বল। আমি বললাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ কি বলবো? এবার তিনি বললেন : বল, কুল আউয়ু বিরাব্বিল ফালাক, আমি তা পড়ে শেষ করলাম। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : বল। আমি বললাম : কি বলবো? তিনি বললেন : বল, কুল আউয়ু বিরাব্বিনাস। আমি তা পাঠ করলাম। এরপর তিনি বললেন : কোন প্রার্থনাকারী এর মত কিছু দ্বারা প্রার্থনা করেনি এবং কোন আশ্রয়প্রার্থী এর মত অন্য কিছু দ্বারা আশ্রয় গ্রহণ করেনি।

৫৪৩৮. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ أَسْلَمَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ رَاكِبٌ فَوَضَعْتُ يَدِي عَلَى قَدَمِهِ فَقُلْتُ أَقْرِئْنِي سُورَةَ هُودٍ أَقْرِئْنِي سُورَةَ يُوسُفَ فَقَالَ لَنْ تَقْرَأَ شَيْئًا أَبْلَغَ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ *

৫৪৩৮. কুতায়বা (র) - - - - উক্বা ইবন আমির (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে দেখলাম, তিনি বাহনে আরোহণ করে আছেন। আমি তাঁর পায়ে আমার হাত রেখে বললাম : আমাকে সূরা হুদ শিক্ষা দিন, আমাকে সূরা ইউসুফ শিক্ষা দিন। তিনি বললেন : তুমি আল্লাহর নিকট অতি প্রিয় সূরা ফালাক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কোন সূরা পড়বে না।

৫৪৩৯. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا قَيْسٌ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَنْزَلَ عَلَى آيَاتٍ لَمْ يَرِ مِثْلُهُنَّ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ إِلَى آخِرِ السُّورَةِ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ إِلَى آخِرِ السُّورَةِ *

৫৪৩৯. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র) - - - - উক্বা ইবন আমির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমার উপর কয়েকটি আয়াত নাযিল হয়েছে, যার মত আর কোন আয়াত দেখা যায় না, আর তা হলো 'কুল আউযুবি রাব্বিল ফালাক' শেষ পর্যন্ত এবং 'কুল আউযুবিরাব্বিন নাস' শেষ পর্যন্ত।

৫৪৪০. ৫৪৪১. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنِي بَدَلٌ قَالَ حَدَّثَنَا شَدَّادُ بْنُ سَعِيدٍ أَبُو طَلْحَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ الْجُرَيْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نَضْرَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اقْرَأْ يَا جَابِرُ قُلْتُ وَمَاذَا اقْرَأَ بِأَيِّ أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ اقْرَأْ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ فَقَرَأْتُهُمَا فَقَالَ اقْرَأْ بِهِمَا وَلَنْ تَقْرَأَ بِمِثْلِهِمَا *

৫৪৪০. আমর ইবন আলী (র) - - - - জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বলেন : হে জাবির ! পড়। আমি বললাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমার মাতাপিতা আপনার উপর কুরবান হোক, আমি কি পড়বো? তিনি বললেন : তুমি পড়, কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক, কুল আউযু বিরাব্বিন্নাস তখন আমি উভয় সূরা তিলাওয়াত করলাম। তিনি বললেন : একটি পাঠ করো। এর মত আর কোন সূরা তিলাওয়াত করবে না।

الْإِسْتِعَاذَةُ مِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ

যে হৃদয় ভয় করে না, তা হতে আল্লাহর পানাহ চাওয়া

৫৪৪১. أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْهُدَيْلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنْ أَرْبَعٍ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَدُعَاءٍ لَا يَسْمَعُ وَنَفْسٍ لَا تَشْبَعُ *

৫৪৪১. ইয়াযীদ ইবন সিনান (র) - - - - আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ চারটি বস্তু হতে আল্লাহর আশ্রয় কামনা করতেন : অনুপকারী ইল্ম হতে, এমন অন্তর হতে- যা আল্লাহর ভয়ে ভীত-কম্পিত হয় না, এমন দু'আ হতে, যা কবুল হয় না, আর ঐ প্রবৃত্তি হতে যা পরিতৃপ্ত হয় না।

الْإِسْتِعَاذَةُ مِنْ فِتْنَةِ الصَّدْرِ

অন্তরের ফিতনা থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা

৫৪৪২. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَفِتْنَةِ الصَّدْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ *

৫৪৪২. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র) - - - - উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আশ্রয় কামনা করতেন কাপুরম্বতা, কৃপণতা, অন্তরের ফিতনা এবং কবরের আযাব হতে।

الْإِسْتِعَاذَةُ مِنْ شَرِّ السَّمْعِ وَالْبَصَرِ

কান ও চোখের ফিতনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

৫৪৪৩. أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَقَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ أَوْسٍ قَالَ حَدَّثَنِي بِلَالُ بْنُ يَحْيَى أَنَّ شُتَيْرَ بْنَ شَكْلٍ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ شَكْلٍ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ عَلَّمَنِي تَعَوُّذًا أَتَعَوَّذُ بِهِ فَأَخَذَ بِيَدِي ثُمَّ قَالَ قُلْ أَعُوذُكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِي وَشَرِّ بَصَرِي وَشَرِّ لِسَانِي وَشَرِّ قَلْبِي وَشَرِّ مَنِيٍّ قَالَ حَتَّى حَفِظْتُهَا قَالَ سَعْدُ وَالْمَنَى مَاؤُهُ *

৫৪৪৩. হুসায়ন ইব্ন ইসহাক (র) - - - - শাকাল ইব্ন হুমায়দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বললাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে এমন এক আশ্রয় প্রার্থনার দু'আ শিক্ষা দিন, আমি যা দ্বারা আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করতে পারি। তখন তিনি আমার হাত ধরে বললেন : তুমি বল, হে আল্লাহ! আমি আমার কান, চক্ষু, জিহ্বা, অন্তর এবং বীর্যের অনিষ্ট হতে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। রাবী বলেন : আমি তা মুখস্থ করে নিয়েছি। সাঈদ (রা) বলেন : হাদীসের 'মনি' শব্দের অর্থ- বীর্য।

الْإِسْتِعَاذَةُ مِنَ الْجَبْنِ

কাপুরুষতা হতে আশ্রয় প্রার্থনা করা

৫৪৪৪. أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ مُصَنَّبَ بْنَ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ يُعَلِّمُنَا خَمْسًا كَانَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدْعُو بِهِمْ وَيَقُولُهُنَّ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُكَ مِنَ الْبُخْلِ وَأَعُوذُكَ مِنَ الْجَبْنِ وَأَعُوذُكَ أَنْ أَرُدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمَرِ وَأَعُوذُكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَأَعُوذُكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ *

৫৪৪৪. ইসমাইল ইব্ন মাসউদ (র) - - - - মুস'আব ইব্ন সা'দ (র) তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি আমাদেরকে পাঁচটি কথা শিক্ষা দিতেন এবং তিনি বলতেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ এগুলো দ্বারা দু'আ করতেন এবং তিনি বলতেন : হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি কৃপণতা থেকে, আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি কাপুরুষতা থেকে, আমি আরো আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি জীবনের নিকৃষ্টতম অংশ (অতি বার্ধক্য) থেকে এবং আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি দুনিয়ার ফিতনা থেকে এবং আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি কবরের আযাব থেকে।

الْإِسْتِعَاذَةُ مِنَ الْبُخْلِ

কৃপণতা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

৫৪৪৫. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ زَكْرِيَّا عَنْ أَبِي

اسْحَقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَعَوَّذُ مِنْ خَمْسٍ مِنَ الْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَسُوءِ الْعُمُرِ وَفِتْنَةِ الصَّدْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ *

৫৪৪৫. মুহাম্মদ ইবন আবদুল আযীয (র) - - - ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ পাক ১১টি বিষয় হতে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করতেন : কৃপণতা হতে, কাপুরুষতা হতে, মন্দ আয়ু হতে, অন্তরের ফিতনা এবং কবরের আযাব হতে।

٥٤٤٦. أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَبِائِلُ بْنُ هِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمِيرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ الْأَوْدِيِّ قَالَ كَانَ سَعْدٌ يَعْلَمُ بَنِيهِ هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ كَمَا يَعْلَمُ الْمُعَلِّمُ الْغُلَّامَانَ وَيَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَتَعَوَّذُ بِهِنَّ دُبْرَ الصَّلَاةِ اَللَّهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَاَعُوْذُ بِكَ اَنْ اُرْدَّ اِلٰی اُرْدَالِ الْعُمُرِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ فَحَدَّثْتُ بِهَا مُصَنَّبًا فَصَدَّقَهُ *

৫৪৪৬. ইয়াহইয়া ইবন মুহাম্মদ (র) - - - আমর ইবন মায়মুন আওদী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন সা'দ (রা) তাঁর সন্তানদেরকে এই বাক্যসমূহ শিক্ষা দিতেন, যেমন শিক্ষক ছাত্রদেরকে শিক্ষা দিয়ে থাকেন। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ পাক এই দু'আগুলো নামাযের পর পাঠ করতেন : হে আল্লাহ! আমি কাপুরুষতা, কার্পণ্য, চরম বার্বাক্য, দুনিয়ার ফিতনা এবং কবরের আযাব থেকে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। রাবী বলেন : আমি এই হাদীস মুসআব (রা)-এর নিকট বর্ণনা করলে তিনি এর সত্যয়ন করেন।

٥٤٤٧. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى عَنْ مُعَاذِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ اَللَّهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْبُخْلِ وَالْهَرَمِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَفِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ *

৫৪৪৭. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র) - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ পাক বলতেন : ইয়া আল্লাহ! আমি অপারগতা, অলসতা, কৃপণতা, চরম বার্বাক্য এবং জীবন ও মরণের ফিতনা হতে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

الْاِسْتِعَاذَةُ مِنَ الْهَمِّ

দুশ্চিন্তা হতে আশ্রয় প্রার্থনা করা

٥٤٤٨. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ ابْنِ فَضِيلٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ عَنْ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ دَعَوَاتٌ لَا يَدْعُهُنَّ كَانَ يَقُولُ اَللَّهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْخَرَنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَغَلْبَةِ الرِّجَالِ *

৫৪৪৮. আলী ইব্ন মুনযির (র) - - - - আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কয়েকটি নির্দিষ্ট দু'আ ছিল, যা তিনি কোন সময় ছাড়তেন না। তা এই যে, তিনি বলতেন : হে আল্লাহ ! আমি দুশ্চিন্তা, অপারগতা, অলসতা, কৃপণতা, কাপুরুষতা, এবং লোকের আত্মাসন হতে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

৫৪৪৯. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرِو عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ دَعَوَاتٌ لَا يَدْعُهُنَّ إِلَّا أَنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَالْدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا الصَّوَابُ وَحَدِيثُ ابْنِ فَضِيلٍ خَطَأٌ *

৫৪৪৯. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র) - - - - আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কয়েকটি দু'আ ছিল, যা তিনি কখনও ত্যাগ করতেন না। হে আল্লাহ ! আমি দুশ্চিন্তা, ভয়, অপারগতা, অলসতা, কৃপণতা, কাপুরুষতা, ঋণ এবং লোকের আত্মাসন হতে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

৫৪৫০. أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ قَالَ أَنَسٌ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَدْعُو اللَّهَ أَنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَفِتْنَةِ الدَّجَالِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ *

৫৪৫০. হুমায়দ ইব্ন মাসআদা (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ দু'আ করতেন : হে আল্লাহ ! আমি আপনার কাছে অলসতা, চরম বার্ধক্য, কাপুরুষতা, কৃপণতা, দাজ্জালের ফিতনা এবং কবরের আযাব থেকে পানাহ চাচ্ছি।

৫৪৫১. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ *

৫৪৫১. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল আ'লা সানআনী (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলতেন : হে আল্লাহ ! আমি আপনার নিকট অপারগতা, অলসতা, চরম বার্ধক্য, কৃপণতা এবং কাপুরুষতা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমি আপনার কাছে কবরের আযাব এবং জীবন-মৃত্যুর ফিতনা থেকেও আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

الْإِسْتِعَاذَةُ مِنَ الْحَزَنِ

দুঃখ-কষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

৫৪৫২. أَخْبَرَنَا أَبُو حَاتِمٍ السَّجِسْتَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرِو مَوْلَى الْمُطَّلِبِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُطَّلِبِ عَنْ أَنَسِ بْنِ

مَا لِكَ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا دَعَا قَالَ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَالْعَجْزِ
وَالْكَسَلِ وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَضَلَعِ الدِّينِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ قَالَ اَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ سَعِيْدُ بْنُ سَلَمَةَ
شَيْخٌ ضَعِيفٌ وَاِنَّمَا اَخْرَجْنَاهُ لِلزِّيَادَةِ فِى الْحَدِيثِ *

৫৪৫২. আবু হাতিম সিজিস্তানী (র) - - - - আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'আর সময় বলতেন : হে আল্লাহ্ ! আমি দুশ্চিন্তা, দুঃখ, অপারগতা, অলসতা, কৃপণতা, কাপুরুষতা, ঋণের বোঝা এবং লোকের আত্মসন হতে আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি।

بَابُ اَلِاسْتِعَاذَةِ مِنَ الْمَغْرَمِ وَالْمَأْثَمِ

পরিচ্ছেদ : দেনা এবং পাপ হতে আশ্রয় প্রার্থনা করা

৫৪৫৩. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي صَفْوَانَ قَالَ حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ سَعِيدٍ بْنِ عَطِيَّةٍ
وَكَانَ خَيْرَ أَهْلِ زَمَانِهِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ أَكْثَرَمَا مَا يَتَعَوَّذُ مِنَ الْمَغْرَمِ وَالْمَأْثَمِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَكْثَرَ مَا تَتَعَوَّذُ مِنَ
الْمَغْرَمِ قَالَ إِنَّهُ مِنْ غَرَمٍ حَدَّثَ فَكَذَّبَ وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ *

৫৪৫৩. মুহাম্মদ ইবন উসমান (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অধিকাংশ সময় ঋণ এবং পাপ হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। আমি বললাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি কত বেশিই না ঋণ হতে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করে থাকেন ! তখন তিনি বললেন : যে ব্যক্তি ঋণী হয়, সে যখন কথা বলে, মিথ্যা বলে এবং যখন ওয়াদা করে, তা ভঙ্গ করে।

اَلِاسْتِعَاذَةُ مِنْ شَرِّ السَّمْعِ وَالْبَصَرِ

চোখ ও কানের অপকারিতা হতে আশ্রয় প্রার্থনা করা

৫৪৫৪. أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَقَ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ أَوْسٍ قَالَ
حَدَّثَنِي بِلَالُ بْنُ يَحْيَى أَنْ شَتِيرَ بْنِ شَكْلٍ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ شَكْلٍ بْنِ حُمَيْدٍ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ
ﷺ فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ عَلَّمَنِي تَعَوُّذًا أَتَعَوَّذُ بِهِ فَأَخَذَ بِيَدِي ثُمَّ قَالَ قُلْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ
سَمْعِي وَشَرِّ بَصَرِي وَشَرِّ لِسَانِي وَشَرِّ قَلْبِي وَشَرِّ مَنِيٍّ قَالَ حَتَّى حَفِظْتُهَا قَالَ سَعْدُ وَالْمَنِيُّ
مَاؤُهُ خَالَفَهُ وَكَيْعٌ فِى لَفْظِهِ *

৫৪৫৪. হুসায়ন ইবন ইসহাক (র) - - - - শাকাল ইবন হুমায়দ (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললাম : হে আল্লাহর নবী! আমাকে এমন আশ্রয়ের দু'আ শিখিয়ে দিন, যা দ্বারা

আমি আশ্রয় প্রার্থনা করতে পারি। তিনি আমার হাত ধরে বললেন : তুমি বল, আমি আমার কান, চোখ, জিহ্বা, অন্তর এবং বীর্যের অপকারিতা হতে আল্লাহর আশ্রয় চাচ্ছি। রাবী বলেন : আমি তা মুখস্থ করে নিলাম। সা'দ (রা) বলেন : হাদীসে বর্ণিত 'মনি' অর্থ বীর্য।

الْإِسْتِعَاذَةُ مِنْ شَرِّ الْبَصَرِ

চোখের অপকারিতা হতে আশ্রয় প্রার্থনা করা

৫৪৫০. أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ بْنُ وَكِيعٍ بْنُ الْجَرَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ سَعْدِ بْنِ أَوْسٍ عَنْ بِلَالِ ابْنِ يَحْيَى عَنْ شَتِيرِ بْنِ شَكْلٍ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَّمْنِي دُعَاءَ أَنْتَفِعَ بِهِ قَالَ قُلِ اللَّهُمَّ عَافِنِي مِنْ شَرِّ سَمْعِي وَبَصَرِي وَلِسَانِي وَقَلْبِي وَمِنْ شَرِّ مَنْيِّ يَغْنِي ذِكْرَهُ *

৫৪৫৫. উবায়দ ইব্ন ওয়াকী' (র) - - - - শাকাল ইব্ন হুমায়দ (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি বললাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! আমাকে কিছু দু'আ শিখিয়ে দিন, যা দ্বারা আমি লাভবান হতে পারি। তিনি বললেন : তুমি বল, হে আল্লাহ্ ! আমাকে কান, চোখ, জিহ্বা, অন্তর এবং পুরুষাঙ্গের অপকারিতা হতে রক্ষা করুন।

الْإِسْتِعَاذَةُ مِنَ الْكَسَلِ

অলসতা হতে আশ্রয় প্রার্থনা করা

৫৪৫৬. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى عَنْ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَعَنِ الدَّجَالِ قَالَ كَانَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَفِتْنَةِ الدَّجَالِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ *

৫৪৫৬. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র) - - - - হুমায়দ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনাস ইব্ন মালিক (রা)-এর নিকট কবর আযাব এবং দাজ্জাল সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ বলতেন : ইয়া আল্লাহ্ ! আমি অলসতা, চরম বার্ধক্য, কাপুরুষতা, কৃপণতা, দাজ্জালের ফিতনা এবং কবর আযাব হতে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

الْإِسْتِعَاذَةُ مِنَ الْعَجْزِ

অপারগতা হতে আশ্রয় প্রার্থনা করা

৫৪৫৭. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلِيمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَاضِرٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ الْأَحْوَلُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ لَا أَعْلَمُكُمْ إِلَّا مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَالْهَرَمِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ اللَّهُمَّ أَتِ نَفْسِي

تَقَوَّاهَا وَزَكَّاهَا أَنْتَ خَيْرٌ مَنْ زَكَّاهَا أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا اَللَّهُمَّ اِنِّى اَعُوْذُ بِكَ مِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ وَعِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَدَعْوَةٍ لَا يَسْتَجَابُ لَهَا *

৫৪৫৭. আহমদ ইব্ন সুলায়মান (র) - - - - যায়দ ইব্ন আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি তোমাদেরকে তা-ই শিক্ষা দেব, যা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে শিক্ষা দিতেন, তিনি বলতেন : হে আল্লাহ্! আমি অপারগতা, অলসতা, কৃপণতা, কাপুরুষতা, চরম বার্বাক্য এবং কবর আযাব হতে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ্! আমার আত্মাকে পরহেয়গারী দান করুন এবং একে মন্দ কার্য হতে পবিত্র করুন; আপনি অতি উত্তম পবিত্রকারী এবং আপনিই এর মালিক। হে আল্লাহ্! আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি ঐ অন্তর হতে যা ভীত হয় না, আর ঐ প্রবৃত্তি থেকে, যা তৃপ্ত হয় না, আর এমন ইলম হতে, যা উপকার করে না এবং এমন দু'আ থেকে, যা কবুল হয় না।

৫৪৫৮. আহমদ ইব্ন আলী (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : হে আল্লাহ্! আমি অপারগতা, অলসতা, কৃপণতা, কাপুরুষতা, চরম বার্বাক্য, কবর আযাব এবং জীবন-মরণের ফিতনা হতে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

اَلْقَبْرِ وَفِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ *

৫৪৫৮. আমর ইব্ন আলী (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : হে আল্লাহ্! আমি অপারগতা, অলসতা, কৃপণতা, কাপুরুষতা, চরম বার্বাক্য, কবর আযাব এবং জীবন-মরণের ফিতনা হতে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

الِاسْتِعَاذَةُ مِنَ الذَّلَّةِ

অপমান ও লাঞ্ছনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

৫৪৫৯. আহমদ ইব্ন সুলায়মান (র) - - - - যায়দ ইব্ন আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি তোমাদেরকে তা-ই শিক্ষা দেব, যা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে শিক্ষা দিতেন, তিনি বলতেন : হে আল্লাহ্! আমি অপারগতা, অলসতা, কৃপণতা, কাপুরুষতা, চরম বার্বাক্য, কবর আযাব এবং জীবন-মরণের ফিতনা হতে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

اَلْقَبْرِ وَفِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ *

৫৪৫৯. আবু আসিম খুশায়শ ইব্ন আসরাম (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : হে আল্লাহ্! আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি দারিদ্র্য হতে, আমি আরও আশ্রয় প্রার্থনা করি অপ্রতুলতা এবং অপমান ও লাঞ্ছনা থেকে, আর আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি আমি যেন কারো উপর অত্যাচার না করি অথবা আমি যেন অত্যাচারিত না হই।

৫৪৬০. আহমদ ইব্ন সুলায়মান (র) - - - - যায়দ ইব্ন আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি তোমাদেরকে তা-ই শিক্ষা দেব, যা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে শিক্ষা দিতেন, তিনি বলতেন : হে আল্লাহ্! আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি দারিদ্র্য হতে, আমি আরও আশ্রয় প্রার্থনা করি অপ্রতুলতা এবং অপমান ও লাঞ্ছনা থেকে, আর আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি আমি যেন কারো উপর অত্যাচার না করি অথবা আমি যেন অত্যাচারিত না হই।

إِسْحَقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ قَالَ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ عِيَّاضٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الْفَقْرِ وَالْقِلَّةِ وَالذَّلَّةِ وَأَنْ تَظْلِمَ أَوْ تُظْلَمَ *

৫৪৬০. মাহমুদ ইবন খালিদ (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} বলেছেন : তোমরা আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবে অভাব-অনটন, অপ্রতুলতা, অপমান থেকে এবং কারো উপর অত্যাচার করা কিংবা কারো দ্বারা অত্যাচারিত হওয়া থেকে।

৫৪৬১. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَصْرِ بْنِ نَصْرِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ إِسْحَقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَّارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُكَ مِنَ الْقِلَّةِ وَالْفَقْرِ وَالذَّلَّةِ وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَظْلِمَ أَوْ أَظْلَمَ *

৫৪৬১. আহমদ ইবন নাসর (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} বলতেন : হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে স্বল্পতা, অভাব-অনটন, লাঞ্ছনা থেকে আশ্রয় চাই। আমি অত্যাচার করা ও অত্যাচারিত হওয়া থেকে আপনার পানাহ চাই।

الْإِسْتِعَاذَةُ مِنَ الْقِلَّةِ

অপ্রতুলতা হতে আশ্রয় প্রার্থনা করা

৫৪৬২. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يَعْنَى ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ عِيَّاضٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الْفَقْرِ وَمِنَ الْقِلَّةِ وَمِنَ الذَّلَّةِ وَأَنْ أَظْلِمَ أَوْ أَظْلَمَ *

৫৪৬২. মাহমুদ ইবন খালিদ (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} বলেছেন : তোমরা আল্লাহর নিকট অভাব-অনটন, অপ্রতুলতা, লাঞ্ছনা এবং অত্যাচার করা ও অত্যাচারিত হওয়া থেকে আশ্রয় প্রার্থনা কর।

الْإِسْتِعَاذَةُ مِنَ الْفَقْرِ

অভাব-অনটন থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

৫৪৬৩. أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ شَيْبَةَ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ قَالَ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ عِيَّاضٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الْفَقْرِ وَالْقِلَّةِ وَالذَّلَّةِ وَأَنْ تَظْلِمَ أَوْ تُظْلَمَ *

৫৪৬৩. ইউনুস ইবন আবদুল আ'লা (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} বলেছেন :

তোমরা আল্লাহর নিকট অভাব-অনটন, অপ্রতুলতা, লাঞ্ছনা এবং অন্যের উপর অত্যাচার করা এবং অত্যাচারিত হওয়া থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করবে।

৫৬৬৪. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدَى قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ يَعْنِي الشَّحَّامُ قَالَ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ يَعْنِي ابْنَ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّهُ كَانَ سَمِعَ وَالِدَهُ يَقُولُ فِي دُبْرِ الصَّلَاةِ االلَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ فَجَعَلْتُ أَدْعُو بِهِمْ فَقَالَ يَا بَنِيَّ أَنَّى عَلِمْتَ هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ قُلْتُ يَا ابْنَتِ سَمِعْتُكَ تَدْعُو بِهِمْ فِي دُبْرِ الصَّلَاةِ فَأَخَذْتُهُنَّ عَنْكَ قَالَ قَالَ فَالْزَمْنَهُنَّ يَا بَنِيَّ فَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَدْعُو بِهِمْ فِي دُبْرِ الصَّلَاةِ *

৫৪৬৪. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র) - - - - মুসলিম (র) বলেন, তাঁর পিতাকে প্রত্যেক নামাযের পর বলতে শুনতেন যে, হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি কুফরী, অভাব এবং কবরের আযাব হতে। আমিও এ দ্বারা দু'আ করতে আরম্ভ করলাম। তখন আমার পিতা বললেন : হে প্রিয় বৎস! এই দু'আ কোথা থেকে শিখলে? আমি বললাম : হে পিতা! আমি আপনাকে এই দু'আ করতে শুনেছি প্রত্যেক নামাযের পর। আমি তা আপনার নিকটেই শিখেছি। তিনি বললেন : বেটা, এগুলোকে আঁকড়ে ধরবে। কেননা নবী ﷺ প্রত্যেক নামাযের পর এগুলো দ্বারা দু'আ করতেন।

الْاِسْتِعَاذَةُ مِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْقَبْرِ

কবরের ফিতনা-অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

৫৬৬৫. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَثِيرًا مَا يَدْعُو بِهِؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ االلَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَشَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ وَشَرِّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ وَشَرِّ فِتْنَةِ الْغِنَى االلَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَأَنْقِ قَلْبِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا أَنْقَيْتَ الثُّوبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ وَبَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ االلَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُسَلِ وَالْهَرَمِ وَالْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ *

৫৪৬৫. মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রায়ই এই দু'আ পাঠ করতেন : হে আল্লাহ! আমি দোষখের ফিতনা, দোষখের আযাব, কবরের ফিতনা, কবরের আযাব, দাজ্জালের ফিতনা, অভাব-অনটন এবং ঐশ্বর্যের ফিতনা থেকে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ! আমার পাপসমূহকে বরফ ও শিলার পানি দ্বারা ধুয়ে দিন, আর আমার অন্তরকে পাপ-পঙ্কিলতা হতে এভাবে পরিষ্কার করে দিন, যেভাবে সাদা কাপড় ময়লা হতে পরিষ্কার করা হয়ে থাকে। আর আমাকে পাপ হতে এত দূরে রাখুন, যেমন পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে দূরত্ব রেখেছেন। হে আল্লাহ! আমি অলসতা, অতি বার্বক্য, পাপ এবং ঋণগ্রস্ত হওয়া থেকে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

الْإِسْتِعَاذَةُ مِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ

অতৃপ্ত প্রবৃত্তি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

৫৬৬. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ عَبَادِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْآرْبَعِ مِنَ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ وَمِنْ دُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ *

৫৪৬৬. কুতায়বা (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন : হে আল্লাহ! আমি চারটি বস্তু থেকে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি : অনুপকারী ইলম হতে; ঐ অন্তর হতে, যাতে ভয় থাকে না; ঐ প্রবৃত্তি হতে, যা তৃপ্ত হয় না আর ঐ দু'আ হতে যা কবুল হয় না।

الْإِسْتِعَاذَةُ مِنَ الْجُوعِ

ক্ষুধা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

৫৬৭. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنِ الْمُقْبِرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُوعِ فَإِنَّهُ يَنْسُ الضَّجِيعَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخِيَانَةِ فَإِنَّهَا يَنْسُ الْبِطَانَةَ *

৫৪৬৭. মুহাম্মদ ইবন 'আলা (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন : হে আল্লাহ! আমি ক্ষুধা হতে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। কেননা তা অতি নিকৃষ্ট সঙ্গী। আর আমি আমানতে خیয়ানত করা হতে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। কেননা তা অতি মন্দ চরিত্র।

الْإِسْتِعَاذَةُ مِنَ الْخِيَانَةِ

খিয়ানত হতে আশ্রয় প্রার্থনা করা

৫৬৮. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلَانَ وَذَكَرَ آخَرَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُوعِ فَإِنَّهُ يَنْسُ الضَّجِيعَ وَمِنْ الْخِيَانَةِ فَإِنَّهَا يَنْسُ الْبِطَانَةَ *

৫৪৬৮. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন : হে আল্লাহ! আমি ক্ষুধা হতে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। কেননা তা অতি নিকৃষ্ট সাথী। আর খিয়ানত হতে, যা অতি মন্দ চরিত্র।

الْاستِعَاذَةُ مِنَ الشَّقَاقِ وَالنَّفَاقِ وَسُوءِ الْأَخْلَاقِ

শত্রুতা, নিফাক ও মন্দ চরিত্র থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

৫৬৭৯. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا خَلْفٌ عَنْ حَفْصٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَدْعُو بِهِذِهِ الدَّعَوَاتِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَقَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَدُعَاءٍ لَا يَسْمَعُ وَنَفْسٍ لَا تَشْبَعُ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَؤُلَاءِ الْأَرْبَعِ *

৫৪৬৯. কুতায়বা (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ এই দু'আ করতেন : হে আল্লাহ! আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি অনুপকারী বিদ্যা হতে; এমন অন্তর হতে, যে ভয় করে না; এমন দু'আ হতে যা কবুল হয় না; আর ঐ প্রবৃত্তি হতে, যা তৃপ্ত হয় না। তিনি বললেন : হে আল্লাহ! আমি এই চারটি বস্তু হতে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

৫৬৭. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةٌ قَالَ حَدَّثَنَا ضُبَارَةُ عَنْ دُوَيْدِ بْنِ نَافِعٍ قَالَ قَالَ أَبُو صَالِحٍ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَدْعُو اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّقَاقِ وَالنَّفَاقِ وَسُوءِ الْأَخْلَاقِ *

৫৪৭০. আমর ইব্ন উসমান (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ দু'আ করতেন : হে আল্লাহ! আমি শত্রুতা, নিফাক এবং মন্দ চরিত্র থেকে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

الْاستِعَاذَةُ مِنَ الْمَغْرَمِ

ঋণের বোঝা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

৫৬৭৮. أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا بَقِيَّةٌ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ سُلَيْمَانُ بْنُ سُلَيْمٍ الْحِمَصِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ عُرْوَةَ هُوَ ابْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَكْثُرُ التَّعَوُّدُ مِنَ الْمَغْرَمِ وَالْمَأْتَمِ فَقِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ تَكْثُرُ التَّعَوُّدَ مِنَ الْمَغْرَمِ وَالْمَأْتَمِ فَقَالَ إِنْ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَّبَ وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ *

৫৪৭১. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রায়ই পাপ এবং ঋণভার হতে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। তখন কেউ তাঁকে প্রশ্ন করলো : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি পাপ ও ঋণভার থেকে অত্যধিক আশ্রয় প্রার্থনা করেন? তিনি বললেন : কোন লোক যখন করযদার হয়, তখন সে কথা বললে মিথ্যা বলে এবং ওয়াদা করলে খেলাফ করে।

الْاستِعَاذَةُ مِنَ الدَّيْنِ

দেনা হতে আশ্রয় প্রার্থনা করা

৫৬৭২. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ وَذَكَرَ آخَرَ قَالَ

حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ غَيْلَانَ التَّجِيبِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ دَرَّاجًا أَبَا السَّمْعِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الْهَيْثَمِ أَنَّهُ سَمِعَ
أَبَا سَعِيدٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْكُفْرِ وَالْدِّينِ قَالَ رَجُلٌ
يَا رَسُولَ اللَّهِ اتَّعَدِلْ الدِّينَ بِالْكَفْرِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَعَمْ *

৫৪৭২. মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন ইয়াযীদ (র) - - - - আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি : আমি কুফর এবং দেনা হতে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি। তখন এক ব্যক্তি বললো : ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ ! আপনি কি দেনা এবং কুফরকে একই রকম মনে করেন ? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : হ্যাঁ।

৫৪৭৩. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقَرِّيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ عَنْ
دَرَّاجٍ أَبِي السَّمْعِ عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْكُفْرِ
وَالْدِّينِ فَقَالَ رَجُلٌ تَعَدِلْ الدِّينَ بِالْكَفْرِ قَالَ نَعَمْ *

৫৪৭৩. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) - - - - আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : আমি আল্লাহর নিকট কুফর এবং দেনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। তখন এক ব্যক্তি বললো : আপনি কি কুফর এবং দেনাকে একই রকম মনে করেন ? তিনি বললেন : হ্যাঁ।

الِاسْتِعَاذَةُ مِنْ غَلْبَةِ الدِّينِ

ঋণের প্রাবল্য থেকে আশ্রয় চাওয়া

৫৪৭৪. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي حَيْوَةُ بْنُ
عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبْلِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ ﷺ كَانَ يَدْعُو بِهِؤَلَاءِ الْكَلِمَاتِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلْبَةِ الدِّينِ وَغَلْبَةِ الْعَدُوِّ
وَشِمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ *

৫৪৭৪. আহমদ ইবন আমর ইবন সারহ (র) - - - - আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবন আস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এই কথাগুলো দ্বারা দু'আ করতেন : হে আল্লাহ ! আমি আপনার নিকট ঋণের প্রাবল্য, শত্রুর প্রাধান্য এবং দুশমনের সত্ত্বষ্টি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

الِاسْتِعَاذَةُ مِنْ هُزُلِ الدِّينِ

দেনার চাপ হতে আশ্রয় প্রার্থনা করা

৫৪৭৫. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ وَهُوَ ابْنُ يَزِيدَ الْجُرُمِيُّ عَنْ عَبْدِ

الْعَزِيزِ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍو عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَالْكَسَلِ وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ *

৫৪৭৫. আহমদ ইবন হারব (র) - - - - আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ^{সহাবাত} বলতেন : হে আল্লাহ্ ! আমিই দুঃখ-কষ্ট, দুশ্চিন্তা-আলস্য, ভীৰুতা, কৃপণতা এবং ঋণের বোঝা থেকে এবং মানুষের আধিপত্য বিস্তার হতে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

الْإِسْتِعَاذَةُ مِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْغِنَى

ঐশ্বর্যের অনিষ্টতা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

৫৪৭৬. أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَفِتْنَةِ النَّارِ وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَشَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ وَشَرِّ فِتْنَةِ الْغِنَى وَشَرِّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّ قَلْبِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثُّوبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَالْمَغْرَمِ وَالْمَأْثَمِ *

৫৪৭৬. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ^{সহাবাত} বলতেন : হে আল্লাহ্ ! আমি কবরের আযাব, দোযখের ফিতনা, কবরের ফিতনা, কবরের আযাব, মসীহ দাজ্জালের ফিতনা, সম্পদশালী হওয়ার ফিতনার অনিষ্টতা, অভাবগ্রস্ততার ফিতনার অনিষ্টতা হতে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ্ ! আমার পাপসমূহ বরফ এবং শিলার পানি দ্বারা ধুয়ে দিন, আর আমার অন্তরকে পাপসমূহ হতে এমন পবিত্র করে দিন, যেমন আপনি সাদা কাপড়কে ময়লা থেকে পবিত্র করে দেন। হে আল্লাহ্ ! আমি আপনার নিকট আলস্য, অতি বার্ধক্য, ঋণ এবং গুনাহ হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

الْإِسْتِعَاذَةُ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا

দুনিয়ার ফিতনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

৫৪৭৭. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ مُصَنَّبَ بْنَ سَعْدٍ قَالَ كَانَ سَعْدٌ يُعَلِّمُهُ هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ وَيُرْوِيهِنَّ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ *

৫৪৭৭. মাহমুদ ইবন গায়লান (র) - - - - মুস'আব ইবন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত যে, সা'দ (রা) তাকে এ সকল দু'আ শিক্ষা দিতেন, আর তিনি তা নবী ^{সহাবাত} হতে বর্ণনা করতেন : হে আল্লাহ্ ! আমি কৃপণতা হতে

আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি এবং আমি কাপুরুষতা হতে আপনার আশ্রয় চাচ্ছি, আর অতি বার্ধক্যে পৌছা হতে আপনার আশ্রয় চাচ্ছি এবং দুনিয়ার ফিতনা ও কবরের আযাব থেকে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

৫৪৭৮. أَخْبَرَنِي هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ وَعَمْرٍو بْنِ مَيْمُونٍ الْأَوْدِيِّ قَالَا كَانَ سَعْدٌ يَعْلَمُ بَنِيهِ هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ كَمَا يَعْلَمُ الْمَكْتَبُ الْغُلَمَانَ وَيَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَتَعَوَّذُ بِهِنَّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُكَ مِنَ الْبُخْلِ وَأَعُوذُكَ مِنَ الْجَبْنِ وَأَعُوذُكَ مِنْ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْدَلِ الْعُمُرِ وَأَعُوذُكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ *

৫৪৭৮. হিলাল ইবন 'আলা (র) - - - - মুস'আব ইবন সা'দ এবং আমর ইবন মায়মুন আওদী (র) থেকে বর্ণিত যে, সা'দ (রা) তাঁর সন্তানদেরকে এ সকল দু'আ শিক্ষা দিতেন; যেমন শিক্ষক মকতবের ছেলেদেরকে শিক্ষা দিয়ে থাকে। তিনি বলতেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রত্যেক নামাযের পর এ সকল দু'আ দ্বারা আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। তিনি বলতেন : হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি কৃপণতা, কাপুরুষতা, চরম বার্ধক্যে উপনীত হওয়া, দুনিয়ার ফিতনা এবং কবরের আযাব থেকে।

৫৪৭৯. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ فَضَالَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عَمْرٍو بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنَ الْجَبْنِ وَالْبُخْلِ وَسَوْءِ الْعُمُرِ وَفِتْنَةِ الصَّدْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ *

৫৪৭৯. আহমদ ইবন ফাযালা (র) - - - - উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কাপুরুষতা, কৃপণতা, নিকৃষ্ট জীবন, অন্তরের ফিতনা এবং কবরের আযাব থেকে আল্লাহ তা'আলার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করতেন।

৫৪৮০. أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَلَمٍ الْبَلْخِيُّ هُوَ أَبُو دَاوُدَ الْمُصَاحِفِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا النَّضْرُ قَالَ أَنْبَأَنَا يُونُسُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عَمْرٍو بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَعَوَّذُ مِنْ خَمْسٍ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُكَ مِنَ الْجَبْنِ وَالْبُخْلِ وَسَوْءِ الْعُمُرِ وَفِتْنَةِ الصَّدْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ *

৫৪৮০. সুলায়মান ইবন সালাম বালাখী (র) - - - - আমর ইবন মায়মুন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমর ইবন খাতাব (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ পাঁচটি বিষয় হতে আশ্রয় চাইতেন : হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি- কাপুরুষতা, কৃপণতা, চরম বার্ধক্য, অন্তরের ফিতনা এবং কবরের আযাব হতে।

৫৪৮১. أَخْبَرَنِي هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ

عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنَ الشَّحِّ وَالْجُبْنِ وَفِتْنَةِ الصَّدْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ *

৫৪৮১. হিলাল ইব্ন আলা (র) - - - - আমর ইব্ন মায়মুন (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাহাবীগণ আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আশ্রয় চাইতেন কৃপণতা, কাপুরুষতা, অন্তরের ফিতনা এবং কবরের আযাব থেকে।

৫৪৮২. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عَنْ سَفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَعَوَّذُ مُرْسَلٌ *

৫৪৮২. আহমদ ইব্ন সুলায়মান (র) - - - - আমর ইব্ন মায়মুন (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ আশ্রয় চাইতেন। হাদীসটি মুরসাল।

الْإِسْتِعَاذَةُ مِنْ شَرِّ الذَّكَرِ

পুরুষাঙ্গের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

৫৪৮৩. أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَكِيعٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ سَعْدِ بْنِ أَوْسٍ عَنْ بِلَالِ بْنِ يَحْيَى عَنْ شَتِيرِ بْنِ شَكْلٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَّمَنِي دُعَاءَ أَنْتَفِعَ بِهِ قَالَ قُلِ اللَّهُمَّ عَافِنِي مِنْ شَرِّ سَمْعِي وَبَصَرِي وَلِسَانِي وَقَلْبِي وَشَرِّ مَنْيئٍ يَعْنِي ذَكَرَهُ *

৫৪৮৩. উবায়দুল্লাহ ইব্ন ওয়াকী' (র) - - - - শাকাল ইব্ন হুমায়দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমাকে এমন একটি দু'আ শিক্ষা দিন যা দ্বারা আমি উপকৃত হতে পারি। তিনি বললেন : তুমি বল, হে আল্লাহ! আমাকে আমার কান, আমার চোখ, আমার জিহবা, আমার অন্তর এবং আমার বীর্ষ অর্থাৎ পুরুষাঙ্গের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করুন।

الْإِسْتِعَاذَةُ مِنْ شَرِّ الْكُفْرِ

কুফরের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

৫৪৮৪. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ غَيْلَانَ عَنْ دَرَّاجِ أَبِي السَّمْعِ عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ فَقَالَ رَجُلٌ وَيَعْدِلَانِ قَالَ نَعَمْ *

৫৪৮৪. আহমদ ইব্ন আমর ইব্ন সারহ (র) - - - - আবু সাঈদ খুদরী (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলতেন : হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি কুফর এবং অভাবশ্রুততা থেকে। তখন এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলো : এ দু'টি কি সমপর্যায়ের? তিনি বললেন : হ্যাঁ।

الْإِسْتِعَاذَةُ مِنَ الضَّلَالِ

পথভ্রষ্টতা হতে আশ্রয় প্রার্থনা করা

৫৪৮৫. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَّامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ الشَّعْبِيِّ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَزِلَّ أَوْ أُضِلَّ أَوْ أَظْلَمَ أَوْ أَظْلَمَ أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ *

৫৪৮৫. মুহাম্মদ ইব্ন কুদামা (র) - - - - উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন তাঁর ঘর থেকে বের হতেন, তখন তিনি বলতেন : বিস্মিল্লাহ, হে আমার রব! আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি, পদস্থলিত হওয়া থেকে, রাস্তা ভুলে যাওয়া থেকে, অত্যাচার করা হতে, অত্যাচারিত হওয়া থেকে, মূর্খতাসুলভ আচরণ থেকে এবং কারও মূর্খতাসুলভ আচরণের শিকার হওয়া থেকে।

الْإِسْتِعَاذَةُ مِنْ غَلْبَةِ الْعَدُوِّ

শত্রুর আত্মাশ্রয় হতে আশ্রয় প্রার্থনা করা

৫৪৮৬. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي حَيْثُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبْلِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَدْعُو بِهَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلْبَةِ الدِّينِ وَغَلْبَةِ الْعَدُوِّ وَشِمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ *

৫৪৮৬. আহমদ ইব্ন আমর ইব্ন সারহ (র) - - - - আবদুল্লাহ ইব্ন আমর ইব্ন আস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এ সকল কথা দ্বারা দু'আ করতেন : হে আল্লাহ ! আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি, ঋণের প্রাবল্য, শত্রুর প্রাধান্য এবং শত্রুর হাসির পাত্র হওয়া থেকে।

الْإِسْتِعَاذَةُ مِنْ شِمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ

শত্রুর হাসির পাত্র হওয়া থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

৫৪৮৭. أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ قَالَ حَيْثُ حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبْلِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَدْعُو بِهَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلْبَةِ الدِّينِ وَشِمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ *

৫৪৮৭. ইউনুস ইব্ন আবদুল আ'লা (র) - - - - আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এসব কথা দ্বারা দু'আ করতেন : হে আল্লাহ! আপনার নিকট ঋণের প্রাবল্য ও শত্রুর হাসির পাত্র হওয়া থেকে পানাহ চাই।

الْإِسْتِعَاذَةُ مِنَ الْهَرَمِ

চরম বার্ধক্য থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

৫৪৮৮. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ هُرُونَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَدْعُو بِهَذِهِ الدَّعَوَاتِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَالْجُبْنِ وَالْعَجْزِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ *

৫৪৮৮. আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আবদুর রহমান (র) - - - - উসমান ইব্ন আবুল আস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ এ সকল দু'আ করতেন : হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি অলসতা, চরম বার্ধক্য, কাপুরুষতা, অকর্মণ্যতা এবং জীবন-মরণের ফিতনা থেকে।

৫৪৮৯. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ شُعَيْبٍ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَالْمَغْرَمِ وَالْمَأْثَمِ وَأَعُوذُكَ مِنْ شَرِّ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ *

৫৪৮৯. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল হাকাম (র) - - - - শুআয়ব (র) তাঁর পিতা ও দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি : হে আল্লাহ! আমি অলসতা, চরম বার্ধক্য, ঋণ এবং গুনাহ থেকে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আর কানা দাঙ্কালের অনিষ্ট হতে আশ্রয় চাচ্ছি এবং আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি কবরের আযাব থেকে, আর আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি দোষখের আযাব হতে।

الْإِسْتِعَاذَةُ مِنْ سُوءِ الْقَضَاءِ

দুর্ভাগ্য থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

৫৪৯০. أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَمْعَى عَنْ أَبِي صَالِحٍ أَنَّ شَاءَ اللَّهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَعَوَّذُ مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ مِنْ دَرَكِ الشَّقَاءِ وَشِمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ وَسُوءِ الْقَضَاءِ وَجَهْدِ الْبَلَاءِ قَالَ سُفْيَانُ هُوَ ثَلَاثَةٌ فَذَكَرْتُ أَرْبَعَةً لَأَنِّي لَا أَحْفَظُ الْوَاحِدَ الَّذِي لَيْسَ فِيهِ *

৫৪৯০. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ তিনটি বিষয় হতে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন, দুর্ভাগ্য, শত্রুর হাসির পাত্র হওয়া, মন্দ ভাগ্য ও দুর্বিসহ বিপদ হতে। রাবী সুফিয়ান (র) বলেন : বিষয় মূলত তিনটিই, কিন্তু আমি চারটি উল্লেখ করেছি। কেননা আমি একটি স্মরণ রাখতে পারিনি, যে, এ চারটি হতে কোনটি তিনটির বাইরে।

الْإِسْتِعَاذَةُ مِنْ ذَرَكِ الشَّقَاءِ

অপমৃত্যু হতে আশ্রয় প্রার্থনা করা

৫৪৭১. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَمِيِّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَسْتَعِيزُ مِنْ سُوءِ الْقَضَاءِ وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ وَذَرَكِ الشَّقَاءِ وَجَهْدِ الْبَلَاءِ *

৫৪৯১. কুতায়বা (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ দুর্ভাগ্য, শত্রুর আনন্দ, অপমৃত্যু ও দুর্বিষহ বিপদ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন।

الْإِسْتِعَاذَةُ مِنَ الْجُنُونِ

পাগলামী থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

৫৪৭২. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُنُونِ وَالْجُذَامِ وَالْبَرَصِ وَسَيِّئِ الْأَسْقَامِ *

৫৪৯২. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলতেন : হে আল্লাহ ! আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি পাগলামী, কুষ্ঠ রোগ এবং শ্বেতরোগ এবং অতি মন্দ রোগ ব্যাধি হতে।

الْإِسْتِعَاذَةُ مِنْ عَيْنِ الْجَانِ

জিন্নদের কুদৃষ্টি হতে আশ্রয় প্রার্থনা করা

৫৪৭৩. أَخْبَرَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَادٌ عَنْ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَعَوَّذُ مِنْ عَيْنِ الْجَانِ وَعَيْنِ الْإِنْسِ فَلَمَّا نَزَلَتِ الْمُعَوِّذَتَانِ أَخَذَ بِهِمَا وَتَرَكَ مَا سِوَى ذَلِكَ *

৫৪৯৩. হিলাল ইবন 'আলা (র) - - - - আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ জিন্নের কুদৃষ্টি এবং মানুষের কুদৃষ্টি হতে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। পরে যখন সূরা ফালাক এবং সূরা নাস নাযিল হলো, তখন তিনি ঐ সূরাদ্বয় পড়া আরম্ভ করলেন এবং অন্যগুলো পরিত্যাগ করলেন।

الْإِسْتِعَاذَةُ مِنْ شَرِّ الْكَبِيرِ

বার্ষিকের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

৫৪৭৪. أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَعَوَّذُ بِهَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَسَوْءِ الْكِبَرِ وَفِتْنَةِ الدُّجَالِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ *

৫৪৯৪. মুসা ইব্ন আবদুর রহমান (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এসকল শব্দ দ্বারা আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। তিনি বলতেন : হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি— আলস্য, চরম বার্ধক্য, কাপুরক্ষতা, কৃপণতা, গর্বের আপদ, দাজ্জালের ফিতনা এবং কবরের আযাব থেকে।

الْإِسْتِعَاذَةُ مِنْ أَرْدَلِ الْعُمَرِ

অতি বার্ধক্য থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

৫৪৯৫. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ مُصَنَّبَ بْنَ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ يَعْلَمُنَا خَمْسًا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدْعُو بِهِنَّ وَيَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْدَلِ الْعُمَرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ *

৫৪৯৫. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল আল্লা (র) - - - - মুসা ইব্ন সা'দ (র) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, তিনি আমাদেরকে ঐ পাঁচ বস্তু শিক্ষা দিতেন, যা দ্বারা রাসূলুল্লাহ ﷺ দু'আ করতেন। তিনি বলতেন : হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি কাপণ্য হতে এবং আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি কাপুরক্ষতা হতে, আর আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি অতি বার্ধক্যে উপনীত হওয়া থেকে, আর আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি কবরের আযাব থেকে।

الْإِسْتِعَاذَةُ مِنَ الْعُمَرِ

মন্দ জীবন থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

৫৪৯৬. أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ يَعْنِي أَبَاهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ حَجَجْتُ مَعَ عُمَرَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ بِجَمْعٍ إِلَّا أَنْ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنْ خَمْسٍ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ سَوْءِ الْعُمَرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الصُّدْرِ أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ *

৫৪৯৬. ইমরান ইব্ন বাক্কার (র) - - - - আমর ইব্ন মায়মুন (রা) বলেন, একবার আমি উমর (রা)-এর সাথে হজ্জ আদায় করি এবং তাঁকে এক সমাবেশে বলতে শুনি : জেনে রাখ! রাসূলুল্লাহ ﷺ পাঁচ বস্তু হতে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন : হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি কাপণ্য, কাপুরক্ষতা হতে, আর আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি মন্দ জীবন থেকে, আর আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি অন্তরের ফিতনা হতে এবং আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি কবরের আযাব থেকে।

الْإِسْتِعَاذَةُ مِنَ الْحَوْرِ بَعْدَ الْكُورِ

লাভের পর ক্ষতি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

৫৪৭৭. أَخْبَرَنَا أَزْهَرُ بْنُ جَمِيلٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا سَافَرَ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ وَالْحَوْرِ بَعْدَ الْكُورِ وَدَعْوَةِ الْمَظْلُومِ وَسُوءِ الْمَنْظَرِ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ *

৫৪৭৭. আযহার ইবন জামিল (র) - - - - আবদুল্লাহ ইবন সারজিস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} যখন সফর করতেন, তখন বলতেন : হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি সফরের কষ্ট, দুঃখজনক প্রত্যাবর্তন, লাভের পর ক্ষতি, ময়লুমের বদ-দু'আ এবং সম্পদ ও পরিবারে মন্দ দৃশ্য থেকে।

৫৪৭৮. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا سَافَرَ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ وَالْحَوْرِ بَعْدَ الْكُورِ وَدَعْوَةِ الْمَظْلُومِ وَسُوءِ الْمَنْظَرِ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ وَالْوَلَدِ *

৫৪৭৮. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র) - - - - আবদুল্লাহ ইবন সারজিস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} যখন সফর করতেন, বলতেন : হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি সফরের কষ্ট, দুঃখজনক প্রত্যাবর্তন, লাভের পর ক্ষতি, নির্যাতিতের বদ-দু'আ এবং সম্পদ, বাসস্থান ও সন্তানের ক্ষেত্রে মন্দ দৃশ্য থেকে।

الْإِسْتِعَاذَةُ مِنْ دَعْوَةِ الْمَظْلُومِ

অত্যাচারিত ব্যক্তির বদ-দু'আ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

৫৪৭৭. أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا سَافَرَ يَتَعَوَّذُ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ وَالْحَوْرِ بَعْدَ الْكُورِ وَدَعْوَةِ الْمَظْلُومِ وَسُوءِ الْمَنْظَرِ *

৫৪৭৭. ইউসুফ ইবন হাম্মাদ (র) - - - - আবদুল্লাহ ইবন সারজিস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} যখন সফর করতেন, তখন তিনি সফরের কষ্ট, দুঃখজনক প্রত্যাবর্তন, লাভের পর ক্ষতি, অত্যাচারিতের বদ-দু'আ এবং মন্দ দৃশ্য থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন।

الْإِسْتِعَاذَةُ مِنْ كَابَةِ الْمُنْقَلَبِ

দুঃখজনক প্রত্যাবর্তন থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

৫৫০০. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ مَقْدَمٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

بِشْرِ الخُثْعَمِيِّ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا سَافَرَ فَرَكِبَ رَاحِلَتَهُ قَالَ بِاصْبِعِهِ وَمَدَّ شُعْبَةً بِاصْبِعِهِ قَالَ اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ *

৫৫০০. মুহাম্মদ ইবন আলী ইবন মুকাদ্দাম (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সফর করতেন এবং স্বীয় বাহনে আরোহণ করতেন, তখন তিনি স্বীয় আসুল দ্বারা ইশারা করে শো'বা (রা) অঙ্গুলী ইশারা করে দেখালেন, বলতেন : হে আল্লাহ! আপনিই সফরের সাথী এবং ঘর ও সম্পদে আপনিই আমার স্থলাভিষিক্ত। হে আল্লাহ! আমি সফরের কষ্ট এবং দুঃখজনক প্রত্যাবর্তন থেকে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

الْإِسْتِعَاذَةُ مِنْ جَارِ السُّوءِ

মন্দ পড়শী থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

৫৫০১. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَعَوُّذُوا بِاللَّهِ مِنْ جَارِ السُّوءِ فِي دَارِ الْمَقَامِ فَإِنَّ جَارَ الْبَادِيَةِ يَتَحَوَّلُ عَنْكَ *

৫৫০১. আমর ইবন আলী (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : লোকালয়ের মন্দ পড়শী থেকে আল্লাহ তা'আলার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবে। কেননা মরুভূমির প্রতিবেশী তো তোমার নিকট হতে প্রস্থান করবে।

الْإِسْتِعَاذَةُ مِنْ غَلْبَةِ الرِّجَالِ

লোকের আধিপত্য থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

৫৫০২. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍو أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَبِي طَلْحَةَ التَّمِيسِيِّ غُلَامًا مِنْ غِلْمَانِكُمْ يَخْدُمُنِي فَخَرَجَ بِي أَبُو طَلْحَةَ يَرُدُّنِي وَرَاءَهُ فَكُنْتُ أَخْدُمُ رَسُولَ كُلِّمَا نَزَلَ فَكُنْتُ أَسْمَعُهُ يَكْثُرُ أَنْ يَقُولَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُكَ مِنَ الْهَرَمِ وَالْحُزْنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَضَلَعِ الدِّينِ وَغَلْبَةِ الرِّجَالِ *

৫৫০২. আলী ইবন হুজর (র) - - - আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু তালহা (রা)-কে বললেন : তোমাদের বালকদের মধ্য হতে এক বালককে আমার খিদমতের জন্য ঠিক কর। এরপর আবু তালহা (রা) আমাকে তাঁর বাহনের পেছনে উঠিয়ে নিয়ে বের হলেন। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমত করতাম। যখনই তিনি কোন স্থানে অবতরণ করতেন, আমি প্রায়ই তাঁকে বলতে শুনতাম : হে আল্লাহ!

আমি চরম বার্বাক্য, চিন্তা, অপারগতা, অলসতা, কপণতা, কাপুরুষতা, ঋণের বোঝা এবং লোকের আধিপত্য থেকে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

الْإِسْتِعَاذَةُ مِنْ فِتْنَةِ الدُّجَالِ

দাজ্জালের ফিতনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

৫৫.৩. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَسْتَعِذُّ بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الدُّجَالِ قَالَ وَقَالَ إِنَّكُمْ تَفْتَنُونَ فِي قُبُورِكُمْ *

৫৫০৩. কুতায়বা (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কবরের আযাব এবং দাজ্জালের ফিতনা হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। তিনি বলতেন : তোমরা তোমাদের কবরে ফিতনা বা পরীক্ষার সম্মুখীন হবে।

الْإِسْتِعَاذَةُ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَشَرِّ الْمَسِيحِ الدُّجَالِ

দোষখের আযাব ও দাজ্জালের ফিতনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

৫৫.৪. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنْ مُوسَى ابْنِ عُقْبَةَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزٍ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ الْمَسِيحِ الدُّجَالِ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ *

৫৫০৪. আহমদ ইবন হাফস ইবন আবদুল্লাহ (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি দোষখের আযাব হতে আল্লাহ তা'আলার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি, আর আমি কবরের আযাব হতে আল্লাহর আশ্রয় কামনা করি, আমি দাজ্জালের ফিতনা হতে আল্লাহর আশ্রয় চাচ্ছি এবং জীবন-মরণের ফিতনার অনিষ্ট থেকেও আল্লাহ তা'আলার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

৫৫.৫. أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ دُرُسْتَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّ أَبَا أُسَامَةَ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَأَعُوذُكَ مِنْ شَرِّ الْمَسِيحِ الدُّجَالِ *

৫৫০৫. ইয়াহইয়া ইবন দুরস্তু (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন : হে আল্লাহ ! আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি, কবরের আযাব হতে, আর আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি দোষখের আযাব হতে, আর আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি জীবন-মরণের ফিতনা হতে এবং আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি দাজ্জালের অনিষ্ট থেকে।

الْاِسْتِعَاذَةُ مِنْ شَرِّ شَيَاطِينِ الْاِنْسِ

মানুষ শয়তানের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

৫৫.৬. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عُمَرَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ خُشَّاشٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِيهِ فَجِئْتُ فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ يَا أَبَا ذَرٍّ تَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ شَيَاطِينِ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ قُلْتُ أَوْ لِلْاِنْسِ شَيَاطِينُ قَالَ نَعَمْ *

৫৫০৬. আহমদ ইবন সুলায়মান (র) - - - - আবু যর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মসজিদে প্রবেশ করে দেখলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ সেখানে রয়েছেন। আমি এসে তাঁর নিকট গিয়ে বসলাম। তিনি বললেন : হে আবু যর! তুমি জিন্ন শয়তান এবং মানুষ শয়তানদের থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবে। আমি বললাম : মানুষের মধ্যেও কি শয়তান হয়? তিনি বললেন : হ্যাঁ।

الْاِسْتِعَاذَةُ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا

জীবিতকালের ফিতনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

৫৫.৭. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَمَالِكٌ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الزُّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ عُوذُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ عُوذُوا بِاللَّهِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ عُوذُوا بِاللَّهِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ *

৫৫০৭. কুতায়বা (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা কবরের আযাব থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবে; তোমরা জীবিতকাল ও মরণকালের ফিতনা হতেও আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবে; আর তোমরা দাজ্জালের ফিতনা থেকেও আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবে।

৫৫.৮. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عُلْقَمَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنْ خَمْسٍ يَقُولُ عُوذُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ *

৫৫০৮. আবদুর রহমান ইবন মুহাম্মদ (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ পাঁচ বস্তু হতে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন, তিনি বলতেন : তোমরা কবরের আযাব, দোষখের আযাব থেকে, জীবন-মরণের ফিতনা থেকে এবং কানা দাজ্জালের অনিষ্ট থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবে।

৫৫.৯. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عُلْقَمَةَ الْهَاشِمِيَّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ

يَقُولُ مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَكَانَ يَتَعَوَّذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ جَهَنَّمَ وَفِتْنَةِ الْأَحْيَاءِ وَالْأَمْوَاتِ وَفِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ *

৫৫০৯. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি : যে আমার আনুগত্য করলো, সে আল্লাহরই আনুগত্য করলো; আর যে ব্যক্তি আমার অবাধ্যতা করল, সে আল্লাহরই অবাধ্যতা করল। আর তিনি আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করতেন কবরের আযাব হতে, দোযখের আযাব হতে, আর জীবিত ও মৃতদের ফিতনা এবং দাজ্জালের ফিতনা থেকে।

৫৫১. أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ مِنْ فِيهِ إِلَى قَالَ وَقَالَ يَغْنَى النَّبِيُّ ﷺ اسْتَعِذُوا بِاللَّهِ مِنْ خُمْسٍ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَفِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَفِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ *

৫৫১০. আবু দাউদ (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা কবরের আযাব, দোযখের আযাব, জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা এবং দাজ্জালের ফিতনা—এই পাঁচ বস্তু থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবে।

الْإِسْتِعَاذَةُ مِنْ فِتْنَةِ الْمَمَاتِ

মৃত্যুর ফিতনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

৫৫১১. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُعَلِّمُهُمْ هَذَا الدُّعَاءَ كَمَا يُعَلِّمُ السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ قُولُوا اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ *

৫৫১১. কুতায়বা (র) - - - - আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে যেমন কুরআনের সূরা শিক্ষা দিতেন, তেমনি এই দু'আ শিক্ষা দিতেন। তিনি বলতেন : বল, হে আল্লাহ ! আমরা আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি দোযখের আযাব হতে, আর আমরা আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি, কবরের আযাব হতে, আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি দাজ্জালের ফিতনা হতে এবং আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা থেকে।

৫৫১২. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُونٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي الزُّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ عُوذُوا بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ عُوذُوا بِاللَّهِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ *

৫৫১২. মুহাম্মদ ইবন মায়মুন (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : তোমরা আল্লাহ তা'আলার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবে আল্লাহর আযাব হতে, আর আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবে জীবন ও মরণের ফিতনা হতে, আর কবরের আযাব এবং দাজ্জালের ফিতনা থেকে।

الْأَسْتِعَاذَةُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

কবরের আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

৫৫১৩. হারিস ইবন মিসকীন (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ দু'আ করতেন এবং দু'আয় তিনি বলতেন : হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি দোষের আযাব হতে, আপনার আশ্রয় চাচ্ছি কবরের আযাব হতে, আপনার আশ্রয় চাচ্ছি দাজ্জালের ফিতনা হতে এবং আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি জীবন ও মরণের ফিতনা থেকে।

الْأَسْتِعَاذَةُ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ

কবরের ফিতনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

৫৫১৪. أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ كَثِيرٍ الْمُقَرِّيُّ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بَسَّارٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ فِي دُعَائِهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَفِتْنَةِ الدَّجَالِ وَفِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا خَطَأٌ وَالصَّوَابُ سُلَيْمَانُ بْنُ سِنَانٍ *

৫৫১৪. আবু আসিম (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাঁর দু'আয় বলতে শুনেছি : হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি কবরের ফিতনা, দাজ্জালের ফিতনা এবং জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা থেকে।

الْأَسْتِعَاذَةُ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ

আল্লাহর আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

৫৫১৫. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ عُوذُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ عُوذُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ عُوذُوا بِاللَّهِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ عُوذُوا بِاللَّهِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ *

৫৫১৫. মুহাম্মদ ইবন মানসুর (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : তোমরা আল্লাহ তা'আলার নিকট আল্লাহর আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করবে, তোমরা আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবে কবরের আযাব থেকে, তোমরা আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবে জীবন ও মরণের ফিতনা হতে এবং তোমরা আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবে কানা দাজ্জালের ফিতনা থেকে।

الْإِسْتِعَاذَةُ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ

জাহান্নামের আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

৫৫১৬. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবে জাহান্নামের আযাব থেকে, কবরের আযাব থেকে এবং কানা দাজ্জালের ফিতনা থেকে।

الْإِسْتِعَاذَةُ مِنْ عَذَابِ النَّارِ

দোযখের আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

৫৫১৭. আহমদ ইবন হাম্বল (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবে দোযখের আযাব থেকে, কবরের আযাব থেকে এবং কানা দাজ্জালের ফিতনা থেকে।

৫৫১৮. আহমদ ইবন হাম্বল (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবে দোযখের আযাব থেকে, কবরের আযাব থেকে এবং কানা দাজ্জালের ফিতনা থেকে।

الْإِسْتِعَاذَةُ مِنْ حَرِّ النَّارِ

জাহান্নামের আগুনের উত্তাপ থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য প্রার্থনা করা

৫৫১৯. আহমদ ইবন হাম্বল (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবে জাহান্নামের আগুনের উত্তাপ থেকে, কবরের আযাব থেকে এবং কানা দাজ্জালের ফিতনা থেকে।

৫৫২০. আহমদ ইবন হাম্বল (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবে জাহান্নামের আগুনের উত্তাপ থেকে, কবরের আযাব থেকে এবং কানা দাজ্জালের ফিতনা থেকে।

৫৫১৭. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سِنَانٍ الْمُزَنِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ فِي صَلَاتِهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الدَّجَالِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ حَرِّ جَهَنَّمَ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا الصَّوَابُ *

৫৫১৯. আমর ইব্ন সাওয়াদ (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবুল কাসেম আবু হুরায়রা -কে তাঁর সালাতে বলতে শুনেছি : হে আল্লাহ্ ! আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি; কবরের ফিতনা, দাজ্জালের ফিতনা, জীবন-মৃত্যুর ফিতনা এবং জাহান্নামের আগুনের উত্তাপ থেকে।

৫৫২. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَأَلَ اللَّهَ الْجَنَّةَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَتْ الْجَنَّةُ اللَّهُمَّ ادْخُلْهُ الْجَنَّةَ وَمَنْ اسْتَجَارَ مِنَ النَّارِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَتْ النَّارُ اللَّهُمَّ اجْرِهِ مِنَ النَّارِ *

৫৫২০. কুতায়বা (র) - - - আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি তিনবার আল্লাহর নিকট জান্নাত চায়, তখন জান্নাত বলে : হে আল্লাহ্ ! আপনি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করান। আর যে ব্যক্তি তিনবার জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ চায়, জাহান্নাম বলে : হে আল্লাহ্ ! আপনি তাকে জাহান্নাম হতে পরিত্রাণ দিন।

الْإِسْتِعَاذَةُ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعَ وَذِكْرُ الْإِخْتِلَافِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ فِيهِ

কৃতকর্মের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

৫৫২১. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْمُعَلَّمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ سَيِّدَ الْإِسْتِغْفَارِ أَنْ يَقُولَ الْعَبْدُ اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بَذَنبِي وَأَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَإِنْ قَالَهَا حِينَ يُصْبِحُ مُوقِنًا بِهَا فَمَاتَ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَإِنْ قَالَهَا حِينَ يُمْسِي مُوقِنًا بِهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ خَالَفَهُ الْوَلِيدُ بْنُ ثَعْلَبَةَ *

৫৫২১. আমর ইব্ন আলী (র) - - - শাদ্দাদ ইব্ন আউস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : সাইয়্যিদুল ইস্তিগফার [শ্রেষ্ঠ ক্ষমা প্রার্থনা] এই যে, বান্দা বলবে : হে আল্লাহ্ ! আপনি আমার রব! আপনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, আপনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, আমি আপনার বান্দা, আমি আপনার সাথে কৃত ওয়াদা ও

অঙ্গীকারের উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। যতটুকু আমার দ্বারা সম্ভব। আমি যা করেছি তার অনিষ্ট হতে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি, আপনার কাছে আমি আমার গুনাহের কথা স্বীকার করছি। আর আপনার নিয়ামতের কথা স্বীকার করছি। আমাকে ক্ষমা করুন। আপনি ব্যতীত আর কেউ গুনাহ মাফ করতে পারে না। যদি কেউ এই দু'আ ভোরবেলা দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে পড়ে। তারপর মৃত্যুবরণ করে, তবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যদি কেউ দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে সন্ধ্যায় পড়ে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

الْاِسْتِعَاذَةُ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلَ وَذِكْرُ الْاِخْتِلَافِ عَلَى هِلَالٍ

আমলের অনিষ্ট হতে আশ্রয় প্রার্থনা করা

৫৫২২. أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ شَيْبَةَ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ عَبْدِ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ أَنَّ ابْنَ يَسَافٍ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ مَا كَانَ أَكْثَرَ مَا يَدْعُو بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَبْلَ مَوْتِهِ قَالَتْ كَانَ أَكْثَرَ مَا كَانَ يَدْعُو بِهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ *

৫৫২২. ইউনুস ইবন আবদুল আ'লা (র) - - - - আবদা ইবন আবু লুবাবা (রা) থেকে বর্ণিত। ইবন ইয়াসাফ তাঁর নিকট বর্ণনা করেছেন যে, একদা তিনি উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইস্তিকালের পূর্বে কোন্ দু'আ বেশি পড়তেন? তিনি বললেন : তিনি প্রায়ই এই দু'আ পড়তেন : হে আল্লাহ! আমি আমার আমলের অনিষ্ট হতে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি যা আমি করেছি এবং যা এখনও করিনি।

৫৫২৩. أَخْبَرَنِي عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدَةُ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ يَسَافٍ قَالَ سُئِلَتْ عَائِشَةُ مَا كَانَ أَكْثَرَ مَا كَانَ يَدْعُو بِهِ النَّبِيُّ ﷺ قَالَتْ كَانَ أَكْثَرَ دُعَائِهِ أَنْ يَقُولَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ بَعْدُ *

৫৫২৩. ইমরান ইবন বাক্কার (র) - - - - ইবন ইয়াসাফ (রা) বলেন, আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো, নবী ﷺ কি দু'আ করতেন? তিনি বললেন, তিনি প্রায়ই দু'আয় বলতেন : হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি, আমি যা করেছি এবং যা এখনো করিনি, তার অনিষ্ট থেকে।

৫৫২৪. أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ قُدَّامَةَ عَنْ جَرِيرٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِلَالٍ بْنِ يَسَافٍ عَنْ فَرَوَةَ بْنِ نَوْفَلٍ قَالَ سَأَلْتُ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ عَمَّا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدْعُو قَالَتْ كَانَ يَقُولُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ *

৫৫২৪. মুহাম্মদ ইব্ন কুদামা (র) - - - - ফারওয়া ইব্ন নওফাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম : রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন দু'আ করতেন ? তিনি বললেন, তিনি বলতেন : হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি, আমি যা করেছি তার অনিষ্ট হতে এবং যা করিনি তার অনিষ্ট হতে।

৫৫২৫. হান্নাদ (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন : হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি, আমি যা করেছি তার অনিষ্ট এবং যা করিনি তার অনিষ্ট হতে।

الْإِسْتِعَاذَةُ مِنْ شَرِّ مَا لَمْ يَفْعَلْ

যা করা হয়নি তার অনিষ্ট হতে আশ্রয় প্রার্থনা করা

৫৫২৬. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল আ'লা (র) - - - - ফারওয়া ইব্ন নওফাল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম : রাসূলুল্লাহ ﷺ যা দ্বারা দু'আ করতেন, তা আমার নিকট বর্ণনা করুন। তিনি বললেন, তিনি বলতেন : হে আল্লাহ! আমি যা করেছি তার অপকারিতা এবং যা করিনি তার অনিষ্ট থেকে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

৫৫২৭. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল আ'লা (র) - - - - ফারওয়া ইব্ন নওফাল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম : রাসূলুল্লাহ ﷺ যা দ্বারা দু'আ করতেন, তা আমার নিকট বর্ণনা করুন। তিনি বললেন, তিনি বলতেন : হে আল্লাহ! আমি যা করেছি তার অপকারিতা এবং যা করিনি তার অনিষ্ট থেকে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

৫৫২৮. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল আ'লা (র) - - - - ফারওয়া ইব্ন নওফাল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম : রাসূলুল্লাহ ﷺ যা দ্বারা দু'আ করতেন, তা আমার নিকট বর্ণনা করুন। তিনি বললেন, তিনি বলতেন : হে আল্লাহ! আমি যা করেছি তার অপকারিতা এবং যা করিনি তার অনিষ্ট থেকে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

৫৫২৯. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল আ'লা (র) - - - - ফারওয়া ইব্ন নওফাল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম : রাসূলুল্লাহ ﷺ যা দ্বারা দু'আ করতেন, তা আমার নিকট বর্ণনা করুন। তিনি বললেন, তিনি বলতেন : হে আল্লাহ! আমি যা করেছি তার অপকারিতা এবং যা করিনি তার অনিষ্ট থেকে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

الْإِسْتِعَاذَةُ مِنَ الْخَسَفِ

মাটিতে ধসে যাওয়া হতে আশ্রয় প্রার্থনা করা

৫৫২৮. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল আ'লা (র) - - - - ফারওয়া ইব্ন নওফাল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম : রাসূলুল্লাহ ﷺ যা দ্বারা দু'আ করতেন, তা আমার নিকট বর্ণনা করুন। তিনি বললেন, তিনি বলতেন : হে আল্লাহ! আমি যা করেছি তার অপকারিতা এবং যা করিনি তার অনিষ্ট থেকে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

حَدَّثَنِي جُبَيْرُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي قَالَ جُبَيْرٌ وَهُوَ الْخَسْفُ قَالَ عَبَادَةُ فَلَا أَدْرِي قَوْلَ النَّبِيِّ ﷺ أَوْ قَوْلَ جُبَيْرِ *

৫৫২৮. আমর ইবন মানসূর (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি : হে আল্লাহ! আমি আমার নিচের দিকে ধসে যাওয়া থেকে আপনার মর্যাদার আশ্রয় গ্রহণ করছি। জুবায়র (রা) বলেন : এই হাদীসে মাটিতে ধসে যাওয়াকেই বুঝানো হয়েছে। উবাদা (রা) বলেন : আমি জানি না, এটা নবী ﷺ -এর কথা, না জুবায়র (রা)-এর কথা।

৫৫২৯. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْخَلِيلِ قَالَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ هُوَ ابْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ عَبَادَةَ بْنِ مُسْلِمٍ الْفَزَارِيِّ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ اللَّهُمَّ فَذَكَرَ الدُّعَاءَ وَقَالَ فِي آخِرِهِ أَعُوذُ بِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي يَعْنِي بِذَلِكَ الْخَسْفُ *

৫৫২৯. মুহাম্মদ ইবন খলীল (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলতেন : হে আল্লাহ! এরপর উক্ত দু'আর উল্লেখ করলেন। এর শেষদিকে বললেন : আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি মাটিতে ধসে যাওয়া থেকে।

الْأَسْتِعَاذَةُ مِنَ التَّرْدَى وَالْهَدْمِ

উচ্চ স্থান হতে পড়া এবং ঘরচাপা পড়া হতে আশ্রয় প্রার্থনা করা

৫৫৩০. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَيْفِيٍّ مَوْلَى أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الْيَسْرِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ التَّرْدَى وَالْهَدْمِ وَالْفَرْقِ وَالْحَرِيقِ وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ يَتَخَبَّطَنِي الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ فِي سَبِيلِكَ مُذْبِرًا وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ لَدِيغًا *

৫৫৩০. মাহমুদ ইবন গায়লান (র) - - - - আবুল ইয়াসার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন : হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি উপর থেকে পড়ে যাওয়া, ঘরচাপা পড়া, পানিতে ডুবে যাওয়া এবং আগুনে দগ্ধীভূত হওয়া থেকে। আর আমি মৃত্যুকালে শয়তানের ছোঁ মারা থেকে আশ্রয় চাচ্ছি, আর আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি আপনার পথে পৃষ্ঠ প্রদর্শন অবস্থায় মারা যাওয়া হতে এবং আপনার আশ্রয় গ্রহণ করছি সাপ বিছুর দংশনে মৃত্যুবরণ করা থেকে।

৫৫৩১. أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ عِيَّاضٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِي الْيَسْرِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَدْعُو فَيَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَرَمِ

وَالْتَرَدَى وَالْهَدْمَ وَالْغَرَقَ وَالْحَرِيقَ وَأَعُوذُكَ أَنْ يَتَخَبَّطَنِي الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ
وَأَنْ أَقْتَلَ فِي سَبِيلِكَ مُدْبِرًا وَأَعُوذُكَ أَنْ أَمُوتَ لَدِيغًا *

৫৫৩১. ইউনুস ইবন আবদুল আ'লা (র) - - - - আবুল ইয়াসার (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ দু'আ করার সময় বলতেন : হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি চরম বার্বক্য, উপর থেকে পড়া, ঘরচাপা পড়া এবং দুঃখ-দুশ্চিন্তা, অগ্নিকাণ্ড এবং পানিতে ডুবে মৃত্যুবরণ করা থেকে, আর আপনার আশ্রয় গ্রহণ করছি যাতে মৃত্যুকালে শয়তান আমাকে বিপথগামী করতে না পারে এবং আপনার আশ্রয় চাচ্ছি যাতে আপনার রাস্তায় জিহাদকালে পৃষ্ঠ প্রদর্শনপূর্বক মারা না যাই। আর আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি, যাতে সর্প দংশনে মারা না যাই।

৫৫৩২. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنِي صَيْفِيُّ مَوْلَى أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ السَّلْمِيِّ هَكَذَا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُكَ مِنَ الْهَدْمِ وَأَعُوذُكَ مِنَ التَّرَدَّى وَأَعُوذُكَ مِنَ الْغَرَقِ وَالْحَرِيقِ وَأَعُوذُكَ أَنْ يَتَخَبَّطَنِي الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ وَأَعُوذُكَ أَنْ أَمُوتَ فِي سَبِيلِكَ مُدْبِرًا وَأَعُوذُكَ أَنْ أَمُوتَ لَدِيغًا *

৫৫৩২. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র) - - - - আবুল আসওয়াদ সালামী (রা)-ও ঐরূপ বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন : হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি-ঘরচাপা পড়া হতে এবং আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি উপর হতে পড়ে যাওয়া থেকে, আর আমি আপনার আশ্রয় চাচ্ছি অগ্নিকাণ্ড এবং পানিতে ডুবে মরা থেকে, আর আপনার আশ্রয় গ্রহণ করছি, পাছে মৃত্যুকালে শয়তান আমাকে বিপথগামী করে, আর আমি আপনার আশ্রয় গ্রহণ করছি, যাতে আপনার রাস্তায় পৃষ্ঠ প্রদর্শনপূর্বক মৃত্যুবরণ না করি, আর আমি আপনার আশ্রয় চাচ্ছি যাতে সর্প দংশনে মৃত্যুবরণ না করি।

الْإِسْتِعَاذَةُ بِرِضَاءِ اللَّهِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ تَعَالَى

আল্লাহর অসন্তুষ্টি হতে আল্লাহর সন্তুষ্টির আশ্রয় গ্রহণ

৫৫৩৩. أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنِي الْعَلَاءُ بْنُ هِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مَسْرُوقِ بْنِ الْأَجْدَعِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ طَلَبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي فِرَاشِي فَلَمْ أَصِبْهُ فَضَرَبْتُ بِيَدِي عَلَى رَأْسِ الْفِرَاشِ فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَى أَخْمَصِ قَدَمَيْهِ فَإِذَا هُوَ سَاجِدٌ يَقُولُ أَعُوذُ بِعَفْوِكَ مِنْ عِقَابِكَ وَأَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَأَعُوذُكَ مِنْكَ *

৫৫৩৩. ইব্রাহীম ইবন ইয়াকুব (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একরাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে আমার বিছানায় তালাশ করলাম। না পেয়ে আমি বিছানার মাথার দিকে হাত দিলাম।

আমার হাত তাঁর পায়ের তলদেশে লাগলো। এ সময় তিনি সিজদায় থেকে বলছিলেন : হে আল্লাহ! আমি আপনার আযাব হতে আপনার ক্ষমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আর আপনার অসত্ত্বি হতে আপনার সত্ত্বির আশ্রয় চাচ্ছি। আর আমি আপনার থেকে আপনার আশ্রয় কামনা করছি।

الْإِسْتِعَاذَةُ مِنْ ضَيْقِ الْمَقَامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

কিয়ামত দিবসের সংকীর্ণাবস্থা হতে আশ্রয় প্রার্থনা করা

৫৫৩৬. أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ صَالِحٍ حَدَّثَهُ وَحَدَّثَنِي أَزْهَرُ بْنُ سَعِيدٍ يُقَالُ لَهُ الْحِرَازِيُّ شَامِيٌّ عَزِيزُ الْحَدِيثِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ بِمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَفْتَتِحُ قِيَامَ اللَّيْلِ قَالَتْ سَأَلْتَنِي عَنْ شَيْءٍ مَسَّالَنِي عَنْهُ أَحَدٌ كَانَ يَكْبُرُ عَشْرًا وَيُسَبِّحُ عَشْرًا وَيَسْتَغْفِرُ عَشْرًا وَيَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي وَعَافِنِي وَيَتَعَوَّذُ مِنْ ضَيْقِ الْمَقَامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ *

৫৫৩৮. ইব্রাহীম ইবন ইয়াকুব (র) - - - - আসিম ইবন হুমায়দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম : রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতের নামায কি দিয়ে আরম্ভ করতেন? তিনি বললেন : তুমি আমাকে এমন প্রশ্ন করেছ, যে সম্পর্কে আমাকে কেউই জিজ্ঞাসা করেনি। তিনি দশবার তাকবীর বলতেন, দশবার সুবহানাল্লাহ বলতেন, দশবার ইস্তিগফার করতেন। পরে বলতেন : হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করুন, আমাকে পথ প্রদর্শন করুন, আমাকে রিযক দান করুন, আমাকে নিরাপদ রাখুন, আর তিনি কিয়ামত দিবসের সংকীর্ণাবস্থা হতে আশ্রয় চাইতেন।

الْإِسْتِعَاذَةُ مِنْ دُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ

যে দু'আ শ্রবণ করা হয় না, তা থেকে আশ্রয় চাওয়া

৫৫৩৫. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَدَمَ عَنْ أَبِي خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَتَّعَبُ وَمِنْ دُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ سَعِيدٌ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بَلْ سَمِعَهُ مِنْ أَخِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ *

৫৫৩৫. মুহাম্মদ ইবন আদম (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : হে আল্লাহ! আমি যে বিদ্যা উপকারে আসে না, যে অন্তর ভয় করে না, যে প্রবৃত্তি তৃপ্ত হয় না এবং যে দু'আ শ্রবণ করা হয় না, তা থেকে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

৫৫৩৬. أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ فَضَالَةَ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ عَبَادِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا

هُرَيْرَةُ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا یَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَا یَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ وَمِنْ دُعَاءٍ لَا یُسْمَعُ *

৫৫৩৬. উবায়দুল্লাহ ইব্ন ফাযালা ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন : হে আল্লাহ! আমি অনুপকারী ইলম, নির্ভয় অন্তর, অতৃপ্ত প্রবৃত্তি এবং ঐ দু'আ থেকে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি, যা শ্রবণ করা হয় না।

الْاِسْتِعَاذَةُ مِنْ دُعَاءٍ لَا یُسْتَجَابُ

যে দু'আ কবুল হয় না, তা থেকে পানাহ চাওয়া

৫৫৩৭. أَخْبَرَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ ابْنِ فَضَالٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَرِثِ قَالَ كَانَ إِذَا قِيلَ لِزَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ حَدَّثَنَا مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا أُحَدِّثُكُمْ إِلَّا مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَدَّثَنَا بِهِ وَيَأْمُرُنَا أَنْ نَقُولَ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَالْهَرَمِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ اَللّٰهُمَّ اَتِ نَفْسِیْ تَقْوَاهَا وَزَكَّاهَا اَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا اَنْتَ وَلِیُّهَا وَمَوْلَاهَا اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَا یَخْشَعُ وَمِنْ عِلْمٍ لَا یَنْفَعُ وَدُعْوَةٍ لَا تُسْتَجَابُ *

৫৫৩৭. ওয়াসিল ইব্ন আবদুল আ'লা (র) - - - - আবদুল্লাহ ইব্ন হারিস্ (রা) বলেন, যখন যায়দ ইব্ন আরকাম (রা)-কে বলা হতো আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে যা শুনেছেন, তা আমাদের নিকট বর্ণনা করুন। তখন তিনি বলতেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিকট যা বর্ণনা করেছেন, আমি তোমাদের নিকট তাই বর্ণনা করবো। তিনি আমাদেরকে বলতে আদেশ করেছেন, আমরা যেন বলি : হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি, অপারগতা, অলসতা, কৃপণতা, কাপুরুষতা, চরম বার্ধক্য এবং কবরের আযাব থেকে। হে আল্লাহ! আমার প্রবৃত্তিকে পরহেযগারী দান করুন এবং একে পবিত্র করুন। আপনি তো উত্তম পবিত্রকারী, আপনিই এর সর্বময় অধিপতি। হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি অতৃপ্ত প্রবৃত্তি, নির্ভয় অন্তর, অনুপকারী ইলম এবং ঐ দু'আ থেকে, যা কবুল হয় না।

৫৫৩৮. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ رَبِّ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ اَنْ اَزِلَّ اَوْ اُصِلَّ اَوْ اُظْلِمَ اَوْ اُظْلَمَ اَوْ اُجْهَلَ اَوْ يُجْهَلَ عَلَیَّ *

৫৫৩৮. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) - - - - উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ যখন নিজ ঘর হতে বের হতেন তখন বলতেন : আমি আল্লাহর নামে বের হচ্ছি। হে আমার রব! আমি পদস্থলিত হওয়া থেকে, পথভ্রষ্টতা হতে, কারো উপর নির্যাতন করা এবং কারো দ্বারা নির্যাতিত হওয়া থেকে এবং আমি মূর্খতাসুলভ আচরণ থেকে এবং আমার উপর অন্যের মূর্খতাসুলভ আচরণ থেকে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

كِتَابُ الْأَشْرَبَةِ

অধ্যায় : বিভিন্ন প্রকার পানীয় [ও তার বিধান]

بَابُ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ

পরিচ্ছেদ : মদ হারাম হওয়া সম্পর্কে

قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ . إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ *

আল্লাহ তা'আলা বলেন : হে মুমিনগণ ! মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ধারী তীর-এ সমস্তই ঘৃণ্য বস্তু এবং শয়তানের কাজ, সুতরাং তোমরা তা পরিত্যাগ কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। শয়তান তো মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঘটাতে চায় এবং তোমাদেরকে আল্লাহর যিকির ও সালাতে বাধা দিতে চায়। তবে কি তোমরা নিবৃত্ত হবে না ? (৫ : ৯০-৯১)

৫৫৩৯. أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ إِسْحَقَ السُّنِّيُّ قِرَاءَةً عَلَيْهِ فِي بَيْتِهِ قَالَ أَنْبَأَنَا الْإِمَامُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ النَّسَائِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ قَالَ عُمَرُ اللَّهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيَانًا شَافِيًا فَنَزَلَتِ الْآيَةُ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ فَدُعِيَ عُمَرُ فَقَرِئَتْ عَلَيْهِ فَقَالَ عُمَرُ اللَّهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيَانًا شَافِيًا فَنَزَلَتِ الْآيَةُ الَّتِي فِي النَّسَاءِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى فَكَانَ مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَقَامَ الصَّلَاةَ نَادَى لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى فَدُعِيَ عُمَرُ فَقَرِئَتْ عَلَيْهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيَانًا شَافِيًا فَنَزَلَتِ الْآيَةُ

الَّتِي فِي الْمَائِدَةِ فِدْعَى عُمَرُ فَقَرِئَتْ عَلَيْهِ فَلَمَّا بَلَغَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ انْتَهَيْنَا انْتَهَيْنَا *

৫৫৩৯. আবু বকর ইবন আহমদ (র) - - - - উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন মদ হারাম হওয়া সম্পর্কে আয়াত নাযিল হলো, তখন উমর (রা) দু'আ করলেন : হে আল্লাহ! মদ সম্পর্কে আমাদেরকে স্পষ্ট আদেশ দান করুন। তখন সূরা বাকারার আয়াত নাযিল হলো। উমর (রা)-কে ডেকে ঐ আয়াত পড়ে শোনানো হলো। তিনি দু'আ করলেন : হে আল্লাহ! মদ সম্পর্কে আমাদেরকে পরিষ্কার আদেশ দান করুন। তখন সূরা নিসা-এর আয়াত নাযিল হলো : অর্থাৎ “هِيَ الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى” হে ঈমানদারগণ! তোমরা নেশা অবস্থায় সালাতের নিকটেও যাবে না।” এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পক্ষ হতে একজন আহ্বানকারী নামাযের সময় বলতো : তোমরা নেশাশূন্য অবস্থায় সালাতের নিকটবর্তী হয়ো না। উমর (রা)-কে ডেকে এই আয়াত পড়ে শুনানো হলো। তিনি পুনরায় দু'আ করলেন : হে আল্লাহ! মদ সম্পর্কে আমাদের জন্য পরিষ্কার হুকুম নাযিল করুন। তারপর যখন সূরা মায়িদার আয়াত নাযিল হলো, তখন উমর (রা)-কে ডেকে তা শুনানো হলো। যখন তিলাওয়াতকারী ঐ আয়াতের فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ পর্যন্ত পৌছলেন, তখন উমর (রা) বলে উঠলেন : আমরা নিবৃত্ত হলাম, আমরা নিবৃত্ত হলাম।

ذِكْرُ الشَّرَابِ الَّذِي أُهْرِيقَ بِتَحْرِيمِ الْخَمْرِ

মদ হারাম হওয়ার পর যে পানীয় ফেলে দেয়া হয়, তার বর্ণনা

৫৫৪. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أُنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ يَغْنَى ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ بَيْنَا أَنَا قَائِمٌ عَلَى الْحَيِّ وَأَنَا أَصْغَرُهُمْ سِنًا عَلَى عُمُوْمَتِي إِذْجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّهَا قَدْ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ وَأَنَا قَائِمٌ عَلَيْهِمْ أَسْقِيهِمْ مِنْ فَضِيخٍ لَهُمْ فَقَالُوا كُفَّاهَا فَكَفَّاتَهَا فَقُلْتُ لَأَنْسَ مَا هُوَ قَالَ الْبُسْرُ وَالثَّمَرُ قَالَ أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَنَسٍ كَانَتْ خَمْرُهُمْ يَوْمَئِذٍ فَلَمْ يُنْكِرْ أَنَسٌ *

৫৫৪০. সুওয়ায়দ ইবন নাসর (র) - - - - সুলায়মান তায়মী (র) থেকে বর্ণিত, আনাস ইবন মালিক (রা) তাদেরকে জানিয়েছেন যে, আমি আমার চাচাদের সাথে গোত্রের মধ্যে দাঁড়ান ছিলাম। আমি ছিলাম বয়সে তাদের সর্বকনিষ্ঠ। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে বললো : খামর (মদ) হারাম হয়ে গেছে। আমি তখন তাদের মাঝে দাঁড়িয়ে তাদেরকে ফাযীখ নামক পানীয় পান করাচ্ছিলাম। তারা বললেন : এই পাত্র উলটে দাও, তখন আমি ঐ পাত্রগুলো উলটে দিলাম। এ সময় আমি আনাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম : ফাযীখ কি? তিনি বললেন : তা শুকনো এবং কাঁচা খেজুরের তৈরি পানীয়। আবু বকর ইবন আনাস (র) বললেন : তখন এটাই ছিল তাদের খামর (মদ)। আনাস (রা) তা শুনে আপত্তি করেন নি।

৫৫৪১. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أُنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ يَغْنَى ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي

عَرُوبَةً عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كُنْتُ أَسْقِي أَبَا طَلْحَةَ وَأَبِيَّ بَنَ كَعْبٍ وَأَبَا دُجَانَةَ فِي رَهْطٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَدَخَلَ عَلَيْنَا رَجُلٌ فَقَالَ حَدَّثَ خَبْرٌ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ فَكُفْنَا قَالَ وَمَاهِي يَوْمَئِذٍ إِلَّا الْفَضِيخُ خَلِيطُ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ قَالَ وَقَالَ أَنَسٌ لَقَدْ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ وَإِنْ عَامَّةُ خُمُورِهِمْ يَوْمَئِذٍ الْفَضِيخُ *

৫৫৪১. সুওয়ায়দ ইব্ন নাসর (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি, আবু তালহা, উবাইদ ইব্ন কা'ব এবং আবু দুজানা আনসারদের এক দলকে শরাব পান করাতাম। তখন এক ব্যক্তি এসে বললো : একটা ঘটনা ঘটেছে। মদ হারাম করা হয়েছে। এ খবর শুনে আমরা শরাবের পাত্র উল্টিয়ে দিলাম। তিনি বলেন : তখনকার দিনের মদ ছিল ফাযীখ।

৫৫৪২. أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ حِينَ حُرِّمَتْ وَأَنَّهُ لَشَرَابِهِمُ الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ *

৫৫৪২. সুওয়ায়দ ইব্ন নাসর (র) - - - - আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন, মদ যখন হারাম হওয়ার সময় হলো, তখন হারাম হলো। আর তাদের শরাব ছিল শুকনো ও কাঁচা খেজুর দ্বারা তৈরি।

إِسْتِحْقَاقُ الْخَمْرِ لِشَرَابِ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ
কাঁচা ও শুকনো খেজুর মিশ্রিত পানীয়ের 'মদ' নামকরণ

৫৫৪৩. أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ اللَّهُ قَالَ الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ خَمْرٌ *

৫৫৪৩. সুওয়ায়দ ইব্ন নাসর (র) - - - - জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) বলেন : কাঁচা ও শুকনো খেজুরের শরাবকে খামর বলা হয়।

৫৫৪৪. أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ خَمْرٌ رَفَعَهُ الْأَعْمَشُ *

৫৫৪৪. সুওয়ায়দ ইব্ন নাসর (র) - - - - মুহারিব ইব্ন শিহাব (র) বলেন, আমি জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) কে বলতে শুনেছি, কাঁচা ও শুকনো খেজুরের শরাব খামর (মদ)।

৫৫৪৫. أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ شَيْبَانَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ النَّبِيِّ   قَالَ الزَّبِيبُ وَالتَّمْرُ هُوَ الْخَمْرُ *

৫৫৪৫. কাসিম ইব্ন যাকারিয়া (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী   বলেছেন : আঙ্গুর এবং খেজুর মিশ্রিত পানীয় খামর (মদ)।

نَهَى الْبَيَانَ عَنْ شُرْبِ نَبِيذِ الْخَلِيطَيْنِ الرَّاجِعَةِ إِلَى بَيَانَ الْبَلْعِ وَالتَّمْرِ

পেকে ওঠা খেজুর ও শুকনো খেজুরযোগে তৈরি পানীয় পানের নিষেধাজ্ঞার ভিত্তিতে যে কোন দুই উপাদানযোগে তৈরি পানীয়ের নিষিদ্ধতা

৫৫৪৬. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ أَتَيْنَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْبَلْعِ وَالتَّمْرِ وَالزُّبَيْبِ وَالتَّمْرِ *

৫৫৪৬. ইসহাক ইবন মানসুর (র) - - - - নবী ﷺ-এর জৈনক সাহাবী বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ পেকে ওঠা কাঁচা খেজুর ও শুকনো খেজুর এবং আড়ুর ও খেজুরযোগে তৈরি পানীয় পান করতে নিষেধ করেছেন।

بَابُ خَلِيطِ الْبَلْعِ وَالزُّهُو

আধাপাকা ও হলদে হয়ে ওঠা খেজুরের মিশ্রণ

৫৫৪৭. أَخْبَرَنَا وَأَصْلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الدُّبَاءِ وَالْحَنْثَمِ وَالْمَزْفَتِ وَالنَّقِيرِ وَأَنْ يَخْلَطَ الْبَلْعُ وَالزُّهُو *

৫৫৪৭. ওয়াসিল ইবন আবদুল আ'লা (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কদুর খোলে, হানতাম, মুযাফফাত এবং নকীরে পানীয় তৈরি করতে এবং আধাপাকা ও হলদে হয়ে ওঠা খেজুর মিশাতে নিষেধ করেছেন।

৫৫৪৮. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَتَيْنَا جَرِيرَ بْنَ حَبِيبٍ ابْنَ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الدُّبَاءِ وَالْمَزْفَتِ وَزَادَ مَرَّةً أُخْرَى وَالنَّقِيرِ وَأَنْ يَخْلَطَ التَّمْرُ بِالزُّبَيْبِ وَالزُّهُو بِالتَّمْرِ *

৫৫৪৮. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কদুর খোল, মুযাফফাত এবং কাঠের পাত্র ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন, আর তিনি খেজুরকে কিশমিশের সাথে এবং কাঁচা খেজুরকে শুকনো খেজুরের সাথে মিশাতে নিষেধ করেছেন।

৫৫৪৯. أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي أَرْطَاةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الزُّهُوِ وَالتَّمْرِ وَالزُّبَيْبِ وَالتَّمْرِ *

৫৫৪৯. হুসায়ন ইবন মানসুর ইবন জা'ফর (র) - - - - আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কাঁচা ও শুকনো খেজুর এবং কিশমিশ ও খেজুর মিশিয়ে ভেজাতে নিষেধ করেছেন।

خَلِيطُ الزُّهُوِّ وَالرُّطَبِ

কাঁচা ও পাকা খেজুরের মিকচার

৫৫৫০. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تَجْمَعُوا بَيْنَ التَّمْرِ وَالزُّبَيْبِ وَلَا بَيْنَ الزُّهُوِّ وَالرُّطَبِ *

৫৫৫০. সুওয়ায়দ ইবন নাসর (র) - - - - আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : খেজুর এবং কিশমিশ মিশাবে না এবং কাঁচা ও পাকা খেজুর মিশ্রিত করবে না।

৫৫৫১. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ وَهَابٍ عَنْ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تَنْبِذُوا الزُّهُوَّ وَالرُّطَبَ جَمِيعًا وَلَا تَنْبِذُوا الزُّبَيْبَ وَالرُّطَبَ جَمِيعًا *

৫৫৫১. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র) - - - - আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা কাঁচা ও পাকা খেজুর মিশিয়ে শরাব বানাবে না এবং কিশমিশ ও পাকা খেজুর একত্রে মিশাবে না।

خَلِيطُ الزُّهُوِّ وَالْبُسْرِ

হলদে হয়ে ওঠা ও কাঁচা খেজুরের মিশ্রণ

৫৫৫২. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُخْلَطَ التَّمْرُ وَالزُّبَيْبُ وَأَنْ يُخْلَطَ الزُّهُوُّ وَالْبُسْرُ وَالزُّهُوُّ وَالْبُسْرُ *

৫৫৫২. আহমদ ইবন হাফস (র) - - - - আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ খেজুর এবং কিশমিশ মিশাতে নিষেধ করেছেন। আর তিনি হলদে হয়ে ওঠা ও শুকনো খেজুর মিশাতে নিষেধ করেছেন।

خَلِيطُ الْبُسْرِ وَالرُّطَبِ

কাঁচা ও পাকা তাজা খেজুরের মিশ্রণ

৫৫৫৩. أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ خَلِيطِ الثَّمَرِ وَالزُّبَيْبِ وَالْبُسْرِ وَالرُّطَبِ *

৫৫৫৩. ইয়াকুব ইব্ন ইব্রাহীম (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ খেজুর ও কিশমিশ এবং কাঁচা ও পাকা খেজুর মিশাতে নিষেধ করেছেন।

৫৫৫৪. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا بِسْطَامٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ دِينَارٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تَخْلِطُوا الزُّبَيْبَ وَالثَّمَرُ وَلَا الْبُسْرَ وَالثَّمَرُ *

৫৫৫৪. আমর ইব্ন আলী (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা কিশমিশ ও খেজুর মিশাবে না এবং কাঁচা ও পাকা খেজুর মিশ্রিত করবে না।

خَلِيطُ الْبُسْرِ وَالثَّمَرِ

কাঁচা এবং পাকা শুকনো খেজুরের মিশ্রণ

৫৫৫৫. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُنْبَذَ الزُّبَيْبُ وَالثَّمَرُ جَمِيعًا وَنَهَى أَنْ يُنْبَذَ الْبُسْرُ وَالثَّمَرُ جَمِيعًا *

৫৫৫৫. কুতায়বা (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কিশমিশ ও খেজুর মিশিয়ে এবং কাঁচা ও শুকনো পাকা খেজুর মিশ্রিত করে একত্রে ভেজাতে নিষেধ করেছেন।

৫৫৫৬. أَخْبَرَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ ابْنِ فَضِيلٍ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الدُّبَاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُرْقَتِ وَالنَّقِيرِ وَعَنِ الْبُسْرِ وَالثَّمَرِ أَنْ يَخْلَطَا وَعَنِ الزُّبَيْبِ وَالثَّمَرِ أَنْ يَخْلَطَا وَكَتَبَ إِلَى أَهْلِ هَجَرَ أَنْ لَا تَخْلِطُوا الزُّبَيْبَ وَالثَّمَرُ جَمِيعًا *

৫৫৫৬. ওয়াসিল ইব্ন আবদুল আ'লা (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কদুর খোল, হানতাম, মুযাফফাত, নকীর ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। আর তিনি কাঁচা ও পাকা খেজুর এবং কিশমিশ ও খেজুর মিশ্রিত পানীয় তৈরি করতে নিষেধ করেছেন। আর তিনি হাজার নামক এলাকাবাসীদেরকে লিখেন যে, তোমরা কিশমিশ এবং খেজুর একসাথে মিশ্রিত করবে না।

৫৫৫৭. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ أَنْبَأَنَا حُمَيْدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ الْبُسْرُ وَحْدَهُ حَرَامٌ وَمَعَ التَّمْرِ حَرَامٌ *

৫৫৫৭. আহমদ ইবন সুলায়মান (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, শুধু কাঁচা খেজুরের শরাবও হারাম এবং শুকনো খেজুরের সাথে মিশ্রিত করাও হারাম।

خَلِيطُ التَّمْرِ وَالزُّبَيْبِ

কাঁচা খেজুর ও কিশমিশের মিশ্রণ

৫৫৫৮. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَدَمَ وَعَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ خَلِيطِ التَّمْرِ وَالزُّبَيْبِ وَعَنِ التَّمْرِ وَالْبُسْرِ *

৫৫৫৮. মুহাম্মদ ইবন আদম ও আলী ইবন সাঈদ (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ খেজুর এবং কিশমিশ মিশাতে এবং কাঁচা ও শুকনো খেজুর একত্রে ভেজাতে নিষেধ করেছেন।

৫৫৫৯. أَخْبَرَنَا قُرَيْشُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَاوَرِدِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ أَنْبَأَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ التَّمْرِ وَالزُّبَيْبِ وَنَهَى عَنِ التَّمْرِ وَالْبُسْرِ أَنْ يُنْبَذَا جَمِيعًا *

৫৫৫৯. কুরায়শ ইবন আবদুর রহীম বাওয়ারদী (র) - - - - আমর ইবন দীনার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা)-কে বলতে শুনেছি : রাসূলুল্লাহ ﷺ খেজুর ও কিশমিশ মিশাতে নিষেধ করেছেন। আর তিনি কাঁচা ও পাকা খেজুর একসাথে মিশাতে নিষেধ করেছেন।

خَلِيطُ الرُّطَبِ وَالزُّبَيْبِ

ভেজা খেজুর ও আঙুরের মিশ্রণ

৫৫৬০. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تَنْبِذُوا الزَّهْوَ وَالرُّطَبَ وَلَا تَنْبِذُوا الرُّطَبَ وَالزُّبَيْبَ جَمِيعًا *

৫৫৬০. সুওয়ায়দ ইবন নাসর (র) - - - - আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা কাঁচা খেজুর ও পাকা তাজা খেজুর মিশিয়ে পানীয় তৈরি করো না, এবং পাকা খেজুর ও কিশমিশ মিশিয়েও পানীয় তৈরি করো না।

خَلِيطُ الْبُسْرِ وَالزُّبَيْبِ

কাঁচা খেজুর ও কিশমিশ মিশ্রিত করা

৫৫৬১. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُنْبَذَ الزُّبَيْبُ وَالْبُسْرُ جَمِيعًا وَنَهَى أَنْ يُنْبَذَ الْبُسْرُ وَالرُّطْبُ جَمِيعًا *

৫৫৬১. কুতায়বা (র) - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কিশমিশ ও কাঁচা খেজুর এক সাথে মিশিয়ে পানীয় তৈরি করতে নিষেধ করেছেন। তিনি কাঁচা খেজুর ও ভেজা খেজুরও এক সাথে মিশাতে নিষেধ করেছেন।

ذَكَرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا نَهَى عَنِ الْخَلِيطَيْنِ وَهِيَ لِيَقْوَى أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ

দুই উপাদান মিশ্রিত করা নিষেধ হওয়ার কারণ তাতে একটির উপর অন্যটি প্রবল হয়ে মাদকতার স্তরে পৌঁছে যেতে পারে

৫৫৬২. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ وَقَاءِ بْنِ إِيَّاسٍ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تَجْمَعَ شَيْئَيْنِ نَبِيذًا يَبْغِي أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْفَضِيخِ فَتَنَاهَنِ عَنْهُ قَالَ كَانَ يَكْرَهُ الْمُذْنِبَ مِنَ الْبُسْرِ مَخَافَةَ أَنْ يَكُونَا شَيْئَيْنِ فَكُنَّا نَقْطَعُهُ *

৫৫৬২. সুওয়ায়দ ইবন নাসর (র) - - - আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ দুই বস্তু মিশিয়ে নবীয প্রস্তুত করতে নিষেধ করেছেন। কেননা তাতে একটি অন্যটির উপর শক্তিশালী হয়ে ওঠে। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট ফাযীখ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে তিনি তা পান করতে নিষেধ করেন। আর তিনি ঐ খেজুর পছন্দ করতেন না, যা একদিক থেকে পাকতে শুরু করেছে। কেননা তাতে দুই বস্তু হওয়ার ভয় রয়েছে। সেজন্য আমরা তার যেদিক থেকে পাকা শুরু হয়েছে তা কেটে ফেলতাম।

৫৫৬৩. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ قَالَ شَهِدْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَتَى بِبُسْرٍ مُذْنِبٍ فَجَعَلَ يَقْطَعُهُ مِنْهُ *

৫৫৬৩. সুওয়ায়দ ইবন নাসর (র) - - - আবু ইদরীস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি দেখলাম, আনাস ইবন মালিক (রা)-এর নিকট একদিকে অর্ধপাকা খেজুর উপস্থিত করা হলে তিনি তা কেটে ফেলতেন।

৫৫৬৪. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ قَالَ قَتَادَةُ كَانَ أَنَسٌ يَأْمُرُ بِالتَّذْنُوبِ فَيَقْرُضُ *

৫৫৬৪. সুওয়ায়দ ইবন নাসর (র) - - - কাতাদা (র) বলেন, আনাস (রা) ঐ খেজুরকে একদিক থেকে কেটে ফেলার আদেশ দিতেন, যার একদিক পাকা।

৫৫৬৫. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ كَانَ لَا يَدْعُ شَيْئًا قَدْ أَرْطَبَ إِلَّا عَزَلَهُ عَنْ فَضِيخِهِ *

৫৫৬৫. সুওয়ায়দ ইবন নাসর (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি নিজের কাঁচা খেজুর হতে ঐ অংশটুকু কেটে ফেলতেন, যেটুকু পেকে গেছে।

الْتَّرْخُصُ فِي انْتِبَازِ الْبُسْرِ وَحَدَهُ وَشَرْبِهِ قَبْلَ تَغْيِيرِهِ فِي فَضِيخِهِ

নেশাকর হওয়ার আগে শুধু কাঁচা খেজুরের পানীয় পানের অনুমতি

৫৫৬৬. أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تَنْبِذُوا الزُّهُوَ وَالرُّطْبَ جَمِيعًا وَلَا الْبُسْرَ وَالزَّبِيبَ جَمِيعًا وَانْبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حَدِّهِ *

৫৫৬৬. ইসমাইল ইবন মাসউদ (র) - - - - আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা কাঁচা এবং তাজা পাকা খেজুর একত্রে মিশিয়ে পানীয় তৈরি করবে না। আর কিশমিশ এবং কাঁচা খেজুরও একত্রে ভেজাবে না, বরং এগুলো পৃথক পৃথকভাবে ভেজাবে।

الرَّخْصَةُ فِي الْإِنْتِبَازِ فِي الْأَسْقِيَةِ الَّتِي يُلَاثُ عَلَى أَفْوَاهِهَا

মুখবন্ধ পাড়ে নাবীয তৈরির অনুমতি

৫৫৬৭. أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ دُرُسْتٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي قَتَادَةَ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ خَلِيطِ الزُّهُوَ وَالتَّمْرِ وَخَلِيطِ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ وَقَالَ لِيَنْبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حَدِّهِ فِي الْأَسْقِيَةِ الَّتِي يُلَاثُ عَلَى أَفْوَاهِهَا *

৫৫৬৭. ইয়াহুইয়া ইবন দুরস্ত (র) - - - - আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাঁচা এবং শুকনো খেজুর মিশ্রিত করে ভেজাতে নিষেধ করেছেন, এবং অর্ধপাকা এবং শুকনো খেজুর মিশ্রিত করে ভেজাতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন : এদের প্রত্যেকটি পৃথকভাবে ঐ পাড়ে ভেজাবে যার মুখবন্ধ করা হয়েছে।

الْتَّرْخُصُ فِي انْتِبَازِ التَّمْرِ وَحَدَهُ

শুধু খেজুর ভেজানোর অনুমতি

৫৫৬৮. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ الْعَبْدِيِّ قَالَ

حَدَّثَنَا أَبُو الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَخْلُطَ بُسْرٌ بِتَمْرٍ أَوْ زَيْبٍ بِتَمْرٍ أَوْ زَيْبٍ بِبُسْرٍ وَقَالَ مَنْ شَرِبَهُ مِنْكُمْ فَلْيَشْرَبْ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُ فَرْدًا تَمْرًا فَرْدًا أَوْ بُسْرًا فَرْدًا أَوْ زَيْبًا فَرْدًا *

৫৫৬৮. সুওয়ায়দ ইবন নাসর (র) - - - আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কাঁচা খেজুরকে শুকনো খেজুরের সাথে মিশাতে অথবা কিশমিশকে শুকনো খেজুরের সাথে কিংবা কিশমিশকে কাঁচা খেজুরের সাথে মিশাতে নিষেধ করেছেন। আর তিনি বলেছেন : যে ব্যক্তি তা পান করতে চায়, সে যেন পৃথক পৃথকভাবে পান করে। খেজুরকে পৃথক, অর্ধপাকা খেজুরকে পৃথক এবং আড়ুরকে পৃথক।

৫৫৬৯. أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يَخْلُطَ بُسْرًا بِتَمْرٍ أَوْ زَيْبًا بِتَمْرٍ أَوْ زَيْبًا بِبُسْرٍ وَقَالَ مَنْ شَرِبَ مِنْكُمْ فَلْيَشْرَبْ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُ فَرْدًا قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا أَبُو الْمُتَوَكِّلِ اسْمُهُ عَلَى بْنِ دَاوُدَ *

৫৫৬৯. আহমদ ইবন খালিদ (র) - - - আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ শুকনো খেজুরের সাথে অর্ধপাকা খেজুর মিশাতে, অথবা শুকনো খেজুরের সাথে কিশমিশ বা অর্ধপাকা খেজুরের সাথে কিশমিশ মিশাতে নিষেধ করেছেন। আর তিনি বলেছেন : তোমাদের মধ্যে যে এগুলো পান করতে চায়, সে যেন পৃথক পৃথকভাবে পান করে।

إِتْبَادُ الزَّيْبِ وَحْدَهُ

শুধু কিশমিশ দ্বারা নাবীষ তৈরি

৫৫৭০. أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَارٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو كَثِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَخْلُطَ الْبُسْرُ وَالزَّيْبُ وَالْبُسْرُ وَالتَّمْرُ وَقَالَ انْبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَةٍ *

৫৫৭০. সুওয়ায়দ ইবন নাসর (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কাঁচা খেজুর ও কিশমিশ এবং অর্ধপাকা খেজুর ও শুকনো খেজুর একত্রে মিশাতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন : প্রত্যেকটিকে পৃথক পৃথক ভেজাবে।

الرُّخْصَةُ فِي إِتْبَادِ الْبُسْرِ وَحْدَهُ

কাঁচা খেজুরকে পৃথক ভেজানো

৫৫৭১. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمَارٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعَاوَى بْنُ عَمْرِانَ عَنْ

إِسْمَاعِيلَ ابْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكَّلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يُنْبَذَ التَّمْرُ وَالزَّيْبُ وَالْبُسْرُ وَقَالَ انْتَبِذُوا الزَّيْبَ فَرْدًا وَالتَّمْرَ فَرْدًا وَالْبُسْرَ فَرْدًا قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو كَثِيرٍ اسْمُهُ يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ *

৫৫৭১. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন আশ্বার (র) - - - আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} খেজুর এবং কিশমিশ একত্রে ভেজাতে নিষেধ করেছেন এবং শুকনো ও অর্ধপাকা খেজুর একত্রে ভেজাতেও নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন : কিশমিশকে পৃথক এবং খেজুর পৃথক ভেজাবে এবং অর্ধপাকা খেজুরও পৃথক ভেজাবে।

تَاوِيلُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا

এর ব্যাখ্যা
আয়াত : وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا
৫৫৭২. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أُنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو كَثِيرٍ ح وَأُنْبَأَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حَبِيبٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو كَثِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ النَّخْلَةِ وَالْعِنَبَةِ *

৫৫৭২. সুওয়ায়দ ইব্ন নাসর ও হুমায়দ ইব্ন মাস'আদা (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} বলেছেন : এদু'টি থেকেই মদ প্রস্তুত হয়। সুওয়ায়দ (রা)-এর বর্ণনায় আছে এ দুটো গাছ অর্থাৎ খেজুর ও আঙুরের গাছ থেকে।

৫৫৭৩. أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُليَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ الصَّوَّافُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو كَثِيرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ النَّخْلَةِ وَالْعِنَبَةِ *

৫৫৭৩. যিয়াদ ইব্ন আইয়্যুব (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : খেজুর ও আঙুর এ দু'টি গাছ (-এর ফল) থেকেই মদ তৈরি হয়।

৫৫৭৪. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنِ شَرِيكَ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ قَالَا السُّكَّرُ خَمْرٌ *

৫৫৭৪. সুওয়ায়দ ইব্ন নাসর (র) - - - ইব্রাহীম এবং শা'বী (র) বলেন : স্কর অর্থ মদ।

৫৫৭৫. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدٌ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ السَّكْرُ خَمْرٌ*

৫৫৭৫. সুওয়ায়দ ইবন নাসর (র) - - - - সাঈদ ইবন জুযায়র (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : সَكْرٌ অর্থ - মদ।

৫৫৭৬. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ عَنْ حَبِيبٍ وَهُوَ ابْنُ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ السَّكْرُ خَمْرٌ*

৫৫৭৬. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র) - - - - সাঈদ ইবন জুযায়র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : سَكْرٌ অর্থ - মদ।

৫৫৭৭. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدٌ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ السَّكْرُ حَرَامٌ وَالرَّزْقُ الْحَسَنُ حَلَالٌ*

৫৫৭৭. সুওয়ায়দ ইবন নাসর (র) - - - - সাঈদ ইবন জুযায়র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আয়াতে, 'সাকার' হলো হারাম এবং 'উত্তম রিয়ক' হলো- হালাল।

ذِكْرُ أَنْوَاعِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي كَانَتْ مِنْهَا الْخَمْرُ حِينَ نَزَلَ تَحْرِيمُهَا

মদ হারাম হওয়ার সময় যে সব বস্তু দ্বারা মদ তৈরি হতো তার বর্ণনা

৫৫৭৮. أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُليَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ قَالَ حَدَّثَنَا الشَّعْبِيُّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَخْطُبُ عَلَى مِنْبَرِ الْمَدِينَةِ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ أَلَا إِنَّهُ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ يَوْمَ نَزَلَ وَهِيَ مِنْ خَمْسَةِ مِنَ الْعِنَبِ وَالتَّمْرِ وَالْعَسَلِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ*

৫৫৭৮. ইয়াকুব ইবন ইব্রাহীম (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমর (রা)-কে মিন্বরে খতবা দিতে শুনি। তিনি বলেন : ওহে লোকসকল! যেদিন মদ হারাম করা হয়েছিল, তখন পাঁচ বস্তু দ্বারা মদ তৈরি হতো : আঙ্গুর, খেজুর, মধু, গম ও যব। আর তাই মদ যা দ্বারা জ্ঞান আচ্ছন্ন করে।

৫৫৭৯. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ زَكَرِيَّا وَآبِي حَيَّانَ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ الْخَمْرَ نَزَلَ تَحْرِيمُهَا وَهِيَ مِنْ خَمْسَةِ مِنَ الْعِنَبِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالْعَسَلِ*

৫৫৭৯. মুহাম্মদ ইবন 'আলা (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমর (রা)-কে মিসরে বলতে শুনেছি। তিনি আল্লাহর প্রশংসা করার পর বলেন : জেনে রাখ ! যখন মদ হারাম হয় তখন খেজুর, গম, যব, মধু এবং আড়ুর এ পাঁচটি বস্তু থেকে মদ তৈরি হতো।

৫৫৮০. আহমদ ইবন সুলায়মান (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : মদ পাঁচ বস্তু দ্বারা প্রস্তুত হয়, খেজুর, গম, যব, মধু এবং আড়ুর।

تَحْرِيمُ الْأَشْرَبَةِ الْمُسْكِرَةِ مِنَ الْأَثْمَارِ وَالْحُبُوبِ كَانَتْ عَلَى اخْتِلَافٍ أَجْنَاسَهَا لِشَارِبِيهَا

ফল এবং খাদ্য থেকে তৈরি নেশাকর পানীয়সমূহ হারাম

৫৫৮১. সুওয়ায়দ ইবন নাসর (র) - - - - ইবন সীরীন (র) বলেন, আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা)-এর নিকট এক ব্যক্তি এসে বললো : সন্ধ্যায় লোক আমাদের জন্য পানীয় তৈরি করে, পরে আমরা তা ভোরে পান করি। আবদুল্লাহ (রা) বললো : আমি তোমাকে মাদক দ্রব্য থেকে নিষেধ করছি, তা অল্প হোক বা অধিক। আর আমি তোমাকে আল্লাহর নামে সাক্ষ্য দিয়ে নিষেধ করছি - মাদকদ্রব্য থেকে ; তা কম হোক বা বেশি। খায়বারবাসীরা অমুক অমুক বস্তু হতে মদ তৈরি করতো এবং তার এটা ওটা নাম রাখতো, অথচ প্রকৃতপক্ষে তা মদ, আর ফাদাকবাসীরা অমুক অমুক বস্তুর শরাব তৈরি করে তার এই নাম রাখে, অথচ তাও মদ। এভাবে তিনি চার প্রকার শরাবের কথা বললেন, এর মধ্যে একটা ছিল মধুর শরাব।

إِثْبَاتُ اسْمِ الْخَمْرِ لِكُلِّ مُسْكِرٍ مِنَ الْأَشْرَبَةِ

প্রত্যেক নেশাকর পানীয়ের জন্যই খামর (মদ) নাম প্রযোজ্য

৫৫৮২. সুওয়ায়দ ইবন নাসর (র) - - - - ইবন সীরীন (র) বলেন, আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা)-এর নিকট এক ব্যক্তি এসে বললো : সন্ধ্যায় লোক আমাদের জন্য পানীয় তৈরি করে, পরে আমরা তা ভোরে পান করি। আবদুল্লাহ (রা) বললো : আমি তোমাকে মাদক দ্রব্য থেকে নিষেধ করছি, তা অল্প হোক বা অধিক। আর আমি তোমাকে আল্লাহর নামে সাক্ষ্য দিয়ে নিষেধ করছি - মাদকদ্রব্য থেকে ; তা কম হোক বা বেশি। খায়বারবাসীরা অমুক অমুক বস্তু হতে মদ তৈরি করতো এবং তার এটা ওটা নাম রাখতো, অথচ প্রকৃতপক্ষে তা মদ, আর ফাদাকবাসীরা অমুক অমুক বস্তুর শরাব তৈরি করে তার এই নাম রাখে, অথচ তাও মদ। এভাবে তিনি চার প্রকার শরাবের কথা বললেন, এর মধ্যে একটা ছিল মধুর শরাব।

حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ *

৫৫৮২. সুওয়ায়দ ইবন নাসর (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাবিতাহু বলেছেন : প্রত্যেক মাদকদ্রব্যই হারাম এবং প্রত্যেক মাদকদ্রব্যই খামর (মদ) ।

৫৫৮৩. অখবরনা হুসাইন বন মনসুর বন জেফর সাবিতাহু قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ قَالَ الْحُسَيْنُ قَالَ أَحْمَدُ وَهَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ *

৫৫৮৩. হুসায়ন ইবন মানসুর ইবন জা'ফর (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাবিতাহু বলেছেন : প্রত্যেক মাদকদ্রব্য হারাম এবং প্রত্যেক মাদকদ্রব্যই খামর ।

৫৫৮৪. অখবরনা ইখিয়া বন দরুস্ত সাবিতাহু قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ *

৫৫৮৪. ইয়াহুইয়া ইবন দুরস্ত (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাবিতাহু বলেছেন : প্রত্যেক মাদকদ্রব্যই খামর ।

৫৫৮৫. অখবরনা আলী বন মিমুন সাবিতাহু قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي رَوَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ *

৫৫৮৫. আলী ইবন মায়মুন (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাবিতাহু বলেছেন : প্রত্যেক মাদকদ্রব্য হারাম, আর প্রত্যেক মাদকদ্রব্যই খামর ।

৫৫৮৬. অখবরনা সুইদ সাবিতাহু قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجَلَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ *

৫৫৮৬. সুওয়ায়দ (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাবিতাহু বলেছেন : প্রত্যেক মাদকদ্রব্যই হারাম এবং প্রত্যেক মাদকদ্রব্যই খামর ।

تَحْرِيمُ كُلِّ شَرَابٍ أَسْكِرَ

প্রত্যেক মাদকদ্রব্য হারাম

৫৫৮৭. অখবরনা মুহম্মদ বন মুত্তী সাবিতাহু قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ *

٥٥٨٨. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ *

٥٥٨٩. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ يُنْبَذَ فِي الدُّبَاءِ وَالْمُزَفَّتِ وَالنَّقِيرِ وَالْحَنْتَمِ وَكُلِّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ *

٥٥٩. أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ زَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تَنْبِذُوا فِي الدُّبَاءِ وَلَا الْمُرْقَتِ وَلَا النِّقِيرِ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ *

٥٥٩١. أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَقُتَيْبَةُ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرٌ فَهُوَ حَرَامٌ قَالَ قُتَيْبَةُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ *

٥٥٩٢. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ ح وَأَنْبَاءَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ الْبَيْعِ فَقَالَ كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ حَرَامٌ اللَّفْظُ لِسُؤَيْدٍ *

٥٥٩٣. أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ أَتَيْنَا عَبْدَ اللَّهِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُنِلَ عَنِ الْبَيْتِ فَقَالَ كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ وَالْبَيْتُ مِنَ الْعَسَلِ *

৫৫৯৩. সুওয়ায়দ (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে মধুর শরাব সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন : প্রত্যেক পানীয় যাতে মাদকতা রয়েছে, তা হারাম। আর মধুর শরাবকে বিত' বলা হয়।

৫৫৯৪. অখবরনা আলী بْنُ مَيْمُونٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُنِلَ عَنِ الْبَيْتِ فَقَالَ كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ وَالْبَيْتُ هُوَ نَبِيذُ الْعَسَلِ *

৫৫৯৪. আলী ইবন মায়মুন (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে মধুর তৈরি শরাব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন : যে বস্তুই মাদকতা আনে তা হারাম। আর বিত' হলো মধুর তৈরি শরাব।

৫৫৯৫. অখবরনা أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُوَيْدٍ بْنُ مَجْجُوفٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْهَيْثَمِ عَنْ أَبِي دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ *

৫৫৯৫. আহমদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন সুওয়ায়দ ইবন মানজুফ ও আবদুল্লাহ ইবন হায়সাম (র) - - - - আবু মুসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : প্রত্যেক মাদকদ্রব্যই হারাম।

৫৫৯৬. অখবরনা أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَا وَمُعَاذٌ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ مُعَاذُ إِنَّكَ تَبْعُنَا إِلَى أَرْضٍ كَثِيرُ شَرَابٍ أَهْلِهَا فَمَا أَشْرَبُ قَالَ أَشْرَبُ وَلَا تَشْرَبُ مُسْكِرًا *

৫৫৯৬. আহমদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন আলী (র) - - - - আবু বুরদা (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন : তিনি বলেন ; রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে এবং মু'আয (রা)-কে ইয়ামনে পাঠান। মু'আয (রা) বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি আমাদেরকে এমন এক দেশে পাঠাচ্ছেন, যেখানকার অধিবাসীগণ নানারকমের পানীয় ব্যবহার করে থাকে। আমরা কী পান করবো? তিনি বললেন : তোমরা পানীয় পান করবে কিন্তু ঐ পানীয় যাতে মাদকতা থাকে, তা পান করবে না।

৫৫৯৭. অখবরনা يَحْيَى بْنُ مُوسَى الْبَلْخِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا حَرِيشُ بْنُ سُلَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ الْأَيْمِيُّ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ *

৫৫৯৭. ইয়াহুইয়া ইবন মুসা বালখী (র) - - - - আবু মুসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : প্রত্যেক মাদকদ্রব্য হারাম।

৫৫৯৮. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدٌ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَنْبَأَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ شَيْبَانَ السَّدُوسِيُّ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءَ سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّا نَرْكَبُ أَسْفَارًا فَتُبْرَزُ لَنَا الْأَشْرِبَةُ فِي الْأَسْوَاقِ لَأَنْذَرِي أَوْعِيَّتَهَا فَقَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ فَذَهَبَ يَعِيدُ فَقَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ فَذَهَبَ يَعِيدُ فَقَالَ هُوَ مَا أَقُولُ لَكَ *

৫৫৯৮. সুওয়ায়দ (র) - - - - আসওয়াদ ইবন শায়বান সাদুসী (র) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি আতা (র)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করলো : আমরা বিভিন্ন সফরে যাই। তখন বাজারে নানা রকম পানীয় দেখি; কিন্তু ঐ পানীয় কোন পাত্রে বানানো হয়েছে, তা জানি না। আতা (র) বললেন : প্রত্যেক নেশাকরবস্তু হারাম। ঐ ব্যক্তি তার প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করল। তিনি বললেন, প্রত্যেক নেশাকর বস্তু হারাম। লোকটি আবারও সেই প্রশ্ন করল। তিনি বললেন : আমি তোমাকে যা বলেছি, তা-ই ঠিক।

৫৫৯৯. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدٌ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ هُرُونَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ قَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ *

৫৫৯৯. সুওয়ায়দ (র) - - - - ইবন সিরীন (র) বলেন, প্রত্যেক মাদকদ্রব্য হারাম।

৫৬০০. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدٌ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الطُّفَيْلِ الْجَزَرِيُّ قَالَ كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ لَا تَشْرَبُوا مِنَ الطَّلَاءِ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلَاثُ وَيَبْقَى ثُلَاثُ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ *

৫৬০০. সুওয়ায়দ (র) - - - - আবদুল মালিক ইবন তুফায়ল জাযারী (র) বলেন : উমর ইবন আবদুল আযীয (র) আমাদের নিকট ফরমান পাঠান যে, তোমরা জ্বালানো দ্রাক্ষারস পান করবে না, যতক্ষণ না তার দুই-তৃতীয়াংশ চলে যায় এবং এক-তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকে। আর প্রত্যেক মাদকদ্রব্যই হারাম।

৫৬০১. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدٌ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ الصَّقَقِيِّ بْنِ حَزْنٍ قَالَ كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَدِيِّ بْنِ أَرْطَاةٍ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ *

৫৬০১. সুওয়ায়দ (র) - - - - সা'ক ইবন হাযন (র) বলেন : উমর ইবন আবদুল আযীয (র) আদী ইবন আরতাত (র)-কে লিখলেন : প্রত্যেক মাদকদ্রব্য হারাম।

৫৬০২. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا حَرِيشُ بْنُ سُلَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ مُصْرَفٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ *

৫৬০২. আমর ইব্ন আলী (র) - - - - আবু মূসা আশ'আরী (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : প্রত্যেক মাদকদ্রব্য হারাম।

تَفْسِيرُ الْبَيْعِ وَالْمِزْرِ

মিষর ও বিত -এর ব্যাখ্যা

৫৬.৩. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدٌ قَالَ أُنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنِ الْأَجْلَعِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْيَمَنِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ بِهَا أَشْرِبَةً فَمَا أَشْرَبُ وَمَا أَدْعُ قَالَ وَمَاهِي قُلْتُ الْبَيْعُ وَالْمِزْرُ قَالَ وَمَا الْبَيْعُ وَالْمِزْرُ قُلْتُ أَمَا الْبَيْعُ فَتَنْبِذُ الْعَسَلِ وَأَمَا الْمِزْرُ فَتَنْبِذُ الذَّرَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَشْرَبْ مُسْكِرًا فَإِنِّي حَرَمْتُ كُلَّ مُسْكِرٍ *

৫৬০৩. সুওয়ায়দ (র) - - - - আবু মূসা (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে ইয়ামানে প্রেরণ করেন, তখন আমি বললাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! সেখানে বিভিন্ন ধরনের পানীয় পাওয়া যায়। আমি কোন্ প্রকার পানীয় পান করবো এবং কোন্ প্রকার বর্জন করবো ? তিনি বললেন : সেখানে কোন্ প্রকার পানীয় পাওয়া যায় ? আমি বললাম : বিত' এবং মিষর। তিনি বললেন : তা কি দিয়ে তৈরি হয় ? আমি বললাম : বিত' মধু দ্বারা তৈরি হয় এবং মিষর ভুট্টার দ্বারা। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : যে শরাবে মাদকতা রয়েছে তা পান করবে না। কেননা আমি প্রত্যেক মাদকতাপূর্ণ শরাবকে হারাম করেছি।

৫৬.৪. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَدَمَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ ابْنِ فَضِيلٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْيَمَنِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ بِهَا أَشْرِبَةً يُقَالُ لَهَا الْبَيْعُ وَالْمِزْرُ قَالَ وَمَا الْبَيْعُ وَالْمِزْرُ قُلْتُ شَرَابٌ يَكُونُ مِنَ الْعَسَلِ وَالْمِزْرُ يَكُونُ مِنَ الشَّعِيرِ قَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ *

৫৬০৪. মুহাম্মদ ইব্ন আদম ইব্ন সুলায়মান (র) - - - - আবু বুরদা (র) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে ইয়ামানে পাঠান। তখন আমি বললাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! সেখানে মিষর এবং বিত' পাওয়া যায়। তিনি বললেন : বিত' ও মিষর কী বস্তু? আমি বললাম : বিত' এক প্রকার পানীয় যা মধু দ্বারা তৈরি করা হয়; আর মিষর যব দ্বারা তৈরি হয়ে থাকে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : যা মাদকতা সৃষ্টি করে, তা-ই হারাম।

৫৬.৫. أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ آيَةَ

১. 'বিত' হলো মধু থেকে তৈরি শরাব, আর গম, যব ইত্যাদি থেকে তৈরি পানীয়কে বলা হয় মিষর।

الْخَمْرِ فَقَالَ رَجُلٌ يَارَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَرَأَيْتَ الْعِزْرُ قَالَ وَمَا الْعِزْرُ قَالَ حَبَّةٌ تُصْنَعُ بِالْيَمَنِ فَقَالَ تُسْكِرُ قَالَ نَعَمْ قَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ *

৫৬০৫. আবু বকর ইবন আলী (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ খুতবায় মদের আয়াত পাঠ করলেন। তখন এক ব্যক্তি বললো : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! মিয়র-এর কী বিধান ? তিনি বললেন : মিয়র কী ? সে বললো : এক প্রকার পানীয়, যা ইয়ামানে তৈরি হয়। তিনি বললেন : তাতে মাদকতা আছে কি ? সে বললো : হ্যাঁ। তিনি বললেন : যা মাদকতা সৃষ্টি করে, তা হারাম।

৫৬.৬. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي الْجَوَيْرِيَةِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَسُئِلَ فَقِيلَ لَهُ أَفْتِنَا فِي الْبَازِقِ فَقَالَ سَبَقَ مُحَمَّدٌ الْبَازِقَ وَمَا أَسْكِرَ فَهُوَ حَرَامٌ *

৫৬০৬. কুতায়বা (র) - - - - আবুল জুওয়াইরিয়া (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবন আব্বাস (রা)-এর নিকট কাউকে প্রশ্ন করতে শুনলাম, কেউ তাঁকে বললো : আমাকে বাযাক সম্বন্ধে কিছু বলুন, তিনি বললেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সময় বাযাক ছিল না। আর প্রত্যেক মাদকদ্রব্যই হারাম।

تَحْرِيمُ كُلِّ شَرَابٍ أَسْكِرَ كَثِيرُهُ

যা অধিক পানে মাদকতা আসে, তা হারাম

৫৬.৭. أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا أَسْكِرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ *

৫৬০৭. উবায়দুল্লাহ ইবন সাঈদ (র) - - - - আমর ইবন শু'আয়ব (র) তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে পানীয় বস্তুর অধিক পানে মাদকতা আসে, তার অল্পও হারাম।

৫৬.৮. أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْحَكَمِ قَالَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنِي الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَنَّهَا كُمْ عَنْ قَلِيلٍ مَا أَسْكِرَ كَثِيرُهُ *

৫৬০৮. হুমায়দ ইবন মাখলাদ (র) - - - - 'আমির ইবন সা'দ (র) তাঁর পিতা সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : আমি তোমাদেরকে ঐ পানীয় বস্তুর অল্পও পান করতে নিষেধ করছি, যার অধিক পানে মাদকতা সৃষ্টি হয়।

৫৬.৯. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ قَلِيلٍ مَا أَسْكِرَ كَثِيرُهُ *

৫৬০৯. মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন 'আম্মার (র) - - - - 'আমির ইবন সা'দ (র) তাঁর পিতা সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি ঐ পানীয় বস্তুর অল্পও পান করতে নিষেধ করেছেন, যার অধিক পানে মাদকতা সৃষ্টি হয়।

৫৬১০. أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَاقِدٍ أَخْبَرَنِي خَالِدُ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَصُومُ فَتَحَيَّيْتُ فِطْرَهُ يَنْبِيذُ صَنْعَتَهُ لَهُ فِي دُبَاءٍ فَجِئْتُ بِهِ فَقَالَ أَذِنَهُ فَأَذْنَيْتُهُ مِنْهُ فَإِذَا هُوَ يَنْشُ فَقَالَ اضْرِبْ بِهَذَا الْحَاطِطِ فَإِنَّ هَذَا شَرَابٌ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِ السُّكَّرِ قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ وَلَيْسَ كَمَا يَقُولُ الْمُخَاصِعُونَ لَا تَنْفُسِهِمْ بِتَحْرِيمِهِمْ آخِرِ الشَّرْبَةِ وَتَحْلِيلِهِمْ مَا تَقَدَّمَهَا الَّذِي يُشْرَبُ فِي الْفَرْقِ قَبْلَهَا وَلَا خِلَافَ بَيْنِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ السُّكَّرَ بِكُلِّيَّتِهِ لَا يَحْدُثُ عَلَى الشَّرْبَةِ الْآخِرَةِ دُونَ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ بَعْدَهَا وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ *

৫৬১০. হিশাম ইবন আম্মার (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এবার আমি জানলাম যে, রাসুলুল্লাহ ﷺ রোযা রেখেছেন। আমি তাঁর ইফতারের সময় নবীয নিয়ে তাঁর নিকট উপস্থিত হলাম, যা আমি তাঁর জন্য কদুর খোলে তৈরি করেছিলাম। তিনি বললেন : নিকটে আনো। আমি যখন তা নিকটে নিলাম, তখন তা গাঁজাচ্ছিল। এরপর তিনি বললেন : দেওয়ালে ছুঁড়ে মার। কেননা এটা ঐ ব্যক্তির পানীয় যে আল্লাহ্ এবং কিয়ামতের দিনের প্রতি ঈমান রাখে না।

আবু আবদুর রহমান বলেন : এতে মাদকদ্রব্য হারাম হওয়ার প্রমাণ রয়েছে; অল্প হোক বা বেশি। এর বিপরীত সেই আত্মপ্রবঞ্চকদের এ কথা ঠিক নয় যে, পানপাত্রের সর্বশেষ চুমুকটি হারাম, আগে যা পান করেছে, তা হারাম নয়। জ্ঞানীজনের মধ্যে এই বিষয়ে কোন মতপার্থক্য নেই যে, নেশা প্রথম বা দ্বিতীয় চুমুক বা কেবল শেষ চুমুকে আসে তা না ; বরং সবগুলো চুমুকের সমষ্টি দ্বারাই নেশা সৃষ্টি হয়।

النَّهْيُ عَنْ نَبِيذِ الْجِعَةِ وَهُوَ شَرَابٌ يَتَّخَذُ مِنَ الشَّعِيرِ

যবের তৈরি শরাব পান করা নিষেধ

৫৬১১. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ صَفْصَعَةَ بْنِ صُوحَانَ عَنْ عَلِيٍّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ قَالَ نَهَانِي النَّبِيُّ ﷺ عَنْ حَلْفَةِ الذَّهَبِ وَالْقَسَى وَالْمَيْثُورَةِ وَالْجِعَةِ *

৫৬১১. মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক (র) - - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ সোনার বালা ও রেশমী কাপড় পরিধান করতে, আর রেশমী লাল জীনপোশে সওয়ার হতে এবং যবের তৈরি শরাব পান করতে নিষেধ করেছেন।

৫৬১২. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ وَهُوَ ابْنُ سُمَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ عُمَيْرٍ قَالَ قَالَ صَفْصَعَةُ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ أَنَّهُنَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَمَّا نَهَاكَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الدُّبَاءِ وَالْحَنْتَمِ *

৫৬১২. কুতায়বা (র) - - - - সা'সা' (র) আলী ইবন আবু তালিব (রা)-কে বললেন : হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি আমাদেরকে ঐ সকল বস্তু হতে নিষেধ করুন, যা থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ আপনাকে নিষেধ করেছেন। তিনি বললেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে দুব্বা এবং হান্তাম থেকে নিষেধ করেছেন।

ذِكْرُ مَا كَانَ يُنْبَذُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فِيهِ

যে পাত্রে নবী ﷺ -এর নাবীয' তৈরি করা হত

৫৬১৩. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُنْبَذُ لَهُ فِي تَوْرِ مِنْ حِجَارَةٍ *

৫৬১৩. কুতায়বা (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ -এর জন্য পাথরের পাত্রে নাবীয তৈরি করা হতো।

ذِكْرُ الْأَوْعِيَةِ الَّتِي نُهِيَ عَنِ الْإِنْتِبَازِ فِيهَا دُونَ مَا سِوَاهَا مِمَّا لَا تَشْتَدُّ أَشْرِبَتُهَا كَأَشْتِدَادِهِمْ فِيهَا

যে সকল পাত্রে নাবীয তৈরি নিষেধ এবং যে সব পাত্রে নিষেধ নয়

بَابُ النَّهْيِ عَنِ نَبِيذِ الْجَرِّ مُفْرَدًا

পরিচ্ছেদ : মাটির পাত্রে নাবীয তৈরি করা নিষেধ

৫৬১৪. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ نَبِيذِ الْجَرِّ قَالَ نَعَمْ قَالَ طَاوُسٌ وَاللَّهِ إِنِّي سَمِعْتُهُ مِنْهُ *

৫৬১৪. সুওয়ায়দ ইবন নাসর (র) - - - - তাউস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি ইবন উমর (রা)-কে বললো : রাসূলুল্লাহ ﷺ কি মাটির পাত্রে নাবীয' তৈরি করতে নিষেধ করেছেন? তিনি বললেন : হ্যাঁ। তাউস (র) বলেন, আল্লাহর শপথ! আমি তাঁর নিকট এটা শুনেছি।

৫৬১৫. أَخْبَرَنَا هُرُونُ بْنُ زَيْدٍ بْنُ يَزِيدَ بْنِ أَبِي الزُّرْقَاءِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ

عَنْ سُلَيْمَانَ التَّمِيمِيِّ وَابِرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَا سَمِعْنَا طَاوَسًا يَقُولُ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ
قَالَ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ قَالَ نَعَمْ زَادَا إِبْرَاهِيمُ فِي حَدِيثِهِ وَالدُّبَاءُ *

৫৬১৫. হারুন ইবন যায়দ ইবন ইয়াযীদ ইবন আবু যারকা (র) - - - - তাউস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি ইবন উমর (রা)-এর নিকট এসে বললো : রাসূলুল্লাহ ﷺ কি মাটির পাত্রে নাবীয তৈরি করতে নিষেধ করেছেন? তিনি বললেন : হ্যাঁ। ইব্রাহীম (র) তাঁর হাদীসে উল্লেখ করেছেন : আর কদুর খোলেও।

৫৬১৬. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ عِيْنَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ ابْنُ
عَبَّاسٍ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ *

৫৬১৬. সুওয়ায়দ (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ মাটির মটকার তৈরি নাবীয পান করতে নিষেধ করেছেন।

৫৬১৭. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ قَالَ حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ خَالِدِ بْنِ سَحِيمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ
قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ الْحَنْتَمِ قُلْتُ مَا الْحَنْتَمُ قَالَ الْجَرُّ *

৫৬১৭. আলী ইবন হুসায়ন (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ হান্‌তাম ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। আমি বললাম : হান্‌তাম কি? তিনি বললেন : হান্‌তাম হলো মাটির তৈরি পাত্র।

৫৬১৮. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي مَسْلَمَةَ قَالَ
سَمِعْتُ عَبْدَ الْعَزِيزِ يَغْنَى ابْنَ أَسِيدِ الطَّاحِيَّ بَصْرِيَّ يَقُولُ سَأَلَ ابْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ
قَالَ نَهَانَا عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ *

৫৬১৮. মুহাম্মদ ইবন আবদুল আ'লা (র) - - - - আবদুল আযীয ইবন আসীদ তাহী বসরী (র) বলেন : ইবন যুবার (রা)-কে মাটির পাত্রে নাবীয তৈরি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে তা থেকে নিষেধ করেছেন।

৫৬১৯. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ سُؤَيْدِ بْنِ مَنْجُوفٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ
مَهْدِيٍّ عَنْ هِشَامِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ سَأَلْنَا ابْنَ عُمَرَ عَنْ
نَبِيذِ الْجَرِّ فَقَالَ حَرَّمَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ سَمِعْتُ الْيَوْمَ شَيْئًا عَجِبْتُ
مِنْهُ قَالَ مَا هُوَ قُلْتُ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ فَقَالَ حَرَّمَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ صَدَقَ
ابْنُ عُمَرَ قُلْتُ مَا الْجَرُّ قَالَ كُلُّ شَيْءٍ مِنْ مَدَرٍ *

৫৬১৯. আহমদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন 'আলী ইবন সুওয়ায়দ ইবন মানজুফ (র) - - - - সাঈদ ইবন জুযায়র (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা ইবন উমর (রা)-কে মাটির পাত্রে নাবীয প্রস্তুত করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে, তিনি বললেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ তা হারাম করেছেন। পরে আমি ইবন আব্বাস (রা)-এর নিকট এসে বললাম : আজ আমি এমন কথা শুনলাম, যাতে আমি বিস্মিত হয়েছি। তিনি বললেন : তা কী ? আমি বললাম : আমি ইবন উমর (রা)-কে মাটির পাত্রে নাবীয তৈরি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ তা হারাম করেছেন। তিনি বললেন : ইবন উমর (রা) সত্যই বলেছেন। আমি বললাম : 'জার' কি বস্তু ? তিনি বললেন : মাটির পাত্র।

৫৫২. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَّارَةَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فُسِّلَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ فَقَالَ حَرَّمَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَشَقَّ عَلَى لَمَّا سَمِعْتُهُ فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ إِنَّ ابْنَ عُمَرَ سَنَّ عَنْ شَيْءٍ فَجَعَلْتُ أُعْظِمُهُ قَالَ مَا هُوَ قُلْتُ سَنَّ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ فَقَالَ صَدَقَ حَرَّمَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قُلْتُ وَمَا الْجَرُّ قَالَ كُلُّ شَيْءٍ صُنِعَ مِنْ مَدَرٍ *

৫৬২০. আমার ইবন যুরারা (র) - - - - সাঈদ ইবন জুযায়র (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবন উমর (রা)-এর নিকট ছিলাম। তখন তাকে মাটির পাত্রে নাবীয সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে, তিনি বললেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ তা হারাম করেছেন। এটা যখন শুনলাম, বিষয়টা আমার কাছে কঠিন মনে হল। তাই আমি ইবন আব্বাস (রা)-এর নিকট গিয়ে তাঁকে বললাম : ইবন উমর (রা)-কে একটি কথা জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি যে উত্তর দিলেন, তা আমার কাছে কঠিন মনে হচ্ছে। তিনি বললেন : সেটা কি ? আমি বললাম : তাঁকে মাটির পাত্রে নাবীয তৈরি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি এই বলেছেন। তিনি বললেন : তিনি ঠিকই বলেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তা হারাম করেছেন। আমি বললাম : 'জার' কী বস্তু ? তিনি বললেন : মাটির তৈরি পাত্র।

الْجَرُّ الْأَخْضَرُ

সবুজ কলসি

৫৬২১. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنْ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ الْأَخْضَرِ قُلْتُ فَلَا بَيَاضَ قَالَ لَا أَذْرِي *

৫৬২১. মাহমুদ ইবন গায়লান (র) - - - - শায়বানী (র) বলেন, আমি ইবন আবু আওফা (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সবুজ মাটির পাত্রে নাবীয তৈরি করতে নিষেধ করেছেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম : সাদা পাত্রে ? তিনি বললেন : আমি জানি না।

৫৬২২. أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ

حَدَّثَنَا أَبُو اسْحَقَ الشَّيْبَانِيُّ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ نَبِيذِ
الْجَرِّ الْأَخْضَرِ وَالْأَبْيَضِ *

৫৬২২. আবু আবদুর রহমান (র) - - - - আবু ইসহাক শায়বানী বলেন, আমি ইবন আওফা (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সবুজ ও সাদা মাটির পাত্রে নাবীয তৈরি করতে নিষেধ করেছেন।

৫৬২৩. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي رَجَاءٍ قَالَ سَأَلْتُ
الْحَسَنَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ أَحْرَامٌ هُوَ قَالَ حَرَامٌ قَدْ حَدَّثَنَا مَنْ لَمْ يَكْذِبْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى
عَنْ نَبِيذِ الْحَنْتَمِ وَالِدُبَاءِ وَالْمُرْقَتِ وَالنَّقِيرِ *

৫৬২৩. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) - - - - আবু রাজা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হাসান (রা)-কে মাটির পাত্রে নাবীয তৈরি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম : তা কি হারাম? তিনি বললেন : তা হারাম। আমার নিকট এমন ব্যক্তি যিনি কখনও মিথ্যা বলেন নি, বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মাটির পাত্র, কাষ্ঠ পাত্র এবং কদুর খোলে নাবীয তৈরি করতে নিষেধ করেছেন।

النَّهْيُ عَنْ نَبِيذِ الدُّبَاءِ

কদুর পাত্রে নাবীয তৈরি করা নিষেধ

৫৬২৪. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ
مَيْسَرَةَ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الدُّبَاءِ *

৫৬২৪. মাহমুদ ইবন গায়লান (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত : রাসূলুল্লাহ ﷺ কদুর খোল ব্যবহার নিষেধ করেছেন।

৫৬২৫. أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا
ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الدُّبَاءِ *

৫৬২৫. জাফর ইবন মুসাফির (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত : রাসূলুল্লাহ ﷺ কদুর খোল ব্যবহার নিষেধ করেছেন।

النَّهْيُ عَنْ نَبِيذِ الدُّبَاءِ وَالْمُرْقَتِ

কদুর খোল এবং আলকাতরা মাখানো কলসির নাবীয নিষেধ

৫৬২৬. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ

مَنْصُورٍ وَحَمَّادٌ وَسُلَيْمَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ
الدُّبَاءِ وَالْمُزْفَتِ *

৫৬২৬. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ দুব্বা এবং আলকাতরা মাখানো কলসির ব্যবহার (অর্থাৎ তাতে নাবীয তৈরি করতে) নিষেধ করেছেন।

৫৬২৭. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ
الثَّمِيمِيِّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَلِيٍّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنِ الدُّبَاءِ
وَالْمُزْفَتِ *

৫৬২৭. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) - - - - আলী (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি কদুর খোল এবং আলকাতরা মাখানো কলসি ব্যবহার নিষেধ করেছেন।

৫৬২৮. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ قَالَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ
عَطَاءٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَهَى عَنِ الدُّبَاءِ وَالْمُزْفَتِ *

৫৬২৮. মুহাম্মদ ইবন আবান (র) - - - - আবদুর রহমান ইবন ইয়া'মুর (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি কদুর খোল এবং আলকাতরা মাখানো কলসির ব্যবহার নিষেধ করেছেন।

৫৬২৯. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الدُّبَاءِ وَالْمُزْفَتِ أَنْ يُنْبَذَ فِيهِمَا *

৫৬২৯. কুতায়বা (র) - - - - আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত : রাসূলুল্লাহ ﷺ কদুর খোল এবং আলকাতরা মাখা কলসে নাবীয তৈরি করতে নিষেধ করেছেন।

৫৬৩০. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي
أَبُو سَلَمَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الدُّبَاءِ وَالْمُزْفَتِ أَنْ يُنْبَذَ
فِيهِمَا *

৫৬৩০. মুহাম্মদ ইবন মানসুর (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ দুব্বা ও আলকাতরা মাখা কলসে নাবীয তৈরি করতে নিষেধ করেছেন।

৫৬৩১. أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ
ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُزْفَتِ وَالْفَرْعِ *

৫৬৩১. উবায়দুল্লাহ ইবন সাদ্দ (র) - - - - ইবন উমর (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ আলকাতরা মাখা কলস ও কদুর খোল থেকে নিষেধ করেছেন।

نَهَى النَّهْيُ عَنْ نَبِيذِ الدُّبَاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ

কদুর খোল, মাটির পাত্র এবং কাঠের পাত্রে নাবীয তৈরি করা নিষেধ

৫৬৩২. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ بْنِ فَرْوَةَ يَقُولُ لَهُ ابْنُ كُرَيْبٍ بِصَرِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْخَالِقِ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدًا يُحَدِّثُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الدُّبَاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ *

৫৬৩২. আহমদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন হাক্কাম ইবন ফারওয়া (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ কদুর খোল, মাটির পাত্র এবং কাঠের পাত্রে নাবীয তৈরি করতে নিষেধ করেছেন।

৫৬৩৩. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ الْمُثَنَّى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الشَّرْبِ فِي الْحَنْتَمِ وَالِدُّبَاءِ وَالنَّقِيرِ *

৫৬৩৩. সুওয়ায়দ ইবন নাসর (র) - - - - আবু সাদ্দ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ মাটির পাত্র, কদুর খোল এবং কাঠের পাত্রে তৈরি নাবীয পান করতে নিষেধ করেছেন।

النَّهْيُ عَنْ نَبِيذِ الدُّبَاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُرْقَةِ

কদুর খোল, মাটির পাত্র ও আলকাতরা মাখা কলসে নাবীয নিষেধ হওয়া

৫৬৩৪. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الدُّبَاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُرْقَةِ *

৫৬৩৪. সুওয়ায়দ (র) - - - - ইবন উমর (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ কদুর খোল, মাটির পাত্র এবং আলকাতরা মাখা কলসে নাবীয তৈরি করতে নিষেধ করেছেন।

৫৬৩৫. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْجِرَارِ وَالِدُّبَاءِ وَالطُّرُوفِ الْمُرْقَةِ *

৫৬৩৫. সুওয়ায়দ (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ মাটির পাত্র, কদুর খোল এবং আলকাতরা মাখা পাত্রের ব্যবহার নিষেধ করেছেন।

৫৬৩৬. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ عَوْنِ بْنِ صَالِحٍ الْبَارِقِيِّ عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ نَصْرٍ

وَجُمَيْلَةُ بِنْتُ عَبَادٍ أَنَّهُمَا سَمِعَتَا عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَنْهَى عَنْ شَرَابِ صُنْعٍ فِي دُبَاءٍ أَوْ حَنْتَمٍ أَوْ مُزَفَّتٍ لَا يَكُونُ زَيْتًا أَوْ خَلًا *

৫৬৩৬. সুওয়ায়দ (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে দুব্বা, হাশাম এবং আলকাতরা মাখা পাত্রে পান করতে নিষেধ করতে শুনেছি। যয়তুন তেল এবং সিরকা এ থেকে পৃথক।

ذَكَرُ النَّهْيُ عَنْ نَبِيذِ الدُّبَاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُقَيْرِ وَالْحَنْتَمِ

কদুর খোল, কাঠের পাত্র, আলকাতরা মাখা পাত্র ও সবুজ কলসে নাবীয পানে নিষেধাজ্ঞা

٥٦٣٧. أَخْبَرَنَا قُرَيْشُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ أَنْبَأَنَا الْحُسَيْنُ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الدُّبَاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ *

৫৬৩৭. কুরায়শ ইবন আবদুর রহমান (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কদুর খোল, সবুজ কলস, কাঠের পাত্র এবং আলকাতরা মাখা পাত্র থেকে নিষেধ করেছেন।

٥٦٣٨. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدٌ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ حَدَّثَنَا ثُمَامَةُ بْنُ حَزْنٍ الْقَشِيرِيُّ قَالَ لَقِيتُ عَائِشَةَ فَسَأَلْتُهَا عَنِ النَّبِيذِ فَقَالَتْ قَدِمَ وَقَدْ عَبْدَ الْقَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلُوهُ فِيمَا يَنْبِذُونَ فَنَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَنْبِذُوا فِي الدُّبَاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُقَيْرِ وَالْحَنْتَمِ *

৫৬৩৮. সুওয়ায়দ (র) - - - - সুমামা ইবন হাযন কুশায়রী (র) বলেন, আমি আয়েশা (রা)-এর সাথে সাক্ষাত করে তাঁর নিকট নাবীয সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন : আবদুল কায়স গোত্রের লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে নাবীয তৈরির পাত্র সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে কদুর খোল, কাঠের তৈরি পাত্র ও সবুজ কলসে নাবীয তৈরি করতে নিষেধ করেন।

٥٦٣٩. أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُليَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ سُؤَيْدٍ عَنْ مُعَاذَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ نَهَى عَنِ الدُّبَاءِ بِذَاتِهِ *

৫৬৩৯. যিয়াদ ইবন আইয়্যাব (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কদুর খোলে নাবীয তৈরি করতে নিষেধ করেছেন।

٥٦٤٠. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ إِسْحَقَ وَهُوَ ابْنُ سُؤَيْدٍ يَقُولُ حَدَّثَتْنِي مُعَاذَةُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ نَبِيذِ النَّقِيرِ وَالْمُقَيْرِ

وَالدُّبَاءِ وَالْحَنْتَمِ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُلْيَةَ قَالَ اسْحَقُ وَذَكَرَتْ هُنَيْدَةُ عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَ حَدِيثِ مُعَاذَةَ وَسَمِعْتُ الْجَرَارَ قُلْتُ لِهُنَيْدَةَ أَنْتِ سَمِعْتَهَا سَمِعْتُ الْجَرَارَ قَالَتْ نَعَمْ *

৫৬৪০. মুহাম্মদ ইবন আবদুল আ'লা (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাঠের পাত্র, আলকাতরা মাখা পাত্র, কদুর খোল এবং সবুজ কলসে তৈরি নাবীয পান করতে নিষেধ করেছেন। ইবন উলায়্যার হাদীসে আছে। ইসহাক বলেছেন : হুনাযদা আয়েশা (রা) থেকে মুআযা (রা)-এর হাদীসের ন্যায় বর্ণনা করেন। তিনি পাত্রের নাম উল্লেখ করেছেন। আমি হুনাযদাকে জিজ্ঞাসা করলাম : আপনি কি আয়েশা (রা)-কে কলসিগুলোর নাম বলতে শুনেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ।

৫৬৪১. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدٌ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ طَوْدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الْقَيْسِيِّ بَصْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ هُنَيْدَةَ بِنْتِ شَرِيكَ بْنِ أَبَانَ قَالَتْ لَقِيتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بِالْخُرَيْبَةِ فَسَأَلْتُهَا عَنِ الْعَكْرِ فَنَهَيْتَنِي عَنْهُ وَقَالَتْ أَنْبِئِي عَشِيَّةً وَأَشْرِبِيهِ غَدَاةً وَأَوْكِي عَلَيْهِ وَنَهَيْتَنِي عَنِ الدُّبَاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْمَرْقَةِ وَالْحَنْتَمِ *

৫৬৪১. সুওয়ায়দ (র) - - - - শারীক ইবন আব্বানের কন্যা হুনাযদা (র) বলেন, আমি খুরায়বা নামক স্থানে আয়েশা (রা)-এর সাথে মিলিত হলাম। আমি তাঁর নিকট শরাবের তলানী সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি আমাকে তা থেকে নিষেধ করলেন। তিনি বললেন : নাবীয সন্ধ্যায় ভেজাবে এবং ভোরে পান করবে। আর যদি তা কোন মশকে থাকে, তবে তার মুখ বন্ধ করে দেবে। আর তিনি আমাকে কদুর খোল, কাঠের পাত্র, আলকাতরা মাখা পাত্র ও সবুজ কলস ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।

الْمَرْقَةُ

আলকাতরা মাখা পাত্র

৫৬৪২. أَخْبَرَنَا زَيْدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي رَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ الْمُخْتَارَ بْنَ قُلْفُلٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الطُّرُوفِ الْمَرْقَةِ *

৫৬৪২. যিয়াদ ইবন আইয়্যুব (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুযাফফাত (আলকাতরা মাখা পাত্র) থেকে নিষেধ করেছেন।

ذِكْرُ الدَّلَالَةِ عَلَى النَّهْيِ لِلْمَوْصُوفِ مِنَ الْأَوْعِيَةِ الَّتِي تَقْدَمُ ذِكْرُهَا كَانَ حَتْمًا لَا زِمًا لَا عَلَى تَأْدِيبٍ

উপরোল্লিখিত পাত্রসমূহের নিষেধাজ্ঞা চূড়ান্ত হারাম পর্যায়ের, কেবল শিষ্টাচারমূলক নয়, এ
কথার দলীল

৫৬৪৩. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ حَيَّانَ

سَمِعَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ وَابْنَ عَبَّاسٍ أَنَّهُمَا شَهِدَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنِ الدُّبَاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمَرْقَةِ وَالنَّقِيرِ ثُمَّ تَلَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَذِهِ الْآيَةَ وَمَا أَتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا *

৫৬৪৩. আহমদ ইবন সুলায়মান (র) - - - - ইবন উমর এবং ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তাঁরা উভয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্পর্কে সাক্ষ্য দান করেন যে, তিনি কদুর খোল, সবুজ কলস, আলকাতরা মাখা পাত্র এবং কাঠের পাত্র থেকে নিষেধ করেছেন। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ এই আয়াত পাঠ করেন : অর্থাৎ রাসূল ﷺ তোমাদেরকে যা দান করেন তা গ্রহণ করো আর যা হতে তিনি তোমাদের নিষেধ করেন, তা থেকে তোমরা বিরত থাক। (সূরা হাশর : ৭)

৫৬৪৪. أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ عَنْ ابْنِ عَمٍّ لَهَا يُقَالُ لَهُ أَنَسٌ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَا أَتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا قُلْتُ بَلَى قَالَ أَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ قُلْتُ بَلَى قَالَ فَإِنِّي أَشْهَدُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ النَّقِيرِ وَالْمَقِيرِ وَالِدُّبَاءِ وَالْحَنْتَمِ *

৫৬৪৪. সুওয়ায়দ (র) - - - - আসমা বিন্ত ইয়াযীদ (র) তাঁর চাচাতো ভাই আনাস (রা)-এর নিকট শ্রবণ করেছেন, তিনি বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা কি বলেন নি যে, “রাসূল ﷺ তোমাদেরকে যা দেন, তা তোমরা গ্রহণ কর; আর তিনি তোমাদেরকে যা থেকে নিষেধ করেন, তা থেকে তোমরা বিরত থাক।” আমি বললাম : হ্যাঁ। তিনি আবার বললেন : আল্লাহ তা'আলা কি বলেন নি যে, “যখন আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল কোন বিষয়ে আদেশ করেন, তখন মুসলমান পুরুষ অথবা নারীর সে বিষয়ে কোন এখতিয়ার থাকে না।” (৩৩ : ৩৬) আমি বললাম : হ্যাঁ। তিনি বললেন : আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নবী ﷺ নিষেধ করেছেন কাঠের পাত্র, আলকাতরা মাখা পাত্র, কদুর খোল এবং সবুজ কলস থেকে।

تَفْسِيرُ الْأَوْعِيَةِ

পাত্রসমূহের ব্যাখ্যা

৫৬৪৫. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مَرْثَةَ قَالَ سَمِعْتُ زَادَانَ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِوٍ وَقُلْتُ حَدَّثَنِي بِشَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْأَوْعِيَةِ وَفَسَّرَهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْحَنْتَمِ وَهُوَ الَّذِي تُسَمُّونَهُ أَنْتُمْ الْجَرَّةَ وَنَهَى عَنِ الدُّبَاءِ وَهُوَ الَّذِي تُسَمُّونَهُ أَنْتُمْ الْقَرْعَ وَنَهَى عَنِ النَّقِيرِ وَهِيَ النَّخْلَةُ يَنْقَرُونَهَا وَنَهَى عَنِ الْمَرْقَةِ وَهُوَ الْمَقِيرُ *

৫৬৪৫. আমার ইবন ইয়াযীদ (র) - - - - যাযান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা)-কে বললাম : আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট পাত্র সন্মুখে যা শ্রবণ করেছেন, তা আমার নিকট বর্ণনা করুন এবং তার ব্যাখ্যা করুন। তিনি বললেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করেছেন হানতাম [সবুজ কলসি] থেকে যাকে তোমরা জাররা বলে থাক। আর তিনি দুব্বা [কদুর খোল] হতে নিষেধ করেছেন, যাকে তোমরা কার বলে থাক। আর তিনি নাকীর হতে নিষেধ করেছেন; যা খেজুর গাছ হতে নির্মিত পাত্র। আর তিনি মুযাফ্ফাত হতে নিষেধ করেছেন, আর তা হলো আলকাতরা মাখা পাত্র।

الْأَذُنُ فِي الْإِنْتِبَازِ الَّتِي خَصَّهَا بَعْضُ الرُّوَايَاتِ الَّتِي أَتَيْنَا عَلَى ذِكْرِهَا
الْأَذُنُ فِيمَا كَانَ فِي الْأَسْقِبَةِ مِنْهَا
যে সকল পাত্রে নাবীযের অনুমতি রয়েছে

৫৬৪৬. أَخْبَرَنَا سَوَّارُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَوَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَفَدَّ عَبْدُ الْقَيْسِ حِينَ قَدِمُوا عَلَيْهِ عَنِ الدُّبَاءِ وَعَنِ الثَّقِيرِ وَعَنِ الْمَرْفَتِ وَالْمَزَادِ وَالْمَجْبُوبَةِ وَقَالَ انْتَبِذْ فِي سِقَانِكَ أَوْ كِهْ وَاشْرَبْهُ حُلُوا قَالَ بَعْضُهُمْ أَذُنٌ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي مِثْلِ هَذَا قَالَ إِذَا تَجَعَّلَهَا مِثْلَ هَذِهِ وَأَشَارَ بِيَدِهِ يَصِفُ ذَلِكَ *

৫৬৪৬. সাউওয়ার ইবন আবদুল্লাহ ইবন সাউওয়ার (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আবদুল কায়সের প্রতিনিধি দল আসলে তাদেরকে দুব্বা, হান্তাম, নাকীর এবং মুযাফ্ফাত হতে নিষেধ করেন। তিনি বলেন : তোমরা নিজেদের মশকে নাবীয তৈরি করবে এবং তার মুখ বেঁধে রাখবে আর তা মিষ্টি করে পান করবে। উপস্থিত লোকের একজন বললো : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমাদের এতটুকুতে অনুমতি দান করুন। তিনি হাতে ইঙ্গিত করে বললেন : তাহলে তুমি এতখানি করবে (অর্থাৎ সীমালঙ্ঘন করবে)।

৫৬৪৭. أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قِرَاءَةً قَالَ وَقَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْجَرِّ الْمَرْفَتِ وَالِدُّبَاءِ وَالْثَّقِيرِ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا لَمْ يَجِدْ سِقَاءً يُنْبَذُ لَهُ فِيهِ نَبْذٌ لَهُ فِي ثَوْبٍ مِنْ حِجَارَةٍ *

৫৬৪৭. সুওয়ায়দ (র) - - - - আবুয-যুবায়র বলেন, আমি জাবির (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ কদুর খোল, মাটির কলসি এবং কাঠের পাত্র হতে নিষেধ করেছেন। নবী ﷺ যখন তাঁর নিকট নাবীয তৈরি করার জন্য কোন পাত্র পেতেন না তখন তাঁর জন্য পাথরের পাত্রে নাবীয বানানো হতো।

৫৬৪৮. أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ يَعْنِي الْأَزْرَقَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُنْبَذُ لَهُ فِي سِقَاءٍ

فَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ سِقَاءٌ تَنَبَّذَ لَهُ فِي تَوْرِ بِرَامٍ قَالَ وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الدُّبَاءِ وَالنَّقِيرِ
وَالْمَرْقَتِ *

৫৬৪৮. আহমদ ইবন খালিদ (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্য মশকে নাবীয বানানো হতো; যদি মশক না হতো তবে পাথরের পাত্রে। তিনি কদুর খোল, কাঠের পাত্র ও আলকাতরা মাখা পাত্রে পান করতে নিষেধ করেছেন।

٥٦٤٩. أَخْبَرَنَا سَوَّارُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَوَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ
الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الدُّبَاءِ
وَالثَّقِيرِ وَالْجَرِّ وَالْمَرْقَتِ *

৫৬৪৯. সাউওয়ার ইবন আবদুল্লাহ ইবন সাউওয়ার (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কদুর খোল, কাঠের পাত্র, মাটির কলসি ও আলকাতরা মাখা পাত্র হতে নিষেধ করেছেন।

الْإِذْنُ فِي الْجَرِّ خَاصَّةً

মাটির পাত্রের অনুমতি প্রসঙ্গে

٥٦٥٠. أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الْأَخْوَلُ عَنْ مُجَاهِدٍ
عَنْ أَبِي عِيَّاضٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَخَّصَ فِي الْجَرِّ غَيْرَ مَرْقَتٍ *

৫৬৫০. ইব্রাহীম ইবন সাঈদ (র) - - - - আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ ঐ মাটির পাত্রে নাবীয তৈরি করার অনুমতি দিয়েছেন, যাতে আলকাতরার প্রলেপ দেয়া হয়নি।

الْإِذْنُ فِي شَيْءٍ مِنْهَا

যে যে পাত্রের অনুমতি দেয়া হয়েছে

٥٦٥١. أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ عَنِ الْأَخْوَصِ بْنِ جَوَّابٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ رُزَيْقٍ أَنَّهُ
حَدَّثَهُمْ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضْحَى فَتَزَوَّدُوا وَأَدْخَرُوا وَمَنْ أَرَادَ زِيَارَةَ الْقُبُورِ فَأَتَهَا
تَذَكَّرُ الْآخِرَةَ وَاشْرَبُوا وَاتَّقُوا كُلَّ مُسْكِرٍ *

৫৬৫১. আব্বাস ইবন আবদুল আযীম (র) - - - - বুয়াযদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি তোমাদেরকে কুরবানীর গোশত জমা রাখতে নিষেধ করেছিলাম, এখন তোমরা তা খাও এবং

জমা করে রাখতে পার। আর যদি কেউ কবর যিয়ারত করতে মনস্থ করে, সে করতে পারে। কেননা কবর যিয়ারত আখিরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। আর যে কোন পাত্রে তোমরা পানীয়দ্রব্য পান করতে পার, কিন্তু মাদকদ্রব্য হতে দূরে থাকবে।

৫৬৫২. أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَدَمَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ ابْنِ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِي سِنَانٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضْحَايِ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَأَمْسِكُوا مَا بَدَأَ لَكُمْ وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيذِ إِلَّا فِي سِقَامٍ فَأَشْرَبُوا فِي الْأَسْفِيقَةِ كُلَّهَا وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا *

৫৬৫২. মুহাম্মদ ইবন আদম ইবন সুলায়মান (র) - - - - বুয়ায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম; কিন্তু এখন তোমরা কবর যিয়ারত করতে পার। আর আমি তোমাদেরকে তিন দিনের অধিক কুরবানীর গোশত রাখতে নিষেধ করেছিলাম; এখন তোমাদের যতদিন ইচ্ছা গোশত রাখতে পার। আমি তোমাদেরকে মশক ব্যতীত অন্য পাত্রে নাবীয তৈরি করতে নিষেধ করেছিলাম, এখন তোমরা সকল পাত্রেই নাবীয তৈরি করে পান করতে পার, কিন্তু মাদকদ্রব্য পান করবে না।

৫৬৫৩. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْدَانَ بْنِ عِيسَى بْنِ مَعْدَانَ الْحَرَّانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا زُبَيْدٌ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ ثَلَاثِ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا وَلِتَزِدْكُمْ زِيَارَتَهَا خَيْرًا وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضْحَايِ بَعْدَ ثَلَاثِ فَاكُلُوا مِنْهَا مَا شِئْتُمْ وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ الْأَشْرِبَةِ فِي الْأَوْعِيَةِ فَأَشْرَبُوا فِي أَيِّ وَعَاءٍ شِئْتُمْ وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا *

৫৬৫৩. মুহাম্মদ ইবন মা'দান ইবন ইসা ইবন মা'দান হাররানী (র) - - - - বুয়ায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি তোমাদেরকে তিনটি বস্তু হতে নিষেধ করেছিলাম। একটি হল, কবর যিয়ারত, এখন তোমরা কবর যিয়ারত করতে পার। কেননা এতে তোমাদের জন্য উপকার রয়েছে। আর তোমাদেরকে তিন দিনের অধিক কুরবানীর গোশত হতে নিষেধ করেছিলাম; এখন যতদিন ইচ্ছা তা রাখতে পার। আমি কিছু পাত্র হতে তোমাদেরকে নিষেধ করেছিলাম, এখন তোমরা যে কোন পাত্রে পান করতে পার কিন্তু মাদকদ্রব্য পান করবে না।

৫৬৫৪. أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنِ الْأَوْعِيَةِ فَانْتَبِذُوا فِيهَا بَدَاكُمْ وَإِيَّاكُمْ وَكُلُّ مُسْكِرٍ *

৫৬৫৪. আবু বকর ইবন আলী (র) - - - - বুয়ায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি তোমাদেরকে কোন কোন পাত্র হতে নিষেধ করেছিলাম, এখন তোমরা যে কোন পাত্রে নাবীয তৈরি কর, কিন্তু প্রত্যেক মাদকদ্রব্য হতে দূরে থাকবে।

৫৬৫৫. أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ مَرْزُوقِي قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عِمْسَى بْنُ عُثَيْدٍ الْكِنْدِيُّ خَرَّاسَانِي قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَيْنَنَا هُوَ يَسِيرُ إِذْ حَلَّ بِقَوْمٍ فَسَمِعَ لَهُمْ لَفْطًا فَقَالَ مَا هَذَا الصَّوْتُ قَالُوا يَأْتِيهِ اللَّهُ ﷻ لَهُمْ شَرَابٌ يَشْرَبُونَهُ فَبَعَثَ إِلَى الْقَوْمِ فَدَعَاهُمْ فَقَالَ فِي أَيِّ شَيْءٍ تَنْتَبِذُونَ قَالُوا نَتْنَبِذُ فِي النُّقَيْرِ وَالِدُّبَاءِ وَلَيْسَ لَنَا ظُرُوفٌ فَقَالَ لَا تَشْرَبُوا إِلَّا فِيهِمَا أَوْ كَيْتُمْ عَلَيْهِ قَالَ فَلَبِثَ بِذَلِكَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَلْبَثَ ثُمَّ رَجَعَ عَلَيْهِمْ فَأَذَاهُمْ قَدْ أَصَابَهُمْ وَبَاءٌ وَاصْفَرُّوا قَالَ مَا لِي أَرَاكُمْ قَدْ هَلَكْتُمْ قَالُوا يَا نَبِيَّ اللَّهِ ﷻ أَرْضُنَا وَبَيْنَهُ وَحَرَّمْتَ عَلَيْنَا إِلَّا مَا أَوْكَيْنَا عَلَيْهِ قَالَ اشْرَبُوا وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ *

৫৬৫৬. আবু আলী মুহাম্মদ ইবন ইয়াহুইয়া ইবন আইয়ুব মারওয়াযী (র) - - - - বুয়ায়দা (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সফরে বের হন, তখন একদল লোককে হৈ-হুলা করতে শুনে তিনি জিজ্ঞাসা করেন : এটা কিসের আওয়াজ ? তারা বললো : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! তাদের এক প্রকার পানীয় আছে, তারা তা পান করছে। তিনি তাদেরকে ডেকে বললেন : তোমরা কোন পাত্রে পানীয় তৈরি করে থাক ? তারা বললো : কাঠের পাত্র, কদুর খোল ছাড়া আমাদের নিকট অন্য কোন পাত্র নেই। তিনি বললেন : তোমরা শুধু এমন পাত্রে নাবীয তৈরি করবে যার মুখ বন্ধ করতে পারবে। এরপর যতদিন আদ্বাহুর ইচ্ছা ছিল, ততদিন তিনি সেই সফরে ছিলেন। পরে তিনি তাদের নিকট দিয়ে প্রত্যাবর্তনকালে দেখলেন, তারা এক মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে হলুদ হয়ে গেছে। তিনি বললেন : কী হলো, তোমাদেরকে এমন অবস্থায় দেখছি কেন ? তারা বললো : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আবহাওয়ার দরুন আমাদের এখানে মহামারী লেগে থাকে। আর আপনি তো আমাদের জন্য মুখ বন্ধ করা যায় এমন পাত্র ছাড়া অন্য সব পাত্রের নাবীয হারাম করেছেন। তিনি বললেন : তোমরা পান কর। তবে জেনে রাখ, সব ধরনের মাদকদ্রব্য হারাম।

৫৬৫৭. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ وَأَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا نَهَى عَنِ الظُّرُوفِ شَكَتِ الْأَنْصَارُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ لَنَا وَعَاءٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَلَا إِذَا *

৫৬৫৮. মাহমুদ ইবন গায়লান (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন পাত্র সম্বন্ধে নিষেধ করলেন, তখন আনসার লোক অভিযোগ করলো যে, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমাদের এখানে তো অন্য কোন প্রকার পাত্র নেই। তিনি বললেন : তবে কোন অসুবিধা নেই।

مَنْزِلَةُ الْخَمْرِ

মদের প্রকৃত অবস্থা

৫৬৫৭. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدٌ قَالَ أُنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةً أُسْرِي بِهِ بَقْدَحَيْنِ مِنْ خَمْرٍ وَلَبَنٍ فَنَظَرَ إِلَيْهِمَا فَأَخَذَ اللَّبَنَ فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَذَاكَ لِلْفِطْرَةِ لَوْ أَخَذْتَ الْخَمْرَ غَوَتْ أُمَّتُكَ *

৫৬৫৭. সুওয়ায়দ (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, মিরাজের রাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট দুধ এবং মদের দুটি পেয়ালা উপস্থিত করা হলে, তিনি উভয়টির প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন। তারপর তিনি দুধকেই গ্রহণ করলেন। জিবরাঈল (আ) তাঁকে বললেন : আল্লাহর শোকর যে, তিনি আপনাকে ফিতরাত বা স্বভাব ধর্মের প্রতি হিদায়ত দান করেছেন। যদি আপনি মদের পাত্র গ্রহণ করতেন, তবে আপনার উম্মত পথভ্রষ্ট হতো।

৫৬৫৮. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ خَالِدٍ وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ بْنُ حَفْصٍ يَقُولُ سَمِعْتُ ابْنَ مُحَيْرِيزٍ يُحَدِّثُ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَشْرَبُ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا *

৫৬৫৮. মুহাম্মদ ইবন আবদুল আ'লা (র) - - - - নবী ﷺ -এর এক সাহাবী নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমার উম্মতের কিছু লোক মদ পান করবে কিন্তু তারা এর অন্য নাম দেবে।

ذِكْرُ الرُّوَايَاتِ الْمُفْلُطَاتِ فِي شُرْبِ الْخَمْرِ

মদপান কী গুরুতর পাপ তার নির্দেশক হাদীসসমূহ

৫৬৫৯. أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ أُنْبَأَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَقِيلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ شَارِبُهَا حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَنْتَهِبُ نَهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارُهُمْ حِينَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ *

৫৬৫৯. ইসা ইবন হাম্মাদ (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ব্যভিচারী যখন ব্যভিচার করে, তখন সে মু'মিন অবস্থায় ব্যভিচার করে না। মদখোর যখন মদ পান

করে, তখন সে মু'মিন অবস্থায় মদ পান করে না। চোর যখন চুরি করে, তখন সে মু'মিন অবস্থায় চুরি করে না। আর যখন কোন ডাকাত ডাকাতিতে লিপ্ত হয়, আর লোক চোখ তুলে দেখতে থাকে, তখন সেও মু'মিন অবস্থায় ডাকাতি করে না।

৫৬৬. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ كُلُّهُمْ حَدَّثُونِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرِبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَنْتَهَبُ نَهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ يَرْفَعُ الْمُسْلِمُونَ إِلَيْهِ أَبْصَارَهُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ *

৫৬৬০. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন ব্যভিচারী ব্যভিচার করে, তখন সে মু'মিন অবস্থায় ব্যভিচার করে না। চোর যখন চুরি করে তখন সে মু'মিন অবস্থায় চুরি করে না। আর কেউ যখন মদ পান করে, তখন সে মু'মিন অবস্থায় মদ পান করে না এবং যখন কেউ কোন মূল্যবান সম্পদ লুণ্ঠন করে আর মুসলিমগণ তার দিকে তাদের চোখ তুলে তাকিয়ে থাকে, তখন সে মু'মিন অবস্থায় লুণ্ঠন করে না।

৫৬৬১. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَعِيمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَتَفَرَّقَ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ قَالُوا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاقْتُلُوهُ *

৫৬৬১. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র) - - - ইবন উমর (রা) সহ একদল সাহাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে মদ পান করে, তাকে বেত্রাঘাত কর। পুনরায় পান করলে আবার বেত্রাঘাত কর; তারপর আবার পান করলে তাকে হত্যা কর।

৫৬৬২. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ عَنْ خَالِهِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا سَكَرَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ إِنْ سَكَرَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ إِنْ سَكَرَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ قَالَ فِي الرَّابِعَةِ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ *

৫৬৬২. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (রা) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে মদ পান করে, তাকে কশাঘাত কর, পুনরায় মদ পান করলে তাকে আবার কশাঘাত কর, আবার মদ পান করলে আবার কশাঘাত কর, চতুর্থবারে বললেন : তাকে হত্যা কর।

৫৬৬৩. أَخْبَرَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ ابْنِ فَضِيلٍ عَنْ وَائِلِ بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِي بُرْذَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مَا أَبَالِي شَرِبْتُ الْخَمْرَ أَوْ عَبَدْتُ هَذِهِ السَّارِيَةَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ *

৫৬৬৩. ওয়াসিল ইবন আবদুল আ'লা (র) - - - - আবু মুসা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলতেন : আমার নিকট মদ্যপান করা অথবা আল্লাহ ব্যতীত এই খুঁটির পূজা করা সমান।

ذِكْرُ الرِّوَايَةِ الْمُبَيِّنَةِ عَنْ صَلَوَاتِ شَارِبِ الْخَمْرِ

মদ্যপায়ীর সালাতের অবস্থা নির্দেশক হাদীস

৫৬৬৪. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا مَعْمَانُ بْنُ حِمْنٍ بْنُ عَلَاقٍ دِمَشْقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عُرْوَةُ بْنُ رُوَيْمٍ أَنَّ ابْنَ الدِّيْلَمِيِّ رَكِبَ يَطْلُبُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ ابْنُ الدِّيْلَمِيِّ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ هَلْ سَمِعْتَ يَاعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَكَرَ شَانَ الْخَمْرِ بِشَيْءٍ فَقَالَ نَعَمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ رَجُلٌ مِنْ أُمَّتِي فَيَقْبَلَ اللَّهُ مِنْهُ صَلَاةَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا *

৫৬৬৪. আলী ইবন হুজর (র) - - - - উরওয়া ইবন রুওয়ায়ম (র) বলেন, একদা ইবন দায়লামী (র) আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবন আস (রা)-এর খোঁজে সওয়ার হলেন। তিনি বলেন : আমি আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা)-এর নিকট উপস্থিত হলাম। জিজ্ঞাসা করলাম : হে আবদুল্লাহ ইবন আমর! আপনি কি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মদ সত্ত্বে কিছু বলতে শুনেছেন? তিনি বললেন : হ্যাঁ, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : আমার উম্মতের কেউ শরাব পান করলে আল্লাহ তা'আলা তার চল্লিশ দিনের নামায কবুল করবেন না।

৫৬৬৫. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا خَلْفٌ يَعْنِي ابْنَ خَلِيفَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَادَانَ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ الْقَاضِي إِذَا أَكَلَ الْهَدِيَّةَ فَقَدْ أَكَلَ السُّحْتَ وَإِذَا قَبِلَ الرِّشْوَةَ بَلَغَتْ بِهِ الْكُفْرَ وَقَالَ مَسْرُوقٌ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَقَدْ كَفَرَ وَكَفَرُهُ أَنْ لَيْسَ لَهُ صَلَاةٌ *

৫৬৬৫. কুতায়বা ও আলী ইবন হুজর (র) - - - - মাসরুক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন বিচারক যখন কোন উপটোকন গ্রহণ করে, তখন সে যেন হারাম খায়, আর যখন সে ঘুষ গ্রহণ করে, তখন সে কুফরী পর্যন্ত পৌছায়। মাসরুক (র) আরো বলেন : যে ব্যক্তি শরাব পান করে, সে কাফির হয়ে যায়। তার কুফরী এই যে, তার নামায কবুল হয় না।

ذَكَرُ الْأَثَامِ الْمُتَوَلَّدَةِ عَنْ شُرْبِ الْخَمْرِ مِنْ تَرْكِ الصَّلَوَاتِ وَمِنْ قَتْلِ
النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ وَمِنْ وَقُوعٍ عَلَى الْمَحَارِمِ

মদ্যপান থেকে যে সকল পাপ জন্ম নেয়

৫৬৬৬. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدٌ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَرِثِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ اجْتَنِبُوا الْخَمْرَ فَإِنَّهَا
أُمُّ الْخَبَائِثِ إِنَّهُ كَانَ رَجُلٌ مِمَّنْ خَلَا قَبْلَكُمْ تَعْبُدُ فَعَلِقَتْهُ امْرَأَةٌ غَوِيَّةٌ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ جَارِيَتَهَا
فَقَالَتْ لَهُ إِنَّا نَدْعُوكَ لِلشَّهَادَةِ فَاذْطَلِقْ مَعَ جَارِيَتِهَا فَطَفِقَتْ كُلَّمَا دَخَلَ بَابًا أَغْلَقَتْهُ دُونَهُ حَتَّى
أَفْضَى إِلَى امْرَأَةٍ وَهَيْئَتُهُ عِنْدَهَا غُلَامٌ وَبَاطِلِيَّةٌ خَمْرٌ فَقَالَتْ إِنِّي وَاللَّهِ مَا دَعَوْتُكَ لِلشَّهَادَةِ
وَلَكِنْ دَعَوْتُكَ لِنَقْعٍ عَلَى أَوْ تَشْرَبَ مِنْ هَذِهِ الْخَمْرَةِ كَأْسًا أَوْ تَقْتُلَ هَذَا الْغُلَامَ قَالَ فَاسْقِينِي
مِنْ هَذَا الْخَمْرِ كَأْسًا فَسَقَتْهُ كَأْسًا قَالَ زَيْدُونِي فَلَمْ يَرَمْ حَتَّى وَقَعَ عَلَيْهَا وَقَتَلَ النَّفْسَ
فَاجْتَنِبُوا الْخَمْرَ فَإِنَّهَا وَاللَّهِ لَا يَجْتَمِعُ الْإِيمَانُ وَإِذْمَانُ الْخَمْرِ إِلَّا لِيُوشِكَ أَنْ يُخْرِجَ
أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ *

৫৬৬৬. সুওয়ায়দ (র) - - - - - উসমান (রা) থেকে বর্ণিত, তোমরা মাদকদ্রব্য পরিত্যাগ কর, কেননা তা নানা
প্রকার অপকর্মের প্রসূতি। তোমাদের পূর্ববর্তী যুগে এক আবেদ ব্যক্তি ছিল। এক কুলটা রমণী তাকে নিজের
ধোঁকাবাজির জালে আবদ্ধ করতে মনস্থ করে। এজন্য সে তার এক দাসীকে তার নিকট প্রেরণ করে তাকে
সাক্ষ্যদানের জন্য ডেকে পাঠায়। তখন ঐ আবেদ ব্যক্তি ঐ দাসীর সাথে গমন করলো। সে যখনই কোন দরজা
অতিক্রম করত, দাসী পেছন থেকে সেটি বন্ধ করে দিত। এভাবে সেই আবেদ ব্যক্তি এক অতি সুন্দরী নারীর
সামনে উপস্থিত হলো আর তার সামনে ছিল একটি ছেলে এবং এক পেয়ালা মদ। সেই নারী আবেদকে বললো:
আল্লাহর শপথ! আমি আপনাকে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য ডেকে পাঠাই নি, বরং এজন্য ডেকে পাঠিয়েছি যে, আপনি
আমার সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হবেন, অথবা এই মদ পান করবেন, অথবা এই ছেলেকে হত্যা করবেন। সেই
আবেদ বললো: আমাকে এই মদের একটি মাত্র পেয়ালা দাও। ঐ নারী তাকে এক পেয়ালা মদ পান করালো।
তখন সে বললো: আরও দাও। মোটকথা ঐ আবেদ আর থামল না, যাবৎ না সে তার সাথে ব্যভিচার করলো
এবং ঐ ছেলেকেও হত্যা করলো। অতএব তোমরা মদ পরিত্যাগ কর। কেননা আল্লাহর শপথ! মদ ও ঈমান
কখন সহাবস্থান করে না। এর একটি অন্যটিকে বের করে দেয়।

৫৬৬৭. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدٌ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ
حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ سَمِعْتُ عُثْمَانَ يَقُولُ اجْتَنِبُوا
الْخَمْرَ فَإِنَّهَا أُمُّ الْخَبَائِثِ فَإِنَّهُ كَانَ رَجُلٌ مِمَّنْ خَلَا قَبْلَكُمْ يَتَعَبَّدُ وَيَعْتَزِلُ النَّاسَ فَذَكَرَ

مِثْلُهُ قَالَ فَاجْتَنِبُوا الْخَمْرَ فَإِنَّهُ وَاللَّهِ لَا يَجْتَمِعُ وَالْإِيمَانُ أَبَدًا إِلَّا يُوْشِكُ أَحَدُهُمَا أَنْ يُخْرِجَ صَاحِبَهُ *

৫৬৬৭. সুওয়ায়দ (র) - - - - উসমান (রা) বলতেন : তোমরা মদ পরিত্যাগ কর। কেননা এটাই সকল অনিষ্টের মূল। তোমাদের পূর্ব যুগে এক ব্যক্তি ছিল। সে সর্বদা ইবাদত-বন্দেগীতে লিপ্ত থাকত এবং লোক সংশ্রব হতে দূরে থাকত। এরপর পূর্বোক্ত ঘটনা বর্ণনা করে বললেন : তোমরা মদ পরিত্যাগ কর; কেননা, আল্লাহ্র শপথ! মদ এবং ঈমান কখনো সহাবস্থান করে না; বরং একটি অপরটিকে বের করে দেয়।

৫৬৬৮. أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ الْعَلَاءِ وَهُوَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ فَضِيلِ بْنِ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَلَمْ يَنْتَشِرْ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ مَلَامٌ فِي جَوْفِهِ أَوْ عُرُوقِهِ مِنْهَا شَيْءٌ وَإِنْ مَاتَ مَاتَ كَافِرًا وَإِنْ انْتَشَى لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَإِنْ مَاتَ فِيهَا مَاتَ كَافِرًا. خَالَفَهُ يَزِيدُ بْنُ أَبِي زَيْدٍ *

৫৬৬৮. আবু বকর ইবন আলী (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি মদ পান করলো, অথচ নেশাগ্রস্ত হলো না, তার নামায কবুল হবে না, যতক্ষণ ঐ মদ তার পেটে অথবা শিরায় অবস্থান করবে। যদি ঐ ব্যক্তি সে অবস্থায় মারা যায়, তবে তার চল্লিশ দিনের নামায কবুল হবে না। যদি সে এ অবস্থায় মারা যায়, তবে সে কাফির অবস্থায় মারা যাবে।

৫৬৬৯. أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَدَمَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ عَنْ يَزِيدَ ح وَأَنْبَاءًا وَأَصْلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا ابْنُ فَضِيلٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زَيْدٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ النَّبِيِّ ﷺ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ أَدَمَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَجَعَلَهَا فِي بَطْنِهِ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ مِنْهُ صَلَاةٌ سَبْعًا إِنْ مَاتَ فِيهَا وَقَالَ ابْنُ أَدَمَ فِيهِمْ مَاتَ كَافِرًا فَإِنْ أَذْهَبَتْ عَقْلَهُ عَنْ شَيْءٍ مِنَ الْفَرَائِضِ وَقَالَ ابْنُ أَدَمَ الْقُرْآنَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ يَوْمًا إِنْ مَاتَ فِيهَا وَقَالَ ابْنُ أَدَمَ فِيهِمْ مَاتَ كَافِرًا *

৫৬৬৯. মুহাম্মদ ইবন আদম ইবন সুলায়মান ও ওয়াসিল ইবন আবদুল আ'লা (র) - - - - আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, আর মুহাম্মদ ইবন আদম (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি মদ পান করে আর তা তার পেটে পৌঁছে, আল্লাহ তা'আলা তার সাতদিনের নামায কবুল করেন না। যদি সে এ অবস্থায় মারা যায়, তবে সে কাফির অবস্থায় মরবে। যদি সে জ্ঞানহারা হয়ে যায় আর তার কোন ফরয কাজ ছুটে যায়, তা হলে তার চল্লিশ দিনের নামায কবুল হবে না। যদি সে এ অবস্থায় মারা যায়, তবে সে কাফির হয়ে মারা যাবে।

تَوْبَةُ شَارِبِ الْخَمْرِ

মদ্যপায়ীর তাওবা

৫৬৭. أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ دِينَارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو اسْحَقَ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ ح وَأَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بَقِيَّةٍ عَنْ أَبِي عَمْرٍو وَهُوَ الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الدِّيَلَمِيِّ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ النَّعَاصِ وَهُوَ فِي حَاسِطٍ لَهُ بِالطَّائِفِ يُقَالُ لَهُ الْوَهْطُ وَهُوَ مُخَاصِرٌ فَتَى مِنْ قُرَيْشٍ يُزْنُ ذَلِكَ الْفَتَى بِشُرْبِ الْخَمْرِ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ شَرْبَةً لَمْ تُقْبَلْ لَهُ تَوْبَةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَإِنْ عَادَ لَمْ تُقْبَلْ تَوْبَتُهُ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَإِنْ عَادَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللَّفْظُ لِعَمْرٍو *

৫৬৭০. কাসিম ইবন যাকারিয়া ইবন দীনার ও আমর ইবন উসমান ইবন সাঈদ (র) - - - আবদুল্লাহ ইবন দায়লামী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবন আস (রা)-এর নিকট উপস্থিত হলাম, তখন তিনি তাঁর তায়্যেসুহিত ওহাত নামক বাগানে ছিলেন। তিনি কুরায়শের এক যুবকের হাত ধরে চলছিলেন। লোকের ধারণা ছিল যে, ঐ যুবক মদ পান করতো। তিনি বললেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন : যে ব্যক্তি একটোক শরাব পান করবে, আল্লাহ পাক চল্লিশ দিনের মধ্যে তার তাওবা কবুল করবেন না। অতঃপর যদি সে তাওবা করে, তবে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন। যদি সে পুনরায় পান করে, তবে তার তাওবা চল্লিশ দিন পর্যন্ত কবুল করবেন না; পুনরায় তাওবা করলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন। এরপরও যদি সে শরাব পান করে, তাহলে আল্লাহ তা'আলা নিশ্চিতরূপে তাকে কিয়ামতের দিন দোষখীদের পুঁজ পান করাবেন।

৫৬৭১. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ وَالْحَارِثُ ابْنُ مِسْكِ بْنِ قِرَاءَةَ عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ لَمْ يَتُبْ مِنْهَا حُرِمَهَا فِي الْآخِرَةِ *

৫৬৭১. কুতায়বা ও হারিস ইবন মিসকীন (র) - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি পৃথিবীতে মদ পান করে এবং পরে তাওবা না করে, আখিরাতে সে পবিত্র পানীয় হতে বঞ্চিত থাকবে।

الرَّوَايَةُ فِي الْمُدْمِنِينَ فِي الْخَمْرِ

মাদকাসক্তদের পরিণাম

৫৬৭২. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ نَبِيطٍ عَنْ جَابَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَثَانٌ وَلَا عَاقٌ وَلَا مُدْمِنٌ خَمْرٍ *

৫৬৭২. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) - - - আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : উপকার করে খোঁটা দানকারী আর মাতাপিতার অবাধ্যতাকারী এবং মাদকাসক্ত ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না ।

৫৬৭৩. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدٌ قَالَ أُنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا فَمَاتَ وَهُوَ يَدْمِنُهَا لَمْ يَتَّبِ مِنْهَا لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ *

৫৬৭৩. সুওয়ায়দ (র) - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি পৃথিবীতে মদ পান করে এ অবস্থায় মারা যাবে যে, সে সর্বদা তা পান করতো এবং তা থেকে তাওবা করে নি, আখিরাতে সে পবিত্র পানীয় পান করতে পাবে না ।

৫৬৭৪. أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ دُرُسْتٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا فَمَاتَ وَهُوَ يَدْمِنُهَا لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ *

৫৬৭৪. ইয়াহুইয়া ইবন দুরস্ট (র) - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি পৃথিবীতে সদা-সর্বদা শরাব পান করে মারা যায়, সে আখিরাতে তা অর্থাৎ পবিত্র পানীয় পান করতে পাবে না ।

৫৬৭৫. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدٌ قَالَ أُنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ يَحْيَى عَنِ الضُّحَّاكِ قَالَ مَنْ مَاتَ مُدْمِنًا لِلْخَمْرِ نَضِحَ فِي وَجْهِهِ بِالْحَمِيمِ حِينَ يَفَارِقُ الدُّنْيَا *

৫৬৭৫. সুওয়ায়দ (র) - - - যাহুহাক (র) বলেন : যে ব্যক্তি সব সময় মদ পান করা অবস্থায় মারা যায়, দুনিয়া ত্যাগকালে তার চেহারায় গরম পানির ছিটা দেয়া হয় ।

تَفْرِيبُ شَارِبِ الْخَمْرِ

মদ্যপায়ীকে নির্বাসন দেওয়া

৫৬৭৬. أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ

سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ قَالَ غَرَّبَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رِبِيعَةَ بْنَ أُمَيَّةَ فِي الْخَمْرِ إِلَى خَيْبَرَ فَلَحِقَ بِهِرْقَلُ فَتَنَصَّرَ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَا أَغْرَبُ بَعْدَهُ مُسْلِمًا *

৫৬৭৬. যাকারিয়া ইবন ইয়াহুইয়া (র) - - - সাঈদ ইবন মুসায়্যিব (রা) থেকে বর্ণিত যে, উমর (রা) রবীআ ইবন উমাইয়্যাকে শরাব পান করার দরুন খায়বরে নির্বাসন দিয়েছিলেন। পরে সে রোমের বাদশাহ হিরাকলের নিকট চলে যায় এবং খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করে। তা শুনে উমর (রা) বললেন : এরপর আমি আর কোন মুসলমানকে নির্বাসন দেব না।

ذِكْرُ الْأَخْبَارِ الَّتِي اعْتَلَّ بِهَا مَنْ أَبَاحَ شَرَابَ السُّكَّرِ

যারা মাদকদ্রব্যকে বৈধ বলেছেন, তাদের দলীল

٥٦٧٧. أَخْبَرَنَا هَذَا بْنُ السَّرِيِّ عَنْ أَبِي الْأَخْوَصِ عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَرْدَةَ بْنِ نِيَّارٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اشْرَبُوا فِي الطَّرُوفِ وَلَا تَسْكُرُوا قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَهَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ غَلِطَ فِيهِ أَبُو الْأَخْوَصِ سَلَامٌ بْنُ سُلَيْمٍ لَا نَعْلَمُ أَنَّ أَحَدًا تَابَعَهُ عَلَيْهِ مِنْ أَصْحَابِ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ وَسِمَاكِ لَيْسَ بِالْقَوِيَّ وَكَانَ يَقْبَلُ التَّلْقِينَ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ كَانَ أَبُو الْأَخْوَصِ يَخْطِئُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ خَالَفَهُ شَرِيكٌ فِي إِسْنَادِهِ وَفِي لَفْظِهِ *

৫৬৭৭. হান্নাদ ইবন সারী (র) - - - আবুল আহওয়াস সিমাক থেকে, তিনি কাসিম ইবন আবদুর রহমান থেকে, তিনি তার পিতা থেকে এবং তিনি আবু বুরদা ইবন নিয়ার (রা) থেকে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা যে কোন পাশে পান করতে পার কিন্তু মাতাল হয়ো না। আবু আবদুর রহমান (ইমাম নাসাঈ) বলেন, এ হাদীস আপত্তিকর। আবুল আহওয়াস সাল্লাম ইবন সুলায়ম এতে ভুল করেছেন। সিমাকের অপর কোন ছাত্র তার মত বর্ণনা করেন নি, তদুপরি সিমাক শক্তিশালী রাবী নন। সিমাক থেকে শারীক আবুল আহওয়াসের বিপরীত বর্ণনা করেছেন। নিম্নের বর্ণনা দ্রষ্টব্য :

٥٦٧٨. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ أَنْبَأَنَا شَرِيكٌ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الدُّبَاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَالْمَزْفَتِ خَالَفَهُ أَبُو عَوَانَةَ *

৫৬৭৮. মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল (র) - - - শারীক সিমাক ইবন হারব থেকে, তিনি ইবন বুরায়দা থেকে, তিনি তার পিতা বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কদুর খোল, সবুজ মাটির পাত্র, কাঠের তৈরি

পাত্র এবং আলকাতরা মাখা পাত্র থেকে নিষেধ করেছেন। সিমাক থেকে আবু আওয়ানা শারীকের বিপরীত বর্ণনা করেছেন। নিচের বর্ণনা দ্রষ্টব্য :

৫৬৭৭. أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ أَنْبَأَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَجَّاجٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكِ عَنْ قُرْصَافَةَ أُمْرَأَةٍ مِنْهُمْ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اشْرَبُوا وَلَا تَسْكُرُوا قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَهَذَا أَيْضًا غَيْرُ ثَابِتٍ وَقُرْصَافَةُ هَذِهِ لَأَنْدَرِي مَنْ هِيَ وَالْمَشْهُورُ عَنْ عَائِشَةَ خِلَافُ مَا رَوَتْ عَنْهَا قُرْصَافَةُ *

৫৬৭৯. আবু বকর ইবন আলী (র) - - - - আবু 'আওয়ানা সিমাক থেকে, তিনি কারসাফা থেকে এবং তিনি আয়েশা (রা) থেকে। তিনি বলেন, তোমরা পান কর, কিন্তু মাতাল হয়ে না। আবু আবদুর রহমান বলেন, এটাও সঠিক নয়। এই কারসাফা কে, আমি জানি না। আয়েশা (রা) থেকে প্রসিদ্ধ বর্ণনা এর বিপরীত। নিচের বর্ণনা দ্রষ্টব্য :

৫৬৮০. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ قُدَامَةَ الْعَامِرِيِّ أَنَّ جَسْرَةَ بِنْتَ دِجَاجَةَ الْعَامِرِيَّةَ حَدَّثَتْهُ قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ سَأَلَهَا أَنْاسُ كُلُّهُمْ يَسْأَلُ عَنِ الثَّيْبِ يَقُولُ نَنْبِذُ الثَّمَرُ غُدُوَّةً وَنَشْرَبُهُ عَشِيًّا وَنَنْبِذُهُ غُدُوَّةً قَالَتْ لِأَحِلِّ مُسْكِرًا وَإِنْ كَانَ خُبْرًا وَإِنْ كَانَتْ مَاءً قَالَتْهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ *

৫৬৮০. সুওয়ায়দ ইবন নাসর (র) - - - - জাসরা বিনত দিজাজা বলেন, আয়েশা (রা)-এর নিকট কিছু লোক নাবীযের ব্যাপারে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন : আমরা ভোরে খেজুর ভেজাই, সন্ধ্যায় পান করি আবার সন্ধ্যায় ভেজাই এবং ভোরে পান করি। তিনি বলেন : আমি কোন মাদকদ্রব্যকে হালাল বলছি না, যদিও তা রুটি হয় বা পানি হয়। একথা তিনি তিনবার বলেন।

৫৬৮১. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا كَرِيمَةُ بِنْتُ هَمَامٍ أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ تَقُولُ نَهَيْتُمْ عَنِ الدُّبَاءِ نَهَيْتُمْ عَنِ الْحَنْتَمِ نَهَيْتُمْ عَنِ الْمَرْفُتِ ثُمَّ أَقْبَلْتُ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَتْ إِيَّا كُنْ وَالْجَرُّ الْأَخْضَرُ وَإِنْ أَسْكُرَ كُنْ مَاءً حُبْكُنْ فَلَا تَشْرَبْنَهُ *

৫৬৮১. সুওয়ায়দ ইবন নাসর (র) - - - - কারীমা বিনত হাম্মাম বলেন, আমি উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, তোমাদেরকে কদুর খোল, মাটির পাত্র এবং তৈলাক্ত পাত্র হতে নিষেধ করা হয়েছে। এরপর তিনি নারীদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন : যদি সবুজ মাটির পাত্র হতেও মাদকতা আসতে দেখ, তবে তাতেও পান করবে না।

৫৬৮২. أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ صَمْعَةَ قَالَ

حَدَّثَنِي وَالدَّتِي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا سَأَلَتْ عَنْ الْأَشْرَبَةِ فَقَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْهَى عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَاعْتَلَوْا بِحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ *

৫৬৮২. ইসমাঈল ইব্ন মাসউদ (র) - - - - আবান ইব্ন সাম'আ বলেন, আমার মা আমার কাছে আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তাঁর নিকট কোন ব্যক্তি মদের ব্যাপারে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ পানীয় তরকারি ও মাংস সকল মাদকদ্রব্য থেকে নিষেধ করেছেন। ইমাম নাসাঈ (র) বলেন, তারা আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে আবদুল্লাহ ইব্ন শাদ্দাদ যে হাদীস বর্ণনা করেছেন, সেটিকেও অজুহাত বানিয়েছেন। বর্ণনাটি নিম্নরূপ :

٥٦٨٣. أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ أَنْبَأَنَا الْقَوَارِيرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ شَبْرَمَةَ يَذْكُرُهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ بْنِ الْهَادِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ قَلِيلُهَا وَكَثِيرُهَا وَالسُّكْرُ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ ابْنُ شَبْرَمَةَ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ *

৫৬৮৩. আবু বকর ইব্ন আলী (র) - - - - ইব্ন শুবরুমা আবদুল্লাহ ইব্ন শাদ্দাদ থেকে এবং তিনি ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে। তিনি বলেন : মদ অল্প হোক অথবা বেশি হোক তা হারাম করা হয়েছে। অন্যান্য পানীয় ততটুকু হারাম, যখন তাতে মাদকতা সৃষ্টি হয়। ইমাম নাসাঈ (র) বলেন, ইব্ন শুবরুমা এটা আবদুল্লাহ ইব্ন শাদ্দাদ থেকে শোনেন নি। নিম্নের বর্ণনা দ্রষ্টব্য :

٥٦٨٤. أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ ابْنِ شَبْرَمَةَ قَالَ حَدَّثَنِي الثَّقَفِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ بِعَيْنِهَا قَلِيلُهَا وَكَثِيرُهَا وَالسُّكْرُ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ خَالَفَهُ أَبُو عَوْنٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيُّ *

৫৬৮৪. আবু বকর ইব্ন আলী (র) - - - - ইব্ন শুবরুমা বলেন, আমার কাছে নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি আবদুল্লাহ ইব্ন শাদ্দাদ থেকে এবং তিনি ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন : মদতো প্রকৃতপক্ষে হারাম বস্তু, তা কম হোক বা বেশি। অন্যান্য পানীয় তখন হারাম, যখন তাতে মাদকতা সৃষ্টি হয়। আবু আওন মুহাম্মাদ ইব্ন উবায়দুল্লাহ সাকাফী তার বিপরীত বর্ণনা করেছেন যা নিম্নরূপ :

٥٦٨٥. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ح وَأَنْبَأَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ أَبِي عَوْنٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ بِعَيْنِهَا قَلِيلُهَا وَكَثِيرُهَا وَالسُّكْرُ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ لَمْ يَذْكُرْ ابْنُ الْحَكَمِ قَلِيلُهَا وَكَثِيرُهَا *

৫৬৮৫. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন হাকাম ও হুসায়ন ইব্ন মানসুর (র) - - - - আবু আওন আবদুল্লাহ ইব্ন শাদ্দাদ থেকে এবং তিনি ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, মদ অল্প হোক বা অধিক, তা হারাম। আর অন্যান্য পানীয়ের মধ্যে যা মাদকতা সৃষ্টি করে, তা-ও হারাম।

৫৬৮৬. أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْعَبَّاسِ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ ذَرِيْعٍ عَنْ أَبِي عَوْنٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ حُرِّمَتْ الْخَمْرُ قَلِيلُهَا وَكَثِيرُهَا وَمَا اسْكُرَ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَهَذَا أَوْلَى بِالصَّوَابِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ شُبْرُمَةَ وَهَشِيمِ بْنِ بُشَيْرٍ كَانَ يُدْلِسُ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِ ذِكْرُ السَّمَاعِ مِنْ ابْنِ شُبْرُمَةَ وَرَوَايَةُ أَبِي عَوْنٍ أَشْبَهَ بِمَا رَوَاهُ الثَّقَاتُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ *

৫৬৮৬. হুসায়ন ইবন মানসূর (র) - - - আবু আওন আবদুল্লাহ ইবন শাদ্দাদ থেকে এবং তিনি ইবন আব্বাস (রা) থেকে। তিনি বলেন, মদ হারাম বস্তু অল্প হোক বা অধিক। আর অন্যান্য পানীয় যাতে মাদকতা সৃষ্টি হয়, তা হারাম। আবু আবদুর রহমান বলেন, ইবন শুবরুমা বর্ণিত হাদীস অপেক্ষা এই হাদীসই বেশি সঠিক। হুশায়ম ইবন বুশায়র তাদলীস (লুকোচুরি) করতেন। তা ছাড়া তার বর্ণনায় স্পষ্ট নেই যে, তিনি ইবন শুবরুমা থেকে শুনেছেন। আবার ইবন আব্বাস (রা) থেকে নির্ভরযোগ্য রাবীগণ যা বর্ণনা করেছেন ইবন আওনের বর্ণনা তার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

৫৬৮৭. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي الْجَوَيْرِيَّةِ الْجَرَمِيِّ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَهُوَ مُسْنِدٌ ظَهَرَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ عَنِ الْبَاقِ فَقَالَ سَبَقَ مُحَمَّدٌ الْبَاقِ وَمَا اسْكُرَ فَهُوَ حَرَامٌ قَالَ أَنَا أَوَّلُ الْعَرَبِ سَأَلَهُ *

৫৬৮৭. কুতায়বা (র) - - - আবু জুওয়ায়রিয়া জারমী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি ইবন আব্বাস (রা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করলাম, তখন তিনি কা'বার দিকে পিঠ দিয়ে বসেছিলেন, আমি তাঁকে বাযাক সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন : বাযাক বের হওয়ার পূর্বেই রাসূলুল্লাহ ﷺ ইনতিকাল করেছেন। জেনে রাখ ! প্রত্যেক মাদকদ্রব্যই হারাম। আরবদের মধ্যে আমিই সর্বপ্রথম এ সম্পর্কে প্রশ্ন করেছি।

৫৬৮৮. أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو عَامِرٍ وَالتَّضَرُّ بْنُ شُعَيْلٍ وَوَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كَهَيْلٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَكَمِ يُحَدِّثُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُحَرَّمَ إِنْ كَانَ مُحَرَّمًا مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَلْيُحَرِّمِ النَّبِيذَ *

৫৬৮৮. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র) - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের হারাম করা বস্তু হারাম মনে করে, সে যেন নাবীযকে হারাম মনে করে।

৫৬৮৯. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ عُيَيْنَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ

১. আঙুরের রস দিয়ে তৈরি মদ।

২. খেজুর বা কিশমিশ দ্বারা তৈরি পানীয়।

قَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عَبَّاسٍ إِنِّي أَمْرُؤٌ مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ وَإِنَّ أَرْضَنَا أَرْضٌ بَارِدَةٌ وَإِنَّا نَتَّخِذُ شَرَابًا نَشْرَبُهُ مِنَ الزَّبِيبِ وَالْعِنَبِ وَغَيْرِهِ وَقَدْ أَشْكَلُ عَلَى فَذَكَرْلَهُ ضُرُوبًا مِنَ الْأَشْرِبَةِ فَأَكْثَرَ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ لَمْ يَفْهَمْ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّكَ قَدْ أَكْثَرْتَ عَلَى اجْتِنَابِ مَا اسْكُرَ مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَبِيبٍ أَوْ غَيْرِهِ *

৫৬৮৯. সুওয়ায়দ ইবন নাসর (র) - - - আবদুর রহমান (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি ইবন আব্বাস (রা)-কে বললেন : আমি খুরাসানের বাসিন্দা। আমাদের এলাকা শীত প্রধান। আমরা কিশমিশ আঙুর ইত্যাদি দ্বারা এক প্রকার পানীয় প্রস্তুত করি। এ নিয়ে আমি দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়েছি। এরপর সে আরও কয়েক প্রকার পানীয়ের উল্লেখ করলো। আমি মনে করলাম, হয়তো ইবন আব্বাস তা বুঝতে পারেন নি। ইবন আব্বাস (রা) বললেন : তুমি তো অনেক শরাবের কথাই বললে। মনে রেখ! মাদকদ্রব্য পরিত্যাগ করবে, তা খেজুর, আঙুর অথবা অন্য কিছু দ্বারা তৈরি হোক না কেন।

৫৬৯০. আবু বকর ইবন আলী (র) - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : কেবল কাঁচা খেজুরের নাবীযও হালাল নয়।

৫৬৯১. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) - - - আবু জামরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবন আব্বাস (রা) এবং অন্যান্য লোকের মধ্যে দোভাষীর কাজ করতাম। একবার এক নারী তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে কলসে নাবীয প্রস্তুত করা সম্বন্ধে প্রশ্ন করলে তিনি তাকে তা থেকে নিষেধ করলেন। আমি বললাম : হে ইবন আব্বাস! আমি সবুজ কলসে নাবীয প্রস্তুত করি, মিষ্টি নাবীয, আমি তা পান করলে আমার পেটে ভুড়ভুড় করে। তিনি বললেন : তা মধু থেকে মিষ্টি হলে পান করবে না।

৫৬৯২. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) - - - আবু জামরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবন আব্বাস (রা) এবং অন্যান্য লোকের মধ্যে দোভাষীর কাজ করতাম। একবার এক নারী তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে কলসে নাবীয প্রস্তুত করা সম্বন্ধে প্রশ্ন করলে তিনি তাকে তা থেকে নিষেধ করলেন। আমি বললাম : হে ইবন আব্বাস! আমি সবুজ কলসে নাবীয প্রস্তুত করি, মিষ্টি নাবীয, আমি তা পান করলে আমার পেটে ভুড়ভুড় করে। তিনি বললেন : তা মধু থেকে মিষ্টি হলে পান করবে না।

৫৬৯৩. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) - - - আবু জামরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবন আব্বাস (রা) এবং অন্যান্য লোকের মধ্যে দোভাষীর কাজ করতাম। একবার এক নারী তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে কলসে নাবীয প্রস্তুত করা সম্বন্ধে প্রশ্ন করলে তিনি তাকে তা থেকে নিষেধ করলেন। আমি বললাম : হে ইবন আব্বাস! আমি সবুজ কলসে নাবীয প্রস্তুত করি, মিষ্টি নাবীয, আমি তা পান করলে আমার পেটে ভুড়ভুড় করে। তিনি বললেন : তা মধু থেকে মিষ্টি হলে পান করবে না।

الْمُشْرِكِينَ وَإِنَّا لَأَنْصِلُ إِلَيْكَ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحُرْمِ فَحَدَّثَنَا بِأَمْرٍ إِنْ عَمَلْنَا بِهِ دَخَلْنَا الْجَنَّةَ وَنَدْعُوهُ بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا قَالَ أَمْرُكُمْ بِثَلَاثٍ وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ أَمْرُكُمْ بِالْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَهَلْ تَذَرُونَ مَا لِلإِيمَانِ بِاللَّهِ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَقَامُ الصَّلَاةَ وَآيَتَاءُ الزَّكَاةِ وَأَنْ تَعُطُوا مِنَ الْمَغَانِمِ الْخُمُسَ وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ عَمَّا يُنْبَذُ فِي الدُّبَاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُرْقَتِ *

৫৬৯২. আবু দাউদ (র) - - - - আবু জামরা নাসর (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা আমি ইবন আব্বাস (রা)-কে বললাম : আমার দাদী এক কলসিতে নাবীয প্রস্তুত করেন, যা আমি পান করে থাকি, তা মিষ্টি হয়। অধিকমাত্রায় তা পান করে লোকের মধ্যে যেতে আমার ভয় হয়, পাছে লজ্জিত হয়ে পড়ি। তিনি বললেন : আবদে কায়স গোত্রের প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হলে তিনি বললেন : যারা লজ্জিত ও অপদস্থ হয়ে আসেনি তাদেরকে স্বাগত। তারা বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমাদের ও আপনার মধ্যে এক মুশরিক দল রয়েছে। তাই আমরা হারাম মাস ব্যতীত আপনার নিকট উপস্থিত হতে পারি না। অতএব আপনি আমাদেরকে এমন কিছু শিক্ষা দিন, যা দ্বারা আমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারি। আর আমরা অন্যান্য লোকদেরকেও তা শিক্ষা দিতে পারি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আমি তোমাদেরকে তিনটি কাজ করার আদেশ দিচ্ছি এবং চারটি কাজ থেকে নিষেধ করছি। আমি তোমাদেরকে এক আল্লাহর উপর ঈমান আনতে আদেশ করছি। তোমরা জান কি, আল্লাহর উপর ঈমান কী বস্তু? তারা বললো : আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল অধিক জ্ঞাত। তিনি বললেন : এ কথার সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, সালাত আদায় করা, যাকাত দেওয়া এবং যুদ্ধলব্ধ মালের এক-পঞ্চমাংশ বায়তুলমালে দান করা। আর আমি চারটি বস্তু থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করছি। কদুর খোল, সবুজ মাটির পাত্র, কাঠের পাত্র এবং আলকাতরা মাখানো পাত্রে প্রস্তুত করা নাবীয পান করা হতে।

৫৬৯৩. أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ أُنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ سَلِيمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ قَيْسِ بْنِ وَهْبَانَ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قُلْتُ إِنَّ لِي جُرَيْرَةً أَنْتَبِذُ فِيهَا حَتَّى إِذَا غَلَى وَسَكَنَ شَرِبْتُهِ قَالَ مُذْكُمْ هَذَا شَرَابُكَ قُلْتُ مُذْ عِشْرُونَ سَنَةً أَوْ قَالَ مُذْ أَرْبَعُونَ سَنَةً قَالَ طَالَمَا تَرَوْتُ عُرُوقَكَ مِنَ الْخَبَثِ وَمِمَّا اعْتَلَوْا بِهِ حَدِيثُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ *

৫৬৯৩. সুওয়ায়দ (র) - - - - কায়স ইবন ওহ্বান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবন আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম : আমার একটি কলস আছে, আমি তাতে নাবীয প্রস্তুত করি। যখন গাঁজিয়ে ওঠে, তারপর ঠাণ্ডা হয়ে যায়, তখন আমি তা পান করি। তিনি বললেন : আপনি কতদিন থেকে এভাবে নাবীয পান করছেন? আমি বললাম : বিশ বছর যাবত অথবা চল্লিশ বছর যাবত। তিনি বললেন : আপনার শিরা বছরদিন থেকে অপবিত্র বস্তু দ্বারা সিক্ত হচ্ছে।

মদ বৈধ হওয়ার ব্যাপারে আবদুল মালিক ইবন নাকি' কর্তৃক আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) বর্ণিত হাদীসের দ্বারা অজুহাত পেশ করা

৫৬৯৪. أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَنْبَأَنَا الْعَوَّامُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ نَافِعٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ رَأَيْتُ رَجُلًا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِقَدَحٍ فِيهِ نَبِيذٌ وَهُوَ عِنْدَ الرُّكْنِ وَدَفَعَ إِلَيْهِ الْقَدَحَ فَرَفَعَهُ إِلَى فِيهِ فَوَجَدَهُ شَدِيدًا فَرَدَّهُ عَلَى صَاحِبِهِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَحْرَامٌ هُوَ فَقَالَ عَلَى بِالرَّجُلِ فَاتَى بِهِ فَأَخَذَ مِنْهُ الْقَدَحَ ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَصَبَّهُ فِيهِ فَرَفَعَهُ إِلَى فِيهِ فَقَطَّبَ ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ أَيْضًا فَصَبَّهُ فِيهِ ثُمَّ قَالَ إِذَا اغْتَلَمْتَ عَلَيْكُمْ هَذِهِ الْأَوْعِيَةُ فَاكْسِرُوا مُتَوْنَهَا بِالْمَاءِ *

৫৬৯৪. যিয়াদ ইবন আইয়ুব (র) - - - আবদুল মালিক ইবন নাফি' (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবন উমর (রা) বলেছেন : আমি এক ব্যক্তিকে নাবীযের পাত্র নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট হাযির হতে দেখেছি, তখন তিনি রুকনের নিকট দাঁড়ান অবস্থায় ছিলেন। ঐ ব্যক্তি ঐ পাত্র তাঁর সামনে পেশ করলে, তিনি তা নিজের মুখের নিকট নিতেই তা খুব ঝাঁঝাল মনে হলো। তখন তিনি ঐ ব্যক্তিকে তা ফিরিয়ে দিলেন। এই সময় অন্য এক ব্যক্তি বললো : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! তা কি হারাম ? তিনি বললেন : যে ব্যক্তি ঐ পাত্র এনেছিল তাকে ডাক। ঐ ব্যক্তি উপস্থিত হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তার হাত থেকে ঐ পাত্র নিয়ে নেন এবং পানি আনিয়া তাতে মিশ্রিত করেন। পরে তিনি বলেন : যখন ঐ সকল পাত্রে নাবীয ঝাঁঝাল হয়ে যায়, তখন পানি দ্বারা তার তীব্রতা দূর করবে।

৫৬৯৫. وَأَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو اسْحَقَ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ نَافِعٍ لَيْسَ بِالْمَشْهُورِ وَلَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ وَالْمَشْهُورُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ خِلَافُ حِكَايَتِهِ *

৫৬৯৫. যিয়াদ ইবন আইয়ুব (র) - - - আবদুল মালিক ইবন নাফি' (র) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। আবু আবদুর রহমান বলেন, আবদুল মালিক ইবন নাফি' (র) প্রসিদ্ধ নন। তাঁর হাদীস দ্বারা প্রমাণ দেওয়া যায় না। ইবন উমর (রা) থেকে প্রসিদ্ধ বর্ণনা এর বিপরীত, যা নিম্নরূপ :

৫৬৯৬. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عَنِ الْأَشْرِبَةِ فَقَالَ اجْتَنِبْ كُلَّ شَيْءٍ يَنْشُ *

৫৬৯৬. সুওয়ায়দ ইবন নাসর (র) - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তাঁকে কেউ পানীয় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন : নেশা আনে এমন প্রতিটি বস্তু বর্জন করবে।

৫৬৯৭. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْأَشْرِبَةِ فَقَالَ اجْتَنِبْ كُلَّ شَيْءٍ يَنْشُ *

৫৬৯৭. কুতায়বা (র) - - - - যায়দ ইব্ন জুযায়র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা)-কে পানীয় সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন : প্রত্যেক নেশার বস্তু বর্জন করবে।

৫৬৯৮. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدٌ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ الْمُسْكِرُ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ حَرَامٌ *
৫৬৯৮. সুওয়ায়দ (র) - - - - ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, প্রত্যেক নেশায়ুক্ত দ্রব্য, অল্প হোক বা অধিক, হারাম।

৫৬৯৯. قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةُ عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ أَخْبَرَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ *
৫৬৯৯. হারিস ইব্ন মিসকীন (র) - - - - ইব্ন উমর (রা) তিনি বলেন : প্রত্যেক নেশাদায়ক দ্রব্য মদ, আর প্রত্যেক নেশাদায়ক দ্রব্য হারাম।

৫৭০০. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ شَيْبَةَ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ يَقُولُ حَدَّثَنِي مُقَاتِلُ بْنُ حَيَّانَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ حَرَّمَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَكُلَّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ *
৫৭০০. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল আ'লা (র) - - - - ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা মদ হারাম করেছেন। আর প্রত্যেক নেশাদায়ক দ্রব্য হারাম।

৫৭০১. أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ النَّيْسَابُورِيَّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ قَالَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَهَؤُلَاءِ أَهْلُ الثَّبَتِ وَالْعَدَالَةِ مَشْهُورُونَ بِصِحَّةِ النُّقْلِ وَعَبْدُ الْمَلِكِ لَا يَقُومُ مَقَامَ وَاحِدٍ مِنْهُمْ وَلَوْ عَاضَدَهُ مِنْ أَشْكَالِهِ جَمَاعَةٌ وَيَا لَلِثَوْفِيقِ *
৫৭০১. হুসায়ন ইব্ন মানসুর (র) - - - - ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : প্রত্যেক মাদকদ্রব্যই হারাম। আর প্রত্যেক নেশাদায়ক দ্রব্যই মদ।

আবু আবদুর রহমান নাসাঈ (র) বলেন : এ হাদীসের রাবীগণ নির্ভরযোগ্য, বিশুদ্ধ বর্ণনার ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ। আবদুল মালিক (র)-এর বর্ণিত হাদীস, তাদের বর্ণিত হাদীসের মুকাবিলায় গ্রহণযোগ্য হতে পারে না, যদিও তার মত একদল রাবী তার সমর্থন করে।

৫৭০২. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدٌ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ السَّعِيدِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي رُقَيْةُ

بِنْتُ عَمْرٍو بْنِ سَعِيدٍ قَالَتْ كُنْتُ فِي حَجَرِ ابْنِ عُمَرَ فَكَانَ يُنْقَعُ لَهُ الزَّبِيبُ فَيَشْرَبُهُ مِنَ الْغَدِ ثُمَّ يَجْفَأُ الزَّبِيبُ عَلَيْهِ زَبِيبٌ آخَرُ وَيَجْعَلُ فِيهِ مَاءً فَيَشْرَبُهُ مِنَ الْغَدِ حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْدَ الْغَدِ طَرَحَهُ وَاحْتَجُوا بِحَدِيثِ أَبِي مَسْعُودٍ عَقِبَهُ بْنُ عَمْرٍو *

৫৭০২. সুওয়ায়দ (র) - - - - রুকাইয়া বিনতে আমর ইবন সাঈদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা)-এর নিকট প্রতিপালিত হই। তাঁর জন্য কিশমিশ ভেজানো হতো। তিনি তা পরবর্তী দিন পান করতেন। পরে কিসমিশ শুকিয়ে নেয়া হতো এবং তার সাথে অন্য কিসমিশ মিশিয়ে তাতে পানি ঢালা হতো। পরের দিন তিনি তা পান করতেন। তারপরের দিন তা ফেলে দিতেন। তারা আবু মাসউদ উকবা ইবন আমর (রা)-এর বর্ণিত হাদীস দ্বারাও দলীল দিয়ে থাকেন, যা নিম্নরূপ :

৫৭.৩. أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ أَنْبَأَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ عَطِشَ النَّبِيُّ ﷺ حَوْلَ الْكَعْبَةِ فَاسْتَسْقَى فَبَاتِيَ بِنْتِيذٍ مِنَ السَّقَايَةِ فَشَمَّهُ فَقَطَّبَ فَقَالَ عَلَىٰ بَذْنُوبٍ مِنْ زَمْزَمَ فَصَبَّ عَلَيْهِ ثُمَّ شَرِبَ فَقَالَ رَجُلٌ أَحْرَامٌ هُوَ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَا وَهَذَا خَبَرٌ ضَعِيفٌ لِأَنَّ يَحْيَى بْنَ يَمَانَ انْفَرَدَ بِهِ دُونَ أَصْحَابِ سُفْيَانَ وَيَحْيَى بْنُ يَمَانَ لَا يَحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ لِسَوْءِ حِفْظِهِ وَكَثْرَةِ خَطئه *

৫৭০৩. হাসান ইবন ইসমাঈল ইবন সুলায়মান (র) - - - - আবু মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার কা'বার নিকট রাসূলুল্লাহ ﷺ পিপাসার্ত হন। তিনি পানি চাইলে লোক মশক হতে নাবীয দিল। তিনি তার গন্ধ শুঁকে তা অপছন্দ করলেন এবং বললেন : আমার নিকট যমযমের পানির পাত্র আনা হোক। তিনি তাতে যমযমের পানি মিশিয়ে তা পান করলেন। তখন এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলো : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! তা কি হারাম ? তিনি বললেন : না।

এই বর্ণনাটি দুর্বল। ইয়াহুইয়া ইবন ইয়ামান রাবীর বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয়। তাঁর স্মরণশক্তি দুর্বল হয়ে গিয়েছিল। তিনি প্রায়ই ভুল করতেন।”

৫৭.৪. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حِصْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ وَاقِدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ حُسَيْنٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَصُومُ فِي بَعْضِ الْأَيَّامِ الَّتِي كَانَ يَصُومُهَا فَتَحَيَّنْتُ فِطْرَهُ بِنْتِيذٍ صَنَعْتُهُ فِي دُبَاءٍ فَلَمَّا كَانَ الْمَسَاءُ جِئْتُهُ أَحْمِلُهَا إِلَيْهِ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكَ تَصُومُ فِي هَذَا الْيَوْمِ فَتَحَيَّنْتُ فِطْرَكَ بِهَذَا النَّبِيذِ فَقَالَ أَذْنِي يَا أَبَا هُرَيْرَةَ فَرَفَعْتُهُ إِلَيْهِ فَإِذَا هُوَ يَنْشُ فَقَالَ خُذْ هَذِهِ فَاصْطِرْبْ بِهَا الْحَائِطَ فَإِنَّ هَذَا شَرَابٌ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمِمَّا احْتَجُّوا بِهِ فِعْلُ عَمْرِو بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ *

৫৭০৪. আলী ইবন হুজর (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার জানা ছিল যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন কোন বিশেষ দিনে রোযা রাখতেন। একবার আমি তাঁর ইফতারের জন্য কদুর খোলে নাবীয তৈরি করলাম। সন্ধ্যায় আমি ঐ নাবীয নিয়ে তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে বললাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমি জানতাম, আপনি এ দিনে রোযা রাখেন। আমি এই নাবীয আপনার ইফতারের জন্য এনেছি। তিনি বললেন : হে আবু হুরায়রা ! তুমি তা আমার কাছে নিয়ে এসো। আমি তা তাঁর নিকট নিয়ে গেলে দেখা গেল যে, তা গাঁজাচ্ছে। তিনি বললেন : এটা নিয়ে গিয়ে দেয়ালে নিক্ষেপ কর। কেননা এটা ঐ ব্যক্তির পানীয়, যে আল্লাহ ও কিয়ামতের দিনের প্রতি ঈমান রাখে না।

৫৭.৫. أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنِ السَّرِيِّ بْنِ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ إِمَامٌ لَنَا وَكَانَ مِنْ أَسْنَانِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِذَا خَشِيتُمْ مِنْ نَبِيذٍ شِدَّتَهُ فَانْكَسِرُوهُ بِالْمَاءِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَشْتَدَّ *

৫৭০৫. সুওয়ায়দ (র) - - - - আবু রাফে' (রা) থেকে বর্ণিত। উমর ইবন খাত্তাব (রা) বলেছেন : যখন তোমরা নাবীয ঝাঁঝবিশিষ্ট হয়েছে বলে ভয় করবে, তখন তোমরা এর সাথে পানি মিশিয়ে ঠাণ্ডা করবে। আবদুল্লাহ (রা) বলেন : ঝাঁঝযুক্ত হওয়ার পূর্বেই এরূপ করতে হবে।

৫৭.৬. أَخْبَرَنَا زَكْرِيَّا بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ تَلَقَّيْتُ ثَقِيفَ عُمَرَ بِشَرَابٍ فَدَعَا بِهِ فَلَمَّا قَرَّبَهُ إِلَيَّ فِيهِ كَرَهُهُ فَدَعَا بِهِ فَكَسَرَهُ بِالْمَاءِ فَقَالَ لَهْكَذَا فافْعَلُوا *

৫৭০৬. যাকারিয়া ইবন ইয়াহুইয়া (র) - - - - সাঈদ ইবন মুসায়্যাব (রা) বলেন, সাকীফ গোত্রের লোকজন উমর (রা)-এর সংগে এক প্রকারের পানীয় নিয়ে সাক্ষাত করল। তিনি তার কাছে নিতে বললেন। তারপর তিনি যখন তা মুখের কাছে নিলেন, তখন তাঁর কাছে তা খারাপ লাগল। তারপর তিনি পানি মিশিয়ে তার ঝাঁঝ কমিয়ে দিলেন। পরে তিনি বললেন : তোমরাও এরূপ করবে।

৫৭.৭. أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ عُثْبَةَ بْنِ قُرَيْدٍ قَالَ كَانَ النَّبِيذُ الَّذِي يَشْرَبُهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَدْ خُلِّلَ وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ هَذَا حَدِيثِ السَّائِبِ *

৫৭০৭. আবু বকর ইবন আলী (র) - - - - উত্বা ইবন ফারকাদ (র) থেকে বর্ণিত যে, উমর (রা) যে নাবীয পান করতেন তা সিরকা বানিয়ে দেওয়া হত। সায়িবের বর্ণিত হাদীস দ্বারা এর বিশ্বস্ততা প্রমাণিত হয়, যা নিম্নরূপ:

৫৭.৮. قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَرَجَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ إِنِّي

وَجَدْتُ مِنْ فُلَانٍ رِيحَ شَرَابٍ فَزَعَمَ أَنَّهُ شَرَابُ الطَّلَاءِ وَأَنَا سَائِلٌ عَمَّا شَرِبَ فَإِنْ كَانَ مُسْكِرًا جَلَدْتُهُ فَجَلَدَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْحَدُّ تَامًا *

৫৭০৮. হারিস ইবন মিস্কীন (র) - - - সাইব ইবন ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদা উমর ইবন খাত্তাব (রা) লোকদের নিকট বের হয়ে বললেন : আমি অমুক ব্যক্তির মুখে শরাবের গন্ধ পাচ্ছি। তিনি মনে করলেন, আঙুরের জ্বালানো রস। তবুও আমি তাকে জিজ্ঞাসা করবো, সে কী পান করেছে? যদি তা মাদকদ্রব্য হয়, তবে আমি তাকে (শরীআতের হদ লাগাব)। পরে উমর ইবন খাত্তাব (রা) তাকে বেত্রাঘাত করেছিলেন।

ذِكْرُ مَا أَعَدَّ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ لِشَارِبِ الْمُسْكِرِ مِنَ الدَّلِّ وَالْهَوَانِ وَالْإِلِيمِ الْعَذَابِ

মদ্যপায়ীর লাঞ্ছনা ও কঠিন শাস্তি

৫৭.৯. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ جَيْشَانٍ وَجَيْشَانُ مِنَ الْيَمَنِ قَدِمَ فَسَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ شَرَابٍ يَشْرَبُونَهُ بِأَرْضِهِمْ مِنَ الدُّرَةِ يَقَالُ لَهُ الْمِزْرُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أُمُسْكِرُ هُوَ قَالَ نَعَمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ لِمَنْ شَرِبَ الْمُسْكِرَ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا طِينَةُ الْخَبَالِ قَالَ عَرَقُ أَهْلِ النَّارِ أَوْ قَالَ عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ *

৫৭০৯. কুতায়বা (র) - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, ইয়ামানের জায়শান গোত্রের এক ব্যক্তি এসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট মিয়র নামক এক প্রকার পানীয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলো, যা তারা তাদের দেশে পান করে থাকে এবং যা ভুটা হতে প্রস্তুত হয়। তিনি বললেন : তা কি মাদকতা সৃষ্টি করে? সে ব্যক্তি বললো : হ্যাঁ। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : প্রত্যেক মাদকদ্রব্যই হারাম। আল্লাহ তা'আলা নির্ধারিত করে রেখেছেন : যে ব্যক্তি মদ পান করে, তাকে 'তীনাতুল খাবাল' থেকে পান করাবেন। সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞাসা করলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! তীনাতুল খাবাল কি? তিনি বললেন : তা হলো দোষখীদের ঘাম অথবা পুঁজ।

الْحَثُّ عَلَى تَرْكِ الشُّبُهَاتِ

সন্দেহযুক্ত বস্তু ত্যাগের প্রতি উৎসাহ দান

৫৭১. أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ يَزِيدَ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الثُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَإِنَّ بَيْنَ ذَلِكَ أُمُورًا مُشْتَبِهَاتٍ وَرُبَّمَا قَالَ وَإِنَّ بَيْنَ ذَلِكَ أُمُورًا مُشْتَبِهَةً وَسَاحَرِبُ فِي ذَلِكَ

مَثَلًا إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَمَى حِمَى وَإِنْ حَمَى اللَّهُ مَا حَرَّمَ وَإِنَّهُ مَنْ يَرَعَ حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ
يُخَالِطَ الْحِمَى وَرُبَّمَا قَالَ يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ وَإِنْ مَنْ خَالَطَ الرِّيْبَةَ يُوشِكُ أَنْ يَجْسُرَ *

৫৭১০. হুমায়দ ইবন মাসআদা (র) - - - - - নু'মান ইবন বশীর (রা) থেকে বর্ণিত যে, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি : হালাল স্পষ্ট এবং হারামও স্পষ্ট আর এ দুয়ের মধ্যে রয়েছে বহু সন্দেহযুক্ত বস্তু — আমি তা একটি উদাহরণ দ্বারা বুঝাচ্ছি। আল্লাহ তা'আলা একটি নিষিদ্ধ স্থান প্রস্তুত করেছেন, আর আল্লাহর নিষিদ্ধ এলাকা হল তিনি যা হারাম করেছেন তাই। যে ব্যক্তি স্বীয় পশুপালকে নিষিদ্ধ এলাকার আশে-পাশে চরায়, সে যে কোন সময় এতে ঢুকে পড়তে পারে। অনুরূপ যে ব্যক্তি সন্দেহযুক্ত কাজে লিপ্ত হয়, সে হারামে লিপ্ত হওয়ারও দুঃসাহস করতে পারে।

৫৭১১. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ قَالَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنْ بَرِيدِ
بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي الْحَوَّاءِ السَّفْدِيِّ قَالَ قُلْتُ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مَا
حَفِظْتَ مِنَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ حَفِظْتُ مِنْهُ دَعَا مَإِيرِيْبِكَ إِلَى مَا لَا يَرِيْبُكَ *

৫৭১১. মুহাম্মদ ইবন আবান (র) - - - - - আবুল হাওরা সা'দী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হাসান ইবন আলী (রা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে কোন কথা স্মরণ রেখেছেন? তিনি বললেন : আমি তাঁর থেকে স্মরণ রেখেছি : যা তোমাকে সন্দেহে নিপতিত করে, তা পরিত্যাগ করবে। আর যাতে কোন সন্দেহ নেই তা-ই করবে।

الْكِرَاهِيَةُ فِي بَيْعِ الزَّبِيبِ لِمَنْ يَتَّخِذُهُ نَبِيْذًا

শরাব প্রস্তুতকারীর নিকট কিশমিশ বিক্রি করা অনুচিত

৫৭১২. أَخْبَرَنَا الْجَارُودُ بْنُ مُعَاذٍ هُوَ بَاوَرْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَفْيَانَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ
مَعْمَرٍ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَبِيعَ الزَّبِيبَ لِمَنْ يَتَّخِذُهُ نَبِيْذًا *

৫৭১২. জারাদ ইবন মুআয (র) - - - - - তাউস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি মদ প্রস্তুতকারীর নিকট কিশমিশ বিক্রি করাকে মাকরুহ মনে করতেন।

الْكِرَاهِيَةُ فِي بَيْعِ الْعَصِيرِ

আঙুরের রস বিক্রি করা মাকরুহ

৫৭১৩. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدٌ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ سَفْيَانَ بْنِ دِينَارٍ عَنْ مُصَنَّبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ
كَانَ لِسَعْدٍ كُرُومٌ وَأَعْنَابٌ كَثِيرَةٌ وَكَانَ لَهُ فِيهَا أَمِينٌ فَحَمَلَتْ عِنَبًا كَثِيرًا فَكَتَبَ إِلَيْهِ إِنِّي

أَخَافُ عَلَى الْأَعْنَابِ الضَّيْعَةَ فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ أَعْصِرَهُ عَصْرَتَهُ فَكُتِبَ إِلَيْهِ سَعْدٌ إِذَا جَاءَكَ كِتَابِي
هَذَا فَاغْتَزِلْ ضَيْعَتِي فَوَاللَّهِ لَا أَتَمْنَعُكَ عَلَى شَيْءٍ بَعْدَهُ أَبَدًا فَعَزَلَهُ عَنْ ضَيْعَتِهِ *

৫৭১৩. সুওয়ায়দ (র) - - - - মুসআব ইবন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সা'দের বাগানে বহু আঙুর হতো। তার পক্ষ হতে বাগানে এক প্রহরী ছিল। একবার যখন বহু আঙুর ধরলো তখন ঐ প্রহরী ব্যক্তি সা'দ (রা)-কে লিখলো, আঙুর বিনষ্ট হওয়ার আশংকা রয়েছে। আপনি অনুমতি দিলে আমি এর রস বের করতে পারি। সা'দ (রা) তাকে লিখলেন : আমার এই পত্র পাওয়ামাত্র তুমি আমার বাগান ত্যাগ কর। আল্লাহর কসম! এরপরে তোমার কোন কথা আমি বিশ্বাস করবো না। তিনি তাকে বাগানের দায়িত্ব হতে বরখাস্ত করলেন।

৫৭১৪. أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ هُرُونَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ بَعَثَ
عَصِيرًا مِمَّنْ يَتَّخِذُهُ طَلَاءً وَلَا يَتَّخِذُهُ خَمْرًا *

৫৭১৪. সুওয়ায়দ (র) - - - - ইবন সীরীন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : ঐ ব্যক্তির নিকট রস বিক্রি কর, যে তা জ্বালিয়ে তিলা (জেলি) বানাবে; মদ বানাবে না।

ذِكْرُ مَا يَجُوزُ شُرْبُهُ مِنَ الطَّلَاءِ وَمَا لَا يَجُوزُ

কোন প্রকার দ্রাক্ষারস পান করা জায়েয এবং কোন প্রকার পান করা জায়েয নয়

৫৭১৫. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ مَنْصُورًا عَنْ إِبْرَاهِيمَ
عَنْ نُبَاتَةَ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى بَعْضِ عُمَّالِهِ أَنْ ارْزُقِ
الْمُسْلِمِينَ مِنَ الطَّلَاءِ مَا ذَهَبَ ثُلَاثُهُ وَبَقِيَ ثُلَاثُهُ *

৫৭১৫. মুহাম্মদ ইবন আবদুল আ'লা (র) - - - - সুওয়ায়দ ইবন গাফালা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) তাঁর কোন কর্মচারির নিকট লিখলেন : মুসলমানদেরকে এমন দ্রাক্ষারস পান করতে দিবে, যার দুই-তৃতীয়াংশ জ্বলে নিঃশেষ হয়ে গেছে, আর এক অংশ অবশিষ্ট রয়েছে।

৫৭১৬. أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي مَجْلَزٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ
عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ قَرَأْتُ كِتَابَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِلَى أَبِي مُوسَى أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهَا قَدِمَتْ عَلَى
عِيرٍ مِنَ الشَّامِ تَحْمِلُ شَرَابًا غَلِيظًا أَسْوَدَ كَطِلَاءِ الْأَيْلِ وَإِنِّي سَأَلْتُهُمْ عَلَى كَمْ يَطْبُخُونَهُ
فَأَخْبَرُونِي أَنَّهُمْ يَطْبُخُونَهُ عَلَى الثَّلَاثِينَ ذَهَبَ ثُلَاثُهُ الْأَخْبَتَانِ ثُلَاثُ بَيْغِيهِ وَثُلَاثُ بَرِيحِهِ
فَعَرَمَنْ قَبْلَكَ يَشْرَبُونَهُ *

৫৭১৬. সুওয়ায়দ (র) - - - - আমির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবন খাত্তাব উমর (রা)

যে চিঠি আবু মূসা আশআরীকে লিখেছিলেন, তা আমি পাঠ করেছি। তাতে ছিল, আমার নিকট শামদেশ হতে একদল লোক এসেছে, তাদের নিকট রয়েছে কাল এবং গাঢ় এক প্রকার পানীয়, যা উটের গায়ে লাগানো মালিশের মত। আমি জিজ্ঞাসা করলাম : তোমরা এর কত অংশ জ্বালাও ? তারা বললেন : দুই অংশ পর্যন্ত, যখন এর মন্দ দুই-তৃতীয়াংশ চলে যায়, এক-তৃতীয়াংশ মন্দ-ক্ষতিকর হওয়ার কারণে আরেক তৃতীয়াংশ মন্দ গন্ধের কারণে। আপনি আপনার দেশে বসবাসকারীদের এরূপ রস পান করার অনুমতি দিন।

৫৭১৭. أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ الْخَطَمِيَّ قَالَ كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَمَّا بَعْدُ فَاطْبُخُوا شَرَابَكُمْ حَتَّى يَذْهَبَ مِنْهُ نَصِيبُ الشَّيْطَانِ فَإِنَّ لَهُ اثْنَيْنِ وَلَكُمْ وَاحِدٌ *

৫৭১৭. সুওয়ায়দ (র) - - - - আবদুল্লাহ ইবন ইয়াযীদ খাত্মী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর ইবন খাত্তাব (রা) আমাদেরকে লিখলেন, প্রকাশ থাকে যে, তোমরা তোমাদের পানীয় ততক্ষণ জ্বালাবে, যতক্ষণ না তা থেকে শয়তানের অংশ দূর হয়ে যায়। কেননা তার জন্য দুই ভাগ, আর তোমাদের জন্য এক ভাগ।

৫৭১৮. أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ جَرِيرٍ عَنْ مُغِيرَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ كَانَ عَلَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَرْزُقُ النَّاسَ الطَّلَاءَ يَقَعُ فِيهِ الذُّبَابُ وَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَخْرُجَ مِنْهُ *

৫৭১৮. সুওয়ায়দ (র) - - - - শা'বী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী (রা) লোকদেরকে দ্রাক্ষারস পান করাতেন, আর তা এত গাঢ় হতো যে, যদি তাতে মাছি পতিত হতো, তবে সে বের হতে পারতো না।

৫৭১৯. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدَى عَنْ دَاوُدَ قَالَ سَأَلْتُ سَعِيدًا مَا الشَّرَابُ الَّذِي أَحْلَهُ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ الَّذِي يُطْبَخُ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلَاثُهُ وَيَبْقَى ثُلَاثُهُ *

৫৭১৯. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র) - - - - দাউদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সাঈদ (র)-কে জিজ্ঞাসা করলাম : উমর (রা) কোন্ প্রকার শরাব পান হালাল করেছেন ? তিনি বললেন : যে শরাবের দুই অংশ জ্বালিয়ে নিঃশেষ করা হয় এবং এক অংশ অবশিষ্ট থাকে।

৫৭২০. أَخْبَرَنَا زَكْرِيَّا بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ دَاوُدَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ كَانَ يَشْرَبُ مَا ذَهَبَ ثُلَاثُهُ وَيَبْقَى ثُلَاثُهُ *

৫৭২০. যাকারিয়া ইবন ইয়াহুইয়া (র) - - - - সাঈদ ইবন মুসায়্যাব (রা) থেকে বর্ণিত যে, আবদুদারদা (রা) ঐ শরাব পান করতেন, যার দুই অংশ জ্বালানো হয়, আর এক অংশ অবশিষ্ট থাকে।

৫৭২১. أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ هُشَيْمٍ قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَشْرَبُ مِنَ الطَّلَاءِ مَا ذَهَبَ ثُلَاثُهُ وَيَبْقَى ثُلَاثُهُ *

৫৭২১. সুওয়ায়দ (র) - - - - আবু মুসা আশুআরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি এমন দ্রাক্ষারস পান করতেন, যার দুই অংশ জ্বালিয়ে ফেলা হতো, আর এক অংশ অবশিষ্ট থাকতো।

৫৭২২. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدٌ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَسَأَلَهُ أَغْرَابِيُّ عَنْ شَرَابٍ يُطْبَخُ عَلَى النِّصْفِ فَقَالَ لَا حَتَّى يَذْهَبَ ثُلَاثُهُ وَيَبْقَى الثُّلُثُ *

৫৭২২. সুওয়ায়দ (র) - - - - সাঈদ ইবন মুসায়্যিব (রা) থেকে বর্ণিত। যে দ্রাক্ষারস জ্বালানোর পর এক-তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকে তা পান করাতে পাপ নেই।

৫৭২৩. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مَعْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ إِذَا طَبَخَ الطَّلَاءُ عَلَى الثُّلُثِ فَلَا بَأْسَ بِهِ *

৫৭২৩. আহমদ ইবন খালিদ (র) - - - - সাঈদ ইবন মুসায়্যিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যখন দ্রাক্ষারসের এক-তৃতীয়াংশ রেখে বাকিটা জ্বালানো হয়, তা পানে কোন দোষ নেই।

৫৭২৪. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدٌ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ قَالَ سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنِ الطَّلَاءِ الْمُنْصَفِ فَقَالَ لَا تَشْرَبُهُ *

৫৭২৪. সুওয়ায়দ (র) - - - - আবু রাজা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি হাসান (রা)-এর নিকট ঐ দ্রাক্ষারস সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম, যা জ্বালার পর অর্ধেক অবশিষ্ট রয়েছে, তা পান করা সম্পর্কে তিনি বললেন : না, তা পান করো না।

৫৭২৫. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدٌ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ الْمُهَاجِرِ قَالَ سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَمَّا يُطْبَخُ مِنَ الْعَصِيرِ قَالَ مَا تُطْبَخُهُ حَتَّى يَذْهَبَ الثُّلَاثَانِ وَيَبْقَى الثُّلُثُ *

৫৭২৫. সুওয়ায়দ (র) - - - - বশীর ইবন মুহাজির (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হাসান (রা)-এর নিকট যে দ্রাক্ষারস জ্বালানো হয় সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন : তুমি জ্বালাতে থাকবে, যাবৎ না দুই-তৃতীয়াংশ জ্বলে যায় এবং এক-তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকে, তা পান করতে পারবে।

৫৭২৬. أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ أَوْسٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ إِنَّ نُوْحًا عَلَيْهِ السَّلَامُ نَازَعَهُ الشَّيْطَانُ فِي عَوْدِ الْكَرْمِ فَقَالَ هَذَا لِي وَقَالَ هَذَا لِي فَأَصْطَلَحَا عَلَى أَنْ لِنُوحٍ ثُلَاثُهَا وَلِلشَّيْطَانِ ثُلَاثُهَا *

৫৭২৬. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র) - - - - আনাস ইবন সিরীন (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ইবন মালিক (রা)-কে বলতে শুনেছি : শয়তান নূহ (আ)-এর সাথে একটি খেজুরগাছের ব্যাপারে ঝগড়া

করলো। সে বললো : এটা আমার, আর নূহ (আ) বললেন : এটা আমার। তখন সাব্যস্ত হলো যে, এর দুই অংশ শয়তানের এবং এক অংশ নূহ (আ)-এর।

৫৭২৭. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدٌ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ طُفَيْلٍ الْجَزَرِيُّ قَالَ كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنْ لَا تَشْرَبُوا مِنَ الطَّلَاءِ حَتَّى يَذْهَبَ ثَلَاثَاهُ وَيَبْقَى ثَلَاثُهُ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ*

৫৭২৭. সুওয়ায়দ (র) - - - আবদুল মালিক ইব্ন তুফায়ল জাযারী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর ইব্ন আবদুল আযীয (র) আমাদেরকে লিখলেন : দ্রাক্ষারসের দুই অংশ জুড়ে গিয়ে এক অংশ অবশিষ্ট না থাকলে তা পান করো না। আর জেনে রাখ, প্রত্যেক মাদকদ্রব্যই হারাম।

৫৭২৮. أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ بَرْدٍ عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ*

৫৭২৮. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র) - - - মাক্হুল (র) থেকে বর্ণিত যে, প্রত্যেক মাদকদ্রব্যই হারাম।

مَا يَجُوزُ شُرْبُهُ مِنَ الْعَصِيرِ وَمَا لَا يَجُوزُ

কোন রস পান করা যায় এবং কোন রস পান করা যায় না

৫৭২৯. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدٌ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ أَبِي يَغْفُورٍ السَّلْمِيُّ عَنْ أَبِي ثَابِتٍ التَّغْلَبِيِّ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنِ الْعَصِيرِ فَقَالَ أَشْرَبُهُ مَا كَانَ طَرِيًّا قَالَ إِنِّي طَبَخْتُ شَرَابًا وَفِي نَفْسِي مِنْهُ قَالَ أَكُنْتُ شَارِبَهُ قَبْلَ أَنْ تَطْبُخَهُ قَالَ لَا قَالَ فَإِنَّ النَّارَ لَا تُحِلُّ شَيْئًا قَدْ حَرَّمَ*

৫৭২৯. সুওয়ায়দ (র) - - - আবু সাবিত সালমী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্ন আব্বাস (রা)-এর নিকট উপবিষ্ট ছিলাম। এমন সময় তাঁর নিকট এক ব্যক্তি এসে রস সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করল। তিনি বললেন : যতক্ষণ তা তাজা থাকে, ততক্ষণ তা পান কর। সে বললো : আমি তা জ্বাল দিয়েছি। কিন্তু এখনও আমার মনে সন্দেহ রয়েছে। ইব্ন আব্বাস (রা) জিজ্ঞাসা করলেন : তুমি কি জ্বাল দেয়ার আগে তা পান করতে পারতে? সে বললো : না। তিনি বললেন : আগুন হারাম বস্তুকে হালাল করতে পারে না।

৫৭৩. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدٌ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قِرَاءَةً أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ وَاللَّهِ مَا تُحِلُّ النَّارُ شَيْئًا وَلَا تُحَرِّمُهُ قَالَ ثُمَّ فَسَّرَ لِي قَوْلَهُ لَا تُحِلُّ شَيْئًا لِقَوْلِهِمْ فِي الطَّلَاءِ وَلَا تُحَرِّمُهُ الْوَضُوءُ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ*

১. এ অংশটুকু হিন্দুস্তানী মুদণে হাদীসের অংশ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে, শিরোনাম হিসেবে নয় এবং পাদটীকায় সেটিকেই সঠিক বলা হয়েছে।

৫৭৩০. সুওয়ায়দ (র) - - - - আতা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্ন আব্বাস (রা)-কে বলতে শুনেছি : আল্লাহর শপথ! আগুন কোন বস্তুকে হালালও করতে পারে না, আর হারামও করতে পারে না। “হালাল করতে পারে না,” এর ব্যাখ্যায় আমাকে বললেন : লোকে বলে : জ্বালানো দ্রাক্ষারস হালাল। অথচ তা জ্বালানোর পূর্বে হারাম ছিল। আর “হারাম করতে পারে না”-এর ব্যাখ্যায় তিনি বললেন, লোকে বলে : আগুনে পাকান বস্তু খাওয়ার পর উযু করবে।

৫৭৩১. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدٌ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ حَيَّوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَقِيلٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ أَشْرَبَ الْعَصِيرَ مَا لَمْ يُزِيدَ *

৫৭৩১. সুওয়ায়দ (র) - - - - সাঈদ ইব্ন মুসায়্যিব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : তুমি রস না গজানো পর্যন্ত পান করবে।

৫৭৩২. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدٌ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عَائِدٍ الْأَسَدِيِّ قَالَ سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْعَصِيرِ قَالَ أَشْرَبُهُ حَتَّى يَغْلَى مَا لَمْ يَتَغَيَّرَ *

৫৭৩২. সুওয়ায়দ (র) - - - - হিশাম ইব্ন আযিয় আল-আসাদী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্রাহীমকে দ্রাক্ষারস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন : তা উথলে না ওঠা এবং পরিবর্তিত না হওয়া পর্যন্ত পান করতে পার।

৫৭৩৩. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدٌ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ فِي الْعَصِيرِ قَالَ أَشْرَبُهُ حَتَّى يَغْلَى *

৫৭৩৩. সুওয়ায়দ (র) - - - - আতা (র) রস সম্পর্কে বলেন : যতক্ষণ না গাঁজিয়ে ওঠে, ততক্ষণ তা পান করতে পার।

৫৭৩৪. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدٌ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ دَاوُدَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ أَشْرَبُهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا أَنْ يَغْلَى *

৫৭৩৪. সুওয়ায়দ (র) - - - - শাবী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রস তিন দিন (গত হওয়া) পর্যন্ত পান করতে পার, যতক্ষণ না তা উথলে ওঠে।

ذِكْرُ مَا يَجُوزُ شُرْبُهُ مِنَ الْأَنْبِذَةِ وَمَا لَا يَجُوزُ

যে সব নাবীয পান করা জায়েয আর যেসব নাবীয পান করা নাজায়েয

৫৭৩৫. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةٌ قَالَ حَدَّثَنِي الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الدِّيْلَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ فَيُرْوَزُ قَالَ

قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا أَصْحَابُ كَرَمٍ وَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ تَحْرِيمَ الْخَمْرِ فَمَاذَا نَصْنَعُ قَالَ تَتَّخِذُونَهُ زِينَةً قُلْتُ فَتَنْصَنَعُ بِالزَّيْنِبِ مَاذَا قَالَ تَنْقَعُونَهُ عَلَى غَدَائِكُمْ وَتَشْرَبُونَهُ عَلَى عَشَائِكُمْ وَتَنْقَعُونَهُ عَلَى غَدَائِكُمْ قُلْتُ أَفَلَا نُؤَخِّرُهُ حَتَّى يَشْتَدَّ قَالَ لَا تَجْعَلُوهُ فِي الْقُلْلِ وَاجْعَلُوهُ فِي الشَّنَانِ فَإِنَّهُ إِنْ تَأَخَّرَ صَارَ خَلًا *

৫৭৩৫. আমর ইবন উসমান (র) - - - - ফায়রুয দায়লামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ কে জিজ্ঞাসা করলাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমরা আড্ডুরওয়ালা। আর আল্লাহ তা'আলা মদ হারাম করার ঘোষণা দিয়ে আয়াত নাযিল করেছেন। আমরা এখন কি করবো? তিনি বললেন : তোমরা তা কিশমিশ বানিয়ে ফেলবে। আমি বললাম, কিশমিশ দিয়ে কি করব? তা ভোরে ভিজিয়ে বৈকালীক আহারের পর পান করবে। আর সন্ধ্যায় ভিজিয়ে সকালের খাবারের পর পান করবে। আমি বললাম : তা উথলানো পর্যন্ত কি রেখে দেব না? তিনি বললেন : তা মাটির পাত্রে না রেখে মশকে রাখবে; আর যদি অনেকক্ষণ এভাবে থাকে, তবে তা সিরকা হয়ে যাবে।

৫৭৩৬. أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو عُمَيْرٍ بْنُ النُّحَّاسِ عَنْ ضَمْرَةَ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ ابْنِ الدِّيْنَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ لَنَا أَعْنَابًا فَمَاذَا نَصْنَعُ بِهَا قَالَ زَبَبُوهَا قُلْنَا فَمَا نَصْنَعُ بِالزَّيْنِبِ قَالَ انْبِذُوهُ عَلَى غَدَائِكُمْ وَأَشْرَبُوهُ عَلَى عَشَائِكُمْ وَانْبِذُوهُ عَلَى غَدَائِكُمْ وَأَشْرَبُوهُ فِي الشَّنَانِ وَلَا تَنْبِذُوهُ فِي الْقُلْلِ فَإِنَّهُ إِنْ تَأَخَّرَ صَارَ خَلًا *

৫৭৩৬. ঈসা ইবন মুহাম্মদ আবু উমায়র ইবন নাহ্‌হাস (র) - - - - ফায়রুয দায়লামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা বললাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমাদের অনেক আড্ডুর আছে। আমরা তা কি করবো? তিনি বললেন : তোমরা তা কিশমিশ বানিয়ে ফেলবে। আমি বললাম, কিশমিশ দিয়ে কি করব? তিনি বললেন, তোমরা তা দিয়ে নাবীয তৈরি করবে। তা ভোরে ভিজিয়ে বৈকালীক আহারের পর পান করবে এবং সন্ধ্যায় ভিজিয়ে সকালে খাবারের পর পান করবে। আর তা মাটির পাত্রে না রেখে মশকে রাখবে। বেশি দেরী হলে তা সিরকা হয়ে যাবে।

৫৭৩৭. أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْلَى الْحَرَّانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُطِيعٌ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ يُنْبِذُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَيَشْرَبُهُ مِنَ الْغَدِ وَمِنْ بَعْدِ الْغَدِ فَإِذَا كَانَ مَسَاءً الثَّلَاثَةِ فَإِنْ بَقِيَ فِي الْإِنَاءِ شَيْءٌ لَمْ يَشْرَبُوهُ أَهْرِيْقُ *

৫৭৩৭. আবু দাউদ (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ এর জন্য নাবীয তৈরি করা হতো। তিনি তা দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিনেও পান করতেন। আর যদি তৃতীয় দিনেও পাত্রে কিছু অবশিষ্ট থাকতো, তবে তিনি তা ফেলে দিতেন এবং পান করতেন না।

৫৭৩৮. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدٍ الْبَهْرَانِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُنْقَعُ لَهُ الزَّبِيبُ فَيَشْرَبُهُ يَوْمَهُ وَالْغَدَ وَبَعْدَ الْغَدِ *

৫৭৩৮. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর জন্য কিশমিশ ভিজিয়ে রাখা হতো আর তিনি তা সেই দিন, দ্বিতীয় দিন এবং তৃতীয় দিন পান করতেন।

৫৭৩৯. أَخْبَرَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ ابْنِ فَضِيلٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُنْبِذُ لَهُ نَبِيذُ الزَّبِيبِ مِنَ اللَّيْلِ فَيَجْعَلُهُ فِي سِقَاءٍ فَيَشْرَبُهُ يَوْمَهُ ذَلِكَ وَالْغَدَ وَبَعْدَ الْغَدِ فَإِذَا كَانَ مِنَ الْخَيْرِ الثَّلَاثَةِ سَقَاهُ أَوْ شَرِبَهُ فَإِنْ أَصْبَحَ مِنْهُ شَيْءٌ أَهْرَاقَهُ *

৫৭৩৯. ওয়াসিল ইবন আবদুল আ'লা (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর জন্য রাতে মুনাফ্কা ভিজিয়ে রাখা হতো। পরে তিনি তা একটি মশকে ভরে রাখতেন এবং দ্বিতীয় দিন তা পান করতেন, পরে তৃতীয় দিনেও পান করতেন। তৃতীয় দিনের শেষ সময়ে তিনি তা অন্যদেরকে পান করিয়ে দিতেন এবং নিজেও পান করতেন। যদি তারপরেও ভোর পর্যন্ত কিছু থাকতো, তবে তিনি তা ফেলে দিতেন।

৫৭৪০. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدٌ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُنْبِذُ لَهُ فِي سِقَاءٍ الزَّبِيبَ غَدْوَةً فَيَشْرَبُهُ مِنَ اللَّيْلِ وَيُنْبِذُ لَهُ عَشِيَّةً فَيَشْرَبُهُ غَدْوَةً وَكَانَ يَغْسِلُ الْأَسْنَفِيَّةَ وَلَا يَجْعَلُ فِيهَا دُرْدِيًّا وَلَا شَيْئًا قَالَ نَافِعٌ فَكُنَّا نَشْرَبُهُ مِثْلَ الْعَسَلِ *

৫৭৪০. সুওয়ায়দ (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তার জন্য ভোরে মশকে আঙুর ভেজানো হতো, তিনি তা রাতে পান করতেন, যদি রাতে ভেজানো হতো, তিনি তা ভোরে পান করতেন। আর মশক ধুয়ে ফেলতেন এবং তা তীব্র করার জন্য তাতে তলানী বা অন্য কোন বস্তু মিশাতেন না। নافع (র) বলেন : আমরা তা মধুর মত পান করেছি।

৫৭৪১. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدٌ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ بَسَّامٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَنِ النَّبِيذِ قَالَ كَانَ عَلَى بَنِي حُسَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُنْبِذُ لَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَيَشْرَبُهُ غَدْوَةً وَيُنْبِذُ لَهُ غَدْوَةً فَيَشْرَبُهُ مِنَ اللَّيْلِ *

৫৭৪১. সুওয়ায়দ (র) - - - - বাসসাম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু জাফর (র)-কে নাবীয সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন : আলী ইবন হুসায়ন (রা)-এর জন্য রাতে নাবীয ভেজানো হতো, তিনি তা ভোরে পান করতেন। আর ভোরে ভেজানো হতো, তিনি তা সন্ধ্যায় পান করতেন।

৫৭৪২. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدٌ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ سُفْيَانَ سُئِلَ عَنِ النَّبِيذِ قَالَ أُتْبِذُ عَشِيًّا وَأَشْرَبُهُ غَدَوَةً *

৫৭৪২. সুওয়ায়দ (র) - - - - আবদুল্লাহ্ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি শুনেছি, সুফয়ানকে নাবীয সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন : তা সন্ধ্যায় ভিজিয়ে রেখে ভোরে পান করবে।

৫৭৪৩. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدٌ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ وَلَيْسَ بِالنَّهْدِيِّ أَنْ أُمَّ الْفَضْلِ أَرْسَلَتْ إِلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ تَسْأَلُهُ عَنْ نَبِيذٍ الْجَرِّ فَحَدَّثَنَا عَنِ النَّضْرِ ابْنِهِ أَنَّهُ كَانَ يَنْبِذُ فِي جَرٍّ يُنْبِذُ غَدَوَةً وَيَشْرَبُهُ عَشِيَّةً *

৫৭৪৩. সুওয়ায়দ (র) - - - - আবু উসমান (র), ইনি আবু উসমান নাহদী নন, বলেন, উম্মুল ফযল আনাস ইবন মালিক (রা)-এর নিকট লোক পাঠিয়ে জিজ্ঞেস করলেন যে, মাটির কলসের নাবীয পান করা কেমন? তিনি তার পুত্র নাযর সম্পর্কে বর্ণনা করলেন যে, সে মাটির পাত্রে নাবীয বানাত। ভোরে নাবীয ভেজাত আর তা সন্ধ্যায় পান করত (অর্থাৎ তা হালাল, অন্যথায় তার ঘরে এটা করা হতো না)।

৫৭৪৪. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدٌ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَجْعَلَ نَطْلَ النَّبِيذِ فِي النَّبِيذِ لِيَشْتَدَّ بِالنَّطْلِ *

৫৭৪৪. সুওয়ায়দ (র) - - - - সাঈদ ইবন মুসায়্যিব (র) নাবীযকে শক্তিশালী করার জন্য (পুরানো) নাবীযের তলানী (নতুন) নাবীযে মেশানো মাকরুহ মনে করতেন।

৫৭৪৫. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدٌ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ فِي النَّبِيذِ خَمْرُهُ دُرْدِيَّةٌ *

৫৭৪৫. সুওয়ায়দ (র) - - - - সাঈদ ইবন মুসায়্যিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নাবীয সম্পর্কে বলেন, এর তলানী মদ।

৫৭৪৬. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدٌ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ إِنَّمَا سُمِّيَتْ الْخَمْرُ لِأَنَّهَا تُرِكَتْ حَتَّى مَضَى صَفْوُهَا وَبَقِيَ كَدْرُهَا وَكَانَ يَكْرَهُ كُلُّ شَيْءٍ يُنْبِذُ عَلَى عَكْرِ *

৫৭৪৬. সুওয়ায়দ (র) - - - - সাঈদ ইবন মুসায়্যিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খামর (মদ)-কে খামর এজন্য বলা হয় যে, একে রেখে দেয়া হয়, ফলে এর স্বচ্ছতা দূর হয়ে যায় এবং এর ময়লা অবশিষ্ট থাকে। আর তিনি এরূপ নাবীযকে মাকরুহ মনে করতেন যাতে তলানী মেশানো হয়।

ذِكْرُ الْاِخْتِلَافِ عَلَى اِبْرَاهِيمَ فِي النَّبِيْذِ

নাবীযের ব্যাপারে ইব্রাহীমের থেকে বর্ণনাকারীদের মতপার্থক্য

৫৭৪৭. أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ فَضِيلِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اِبْرَاهِيمَ قَالَ كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ مَنْ شَرِبَ شَرَابًا فَسَكِرَ مِنْهُ لَمْ يَصْلَحْ لَهُ أَنْ يَعُوْدَ فِيهِ *

৫৭৪৭. আবু বকর ইবন আলী (র) - - - - ফুযায়ল ইবন আমর ইব্রাহীম (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, লোকে মনে করতো, যে ব্যক্তি কোন প্রকার পানীয় পান করার ফলে নেশাশস্ত হয়ে পড়ে, সে যেন আবার তা পান না করে।

৫৭৪৮. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدٌ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَغِيرَةَ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ اِبْرَاهِيمَ قَالَ لَا بَأْسَ بِنَبِيْذِ الْبُخْتِجِ *

৫৭৪৮. সুওয়ায়দ (র) - - - - আবু মা'শার ইব্রাহীম (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, পাকানো নাবীযে কোন ক্ষতি নেই।

৫৭৪৯. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدٌ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ عَنْ أَبِي مَسْكِينٍ قَالَ سَأَلْتُ اِبْرَاهِيمَ قُلْتُ إِنَّا نَأْخُذُ دُرْدِيَّ الْخَمْرِ أَوْ الطَّلَاءَ فَتَنْظِفُهُ ثُمَّ نَنْقَعُ فِيهِ الزَّبِيْبَ ثَلَاثًا ثُمَّ نَصْفِيهِ ثُمَّ نُدْعُهُ حَتَّى يَبْلُغَ فَتَشْرِبُهُ قَالَ يُكْرَهُ *

৫৭৪৯. সুওয়ায়দ (র) - - - - আবু মিসকীন (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্রাহীম (র)-কে জিজ্ঞাসা করলাম : আমরা মদ অথবা দ্রাক্ষারসের তলানী পরিষ্কার করি, তারপর তিন দিন পর্যন্ত তাতে মনাক্ষা ভিজিয়ে রাখি। তিন দিন পর তা পরিষ্কার করে রেখে দেই, যেন তা তীব্র হয়ে যায়। ইব্রাহীম (র) বলেন : এটা মাকরুহ।

৫৭৫০. أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ قَالَ لَنَبَانَا جَرِيرٌ عَنْ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ رَحِمَ اللَّهُ اِبْرَاهِيمَ شَدَّدَ النَّاسُ فِي النَّبِيْذِ وَرَخَّصَ فِيهِ *

৫৭৫০. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র) - - - - ইবন শুবরুমা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ তাআলা ইব্রাহীমের উপর রহম করুন। লোক নাবীযের ব্যাপারে কঠোরতা আরোপ করতো অথচ তিনি তা সহজ করে দিয়েছেন।

৫৭৫১. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ الْمُبَارَكِ يَقُولُ مَا وَجَدْتُ الرُّخْصَةَ فِي الْمُسْكِرِ عَنْ أَحَدٍ صَحِيْحًا إِلَّا عَنْ اِبْرَاهِيمَ *

৫৭৫১. উবায়দুল্লাহ ইব্ন সাঈদ (র) - - - আবু উসমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইব্ন মুবারকা (র)-কে বলতে শুনেছি : আমি ইব্রাহীম (র) ব্যতীত অন্য কাউকে মাদকদ্রব্যের অনুমতি দিতে শুনিনি।

৫৭৫২. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أُسَامَةَ يَقُولُ مَا رَأَيْتُ رَجُلًا أَطْلَبَ لِلْعِلْمِ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الشَّامَاتِ وَمِصْرَ وَالْيَمَنَ وَالْحِجَازَ *

৫৭৫২. উবায়দুল্লাহ ইব্ন সাঈদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু উসামা (র)-কে বলতে শুনেছি : শাম, মিসর, ইয়ামন ও হিজাযে আমি আবদুল্লাহ ইব্ন মুবারক (র)-এর চাইতে জ্ঞান-পিপাসু আর কাউকে দেখিনি।

ذِكْرُ الْأَشْرِبَةِ الْمُبَاحَةِ

বৈধ পানীয় সম্পর্কে

৫৭৫৩. أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ لَأُمِّ سُلَيْمٍ قَدَحٌ مِنْ عَيْدَانٍ فَقَالَتْ سَقَيْتُ فِيهِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كُلَّ الشَّرَابِ الْمَاءَ وَالْعَسَلَ وَاللَّبَنَ وَالنَّبِيذَ *

৫৭৫৩. রবী' ইব্ন সুলায়মান (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মে সুলায়ম (রা)-এর নিকট একটি কাঠের পেয়ালা ছিল। তিনি বলতেন : আমি এই পাত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে পানীয় পান করাতাম, যা ছিল পানি, দুধ, মধু ও নাবীয।

৫৭৫৪. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدٌ قَالَ أَتَيْنَا عَبْدَ اللَّهِ عَنْ سَفْيَانَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كَهِيلٍ عَنْ ذَرٍّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبِيَّ بْنَ كَعْبٍ عَنِ النَّبِيذِ فَقَالَ اشْرَبِ الْمَاءَ وَاشْرَبِ الْعَسَلَ وَاشْرَبِ السُّوْيُقَ وَاشْرَبِ اللَّبَنَ الَّذِي نَجَعْتُ بِهِ فَعَاوَدْتُهُ فَقَالَ الْخَمْرُ تُرِيدُ الْخَمْرُ تُرِيدُ *

৫৭৫৪. সুওয়ায়দ (র) - - - - আবদুর রহমান ইব্ন আবযা (র) তাঁর পিতা সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি উবাই ইব্ন কা'ব (রা)-কে নাবীযের ব্যাপারে প্রশ্ন করলে, তিনি বললেন : পানি পান কর, মধু, ছাতু এবং দুধ পান কর, যা পান করে তুমি ছোট থেকে বড় হয়েছ— আমি আবার জিজ্ঞাসা করলে, তিনি বললেন : তুমি মদ পান করতে চাও? মদ পান করতে চাও ?

৫৭৫৫. أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ سَعِيدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ أَخَذْتُ النَّاسَ أَشْرِبَةً مَا أَذَرْتُ مَا هِيَ فَمَالِي شَرَابٌ مِنْذُ عِشْرِينَ سَنَةً أَوْ قَالَ أَرْبَعِينَ سَنَةً إِلَّا الْمَاءَ وَالسُّوْيُقَ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرِ النَّبِيذَ *

৫৭৫৫. আহমদ ইবন আলী (র) - - - - ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোক নানা প্রকার পানীয় আবিষ্কার করেছে, আমি জানি না, তা কী? অথচ আমি বিশ বছর যাবত পানি এবং ছাতু ব্যতীত আর কিছুই পান করিনি। উল্লেখ্য যে, তিনি নাবীযের কথা বলেন নি।

৫৭৫৬. أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ عُبَيْدَةَ قَالَ أَخَذْتُ النَّاسُ أَشْرِبَةً مَا أَدْرِي مَا هِيَ وَمَالِي شَرَابٌ مُنْذُ عِشْرِينَ سَنَةً إِلَّا الْمَاءَ وَاللَّبَنَ وَالْعَسَلُ *

৫৭৫৬. সুওয়ায়দ (র) - - - - 'আবীদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোক নানা প্রকার পানীয় বানাচ্ছে। আমি জানি না, তা কী, অথচ বিশ বছর যাবত আমার পানীয় হলো পানি, দুধ এবং মধু।

৫৭৫৭. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ عَنْ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ قَالَ طَلْحَةُ لِأَهْلِ الْكُوفَةِ فِي الثَّبِيدِ فِتْنَةٌ يَرْبُو فِيهَا الصَّغِيرُ وَيَهْرُمُ فِيهَا الْكَبِيرُ قَالَ وَكَانَ إِذَا كَانَ فِيهِمْ عُرْسٌ كَانَ طَلْحَةُ وَزُبَيْرٌ يَسْقِيَانِ اللَّبَنَ وَالْعَسَلَ فَقِيلَ لَطَلْحَةُ أَلَا تَسْقِيهِمُ الثَّبِيدَ قَالَ إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَسْكُرَ مُسْلِمٌ فِي سَبَبِي *

৫৭৫৭. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র) - - - - ইবন শুবরুমা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাল্হা (রা) কূফাবাসীদের সম্পর্কে বলেন যে, তারা নাবীযের ব্যাপারে এক পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছে। ছোট তাতে বড় হচ্ছে আর বৃদ্ধ তাতে আরও বার্ধক্যে উপনীত হচ্ছে। ইবন শুবরুমা (র) বলেন : যখন কোন বিবাহ হতো, তখন তাল্হা এবং যুবাযর (রা) লোকদেরকে দুধ এবং মধু পান করাতেন। কেউ তাল্হা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলো, আপনি নাবীয পান করান না কেন? তিনি বললেন : আমি এটা পছন্দ করি না যে, আমার কারণে কোন মুসলমান নেশাশস্ত হোক।

৫৭৫৮. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ قَالَ كَانَ ابْنُ شُبْرُمَةَ لَا يَشْرَبُ إِلَّا الْمَاءَ وَاللَّبَنَ *

৫৭৫৮. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জারীর (র) আমাদের বলেছেন : ইবন শুবরুমা (র) শুধু পানি এবং দুধ পান করতেন।

آخر كتاب الاشربة. وهو اخر كتاب المجتبى للنسائي. والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين. وعلى آله الطيبين الطاهرين. ورضى الله عن كل الصحابة اجمعين. وعن التابعين لهم باحسان الى يوم الدين *

(সুনানু নাসাই শরীফ চতুর্থ খণ্ড সমাপ্ত)